

শ্রীশ্রীভুবাবলী

(প্রার্থনা-স্তোত্র)

পূজ্যপাদ—

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ-বিরচিত

শ্রীল বঙ্কেশ্বর বিদ্যাভূষণ-কৃত টীকা-সমন্বিত

তথা

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাশ্রয়ী

শ্রীমৎ অনন্তদাস বাবাজী মহারাজ-কৃত মূলানুবাদ ও স্তবামৃতকণা-

নাশনী তাৎপর্য-ব্যাখ্যা সমলঙ্কৃত ।

প্রথম সংস্করণ—১০০০

শ্রীচৈতন্য-সেবাসদন ট্রাস্ট গ্রন্থ মন্দির হইতে প্রকাশিত ।

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৪

শ্রীশ্রীগৌরপুণিমা ।

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত ।

—ঃ তপাভ্যাস-স্তোত্র

মানককৃত্যভিঃ ৩ মানককৃত্যভিঃ

—ঃ ১০৩ ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

(.শ্রী .৩৩) ১০৩৩ — ১০৩৩

—ঃ চারুভাষ্য

মানককৃত্যভিঃ ১ ৬

১০৩৩ — ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

(.শ্রী .৩৩) ১০৩৩ — ১০৩৩

মানককৃত্যভিঃ ১ ৬

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ — ১০৩৩

(.শ্রী .৩৩) ১০৩৩ — ১০৩৩

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ — ১০৩৩

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ — ১০৩৩ ১০৩৩

(.শ্রী .৩৩) ১০৩৩ — ১০৩৩

—ঃ তপাভ্যাস

১০৩৩ ১০৩৩

১০৩৩ — প্রচারানুকূল্যে ভিক্ষা— ৭০

(.শ্রী .৩৩) ১০৩৩ — ১০৩৩

বিষয়-সূচী

—ঃ চোদ্দতঃ —

বিষয়

পত্রাঙ্ক

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	১— ৩১
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্ববকল্পতরুঃ	৩২— ৭৭
শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা	৭৭—১৩৪
শ্রীশ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামিগঃ প্রার্থনা	১৩৪—১৪৮
শ্রীশ্রীগোবর্ধনপ্রদশকম্	১৪৯—১৮৬
শ্রীশ্রীগোবর্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্	১৮৭—২১৭
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডলটকম্	২১৮—২৪৪
শ্রীশ্রীরজবিলাস-স্ববঃ	২৪৫—৫২৮
শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাজলিঃ	৫২৯—

প্রথম প্রকাশ

দ্বিতীয় প্রকাশ

তৃতীয় প্রকাশ

চতুর্থ প্রকাশ



৥ শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি ॥

ভূমিকা

প্রভুপাদ শ্রীল বিনোদকিশোর গোস্বামী

এম. এ. সাহিত্য-ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণরত্ন ।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাসঞ্চারের পরিণতিরূপে আমরা ত্যাগবৈরাগ্যপূত অন্তর বৈষ্ণব-ভজনের সুনির্মল আদর্শের অমৃত-পথিক শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামীজিকে পাইয়াছি। পাণিহাটিতীর্থে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাভিক্ষেপে অভিস্রাত শ্রীল রঘুনাথ। পুরোধামে শ্রীচৈতন্যমহা-প্রভুর কৃপাসঙ্গোৎসবে শ্রীল রঘুনাথ রূপান্তরিত হইলেন। ধনীর দুর্লাভ রঘুনাথ পরিণত হইলেন প্রেম-ভজনাবতার শ্রেষ্ঠ সংযমী পুরুষরূপে। শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুর কৃপাস্পর্শগুণে শ্রীল রঘুনাথের চরিতাবলির ছন্দে ছন্দে সংযম-সহিষ্ণুতা দৈন্যের অপূর্ব আদর্শ প্রকটিত হইল, রঘুনাথের চিত্তকে করিল প্রেমাবিষ্ট-ভাববিমুগ্ধ-নিঃসঙ্গলিপ্সু! মহাপ্রভুর কৃপাবদান্যে রঘুর প্রাণপাত্রটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল—স্বরূপের শিক্ষা-মাধুর্যে! সংযমের শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ফলস্বরূপে প্রেম-প্রসন্নতার মূর্তি শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রদান করিলেন—গুঞ্জামালা ও গিরিধারী-সেবা। শ্রীল রঘুনাথের ভজনধারা সর্বতোভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুর প্রেমের ইসারায়।

সহসা শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু অন্তর্হিত হইলেন। বজ্রাহতের ন্যায় বিরহকাতর রঘু ব্রজধাম দর্শন করত তাঁহার প্রাণপ্রিয় শ্রীগিরিরাজে ভুগুপাত করিয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প লইয়া ব্রজে আসিলেন। শ্রীল রূপ-সনাতন রঘুকে আদেশ করিলেন—শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে ভজনকৌমুদীচ্ছটায় তাঁহার বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়কে শীতল করিবার জন্য। অন্তর্মনা রঘুনাথের সাধনা সুরু হইল শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে। আকৃতি, প্রেম, উৎকণ্ঠা, লালসা, দৈন্য আতিপূর্ণ উজ্জ্বল হৃদয়ের অধিকারী শ্রীল রঘুনাথ। সেই হৃদয়ে শ্রীরাধামাধুরীর অনুকূল বাতাস বহিল। শ্রীরাধারাণীর কৃপানুরাগের আকাঙ্ক্ষায় আকুলিত রঘুনাথ। তাঁহার নয়নে প্রেমাস্রু, হৃদয়ে গভীরভাব, চিত্তে ব্যাকুলতা! নিবিড় উপলব্ধির সেকাতর মিনতি প্রার্থনার ধারা মিলিত হইল শ্রীরাধাতাবনার কল্লোলিনীর অপূর্ব লাবণ্য-লহরীতে!! শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী ক্রন্দন করেন, আর আবিষ্ট হৃদয়ে প্রার্থনা করেন। এই ক্রন্দনের অলৌকিক দিব্যাকাব্যই স্তবাবলী। এই কাব্য রোদনকাব্য। এই মহিমময় প্রার্থনার ধ্বনিবন্ধার আজও মরমী ভক্তের হৃদয়তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রত্যক্ষ-লীলাদর্শী শ্রীল রঘুনাথ স্তবাবলীর প্রথমে শ্রীচৈতন্যবিষয়ক দুইটি স্তবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ, দানবৈশিষ্ট্য, আবির্ভাবের হেতু, নৃত্যোল্লাস ও প্রেমোন্মাদনার দিব্যচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। “মনঃশিক্ষায়” আদর্শ বৈষ্ণব-জীবনের চির অভিলাষ চঞ্চলমনকে শ্রীগুরুদেবে, গোষ্ঠভূমিতে, নিজ অতীষ্টমন্ত্রে, শ্রীহরিনামে এবং ব্রজযুবদ্বন্দ্বশরণে সংলগ্ন করিবার নিষ্ঠাক রীতির পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহার নাম সাধু-বৈষ্ণব-সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি “প্রার্থনাস্তবে” নিজ সেবালালসার গোপন ভাণ্ডারটি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। “শ্রীশ্রীগোবর্ধনাশ্রয়দশক” ও “শ্রীশ্রীগোবর্ধনবাস-প্রার্থনা-দশকে” শ্রীল রঘুনাথ মনের সুক্ষ্ম অনুভূতির অপ্রাকৃত সৌন্দর্যনিলয় শ্রীগোবিন্দের লীলামাধুরী ও গোবর্ধন-মহিমার অপূর্ব ভাবনার সন্দেশ উপহার প্রদান করিয়াছেন। “শ্রীরাধাকুণ্ডলটক” কুণ্ডমহিমাস্তব আমাদের ভাবনার কুটিরকে সমৃদ্ধশালী করিয়া তুলিয়াছে। দীর্ঘ ব্রজবিলাসস্তবে ব্রজবিলাসী শ্রীশ্রীরাধামাধবের, তাঁহাদের পার্শ্বদগণের, শ্রীধামের অপূর্ব মাহাত্ম্য প্রকাশিত। “শ্রীবিলাপকুসুমাজলি” শ্রীল রঘুনাথের সেবালালসার মজলদীপ। ইহাতে শ্রীশ্রীরাধারাণীর সেবাভাবনায় সখী-আনুগত্যে মঞ্জরীগণের সেবা-সংপ্রতিতির সীমারেখা সুস্পষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণবভজনাদর্শের সুনিপুণ রসকারিগর শ্রীল রঘুনাথের আতি, উৎকর্ষা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষানুভব-চমৎকৃতির দিব্যকাব্য বিলাপকুসুমাজলি। শ্রীল রঘুনাথের অশ্রুতমুকুতায় গাঁথা দিব্যমণিমালা বিলাপকুসুমাজলির সংগীতরাজি। সেবাপ্রাচুর্যে সুমহান্ সংগীত-মালিকার দিব্য প্রসূনচয় আতি, লালসা ও অনুরাগের নানা বিচিত্র রঙে সুরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। “প্রেমপুরাতিথস্তোত্রে” রঘুনাথের প্রেমাকাঙ্ক্ষার অপূর্ব দ্যোতনা। বিদগ্ধা নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধারাণীর নাগরেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীগোবিন্দের সেবালালসার স্বর্ণকুন্তসদৃশ এই প্রেমপুরাতিথস্তোত্র।

“স্বনিয়মদশকে” নিয়মপালনে উৎসাহী সুদক্ষ রঘুনাথদাস গোস্বামীর প্রাণ-চেতনার উল্লাসময় অভিব্যক্তি। “শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শতনাম-স্তোত্র” “শ্রীরাধিকাষ্টকম্” “শ্রীশ্রীরাধাক্ষোজ্জলকুসুমকেনি” “শ্রীশ্রীবনযুবদ্বন্দ্বদিদৃক্ষাষ্টকম্” প্রভৃতি স্তোত্রে শ্রীরাধারাণীর নামবৈশিষ্ট্য, প্রেমবৈশিষ্ট্য, শ্রীকৃষ্ণসেবা-বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে শ্রীল রঘুনাথের সুক্ষ্ম রসানুভূতি, বিচিত্র লালসা, সুক্ষ্ম সুক্ষ্মভাবে বৈচিত্রী, অপূর্ব দিব্য-চেতনাদীপ্ত-হৃদয়ের রসোদগারে সুনিয়ন্ত্রিত ভজনরীতি প্রভৃতির অপরিমেয় মাধুর্য অভিব্যক্ত। শ্রীরাপ-মঞ্জরীর ভাবনা-বিমুগ্ধ-প্রাণের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল চিত্তের বিস্তার আমাদের চিত্তগহনে এক অভিনব বিচিত্র রসাস্বাদনের লাভগ্যমন্দিরের সন্ধান প্রদান করিয়া থাকে।

“শ্রীগোপালরাজস্তোত্র” “শ্রীমদনগোপাল-স্তোত্র” “শ্রীমুকুন্দাষ্টকম্” প্রভৃতি স্তোত্রে শ্রীল রঘুনাথের কৃষ্ণপ্রেমানুশীলনে অলৌকিক ভাবনার সুসমৃদ্ধ মাধুর্যদ্যুতিতে এবং চমৎকারিত্বে আমাদের বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার “উৎকর্ষাদশক” “স্বসংকল্প-প্রকাশস্তোত্র” “অতীষ্টপ্রার্থনাষ্টক” “শ্রীপ্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশক” “গ্রন্থকন্তুঃ প্রার্থনা” “অতীষ্টসূচন” রূপ অভিলাষরাজির ভিতর আমরা রঘুনাথের সমপিতপ্রাণ সেবাস্নিগ্ধ অন্তরের পরিচয় পাইয়া থাকি। শ্রীল রঘুনাথের প্রার্থনা, নতি, প্রেমাকাঙ্ক্ষা, লালসা, গভীর হৃদয়বেগ, বৈষ্ণবভজনাদর্শের বিরল ও অভিনব মঞ্জরীভাব-সাধন-সরণীর সন্ধান প্রদান করিয়াছে।

আমরা পাখিব দুঃখ-বেদনায় অভিভূত হই, প্রিয়জনের বিয়োগব্যথায় ক্রন্দন করি, আর শ্রীল রঘুনাথ হ্লাদিনী স্বরূপিণী শ্রীরাধারাণীর রূপালাভের নিমিত্ত ব্যাকুলতায় ক্রন্দনরোলে শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরভূমিকে মুখরিত করিয়াছেন। এ ক্রন্দন আত্মার ক্রন্দন, পরমাত্মা আপ্তকাম শ্রীগোবিন্দের চরমসেবা-লালসায় শ্রীশ্রীরাধারাণীর করুণা-কুসুমের বর্ষণে চিত্তকাননকে সুসজ্জিত করিবার জন্য। জৈবলালসার ক্রন্দনের ভিতর ভোগাসক্তির সংবাদ শোকক্রন্দনে বিলাপধ্বনিতে সমগ্র পরিবেশকে বিষাদে পূর্ণ করিয়া তোলে। আর এই বিলক্ষণ ক্রন্দনের বৈশিষ্ট্য হইল, ইহা প্রাণে প্রাণে শ্রীকৃষ্ণরূপা কুণ্ডেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর করুণালাভের নিমিত্ত অপাখিব লালসার লোভ জাগানো ক্রন্দনসংগীত। এই সুরধ্বনির দিব্যপরিবেশে উল্লাস, আনন্দ, অমিত প্রেমানুভূতির বিচিত্রভাব সাধকের অন্তরে অনন্ত তৃষ্ণায় সমুৎসুক চিত্তের শুভ উদ্বোধন জাগায়। বলা বাহুল্য শ্রীচৈতন্য মনোভীষ্টপূরক **শ্রীল রূপগোস্বামীর** মঞ্জরী ভাবাদর্শ শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামীর চিত্তবৃত্তির চিন্ময় প্ররতিকে অনুপ্রেরণায় সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। ভাব-পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে শ্রীল রঘুনাথের অসামান্য অলৌকিক দিব্য রসাস্বাদনের সামর্থ্য তুলনারহিত। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাব ও মননমাধুর্য্যে রঘুনাথের সুপরিচ্ছন্ন দিব্য গন্ধোন্মাদিত হৃদয়ের সুসংস্কৃত কারুসৌন্দর্য্য স্বব-রাজির প্রকাশবৈশিষ্ট্যে কালজয়ী হইয়া উঠিয়াছে। শাস্ত্রতত্ত্বের প্রেমমন্দিরের অমলিন চিরায়ত স্বর্গীয় কুসুমরাজিই নয়, রঘুনাথের চিত্তসৌন্দর্য্যে এই স্ববাবলী আগত অনাগত বিশ্বের রসভাবগ্রাহী মানবের চিরন্তন প্রেরণার অনন্তকালের প্রেমপ্রার্থনাসংগীত নৈবেদ্য। নিকুঞ্জভাবনার সর্বাতিশায়ী প্রসন্নতার অমৃতপ্রসাদ এই স্ববাবলী। মানস-প্রার্থনা কিভাবে সেবাসৌকর্য্যে মনোবৃত্তিকে প্রত্যক্ষানুভবের আনন্দে উদ্বেল বিহ্বল করিয়া তোলে—উন্মত্ত করিয়া তোলে—তাহার বিবরণ আদর্শ শ্রীল রঘুনাথের এই স্ববাবলীতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণবভাবধারা সম্প্রচারে সুনিপুণ সেকালের রামনারায়ণ-বিদ্যারত্ন, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ, প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামী, বিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, হরিদাস দাস, প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী প্রমুখ রঘুনাথদাস গোস্বামীজির দিব্যগ্রন্থ আশ্বাদনের রসের খারার উৎসমুখ খুলিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডস্থ ব্রজানন্দঘেরা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশাস্ত্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ভজননিষ্ঠ মঞ্জরী-ভাবাদর্শের সুনিপুণ ব্যাখ্যাতা বৈষ্ণবপ্রাণ সাধকবর্ষ্য কুঞ্জবিহারীদাস বাবাজী মহারাজের রূপাশ্রিত পারমাণ্বিক বিজ্ঞান-চেতনার অন্যতম রসব্যাখ্যাতা, মঞ্জরীভাবনার রসতত্ত্বের ভাষ্যকার, একালে অদ্বিতীয় বৈষ্ণবদর্শন-প্রবক্তা, রসসমৃদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী, দুরূহ তত্ত্বামৃত পরিবেশনে নিষ্ঠীক সহজস্বভাবে রসিকাপ্রগণ্য পণ্ডিতধূর্য্য, সাধনাভিজ্ঞ **শ্রীল অনন্তদাস বাবাজী মহারাজের** অসাধারণ লিপিকুশলতা শ্রীল রঘুনাথের মশ্মাবধানের জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণানুগত্যে সৈন্য চেষ্টা ও সেবালালসা বর্তমানকালে রসিকসমাজে অপূর্ব বিস্ময় ও আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে স্ববাবলীর এই জাতীয় বিস্তৃত রসব্যাখ্যা অবলোকন করি নাই। রসজ্ঞ, ভজনবিজ্ঞ, বিদগ্ধ গ্রন্থকার রাধাপারম্যবাদী শ্রীল রঘুনাথের ভাবনার দিব্যসরণী অনুসরণে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। আমার পরমপূজ্য পিতৃদেব ও

শ্রীশুরুদেব শ্রীমণিত্যানন্দবংশ্য অনন্তশ্রী প্রভু প্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজের সহিত শ্রীল কুঞ্জবিহারী দাস বাবাজী মহারাজের প্রেমসখ্যাসুত্রের দৃঢ় বন্ধন ছিল। সেকালে অন্যতম রসবেত্তা শ্রীল দীনশরণদাস বাবাজী মহারাজ উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন। এই পরম্পরা প্রেমরসসম্বন্ধে আমরাও পরম্পরে উভয়ের খুব কাছাকাছি ভাবের সমন্বয়ে—দুর্লভ দিব্যচিন্তার মাধুকরী সংগ্রহে ঐক্যবদ্ধ। এই গ্রন্থ-ব্যাখ্যায় বিদগ্ধ গ্রন্থকার বিভিন্ন রসগ্রন্থ হইতে অনুকূল শ্লোক উদাহরণ, পদাবলী সংগ্রহ, বৈষ্ণব আকর গ্রন্থের প্রমাণ-চয়ন, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণের সাদৃশ্যমূলক কথাগ্রন্থন এই বিপুলায়তন স্তবাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যায় অত্যন্ত নিপুণতার সহিত অসাধারণ প্রতিভা ও বৈদগ্ধ্যরীতির অপূর্ব কুশলতার সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বৈষ্ণবগ্রন্থের পদ্যানুবাদের পথিকৃৎ হইলেন যদুনন্দনদাসজী প্রাচীন মহাজন। এই স্তবাবলী গ্রন্থ ও অন্যান্য রসগ্রন্থের পদ্যানুবাদক একালে প্রভু প্রাণগোপাল গোস্বামী মহারাজের রূপান্তিত ও প্রভু প্রাণকিশোর গোস্বামী মহারাজের রূপাপ্রেরণায় পরিপুষ্ট বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহ অনুবাদে উদ্দীপিত বৈষ্ণব কবি হরিপদ শীল মহোদয়ের পদ্যানুবাদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আশাকরি “স্তবাবলী” গ্রন্থের **স্তবামৃতকণা** ব্যাখ্যামাধুরী সম্বলিত প্রতিটি খণ্ড সুখী, রসিক, ভক্ত, বিদগ্ধ, রসদার্শনিক, সামাজিক, বৈষ্ণব ও বিশ্বের আগ্রহী পাঠকমহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ৫০২তম ও ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল সনাতন গোস্বামীজির পঞ্চশত আবির্ভাব-স্মরণ-মহোৎসব-প্রাঙ্গণে এই ভেট দেশবাসী ও বিশ্বের অগণিত বৈষ্ণবমণ্ডলীর পরম উল্লাসের কারণ ঘটিবে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এই মহাগ্রন্থ প্রতি গৃহে গৃহে সমাদর লাভ করুক, এই প্রার্থনা শ্রীশ্রীশুরু-গোরাঙ্গ-নিত্যানন্দপ্রভু-শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের চরণপ্রান্তে নিবেদন করি। গ্রন্থকার মহোদয় সুস্থ শরীরে এইভাবে গোস্বামিগণের রসগ্রন্থের সেবায় নিরত থাকিয়া আমাদের দিব্য সাহিত্যদর্শনরস-ভাবনার ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করিতে থাকুন।

জয় নিতাই ! জয় গৌরহরি !! জয় ভক্তবৃন্দ !!!

শ্রীশুরু-বৈষ্ণবদাসানুদাস—
তাং—৯৯৯৫ (ইং—২৩৯৮৯)
পুষ্যাভিষেকযাত্রা (সভাপতি, অনঙ্গমোহন হরিসভা,
শ্রীশ্রীগোরাঙ্গ মন্দির সভাপতি, হাওড়া গোড়ীয়বৈষ্ণব-সম্মিলনী,
শ্রীভূমি, কলিকাতা—৪৮ সহকারী সভাপতি, চালতাবাগান গোড়ীয়বৈষ্ণব-সম্মিলনী,
সাধারণ সম্পাদক, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মণ্ডল,
উপদেষ্টা, শ্রীগোরাঙ্গ-পত্রিকা ।)

বিবেদন।

শ্রীভগবতীর বিশেষত্ব :

অনাদিকাল হইতে ভগবদ্বিহীমুখ মানবকুল রোগ, শোকাদি ত্রিতাপজ্বালা এবং জন্ম, মরণাদি বিবিধ দুঃখের প্রবাহে সংসার-তটিনীতে অবিরত ভাসিয়া চলিয়াছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার শ্রীভগবদ্রূপে একান্তভাবে প্রপন্ন হইয়া শ্রীভগবদ্-রসমাধুরী আত্মাকে আশ্বাদন করানো। মায়াবদ্ধ মানবের যে চিত্ত রাশি রাশি কর্মসংস্কারজনিত দুর্বাসনা-মলে আচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর অবাধগতিতে বিষয়-ক্ষেত্রে প্রধাবিত হইতেছে, তাহা কিপ্রকারে নিধুতকমায় হইতে পারে এবং ভগবদ্-রসমাধুরী আশ্বাদনে সক্ষম হইতে পারে—স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে জাগে। শাস্ত্রবাণী ও মহাজনের অনুভূতি অবলম্বনে বুঝিতে পারা যায় যে, ক্ষুদ্রজীবশক্তির পক্ষে প্রবল অবিদ্যাশক্তিকে পরাভূত করিয়া নিজের সামর্থ্যে সাধনমার্গে এই বাসনামলদুশ্ট চিত্তকে শুদ্ধ করত ভগবন্মাধুরীর আশ্বাদন অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়কুল স্বেচ্ছাচারী, বিষয়রস-লোলুপ এবং অতিশয় প্রবল। ইহারা সতত চিত্তকে জড়ীয় শব্দ, স্পর্শাদি বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং মনীষির মনীষা ও শাস্ত্রজ্ঞানীর শাস্ত্রজ্ঞানকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া বিষয়-প্রলুব্ধ করিয়া তোলে। সুতরাং শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার শ্রীচরণাগ্রিত মহৎগুণের কৃপা-ব্যতীত কেহই নিজ সাধনবলে বিষয়মুখী চিত্তকে সংযত করিয়া ভাগবতীয় রসমাধুরী আশ্বাদনে সক্ষম হন না। ঐশীকৃপা লাভ হইলে স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়কুল ও কামাদি রিপুবর্গ যাহারা সতত আমাদের সাধন-ভজনপথে নিদারুণ বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে; তাহারা চিহ্নস্তির নিকট পরাভূত হইয়া অনায়াসেই আত্মার দাসত্ব স্বীকার করে। তখন কামাদি রিপুগণ বৈরিতা ত্যাগ করত “কাম কৃষ্ণ-আরাধনে, ক্রোধ তত্তদ্বেশী-জনে, লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। এইভাবে সাধকের মিত্রতা করিয়া ভজনপথের সহায়ক হয় এবং হাষীকগণ বা ইন্দ্রিয়বর্গও হাষীকেশ শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইয়া সাধককে ধন্য করিয়া থাকে, কেননা “হাষীকেন হাষীকেশ-সেবনং ভক্তিরূচ্যতে” নারদপঞ্চরাত্রে ভক্তির এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ এবং তদীয় শ্রীচরণাগ্রিত মহৎগুণের কৃপালাভ করিতে হইলে তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণাগত হইয়া সতত আতিপূর্ণ চিত্তে তাঁহাদের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে হয়। সাধকের উৎকণ্ঠাময়ী প্রার্থনা তাঁহাদের করুণার অর্গল খুলিয়া দেয়। কেবল ভক্তিপথের অন্তরায় নাশ এবং ভজনের সামর্থ্যলাভের নিমিত্তই নহে, পরন্তু প্রেমলাভের পরেও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার এবং সাক্ষাৎ সেবালাভের নিমিত্ত প্রেমিকভক্ত সতত আত্মকর্ত্তে শ্রীভগবানের চরণে ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া

থাকেন। তাই কি সাধনদশায়, কি সিদ্ধিদশায়, **আতিপূর্ণ প্রার্থনা** ভক্তের অভীষ্ট-লাভের পরম সহায়ক হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ সেই প্রার্থনাবাগীসমূহ যদি আবার মহা অনুভূতি-সম্পন্ন প্রবলশক্তিশালী মহাত্মার বিপুল আতিপূর্ণ চিত্ত-নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে তাহার আরাতি বা শ্রবণ, কীর্তনাদি মন্ত্র-শক্তির দ্বারা শ্রীভগবানের চিত্তকে বিগলিত করিয়া সাধকের প্রতি তাহার কৃপাশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া আনে। কারণ যাহারা নিজহৃদয়ে বিপুল শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আশ্বাদন করিতেছেন, তাহাদের শ্রীমুখের আতিবাণী প্রচুর ভগবদ্মাধুরী-মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পায় এবং শ্রবণ, কীর্তনকারীর চিত্তে সেই মাধুর্য্য-শ্বাদনের নিমিত্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়। পরম করুণ তাদৃশ মহৎগুণও স্বীয় অভীষ্টচরণে যে আতিপূর্ণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, বিশ্বসাধকগণের কল্যাণকল্পে তাহা শ্লোকচ্ছন্দে বা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষদ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদের এই **সুবাবলী** গ্রন্থের **আতিপূর্ণ প্রার্থনাগুলি** ইহার অন্যতম ও বহু উচ্চকোটির! যেহেতু ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম, আতি, উৎকর্ষার মূর্ত প্রতীক শ্রীপাদ রঘুনাথ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডতটে বসবাস করিয়া বিপুল আতিভরা প্রাণে রোদন করিতে করিতে তাহার পরমাতীষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারী, তদীয় পার্শ্বদরুন্দ এবং শ্রীধামের প্রতি যে ব্যাকুলতাপূর্ণ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাই এই **সুবাবলী** গ্রন্থে নিবদ্ধ রহিয়াছে। সুতরাং ইহার শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্তিলাভেচ্ছ সাধকগণের অভীষ্টসিদ্ধির অতি প্রশস্ততম ভজন।

সুবাবলীর রসধারা :

এই সুবাবলী গ্রন্থের সুবরাজিতে শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদের হৃদয়-গঙ্গোত্রী হইতে ব্রজ-মাধুরীর বিপুল রসোচ্ছ্বাস সুনির্মল মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবরূপ রসসিন্ধুর প্রতি অবিরাম-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে !! এই পরম পবিত্র সুবামৃত-তরঙ্গিণীর পাবনীধারা কত শত ভাগ্যবান্ জীবকুলের সংসার-তৃষ্ণা নাশ করত অন্তরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেমপিপাসা জাগাইয়া যে তাহাদের ধন্য করিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া করিবে—তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রেমলাভেচ্ছ সাধক বা ভাবুক ভক্তগণের জন্য তো বটেই, কিন্তু সাহিত্যিকগণের জন্যও এই প্রকার প্রসাদ-গুণ্ণিত, মাধুর্যমণ্ডিত, ভাবগন্তীর ও কোমল-ললিত-কাব্যকলা বিশ্বসাহিত্যে যে অতীব বিরল, ইহা সাহিত্যমোদী সহৃদয় সামাজিকমাত্রেরই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। কাব্যের যে সব গুণ থাকিলে উহা কাব্যরসিকগণের হৃদয়গ্রাহী হয়, বা তাহাদের নিকট শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া পরিগণিত হয়, শ্রীপাদ রঘুনাথের এই সুবাবলী গ্রন্থে তাহার প্রচুর সমাবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শব্দমাধুর্যে, অর্থালঙ্কারে, ছন্দে, পদলালিত্যে, ভাবমাধুর্যে, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা-রুচিতে, ভাব-রসধ্বনিতে ; সর্বোপরি শ্রীপাদ

রঘুনাথের স্বতঃপ্রণোদিত হৃদযাবোগে এই শুবাবলী গ্রন্থের শুবরাজি সমলঙ্কৃত। এই প্রকার প্রসন্নোজ্জ্বল কাব্য ব্যতীত কখনই রসের প্রচার হয় না। শ্রীমৎ রূপগোপ্যামিপাদের কাব্যশ্রবণে রসিক-ভক্তগিরোমণি শ্রীল রামানন্দরায় বলিয়াছেন—“কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার। নাটক-লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥ প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন। শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দমূর্ণন ॥” রামরায়ের কথাস্রবণে শ্রীমন্নহাপ্রভুও পরমানন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন—“মধুর প্রসন্ন ইহার কাব্য সালঙ্কার। এঁছে কবিত্ব বিনু নহে রসের প্রচার ॥” (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রঘুনাথের এই কাব্য-সম্বন্ধেও ইহাই জানিতে হইবে।

শ্রীপাদ রঘুনাথের এই শুবাবলী গ্রন্থে একদিকে যেমন সাধকাবেশে বিপুল দৈন্য, আতি, ভজন-লালসা, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবভক্তি, শ্রীমন্নহাপ্রভুর শ্রীচরণে ভক্তিনিষ্ঠা, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তীব্র দর্শনলালসা, ব্রজ-বাসনিষ্ঠা ইত্যাদির প্রার্থনা প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্রূপ মঞ্জরীশ্রবণের অব্যভিচারী অতিমানে মগ্ন শ্রীপাদের ঐকান্তিক রাধানিষ্ঠা, রহস্যময় লীলা-দর্শনকামনা, সেবাকামনা, ক্ষুতিতে প্রাপ্ত তত্তৎ রহস্যময়-লীলারাজ্যে প্রবেশের প্রার্থনাও অভিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং রাগমাগীষ সাধকগণের পক্ষে গ্রন্থখানি কি বাহ্য-দোহে সাধনদশার, কি সিদ্ধাদোহে ভাবদশার পরিপুষ্টির যে পরম সহায়ক হইবে, এ বিষয়ে অণুমান সন্দেহ নাই।

শ্রীপাদের এই শৌর্যকীব্যে উল্লিখিত প্রার্থনাসমূহ এতই বিপুল ও বিশাল যে, দৃষ্টান্তের দ্বারা উপন্যস্ত করা অতীব কঠিন ব্যাপার। পাঠক পাঠিকাগণ মূলগ্রন্থেই তাহা উত্তমরূপে আশ্বাদন করিবেন। আমরা কেবল তাহাদের গ্রন্থানুশীলনে যৎকিঞ্চিৎ কৌতুহল-বৃদ্ধির নিমিত্ত সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ হইয়াও অনর্থ-পরাহত সাধারণ সাধকের ন্যায় দৈন্য, আতি ও ভজনলালসা প্রকাশ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

“প্রতিষ্ঠা-রজ্জু ভির্বদ্ধং কামাদ্যৈবন্মপাতিতিঃ।

ছিদ্ভা তাঃ সংহরন্তুস্তানঘারেঃ পাস্ত মাং ভটাঃ ॥

দগ্ধং বান্ধ কবন্যবহিভিরলং দুষ্টং দুরাক্ষ্যাহিনা

বিদ্ধং মামতিগারবশ্যবিশিষ্টেঃ ক্রোধাদি-সিংহৈর্হতম্।

স্বামিন্ প্রেমসুখাদ্রবং করুণয়া দ্রাক্ পায়স্ শ্রীহরে

যেনৈতানবধীর্য সত্ততমহং ধীরো ভবন্তু ভজে ॥” (ব্রজবিলাসস্তবঃ-১-২)

“কামাদি পথদস্য (বাটপাড়) গণ প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুর দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের উক্তরূপ বীরগণ সে রজ্জু ছিন্ন করত তাহাদের সংহার করিয়া আমায় রক্ষা করুন।

হে হরে ! আমি বার্ষক্যরূপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, ভয়ানক অন্ধতারূপ সর্প আমায় দংশন করিতেছে, নিতান্ত পরাধীনতারূপ শাণিতশরে বিদ্ধ হইতেছি এবং ক্রোধাদিরূপ সিংহসমূহ আরত হইয়াছি । হে স্বামিন্ ! তুমি করুণা করিয়া শীঘ্র তোমার একবিন্দু প্রেমসুধারস আমায় আশ্বাদন कराও, যাহাতে ঐসব উপদ্রবকে উপেক্ষা করিয়া ধীরচিত্তে নিয়ত তোমার ভজন করিতে পারি ।”

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পদে ভক্তির পরাকর্ষ্য প্রদর্শনে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বিরহে কাতর হইয়া লিখিয়াছেন—

“অপূর্ব-প্রেমাবেধঃ পরিমলপয়ঃ ফেননিবহৈঃ

সদা যো জীবাতুর্ষমিহ কৃপয়াসিঞ্চদতুলম্ ।

ইদানীং দুর্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদাব-বলিতো

নিরালম্বঃ সোহয়ং কমিহ তম্মতে যাতু শরণম্ ॥

শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোহজগরায়তে ।

ব্যাস্রতুগায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে ॥”

(শ্রীশ্রীপ্রার্থনামৃত-চতুর্দশকম্-১০-১১)

অর্থাৎ “আমার জীবনোপায়স্বরূপ যে শ্রীরূপগোস্বামী প্রেম-পাথারের সুরভি-সলিলের ফেন-নিবহদ্বারা আমায় যথেষ্ট অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি দুর্দৈববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্রূপ দাবানলে সন্তপ্ত নিরাশ্রয় আমি তিনি ব্যতীত আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব ?

শ্রীরূপগোস্বামী বিহনে এই মহাগোষ্ঠভূমি আমার নিকট শূন্য শূন্য প্রতিভাত হইতেছে । শ্রীগিরিরাজ অজগরের ন্যায় এবং শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাস্রের ন্যায় মুখবিস্তার করিয়া আমায় যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে ॥”

শ্রীমদ্বাহ্যপ্রভুর শ্রীচরণে ভক্তিনিষ্ঠা প্রকাশে শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—

“মহা-সম্পদারাদপি পতিতমুন্মত্যা কৃপয়া

স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ ।

উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং

দদৌ মে গৌরাজো হৃদয় উদয়ন্যায়ং মদয়তি ॥”

(শ্রীগৌরাস্তবকল্পতরুঃ-১১)

“যিনি পতিত ও ঘৃণ্য আমাকেও মহাসম্পদ ও কলত্রাদির মোহ হইতে কৃপাবশতঃ উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় বক্ষঃস্থলস্থিত প্রিয় গুঞ্জাহার এবং গোবর্দ্ধনশিলাও আমায় প্রদান করিয়াছিলেন—সেই শ্রীগৌরাজদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ।”

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নবযুবযুগলের দর্শনলালসায় শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রার্থনা—

“নিরুপম-নবগৌরী-নব্যা-কন্দর্পকোটি-প্রথিত-মধুরিমোক্ষিম-ক্ষালিত-শ্রীনখান্তম্ ।

নব-নব-রুচিরাগৈর্হাষ্টমিষ্টেমিথস্তদ্বজ্জুবি নবযুনোদ্বন্দ্বিতং দিদৃক্ষে ॥”

(শ্রীশ্রীনবযুবদ্বন্দ্ব-দিদৃক্ষাষ্টকম্-৩)

অর্থাৎ “নিরুপম নবগৌরী শ্রীরাধা এবং কোটি কোটি অভিনব কন্দর্পের সুবিখ্যাত মাধুর্যতরঙ্গ-দ্বারা যাঁহার নখপ্রান্ত বিধৌত হইতেছে সেই শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহারা পরস্পর অভিনব রুচিযুক্ত অনুরাগে সতত হাস্ত হইতেছেন, সেই নবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে আমি এই ব্রজভূমিতে দর্শনের বাসনা করিতেছি ।”

ব্রজমুকুটমণি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডবাসের নিষ্ঠা প্রকাশে শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—

“স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাম্পদম্ ।

অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতিঃ ॥” (বিলাপকুসুমাজলিঃ-৯৭)

“হে চপলনয়নে শ্রীরাধে ! এই শ্রীরাধাকুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্লভের পরম প্রিয় প্রেম-বিলাসের স্থান । অতএব তোমার এই শ্রীকুণ্ডতীরেই আমার বাস ও নিত্যস্থিতি হউক ।”

অব্যভিচারী মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে মগ্ন শ্রীপাদ রঘুনাথ অনন্যভাবে **রাধানিষ্ঠা** প্রকাশে লিখিয়াছেন—

“তবৈবাঙ্গিম তবৈবাঙ্গিম ন জীবামি ত্বয়া বিনা ।

ইতি বিজায় দেবি ত্বং নয় মাং চরণান্তিকম্ ॥” (ঐ-৯৬)

“হে দেবি শ্রীরাধিকে ! আমি তোমারই, আমি তোমারই, তোমা বিহনে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি না—ইহা জানিয়া তুমি আমায় তোমার শ্রীচরণপ্রান্তে লইয়া যাও ।”

শ্রীশ্রীরাধামাধবের কিস্করীরূপে **বৃহৎশ্রময় লীলাবিলাস-দর্শন**-কামনায় শ্রীপাদ রঘুনাথ মঞ্জরীস্বরূপাভিমানে স্তবাবলীর শেষে শ্রীরাপমঞ্জরীর নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

“নিবিড়-রতিবিলাসায়াসগাঢ়ালসঙ্গীং, শ্রমজলকণিকাভিঃ ক্লিন্নগুণ্ডাং নু রাধাম্ ।

ব্রজপতিসূতবক্ষঃ পীঠবিন্যস্ত-দেহা, মপি সখি ভবতীভিঃ সেব্যমানাং বিলোকে ॥”

(অভীষ্টসূচনম্-৫)

“হে সখি রূপমঞ্জরি ! নিবিড় রতিবিলাসজনিত শ্রমভরে যাঁহার শ্রীঅঙ্গ সাতিশয় অলস ও শিথিল, মুক্তাবলীর ন্যায় স্বেদবিন্দুতে যাঁহার গণ্ডদেশ সিক্ত, শ্রীনন্দনন্দনের মরকতমণির ন্যায় নীল বক্ষঃস্থলে যিনি দেহলতা অর্পণ করিয়াছেন, বিলাসান্তে সেই শ্রীরাধাকে আপনারা সেবা করিবেন, সেই অবসরে কি আমার দর্শন-সৌভাগ্য লাভ হইবে ?”

শ্রীবিলাপকুসুমাজলিশ্বে শ্রীপাদ রঘুনাথের মঞ্জরীভাবাবেশে শ্রীরাধারাগীর অতি চমৎকার উৎকণ্ঠাময়ী সেবাপ্রার্থনা এবং শ্রীরাধিকাষ্টকে দাস্য প্রার্থনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উৎকণ্ঠাদশকে রহস্যময় লীলারাজ্য প্রবেশের প্রার্থনাও অতি অপূর্ব।

গ্রন্থ সম্পাদনার উদ্দেশ্য :

ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রায়ী বৈষ্ণবগণের সেবাবৃত্তে নিরত থাকিয়া বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে এই দীন অভাজনের শুবাবলী গ্রন্থখানি শ্রীবৈষ্ণবগণের সম্ভায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ করাইবার সৌভাগ্যলাভ হইয়াছিল। এই শুবাবলী গ্রন্থেরই শুববিশেষ “শ্রীশ্রীবিলাপকুসুমাজলিঃ” শ্রবণে বৈষ্ণবব্রহ্ম আকৃষ্ট হইয়া অনুরূপ ব্যাখ্যার সহিত উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশের কৃপাদেশ এই দীনের প্রতি প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কৃপাদেশ সম্বল করিয়া পরিমলকণা নাম্নী বিস্তৃত তাৎপর্যব্যাখ্যাসহ শ্রীবিলাপকুসুমাজলি গত ৪৯৯ চৈতন্যাব্দে মৎকর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রমন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের আনন্দ-বর্ধন করিয়াছিল।

শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ সমগ্র শুবাবলীর শুবগুলিই এই শ্রীকৃষ্ণতীর্থে বসিয়া মহা-বিরহাতিযুক্তপ্রাণে অশ্রুতীরে ভাসিতে ভাসিতে রচনা করেন। এই শ্রীগ্রন্থের প্রতিটি শ্লোকই যেন শ্রীপাদ রঘুনাথের আতি উৎকণ্ঠাপূর্ণ নয়নাশ্রুরূপ মসীতেই লিপিবদ্ধ হয়। শুবাবলীর ন্যায় এই প্রকার একটি উচ্চস্তরের রসগ্রন্থ বহুবৎসরপূর্বে বহরমপুর হইতে শ্রীস্বামীমারায়ণ বিদ্যারত্ন-কর্তৃক মূলশ্লোক, অনুবাদ ও শ্রীবৈষ্ণব বিদ্যাভ্রমণের টীকা সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা বর্তমান দুঃপ্রাপ্য এবং পরে আর এই গ্রন্থের সেরূপ কোন সংস্করণও প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং শুবাবলীর আশির্ভাবস্থলী শ্রীকৃষ্ণ হইতে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি স্বাহাতে তাৎপর্য-ব্যাখ্যা সম্বলিত হইয়া প্রকাশিত হয়, শ্রীকৃষ্ণেশ্বরীর ইচ্ছায় এই দীন-জনের চিত্তে অনুরূপ একটি প্রেরণা জাগে। ইত্যবসরে কলিকাতা হাওড়া নিবাসী পরমভাগবত ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিপদ শীল মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সম্পূর্ণ শুবাবলী গ্রন্থের পদ্যানুবাদের পাণ্ডুলিপিসহ কিছু মুদ্রণানুকূল্য আমায় প্রদান করেন এবং শীঘ্র এই গ্রন্থখানি সম্পাদনার নিমিত্ত উৎসাহ দেন। সবই শ্রীকৃষ্ণেশ্বরীর কৃপা ও ইচ্ছা বুঝিয়া শ্রীমৎ রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদের শ্রীচরণ স্মরণ-পূর্বক মূলশ্লোক, মূলানুবাদ, শ্রীবৈষ্ণব বিদ্যাভ্রমণের টীকা, “সুভামৃতকণা” নাম্নী বিস্তৃত তাৎপর্য-ব্যাখ্যা ও শেষে ডাঃ হরিপদ শীল মহাশয়ের পদ্যানুবাদসহ দীনজন-কর্তৃক পুঁথি হইতে কিয়দংশ পর্যন্ত এই প্রথমখণ্ডে সম্পাদিত হইলেন। শ্রীবৈষ্ণবগণের কৃপাশীর্বাদ বসিত হইলে অবশিষ্টটাংশও অনুরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশের প্রবর্তা বসিনা রহিল।

কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ :

পরমপূজ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত বিনোদকিশোর গোস্বামী এম. এ. সাহিত্য, ব্যাকরণতীর্থ, পুরাণরত্ন মহোদয় এই শুভাবলী গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমায় ধন্য করিয়াছেন। এই দীনজনের প্রতি তাঁহার স্নেহ-করণার অন্ত নাই।

এই শ্রীগ্রন্থ প্রকাশের মূল উদ্যোক্তা ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিপদ শীল মহাশয়, তাঁহার সুললিত পদ্যানুবাদ আমায় প্রদান করিয়াছেন, যাহা তাৎপর্যব্যাখ্যার শেষে বিন্যস্ত হইয়া গ্রন্থের আশ্বাদ-মাধুরী বধিত করিয়াছে। তিনি মুদ্রণানুকূল্য ৩০০০.০০ (তিন হাজার) টাকা সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার এই ঔদার্যে তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিলাম।

গ্রন্থমুদ্রণের আনুকূল্য পরমভাগবত শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র মহাশয় তাঁহার ভক্তিরত্ন ট্রাস্ট হইতে ১২৫০.০০ (সাড়ে বার শত) টাকা দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা-৫) ১০০১.০০ (এক হাজার এক) টাকা, শ্রীমতী নমিতা ঘোষ (মায়া মা) (কলিকাতা-২৬) ১০০১.০০ (এক হাজার এক) টাকা, শ্রীমান্ কালিকিঙ্কর সরকার (মালদা) ১০০১.০০ (এক হাজার এক) টাকা, শ্রীমান্ সীতানাথ-দাস (শ্রীকুণ্ড) ৫০১.০০ (পাঁচশত এক) টাকা, শ্রীমান্ শচীন্দ্রনাথদাস মোহান্ত ও উষামা ৫০১.০০ (পাঁচ শত এক) টাকা ও শ্রীগোবিন্দকুণ্ড নিবাসী জনৈক বৈষ্ণব মহাত্মা ১০১.০০ (এক শত এক) টাকা দিয়াছেন। ইহাদের সকলের প্রতি শ্রীকুণ্ডেশ্বরী ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামিচরণের করুণা বর্ষিত হউক—ইহাই কামনা করি।

শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণদাস ও শ্রীমান্ শ্যামচরণদাস প্রুফ্ সংশোধনাদি মুদ্রণালয়ের যাবতীয় কার্য সমাধান করিয়াছে, তাহাদের প্রতি শ্রীকুণ্ডেশ্বরীর কৃপাদৃষ্টি কামনা করি।

বহু সাবধানতা সত্ত্বেও মুদ্রণে সামান্য কিছু ভুল ভ্রুটি থাকিয়াই গেল। কৃপাময় বৈষ্ণবগণ ও ভক্তসজ্জনবৃন্দ নিজগুণে ভুলভ্রুটি মার্জনা করত গ্রন্থের রসমাধুরী আশ্বাদন করিলে এ দীনের এই প্রয়াস সর্বোত্তমাবে সার্থক হইবে। ইত্যলম্।

দীন সম্পাদক।

যশাঃ কাস্ততবুলসং-পরিমালেকৃষ্ট উচ্চঃ স্মুর-
দেগাপীবন্দ-মুখারবিন্দমধু তং প্রীত্যা ধয়ন্যদঃ ।
মৃগন্ বহ্ননি বংত্রমোতি মদতো গোবিন্দভৃঙ্গঃ স তাং
বন্দারণ্য-বারণ্য-কল্ললতিকাং রাধাং কদাহং ভজে ॥

শ্রীমৎকুণ্ড তটী কুড়ুঙ্গ ভবনে ক্রীড়াকলানাং গুরুং
তল্ল মঞ্জুল-মল্লি কোমল-দলৈঃ ক্লেপ্ত মূহুর্মাধবম্ ।
জিত্বা মানিনমক্ষসঙ্গরবিধৌ স্মিত্বা দৃগন্তোৎসবৈ-
র্যুজানাং হসিতুং সখীঃ পরমাহো রাধাং কদাহং ভজে ॥

প্রাণেভ্যোহপ্যধিকপ্রিয়া মুররিপার্যা হস্ত যশা অপি
স্বীয় প্রাণ-পরাক্কতোহপি দয়িতান্তুৎপাদরেণোঃ কণাঃ ।
ধন্যাং তাং জগতীভ্রায়ে পরিলসজ্জঙ্ঘাল কীর্ত্তিং হরেঃ
প্রেষ্টাবর্গ শিরোহগ্র-ভূষণমণিং রাধাং কদাহং ভজে ॥

Acc. No	1473.....
Coll No
Date
B. G. M.	

॥ শ্রীশ্রীগৌরবিধুর্জয়তি ॥

শ্রীশ্রীল-রঘুনাথদাসগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীভুবাবলী

[১]

শ্রীশ্রীচৈতন্যষ্টকম্

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

হরিদৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুরগতমাস্থানমতুলং
 স্বমাধুর্যং রাধা-প্রিয়তরসখীবাগুমভিতঃ ।
 অহো গোড়ে জাতঃ প্রভুরপরগৌরৈকতনুভাক্
 শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্ততি পুনঃ ? ॥১॥

অনুবাদ । অহো ! (আশ্চর্য্যে) যে স্থলং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দর্পণে প্রতিবিম্বিত স্বীয় নিরুপম শ্রীঅঙ্গ-মাধুরী
 দর্শনে (প্রলুব্ধ হইয়া) পরম প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধার ন্যায় স্বীয় মাধুর্য্য সর্বতোভাবে আনন্দন করিবার জন্য
 শ্রীরাধার স্বর্ণকান্তি দ্বারা আচ্ছাদিত স্বীয় মনোহর গৌরতনু প্রকটিত করত গৌড়দেশে শ্রীমবদ্বীপ ধামে
 আবিস্কৃত হইয়াছেন--সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-পথ-গোচর হইবেন ? ১ ॥

টীকা ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

শ্রীমন্তং গৌরচন্দ্রং প্রচুরকরণয়া দীননিস্তারপ্রাপ্তং প্রাকট্যং গৌড়দেশে ত্রিভুবনজয়িনি
 শ্রীমবদ্বীপ শৈলে । শ্রীকৃষ্ণং স্বপ্রিয়ায়াঃ সরসসুরসন-ব্যগ্রতায়্যাঃ স্বভাবং বিভ্রাণং দীনচিত্তঃ স্মরণ-পথিকতাং
 নেতুমাকাঙ্ক্ষ এষঃ ॥

কবিসুরবরমধ্যে সৰ্ব্বশাস্ত্র-প্রবীণং স্বনুপম নিজকীর্ত্ত্যা কীর্ত্তিতং সৰ্ব্বদেশে । গুরুবরমহমদ্য
প্রার্থয়েহজঃ স্ববীৰ্ত্তেঃ প্রচুর সুঘটনার্থং শ্রীল রুদ্ৰাবনেন্দুম্ ॥ শব্দবিদ্যার্ণবং বন্দে ময়ি ক্ষুদ্রে কৃপাকুলম্ ।
অহং বিদ্যাভূষণঞ্চ সদা প্রেমসমন্বিতঃ ॥ ততচ্ছাস্ত্রং যতোহধীতং তেষাং পাদযুগানি মে । বিশস্ত
হৃদয়েইভীষ্টসিদ্ধয়ে প্রার্থয়েত্বিদম্ ॥ শ্বেষাং নিৰ্ম্মৎসরত্বান্নদ্বালতীকাগ্রহে রুচিঃ । ক্রিয়তাং সাধবো মুক্তি
বিস্ততোহয়ং ময়াজলিঃ ॥

মৃতমৎ পাদরজোলম্বী কোহপি বজেশ্বরঃ কৃতী । সুবাবল্যাস্থাদনার্থং টীকামেতাং তনোত্যসৌ ॥৮৮॥

অথ সংসার-পারাবারাপার পতিততারণোত্তরলস্যাশ্র-তাদৃ গিবয়-বিশ্ববিদুশ্চিত্তান্তঃকরণ কৃপা-
মৃতবর্ষি তদন্তরিতস্য শ্রীগৌরচন্দ্রস্যাপূর্ব্বশ্রব্যা স্মরণপদবীমানয়ন্ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী পরমোৎ
কৰ্ণগান্ধনস্তদর্শনমাশাস্তে । হরিরিত্যাদি । ননু গ্রন্থারম্ভে বিশ্ববিষাভায় সমুচিতেষ্টদেবতাং গ্রন্থকৃৎ পরামৃশ-
তীতি শিষ্টপরাংপ্রাপ্তং মঙ্গলং গ্রন্থারম্ভে কথং নাচরিতমিতি চেৎ প্রতিশ্লোকং ভগবদ্গুণ-বর্ণনময়স্য
গ্রন্থস্য মঙ্গলরূপত্বাৎ কুতোহমঙ্গলং যন্মঙ্গলাচরণমত্র তদা শ্রীমত্তাপবতাদাবাদৌ জন্মাদ্যস্যেত্যাদি মঙ্গলাচরণ-
মকিঞ্চিৎকরং স্যাৎ । উচ্যতে । প্রেক্ষাবৎপ্রবর্ত্তৌপয়িকত্বেনাভিধীয়মানাভিধেয়-সম্বন্ধপ্রয়োজন পদ সন্দর্ভো
গ্রন্থ ইতি দিশাস্যাভিধেয়াদেব তাবৎ গ্রন্থত্বং নাস্তি । অথবা কুমারসম্ভবাদাবতিব্যাপ্তি শঙ্কয়া গ্রন্থপদেন
উপলক্ষণয়া কাব্যগ্রন্থন মাত্রাদৌ মঙ্গলাচরণেহপি শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃত কৃতাকৃতা । সুবমালানুরূপেণ
জীবেন সমগৃহ্যত ইতি ন্যায়েন স্থানে স্থানে স্থিতানি স্তবানি কেনাপি তদৃগগন্তঃপাতিনা একত্র সংগৃহীতানি
তেনাস্য গ্রন্থকর্ত্তৃভাবান্নাচরিতং মঙ্গলমিতি । অনুপাদানেহপি দ্বয়মপি সামর্থ্যাৎ ক্বচিৎসম্যত ইতি দিশা ।
যো হরিগোষ্ঠে মুকুরগতমাঙ্গানং দৃষ্ট্বা রাধাপ্রিয়তরসখীব স্বমাধুর্য্যমাপ্তুং গোড়ে জাতঃ প্রকটো বভূব ।
স শচীসুনুর্মে নয়নশরণীং পুনঃ কিং যাস্যতীত্যন্বয়ঃ । স্বমাধুর্য্যেণ স্বস্যাপি মনোহরতীতি হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ,
নতু গজেন্দ্রোদ্ধারী তদবতারঃ তস্যাত্ম-মনোহরণত্বাহপ্রসিদ্ধত্বাৎ । দৃষ্ট্বা অনুভূয় গোষ্ঠে গাবস্তিষ্ঠন্ত্যঙ্গিম্রিতি
ব্যুৎপত্ত্যা যোগরূঢ়া ব্রজে অন্যত্রগোষ্ঠশব্দ-প্রয়োগস্ত লক্ষণয়া অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদৈর্দশম-
টিপ্পন্যাং গোষ্ঠে প্রসার্য্য নিজরূপমাস্থিতেত্যাদৌ পুতনামোক্ষে গোষ্ঠে লক্ষণা গোষ্ঠসমীপদেশে ইতি
ব্যাখ্যাতম্ । মুকুরোদর্পণঃ । তত্র গতং প্রতিবিস্মিতম্ আঙ্গানম্ আশ্রয়রীরং ন বিদ্যতে তুলা তুলনা যস্যেত্য-
তুলং স্বস্যাঙ্গানো মাধুর্য্যং রাধা চাসৌ প্রিয়তরাতিপ্রেয়সী সখী চেতি সেবাপ্তুং সদানুভবেন স্বগোচরী কতু'ম্
অভিতঃ সৰ্ব্বতোভাবেন । স্বমাধুর্য্যং স্বস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্যপি স্ত্রীভাব-করণাদাশ্চর্য্যামিত্যাহ । অহো ইতি ।
ননু পুরুষোত্তমস্য রাধাভাবাস্ত্রীকারেণ কথং স্বভাবগোপনং ভবেদিত্যাহ । প্রভুঃ কতু'মকতু'মন্যাথা কতু'ং
সমর্থঃ । ন পরঃ অপরঃ আত্মীয়ঃ সতু শ্রীরাধাভিধাজনস্তস্য গৌরেণ গৌরকান্ত্যা একতনুং তৎ দ্বয়ৈক্য-
মাশ্রমিতি দিশা ভজতে ইত্যপর গৌরৈক তনুভাক্ । তস্যৈবাতিশয় গৌরত্ব ব্যাখ্যায়াং পরশ্লোকে হেমাদ্রি-
দ্যতিরিত্যনেন সহ বিরোধঃ স্যাৎ । শচীসুনুরিত্যত্র মাতৃনামোল্লেখেন শ্রীপুরুষোত্তমস্বস্যাতিকার্য্যেণ

শ্রীনবদ্বীপে শচীদত্তান্নব্যঞ্জনস্যাপি অগ্নাগত্য ভোজনাৎ পরমদয়ালুতা সুচিতা । কিমিতি প্রশ্নে । নয়ন-শরণীং লোচনপস্থানং নয়ন-বিষয়তামিতি যাবৎ যাস্যতি প্রাপ্স্যতীতি ।

ননু শ্রীকৃষ্ণস্য গৌরাবতারস্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ শৃণুত । প্রমাণানি শ্রীভাগবতপদ্যানি । তথাচ সপ্তমে শ্রীপ্রহ্লাদস্তবে । 'ছন্নঃ কলৌ যদভব-স্ত্রিযুগোহথ স ছমি'তি । তথাহি শ্রীদশমে চ গর্গবাক্যে । 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ । শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত' ইতি । একাদশ-স্কন্ধে চ যুগাবতারপ্রসঙ্গে শ্রীকরভাজন-বচনং যথা । 'কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সান্নোপাস্ত্রপার্যদম্ । যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রায়ৈ-র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ।' ইতি । ব্যাখ্যাপূর্ব্বং সংবিচার্য্যতে ছন্নঃ কলাবিতি ননু কিং কলৌ মমাবতারো নাস্তি তত্রাহ ছন্ন ইতি সৰ্ব্বজনাপ্রতীতত্বাৎ । সত্বেহপি ছন্ন আচ্ছন্নঃ । ননু কলৌ বুদ্ধকল্ক্য-বতারয়োঃ সৰ্ব্বজন-প্রতীতস্বে কথং ছন্নত্বম্ । উচ্যতে বুদ্ধকল্কিনোরাবেশত্বেন মহত্তমজীবদ্বান্নাবতারত্বমিতি কিন্তু তত্ত্বে উপচরিতত্বমেবেতি একম্ । আসন্ বর্ণা ইত্যাদি । অনুযুগং প্রতিযুগং তনুগৃহ্ণতোহস্য তব বালকস্য ব্রহ্মোবর্ণা আসন্ বর্ণানেবাহ । শুক্ল ইত্যাদি শুক্লোইর্থাৎ সত্যে রক্তস্তেতায়াং পীতঃ কলৌ গত-কল্যাভিপ্রায়োগোক্তিরিয়ম্ । এতেন কলৌ পীতবর্ণোহবতারোহস্ত্যেবেতি লব্ধং, সতু কলি-বৈবস্বতমন্বন্তরী-য়াষ্টাবিংশতি চতুর্যুগীন্ম এবেতি মন্তব্যঃ প্রতি কলাবতারস্য কৃষ্ণবর্ণত্বেন কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণমিত্যাदिনা নির্ণয়িষ্যমাণত্বাৎ ইদানীং দ্বাপরশেষে কৃষ্ণতাং কৃষ্ণবর্ণতাং গতঃ প্রাপ্তঃ । ইতি স্বামিপাদৈরপি অতএব কৃষ্ণেত্যেকং নাম ইতি ব্যাখ্যাতম্ । ননু কিমনয়ালীকারভট্টা ক্রমপ্রাপ্তাং ব্যাখ্যাং পরিহাতবান্ । তথাহি পীত ইত্যত্রাকার-বিশ্লেষণাহপীত ইত্যস্য দ্বাপর-সম্বন্ধে ইদানীং কলাবিতি ব্যাখ্যানেন কৃতার্থতা স্যাদিতি মৈবং দ্বাপরসম্বন্ধাংশে শ্রীকৃষ্ণাবতারত্বাৎ । তথাচ বিষ্ণুপুরাণে । অস্মাদথান্তরাৎ কল্লাৎ ব্রহ্মোবিংশতিমো যদা । বারাহো ভবিতা কল্লস্তস্মিন্মন্বন্তরে শুভে । বৈবস্বতাখ্যে সংপ্রাপ্তে সপ্তমে সপ্তলোক ধৃক্ । দ্বাপরাখ্যে যুগং তস্মিন্মষ্টাবিংশতিমং যথা । তস্যান্তে চ মহানীলো বাসুদেবোজনানন্দনঃ । ভাবাবতারণার্থায় ত্রিধা বিযুৰ্ভবিষ্যতি । দ্বৈপায়নো মুনিস্তদ্রদ্রোহিণেয়োহথ কেশব ইতি দ্বিতীয়ম্ । কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণমিত্যাदि । অত্র শ্রীস্বামিপাদাঃ । কৃষ্ণতাং ব্যাবৰ্ত্তয়তি ত্রিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণম্ ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জলম্ । যদ্বা ত্রিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারম্ অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তীত্যাদি । তত্র কৃষ্ণতাম্ অর্থাৎ কৃষ্ণগতাং শুক্লকৃষ্ণ রূপতাং নতু বর্ণান্তরসহিতামিত্যেবার্থঃ । নতু কৃষ্ণতাপদেন ছটা রহিতামিতি ব্যাখ্যা কলৌ নিকৃপয়িতব্যস্য কৃষ্ণাবতারস্য ছটা রহিতত্বেন প্রসিদ্ধাভাবাৎ শশে বিষণ্ণাভাববৎ প্রতিযোগ্যপ্রসিদ্ধদোষাপত্তেঃ ত্রিষা কৃষ্ণ-মিত্যত্রাভাববোধকেন নঞা কৃষ্ণ সামান্যাভাব প্রতীতেশ্চ । ত্রিষেত্যাদি । ত্রিষা কান্ত্যা কান্তি দ্বারা অকৃষ্ণং ন বিদ্যতে কৃষ্ণোবর্ণো যত্র তং কান্তিদ্বারা কৃষ্ণবর্ণাভাববন্তম্ অত্রান্নমভিসন্ধিঃ কৃষ্ণবর্ণত্বেহপি গৌরকান্ত্যা তদ্রূপস্যাবরণেন তৎ প্রত্যয়ভাবাৎ প্রতীতিরिति । ননু গৌরাবতারঃ কিং বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশ-চতুর্যুগীন্ম কলৌ কিম্বা প্রতিকলাবিতি আদ্যেকস্মিন্ যুগে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ কীদৃশ ইত্যাদি বিদেহ প্রমোত্তরে কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষা কৃষ্ণমিত্যত্র ত্রিষাকৃষ্ণপদস্য ব্যাখ্যানুপযুক্তা স্যাৎ প্রকৃতভূঃ সৰ্ব্বকল্যাভিপ্রায়ত্বেন

সর্বকলাবেব গৌরত্বং প্রতীতেঃ অন্ত্যে কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং গুরু ইত্যাদৌ শ্রীযুৎ গোস্থামি-কারিকায়াং
কলিযুগাবতারস্য কৃষ্ণবর্ণত্বেন নিরূপণং ব্যর্থং গৌরবর্ণত্বেন নিরূপয়িতুমুপযুক্তং ভবেৎ অনাদিতঃ কলৌ গৌর-
বর্ণাবতারত্বেন কৃতার্থতাং স্যাৎ । অত্রোচ্যতে । প্রমকন্তুঁ রাশয়ানুসারেণৈবোত্তরং যস্মিন্ যুগে যাদৃক্ যাদৃগ-
বতারঃ সর্বং বজুং যুজ্যতে । প্রমকন্তুঁ তু সর্বকল্যবতার জিজ্ঞাসাভিপ্ৰায়ী অতস্তিস্মাকৃষ্ণমিত্যত্র শ্লেষণা-
বত্যা্যবতারয়োঃ সূচনং তত্রাবতারিণি পক্ষে অকৃষ্ণপদেন গৌরঃ । অবতারপক্ষে ত্বিষা কৃষ্ণপদেন কৃষ্ণবর্ণ-
কৃষ্ণনামাবতার ইতি অতএব স্থামিপাদাঃ যদ্বা ত্বিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারমিতি । তত্র বাশব্দার্থঃ । ত্বিষা
দেহেন কৃষ্ণং কৃষ্ণদেহমিত্যর্থঃ । যদ্বা এতৎ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণমিতি বিশেষ্যং ননু কৃষ্ণবর্ণা বহুবোহবতারাঃ সন্তি
তত্র কলৌ কমবতারং যজন্তি তত্রাহ ত্বিষা কৃষ্ণম্ এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্তিভিরিত্যত্র যুগানুরূ-
পাভ্যাং নামরূপাভ্যামিত্যনেন যদ্যুগে যদ্যদ্রূপং তদেব নাম ইত্যশঙ্ক স্বব্যাখ্যানুসারেণ কৃষ্ণাবতার-
মিতি ব্যাখ্যাতং তত্র তদ্রূপ ত্বিষা সহিত কৃষ্ণনামাবতারমিত্যর্থঃ ননু তথাপি শ্রীচৈতন্যস্য কুতোহবতারত্ব-
মিতি ন বাচ্যং ফলেন ফলকারণমনুমীয়াতে ইতি দিশা পরমৈশ্বর্য্যপ্রকাশদ্বারা তত্ত্ব প্রতীতেঃ সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ
শান্ত ইতি মহাত্ম্যবচন-প্রতিপাদিতত্বাচ্চেতি সমাসঃ । বিশেষ জিজ্ঞাসা চেৎ ভাগবতামৃতে কৃষ্ণবর্ণ-
মিত্যাди শ্লোকস্য টীকা মদগুরুবরকৃতা দ্রষ্টব্য। সা তু গ্রন্থ-গৌরবভিষ্মা ময়্যত্র নোথাপি। অস্যাবতার-
সূচকত্বেন্যেঃ প্রমাণত্বেন স্বীকৃত্য বানি স্পষ্টবচনানি লিখিতানি কলৌ ছন্দাবতারত্বেনাপ্রমাণানি কৃতানু-
পেক্ষিতানীতি ॥ ১ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পার্ষদ শ্রীমৎ রঘুনাথদাস
গোস্থামিপাদ মহাপ্রভুর কৃপায় দীর্ঘকাল তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে বসবাস ও ভজন করিবার সৌভাগ্য
লাভ করিয়াছিলেন । শ্রীগৌর-করুণায় তাঁহার চিত্তে অসামান্য ভজননিষ্ঠা ও অলৌকিক বৈরাগ্যপূত
আত্মময়ী প্রেমভক্তির উদয় হইয়াছিল । শ্রীগৌরসুন্দরের অন্তর্ধানের পর তিনি বিরহ-ব্যাকুল-প্রাণে
দেহত্যাগের সংকল্প লইয়া ব্রজে আসিয়াছিলেন ও শ্রীরূপ-সনাতনের উপদেশে দেহত্যাগের সংকল্প ত্যাগ
করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-তটায় পূর্বক স্থায়ী শ্রীশ্রীরাধাধারার দর্শনের লালসায় অহনিশি ব্যাকুল-প্রাণে
রোদন করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রেমভক্তির মন্দাকিনীধারা বর্ষা-বারি-বেগ-পুষ্টা দুকুল প্লাবিনী তটিনীর
ন্যায় অবিরত স্বাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবরূপ সাগরাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছিল । যাহারা তাঁহার অলৌকিক
চরিতকথা আলোচনা করিবেন, তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিবেন যে এতাদৃশ উৎকণ্ঠা-বিহ্বল
বৈরাগী প্রেমভজনাবতার বিশ্বের ইতিহাসে অতি বিরল ! তিনি বিপুল উৎকণ্ঠা-বিহ্বল দশায় নিরন্তর
অশ্রুধারায় স্নাত হইয়া অভীষ্টের দর্শনাভিলাষে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের যে শুব করিয়াছেন
তাহাই “শুবাবলী” । এই গ্রন্থে যে সব কবিতা দৃষ্ট হয়—ভাব-মাধুর্য্যে, আস্বাদন-প্রাচুর্য্যে, রস-গাভীর্য্যে,
ভাষা-পারিপাট্যে সবগুলিই বিশ্বের সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে অতুলনীয় !

এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকের প্রথম শ্লোকে শ্রীপাদ বিরহ-ব্যাকুল-প্রাণে পরমাতিভরে শ্রীগৌরাবতারের মৌলিক কারণটি উল্লেখ করিয়া পরমাভীষ্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন কামনা করিতেছেন। ‘যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মণিদর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় নিরুপম রূপমাধুরী দর্শনে পরম প্রিয়তমা সখী শ্রীরাধার ভাবে তাহা আশ্বাদন করিবার নিমিত্ত পুনরুৎপন্ন হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ রূপগোশ্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-তে লিখিয়াছেন—

“অপরিকলিতপূর্বঃ কশ্চমৎকারকারী

স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ ।

অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুবধচেতাঃ

সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥” (ললিতমাধব-৮।৩২)

মনিষ্ঠিত্তিতে প্রতিবিম্বিত স্বীয় অলৌকিক মাধুর্য্য দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সবিষ্ময়ে বলিলেন—“অননুভূতপূর্ব চমৎকার জনক এবং গরীয়ান্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কি অনির্বচনীয় আমার মাধুর্য্যরাশি প্রকাশ পাইতেছে—যাহার দর্শনে আমিও লুবধচিত্ত হইয়া ওৎসুক্য সহকারে শ্রীরাধার ন্যায় তাহা উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি ।”

.....

“স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার ॥

অনন্ত অদ্ভুত পূর্ণ মোর মধুরিমা ।

ত্রিঙ্গতে ইহার কেহো নাহি পায় সীমা ॥

এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি ।

আমার মাধুর্য্যামৃত আশ্বাদে সকলি ॥

.....

দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন-মাধুরী ।

আশ্বাদিতে লোভ হয় আশ্বাদিতে নারি ॥

বিচার করিলে যদি আশ্বাদ-উপায় ।

রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায় ॥” (চৈঃ চঃ-আদি ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার পূর্বক স্বীয় মাধুর্য্যাস্বাদনের লোভই তাঁহার চিত্তে ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ শ্রীল স্বরূপদামোদর ঐ ত্রিবিধ আকাঙ্ক্ষাকেই শ্রীচৈতন্যাবতারের মৌলিক কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাহি শ্রীস্বরূপ গোশ্বামি-কড়চায়াম্—

“শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বান্ধেবা-

স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।

সৌখ্যংস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-

ভুত্বাভ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥”

“শ্রীরাধার প্রেম-মাহাত্ম্য কি প্রকার, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আশ্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কিরূপ এবং আমার মাধুর্য আশ্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে সুখ পান, সেই সুখই বা কিরূপ—এই তিনটি বিষয়ে লোভবশত শ্রীরাধার ভাবাত্ম্য হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন ।” অর্থাৎ এই ত্রিবিধ সুখাস্বাদনের নিমিত্ত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীরাধার ভাব ও তাঁহার স্বর্ণকান্তি অঙ্গীকার করত গৌড়দেশে শ্রীনবদ্বীপধামে অপরূপ ভক্তিরসময় শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রকটিত করিয়াছেন । শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীগৌরাস্বরের স্বয়ং ভগবত্তার বহুল প্রমাণ দৃষ্ট হয় । অথর্ববেদে পুরুষবোধিনী শ্রুতির ষষ্ঠ প্রপাঠকে দৃষ্ট হয়—

“সপ্তমে গৌরবর্ণবিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্যা ।

প্রাপ্তে প্রাতরবতীৰ্য্য সহ দ্বৈঃ স্বমনুশিক্ষয়তি ॥”

অর্থাৎ সপ্তম মন্বন্তরে বা বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হলাদিনী শক্তির সারভূতা শ্রীরাধার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া গৌররূপে কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় স্বীয় পার্শ্বদরুন্দ সহ অবতীর্ণ হইয়া নিজ ভক্তগণকে হরে কৃষ্ণাদি কীর্তন শিক্ষা দিয়া থাকেন । শ্বেতাস্বতরোপনিষদে (৩।১২)—

“মহান্ প্রভুর্বে পুরুষঃ সঙ্কস্যৈষ প্রবর্তকঃ ।

সুনির্মলমিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥”

অর্থাৎ “সত্ত্বের বা শুদ্ধসত্ত্বের প্রবর্তক ইনিই মহাপ্রভু; পুরুষ অর্থাৎ নররূপী সর্বাবতার শ্রেষ্ঠ, এই সুনির্মল প্রাপ্তির ঈশান অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তি প্রভৃতি আত্মনুতরূপ মাগিন্য রহিত শূদ্ধ প্রেমভক্তির প্রদাতা ঈশ্বর, জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশ অব্যয় অর্থাৎ অবিনাশী বা নিত্য ।” মুণ্ডকোপনিষৎ (৩।১।৩) বাক্য দেখা যায়—

“যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥”

ভাবার্থ—“রুক্মবর্ণ অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ দেহধারী, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্তা, সর্বপুরুষার্থ দাতা, নরবেশে ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ মহাপুরুষের মস্ত্রে দীক্ষিত হওয়া মাত্রই মনুষ্য পাপ-পুণ্যময় সংসার

হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, তাহার আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় উন্মূলিত হয় এবং সে পরমা শান্তি লাভে ধন্য হইয়া থাকে ।” গোপালতাপনী শ্রুতির উত্তর বিভাগে (৬৩) শ্রীগৌরাস্বরের ধ্যান দেখা যায়—

“হিরন্ময়ং সৌম্যতনুং স্বভক্তায়ান্ভয়প্রদম্ ।

ধ্যায়েন্মনসি মাং নিত্যং বেগুশৃঙ্গধরম্ব বা ॥”

স্বর্ণবর্ণ, বিপ্রতনু, নিজভক্তের অভয়প্রদ, বংশদণ্ডধারী অর্থাৎ সন্ন্যাসী ও ‘মহাপ্রভু’-উপাধীযুক্ত, আমাকে মনে মনে নিত্যই ধ্যান করিবে ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণবাক্য (৫১৩৫)—

“অহমেব কলৌ বিপ্র ! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ ।

ভগবন্ত্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥”

শ্রীভগবান্ বলিলেন—“হে বিপ্র ! আমিই কলিযুগে নিত্য প্রচ্ছন্ন বিগ্রহরূপে অর্থাৎ প্রেমসী শ্রীরাধার ভাব কান্তি দ্বারা স্থায়ী অঙ্গকে আচ্ছন্ন করিয়া ভগবন্ত্তরূপে লোকসকলকে সর্বদা রক্ষা করিয়া থাকি ।”

উপপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

“অহমেব ক্বচিদ্রক্ষন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাপ্তিতঃ ।

হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥”

“হে ব্রহ্মন্ ! আমিই কোন কলিযুগে (অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুষ্টয়গৌর কলিযুগে) সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া পাপহত নরগণকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব ।”

কপিলতন্ত্রে নবম পটলে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবকান্তি যুক্ত ভক্তিরসময় গৌরবিগ্রহ, শ্রীরাধাকে স্বপ্নে দর্শন করাইয়াছিলেন—

“রাধাভাবকান্তিযুতাং মূর্ত্তিমেকাং প্রকাশয়ন্ ।

স্বপ্নে তু দর্শয়ামাস রাধিকায়ৈ স্বয়ং প্রভুঃ ॥”

সর্বজ্ঞ মহামুনি শ্রীবৈশম্পায়ন শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে স্পষ্টত, শ্রীগৌরবতারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

“সুবর্ণবর্ণো হেমাস্তো বরাজশ্চন্দনাঙ্গদী ।

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তঃ নির্ভাশান্তিপরায়ণঃ ॥”

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্লোকটির অতিসুন্দর ব্যাখ্যা দেখা যায়—

তপ্তহেম-সমকান্তি—পুকাণ্ড শরীর ।

.....

আজানুলস্থিত ভুজ—কমললোচন ।

তিলফুল জিনি নাসা—সুধাংশুবদন ॥

শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ ।

ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্বভূতে সম ॥

চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন-ভূষণ ।

নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন ॥” (চৈ: চ: আদি ৩য় পরি:)

উর্ধ্বাশ্রয় সংহিতায় লিখিত আছে—

“কলৌ পুরন্দরাৎ শচ্যাঃ গৌররূপো বিভূঃ স্মৃতঃ ।

মহাপ্রভুরিতি খ্যাতঃ সর্বলোকৈকপাবনঃ ॥”

কলিযুগে জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবী হইতে শ্রীভগবান্ গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া ‘মহাপ্রভু’ নামে খ্যাতি লাভ করত প্রেমদানে অখিল বিশ্বকে পবিত্র করিয়াছেন সেই মহাপ্রভুকে স্মরণ করিবে । সর্ববেদান্ত সার শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় প্রেমসীর ভাবকান্তি দ্বারা প্রচ্ছন্ন কলিযুগে স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরানন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

“ইথাং নৃতিয্যগৃষ্মিদেবঋষাবতারৈ-

লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ পুতীপান্ ।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুরতং

ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বম্ ॥” (ভাঃ ৭।৯।৩৭)

শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় বলিলেন—‘হে মহাপুরুষ ! আপনি এইরূপ মনুষ্য, তিথ্যক, ঋষি, দেব ও মৎস্য পুত্ততি অবতার দ্বারা লোক সকলের পালন ও বিশ্বের অহিতকারী অসুরদের বিনাশ করেন এবং যুগানু-বর্তি ধর্মরক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু কলিযুগে আপনি “ছন্ন” থাকা প্রযুক্ত (অন্যান্য যুগের ন্যায় প্রকাশ্য-ভাবে পালন ও অসুর বিনাশাদি না করিয়াও) কলিযুগানুরত ধর্ম অর্থাৎ অভিধেয় যে শ্রীহরিনামসংকীর্তন তাহার প্রচার করিয়া থাকেন । এই জন্য আপনি “ত্রিযুগ” বলিয়া কীর্তিত অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে প্রকাশ্যভাবে এবং কলিযুগে প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হন ।’ ত্রিকালদশী শ্রীল গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ কালে স্পষ্টরূপেই কলিতে পীতবর্ণ অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন—

“আসন্ বর্ণাশ্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥” (ভাঃ ১০।৮।১৩)

শ্রীগর্গাচার্য বলিলেন—“হে নন্দ ! আপনার এই পুত্র যুগে যুগেই অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । পুতিযুগেই ইহার পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ আছে । ইনি সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত ও কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করিয়া ইদানীং দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।” এই গর্গবাক্যে কলিযুগে পীতবর্ণ ভগবান্ শ্রীগৌরাস্তের সূচনা করা হইয়াছে । নবযোগীন্দ্রের অন্যতম সর্বজ্ঞ ঋষি করভাজন মহারাজ নিমির প্রতি কলির অবতার বর্ণন-প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবেই সপার্বদ শ্রীগৌরাস্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং সাজোপাস্ত্রপার্বদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥”

শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের অতি সুন্দর মর্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন—

“শুন ভাই ! এই সব চৈতন্য-মহিমা । এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা ॥

‘কৃষ্ণ’ এই দুইবর্ণ সদা যাঁর মুখে । অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে ॥

কৃষ্ণবর্ণ-শব্দের অর্থ দুইত প্রমাণ । কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন ॥

কেহো তাঁরে বোলে যদি ‘কৃষ্ণবর্ণ’ । আর বিশেষণে তার করে নিবারণ ॥

দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবর্ণ । অকৃষ্ণবর্ণে কহে—পীতবর্ণ ॥

.....

জীবের কল্মষ-তমো নাশ করিবারে । অঙ্গ-উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে ॥

ভক্তির বিরোধী—কল্মষ-ধর্ম বা অধর্ম । তাহার ‘কল্মষ’ নাম—সেই মহাত্ম ॥

বাহ তুলি ‘হরি’ বলি প্রেমদণ্ডেট চায় । করিয়া কল্মষ-নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥

শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন । তার পাপ ক্ষয় হয় পায় প্রেমধন ॥

অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে । চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য-সাধন । অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন ॥

.....

অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ । অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে ‘উপাঙ্গ’ ॥

অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে । সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে ॥

নিত্যানন্দগোসাঁঞি—সাক্ষাৎ হলধর । অদ্বৈত আচার্য্যগোসাঁঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥

শ্রীবাসাদি পারিষদ-সৈন্য সঙ্গে লঞা । দুই সেনাপতি বলে কীৰ্ত্তন করিয়া ॥

পাষণ্ড-দলনবান্ নিত্যানন্দরায় । আচার্য্যহুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায় ॥

সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য । সঙ্কীৰ্ত্তন-যজ্ঞে তারে ভজে সেই ধন্য ॥

সেইত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার । সর্ব্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিঃ)

পুরীদেবশাস্তঃপ্রণয়মধুনি স্নানমধুরো
মুহূর্গোবিন্দোদ্বিশদপরিচর্য্যাক্ষিতপদঃ ।
স্বরূপস্য প্রাণার্কুদ-কমলনীরাজিতমুখঃ
শচীসূরুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্মতি পুনঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । যিনি পুরীদেব অর্থাৎ শ্রীঈশ্বরপুরী গোস্বামীর অন্তঃস্থিত প্রণয়মধুতে স্নাত হইয়া মধুর হইয়াছেন, যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম অঙ্গসেবক গোবিন্দের নিয়ত বিশদ পরিচর্য্যায় সমর্পিত এবং শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর অবুদ প্রাণকমলদ্বারা যাঁহার শ্রীমুখ নীরাজিত—সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর হইবেন ?

টীকা । ননু পরম ভাগবতস্বত্বং স্বাভীষ্ট ভজনমেব কুরু কিমন্যৎ প্রার্থনেনেত্যাং । পুরীদেবেত্যাং । শ্রীঈশ্বরপুরী গোস্বামিনোহপ্যন্তঃকরণাকর্ষী যঃ সতু কথং বিস্মর্তব্য ইতি ভাবঃ । পূর্বোক্ত দিশা যঃ পুরীদেবস্য ঈশ্বরপুরীগোস্বামিনোহন্তঃ অন্তঃকরণে যঃ প্রণয়ঃ প্রেমী স এব মধু তত্র

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নগোচর হইবেন ? প্রশ্ন হইতে পারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির পিতৃনামেই পরিচয় হয়, শ্রীল গ্রন্থকার ‘শচীনন্দন’ শব্দে মাতৃনামে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিলেন কেন ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—শ্রীল গোস্বামিপাদ শ্রীগৌরঙ্গের মাতৃসম করুণা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই মাতৃনামে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন । বিশ্বে যত করুণাময় করুণাময়ী আছেন, মাতৃসম অবিচারে স্নেহ করুণা আর কুন্নাপি দৃষ্ট হয় না । শ্রীপাদ ভাবিতেছেন—তাঁহার মধ্যে শত অযোগ্যতা থাকিলেও যে শ্রীগৌরসুন্দর মাতৃসম স্নেহ করুণা বিতরণে তাঁহাকে সর্বতোভাবে ধন্য করিয়াছেন—সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন পথের পথিক হইবেন ? অর্থাৎ সেই করুণাময় মুরতি আর নয়নগোচর হইবে না ?

“বৃন্দাবন-কুঞ্জবনে, নিরমল দরপণে,
হেরি কৃষ্ণ আপনার রূপ ।
মাধুর্য্য-আস্বাদ-হলে, রাই অঙ্গকান্তি-জালে,
ঢাকিলেন আপন স্বরূপ ॥
ভাব অঙ্গীকার করি, গৌর কান্তি রূপ ধরি,
গৌড়দেশে শ্রীনন্দনন্দন ।
সদা ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে, ভক্ত সঙ্গে কুতুহলে,
দেখিব কি সে শচীনন্দন ?” ১ ॥

যৎ স্নানমবগাহনং তেন মধুরস্তদ্বিশিষ্টং তৎ স্নেহবানিতি যাবৎ তথাচ মেদিনী । মধুরী শতপুষ্পায়াং
মিশ্রেয়া নগরীভিদোঃ । মধুকুঙ্কুটিকা মেদা মধুনী ষষ্টিকাসুচ । ক্লীবং বিষে পুংসি রসে তদ্বৎ স্বাদু
প্রিয়েহন্যবদিতি । ননু মানসোপচারসেবাতিদয়ালোরপি সাক্ষাৎ পরিচারকান্তঃপাতিনমকুর্ব্বতো মাং
প্রতি প্রাতিকুলাচরণমিত্যাহ । মুহুরিত্যাदि । মুহূর্ব্বারং বারং গোবিন্দেন তন্মাম ভক্তবিশেষেণ উদ্যন্তী
প্রকাশমানা যা বিষদা নিশ্চল্য পরিচর্যা তয়াচ্চিতপদঃ সেবিতপদঃ ননু শ্রবণাদর্শনাক্যান্যায়ি ভাবোহনু-
কীৰ্ত্তনাৎ । ন তথা সন্নিকর্ষণে প্রতিযাত ততো গৃহানিতি দিশা শ্রবণাদৌ নিযুক্তং ছামেবান্তরঙ্গত্বেন
স্বীকৃতবানিতি সত্যম্ এতত্ত্ব উৎকর্ষাবর্ধকমেব নতু সিদ্ধান্তসারস্বত্রে সর্ব্বশাস্ত্রবিদুষাং পরম ভাগবতানাং
শ্রীস্বরূপগোস্বামি-প্রভৃতিনাং তন্নিবর্ত-বাসানুপপত্তিঃ স্যাদিত্যাহ । স্বরূপেত্যাদি প্রাণাএবাবুদ কমলানি
তৈনীরাজিতং নিশ্চল্যনীরুতং মুখং যস্য অসংখ্য ব্রহ্মজ্ঞানতঃ প্রকাশবাহল্যেন প্রাণস্যাবুদেন সহ সম্বন্ধঃ ।
নীরাজিতেতি নিরু পূর্ব্ব রাজুধীতোঃ ভঃ চৌরিত্যাदिনা রেফলৌপদীর্ঘশ্চ ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতকথা ব্যাখ্যা । শ্রীমদ্ভাগবত জগদগুরু হইয়াও শ্রীঈশ্বরপুরীকে গুরুরূপে বরণ
করিলেন । শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত যে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-ভজন হয় না—জগদগুরু শ্রীভগবান্ স্বয়ং আচরণ
করিয়া বিশ্বসাধকগণকে এই শিক্ষা দিলেন । “শিক্ষাগুরু ঈশ্বর যে করায়েন শিক্ষা । ইহা যে মানয়ে সেই
জন পায় রক্ষা ॥” (চৈঃ ভাঃ) শ্রীগুরুই দুষ্কার সংসারসিন্ধুতে নিপতিত জীবের ভবপারের কাড়ারী ।
শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—“নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্ ।

ময়ানুকুলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাবিধং ন তরেৎ স আত্মহা ॥”

এই দুস্তর ভবসিন্ধু উত্তরণেচ্ছু নিরাশ্রয় জীবের জীবন-তরণীর বর্ণধার পরম-করণ শ্রীগুরু-
পাদপদ্মের আশ্রয় যে গ্রহণ করে না তাহার দুর্লভ মনুষ্যজন্ম যে কেবল ব্যর্থ তাহাই নহে, পরন্তু সে
আত্মহাতীই । শ্রীভগবানের করুণাই যেন ঘনীভূত হইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করত শ্রীগুরুরূপে জীবের
কল্যাণার্থে বিশ্বে আবির্ভূত হন । গয়ায় শ্রীঈশ্বরপুরীর দর্শনে প্রভু বলিলেন—

“সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে ।

এই আমি দেহ সমপিলাম তোমারে ॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস-পান ।

আমারে করাও তুমি এই চাহি দান ॥” (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীঈশ্বরপুরীও পূর্ব্বরাতে স্বপ্নে প্রভুর তত্ত্ব সবই অবগত হইয়াছেন । তাহার অন্তঃকরণ জুড়িয়া
যে প্ৰণয়মধু বিরাজ করিতেছিল তাহার প্রবাহে প্রভুকে স্নান করাইয়া বলিলেন—

“বলেন ঈশ্বরপুরী শুনহ পণ্ডিত ।

তুমি যে ঈশ্বর-অংশ জানিলু নিশ্চিত ॥

যে তোমার পাণ্ডিত্য যে চরিত্র তোমার ॥
 এহো কি ঈশ্বর-অংশ বহি হয় আর ॥
 যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম ॥
 সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম ॥
 সত্য কহি পণ্ডিত ! তোমার দরশনে ॥
 পরানন্দ-সুখ যেন পাই অনুক্ষেপে ॥
 যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায় ।
 তদবধি চিতে আর কিছু নাহি ভায় ॥
 সত্য এই কহি—ইথে কিছু অন্য নাই ॥
 কৃষ্ণ-দরশন-সুখ তোমা দেখি পাই ॥” (চৈঃ ভাঃ)

প্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর বিশেষ স্নেহ মধুতে স্নপিত হইয়া স্বয়ং মধুরতর হইয়া বিশ্বকে সেই মধুরি-
 মায় অংগাবিত করিবার অভিলাষে একদিন তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন—

“আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে ।
 মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে ॥
 পুরী বলে মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথ্য ।
 প্রাণ আমি দিতে পারি তোমাতে সর্বথা ॥
 তবে তাঁর স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ ।
 করিলেন দশাক্ষর মন্ত্রের গ্রহণ ॥
 তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীতে ।
 প্রভু বলে দেহ আমি দিলাম তোমাতে ॥
 হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে ।
 আমি যেন ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে ॥
 শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী ।
 প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি ॥
 দৌহার নয়ন-জলে দৌহার শরীর ।
 সিদ্ধিত হইল প্রেমে—কেহো নহে স্থির ॥” (ঐ)

প্রভু সাক্ষাৎ প্রেমসিন্ধুর বা প্রেমাবতার হইয়াও ঈশ্বরপুরীর স্নেহমধুতে সিক্ত হইয়া যেন বিপুল
 প্রেম প্রকাশপূর্বক মধুরাতিমধুর হইলেন ।

অথবা ‘পূরীদেব’ অর্থে ‘শ্রীজগন্নাথদেব’। নীলাচল-লীলায় জগন্নাথদেবের অন্তঃস্থিত প্রণয় মধুতে প্রভু নিরন্তর স্নাত হইতেন। প্রভুর ভাবানুসারে কখনো শ্রীজগন্নাথ মুরলী-বদন ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে তাঁহাকে দর্শন দিতেন পরক্ষণেই আবার দ্বারকানাথরূপে স্বর্ণমুকুটাদি ভূষিত কলেবরে বলদেব, সুভদ্রা সঙ্গে দর্শন হইত। এইরূপে রাধাভাবে বিভাবিত গৌরের হৃদয়সিন্ধুকে আনন্দ-বেদনার তরঙ্গাঘাতে উচ্ছ্বসিত করিতেন জগন্নাথ। কখনো বা শব্দ, স্পর্শাদির অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিতে প্রভুর চিত্তমনে বিপুল উন্মাদনা জাগাইয়া পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ করিতেন। কভুবা স্বীয় অধরামৃতের অদ্ভুত রস পরিবেশনে রাধাভাবে বিভাবিত বিরহী গোরার প্রাণে অদ্ভুত রসমাধুরী সেচন করিতেন !! ভাবনিধি গৌরা পূরী-দেবের এইসব রসচাতুরীতে মধুরাতিমধুর হইয়া কভু বা কুমাকৃতি, কখনো বা অস্থিসন্ধি বিয়োগ প্রভৃতি অদ্ভুত দশা প্রাপ্ত হইতেন।

শ্রীঈশ্বরপূরী অপ্রকটকালে স্বীয় অঙ্গসেবক গোবিন্দকে শ্রীচৈতন্যের সেবায় প্রেরণ করিলে প্রভু গুরুবাক্য পালনের জন্য তাঁহাকে শ্রীঅঙ্গসেবা দান করেন। গোবিন্দের পরিচর্যার তুলনা বিশ্বে নাই। প্রভুর মন বুঝিয়া মার্মিক পরিচর্যা করিতেন। সেবা দ্বিবিধ—প্রসঙ্গ ও পরিচর্যা। শ্রীভগবানের নাম, গুণাদি শ্রবণ করানো সেবাকে প্রসঙ্গরূপা এবং সাক্ষাৎ শ্রীঅঙ্গসেবাকে পরিচর্যারূপা সেবা বলা হয়। প্রসঙ্গ অপেক্ষা পরিচর্যার ফল সমধিক। শ্রীগোবিন্দের পরিচর্যা বিশদ বা নির্মল—আত্মসুখাপেক্ষাশূন্য। বেড়া কীর্তনে শ্রান্ত, ক্লান্ত প্রভুর পাদসম্বাহন জন্য শ্রীগোবিন্দ প্রভুর উপরে বহির্বাস পাতিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইহাতেই তাঁহার পরিচর্যার বিশদতা বা নির্মলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেইভাবেই তিনি কেন প্রসাদ পাইতে গেলেন না প্রভু এই প্রশ্ন করিলে—

“গোবিন্দ কহে—মনে আমার সেবা সে নিয়ম।

অপরাধ হউক, কিবা নরকে গমন ॥

সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।

স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা—১০ পরিঃ)

এইরূপ গোবিন্দের সুনির্মল প্রেমসেবার প্রতিনিয়ত যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সমর্চিত হইত। আবার শ্রীল স্বরূপদামোদরের অবুঁদ প্রাণকমল দ্বারা যাঁহার শ্রীমুখ নীরাজিত হইত। শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর পরম অন্তরঙ্গ—তাঁহার দ্বিতীয় স্বরূপ। শ্রীরঘুনাথও স্বরূপের রঘু। প্রভু স্বয়ং পুত্র ভৃত্য রূপে রঘুকে স্বরূপের করে সমর্পণ করেন। স্বরূপও প্রভুর রহস্যময় লীলাবলী রঘুনাথের নিকট ব্যক্ত করিতেন। “চৈতন্য-লীলারত্নসার, স্বরূপের ভাণ্ডার, তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কর্ণে।” (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পরিঃ) পরম নিভৃত গম্ভীরামন্দির মধ্যে বসিয়া প্রভু ব্রজলীলা স্মরণ করিতেন, অহনিশি তাঁহার নয়নযুগল হইতে মুক্তাদামের ন্যায় অশ্রুমালা ঝরিয়া পড়িত। নির্জন গম্ভীরায় বিপ্রভণ্ড-রস-মুরতি শ্রীগৌরসুন্দরের ব্রজ-রসাস্বাদনের নিভৃতসঙ্গী শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীরামানন্দ রায়।

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমকুণ্ডলং
 পুকাণ্ডো হেমাদ্রি-দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিততনুঃ ।
 মুদা গায়ন্তু চৈতন্যমধুর-নামাবলিমসৌ
 শচীসুনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । যিনি কৌপীন ও তদুপরি অরুণবর্ণ বহির্বাস পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার আকৃতি বিশাল বা অতি দীর্ঘ, যাঁহার উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তিময় শ্রীঅঙ্গ স্বর্ণগিরির দ্যুতিদ্বারা সতত পরিসেবিত, যিনি পরমানন্দে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামাবলী গান করিতেছেন—সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-পথগোচর হইবেন ? ৩ ॥

“উৎকট বিষোগদুঃখ যবে বাহিরায় ।
 তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥
 রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান ।
 বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥
 দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা ॥
 রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা ।
 তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা ।
 কৃষ্ণরস শ্লোক-গীতে করেন সাধুনা ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীপাদ স্বরূপ বিপ্রলভরসের প্রকটমুতি শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বেদনা প্রশমনার্থ মধুকণ্ঠে ব্রজরসের গান করিতেন এবং শ্রীল রামরায় সুধাময়ী কৃষ্ণকথায় প্রভুর চিত্তবিনোদন করিতেন । প্রভু যখন বিরহতাপিত অধীরপ্রাণে ছল ছল নেত্রে স্বরূপের বদনপানে চাহিয়া থাকিতেন তখন শ্রীস্বরূপ যেন অসংখ্য প্রাণকমলদ্বারা প্রভুর সেই বিরহতাপিত অশ্রুক্রিয় বদনখানা নীরাজন করিতেন । শ্রীরঘুনাথ প্রভুর সেই বিরহ-বিধুর শ্রীমুখখানি আর একবার দেখিতে চাহিতেছেন ।

“ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর, শুদ্ধভক্তি প্রেমনির,
 পূর্ণাভিষেক করিল যাঁহারে ।
 গোবিন্দ নামক ভক্ত, পদে যেই অনুরক্ত,
 পরিচর্যা করিল তাঁহারে ॥
 শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর, অসংখ্য প্রাণকমল,
 যাঁর মুখ করে নির্মল ॥
 ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু, নিজভক্ত শিক্ষাগুরু,
 দেখিব কি শচীর নন্দন ?” ২ ॥

টীকা । অহো শ্রীচৈতন্যঃ পরমদয়ালুতয়া পরমেশ্বরোহপি সন্ লোকসংগ্রহায় ভক্তভাবমঙ্গীচকার ইত্যাহ । দধান ইতি । কৌপীনং অন্তঃপটং তদুপরি কৌপীনস্যোপরি বহির্বস্ত্রং কটিবেষ্টনং বহির্বাস ইতি যাবৎ তদধানঃ পুনঃ কিং ভূতঃ প্রকাশস্তরোর্মূলশাখা ইত্যর্থঃ । তথাচ মেদিনী । প্রকাশোনস্ত্রী বিটপে মূলশাখান্তরে তরোরিত্যাदि । হেমাদ্রেঃ সুমেরুপর্বতস্য দ্যুতিভিঃ কান্তিভিঃ কল্পীভিঃ সেবিত তনুঃ ব্যতিরেকালঙ্কারস্তথাচালঙ্কারকৌশুভে ব্যতিরেকোবিলক্ষণ উপমানাদিতি । মুদা হর্ষণে মধুর নিজনামাবলিং-নিজনামশ্রেণীম্ ॥ ৩ ॥

স্বভামৃতকণা ব্যাখ্যা । পরম করুণ শ্রীগৌরসুন্দর লোক-নিস্তারের জন্যই স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন । প্রভুর মহিমা না বুঝিয়া মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতর্কিক, পাষাণী, অধম পড়ুয়া ও নিন্দুক স্বভাব জনেরা প্রভুকে নিন্দা করিয়াছিল । তাহাদের নিস্তারের উপায় চিন্তা করিয়া প্রভুর করুণ চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল এবং তাহারই পরিণতি সন্ন্যাসের সঙ্কল্প বা সন্ন্যাস গ্রহণ ।

“মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ ।

এই লাগি কৃপাদ্র' প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥

সন্ন্যাসী-বুদ্ধো মোরে করিবে নমস্কার ।

তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিঃ)

প্রভুর অতি মনোহর সন্ন্যাসবেশের অতি অনবদ্য বর্ণনা শ্রীচৈতন্যভাগবতে দৃষ্ট হয়—

“সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥

পরিলেন অরুণ-বসন মনোহর ।

তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর ॥

সর্ব' অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত ।

মালায় পুণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥

দণ্ড কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল ।

নিরবধি নিজ-প্রেম-আনন্দে বিহ্বল ॥

কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন ।

প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন ॥” (চৈঃ ভাঃ)

স্বর্ণোজ্জ্বল কান্তি প্রভুর অতি প্রকাশ বা বিশাল ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল দেহ । শ্রীচরণ হইতে মস্তক পর্যন্ত যিনি নিজের হাতের মাপে চারি হাত দীর্ঘ হন এবং দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিলে ষাঁহার বিস্তারও নিজের হাতের মাপে চারি হাত হয় ; এই পরিমাণের দেহকে ‘প্রকাশ শরীর’ বা ‘ন্যগ্রোধপরি-মণ্ডল’ দেহ বলা হয় । এরূপ দেহ সাধারণ মানবের মধ্যে দৃষ্ট হয় না, ইহা মহাপুরুষের লক্ষণ ।

“তপ্তহেম সমকান্তি—প্রকাণ্ড শরীর ।

নবমেঘ জিনি কণ্ঠ-ধ্বনি যে গভীর ॥

দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাতে ।

চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত ॥

‘ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল’ হয় তার নাম ।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল তনু চৈতন্য গুণধাম ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিঃ)

প্রভুর সেই বিশাল বিগ্রহের স্বর্ণোজ্জ্বলকান্তি যেন হেমগিরির কান্তিদ্বারা পরিসেবিত ! অর্থাৎ সেই স্বর্ণকান্তির নিকট হেমগিরির উজ্জ্বল প্রভাও পরাভূত । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—
“যতীনামুতংসস্তরঙ্গীকরবিন্যোতিবসনঃ হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিকরুচা” (শুবমালা) “যিনি যতিগণের শিরোভূষণ, প্রভাতকালের সূর্যকিরণের ন্যায় যাঁহার অরুণবর্ণবসন, যিনি অজকান্তি দ্বারা সুবর্ণরাশির প্রচুর শোভাকেও পরাভূত করিতেছেন ।” যিনি পরমানন্দিত মনে উচ্চৈঃস্বরে স্বীয় মধুর নামাবলী গান করিতেছেন । শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—“হরেকৃষ্ণেতুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসমো” (শুবমালা) “ষোড়শ-নামাঙ্গনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্ৰেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্য রসনা যস্য সঃ” (টীকা-বলদেব) অর্থাৎ ‘উচ্চৈঃস্বরে দ্বাত্রিংশ বর্ণাঙ্কক ‘হরেকৃষ্ণেতি’ মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে যাঁহার জিহ্বা সতত নৃত্য করিতে থাকে ।’ কি অদ্ভুত প্রেমোন্মাদনা সেই শ্রীমুখোচ্চারিত মধুর নামে যাঁহা সমগ্র বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমজ্জিত করে ।

“শ্রীচৈতন্যমুখোদগীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ ।

মজ্জয়ন্তৌ জগৎপ্রেম্ণি বিজয়ন্তে তদাহ্বয়াঃ ॥”

যিনি ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নামগান করিতে করিতে চঞ্চলচরণে নৃত্য করিয়া চলিয়াছেন ।

শ্রীনয়নে গঙ্গা-যমুনার ধারা, দেহে কদম্বকেশরের ন্যায় পুলক । সে নৃত্যমাধুরী কি অপূর্ব ॥

“নাচত গৌর, মনোহর অদ্ভুত; (নয়নে) রাজিত সুরধনিধার ।

ত্রিজগত-লোক, ওক ভরি পাওল, ভকতি-রতন-মণিহার ॥

হেমবরণ-বর, সুন্দর বিগ্রহ, সুরতরু-বর পরকাশ ।

পুলক পত্র নব, প্রেম পর ফল, কুসুম মন্দমৃদুহাস ॥

ভাব-বিভব-ময়, রস-রূপ অনুভব, সুবলিত সুখময় অঙ্গ ।

দ্বিরদ-মন্ত-গতি, অতি সুমনোহর, মুরছিত লাখ অনঙ্গ ॥”

এইরূপ নামরসাস্বাদনের একটি মহৎ আদর্শ বিশ্বে প্রকটিত করিয়া প্রেমসূত্রে নামের মালা গাঁথিয়া বিশ্বজীবের কণ্ঠে পরাইয়াছেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

অনাবেদ্যাং পূর্করপি মুনিগণর্ভক্তি-নিপুণঃ
শ্রুতগুণাং প্ৰমোজ্জ্বল-রসফলাং ভক্তিলতিকাম্ ।
কৃপালুস্তাং গোড়ে প্ৰভুরতিকৃপাভিঃ প্ৰকটয়ন্
শচীসুনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । পূর্বষুগে ভক্তিনিপুণ মুনিগণও যাহার বিষয়ে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, শ্রুতিতেও যাহা অতি নিগূঢ়, উজ্জ্বল বা মধুর প্রেমরস যাহার ফল ; এইরূপ ভক্তিকল্পলতা যিনি গোড়দেশে সাতিশয় কৃপাভরে প্রকাশিত করিয়াছেন—সেই পরম দয়ালু শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর হইবেন ? ৪ ॥

টীকা । ন কেবলং ভক্তবেষণে বিচচার অপিতু পরমগুণাং স্ববশীকরীং প্রেমভক্তির্মপি কৃপালু-তয়া বিস্তকার ইত্যাহ অনাবেদ্যামিত্যাदि । যস্তাং প্রসিদ্ধাং ভক্তিলতিকাং ভক্তিলতাং গোড়ে প্রকটয়ন্ বিস্তারয়ন্ কৃপালুর্ভবেতি শেষঃ স ইতি পরেণানুষঙ্গঃ ননু মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যা-দিনা ভক্তেঃ সুদুর্লভতোক্তেঃ কথং তদানং সম্ভবেদিত্যাহ অতিকৃপাভিরিতি যতঃ প্রভুঃ কতু'মকতু'মন্যাথা কতু'ং সমর্থঃ । কিন্তুতাং ভক্তিলতিকাং শ্রুতগুণাং বেদস্য নিগূঢ়াং তৎ প্রতিপাদ্যানাং মধ্যে অমূল্যরত্ন-

“আপনে আশ্বাদে প্রেম নামসঙ্কীৰ্তন ॥

সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীৰ্তন সঞ্চারে ।

নাম প্ৰেম-মালা গাঁথি পরাইল সংসারে ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীপাদ এইরূপ নাম-প্রেমরসাস্বাদন পরায়ণ উজ্জ্বল স্বর্ণগৌরকান্তি সন্ন্যাস-বিগ্রহ শ্রীশচীনন্দনকে পুনরায় দেখিতে চাহিতেছেন ।

“কটিতে কৌপীনধারী, বহির্বস্ত্র মনোহারী,

উজ্জ্বল অরুণবর্ণ যার ।

সুবিশাল হেমগিরি,

সুপ্রকাশ কান্তিধারী,

নাম-গানে বহে অশ্রুধার ॥

সদা কৃষ্ণ-নামাবলী,

কৃষ্ণমুখি কুতূহলী,

প্রেমপূর্ণ কমল-নয়ন ।

সেই গৌর দয়াময়,

সদানন্দ লীলাময়,

দেখিব কি শচীর নন্দন ?” ৩ ॥

বদতিগোপনীয়ত্বেন স্থাপিতামিতি ভাবঃ । পুনঃ কিস্তুতাং প্রেম্না সহিত উজ্জ্বলরসঃ শৃঙ্গাররস এব ফলং যস্যঃ এবজ্ঞতাম্ । পুনঃ কিস্তুতাং নিপুণৈরপি পূৰ্ব্বমুনিগণৈরন্যবেদ্যামসম্যগ্ জাতাম্ ॥ ৪ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশ্বমানবকে যে ভক্তিকল্পলতার সন্ধান দিয়াছেন, তাহা উন্নত-উজ্জ্বল-রসফলা, সেই উন্নত উজ্জ্বলরস ব্রজভাবের সর্বোৎকৃষ্ট শ্রীরাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাব সাধনা । ইহাই অনপিতচরী, কোন যুগে কোন অবতার কতুক প্রকাশিত বা অপিত হয় নাই । এই রহস্যময় ভক্তিকল্পলতার সন্ধান পূর্বযুগে ভক্তিनिপুণ মুনিগণেরও জ্ঞানগম্য ছিল না । তৎকালে ভক্তিবিদ মুনিগণ প্রায়শঃ ঐশ্বর্যজ্ঞানযুক্ত বিধিভক্তিহেই উপাসনা করিতেন । অতি বিরল কেহ কেহ হাঁহারা রাগমার্গে ব্রজভাবের উপাসক ছিলেন, তাঁহাদেরও দাস্য, সখ্যাদি ভাব পর্যন্তই জ্ঞানগম্য হয়ত ছিল । কিন্তু পরম রহস্যময় গোপীগণের আনুগত্যময়ী মধুর বা শৃঙ্গাররস জাতীয় ভক্তির সমাচার কেহই জানিতেন না । গোপী-শিরোমণি শ্রীরাধার তত্ত্ব এবং তাঁহার পরম মহান্ মাদনাখ্য প্রেমের বিষয় যে তাঁহাদের জ্ঞানবুদ্ধির সর্বথা বহির্ভূত ছিল—ইহাত বলাই বাহুল্য ।

আবার মহাপ্রভুর প্রকাশিত ভক্তিকল্পলতা ‘শ্রুতেগুণাং’ অর্থাৎ শ্রুতিতেও অতি রহস্যময় ভাবে নিহিত ছিল । শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় গোপিকাগণের প্রেমের মহামহিমা দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া সানন্দ-চমৎকারে তাঁহাদের শ্রীচরণরেণুকণা শিরে ধারণ করিয়া ধন্য হইবার কামনায় ব্রজে তুণ-গুন্ম জন্ম প্রার্থনা করিতে গিয়া গোপীমাহাত্ম্য প্রকাশনে বলিয়াছেন—“যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজু-মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্ ।” অর্থাৎ “ব্রজদেবীগণ মুকুন্দ-সেবন-লাভসায় যে দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্যপথ উল্লঙ্ঘনকারিণী পদবীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই পদবীটি মুকুন্দ প্রাপ্তির অসমোর্ধ উপায় । যে অসমোর্ধ পদবীটি শ্রুতিগণ পরমপুরুষার্থ বোধে অবেষণ করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু লাভ করিতে পারেন না ।” এই বাক্যে গোপীগণের পরকীয়ভাবে আত্মাদন-বৈচিত্রীর অসীমতা এবং অনন্যবেদ্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে ।

বামনপুরাণে কতকগুলি গোপীর পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাতে দেখা যায়—তাঁহারা পূর্ব-জন্মে শ্রুতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন এবং গোপীভাবে প্রলুব্ধ হইয়া গোপিকার আনুগত্যে রাগমার্গে ভজন করিয়া গোপীরূপে ব্রজে জন্মগ্রহণ করত কান্তা ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন । তাঁহারাও সেই পরম রহস্যময় ভাবটিকে হৃদয়-সম্পূর্ণে গোপন করিয়া রাখিতেন—তাই উহা ‘শ্রুতেগুণাম্’ । †

প্রাক্চৈতন্যযুগে শ্রীজয়দেব, বিন্ধবমঙ্গল, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতিতে সখীভাবের উপাসনা দৃষ্ট হয়, কিন্তু শ্রীরাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাবের উপাসনা শ্রীগৌরসুন্দর এবং শ্রীচরণাশ্রিত আচার্যপাদগণেরই অভিনব অবদান । গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সাধু, গুরুর কৃপা প্রসাদে লব্ধ এই ভক্তিকল্পলতার বীজ

† শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতি অধ্যায়ের (১০।৮৭) শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদর ব্যাখ্যায় এই বিষয়টি সুন্দররূপে অনুভূত হয় ।

নিজাত্ব গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য পুণ্ডুরিমান্
‘হরেকৃষ্ণোত্যবং গণন-বিধিনা কীৰ্ত্তয়ত ভোঃ’ ।
ইতিপ্ৰায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্মতি পুনঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । যিনি বিশ্বমধ্যে এই গৌড়ীয়গণকে নিজস্ব অর্থাৎ পরমাত্মীয়রূপে অঙ্গীকার করত
পিতা যেরূপ স্নেহের সন্তানকে শিক্ষা দেন, তদ্রূপ ‘হে গৌড়ীয়গণ ! তোমরা সংখ্যাপূর্বক ‘হরেকৃষ্ণোতি নাম
বীর্তন কর’,—এইরূপ মধুর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়ন-
পথ-গোচর হইবেন ?

শ্রবণ, কীর্তনাদি জলে সিদ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ ভক্তিকল্পলতা সজ্জাত ও বর্ধিত হইয়া রাধাদাস্যভাবের পরম
রসময় প্রেমফল প্রসব করিয়া থাকে, তাই ইহা “প্রেমোজ্জ্বলরসফলাম্ ।”

প্রশ্ন হইতে পারে, মুনিগণের এবং শূন্যগণেরও অগোচর এত রহস্যময় ভক্তিকল্পলতাকে
শ্রীমন্মহাপ্রভু কলিযুগের পাপ-তাপাদি বিহত-চিত্ত দুর্গত মানবের নিকট প্রকাশ করিলেন কেন ? ইহার
একমাত্র কারণ পরম স্বতন্ত্র করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতিক্রপাই । তাই বলিয়াছেন—“কৃপালুস্তাং গৌড়ৈ
প্রভুরতিক্রপাভিঃ প্রকটয়ন্ ।” পরম স্বতন্ত্র এবং পরমসমর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু সমধিক কৃপাভরেই গৌড়দেশে
ইহার প্রকাশ করিয়াছেন । সাধকের সর্বপ্রকার অযোগ্যতার নিরসনকারিণী ভগবৎকৃপা । কৃপাশক্তি
ভগবানের নিখিল স্বরূপশক্তির চূড়ামণি । কৃপাশক্তি দ্বারা চালিত হইয়াই পরতত্ত্ববস্তু ‘ভগবান্’ বলিয়া
অভিহিত হন । সেই কৃপাও আবার অদেয়বস্তু অযোগ্যপাত্র দানদ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় । শ্রীমন্মহা-
প্রভুতে সেই কৃপাশক্তিটি আবার বিচার-অসহিষ্ণুরূপে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । তিনি এই কলি-
জীবের দুঃখে কাতর হইয়া দেয়াদেয় বিচারশূন্যচিত্তে ভুক্তিমুক্তিসুখ তুচ্ছকারী প্রেমানন্দ, তন্মধ্যেও আবার
ব্রজজাতীয় প্রেমানন্দ, তন্মধ্যেও আবার গোপীজাতীয় প্রেমানন্দ—সর্বোপরি শ্রীরাধাদাসীত্বাভিमानে যে প্রেমা-
নন্দটি লভ্য, তাহাই শ্রবণ-কীর্তনাদি সাধনের সহিত মিলিত করিয়া দান করিয়াছেন । পরম করুণ
শ্রীগৌরহরির পতিতপাবনী কৃপা জয়যুক্ত হউন । শ্রীপাদ পুনরায় সেই কৃপাময় শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণ
দর্শন কামনা করিতেছেন ।

“মুনিমন বল্লভঃ, ভাবনা সুদুল্লভঃ,

শ্রুতি-গুঢ় অমূল্যরতন ।

প্রেমোজ্জ্বল ফলদাতা, প্রকাশিতা ভক্তিলতা,

দেখিব কি শচীর নন্দন ?” ৪ ॥

টীকা । তস্য পরমদিয়ালুতাং প্রকাশয়িতুং নাম প্রচারকাবস্থং শ্রীচৈতন্যং দ্রষ্টুমাকাঙ্ক্ষতে নিজত্ব ইতি । যো জগতিমধ্যে গৌড়ীয়ান্ গৌড়দেশস্থান্ জনান্ ইমান্ ইতি স্মরণ-বিষয়ত্বেন প্রত্যক্ষায়মানানিব প্রতীয়মানান্ নিজত্বে পরিগৃহ্য ভো গৌড়ীয়া গণন-বিধিনা সংখ্যাপ্রকারেণ হরে কৃষ্ণেত্যেবং কীর্ত্তয়িত ইতি প্রায়াম্ এবম্বিধাং শিক্ষাং তেভ্যো জনক ইব পিতেব উপদিশন্ ভবতি স ইতি পরেণানুষঙ্গঃ । পিতা যথা পুত্র মসন্মার্গং ত্যাজয়িত্বা সন্মার্গে প্রবর্ত্তয়তি তদ্বদिति ॥ ৫ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীগৌরঙ্গ-বিরহে কাতর শ্রীপাদের আর্তির অন্ত নাই । দৈন্যভরে ভাবিতেছেন—নিতান্ত দীন অভাজন মাদৃশ হতভাগ্য ব্যক্তি কি তাঁহার দর্শনের যোগ্য ? পরক্ষণেই গৌড়ীয়ার প্রতি প্রভুর স্বভাবিক রূপা স্নেহের স্মৃতিতে নৈরাশ্যপূর্ণচিত্তে আশার আলোকপাত হইয়াছে ! বিশ্বপতি হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের গৌড়ীয়ার প্রতি স্বাভাবিক প্রাণের টান ! অতিমানেই বস্তু-সিদ্ধি হয় । ভাবরাজ্যে প্রেমাভিমানের স্থান সর্বোচ্চে । শ্রীগৌরসুন্দর গৌড়দেশে অবতীর্ণ, সুতরাং গৌড়ীয়গণের স্বাভাবিক অভিমান ‘প্রভু আমাদের’ । “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” এই রীতি অনুসারে গৌড়ীয়-গণের পুতিও নিজত্ববোধ প্রভুর স্বাভাবিক । পিতা-পুত্রের ন্যায় স্বাভাবিক মধুর সম্বন্ধ । প্রভুর নবদ্বীপ-লীলা বর্ণনায় ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“দিবস হইলে সব নগরিস্থাগণ ।

প্রভু দেখিবার তরে করেন গমন ॥

কেহো বা নূতন দ্রব্য, কারো হাতে কলা ।

কেহো ঘৃত, কেহো দধি, কেহো দিব্য মালা ॥

লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে ।

প্রভু দেখি সর্ব লোক দণ্ডবৎ করে ॥”

প্রভু বলে—“কৃষ্ণ-ভক্তি হউক সবার ।

কৃষ্ণ-নাম-গুণ বহি না বলিহ আর ॥”

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে ।

“কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র গুনহ হরিশ্বে ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”

প্রভু বলে “কহিলাম এই মহামন্ত্র ।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নিশ্চব্দ ॥

ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইব সবার ।

সর্বক্ষণ বল—ইথে বিধি নাহি আর ॥” (চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩শ অধ্যায়)

নীলাচললীলায় গোড়ীয়গণের প্রতি নিজত্ববোধে প্রভুর স্নেহকৃপা শ্রীপাদের সাক্ষাৎ অনুভূত। প্রতি বৎসর গোড় হইতে বৈষ্ণবগণের আগমনে প্রভু আনন্দে ভাসিতেন, সহস্রমুখে প্রত্যেকের গুণকীর্তন করিয়া প্রভু প্রত্যেককে দৃঢ় আলিঙ্গন করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে মহা উন্মাদনাময় সংকীর্তনরসে বিশ্ব-জগৎ প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইত। প্রভুর সঙ্গে কতই আনন্দে গোড়ীয়গণের জগন্নাথ দর্শন, রথযাত্রা ও চাতুর্মাস্য কাটিয়া যাইত। বিদায়ের প্রাক্কালে বিরহ-বেদনায় অধীর প্রভুর কৃপাবাণীতে পাশাগও দ্রবিত হইত। সব গোড়ীয়ার প্রতি মধুর বাক্যে বলিতেন—

“প্রতি বৎসর সত্তে আইস আমারে দেখিতে।

আসিতে যাইতে দুঃখ পাও ভালমতে ॥

তোমা-সভার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।

তোমা সভার সঙ্গ-সুখলোভ বাড়ে চিত্তে ॥

.....

সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।

কি দিয়া তো-সভার ঋণ করিব শোধন ॥

দেহ মাত্র ধন আমার কৈল সমর্পণ।

তাঁহাই বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥

প্রভুর বচনে সভার দ্রবীভূত মন।

অবার-নয়নে সত্তে করেন রোদন ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১২)

মহাকরুণরসের আবির্ভাবে গোড়ীয়ার যাত্রা স্থগিত হইয়া যাইত, সকলের অশ্রুধারায় পিচ্ছিল হইত যাত্রা-পথ। এই ভাবে কাটিয়া যাইত পাঁচ সাত দিন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করিতেন—“একেই তো তোমার গুণে জগৎ বিকায়, তদুপরি এমন কৃপাবাক্য রজ্জুতে বন্ধন কর যে, তোমায় ছাড়িয়া কি কেহ অন্যত্র যাইতে সক্ষম হয় ?” অতঃপর মহাপ্রভু ধৈর্য ধরিয়া সকলকে প্রবোধ দিয়া বিদায় দিতেন। কাদিতে কাদিতে ভক্তগণ চলিয়া গেলে প্রভু তাঁহাদের বিরহে অধীর হইয়া পড়িতেন।

“অদ্বৈত অবধূত কিছু কহে প্রভুর পায়।

সহজে তোমার গুণে জগত বিকায় ॥

আর তাতে বান্ধ আছে কৃপা-বাক্য-ডোরে।

তোমা’ ছাড়ি কেবা কোথা যাইবারে পারে ?

তবে মহাপ্রভু সভাকারে প্ৰবোধিয়া।

সভারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া ॥

পূরঃ পশ্যান্ নীলাচলপতিমুৰুপ্রেম-নিবাহঃ
 ক্ষরান্নেত্রাস্তোভিঃ স্পিত-নিজদীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ ।
 সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি গরুড়স্তস্তচরমে
 শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্মতি পুনঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । যিনি সদা (জগন্নাথ দর্শনকালে) পুণরী গরুড়স্তস্তের পশ্চাৎভাগে অবস্থান করত
 সম্মুখে বিরাজিত নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া মহাপ্রেমাবেশে বিগলিত নয়নশৃঙ্খারায়
 দীর্ঘ-স্বর্ণোজ্জ্বল জীবিত্রহকে স্পিত করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর
 হইবেন ? ৬ ॥

টীকা । অন্যাবস্থমপি তং স্মরন্নাহ । পূর ইত্যাদি দ্বাভ্যাং যঃ প্রণয়ি গরুড়স্তস্ত চরমে দেশে
 সদা সর্বকালং তিষ্ঠন্ সন্ উল্লপ্রেমনিবহেনীলাচলপতিং পুরোহিতঃ পশ্যান্ সন্ ক্ষরান্নেত্রাস্তোভিঃ স্পিত
 নিজদীর্ঘোজ্জ্বলতনুর্বভুব সেতান্বয়ঃ । তন্ন নীলশ্যামৌ অচলঃ পর্বতশ্চেতি তস্য পতিং শ্রীজগন্নাথম্ । উল্ল
 প্রেমেনি মহাপ্রেমসমুহেঃ ক্ষরন্তি যানি নেত্রাস্তাংসি নেত্রজলানি তৈঃ স্পিতা নিজস্য দীর্ঘা উজ্জ্বলা তনুর্য়স্য
 প্রণয়ী চাসৌ গরুড়শ্চেতি তদ্বিশিষ্টস্য চরমে পশ্চাদ্দেশে ॥ ৬ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । গৌর-বিরহী শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে প্রেমাবেশে প্রভুর জগন্নাথ
 দর্শনের স্মৃতি জাগরিত হইয়াছে । হৃদয়সিন্ধু আলোড়িত । বিরহরসে স্মৃতির পীড়া সাক্ষাৎ বিরহ

চলিলা সব ভক্তগণ রোদন করিয়া ।

মহাপুত্ৰ রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া ॥” (ঐ)

এই সব প্রত্যক্ষানুভূত লীলার স্মৃতি বৃকে লইয়া কুণ্ডলটে পড়িয়া শ্রীপাদ রোদন করিতেছেন ।
 নয়নজলে বৃক ভাসিয়া যাইতেছে ! ‘কোথায় হে গোড়ীয়ার পুণনাথ ! একটিবার দেখা দাও ! নীলা-
 চলে গোড়ীয়া আসিলে আর কেই বা সেইরূপ ব্যগ্র হইবে ? কোটি পিতৃশ্নেহে কে তাহাদের বৃকে টানিয়া
 লইবে ? কেই বা তাহাদের নামামৃত উপদেশ দিবে ?’ প্রভুর কৃপার স্মৃতিতে শ্রীপাদ বিরহ-জ্বালায়
 অধীর । ‘চৈতন্য বিরহ-দুঃখ সহনে না যায় ।’ শ্রীপাদ অসহনীয় বিরহ-বেদনায় অধীর হইয়া একবার
 শ্রীগৌরচরণ দর্শনের কামনা করিতেছেন—

“যেই পুত্ৰ গোড়ীয়ারে, স্নেহে অঙ্গিসাৎ করে,

শিক্ষা দিয়া শ্রীনাম-সাধন ।

পিতা সম নিরবধি,

গর্গনা কীৰ্ত্তন বিধি,

দেখিব কি শচীর নন্দন ?” ৫ ॥

অপেক্ষাও তীব্রতর ! মাথুর-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার বিপুলস্তরস গম্ভীরা-লীলায় প্রভুর মুখ্য আশ্বাদ্য ।
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ।

ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ ॥

রাধিকার ভাবে সদা প্রভুর অভিমান ।

সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জান ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ পরিঃ)

শ্রীরাধার বিপুলস্তরসই গম্ভীরা-লীলায় প্রভুর স্থায়িত্ব । এই ভাব লইয়াই নিত্য জগন্নাথ দর্শন
এবং দর্শনে ভাবসিন্ধু উদ্বেলিত ।

“যে কালে দেখে জগন্নাথ, শ্রীরাম সুভদ্রা সাথ,

তবে জানে—আইলাম কুরুক্ষেত্র ।

সফল হৈল জীবন, দেখিলু পদ্মলোচন,

জুড়াইল তনু-মন নেত্র ॥

গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,

সে আনন্দের কি কহিব বলে ।

গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,

সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পরিঃ)

জগন্নাথ দর্শনে বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইয়াছেন ভাবনায় প্রভুর
আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠিত ! প্রবল আনন্দাশ্রুধারা সেই পুকাণ্ড স্বর্ণোজ্জ্বল দেহকে স্নপিত করিয়া
গরুড়স্তম্ভের নিম্নে একটি গম্ভীর খালকে পূর্ণ করিয়া দিত । এত অশ্রু কেন ? ভাবসিন্ধুর বুকে কত
ভাবের তরঙ্গ ! দর্শনমাত্রেই আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন । পরক্ষণেই আবার বিষাদের কালো মেঘ
হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত । নয়নদ্বারে বিষাদাশ্রু কি বিপুল বর্ষণ ! কুরুক্ষেত্রে দেখা ।
কাঙালিনীর মত দেখিতেন । হাঁহার ধন, তিনি আশ্বাদন করিতে পারিতেন না । কি ব্যথা ! কাঁদিতে
কাঁদিতে আপন মনে কত কথা বলিতেন—

“বৃন্দাবন গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন-বন;

সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা ।

সেই ব্রজে ব্রজজন, পিতা মাতা বন্ধুগণ,

বড় চিত্ত কেমনে পাসারিলা ?

.....

তোমার যে অন্যবেশ, অন্যসঙ্গ অন্যদেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায় ।

ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ?” (চৈঃ চঃ)

কখনো বা স্বপ্নে রাসলীলা দর্শন করিয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছেন ভাবিয়া পরমাবেশে জগন্নাথ দর্শনে যাইতেন এবং জগন্নাথকে সাক্ষাৎ মুরলীবদন ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপেই দেখিতে পাইতেন । বলভদ্র সুভদ্রাকে দেখিতে পাইতেন না । দীর্ঘ বিরহের অবশান হইত । সমৃদ্ধিমান্ সন্তোষ । আনন্দাশ্রুতে বুক ভাসিয়া যাইত । অশ্রুধারায় স্নাত হইতে হইতে আপন মনে বলিতেন—

“আজু রজনী হম, ভাগে পোহায়নু,
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা ।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা ॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা ।
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোয়ল—
টুটল সবছঁ সন্দেহা ॥” (মহাজন)

ইত্যবসরে এক উড়িয়া স্ত্রী ভীড়ে জগন্নাথের দর্শন না পাইয়া গরুড়ের উপর চড়িয়া প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন । প্রভুর অঙ্গ-সেবক গোবিন্দ স্ত্রীকে নিবারণ করিলে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল । উড়িয়া স্ত্রীর জগন্নাথ দর্শনোৎকর্ষার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন প্রভু । কিন্তু তিনি নিজে যেন কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িলেন ।

“পূর্বে যবে আসি কৈল জগন্নাথ দর্শন ।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন ।
যাঁহা-তাঁহা দেখে সর্বত্র মুরলীবদন ॥
এবে যদি স্ত্রী দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ।
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥
‘কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ’ ঐছে হৈল মন ।
কাঁহা কুরুক্ষেত্র আইলাও কাঁহা বৃন্দাবন ॥
প্রাপ্তরত্ন হারাইল—ঐছে ব্যগ্র হৈলা ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত-১৪ পরিঃ)

মুদা দৌস্তদষ্টবা ছ্যুতি-বিজিত-বন্ধু কমধরং
করং কৃতা বামং কটি-নিহিতমণ্ডং পরিলসন্ ।

সমুখাপ্য পৈশ্চাগণিত-পুলকো নৃত্য-কুতুকা
শচীসুনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্মতি পুনঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । যিনি পরমানন্দে বন্ধুক-কুসুম-বিজয়ী অরুণাধর দন্তবরা দংশন করত বাম-
হস্ত ক্ষীণকটিতটে বিন্যাস করিয়া দক্ষিণহস্ত উর্ধ্বে উত্তোলন ও ভগ্নীপূর্বক সঞ্চালন করত মধুর নৃত্যবিনোদ
প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রেমভরে শ্রীঅঙ্গে অঙ্গপুলকাবলি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি
পুনরায় আমার নয়ন-পথ-গোচর হইবেন ? ৭ ॥

টীকা । যোদ্যুত্যা কান্ত্যা বিজিতং পরাত্তুতং বন্ধুকং পুষ্পবিশেষো যেন তমধরং দৌস্তদষ্টবা
অথচ বামং করং কটিনিহিতং কটিস্থাপিতং কৃতা অন্যং দক্ষিণং করন্ম উখাপ্য উচ্চীকৃত্য পরিলসন্ ভগ্ন্যা
চালয়ন্ মুদা হর্ষণে নৃত্যকুতুকা নৃত্য কোতুকবান্ বভূব স কিস্তুতঃ প্রেমেনা মাথুরবিরহিণ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণাবিভাব-
মাকলয্যাস্তানন্দায়াঃ শ্রীরাধায়া ভাবেনাহগণিতোহসংখ্যঃ পুলকো রোমাঞ্চে যস্য ॥ ৭ ॥

স্ববাস্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীচৈতন্য-বিরহী শ্রীপীদের বেদনাদিত চিত্ত-মনে প্রভুর এক
একটি মধুময়ী লীলার স্মৃতি উদিত হইয়া উৎকট বিরহে তাঁহার প্রাণ-সঞ্চার করিতেছে ! এই শ্লোকে
প্রভুর সংকীর্তনে উল্লাদনাময় নৃত্য-মাধুরীর স্ফুরণ । একেত প্রভুর নৃত্য পরম মোহন, কারণ ব্রজে
শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণসঙ্গে যে রাসনৃত্যমাধুরী আশ্বাদন করিয়াছিলেন ; সেই অলৌকিক শৃঙ্গাররস-
মধুর নৃত্যের বিচিত্র তাল-মানাদি প্রেমরসমণ্ডিত হইয়া অশ্রু, পুলক, কম্পাদি অদ্ভুত সাত্ত্বিক-ভাব-বিত্ত্বষণে
ভূষিত শ্রীগৌর-বিগ্রহে স্বয়ংই প্রকাশিত হইত । আবার গোড়ীংগণের সংকীর্তনে সেই নৃত্য এক অভিনব
রূপ ধারণ করিত । তাঁহাদের সম্মিলনে প্রভুর ভাবের বন্যা উচ্ছলিত হইয়া উঠিত । কতই সমাদরে
স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া সকলকে মহাপ্রসাদ সেবন করাইতেন, স্বহস্তে মালাচন্দন পরাইতেন । সাগ্ন্য-

আবার বিষাদের অশ্রুধারা ছুটিত ! এইরূপ মিলন-বিরহের আলোচ্ছাসাময় আনন্দ-বেদনাম্রুতে
জগন্নাথ মন্দিরে প্রভুর সুপ্রকাশ হেমগৌর বিগ্রহকে কতদিন কতবার স্পৃহিত হইতে দেখিয়াছেন—প্রভুর
নীলাচল-লীলার নিত্য সঙ্গী রঘুনাথ । আজ বিরহদশায় সেই রূপমাধুরী আর একবার দর্শনের প্রবল
বাসনা মনে জাগিয়াছে ।

“গরুড়-স্তম্ভের পাশে,

সদা দর্শনের আশে,

নিমেষ বিহীন দুঃনয়ন ।

শতধারে অশ্রুজল,

সিঞ্চে অঙ্গ নিরন্তর,

দেখিব কি সে শচীনন্দন ?” ৬ ॥

কালে সকলের সঙ্গে নৃত্য-কীর্তনানন্দরস আশ্বাদনের জন্য নাটুয়া গৌর শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে গমন করিতেন। জগন্নাথের সন্ধ্যারতি দর্শনের পর জগন্নাথের প্রসাদী মালা-চন্দনে ভূষিত হইয়া কীর্তন আরম্ভ করিতেন।

“চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীৰ্তন।

মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥

অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।

হরিশ্রবণ করে বৈষ্ণব কহে ‘ভাল ভাল’ ॥

কীর্তনের মহা মঙ্গল ধনি যে উঠিল।

চতুর্দশ লোক ভরি ব্রজাণ্ড ভেদিল ॥

পুরুষোত্তমবাসী লোক আইল দেখিবারে।

কীর্তন দেখি উড়িয়ালোক হৈল চমৎকারে ॥

তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া।

প্রদক্ষিণ করি বুলে নর্তন করিয়া ॥

আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায়।

আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দরায় ॥

অশ্রুত পুলক কম্প প্রস্বেদ হৃদয়।

প্রেমের বিকার দেখি লোক চমৎকার ॥

পিচকারীর ধারা যেন অশ্রুত নয়নে।

চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে ॥

মহা-নৃত্য মহাপ্রেম মহা-সঙ্কীৰ্তন।

দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচলের জন ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১১শ পরিঃ)

শ্রীরথযাত্রার দিনে শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে প্রভুর নৃত্যমাধুরী এক অতীব বিলক্ষণ ব্যাপার। শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর ভাবসিন্ধুতে যে আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ উঠিত—পূর্ব শ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছি। কিন্তু রথাগ্রে জগন্নাথ দর্শনে প্রভুর চিত্ত-মনে এক অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-প্রবাহ বহিয়া যাইত। রথে শ্রীজগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন। দুইদিকে উপবন-শ্রেণী। শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর মনে হয়—দ্বারকা হইতে তাঁহার প্রাণনাথকে আজ রূপাবনে লইয়া চলিয়াছেন। দুবিসহ বিরহের হয় অবসান! অদ্ভুত আনন্দসিন্ধু হইয়া উঠে উচ্ছলিত। সেই ভাবেই প্রভুর রথাগ্রে অদ্ভুত রসোন্মাদনাময় নৃত্যমাধুরী ॥

স্বরূপ প্রভুর মন বুঝিয়া মধুকণ্ঠে গান ধরেন—

“সেই ত পরাগ-নাথ পাইলু ।

যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলু ॥”

প্রভু স্বীয় ভাবানুরাগ সমৃদ্ধিমান্ সন্তোষরসের এই পদ শ্রবণে শ্রীজগন্নাথের বদনপানে চাহিয়া পরমানন্দে প্রেমরসে উচ্ছ্বসিত চিত্তে বন্ধুককুসুম-বিজয়ী অরুণাধর দন্তে দংশন করিয়া† বামহস্ত কটিতে বিন্যাসপূর্বক অপূর্ব ভঙ্গীতে দক্ষিণ হস্ত উর্ধ্বে সঞ্চালন করত গীতাভিনয়ের সহিত অতি মধুর নৃত্য করেন । সেই নৃত্যমাধুর্য্য দর্শনে অন্যের কথা কি, শ্রীজগন্নাথদেব পর্যন্ত আনন্দ-বিষ্ময়ে অভিভূত হইয়া সেই অপূর্ব নৃত্যরস আশ্বাদন করিতে করিতে যদু-মহুর গতিতে সুন্দরাচলের দিকে অগ্রসর হন ।

“জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয় ।

শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥

গৌর যদি আগে না যায়,—শ্যাম হয় স্থিরে ।

গৌর আগে চলে,—শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥

এই মত গৌর শ্যাম করে ঠেলাঠেলি ।

সরথ-শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥” (ঐ)

সেই মহাবলী গৌরের প্রেমোন্মাদনাময় সুমোহন নৃত্য দর্শনের বাসনায় শ্রীপাদে রঞ্জনাত্মক চিত্ত জর্জর !

“অরুণ অধর আভা,

হরে বন্ধুজীব শোভা,

দন্তে তাহা করিয়া দংশন ।

কটিতে বাম মনোহর,

উর্ধ্বেতে দক্ষিণ কর,

ভঙ্গি করি করয়ে চালন ॥

সংকীর্ণ রসামোদী,

বিরহ ভাব বিনোদী,

সব অঙ্গে প্রেম-শিহরণ ।

সর্বজন-সুখদাতা,

প্রেমভক্তি রস-ধাতা,

দেখিব কি শচীর নন্দন ?” ৭ ॥

† অরুণাধর দংশনের অভিপ্রায় এই যে,—“তুমি পলাইয়া যাইতে বড়ই সুনিপুণ, কিন্তু আজ তোমায় ধরিয়াছি—আর তো ছাড়িয়া দিব না” এই ভাব ।

সরিভীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো-
বদীমত্যাং কুব্ধনয়ন-জলধারা-বিততিভিঃ ।

মুহুমুচ্ছাং গচ্ছন্ মৃতকমিববিশ্বং বিরচয়ন্,
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্ততি পুনঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । যিনি নদীতীরস্থ উদ্যানে গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল হইয়া প্রবল অশ্রু-
ধারায় অপর একটি নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ মুহূর্ত্ত প্রাপ্ত হইয়া নিকটস্থ স্বজনগণকে
প্রাণহীনের ন্যায় অচেতন দশা প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন কি পুনরায় আমার নয়নপথ-গোচর
হইবেন ? ৮ ॥

টীকা । পুনরাগতসংজ্ঞাস্তস্য ভাবেন কৃষ্ণবিরহোত্তপ্তস্য শ্রীচৈতন্যস্য দর্শনমাশান্তে সরিদি-
ত্যাদি । যঃ সরিভীরারামে নদীতীরস্থোপবনে গোকুলবিধোগোকুলচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহবিধুরোব্যাকুলঃ
সন্ নয়নজলধারা বিততিভিঃবিস্তারৈরন্যাং নদীং কুব্ধনু করোতি উদাত্তালঙ্কারঃ এবং মুহূর্ত্তং বারং মুচ্ছাং
গচ্ছন্ প্রাপ্নুবন্ বিশ্বং তত্রস্থং সকললোকং মৃতকমিব বিরচয়ন্ অর্থাৎচেতনং কুব্ধনু স তথা চামরঃ ।
সমং সর্বং বিশ্বমশেষং কুৎসং সমস্ত নিখিলানি । নিঃশেষং সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং স্যাদনুনকে ॥ ৮ ॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । বিরহ-তাপিত শ্রীপাদের চিত্তে তাঁহার পরমভীষ্ট শ্রীগৌর-
সুন্দরের অপর একটি আবেশময়ী লীলার স্ফুরণ হইয়াছে । বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধার বিপ্রলম্ব ভাবসিন্ধুতে
উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিক নীলাচল-লীলার সাক্ষাৎ দ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথ । প্রভুর
নীলাচল লীলাই বিপ্রলম্বরসের আশ্বাদন-ভূমি । সুতরাং এই শ্লোকেও নীলাচল লীলাই বর্ণিত হইয়াছে
বলিয়া মনে হয় । শ্লোকের প্রারম্ভেই “সরিভীরারামে” অর্থাৎ নদীতীরস্থ উপবনে এইরূপ বর্ণনা আছে ।
সম্ভবতঃ নীলাচলে কোন নদীতীরস্থ উপবন দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর রূন্দাবনস্মৃতি উদিত হইয়াছিল এবং
তিনি মাথুর-বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন । কিন্তু ইহা কোন্ নদীতীরস্থ কোন্ উদ্যান
তাহা অনুমান করা কঠিন । কারণ নীলাচলে বা সিন্ধুতটের কাছাকাছি সেইরূপ কোন নদীর স্থিতি
জানা যায় না । সুতরাং এইরূপও হইতে পারে যে, জ্যোৎস্নালোকে উজ্জলিত সিন্ধু দর্শনে প্রভুর যশুনার
ভ্রান্তি এবং সিন্ধুতীরস্থ উপবনকে রূন্দাবন ভ্রান্তি ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বর্ণিত রহিয়াছে । বিরহী
শ্রীপাদ রঘুনাথও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশাল বিরহের ছায়াভাস দৃষ্ট হয় । সুতরাং প্রভুর আবেশময় ভাবে
তন্ময় হইয়াই শ্রীপাদ সিন্ধুতীরস্থ উপবনের লীলাকেই নদীতীরস্থ উদ্যানের লীলা বলিয়া উল্লেখ
করিয়াছেন । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রভুর উদ্যানবিহারে বিপুল ভাবোন্মাদনার ইঙ্গিত দিতে গিয়া
লিখিয়াছেন—

“শরৎকালের রাত্রি শরচ্ছন্দ্রিকা-উজ্জ্বল ।

প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান রাত্রি সকল ॥

উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে ।

রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে ॥

কভু প্রেমাবেশে করেন গান নর্তন ।

কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ ॥

কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি খায় ।

ভূমি পড়ি কভু মুচ্ছা কভু গড়ি যার ॥”

(চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৮শ পরিঃ)

ভাবোন্মাদী প্রভু যখন শ্রীরাধার ভাবে কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করেন, তখন নয়ন-যুগলে এতই অশ্রুধারা প্রবাহিত হয় যে, মনে হয় গঙ্গা, যমুনার ধারা যেন সিন্ধুতে মিলিত হইতেছে !

“দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার ।

সমুদ্রে মিলিল যেন সদা গঙ্গা-যমুনা ধার ॥” (চৈঃ চঃ)

ভাবের চিত্র ভাষায় আঁকিয়া তোলা অসম্ভব । প্রেমের ভাষা কেবলি অশ্রুজল ! আনন্দে অশ্রু, বিষাদে অশ্রু, সন্তোগে অশ্রু, বিরহে অশ্রু ॥ প্রেমিকের একবিন্দু অশ্রুতে নিহিত থাকে ভাবের বিশাল ইঙ্গিত ! প্রভুর এই নদীর মতো অশ্রুতে ভাবের কি ইঙ্গিত নিহিত থাকে, তাহা কে বলিবে ? সে যেন ভাবের উত্তাল তরঙ্গময় মহাসাগর ! সে সাগর অসীম, অনন্ত, দুপ্পার ও অতলম্পর্শ ! মহাপ্রভুর পার্শ্বদ-বৃন্দ অহংরহ সেই দূরবগাহী প্রেমের সিন্ধুতে হাবুডুবু খান । প্রভুর বিপ্রলম্ব প্রেমসিন্ধুর অতি বিষাদময় তরঙ্গাঘাতে ভাসিতে ভাসিতে তাঁহাদের প্রাণহীনের ন্যায় অবস্থার উদয় হয় । শ্রীল রঘুনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম । তিনি বিপ্রলম্বরসসিন্ধু সেই গৌরহরিকে আর একবার দেখিতে কামনা করেন ।

“নদীকূলে বধুপ্রায়, বিরহ-বিধুরা হায়,

আন্তিভরে করয়ে ক্রন্দন ।

অশ্রুজল বহি যায়, স্বতন্ত্র নদীর প্রায়,

বার বার ভূমিতে লুণ্ঠন ॥

সকল জনার প্রাণ, করে মৃতক সমান,

সেই গোরা বিশ্ব-বিমোহন ।

রাধাভাবে বিভাবিত, সদা রহে ব্যাকুলিত,

দেখিব কি শচীর নন্দন ? ৮ ॥

শচীসুনোরশ্যষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
 সদা দৈন্যোদ্রেকাদতিবিশদবুদ্ধিঃ পঠতি যঃ ।
 প্রকামঃ চৈতন্যঃ প্রভুরতিকৃপাবেশবিবশঃ
 পৃথু-প্রেমাস্তোধৌ প্রথিত-রসদে মজ্জয়তি তম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতস্য সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । যিনি শুদ্ধচিত্তে ও দৈন্যভরে স্বাভীষ্ট-সম্পাদক শ্রীশ্রীশচীনন্দনের এই অষ্টক পাঠ করিবেন, শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাবিবশ হইয়া তাহাকে পুসিক ও অতি বিস্তীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরস-সিন্ধুতে নিমজ্জিত করিবেন ॥ ৯ ॥

টীকা । অস্য শচীসুনোরিদমষ্টকং যো বিশদবুদ্ধিঃ নিশ্চলবুদ্ধিঃ সন্ প্রকামঃ যথেষ্টং যথাস্যান্তথা দৈন্যোদ্রেকাদতিকাতর্য্যাৎ পঠতি কিংত্বতম্ অভীষ্টং স্বাভিলষিতং বিরচয়ৎ স্বাভীষ্ট-সম্পাদকমিত্যর্থঃ । তং জনং চৈতন্যপ্রভুঃ কৃপাবিবশঃ তং প্রতি কৃপায়াং ব্যাকুলঃ সন্ । পৃথুপ্রেমাস্তোধৌ পৃথুরতিশয়ঃ প্রেমা এবাস্তোধিঃ সমুদ্রঃ তস্মিন্ নিমজ্জয়তি মগ্নং ভাবয়ত্যেবান্বয়ঃ । কিন্তুতে প্রথিতে রসদে প্রথিতে খ্যাতেহর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে রসং তদ্বিশয়কাস্বাদং দদাতীতি তদ্রসদ ইত্যত্র পরম্পরিত রূপকেন রসস্যামৃতরূপত্বং বোদ্ধব্যম্ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতস্য প্রথম বিহৃতি ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন । ভক্তের স্বাভীষ্ট-সম্পাদক এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুদ্ধচিত্তে অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বাসনাশূন্য হৃদয়ে কেবল প্রেম-সেবাকাঙ্ক্ষা বৃকে লইয়াই শ্রবণ-কীর্তন করিতে হইবে । কারণ কৃষ্ণেতর বাসনাই জীবস্বরূপের কপটতা এবং প্রেম-সাধনার অত্যন্ত পৃথিকুল ।

“ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি বাঞ্ছা মনে যদি রয় ।

সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥” (চৈঃ চঃ)

আবার অভিমান শূন্য চিত্তে দৈন্যভরেই এই স্তবের শ্রবণ-কীর্তনাদি বিধেয় । দৈন্যই ভক্তি-সাধনার প্রাণবন্ত । দৈন্যহীন ভজন প্রাণহীন । শ্রীমন্ত্ৰাপুত্রে শ্রীমুখে নাম-সাধনায় অতি শীঘ্র প্রেম-পুষ্পির নিমিত্ত দৈন্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন—

“যেক্ষপে লইলে নাম প্রেম উপজায় ।

তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ-রামরায় ॥

তুণাদপি সুনীচেন তরোঁরিব সহিষ্ণুণা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥” (চৈঃ চঃ)

শ্রীচৈতন্যদেব অপার কীরুণ্যঘন মুরতি । এমন দয়া আর কোন অবতারে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না । করুণার সার্থকতা শ্রীকৃষ্ণপ্রেম দানে । মহাপ্রভুর ন্যায় এমন পাত্রাপাত্র দেয়াদেয় বিচার বিমর্শশূন্য হইয়া শ্রবণ, কীর্তনাদি সাধনদ্বারাও যাহা অতি দুর্লভ সেই প্রেম আর কেহই কুত্রাপি প্রদান করেন নাই । শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ লিখিয়াছেন—

“পাত্ৰাপাত্ৰবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষাতে
দেয়াদেয়-বিমৰ্শকো নহি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুৰ্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান গৌরঃ পরং মে গতিঃ ॥” (চৈতন্য-চন্দ্রামৃতম্-৭৭)

শুদ্ধচিত্তে ও অভিমান শূন্য হৃদয়ে এই স্তোত্রের পাঠকারীকে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরসসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিবেন। সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুও অতি প্রসিদ্ধ ও বিস্তীর্ণ। শ্রীমদ্‌মহাপ্রভু যে প্রেমদান করিবেন তাহা ব্রজপ্রেম, সর্বোপরি রাধাদাস্য ভাবময় মঞ্জরীগণের প্রেম। প্রেমরাজ্যে জাতিতে এবং পরিমাণে সর্বোধে ইহার প্রসিদ্ধি। ইহা অতি বিস্তীর্ণও, কেননা “শুদ্ধ প্রেম-সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু জগৎ ডবায়।” (চৈঃ চঃ) শ্রীপাদ রঘুনাথের স্তোত্রপাঠকারীর প্রতি আশীর্বাদ—

“শুদ্ধচিত্তে যেই জন,
করয়ে অষ্টক পঠন,
দৈন্য যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন ।
কৃপা করি গৌরহরি,
রাধাদাস্য দান করি,
কৃষ্ণপ্রেমে করে নিমজ্জন ॥” ৯ ॥

ইতি শ্রীচতন্যষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীগৌরাস্তবকল্পতরুঃ

॥ শ্রীশ্রীগৌরাস্তব মমঃ ॥

গতিং দৃষ্ট্বেয়া যস্য প্রমদ-গজবার্যহখিল-জনা
মুখঞ্চ শ্রীচন্দ্রোপরি দধতি থুংকারনিবহম্ ।
স্বকান্ত্যা যঃ স্বর্ণাচলমধরয়চ্ছীধু চ বচ-
স্তরাঙ্গৈর্গৌরাস্তো হৃদয় উদয়ন্বাঃ মদয়তি ॥ ১ ॥

অনুবাদ । নিখিলজন যাঁহার গতিভঙ্গী এবং শ্রীমুখমাধুরী সন্দর্শন করিয়া মদমত্ত গজরাজের গমনভঙ্গী ও চন্দের শোভায় থুংকার করিয়া থাকেন, যিনি স্বীয় নিরুপম স্বর্ণকান্তিদ্বারা এবং বচনামৃত-মাধুরীতে স্বর্ণাচলের শোভা এবং অমৃতের মাধুর্যকে তিরস্কৃত করেন—সেই শ্রীগৌরাস্তব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমার আনন্দোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ১ ॥

টীকা । অথ পরমোৎকর্ষা তদর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ স্বস্য হৃদয়ে হঠাৎবিভবন্তমনুভূয় গতিমিত্যা-
দ্যেকাদশপদ্যেন স্বানন্দং প্রকাশয়তি । অখিল জনা যস্য গতিং গমনং দৃষ্ট্বেয়া অনুভূয় সৎ গজবার্যে
মত্তহস্তিশ্রেষ্ঠে এবং মুখঞ্চ দৃষ্ট্বেয়া শ্রীমুখশচন্দ্রস্তরপূর্ণচন্দ্র ইত্যর্থঃ থুংকারনিবহং রসনোষ্ঠাধরদ্বারা মুখ-
নির্গম্য ফেণবজ্জলরাশিং দধতি কুব্ধন্তি পুষন্তি ইতি বা কাকাক্ষিগোলক ন্যায়েন মুখঞ্চেত্যত্র স্থিতা-
কারস্য শ্রীচন্দ্রোপরীত্যত্রাপি সম্বন্ধঃ অপিচ যঃ স্বকান্ত্যা আত্মচ্ছটয়া স্বর্ণাচলং সুমেরুপর্বতম্ অধরয়ৎ
শ্রীগর্ভাশয়মিবাকরোৎ স্বমাধুর্যেণ ভাবয়িত্বা যস্মান্য়স্মাদুৎপন্নঞ্চ তত্র তত্রস্থমিবাকরোদিত্যর্থঃ । ধরা
বিশ্বস্তরায়াঞ্চ শ্রীগর্ভাশয়মেদসোরিতি মেদিনী । অধরয়দिति ধরাশব্দান্নামণ্ডিত্তাল্লঙ্ নহধরশব্দপ্রয়োগস্তত্তে
অধরয়দिति স্যাৎ অধরয়েদिति ক্চিদদৃশ্যতে তল্লিপিকরত্ৰমঃ লিঙথাপ্রীতীতেঃ । শীধু অমৃতং বচস্তরঙ্গৈ-
র্বচসঃ প্রবাহৈঃ । স গৌরাস্তবঃ মম হৃদয়ে উদয়ন্বাবিভবন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি চক্ষুযোরগোচরত্বাৎ
প্রপন্নতীতি বেতি সর্বগ্রান্বয়ঃ ॥ অত্র ব্যতিরেকালঙ্কারোব্যঙ্গ্যঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে বিরহী রঘুনাথ তাঁহার পরমাতীষ্ট শ্রীমদ্রূপা-
প্রভুর দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় বিপুল আতি ও উৎকর্ষা প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীচৈতন্যের অপার স্নেহ-করুণা-
রসাত্তিমিত্ত শ্রীপাদ রঘুনাথ । মহাপ্রভুর রূপায় বিরহী রঘুর চিতে সহস্রা প্রভুর গুণ-লীলা-মাধুরীর
অপূর্ব স্ফুরণ জাগিয়া তাঁহাকে আনন্দ-বিহ্বল করিয়া তুলিল ! এই শ্রীগৌরাস্তবকল্পতরুতে তাহাই
প্রকাশ করিতেছেন ।

শ্রীগৌরসুন্দর যেন মদমত্ত করিরাজের ন্যায় সুঠাম গতিভঙ্গীতে শ্রীপাদের চিত্তে আসিয়া সমুদিত হইলেন ! মুখচন্দ্রের অপূর্ব শোভায় হৃদয়গুহা সমালোকিত হইয়া উঠিল ! সচ্চিদানন্দ ভগবৎস্বরূপ—বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক দেহের মত নয় । প্রাকৃত রূপ দেখিতে দেখিতে বিতুষা আসে, কিন্তু এ রূপে নিত্য নবীন আকাঙ্ক্ষা জাগায় । তখন মনে হয়—“জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল ।” আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণরূপ ভুবনস্থ অখিল প্রাণীর এমনকি নিজেরও বিস্ময়োৎপাদক । সর্বসৌন্দর্যের সার, ভূষণেরও বিভূষণ । “বিস্মাপনং দ্ব্যস চ সৌভগন্ধে, পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্” (ভাগবত) সেই নিরুপম আপন ভোলানো শ্যামরূপের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে আবার মিশিয়া গিয়াছে—মহাভাবের পুত্তলিকা ভানুদুলালীর প্রতিটি অঙ্গ । “রাই কানু দুটি তনু যেন দুখে জলে মিলান্বে গেল ।” স্বর্ণপ্রতিমার উজ্জ্বল গৌরকান্ত্যে শ্যামলের সর্বঙ্গ ঢাকা । মহাভাবদ্বারা নিবিড়রূপে সমালিঙ্গিত শৃঙ্গাররসরাজ মুরতি । রাই কানু একাকৃতি ॥ শ্রীল গোবিন্দদাস গৌরাজের সুঠাম গতিভঙ্গী এবং প্রেমময় বদনশোভার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

“লাখ বাণ কনক, কঞ্চিল কলেবর,
 মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠান ।
 গদ গদ নীর, থির নাহি পাওই,
 ভুবন-মোহন কিয়ে নয়ন-সন্ধান ॥
 দেখ রে মাই সুন্দর শচীনন্দনা ।
 আজানুলম্বিত ভুজ বাহ সুবলনা ॥ ধ্রু ॥
 ময়মত্ত হাতী ভাতি গতি চলনা ।
 কিয়ে রে মালতীর মালা গোরা-অঙ্গে দোলনা ॥
 শরদ-ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না ।
 প্রেম আনন্দে পরিপূরিত নয়না ॥
 পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া ।
 থির নাহি বাক্সে পড়ত পহঁ চলিয়া ॥”

মহাজনের এই সব পদের কোন ব্যাখ্যা হয় না । প্রাণ থাকিলে কিছু অনুভব হয় । কিরূপ ভাব ও ভাষার তুলিকা দিয়া সেই প্রেমানন্দরসঘন মুরতির ছবি আঁকিতে হয়, তাহা তাঁহারাই ভালো জানেন । সাক্ষাৎ সেই গৌরঙ্গরূপ দেখা দূরে থাক, এই সব বর্ণনা পড়িলে ও শুনিলেও যে সেই রূপের নিকট প্রাকৃত জগতের রূপে সকলেরই থুৎকার জাগিবে—ইহা বলাই বাহুল্য ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার চিত্তে স্ফুরিত শ্রীগৌরসুন্দরের অঙ্গকান্তি ও বচনমাধুর্যে বিমোহিত হইয়া বলিলেন—“যিনি স্বীয় নিরুপম অঙ্গকান্তি ও বচনামৃত-মাধুরীতে যথাক্রমে স্বর্ণাচলের শোভা ও

অমৃতের মাধুর্যকে পরাভূত করিতেছেন। প্রাপঞ্চিক রূপের সঙ্গে সেই অপ্রপঞ্চরসমাধুরীর কোন তুলনাই হয় না। প্রাকৃত তেজস্তন্মাত্রের বিকার আলোক-কিরণে চক্ষু বলসায়, আর সে রূপে চক্ষু জুড়ায়। কিন্তু প্রাকৃত বিশ্বের কোন অবলম্বন ব্যতীত সেই অপ্রাকৃত রূপের ধারণাই বা কিরূপে সম্ভব? যদি প্রাকৃত বিশ্বের অমৃতাদি কোন বস্তুর অবলম্বনে গৌরের অপ্রাপঞ্চিক প্রেমস্বরূপের কিছু আভাস পাইতে হয়, তবে শ্রীলোচন-দাস যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই অনুসরণীয়।

“অমিয়া মাথিয়া কেবা, লবনি তুলিল গো,

তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।

জগত ছানিয়া কেবা, রস নিগাড়িল গো,

এক কৈল সুখই সুলেহ ॥

অখণ্ড পিষুশ-ধারা, কেবা আউটিল গো,

সোনার বরণে হৈল চিনি।

সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো,

হেন বাসি গোরা-অগখানি ॥

অনুরাগের দধি, প্রেমার সাচনা দিয়া,

কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটি।

তাহাতে অধিক মহ, লহ লহ কথাখানি,

হাসিয়া कहয়ে গুটি গুটি ॥

বিজুরী-বাটিয়া কেবা, গা'খানি মাজিল গো,

চাঁদে মাজিল মুখখানি।

লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত্র নিরমাণ কৈল,

অপরূপ রূপের বলনি ॥”

মহাজনের এইসব বর্ণনা পড়িলে বা শুনিলে কাহারো গৌরের অঙ্গকাণ্ডি, বচনমাধুরী ইত্যাদিকে নিজের লেখনি দিয়া বর্ণনার সাহস জাগিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই রূপের সাক্ষাৎ অনুভব প্রাপ্ত হইতেছেন। অপূর্ব-অনন্দরসে চিত্ত তাঁহার উন্মাদিত! এইরূপেই এই স্বর্বে আত্মাদনের পরম্পরা চলিয়াছে!

“সকল জনের মন, করিবারে আকর্ষণ,

বিধাতা কি পাতিয়াছে ফাঁদ।

একবার যেই হেরে, সে আঁখি ফিরাতে নারে,

মন-উন্মাদন গোরাচাঁদ ॥

অলঙ্কৃত্যাত্মনং নব-বিবিধ-রৌত্মরিব বল-
 দ্বিবর্ণত-স্তম্ভাস্ফুট-বচন-কম্পাশ্রু পুলাকঃ ।
 হসন্ স্থিগ্ধনৃত্যন্ শিতিগিরি-পতেনির্ভরমুদে
 পুরঃ শ্রীগৌরাজো হৃদয় উদয়ন্বাং মদয়তি ॥ ২ ॥
 রাসোল্লাসস্তিষ্ঠাণ্ গতিভিরভিতো বারিভিরলং
 দৃশাঃ সিক্কাংলোকানরুণ-জলযন্ত্রত্মিতায়াঃ ।
 মূঢ়া দৌস্তদষ্ট্ৰবা মধুরমধরং কম্প-চলিত-
 নটন শ্রীগৌরাজো হৃদয় উদয়ন্বাং মদয়তি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । যেন কোন নটরাজ নৃত্যকালে নব নব বিবিধ রত্নদ্বারা নিজেকে ভূষিত করিয়া
 দ্রুত করিয়া থাকে, তদ্রূপ যিনি বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ, স্নেদ, স্বরভঙ্গ, কম্প, অশ্রু, পুঙ্গকাদি সাত্ত্বিকালঙ্কারে ভূষিত
 হইয়া পরমানন্দভরে হাস্য করিতে করিতে শ্রীজগন্নাথদেবের অগ্রে মনোহর নৃত্য করিয়াছিলেন—সেই
 শ্রীগৌরঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমার আনন্দে উন্মত্ত করিতেছেন ।

যিনি রাসোল্লাসবশতঃ অরুণবর্ণ-নয়নযুগল হইতে নিঃসৃত জলযন্ত্র-ধারার ন্যায় অশ্রুজলে
 সকলকে সিক্কন করত পরমানন্দে কম্পিত দন্তপংক্তিদ্বারা মধুর অধর দংশন করিয়া শ্রীচরণযুগল তীর্থক
 গতিতে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে মধুর নৃত্য করিয়াছিলেন—সেই শ্রীগৌরঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত
 হইয়া আমার উন্মত্ত করিতেছেন ॥ ২-৩ ॥

টীকা । মাথুরবিরহিণ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবাপ্ত শাতায়া ভাবেন ভাবিতাত্তঃকরণ
 শ্রীগৌরঙ্গাবির্ভাবানন্দং স্লাময়তি অলঙ্কৃত্যাত্মাদি ॥

হেরিয়ে গৌরঙ্গ-গতি, খুৎকৃত গজেন্দ্র-গতি,
 গজ সে সামান্য মদে মাতী ।
 গৌরঙ্গ-বদন হেরে, সকলক-চন্দ্রোপরে,
 ঘূর্ণা করে সকল জনতা ॥
 গৌর-কান্তি ঝলমল, তার আগে স্বর্ণাচল,
 অচল সে তারে কি গণিব ।
 গৌরঙ্গ-মধুরবাণী, অমৃত-তরঙ্গ জিনি,
 পিলে মন করে 'পিব পিব' ।
 আরে মোর সোনার গৌরঙ্গ প্রভু ।
 হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতার আমার হিয়া,
 ভুলিতে নারিব আর কভু ॥" ১ ॥

যথা কোহপি নুতনবিবিধ-রত্নৈরাঙ্গানমলংকৃত্য নৃত্যতি তথা যোবলদতিশয় বিবর্ণত্ব শুভাস্ফুট-
বচন কম্পাশ্রুত-পুলকৈঃ পরস্পরিত রূপকেশালঙ্কাররূপৈরাঙ্গানমলংকৃত্য ভূষয়িত্বা শিতিগিরিপতেঃ নীলাচল-
পতেঃ শ্রীজগন্নাথস্য পুরোহথ্রে নির্ভর মুদেহতিশয়হর্ষায় হসন্ সন্স্বিদ্য়ান্ ঘর্ম্মলিপ্তঃ সন্ নৃত্যান্ বভূব স ইতি ।
অস্ফুটবচনেত্যনেন স্বরভঙ্গঃ স্বিদ্য়াদিত্যনেন শ্বেদঃ অন্যে স্পষ্টাঃ । শিতিভূর্জেন শিতাশিতয়োজ্জিবিতি
মেদিনী ।

সমুৎপত্তিঃ সত্যভাবতীতি সত্যভাবতীতি

যো রসোল্লাসৈঃ সমৃদ্ধিমদাখ্য সন্তোগরসানুভবানন্দৈস্তিষ্ঠাণ্-গতিভিরিতি শুভচরণসংস্কারৈশ্চ
মথুরায়া আগত্যানুগতং শ্রীকৃষ্ণং মত্বা হে রসিক শিরোমণে মৎপ্রাণনাথ মামনাথামিব কৃত্বা কুতো গত
আসীরীদৃঙ্ নিষ্ঠুরস্বত্বং দীনাং মাং স্বপ্নেহপি নাস্মর ইতি কৃত্বা রত্নদাতা রাধায়া ভাবাপন্নঃ সন্ দৃশো-
বীরিতি-জলৈ-লোকান্ ভুবনানি স্থিঞ্চন্ নয়নয়োঃ কিন্তুতয়োঃ অরণ-জলযন্ত্রদ্বিমিতয়োঃ অরণঞ্চ তৎ জল-
যন্ত্রক্ষেতি তদ্রত্নবর্ণ-জলযন্ত্রং দৃতিত্ব তদ্বমাণয়োঃ মৎপ্রাণপ্রেমসীং ত্বাং হিহ্নান্যত্র কুত্রাপি পুনর্ন যাস্যামীতি
বদন্তং শ্রীকৃষ্ণং মত্বা মুদা হর্ষেণ কম্পচলিতৈর্দ্রবৈর্মধুরমধরং দণ্ট্বা নটন্ নৃত্যান্ বভূব স ইত্যন্বয়ঃ ॥২-৩৥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ দুইটি শ্লোকে অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকারাক্রান্ত
শ্রীগৌরহরির শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে নর্তন-লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । কোন শ্রেষ্ঠ নর্তক যেন বিবিধ
বেশ-ভূষণ ও মণিরত্নাদির অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মোহন-নৃত্যে দর্শকের চিত্তমনকে বিমুগ্ধ করে, তদ্রূপ
রথাগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভু অষ্টসাত্ত্বিক ভাবভূষণে বিভূষিত হইয়া প্রেমোল্লাদনাময় অদ্ভুত নৃত্যে লক্ষ লক্ষ দর্শক
সহ শ্রীজগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার নয়ন মন বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন । সাত্ত্বিক ভাবই প্রেমিকের যথার্থ
ভূষণ, আত্মার শোভা বর্ধন করিয়া থাকে ।

“কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ ।

ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্নো য়ে য়ে ভাবান্তে তু সাত্ত্বিকাঃ ।” (ভঃ রঃ রিঃ ২।৩।১-১)

“শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি দাস্যাদি মুখ্যরতিদ্বারা সাক্ষাৎভাবে অথবা হাস্যাদি গৌণরতিদ্বারা কিঞ্চিদ্ব্যব-
ধ্যানে আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতগণ ‘সত্ত্ব’ বলিয়া থাকেন । এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন ভাবসমূহকে সাত্ত্বিক-
ভাব বলা হয় ।” ইহারা অষ্টবিধ—

“তে শুভ-শ্বেদ-রোমাঞ্চঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ ।

বৈবর্ণ্যমশ্রুত প্রলয় ইত্যণ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ ॥” (ঐ-২।৩।১৬)

শুভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রুত ও প্রলয় এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব । একই
সময়ে পাঁচ, ছয়টি বা সকল সাত্ত্বিকভাবগুলি উদ্ভূত হইয়া যদি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্তি করে, তখন তাহা
উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক আখ্যা প্রাপ্ত হয় । উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবগুলিই মহাভাবে সুদীপ্ত হয়, ইহাতে যাবতীয়
সাত্ত্বিক ভাবই চরমকোটির প্রকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যথা—

“একদা ব্যক্তিমাগ্নাঃ পঞ্চাশাঃ সৰ্বা এব বা ।

আরাঢ়া পরমোৎকর্ষমুদ্দীপ্তা ইতি কীর্তিতাঃ ॥

উদ্দীপ্তা এব সুদ্দীপ্তা মহাভাবে ভবন্ত্যমী ।

সৰ্বা এব পরাং কোটিং সাত্ত্বিকা যত্র বিব্রতি ॥” (ঐ-২।৩।৭৯ ও ৮১)

প্রথমতঃ প্রভু রথাগ্রে নর্তনজন্য গৌড়ীয়গণের সাতটি কীর্তন-সম্প্রদায় বিভাগ করিয়া স্বহস্তে সকলকে মাল্য চন্দন পরাইয়া কীর্তন আরম্ভ করেন ।

“জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায় ।

দুই পাশে দুই—পাছে এক সম্প্রদায় ॥

সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দমাদল ।

যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ॥

শ্রীবৈষ্ণব-ঘটা মেঘে হইল বাদল ।

সঙ্কীর্ণনামৃতসহ বর্ষে নেত্রজল ॥

ত্রিভুবন ভরি উঠে সঙ্কীর্ণনধ্বনি ।

অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥

সাত ঠাঞ্জি বুলে প্রভু ‘হরি হরি’ বলি ।

‘জয় জয় জগন্নাথ’ কহে হস্ত তুলি ॥

.....

কীর্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত ।

কীর্তন দেখেন রথ করিয়া স্থগিত ॥” (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৩শ)

উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভুর ইচ্ছা হইলে প্রভু সাত সম্প্রদায়কে একত্রিত করিয়া অতি অদ্ভুত আবেশে নৃত্য করেন । কখনো আলাত-চক্রের ন্যায় অতি বেগে পরিভ্রমণ করেন । প্রভুর নৃত্যাবেশময় পদতালে ধরিত্রী টলমল করে । প্রভুর শ্রীঅঙ্গে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাব-কুসুমের বিকাশ হয় । নৃত্য, বিলুঠন, হাস্যাদি নানাবিধ অনুভাবের প্রকাশ হয় ।

“উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভু করিয়া হঙ্কার ।

চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল ।

সসাগর শৈল মহী করে টলমল ॥

স্তম্ভ শ্বেদ পুলকাস্ত কম্প বৈবর্ণ্য ।

নানাভাবে বিবশতা গৰ্ব হর্ষ দৈন্য ॥

আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমি গড়ি যায় ।

সুবর্ণপৰ্বত যেন ভূমিতে লোটায়ে ॥” (ঐ)

প্রভুর নানা ভাব-বিভূষণে ভূষিত অশ্রুত নৃত্য দর্শনে লক্ষ লক্ষ দর্শকের নয়ন-মন চমৎকৃত হয় । অন্যের কথা কি শ্রীজগন্নাথ স্বয়ং অপূর্ব আনন্দে রথ স্থির করিয়া অনিমিষ-নয়নে প্রভুর মোহননৃত্য দর্শন করেন । বলদেব সুভদ্রা প্রভুর নৃত্য দর্শনে হাসিতে থাকেন । কিভাবে রথারূঢ় জগন্নাথরূপে মুগ্ধ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া নিজেরই অপর স্বরূপের নৃত্যমাধুরী আশ্বাদন করিতেছেন—এই কৌতুক দর্শনেই বলভদ্র সুভদ্রার হাস্য । প্রভুর শ্রীবিগ্রহে যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের পরম প্রকর্ষের উদয় হয় ।

“উদ্দগুনৃত্যে প্রভুর অশ্রুত বিকার ।

অষ্ট-সাত্ত্বিক-ভাবোদয় হয় সমকাল ॥

মাংসব্রণ-সহ রোমরুদ্র পুলকিত ।

শিমুলীর রুম্ব যেন কণ্টকে বেণ্ডিত ॥

একেক-দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয় ।

লোকে জানে—দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥

সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম ।

‘জজ গগ জজ গগ’—গদগদ-বচন ॥

জলযন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল ।

আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল ॥

দেহকান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরণ ।

কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম ॥

কভু স্তব্ধ কভু প্রভু ভূমিতে পড়য় ।

শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্তপদ না চলয় ॥

কভু ভূমি পড়ে, কভু হয় স্বাসহীন ।

যাহা দেখি ভক্তগণের হয় প্রাণ ক্ষীণ ॥” (ঐ)

প্রভু যখন মন্দিরে বলদেব সুভদ্রার সঙ্গে শ্রীজগন্নাথের দর্শন করেন, তখন মাথুর বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে মনে হয়,—কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছেন । এত আনন্দের দিনেও দুঃখের সিঁধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে । দীর্ঘ বিরহের অবসানে প্রাণনাথকে পাইয়াও আশ্বাদন করিতে পারেন না, কারণ নির্জন বৃন্দাবনই যে তাঁহার সঙ্গে বিহারের একমাত্র ক্ষেত্র ! আজ রথারূঢ় জগন্নাথ নীলাচল হইতে সুন্দরাচলের পথে । রাধাভাবে প্রভুর মনে হয়—আজ তিনি প্রাণনাথকে বৃন্দাবনে লইয়া চলিয়াছেন । প্রভুর চিন্তে রসোল্লাস বা সমৃদ্ধিমান্ সন্তোগের উদয় হয় । আপন মনে তাঁহার সঙ্গে কত কথা বলেন—

“বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে ।
 দেখা না হইত পরাগ গেলে ॥
 এতেক সহিল অবলা ব’লে ।
 ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ’লে ॥
 দুখিনীর দিন দুখেতে গেল ।
 মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥
 এ-সব দুখ কিছু না গগি ।
 তোমার কুশলে কুশল মানি ॥
 সব দুখ আজি গেল হে দূরে ।
 হারাণ-রতন পাইলাম কোরে ॥” (পদকল্পতরু)

আনন্দের আতিশয্যে অরুণবর্ণ নয়নযুগল হইতে পিচকারীর ধারার ন্যায় আনন্দাশ্রুধারা ছুটিতে থাকে । তীর্থযাত্রী সব প্রভুর প্রেমনীরে স্নাত হন । অদ্ভুত ভাববিকারে দন্তপংক্তি কম্পিত হয়, সেই কম্পিত দন্তপংক্তিদ্বারা অরুণাধর দংশন করিয়া মধুর নৃত্য করেন । অধর দংশনের হেতু এই যে— ‘আড়ালে থাকিয়া বিরহ-বেদনা ভোগ করাইতে তুমি বড়ই সুদক্ষ । আজ পাইয়াছি আর তো ছাড়িয়া দিব না ।’ জগন্নাথের প্রতি এই অনুযোগেই প্রভুর অধরপুট দংশন ! এই ভাবে আনন্দালস শ্রীচরণযুগল তীর্থক্গতিতে ইতস্ততঃ চালনা করিতে করিতে মধুর নৃত্য করিয়া থাকেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণে তাঁহার পরমাভীষ্ট গৌরের সেই নাটুয়া মুরতি দর্শনে আনন্দে আত্মহারা !

“আরে মোর গৌর-নটরাজ ।

শ্রীল জগন্নাথ আগে, বাড়াইয়া অনুরাগে,
 নাচে পরি’ ভাবরত্ন-সাজ ॥
 বৈবর্ণ, স্তব্ধতা আর, গদগদ বাক্যোচ্চার,
 কম্প, অশ্রু, পুলক, সম্বর্ষ ।
 এই সব সাত্ত্বিকভাব, আর দুই অনুভাব,
 হাস্য, নৃত্য, সব প্রেমধর্ম ॥
 নবরত্ন অলঙ্কার, অঙ্গে শোভে চমৎকার,
 হেরি জগন্নাথ প্রমোদিত ।
 সে কৌতুক যে দেখিল, সেই সে রসে মাতিল,
 মোর মন করে উন্মাদিত ॥

কচিল্লিশ্রাবাসে ব্রজপতি-সুতাস্কার-বিরহাৎ
 শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিতাদ্ধদধিক-দৈর্ঘ্যং ভূজপদাঃ ।
 লুঠন্ ভূমৌ কাক্কা বিকল-বিকলং গদগদ-বচা
 রুদন্ শ্রীগৌরাজ্ঞা হৃদয় উদয়ন্তাং মদয়তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । কোনও একদিন কাশীমিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধি সকল শ্লথ বা শিথিল হওয়ায় যাঁহার হস্ত ও পদ (স্বাভাবিক অবস্থা হইতে) অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ভুলুণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদগদ কাকুবাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাজ্ঞ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিতেছেন ।

টীকা । আবির্ভবন্তঃ শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা পুনঃ পরমোৎকর্ষাবত্যাঃ শ্রীরাধিকায়ান্তাদৃগ্ ভাব-
 কলুষিতান্তঃকরণ-স্তাদৃগবস্থং হৃদি অনুভবন্ স্তোতি কচিদিত্যাদি ষষ্ঠশ্লোকেন । কচিৎ কুত্রচিৎ শ্রীমিশ্রা-
 বাসে কাশীমিশ্রগৃহে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য অত্যন্ত বিরহাৎ বিকলাদপি বিকলং যথাস্যাত্তথা কাক্কা
 অতি কাতর্যেণ হা হরে প্রাণনাথ হৃদ্বিচ্ছেদ গতপ্রায় প্রাণাং মাং জীবয়িত্বা পুনবিরহাৰ্ণবে ক্ষিপসি কীদৃক্

আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভু ।

হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,

ভুলিতে নারিব আর কভু ॥” ২ ॥

“রসের অবধি মোর গোরা ।

রসের উল্লাসভরে, অপরূপ নৃত্য করে,

দু’নয়নে বহে প্রেমধারা ॥

অপরূপ সে মাধুরী, স্মরণ করিয়া হরি,

বারি বহে রাজা দুই নেত্রে ।

বসন্ত-উৎসব-কালে, সেচন করয়ে জলে,

যেন পিচকারী জলযন্ত্রে ॥

সকল আনন্দাবেশে, দশনে অধর দংশে,

হেন প্রেম আছিল কোথায় ।

একবার যারে হেরে, তার আঁখি মন হেরে,

মোর মন সতত মাতায় ॥

আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভু ।

হৃদয়ে উদিত হৈয়া, মাতায় আমার হিয়া,

ভুলিতে নারিব আর কভু ॥” ৩ ॥

প্রাণস্তুবেতি স্বকায় বাচা রুদন্ । স্নাত্বা সন্ধিহৃদভূজ পদোবাঁচচরণয়োরতিদৈর্ঘ্যং দধৎ ধারয়ন্ স্নত্বং
স্বাপ্রায়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ যযৌস্তত্বাদিতি প্রলয়রূপ সাত্ত্বিকতাবঃ । ভুমৌ লুণ্ঠন্ বভূব স
ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূত শ্রীগৌরঙ্গের অপর একটি
অত্যাশ্চর্য গম্ভীরালীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইলেন । যে রাগে-রাসের স্বপ্ন দেখিয়া প্রভু সেই আবেশে প্রতে
জগন্নাথ দর্শনে গিয়া স্বপ্নাবেশে জগন্নাথকে মুরলীবদনরূপে দেখিলেন, গরুড়স্তম্ভের নিকট এক উড়িয়া স্ত্রী
প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া জগন্নাথ দেখিতেছিলেন ; সেই প্রসঙ্গে প্রভু সহসা বাহ্যদশা প্রাপ্ত হওয়ায় জগন্নাথের
স্বরূপ দেখিলেন এবং কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ-দর্শনের ভাবে প্রাপ্তরত্ন হারানোর ন্যায় সাতিশয় অধীর হইয়া
পড়িলেন ।

“প্রাপ্তরত্ন হারাইল—এছে ব্যগ্র হৈলা ।

বিষগ্ন হইয়া প্রভু নিজবাসা আইলা ॥

ভূমির উপর বসি নিজনখে ভূমি লেখে ।

অশ্রুগঙ্গা নৈলে বহে, কিছু নাহি দেখে ॥

পাইলুঁ বৃন্দাবন-নাথ, পুন হারাইলুঁ ।

কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ ॥”

রাগি হৈলে স্বরূপ-রামানন্দ লইয়া ।

আপন মনের বাতী কহে উঘাড়িয়া ॥”

“প্রাপ্তপ্রণটাচ্যুতবিত আত্মা

যযৌ বিষাদোজ্জ্বলতদেহগেহঃ ।

গৃহীতকাপালিকধর্মকো মে

বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪ শ পরিঃ)

অর্থাৎ “আমার মন শ্রীকৃষ্ণরূপ-ধনকে প্রথমে প্রাপ্ত হইয়া পরে হারাইয়াছে, তাই বিষাদে
দেহরূপ গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া কাপালিক-ধর্ম গ্রহণপূর্বক ইন্দ্রিয়রূপ শিষ্যবৃন্দের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে গমন
করিয়াছে ।” শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় সুগম্ভীর কৃষ্ণ-প্রেম-ব্যাकुलতার সুদূর
প্রসারীভাব পরিচ্ছূট করিয়াছেন—

“প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া,

তার গুণ স্মরিয়া,

মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল ।

রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি,

ধৈর্য্য গেল হইল চপল ॥

শুন বাক্যব ! কৃষ্ণের মাধুরী ।

যার লোভে মোর মন, ছাড়ি লোক-বেদধর্ম,

যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥

কৃষ্ণলীলামণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খ-কুণ্ডল,

গড়িয়াছে শুক-কারিকর ।

সেই কুণ্ডল কানে পরি, তৃষ্ণালাউথালী ধরি,

আশাবুলি কাকের উপর ॥

চিত্তা-কাহ্না উড়ি গায়, ধূলি-বিভূতি মলিনকায়,

‘হা হা কৃষ্ণ’ প্রলাপ-উত্তর ।

উদ্বেগ-দ্বাদশ হাথে, লোভের ঝুলনি মাথে,

ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর ॥

ব্যাস-শুকাদি যোগিজন, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,

ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ।

ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছে বর্ণনে,

সেই তর্জ্জী পড়ে অনুক্ষণ ॥

দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, ‘মহাবাউল’ নাম ধরি,

শিষ্য লঞা করিল গমন ।

মোর দেহ স্বসদন, বিষয়ভোগ মহাধন,

সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন ॥

বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবরজঙ্গম,

রক্ষলতা-গৃহস্থ-আশ্রমে ।

তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল-মূল-পত্রাশন,

এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে ॥

কৃষ্ণ-গুণ-রাগ-রস, গদ্য-শব্দ-পরশ,

সে সুখা আশ্বাদে গোপীগণ ।

তা সত্তার প্রাসশেষে, আনে পঞ্চেন্দ্রিয়-শিষ্যে,

সে ভিক্ষায় রাখেন জীবন ॥

শূন্য-কুঞ্জমণ্ডপ-কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে,
তাহা রহে লঞা শিষ্যগণ ।
কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ ॥
মন কৃষ্ণ-বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশদশা হয় ।
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেলা পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর অলিয় ॥”

এই পদের অন্তর্নিহিত রহস্য অতিশয় গূঢ় গম্ভীর তাৎপর্যপূর্ণ । প্রেমভক্তিরাজ্যের এই আধ্যাত্মিক মহাবাউল প্রভুর মন কৃষ্ণলীলারূপ শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল কর্ণে গ্রহণ করেন, কৃষ্ণলাভ তৃষ্ণাই তাহার অলাবু-করঙ্গ, চিন্তাই তাহার কান্ধা ; উদ্বেগই অণিবন্ধন বাঁধিবার দ্বাদশগুণ সূত্র, কৃষ্ণলাভ-লোভই মাথার ঝুলনী, ভাগবতাদি শাস্ত্রই তর্জা, দশেন্দ্রিয় শিষ্য, বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম বৃক্ষলতাদি কৃষ্ণ-প্রেমভিক্ষার গৃহাশ্রম, গোপীগণের তুস্তাবশেষ শ্রীকৃষ্ণের শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ এই আধ্যাত্মিক মহাবাউলের ভিক্ষার দ্রব্য । শ্রীকৃষ্ণই নিরঞ্জন ও আত্মা । তাহার ধ্যানে দিবানিশি জাগরণই এই মহাবাউলের কার্য !

মহাপ্রভু কঁাদিতে কঁাদিতে স্বরূপ-রামানন্দের হাত ধরিয়া বলিলেন—“হা স্বরূপ রামরায় ! আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াও তাহাকে হারাইলাম । মন আমার কৃষ্ণবিরহ-ব্যাকুলতায় যোগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণ সঙ্গে দেহ ছাড়িয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেল ! দেহ শূন্য, মন নাই—ইন্দ্রিয় নাই, ওঃ ! কি যাতনা !! এই বলিয়া মহাপ্রভু ধ্যানস্তিমিত যোগীর ন্যায় নিরব ও সংজাহীন হইয়া পড়িলেন ।

প্রভুর দশা দর্শনে রামানন্দরায় প্রভুর ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠ করিলেন । স্বরূপ মধুকর্ণে কৃষ্ণলীলা গান করিলেন । উভয়ে মিলিয়া বহুযত্নে প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান আনয়ন করিলেন । এইরূপে অর্ধরাত্রি কাটিয়া গেল । প্রভু কিঞ্চিৎ চেতনা লাভ করিলে স্বরূপ ও রামরায় তাহাকে গম্ভীরামধ্যে শয়ন করাইলেন । রামরায় আপন ভবনে চলিয়া গেলেন । মহাপ্রভুর ভাবগতি দেখিয়া শ্রীস্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারের নিকট শয়ন করিলেন । সারা বিশ্ব নীরব,—সুপ্তির ক্রোড়ে । একা বিরহী প্রভুর নয়নে নিদ্রা নাই । ‘হা কৃষ্ণ, হা হা কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় !’ বলিয়া তিনি রোদন করিতেছেন ! দীপশিখা মিটি মিটি জ্বলিতেছে ! স্বরূপেরও নিদ্রা হইল না, তিনি প্রভুর মুখে কৃষ্ণনাম গুনিতেছিলেন । এইভাবে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল । সহসা গম্ভীরা নীরব হইল । প্রভুর মুখে কৃষ্ণনামের অমৃত প্রবাহ থামিয়া গেল ! স্বরূপ প্রভুর নিমিত্ত সর্বদাই উদ্বিগ্ন । তাই—

“প্রভুর শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে ।

তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাহি ধরে ॥

চিন্তিত হইল সতে প্রভু না দেখিয়া ।

প্রভু চাহি বুলে সতে দীয়াটি ছালিয়া ॥

সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঞি ।

তার মধ্যে পড়ি আছেন চৈতন্যগোসাঞি ॥

দেখি স্বরূপগোসাঞি আদি আনন্দিত হৈলা ।

প্রভুর দশা দেখি পুন চিন্তিত হইলা ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ শ পরিঃ)

ভক্তগণ দেখিলেন—সোনার শ্রীগৌরাজ ধূলায় ধূসরিত হইয়া অচেতন অবস্থায় উত্তানভাবে ভূমিতে পড়িয়া আছেন । তাঁহার দেহসন্ধি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে । স্বভাবতই দীর্ঘ হস্ত-পদাদি দীর্ঘতর হইয়াছে । সন্ধিস্থল হইতে অস্থিগুলি দূরে সরিয়া গিয়াছে । সন্ধির উপরে কেবল চর্মমাত্র রহিয়াছে । দেহে স্পন্দন নাই, নাসায় শ্বাস নাই, মুখ দিয়া লাল বহিয়া পড়িতেছে । উত্তান নয়নের তারা স্থির হইয়া আছে ! প্রভুর দশা দর্শনে ভক্তগণ ‘হায় হায়’ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ।

“প্রভু পড়ি আছে দীর্ঘ—হাত পাঁচ ছয় ।

অচেতন দেহ, নাসায় শ্বাস নাহি বয় ॥

একেক হস্ত-পদ—দীর্ঘ তিন তিন হাত ।

অস্থিগ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম আছে মাত্র তা’ত ॥

হস্ত পদ প্রীবা কটি অস্থিসন্ধি যত ।

একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত ॥

চর্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা ।

দুঃখিত হইলা সতে প্রভুকে দেখিয়া ॥

মুখে লাল-ফেন প্রভুর উত্তান নয়ান ।

দেখিতেই সব ভক্তের দেহে ছাড়ে প্রাণ ॥”

প্রভুর এইরূপ দশায় একমাত্র উপায় তাঁহার কর্ণে কৃষ্ণনাম কীর্তন করা । স্বরূপ ভক্তগণসঙ্গে প্রভুর কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করিতে লাগিলেন, বহুক্ষণ পরে প্রভুর দেহে স্পন্দনচিহ্ন দেখা গেল । সহসা তিনি ‘হরি হরি’ বলিয়া উঠিয়া বসিলেন । অস্থিসন্ধি পূর্ববৎ সংলগ্ন হইল । প্রভু চারিদিকে চাহিয়া স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন—‘স্বরূপ, তোমরা এ কি করিতেছ, এ যে সিংহদ্বার দেখিতে পাইতেছি এখানে আমি কেন ?’ স্বরূপ বলিলেন—‘প্রভু বাসায় চল, সেখানে সবই বলিব ।’ ভক্তবৃন্দ সহ প্রভু গম্ভীরায় আসিলেন । স্বরূপ সব ঘটনা প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন—‘আমি ইহার কিছুই জানি না । কেবল জানি শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে স্ফুটি পাইতেছেন ও বিদ্যুতের মত ক্লবিক দেখা দিয়া তখনি আড়াল হইতেছেন ।

“স্বরূপ-গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া ।

প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্তগণ লঞা ॥

বহুক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিলা ।

‘হরিবোল’ বলি প্রভু গজ্জিয়া উঠিলা ॥

চেতন হইতে অস্থিসন্ধি লাগিল ।

পূৰ্বপ্রায় যথাযোগ্য শরীর হইল ॥

.....

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল ।

‘কাহাঁ কর কি’ এই স্বরূপে পুছিল ॥

স্বরূপ কহে—উঠ প্রভু চল নিজ ঘর ।

তথাই তোমারে সব করিব গোচর ॥

এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেলা ।

তাঁহার অবস্থা সব তাঁহারে কহিলা ॥

শুনি মহাপ্রভুর বড় হৈল চমৎকার ।

প্রভু কহে—কিছু স্মৃতি নাহিক আমার ॥

সবে দেখি—হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান ।

বিদ্যাপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্জ্ঞান ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪ শ পরিঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে সেই অদ্ভুত লীলাময় প্রভু স্ফুরিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দোন্মাদিত করিয়া তুলিতেছেন ।

“হরি হরি ! একদিন কাশীমিশ্রালয়ে ।

বসিয়াছেন মহাপ্রভু, না দেখি না শুনি কভু;

হেন ভাব উদিল হৃদয়ে ॥

শ্রীনন্দনন্দন হরি,

বিরহ-আবেশ ভরি,

অঙ্গসন্ধি সব শ্লথ হৈল ।

ভুজ পদ দীর্ঘাকার,

গঙ্গদ বচনোচ্চার,

ভ্রূমে পড়ি কান্দে সবৈকল্য ॥

আরে মোর সোনার গৌরাঙ্গ প্রভু ।

হৃদয়ে উদিত হৈয়া,

মাতায় আমার হিয়া,

তুলিতে নাগিব আর কভু ॥” ৪ ॥

অনুদ্বাট্য দ্বারত্রয়মুরু চ ভিত্তিত্রয়মাহো
বিলঙ্ঘ্যৈচ্চঃ কালিজিকস্বরভিমধ্যে নিপতিতঃ ।
তনুদ্যৎ-সঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণাকুর-বিরহাদ্-
বিরাজন্ গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্যঃ মদয়তি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । যিনি প্রবল শ্রীকৃষ্ণবিরহে তিন প্রকোষ্ঠের তিনটি দ্বার উদ্ঘাটন না করিয়াও তিনটি অত্যুচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া কলিঙ্গদেশীয় গাভীগণমধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন এবং বিরহ-বৈকল্যে ঘাঁহার তনু সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মের ন্যায় খর্বাকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল—সেই শ্রীগৌরাজ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৫ ॥

টীকা । সঙ্কীর্ণ নানন্তরং শ্রমাপনোদনায় গৃহান্তঃ শায়িতমপি পরমোৎকর্ষয়া তত্র স্থাতুমশক্লুবন্তঃ নির্গমদ্বারাপ্রাপ্ত্যা উর্ধ্বদ্বারেণ গৃহোর্ধ্বদেশং গত্বা তাদৃক্ চেষ্টমানঃ শ্রীগৌরাজং স্মরন্ স্তোতি অনুদ্বাট্যৈতি । যো দ্বারত্রয়মনুদ্বাট্য অনুন্মুচ্য উরুচ উর্ব্ব ইব মহদেব নতুচ্চ নীচং ভিত্তিত্রয়মহো সহসোল্লঙ্ঘ্য কালিজিকস্বরভিমধ্যে কলিঙ্গদেশোত্তর গোমধ্যে নিপতিতঃ । অথচ কৃষ্ণস্য উরুবিরহেণ তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বতা তস্মাৎ কমঠ ইব কম্প ইব বিরাজন্ বভূব স ইতি সম্বন্ধঃ । চান্বাচয়ে সমাহারেণ্যন্যোন্যার্থে সমুচ্চয়ে । পক্ষান্তরে তথা পাদপূরণেপ্যবধারণে । অহো প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কল্য ইষ্যতে ইত্যাদি চ মেদিনী ॥৫॥

স্ববাস্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীমদ্রহাপ্রভুর দিনান্তরের একটি অত্যদ্ভুত লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শ্রীপাদ রঘুনাথ । এক দিবস সন্ধ্যার পর নির্জন গভীরায় কৃষ্ণকথা ও রসকীর্তনের তরঙ্গ বহিল । শ্রীল রামরায় প্রভুর ভাবানুরূপ শ্লোক পাঠে এবং শ্রীপাদ স্বরূপ তাঁহার মধুকণ্ঠে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস ও শ্রীগীতগোবিন্দের পদগানে বিরহী প্রভুকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ।

অর্ধরাত্রি অতীত হইল । মহাপ্রভুকে গভীরায় শয়ন করাইয়া রামরায় আপন স্থানে চলিয়া গেলেন । স্বরূপও স্বীয় শয়নকক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন । বিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে প্রভুর নয়নে নিদ্রা নাই, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন । প্রভুর উচ্চকীর্তনে গোবিন্দেরও নিদ্রা হইল না ।

শেষ রাত্রি । নীরব গভীরা । সহসা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় গোবিন্দের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল । তিনি কান পাতিয়া সন্দেহান্বিত হইয়া ভাবিলেন, গভীরার মিথি বোধ হয় গভীরায় নাই । তিনি আলো জ্বালিয়া গভীরামধ্যে গিয়া দেখিলেন সত্যই তাই । গোবিন্দের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল । তিনি ‘হা গৌরাজ হা গৌরাজ’ বলিতে বলিতে স্বরূপকে জাগাইয়া তাঁহাকে এই গুরুতর সংবাদ জানাইলেন । স্বরূপের মস্তক ঘুণিত হইল । তিনি আলো জ্বালিয়া ভক্তগণসঙ্গে ত্রিকোণ-সমন্বিত কাশীমিশ্রালয়ের সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া প্রভুকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না । এক প্রকোষ্ঠ হইতে অপর প্রকোষ্ঠে

যাইতে গেলে দ্বার না খুলিয়া যাইবার কোন উপায় নাই। এইরূপ পর পর তিনটি দ্বার সংরুদ্ধ, অথচ প্রভু কোথাও নাই। সকলেই বিস্ময় ও বিহ্বলতায় হতবাক্ হইয়া পড়িলেন। প্রেমের গতিকে কেহ বাধা দিতে পারে না। প্রভু প্রেমের আবেগে অতি উচ্চ তিনটি প্রাচীরকে পর পর লঙ্ঘন করিয়াই বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। ভক্তগণ বাহিরে গিয়া ইতস্তত্ অন্বেষণ করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া এক অলৌকিক ও অত্যদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

“ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা।

গাবীগণমধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা ॥

পেটের ভিতর হস্ত-পদ—কূর্মের আকার।

মুখে ফেন, পুলকঙ্গ, নৈত্র জলধার ॥

অচেতন পড়ি আছে যেন কুশ্মাণ্ডফল।

বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল ॥

গাবীসব চৌদিগে শুঞ্ঝে প্রভু-অঙ্গ।

দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৭শ পরিঃ)

ভক্তগণ দূর হইতে মহাপ্রভুর মুখকান্তি দেখিয়াই বুঝিলেন—এই তাঁহাদের চিরবাঞ্ছিত হারা-নিধি—এখানে ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছেন, আর কলিঙ্গদেশীয় গাভীগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সুখাসৌরভে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু হায়! প্রভুর সেই আজানুলব্ধিত বাহুযুগল কোথায়? সেই সুদীর্ঘ শ্রীচরণযুগল কোথায়? কূর্মের ন্যায় হস্তপদ উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে! শ্রীঅঙ্গে পুলকের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখে ফেনোদগম হইতেছে আর পদ্মপলাশ-লোচনযুগল হইতে বিপুল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে! বাহিরে জড়িমা! কিন্তু মুখকান্তিতে বুঝা যাইতেছে অন্তর আনন্দরসে পূর্ণ! প্রভু অচেতন,—একটি কুশ্মাণ্ডফলের ন্যায় পড়িয়া আছেন। ভক্তগণ গাভীদের সরাইয়া প্রভুকে তুলিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। গাভীগণ প্রভুর অঙ্গ-সৌরভে এতই বিহ্বল হইয়াছে যে, কিছুতেই দূরে সরিতে চাহে না। ভক্তগণ যত্ন করিয়াও প্রভুর চৈতন্যসম্পাদন করিতে না পারিয়া প্রভুকে গভীরায় আনিলেন। তাঁহার কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন। প্রভুর চেতনা আসিলে হস্ত-পদাদি পূর্ববৎ সুপ্রকট হইল।

প্রভু উঠিয়া বসিয়া এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিলেন। সম্মুখে স্বরূপকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—‘তুমি আমার কোথায় আনিলে? শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া আমি শ্রীরূপাবনে গেলাম। দেখি গোষ্ঠে ব্রজেন্দ্রনন্দন বেণু বাজাইতেছেন। বেণুসঙ্ঘেতে শ্রীরাধারানীকে আনিয়া কৃষ্ণ তাঁহার সহিত বিহার করিতে কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে আমিও যাইতেছিলাম। গোপীগণ সঙ্গে শ্রীরাধামাধবের কি মধুর হাস্য-পরিহাসরস। শ্রবণে আমার কর্ণ উল্লসিত হইল। ইত্যবসরে তোমরা

কোলাহল করিয়া বলপূর্বক এখানে আমায় ধরিয়া আনিলে ! হায় ! সেই বেণুধ্বনি, সেই অমৃতবাণী আর শুনিতে পাইলাম না !’ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

“অনেক করিল যত্ন না হয় চेतন ।
 প্রভুরে উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ ॥
 উচ্চ করি শ্রবণে করে কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তন ।
 অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চेतন ॥
 চेतন পাইলে হস্ত-পদ বাহিরাইল ।
 পূৰ্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল ॥
 উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি-উতি ।
 স্বরূপে কহে—“তুমি আমা আনিলে কতি ?
 বেণুশব্দ শুনি আমি গেলাও বৃন্দাবন ।
 দেখি—গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
 সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা আনি কুঞ্জঘরে ।
 কুঞ্জে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে ॥
 তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন ।
 তাঁর ভূষা-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ ॥
 গোপীগণ-সহ বিহার হাস-পরিহাস ।
 কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস ॥
 হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি ।
 আমা ইহা লৈয়া আইলা বলীৎকারে ধরি ॥
 শুনিতে না পাইলুঁ সেই অমৃতসম বাণী ।
 শুনিতে না পাইলুঁ ভূষণ মুরলীর ধ্বনি ॥” (ঐ)

প্রভু যখন এই সব কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডল নয়নাশ্রুতে পরিষিক্ত । কণ্ঠ গম্গাদ । গুরুতর শোকাকুলের ন্যায় তিনি বিবশ । কিছুক্ষণ পর ভাবাবেগে গম্গাদ কণ্ঠে বলিলেন—
 ‘স্বরূপ ! আমার কর্ণযুগল ভূষায় আকুল । কর্ণের রসায়ণ স্বরূপ কিছু রসামৃত শোনাও ।’ স্বরূপ প্রভুর মন জানিয়া রাসলীলায় গোপীগণের প্রার্থনাবাণীর একটি শ্লোক মধুর স্বরে পাঠ করিলেন—

“কাস্ত্যজতে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্ ।

ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং যদ্যোগদ্বিজদ্রুমমুগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥”

(ভাঃ-১০।২৯।৪০)

স্বরূপের মধুকণ্ঠে রসামৃত শ্রবণে ভাবিনিধি মহাপ্রভুর হৃদয়ে ভাবের শত শত তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল ! তিনি গোপীভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যেন সম্মুখে দেখিয়াই রোষভরে বলিতে লাগিলেন—

“নাপর ! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয় ।

এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্যা নারী,

তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয় ?

কৈল যত বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্তাদি যোগিনী,

দূতী হৈয়া মোহে নারীর মন ।

মহোৎকর্ষা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,

আনি তোমায় করে সমর্পণ ॥

ধর্ম ছাড়ায় বেণুদ্বারে, হানে কটাক্ষ কামশরে,

লজ্জা-ভয় সকল ছাড়ায় ।

এবে আমায় করি রোষ, কহি পতিত্যাগে দোষ,

ধার্মিক হঞা ধর্ম শিখায় ॥

অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,

এই সব শঠ-পরিপাটি ।

তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্বনাশ,

ছাড় এই সব কুটিনাজী ॥

বেণুনাদ অমৃতঘোলে, অমৃত-সমান মিঠাবোলে,

অমৃতসমান ভুষণ শিঞ্জিত ।

তিন অমৃতে হরে কান, হরে মন হরে প্রাণ,

কেমনে নারী ধরিলেক চিত ॥” (ঐ)

এইরূপ প্রভুর এই লীলায় আরো কত শত ভাবের প্রবাহ উৎসারিত হইল, তাহা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দ্রষ্টব্য । শ্রীপাদ বলিতেছেন, এইরূপ অত্যাশ্চর্য লীলাময় শ্রীগৌরহরি আমার চিতে উদ্ভিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন !

“শরন-মন্দিরে গোরারায় ।

কৃষ্ণের বিরহভরে, মন্দিরে রহিতে নারে,

বাহিরে যাইতে মন ধায় ॥

স্বকীয়স্য প্রাণাবুদ-সদৃশ-গোষ্ঠস্য বিরহাৎ
 প্রলাপানুত্মাদাৎ সততমতি কুর্ক্বন্ বিকলধীঃ ।
 দধন্তিভৌ শশ্বদ্বদন-বিধু-ঘর্ষণে রুধিরং
 ক্ষতোথং গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্থাং মদয়তি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । যিনি স্বকীয় প্রাণাবুদ সদৃশ গোষ্ঠের (বৃন্দাবনের) বিরহে উন্মত্ত হইয়া সর্বদা অতিশয় প্রলাপ করিতেন এবং উন্মাদ জনিত বিকল-বুদ্ধিবশতঃ ভিত্তিতে মুখ-সংঘর্ষণ-হেতু ঘাঁহীর মুখ-ক্ষত হইতে নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হইত—সেই শ্রীগৌরাজদেব আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৬ ॥

টীকা । কিন্তুতঃ সন্ স্বকীয়স্যাগ্ননঃ প্রাণাবুদসদৃশস্য ব্রজস্য বিরহাৎ যদুঃখং তস্মাৎ সততং নিরন্তরং প্রলাপনতি কুর্ক্বন্ তত্তৎপ্রতিপাদকান্ শব্দান্ দ্বিগ্নিরুচ্চারয়ন্ । পুনঃ কিন্তুতঃ সন্ বিকলধীর্ব্যাকুলবুদ্ধিঃ সন্ শশ্বদ্বিরন্তরং ভিত্তৌ বদনবিধুঘর্ষণে ক্ষতোথং রুধিরং দধৎ সর্বাজ্ঞেশু ধারয়ন্ ॥ ৬ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে ভাবোন্মাদী মহাপ্রভুর অপর একটি প্রবল উন্মাদনাময় লীলার স্ফুটি জাগিল । মাতৃভক্তশিরোমণি শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে গৌরবিচ্ছেদ-

কৃষ্ণের বিরহে রাধা, যেন উৎকণ্ঠিতা সদা,

কৃষ্ণবেণু শুনি বনে যান ।

এই মত আচক্ষিতে, বংশী পাইয়া শুনিতে,

আবেগে বাহিরে যেতে চান ॥

তিনদ্বার আছে রুদ্ধ, তিন ভিত্তি উচ্চ উর্দ্ধ,

তাহা লঙ্ঘ্য আবেশের বলে ।

তেলেঙ্গা গাইয়ের মাঝে, দেখি গৌরা রসরাজে,

পড়ি আছে শ্বাস নাহি চলে ॥

ভাব বুঝা নাহি যায়, প্রভু দেখি কুশ্ম প্রায়,

অঙ্গ সব সঙ্কুচিত অঙ্গে ।

অবেশিয়া ভক্তগণ, দীপ জ্বালি দরশন,

করে কুশ্মাকৃতি শ্রীগৌরাজে ॥

আরে মোর সোনার গৌরাজ প্রভু ।

হৃদয়ে উদিত হইয়া, মাতায় আমার হিয়া,

তুলিতে নারিব আর কভু ॥” ৫ ॥

দুঃখিতা শ্রীশচীমাতার সান্ত্বনার জন্য প্রতিবৎসর নবদ্বীপে প্রেরণ করিতেন। একবার জগদানন্দ শান্তি-পুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে আচার্য প্রহেলিকার ছলে একটি নিগূঢ় সন্দেশ জগদানন্দের দ্বারা প্রভুর নিকট প্রেরণ করেন—

“প্রভুকে কহিয় আমার কোটি নমস্কার।

এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার—॥

বাউলকে কহিয়—লোকে হইল বাউল।

বাউলকে কহিয়—হাটে না বিকায় চাউল ॥

বাউলকে কহিয়—কাজে নাহিক আউল।

বাউলকে কহিয়—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৯শ পরিঃ)

শ্রীজগদানন্দ নীলাচলে ফিরিয়া প্রভুর নিকট হাসিতে হাসিতে আচার্যের প্রহেলিকাটি অবিকল-ভাবে বলিলেন। ‘তাঁহার যে আজ্ঞা’ বলিয়া প্রভু নীরব হইলেন। শ্রীস্বরূপ তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রশ্ন করিলেন—‘প্রভু এই তরজার অর্থ তো কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।’ শ্রীপাদ স্বরূপের কথায় প্রভু এই তরজার একটু আভাস দিলেন—

“প্রভু কহে—আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।

আগম-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ॥

উপাসনা-লাগি দেবে করে আবাহন।

পূজা-লাগি কথোকাল করে নিরোধন ॥

পূজা-নিষ্পাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন।

তজ্জার না জানি অর্থ—কিবা তাঁর মন ?

মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তজ্জাতে সমর্থ।

আমিহো বুঝিতে নারি তরজার অর্থ ॥” (ঐ)

প্রভু তজ্জার অর্থের যে আভাস দিলেন, তাহাতে বুঝা যায়—আচার্য তাঁহার উপাস্য মহাপ্রভুকে প্রেমভক্তি বিস্তারের জন্য আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার সেই উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফল হওয়ার এক্ষণে উপাস্য দেবতাকে বিদায় দেওয়ার জন্যই যেন এই প্রহেলিকাময় সন্দেশ পাঠাইয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“সেই দিন হৈতে প্রভুর আর দশা হৈল।

ক্লেশের বিচ্ছেদ-দশা দ্বিগুণ বাড়িল ॥

উন্মাদ-প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।

রাধাভাবাবেশে বিরহ রাঢ়ে অনুক্ষণে ॥

আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন ।

উদ্ঘূর্ণাদশা হৈল উন্মাদ-লক্ষণ ॥

রামানন্দের গলাধরি করে প্রলপন ।

স্বরূপে পুছয়ে মানি নিজ সখীজন ॥

পুৰে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা ।

সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা ॥” (ঐ)

“ॐ नन्दकुलचन्द्रमाः ॐ शिखिचन्द्रकालङ्कृतिः

॥ मन्द्रमुरलीरवः ॥ कनु सुरेन्द्रनीलद्युतिः ।

ক্ক রাসরসতাণ্ডবী ক্ক সখি জীবরক্ষৌষধি-

নিধির্মম সুহৃদমঃ ক বত হন্ত বা ধিগ্‌বিধিম্ ॥” (ললিতমাধব—৩।২৫)

শ্রীরাধা বিশাখাকে বলিতেছেন—“সখি ! নন্দকুলচন্দ্রমা কোথায়, শিখিপুচ্ছভূষণ কোথায়, মন্দমুরলীরব যাঁহার তিনি কোথায়, ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি আমার সেই শ্যামসুন্দর কোথায়, সেই রাস-রস-তাণ্ডবী কোথায়, সখি ! আমার প্রাণরক্ষার ঔষধি কোথায়, হায় হায়, আমার সেই সুহৃৎতম কোথায় ? হাহা, এতাদৃশ প্রিয়তমের সঙ্গে যে বিধি আমার বিয়োগ ঘটাইল, সেই বিধিকে ধিক্ !” শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ মহাপ্রভুর প্রলাপে এই শ্লোকের যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার তুলনা বিশ্বে নাই ।

“ব্রজেন্দ্রকুল-দুগ্ধ-সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,

জন্মি কৈল জগৎ উজোর ।

কান্ত্যমৃত য়েবা পিয়ে, নিরন্তর পিয়া জিয়ে,

ব্রজজনের নয়ন-চকোরি ॥

সখি হে ! কোথা কৃষ্ণ করহি দর্শন ।

ক্লগেক যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,

শীঘ্র দেখাও, না' রহে জীবন ॥ ৩৮ ॥

এই ব্রজের রমণী, কামার্ক-তপ্ত-কুমুদিনী,

নিজ করামৃত দিয়া দান ।

প্রফ ল্লিত করে যেই, কাহাঁ মোর চন্দ্র সেই,

দেখাও সখি ! রাখ মোর প্রাণ ॥

কাহাঁ সে চড়ার ঠান, শিখিপিঞ্জেছর উড়ান,

নবমেঘে যেন ইন্দ্রধনু ।

পীতাম্বর তড়িদ্‌যতি, মন্ত্যমালা বকপাতি,

নবাবহুদ জিনি শ্যামতনু ॥

একবার যার নয়নে লাগে, সদা তাঁর হৃদয়ে জাগে,
 কৃষ্ণতনু যেন আশ্র-আঠা ।
 নারীর মন পৈশে হয়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
 তনু নহে,—সেয়াকুলের কাঁটা ॥
 জিনিয়া তমালদ্যুতি, ইন্দ্রনীলসম কান্তি,
 সেই কান্তি জগত মাতায় ।
 শৃঙ্গার-রস তাতে ছানি, তাতে চন্দ্রজ্যোৎস্না-সানি,
 জানি বিধি নিরমিল তায় ॥
 কাঁহা সে মুরলীধ্বনি, নবান্নগজ্জিত জিনি,
 জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার ।
 উত্তি ধায় ব্রজজন, তুষিত চাতকগণ,
 আসি পিয়ে কান্ত্যমৃতধার ॥
 মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষা-মহৌষধি,
 সখি ! মোর তেঁহো সুহৃদম ।
 দেহ জীয়ে-তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
 বিধি করে এত বিড়ম্বন ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ পরিঃ)

এইরূপ নানাবিধ বিলাপে বিশাল ব্যাকুলতায় প্রভু অধীর হইয়া পড়িলেন । শ্রীপাদ স্বরূপ ও শ্রীরামরায় নানা উপায়ে বিবিধ মিলন-সঙ্গীতে প্রভুকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন । তাহাতে প্রভুর মন কিঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্তু প্রলাপের ঝঙ্কার থামিল না । প্রভু আগ্নেয়গিরির ন্যায় হৃদয়স্থ বিরহা-নলের শিখা প্রলাপের ভাষায় ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । এইভাবে অর্ধরাত্রি কাটিয়া গেল । স্বরূপ ও রামানন্দ প্রভুকে সান্ত্বনা দিয়া গম্ভীরায় শয়ন করাইলেন । রামানন্দ আপন ভবনে চলিয়া গেলেন, স্বরূপ ও গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিলেন । তাঁহাদের কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ হইল ।

এদিকে গম্ভীরামধ্যে এক হৃদয়-বিদারক ব্যাপার উপস্থিত হইল । মহাপ্রভুর বিরহ-ব্যাকুলতা অতিশয় বাড়িয়া উঠিল । তিনি বিরহাবেশে অধীর হইয়া গম্ভীরার ভিত্তিতে মুখ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন । ভীষণ সংঘর্ষণে তাঁহার নাকে, মুখে ও গণ্ডে বিপুল ক্ষত দেখা দিল ও উহা হইতে রক্তধারা ঝরিতে লাগিল ! ভাবাবেশে বিহ্বল প্রভু গোঁ গোঁ শব্দে এই ভয়ানক ব্যাপারে অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন । প্রভুর গোঁ গোঁ শব্দে স্বরূপের নিদ্রাবেশ ভঙ্গ হইল । তিনি তৎক্ষণাৎ প্রদীপ জ্বালিয়া গম্ভীরার ভিতর গিয়া প্রভুকে দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন । দেখিলেন, মহাপ্রভুর নাক, মুখ ও গণ্ড দিয়া ঝর

ঝরু করিয়া রক্তধারা পড়িতেছে ! প্রভুর দশা দেখিয়া স্বরূপের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল । বহু যত্নে স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভুকে কিঞ্চিৎ সুস্থির করিলেন । স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন—‘প্রভু ! তুমি ইহা কি করিলে ?’

প্রভু বলিলেন,—‘কি করিব, চিত্তের উদ্বেগে ঘরে স্থির থাকিতে পারি না । বাহিরে ঘাইতে দ্বার অনুসন্ধান করিতেছি, কোথাও দ্বার পাই নাই ; ভিত্তিতে মুখে, নাকে, গণ্ডে লাগিয়া রক্ত পড়িতেছে ! হা স্বরূপ ! আমার কোটি প্রাণ-প্রতিম গ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? আমি তো তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না । এখন আমার উপায় কি বল ? কি করি কোথায় ঘাই !’ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“এই মত বিলপিতে অর্দ্ধরাত্রি গেল ।

গম্ভীরাতে স্বরূপ-গোসাঞি প্রভুকে শোয়াইল ॥

প্রভুকে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে ।

স্বরূপ গোবিন্দ শুইল গম্ভীরার দ্বারে ॥

প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গর গর মন ।

নামসঙ্কীৰ্ত্তন করে বসি করে জাগরণ ॥

বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিল ।

গম্ভীরার ভিত্তে মুখ ঘষিতে লাগিল ॥

মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার ।

ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥

সর্বরাগি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ ।

গোঁ গোঁ শব্দ করে স্বরূপ গুনিল তখন ॥

দীপ জ্বালি ঘরে গেল, দেখি প্রভুর মুখ ।

স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল মহাদুঃখ ॥

প্রভুকে শয্যাতে আনি সুস্থির করিল ।

‘কাঁহা কৈলে এই তুমি ?’ স্বরূপ পুছিল ॥

প্রভু কহে—উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে ।

দ্বার চাহি বুলি শীঘ্র বাহির হইতে ॥

দ্বার নাহি পাই, মুখ লাগে চারিভিতে ।

ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পারি ঘাইতে ॥” (ঐ)

এতাদৃশ অলৌকিক লীলাময় শ্রীগৌরানন্দেব শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে উদ্ভিত হইয়া তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন !

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণস্ত্বরিতমিহ তং লোকয় সখে !
 ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধনুদ ইব ।
 দ্রুতং গচ্ছ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুত্তেন ধৃত-তদ্-
 ভুজান্তো গৌরান্ধো হৃদয় উদয়ন্থাং মদয়তি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । “হে সখে ! আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ? তুমি শীঘ্র আমাকে এখানে তাঁহার দর্শন করাও” উন্নতবৎ যিনি শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের দ্বারপালকে এই কথা বলিয়াছিলেন এবং ‘প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজন্য তুমি শীঘ্র গমন কর’ দ্বারপালের এই কথা শুনিয়া যিনি তাঁহার হস্তধারণ করিয়া-
 ছিলেন, সেই শ্রীগৌরঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমার প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৭ ॥

টীকা । কদাচিত্ পুরীদ্বারং গত্বা প্রলপন্তং গৌরঙ্গং স্মরন্ শোভিতি ক মে ইতি । শ্রীকৃষ্ণং গোপয়ন্তীং স্বসঙ্গিনীং পুরীদ্বারপালং মত্বাহ । হে সখে মে মম কান্তঃ কমলীয়ঃ কৃষ্ণঃ ক কুত্র ! তং কৃষ্ণম্ ইহ স্থলে ত্বমেব লোকয় দর্শয় ইতি দ্বারাধিপং দ্বারপালম্ উদ্ভাদ উদ্ভাদ ইব অভিদধন্ কথয়ন্ । অভিদ-
 ধন্বিতি দধণু দানে ইত্যস্য পরস্মৈপদমিচ্ছন্তি আত্মনেপদিনাং কচিদিতি ন্যায়েন শত্ প্রত্যয়ান্তস্য প্রয়োগঃ
 নতু ধাধাতোঃ ন যক্ষাদিহ্বাদেরিত্যেনে নুন্ নিষেধাদধদিতি প্রয়োগাপত্তেঃ । অস্য পরস্মৈপদিত্তে প্রয়ো-
 গোহপি ময়ূরভট্টেন দত্তঃ । তথাচ । আদধ্যাদককারে রতিমতিশয়নীমিতি । পুনঃ কিস্তুতঃ সন্ তং
 শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছ ইতি তদুত্তেন দ্বারপালোক্ত্যাধৃত তদ্ভুজান্তো গৃহীত দ্বারপালকরঃ ॥ ৭ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচলের রহস্যময়ী
 লীলা-স্ফূর্তির পরম্পরা চলিয়াছে ! প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরহরি স্বীয় মধুময়ী লীলার স্ফুরণ জাগাইয়া বিরহী
 শ্রীপাদের চিত্তকে আনন্দোন্মাদিত করিয়া তুলিতেছেন !

“একদিন সে আপন,
 প্রাণাবর্জিত সমান,
 ব্রজলাগি বিরহে বিভোর ।
 করেন প্রলাপ অতি,
 তাপ-বিকল-মতি,
 অবিরত উন্মাদের ধোর ॥
 বাহিরে যাইতে চান,
 যাইতে না পাইয়া পুন,
 ভিত্তে ঘর্ষে বদন-কমল ।
 পড়ে রুধিরের ধার,
 মুখে গণ্ডে অপার,
 হেরি স্বরূপ গোবিন্দ বিকল ॥
 আরে মোর সোনার গৌরঙ্গ প্রভু !
 হৃদয়ে উদিত হৈয়া,
 মাতাল আমার হিয়া,
 তুলিতে নারিব আর কভু ॥” ৬ ॥

এক দিবস শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুল শ্রীমহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণদর্শন-নিমিত্ত সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িলেন। জগন্নাথ মন্দিরের দ্বারপাল মহাপ্রভুর এই ভাববৈকল্য দর্শনে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া প্রভুকে বন্দনা করিলেন। প্রভু তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া নয়ননীরে ভাসিয়া অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে বলিলেন—“সখে! আমার কৃষ্ণ কোথায়, আমি তাঁহাকে না দেখিয়া আর ক্ষণকালও স্থির হইতে পারিতেছি না। অতি সত্বর এখানেই আমার প্রাণ-বল্লভকে দেখাও, আমি যে আর তিলার্থও ধৈর্য ধরিতে পারি না।”

মহাপ্রভুর ব্যাকুলতা দর্শনে দ্বারপালও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—“আসুন, আপনার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে এখনি দর্শন করাইতেছি।” মহাপ্রভুর হাত ধরিয়া মন্দিরমধ্যে লইয়া গিয়া তিনি শ্রীজগন্নাথদেবকে দেখাইয়া বলিলেন—“এই যে আপনার প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ, আপনি প্রাণভরিয়া দর্শন করুন।” মহাপ্রভু গরুড়স্তম্ভের নিকটে গিয়া অতি সতৃষ্ণ নয়নে জগন্নাথ দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবও মোহনমুরলীধারীরূপে প্রভুর নয়ন-গোচর হইলেন। প্রভুর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের বিশাল সৌন্দর্য-সাগরে ডুবিয়া গেল। এ বিষয়ে শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামীর মধুময়ী লেখনী—

“একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথ-দর্শনে।

সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে ॥

তারে কহে—কাঁহা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

‘মোরে কৃষ্ণ দেখাও’ বলি ধরে তার হাত ॥

সেই কহে—ইহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।

আইস তুমি মোর সঙ্গে, করাও দর্শন ॥

‘তুমি মোর সখা, দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ।’

এতবলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত ॥

সেই বলে—এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম।

নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন ॥

গরুড়ের পাছে রহি করে দরশন।

দেখেন—জগন্নাথ হয় মুরলীবদন ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৬শ পরিঃ)

সেই দিনের প্রভুর পরবর্তি লীলাটিও অতীব চমৎকার। শ্রীমহাপ্রসাদের মহামহিমার ব্যঞ্জক। যদিও শ্রীপাদ রঘুনাথ মূলশ্লোকে সে বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই, তথাপি আমরা প্রসঙ্গতঃ ভক্তরসের আশ্রাদনের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মহাপ্রভু যখন বাহ্যজ্ঞানহারা হইয়া নয়ন-চমকে শ্রীকৃষ্ণের রূপসুখা পান করিতেছিলেন, তখন সহসা গোপালবল্লভ ভোগ লাগিয়া আরাগ্রিকের শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভোগ সরিলে জগন্নাথের

সেবকেরা প্রসাদ, মালা লইয়া প্রভুর নিকটে আগমন করিলেন, প্রভুর গলায় প্রসাদী মালা পরাইয়া হাতে প্রসাদ দিলেন। মূল্যবান প্রসাদ প্রভুকে কিঞ্চিৎ সেবন করিতে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু কিঞ্চিৎ প্রসাদ মুখে দিয়া অবশিষ্ট প্রসাদ গোবিন্দের আঁচলে বাঁধিলেন। কোটি অমৃত অপেক্ষাও অধিক আশ্বাদন অনুভব করিয়া শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের স্ফুরণে প্রভু মহাপ্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং ‘সুকৃতিভ্য ফেলালব’ শব্দটি বার বার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

“সুকৃতিভ্য ফেলালব বলে বার বার।

ঈশ্বরসেবক পুছে—প্রভু ! কি অর্থ ইহার ॥

প্রভু কহে—এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত।

ব্রজাদিদুল্লভ এই—নিন্দয়ে অমৃত ॥

কৃষ্ণের যে ভুতশেষ তার ‘ফেলা’ নাম।

তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান ॥

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাই হয়।

কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায় ॥

সুকৃতি-শব্দে কহে—কৃষ্ণকৃপাহেতু পুণ্য।

সেই যার হয়, ফেলা পায় সেই ধন্য ॥

এত বলি প্রভু তাঁসভারে বিদায় দিল।

উপলভোগ দেখিয়া প্রভু নিজবাসা আইলা ॥” (চৈঃ চঃ ঐ)

প্রভু গম্ভীরায় আসিলেন বটে, কিন্তু সারাদিন অন্তরে শ্রীকৃষ্ণাধরামৃতের তীব্র স্ফুরণে চিত্ত-মন আলুলায়িত হইতে লাগিল। সন্ধ্যাকালে ভক্তগণ একে একে সাক্ষ্য-গগনের তারকারাজির ন্যায় গৌর-শশীকে ঘিরিয়া বসিলেন। কৃষ্ণকথার প্রবাহ ছুটিল। প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সেখানে প্রসাদ আনয়ন করিলেন। প্রভু প্রথমত পুরীভারতীদের কিছু কিছু প্রসাদ পাঠাইলেন। স্বরূপ, রামানন্দ, সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতি সকলকে প্রসাদ বাঁটিয়া দিলেন। প্রসাদের মাধুর্য ও সৌরভ্য সকলের নিকট অলৌকিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অলৌকিক স্বাদে সকলেই বিস্মিত হইলে প্রভু প্রসাদের অপূৰ্ণত্ব-সম্বন্ধে সারগর্ভ কথা তুলিলেন—

“প্রভু কহে—এই সব প্রাকৃত দ্রব্য।

ঐক্ষব কপূর মরিচ এলাচি লব্ধ গব্য ॥

রসবাস গুড়ত্বক্ আদি যত সব।

প্রাকৃত বস্তুর স্বাদু সভার অনুভব ॥

সেই দ্রব্যের এই স্বাদু, গন্ধ লোকাতীত ।
 আস্বাদ করিয়া দেখ সভার পুতীত ॥
 আস্বাদ দূরে রহ যার গন্ধে মাতে মন ।
 আপনা বিনু অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মারণ ॥
 তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধরস্পর্শ হৈল ।
 অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল ॥
 অলৌকিক গন্ধ স্বাদু—অন্য বিস্মারণ ।
 মহামাদক এই কৃষ্ণাধরের গুণ ॥
 অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি ।
 সন্তেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি ॥
 হরিধ্বনি করি সন্তে কৈল আস্বাদন ।
 আস্বাদিতে প্লেমে মত্ত হইল সভার মন ॥” (ঐ)

দেখিতে দেখিতে পুতুর চিত্ত, মন কৃষ্ণাধরামৃত আস্বাদনের গভীর রাজ্যে প্ৰবিষ্ট হইল ।
 শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণাধরামৃত আস্বাদনের ভাবে পুতু আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন । ভাবসিন্ধুতে কত শত
 মান অভিমানের তরঙ্গ জাগিয়া পুতুর চিত্তকে অসীমের দিকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল । পুতুর আদেশে
 তাঁহার অন্তর বুঝিয়া রামানন্দ গোপী-গীতির একটি শ্লোক পাঠ করিলেন—

“সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং স্বরিতবেণুনা সুতুচ্ছস্বিতম্ ।

ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্ ॥” (ভাঃ-১০।৩১।১৪)

শ্লোক শ্রবণে পুতু ভাবাবেশে প্রলাপে শ্লোকের অপূর্ব রসোঙ্গার করিলেন ।

“তনু-মন করে ক্ষোভ, বাঢ়ায় সুরত-লোভ,
 হর্ষ-শোকাদি-ভাব বিনাশয় ।

পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
 লজ্জা ধর্ম্ম ধৈর্য্য করে ক্ষয় ॥

নাগর ! শুন তোমার অধর-চরিত ।

মাতাম্ব নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
 বিচারিতে সব বিপরীত ॥ ধ্রু ॥

আছুক নারীর কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
 তোমার অধর বড় ধুটরায় ।

পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
 অন্য রস সব পাসরায় ॥

সচেতন রহি দূরে, অচেতন সচেতন করে,
তোমার অধর বড় বাজিকর ।
তোমার বেণু শুষ্ককন, তার জন্মায় ইন্দ্ৰিয়-মন,
তারে আপনা পিয়াস নিরন্তর ॥
বেণু ধূষ্ট-পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পিঞা পিঞা,
গোপীগণে জানায় নিজ পান ।
অহো গুন গোপীগণ ! বলে পিত্ত তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ॥
তবে মোরে ক্রোধ করি, লজ্জা ভয় ধৰ্ম ছাড়ি,
ছাড়ি দিমু করসিঞা পান ।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমারে মোর নাহি ডর,
অন্যে দেখো তুণের সমান ॥” (ঐ)

এইরূপে মহাপ্রভুর ভাবের প্রবাহ বহি দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়া পড়িল । স্বরূপ, রামা-
নন্দাদির চিত্ত-মন শফরীর ন্যায় সেই ভাবের প্রবাহে তরঙ্গে তরঙ্গে সন্তরণ করিতে লাগিল । শ্রীপাদ
রঘুনাথ বলিতেছেন,—সেই ভাবনিধি শ্রীগৌরসুন্দর আমার চিত্তে সমুদিত হইয়া আমায় আনন্দোন্মত্ত
করিয়া তুলিতেছেন !

“একদা গোকুলচাঁদে, দরশন মন সাধে,
ঠাকুর মন্দিরে চলি যায় ।
দ্বারে আছে দৌবারিক, তারে দেখি সমধিক,
ভাবোন্মাদে মত্ত পোরায় ॥
তারে কহে ‘ওহে গুন, তুমি সে বন্ধু আপন,
বল কোথা সে প্রাণগোবিন্দ !’
প্রভুর সম্ভাষ শুনি, দৌবারিক সে আপনি,
কহে বুঝি ভাব-অনুবন্ধ ॥
‘চলহ ছরিতে দেখ, তোমার সে প্রাণসখ,’
এত শুনি ধরে তার হাত ।
রাধিকা-ভাবিত-মতি, নিজের গোপী প্রাণপতি,
আপনে বোলয়ে প্রাণনাথ ॥

সমীপে নীলাদ্রেঃ চটক-গিরিরাজস্য কলনা-
দায়ে গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ ।
ব্রজলস্মীতু্যক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্ববধূতা
গণৈঃ স্বৈর্গোঁরাঙ্গা হৃদয় উদয়ন্তাং মদয়তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । যিনি নীলাচলের নিকট চটক নামক পর্বতপ্রধানকে দেখিতে পাইয়া ‘হে বান্ধবগণ ! আমি এস্থান (নীলাচল) হইতে ব্রজে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনকে দর্শন করিতে গমন করিতেছি,’ এইরূপ বলিয়া প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়াছিলেন এবং নিজজন কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন ; সেই শ্রীগৌরঙ্গদেব আমার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া আমার সাতিশয় উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ॥ ৮ ॥

টীকা । পুনঃ কিস্তুতঃ সন্ নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনাদর্শনাৎ প্রমদঃ প্রমত্ত ইব ধাবন্ স্বৈর্গণৈঃ স্বরূপাদিতিরবধূতা নিশ্চিত আনুত ইতি বা । কিং কুত্বা ধাবন্ গোষ্ঠে ব্রজে গোবর্দ্ধন-গিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুং ইতঃ ক্ষেত্রাৎ অয়ে গচ্ছাম্যস্মি ইত্যুক্ত্বা ব্রজন্ । যদ্বা অয়ে বান্ধবলোকিতুং ব্রজলস্মি গচ্ছন্ ভবামীতি ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপর একটি ব্রজভূমির বা ব্রজরসের পরমাবেশময়ী লীলার স্ফুরণ জাগিল । নীলাচললীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্ত থাকিত নিরন্তর ব্রজলীলা ও ব্রজভূমির অনুধ্যানে নিমগ্ন । বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় বিহারভূমি বৃন্দাবন, রাসস্থলী, যমুনা, গিরিরাজ গোবর্ধন ইত্যাদি স্থানের প্রতি ছিল তার চিত্তের প্রগাঢ় আবেশ । বন দেখিলেই মনে হইত বৃন্দাবন, নদী দেখিলেই যমুনা এবং পর্বত দেখিলেই গোবর্ধন মনে হইত । কারণ কোন পুকার উদ্দীপনার পদার্থ বাহ্যেন্দ্রিয়গোচর হইলেই ধোয়বস্তুকে যেন নয়নের সম্মুখে মূর্ত করিয়া দেয় ! প্রভুর সততই মনে উদ্ভিত হইত গিরিরাজ গোবর্ধনের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও লীলাবৈভবের কথা । তিনি নিয়ত গোবর্ধনে শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় লীলার অনুধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন ।

এইরূপ অবস্থায় ভাবনিধি গৌরসুন্দর একদা কৃষ্ণবিরহে উন্মনা-দশায় গম্ভীরা হইতে সিংধুর দিকে যাইতেছিলেন । অঙ্গসেবক গোবিন্দ তাঁহার পশ্চাতে । এই সময়ে সহসা তিনি চটকপর্বত দেখিতে পাইলেন । তখনি তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গেল । তাঁহার ধারণা হইল, তিনি ব্রজধামে উপস্থিত আছেন । ঐ যে গিরিরাজ গোবর্ধন তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান ! শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

আরে মোর সোনার গৌরঙ্গ প্রভু ।

হৃদয়ে-উদ্ভিত হইয়া,

মাতায় আমার হিয়া,

ভুলিতে নারিব আর কভু ॥” ৭ ॥

“একদিন মহাপ্রভু সমুদ্র যাইতে ।

চটক-পর্বত দেখিল আচম্বিতে ॥

গোবর্দ্ধন শৈল-জানে আবিষ্ট হইলা ।

পর্বত-দিশাতে প্রভু ধাইয়া চলিলা ॥”

“হস্তাঙ্গমদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।

মানং তনোতি সহ গোগগন্যোস্তয়োৰ্যৎ পানীয়াসুজবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥”

(ভাঃ-১০।২১।১৮)

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণে মুগ্ধচিত্তা কোন গোপী সখীগণকে বলিলেন— ‘হে অবলাগণ ! এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধন নিশ্চয়ই হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু ইনি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া পানীয়জল, উত্তম তৃণ, কন্দর (গুহা), কন্দ ও মূলদ্বারা গোগণ ও গোপালগণের সহিত রামকৃষ্ণের যথোচিত পূজা বিধান করিতেছেন ।’

“এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে ।

গোবিন্দ ধাইল পাছে, নাহি পায় লাগে ॥

ফুকার পড়িল, মহা কোলাহল হৈল ।

যেই যাহাঁ ছিল, সেই উঠিয়া ধাইল ॥

স্বরূপ জগদানন্দ পণ্ডিত গদাধর ।

রামাই-নন্দাই নীলাই পণ্ডিত শঙ্কর ॥

পুরী-ভারতী-গোসাঞি আইলা সিন্ধুতীরে ।

ভগবানাচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে ॥

প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি ।

সুস্তুভাব পথে হৈল—চলিতে নাই শক্তি ॥

প্রতিরোমকূপে মাংস-ব্রণের আকার ।

তার উপরে রোমোদ্গম কদম্বপ্রকার ॥

প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ।

কণ্ঠ ঘর্ষর,—নাহি বর্ণের উচ্চার ॥

দুই নেত্রভরি অশ্রু বহয়ে অপার ।

সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গা-যমুনা ধার ॥

বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় স্বেত হৈল অঙ্গ ।

তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ ॥

কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা ।

তবে ত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-১৪শ পরিঃ)

গোবিন্দ প্রভুর দশা দর্শনে শ্রীঅঙ্গে করোয়ার জল সেচন ও বহির্বাসদ্বারা বাতাস দিতে লাগিলেন । অঙ্গাদি ভক্তগণও তখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন । প্রভুর দশা দর্শনে সকলে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন । শ্রীপাদ স্বরূপ প্রভুর কর্ণে উচ্চৈঃশ্বরে হরিনাম-কীর্তন করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বা শীতল জলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেচন করিতে লাগিলেন । বহুবার এইরূপ করার পর মহাপ্রভু সহসা ‘হরিবোল’ বলিয়া উঠিয়া বসিলেন । আনন্দে বৈষ্ণবগণও হরিক্ষনি করিলেন । সমুদ্রপথে তখন শত শত লোক সমবেত হইয়াছিলেন । সকলের তুমুল হরিক্ষনিতে দিগন্ত প্রতিনাদিত হইয়া উঠিল ! প্রভুর অর্ধবাহাদশা । এদিক ওদিক তাকাইতেছেন । নয়নে বদনে বিস্ময়ের ছাপ । যাহা দেখিতে চাহিতেছেন, তাহা যেন দেখিতে পাইতেছেন না । সম্মুখে শ্রীস্বরূপকে দেখিয়া প্রশ্ন করিতেছেন—

“গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইহা আনিলা ।

পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥

ইহা হৈতে আজি মুঞি গেলু গোবর্দ্ধন ।

দেখো যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণ ॥

গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইলা বেণু ।

গোবর্দ্ধনে চৌদিকে চরে সব ধেনু ॥

বেণুনাদ শুনি আইলা রাধাঠাকুরাণী ।

তাঁর রূপ ভাব সখি । বণিতে না জানি ॥

রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে ।

সখীগণ কহে মোকে ফুল উঠাইতে ॥

হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা ।

তাহা হৈতে ধরি মোরে ইহা লঞা আইলা ॥

কেনে বা আনিলা মোরে রুখা দুঃখ দিতে ?

পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইলুঁ দেখিতে ॥

এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন ।

তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥” (ঐ)

ইত্যবসরে শ্রীমৎ পরমানন্দপুরী ও শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ ভারতী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

তাঁহাদের দর্শনে প্রভু বাহ্যদশা লাভ করিয়া যুগপৎ ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিয়া

ভুলিতে নারিব আর কত ॥” ৮ ॥

সুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে লীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা পুরীধামে ভক্তগণসঙ্গে শ্রীজগন্নাথের দোলালীলা-বিশেষের আশ্বাদন বলিয়াই মনে হয় । গোড়ের ভক্তগণের শ্রীক্ষেত্রে চাতুর্মাস্য যাপনকালে প্রভুসঙ্গে শ্রীজগন্নাথের বিবিধ লীলার দর্শন, আশ্বাদন ও ভাবময় অনুকরণের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায় । যথা—

“চারিমাস রহিলা সন্তে মহাপ্রভুসঙ্গে ।

জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে ॥

এই মত নানারঙ্গে চাতুর্মাস্য গেলা ।

কৃষ্ণজন্ম-যাত্রায় প্রভু গোপবেশ হৈলা ॥

কৃষ্ণজন্মযাত্রা দিনে নন্দ-মহোৎসব ।

গোপবেশ হৈলা প্রভু লৈয়া ভক্তসব ॥

দধি-দুগ্ধ-ভার সন্তে নিজকন্ধে করি ।

মহোৎসবের স্থানে আইলা বলি ‘হরি হরি’ ॥

কানাগ্রি-খুটিয়া আছে নন্দবেশ ধরি ।

জগন্নাথ মাহিতি হইয়াছে ব্রজেশ্বরী ॥

আপনে প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী ।

সাক্ষি ভৌম আর পড়িছাপাত্র তুলসী ॥

ইহা সভা লৈয়া প্রভু করে নৃত্য-রঙ্গ ।

দধি-দুগ্ধ-হরিদ্রাজলে ভরে সভার অঙ্গ ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পরিঃ)

এইরূপই ভক্তগণ সঙ্গে প্রভুর বিজয়াদশমী, রাসযাত্রা, দীপাবলী, উত্থান-যাত্রা প্রভৃতির আবেশময় আশ্বাদনের কথা জানা যায় ।

“বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে ।

বানরসৈন্য হয় প্রভু লৈয়া ভক্তগণে ॥

হনুমানাবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লৈয়া ।

লঙ্কার গড়ে চড়ি ফেলে গড় ভাঙ্গিয়া ।

‘কাহাঁ রে রবিণী !’ প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ।

‘জগন্নাথ হরে পাপী, মারিমু সবংশে ॥’

গোসাঞির আবেশ দেখি লোক চমৎকার ।

সর্বলোক ‘জয় জয়’ বোলে বার বার ॥

এই মত রাসযাত্রা আর দীপাবলী ।

উথানদ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি ॥” (ঐ)

সেইরূপই এই শ্লোকের আশ্রাদ্য লীলা ঝুলনযাত্রা বলিয়া মনে হয় । সুসজ্জিত মণ্ডপে নানারঙ্গ অলঙ্কারে মণ্ডিত দোলা দর্শনে ভাবনিধি মহাপ্রভুর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনলীলার অপূর্ব আবেশ । এইসব লীলায় বা অনুষ্ঠানে মহাপ্রভুর আবেশ এবং আশ্রাদ্যন যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য বিচিত্র পরিবেশ সৃষ্টি বিষয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল । আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীলক্ষ্মীর বিজয়-লীলার তাহা দেখিতে পাই ।

“হোরাপঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া ।

কাশীমিশ্রে কহে রাজা সম্বন্ধ করিয়া—॥

কালি হোরাপঞ্চমী—শ্রীলক্ষ্মীর বিজয় ।

ঐছে উৎসব কর, যৈছে কভু নাহি হয় ॥

মহোৎসব কর তৈছে বিশেষ সন্তার ।

দেখি মহাপ্রভু যৈছে হয় চমৎকার ॥

ঠাকুরের ভাণ্ডারে, আর আমার ভাণ্ডারে ।

চিত্র বস্ত্র আর ছত্র কিঙ্কিনী চামরে ॥

ধ্বজ পতাকা ঘণ্টা দর্পণ করহ মণ্ডনী ।

নানাবাদ্য নৃত্যদোলা করহ সাজনী ॥

দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ।

রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার ॥

সেইত করিহ—প্রভু লঞা নিজ-গণ ।

স্বচ্ছন্দে আসিয়া যৈছে করেন দর্শন ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ)

ঝুলনোৎসবে সুসজ্জিত শ্রেষ্ঠ মণ্ডপতলে স্বরূপাদি গণসঙ্গে প্রভু উপবিষ্ট আছেন । সম্মুখে রত্নালঙ্কারে ভূষিত বিচিত্র হিন্দোলা শোভা পাইতেছে । হিন্দোলায় শ্রীমদনমোহন বিরাজমান । ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু মধুর স্বরে নামকীর্তন করিতেছেন । স্বরূপ প্রভুর মন বুঝিয়া মধুকণ্ঠে ঝুলনলীলার পদ গান আরম্ভ করিলেন—

“দেখ সখি ঝুলত যুগলকিশোর ।

নীলমণি জড়াওল কাঞ্চনজোর ॥

ললিতা বিশাখা সখী ঝুলায়ত সুখে ।
 আনন্দে মগন হেরি দোঁহে দোঁহা মুখে ॥
 গরজত গগনে সঘনে ঘন ঘোর ।
 রঞ্জিণী সঙ্গিনী ঘেরত চৌত্তর ॥
 বিবিধ কুসুমে সবে রচিয়া হিন্দোলা ।
 দোলায় যুগল সখী আনন্দে বিভোলা ॥
 ঝুলাওত সখীগণ করতালী দিয়া ।
 সুবদনী কহে পাছে গিরয়ে বন্ধুয়া ॥
 বিগলিত দুকূল উদিত শ্বেদ-বিন্দু ।
 অমিয়া ঝরয়ে যেন দুহঁ মুখ-ইন্দু ॥
 হেরি সব সখীগণ দোঁহাকার শ্রম ।
 চামর-বীজন লেই করয়ে সেবন ॥
 ভ্রমর কোকিল সব বসি তরু-ডালে ।
 রতি জয় রাধাকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ বোলে ॥” (ঐ)

“দোলা-মহোৎসব-কালে, বসি দোলমঞ্চ-তলে,
 স্বরূপাদি নিজগণ সনে ।
 আপনে গৌরাজ রায়, নিজ নাম গান পায়,
 পরিপূর্ণ মাধুর্য-তরঙ্গে ॥
 সে অঙ্গ যে নিরখিল, প্রেমামৃতে সে মজিল,
 আর কি ভুলিতে পারে কভু ।
 হৃদয়ে হইয়া উদিত, মাতায় মোরে সতত,
 প্রেমসিন্ধু স্বর্ণ-গৌর প্রভ ॥” ৯ ॥

টীকা । রূপাদ্বেচেতসমাবিৰ্ভবন্তং স্বভাবসিদ্ধ তৎরূপালুতাং ব্যঞ্জয়ন্ শৌচি দয়ামিতি । লক্ষ্মী-
পতির্নারায়ণো যথা গরুড়ে তথা যৌ গোবিন্দে তন্মাস্থি ভক্তে দয়াং বিধতে । এবং গুরুবর্ষো সান্দীপনি-
মুনৌ যদুবরঃ শ্রীকৃষ্ণ ইব যঃ পুরীদেষে ঈশ্বরপুরী গোস্থামিনি ভক্তিম্ । এবং সুবলে তন্মাস্থি সখ্যৌ
গিরিধর ইব পর্বতধারি শ্রীকৃষ্ণ ইব স্বরূপে স্বরূপগোস্থামিনি যঃ স্নেহং বিধত ইতি । সর্বত্র বিধত ইতি
ক্রিয়া সম্বন্ধঃ । যদুবর ইবেত্যস্যায়াং ভাবঃ । যথা অবধূত ব্রাহ্মণাচ্চতুবিংশতি গুরূপাখ্যানং শৃণ্বতো
যদোগুরুষু ভক্তিদ্ভূতা জাতা । তথা তদন্বয় প্রকটিতস্যাপি তদ্বদাচার উচিত এব । গিরিধর ইত্যস্যায়াং
ভাবঃ । শ্রীসুবলস্য প্রিয়নন্দম সখ্যে চন্দ্রাবল্যা সহ শ্রীকৃষ্ণস্য যঃ প্রেমা তস্য জাতুত্বেন কৃষ্ণদ্বৈষণস্তৎ
পতেগোবদ্ধনমল্লাহি পরিশক্তিহ্নেব বিমনায়মানং তং গোবদ্ধনোদ্ধরণেন কোহয়ং গোবদ্ধনমল্লোহত্যল্পপ্রাণস্তৎ
প্রতি কী শঙ্কেতি শ্লোৎসাহয়তীতি ॥ ১০ ॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । অখিল ভক্তভাবময় অবতার শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুর শ্রীগুরুজনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, সখ্যভাবাপন্নজনে প্রীতি মৈত্রী এবং কনিষ্ঠজনে স্নেহ রূপা এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে । সবই শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রত্যক্ষানুভূত বিষয় । শ্রীনারায়ণ সর্বগত সর্বব্যাপী হইয়াও যেমন করুণার অধীন হইয়াই সতত শ্রীগুরুকে বাহনরূপে দাস্য দানে ধন্য করিয়াছেন, তদ্রূপ যিনি সম্যাসের কঠোরতার ভিতর দিয়া নির্মল ব্রজরস আশ্বাদনের মূর্ত আদর্শ হইয়াও গুরুবাক্যে শ্রীগোবিন্দকে অন্তরঙ্গ শ্রীচরণসেবা দানে ধন্য করিয়াছেন । এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—

বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রসে ॥

হেন কালে গোবিন্দের হৈল আগমন ।

দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন ॥

ঈশ্বরপরীর ভৃত্য—গোবিন্দ মোর নাম ।

পূরী গোসাঁঞর আড্ডায় আইনু তব স্থান ॥

সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে গোসাঞি আত্মা কৈল মোরে ।

কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাঁহারে ॥

গোসাঞি কহে—পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে ।

কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমাতে ॥

.....

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য ! করহ বিচার ।

গুরুর কিস্কর হয় মান্য সে আমার ॥

ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায় ।

গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ?

ভট্টাচার্য্য কহে—গুরু-আজ্ঞা বলবান্ ।

গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র পরমাণ ॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার ।

আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥

‘প্রভুর প্রিয়-ভৃত্য’ করি সত্তে করে মান ।

সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-১০ পরিঃ)

ছায়ার মত গোবিন্দ সতত প্রভুর নিকটে থাকিয়া সেবা করিতেন । মহাপ্রভুর ভোজনের পর নিত্য পাদসম্বাহনদ্বারা গোবিন্দ প্রভুকে নিদ্রিত করিয়া তবে নিজে ভোজন করিতে যাইতেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনাশূন্য নির্মল প্রেমসেবার পরিচয় বিশ্বকে জানাইবার জন্য একদিন ভোজনের পর গম্ভীরার দ্বার জুড়িয়া শয়ন করিয়াছিলেন । গোবিন্দ প্রভুর সেবার জন্য প্রভুর উপরে বহির্বাস পাতিয়া তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া নির্মল প্রেমসেবার আদর্শ বিশ্বে প্রকাশিত করিয়াছেন । ‡ রাঘবের ঝালি প্রভৃতির সব সমাধান গোবিন্দই করিতেন ।

সর্ববিদ্যার অধিপতি বা সর্বজ্ঞতা শক্তিদ্বারা সতত পরিসেবিত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীসান্দী-পনি মুনীর নিকট বিদ্যা গ্রহণ করিলেন এবং গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন, তদ্রূপ জগদগুরু হইয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিলেন ও গুরুভক্তির আদর্শ দেখাইলেন । দীক্ষাকালে শ্রীগুরু শ্রীঈশ্বরপুরীর চরণে দেহ-মন-প্রাণ সবই সমর্পণ করিলেন ।

“তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীতে ।

প্রভু বলে ‘দেহ আমি দিলাম তোমাতে ॥

হেন শুভ-দৃষ্টি তুমি করহ আমারে ।

যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে ॥” (চৈঃ ভাঃ আদি ১৫শ অধ্যায়)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল রুদ্দাবনদাস ঠাকুর প্রভুর শ্রীগুরু-ভক্তির পরাকাষ্ঠা নিরূপণ-প্রসঙ্গে
লিখিয়াছেন—

“যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বর-পুরীতে ।
তাহা বণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে ॥
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য-ভগবান্ ।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ॥
প্রভু বলে—‘কুমারহট্টেরে নমস্কার ।
শ্রীঈশ্বর-পুরীর যে গ্রামে অবতার ॥’
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে ।
আর শব্দ কিছু নাই ঈশ্বর-পুরী বিনে ॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি ।
লইলেন বহির্বাঁসে বান্ধি এক বাঁলি ॥
প্রভু বলে—‘ঈশ্বর-পুরীর জন্মস্থান ।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন-ধন-প্রাণ’ ॥” (ঐ)

প্রভুর দেখাদেখি অসংখ্য ভক্ত সে স্থানের মৃত্তিকা তুলিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই “শ্রীচৈতন্য-ডোবা” নামে খ্যাতি লাভ করিয়া অদ্যাপি শ্রীমন্ন্যহাপ্রভুর অতুলনীয় গুরুভক্তির সাক্ষ্য দিতেছে !

ব্রজলীলায় শ্রীসুবল যেমন শ্রীকৃষ্ণের পরম অন্তরঙ্গ এবং মরমের ও স্নেহের সখা, তদ্রূপ নীলাচল-
লীলায় শ্রীশ্বরূপ-দামোদর মহাপ্রভুর পরম অন্তরঙ্গ এবং পরম স্নেহের ও মরমের সখা । শ্রীল কবিরাজ
গোস্বামিপাদ শ্রীশ্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায়ের প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“উৎকট বিয়োগদুঃখ যবে বাহিরায় ।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান ।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥
দিনে প্রভু নানাসঙ্গে হয় অন্যমনা ।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা ॥
তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা ।
কৃষ্ণসল্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥
সুবল যৈছে পুঙ্খ কৃষ্ণসুখের সহায় ।
গৌর-সুখদানহেতু তৈছে রামরায় ॥

পুৰ্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান ।

তৈছে স্বরূপগোসাঞি রাখে মহাপ্রভুর প্রাণ ॥

এইদুই জনার ভাগ্য कहने না যায় ।

‘প্রভুর অন্তরঙ্গ’ করি যারে লোকে গায় ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

বিশেষতঃ শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুর অত্যন্ত মমী, প্রেমভক্তিরঙ্গের সাগর ; এমন কি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ দ্বিতীয় স্বরূপ ।

“কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা—দেহ প্রেমরূপ ।

সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥

প্রস্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু-আগে আনে ।

স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে—পাছে প্রভু শুনে ॥

ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই, আর রসভাস ।

শুনিতো না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥

অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ ।

শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ ।

এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে ব্রহ্মপতি ।

দামোদর সম আর নাহি মহামতি ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-১৩ম পরিঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—সেই আমার পুত্ৰ স্বরূপ-দামোদরের প্রতি যিনি বিপুল স্নেহ প্রকাশ করিয়াছেন—সেই শ্রীগৌরাজ আমার চিত্তে উদিত হইয়া আমায় আনন্দোন্মত্ত করিয়া তুলিতেছেন ।

“গোবিন্দ নামক ভক্ত, তাহে দয়া অনুরক্ত,

যেমন গরুড়ে লক্ষ্মীপতি ।

পুরীদেবে করে ভক্তি, যেন পরমানুরক্তি,

যদুবন্দের সান্দীপনি প্রতি ॥

স্বরূপে করেন স্নেহ, যেমন একই দেহ,

গিরিধারী যেমন সুবলে ।

সে প্রভু ভাবিয়া মনে, মন না ধৈর্য্য মানে,

সদা ভাসে প্রেমামৃত-জলে ॥

মহা-সম্পদ্বাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
 স্বরূপ যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং লুপ্ত মুদিতঃ ।
 উরোগুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধন-শিলাং
 দদৌ মে গৌরাজ্ঞো হৃদয় উদয়ন্থাং মদয়তি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । যিনি পতিত এবং ঘৃণ্য আমাকেও মহাসম্পদ ও কলত্রাদির মোহ হইতে কৃপা-
 বশতঃ উদ্ধার করিয়া অন্তরঙ্গ শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয়
 বক্ষঃস্থলস্থিত প্রিয় গুঞ্জাহার এবং গোবর্ধন-শিলাও আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরঙ্গদেব
 আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় উন্নত করিতেছেন ॥ ১১ ॥

টীকা । মহেতি । যঃ কৃপয়া কুজনং কুৎসিতজনমপি মাং মহাসম্পদ্বাদুদ্বৃত্য স্বীয়ে
 স্বকীয়ে স্বরূপে ন্যস্য স্থাপয়িত্বা মুদিতো হৃদেটাভ্যুৎ । কিন্তুতং মাং পতিতং সম্পদ্বারে সাগরে নিমগ্নং
 শ্লেষেণ পাতকিনং পতিতপদস্য শ্লেষত্বেন সম্পদ্বাদিত্যত্র সাগরদ্বারোপঃ । পরম্পরিত রূপকেণ । মহা
 সম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ যদ্বা মহাসম্পত্তিঃ সহিতোদার ইতি তৃতীয়া সমাসঃ । গুরুদারে চ
 পুত্রেষু গুরুবদ্ভূতিমাচরেদিতি প্রয়োগাদেকবচনান্তোহপি দার শব্দঃ । কুজনমিতি স্বদৈন্যোনোক্তমপি সর-
 স্বত্যাথাত্তরং কল্পয়তি । তদ্ব্যথা কৌ পৃথিব্যাং জনং প্রাদুর্ভবন্তং মাং মহাসম্পদ্বারাৎ এতং পরিত্যজ্য
 পতিতং শ্রীপুরুষোত্তমং গচ্ছন্তং সন্তং অন্যৎ সমানং স গৌরঙ্গ ইতি সম্বন্ধঃ । অথচ উরোগুঞ্জাহারং বক্ষসৌ
 গুঞ্জামালাম্ । এবং গোবর্দ্ধনশিলাং মে মহ্যং দদৌ স ইতি চ সম্বন্ধঃ । মহাসম্পদ্বাদিতি বকারযুক্ত
 পার্শ্বে মহাসম্পদেব দাবো দাবাগ্নিঃ তস্মাৎ কৃপয়া উদ্বৃত্য ইতি পরম্পরিতেন কৃপয়েত্যত্র বৃষ্টিদ্বারোপঃ
 হেতৌ তৃতীয়া অন্যৎ সমানম্ ॥ ১১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । যে গৌর-করুণা শ্রীপাদের দুঃখদ্য গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করত শ্রীগৌর-
 চরণে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহাকে সর্বতোভাবে ধন্য করিয়াছে, সেই অকুণ্ঠ গৌর-কৃপার স্মৃতি শ্রীপাদের
 চিত্তে উদিত হইয়াছে । যে কামিনী-কাঞ্চনের মোহ মানুষকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করিয়া নানা যাতনাময়
 চৌরাসী লক্ষ যোনি ও নরকাদি দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকে, রাজপুত্র রঘুনাথ বিপুল ঐশ্বর্যের কোমল ক্রোড়ে
 পালিত হইয়াও ইন্দ্রসম বৈভব, অপ্সরাসম স্ত্রীকে দাবানলের ন্যায় মহা জ্বালাময় মনে করিতেন । বৈরাগ্য
 ছিল তাঁহার সহজাত সম্পদ । এসবের মূলেই ছিল অহৈতুক গৌরকরুণা । শ্রীরঘুনাথের সংসারে
 অনাসক্তি এবং বার বার প্রভুর নিকট পলাইয়া যাওয়ার উদ্যম দর্শনে রঘুনাথের মাতা পুত্র পাগল হইল
 ভাবিয়া তাঁহার পিতার নিকট রঘুকে বাঁধিয়া রাখিতে বলিলে রঘুর পিতাই বলিয়াছিলেন—

আরে মোর সোনার গৌরঙ্গ পুত্রে

হৃদয়ে উদিত হইয়া,

মাতায় আমার হিয়া,

ভুলিতে নারিব আর কভু ॥ ১০ ॥

“ইন্দ্র-সম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম ।

এ-সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন ॥

দড়ীর বন্ধনে তারে রাখিবে কেমনে ?

জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ ঘুচাইতে ॥

চৈতন্যচাক্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে ।

চৈতন্যচাক্রের বাতুল কে রাখিতে পারে ?”

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ হইয়াও দৈন্যবশতঃ নিজেকে পতিত এবং ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিয়াছেন । বিপুল ঐশ্বর্য্য ও জায়াদির সান্নিধ্য-নিমিত্ত তাঁহার নিজেকে পতিত এবং ঘৃণ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে । ‘মহাসম্পদ্যাদপি মহাসম্পদ’ বা বিপুল বিষয়-সম্পত্তি এবং ‘দারা’ বা ভাৰ্য্যা । রঘুনাথ যেমন বিপুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তেমনি তাঁহার অপ্সরার ন্যায় পরমাসুন্দরী কিশোরী ভাৰ্য্যাও ছিলেন । মহাপ্রভুর কৃপায় এই দুইটি প্রবল মোহের বশ হইতে তাঁহার মন চির বিমুক্ত ছিল । দারা স্বভাবতই বহুবচনান্ত পদ । এস্থলে সমাহারদ্বন্দ্বের একবচন হইয়াছে । “মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ” এই উভয়ের প্রভাব হইতে যুগপৎ প্রভুর করুণা রঘুকে উদ্ধার করিয়াছে । ‘মহাসম্পদ্যাদপি’ এইরূপ পাঠও দেখা যায় । ইহাতে সেই বিপুল ঐশ্বর্য্য-বৈভব রঘুনাথের নিকট দাবানলের ন্যায় মহা-জ্বালাময়রূপে প্রতিভাত হইত—ইহাই বুঝা যায় । ভগবৎ-পাদপদ্ম-বিগলিত মকরন্দ-রস আশ্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হইলে তদিতর বস্তু স্বভাবতই জ্বালাময়রূপে অনুভূত হইয়া থাকে ।

সর্বত্যাগ করিয়া রঘুনাথ প্রভুর কৃপাকর্ষণে নীলাচলে প্রভুর শ্রীচরণসান্নিধ্যে ছুটিয়া গেলে প্রভু রঘুকে আশ্রসাৎ করিয়া শ্রীশ্বরূপ-দামোদরের হস্তে সমর্পণ করিয়া আনন্দিত ও নিশ্চিত হইয়াছিলেন । মহারত্ন বা মহামূল্যবান্ সম্পদকে লোকে মহাপ্রিয়জনের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে আনন্দিত বা নিশ্চিত হইয়াই থাকে । স্বরূপ প্রভুর পরম অন্তরঙ্গ ও পরম প্রিয়, তাই প্রভু প্রাণসম প্রিয় শ্রীরঘুনাথকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন ।

“রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া ।

স্বরূপেরে কহে কৃপা-আদ্র-চিত্ত হঞা—॥

এই রঘুনাথে আমি সোঁপিলু তোমারে ।

পুত্র-ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥

তিন ‘রঘুনাথ’ নাম হয় আমার গণে ।

‘স্বরূপের রঘুনাথ’ আজি হৈতে ইহার নামে ॥

এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল ।

স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য-৬ষ্ঠ পরিঃ)

প্রভুর কৃপায় রঘুনাথ দুঃশ্চন্দ্য গৃহস্থ ছিল ছেদন করিয়াছেন বটে, কিন্তু এইটিই কৃপার যথার্থ কার্য নহে । ইহা কৃপার আনুসঙ্গিক ফল । প্রভুর কৃপার মুখ্য ফল, ব্রজরসমাধুর্যের আশ্বাদনে অনু-গৃহীতকে ধন্য করা । তাই প্রভু ব্রজরসমাধুর্যের যথার্থ শিক্ষাগুরু, এমনকি সাক্ষাৎ ব্রজরসেরই মূর্তি শ্রীস্বরূপের হস্তে রঘুনাথকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন—“স্বরূপ । রঘু আমার বড়ই প্রিয় । তুমি একে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিও । এও তোমায় ভূতের ন্যায় সেবা করিবে । আমার এই পরমপ্রিয় বস্তুটি আজি হইতে তোমার হইল । তিন রঘুনাথ আমার কাছে আছে । আজি হইতে এ ‘স্বরূপের রঘুনাথ’ নামে পরিচিত হইবে ।” স্বরূপও প্রভুর এই পরমপ্রিয় বস্তুটিকে পরমানন্দ মনে গ্রহণ করিলেন—

“স্বরূপ কহে—মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল ।

এত কহি রঘুনাথে পুন আনিগিল ॥” (ঐ)

রঘুনাথের ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত কঠোর বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠা দর্শনে প্রভু পরমানন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রাণসম প্রিয় গোবর্ধনশিলা ও গুজামালা প্রদান করিলেন ।

“শঙ্করারণ্য সরস্বতী স্নানাবন হৈতে আইলা ।

তাঁহা হৈতে সেই শিলা-মালা লঞা গেলা ॥

পাশ্বে গাঁথা গুজামালা, গোবর্দ্ধনের শিলা ।

দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা ॥

দুই অপূর্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা ।

স্মরণের কালে গলে পরে গুজামালা ॥

গোবর্দ্ধনের শিলা কভু হৃদয়ে নেত্র ধরে ।

কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু লয় শিরে ॥

নেত্রজলে সেই শিলা ভিজি নিরন্তর ।

শিলাকে কহেন প্রভু ‘কৃষ্ণ-কলেবর’ ॥

এই মত তিন বৎসর শিলা-মালা ধরিল ।

তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিল ॥

প্রভু কহে—এই শিলা ‘কৃষ্ণের বিগ্রহ’ ।

ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥

এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন ।

অচিরাতে পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

পরম বৈরাগী রঘুনাথ, রাজপুত্র হইয়াও সর্বত্যাগী—ভিক্ষুক । সুতরাং গিরিধারী-সেবার উপচার তিনি কোথায় পাইবেন ? বৈরাগীর প্ৰেম-বৈরাগ্যই গিরিধারী-সেবার শ্রেষ্ঠ উপচার, বাহ্য উপচারের অপেক্ষা নাই । তাই প্রভু সাত্ত্বিক পূজনের কথা বলিলেন এবং সাত্ত্বিক পূজাটিও বুঝাইয়া দিলেন—

“এক কুজা জল আর তুলসীমঞ্জরী ।

সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥

দুই দিকে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী ।

এই মত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥

শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আঞ্জা দিলা ।

আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥” (ঐ)

শ্রীপাদ স্বরূপ রঘুর গিরিধারী-সেবার সংক্ষিপ্ত উপচার তাঁহাকে দিলেন । রঘুনাথ পূজাকালে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দনের দর্শন পাইলেন । প্রভুর শ্রীহস্তপদন্ত বস্ত্র ভাবিয়া রঘুনাথের চিত্ত প্ৰেমরসে ভাসিয়া গেল । সাত্ত্বিক উপচারের সেবায় রঘুনাথের যে সুখোদয় হইল, ষোড়শোপচারে তাঁহা কখনই সম্ভবপর নহে ।

“একবিতস্তি দুই বস্ত্র, পিড়ি একখানি ।

স্বরূপগোসাঞি দিলেন কুজা আনিবারে পানী ॥

এইমত রঘুনাথ করেন পূজন ।

পূজাকালে দেখে শিলায় ‘ব্রজেন্দ্রনন্দন’ ॥

প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা ।

এত চিন্তি রঘুনাথ প্ৰেমে ভাসি গেল ॥

জলতুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয় ।

ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥” (ঐ)

প্রভুর কৃপায় রঘুনাথ যে তাঁহার পদন্ত শিলা-মালাই পাইলেন তাঁহাই নহে, পরন্তু প্রভুর এই শিলামালা দানের পুরুত অভিপ্রায়টিও বুঝিতে পারিলেন এবং আনন্দে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন ।

“শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমপিলা গোবর্দ্ধনে ।

গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকাচরণে ॥

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ ।

কায়-মনে সেবিলেন চৈতন্যচরণ ॥” (ঐ)

প্রভুর সীমাহীন করুণার স্মৃতি বুকে লইয়া রঘু কায়-মনে শ্রীচৈতন্যচরণ সার করিয়াছিলেন । সেই কৃপাময় প্রভু আজ রঘুনাথের চিত্তে উদিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে অধীর করিয়া তুলিতেছেন ।

ইতি শ্রীগৌরাঙ্গোদ্গত-বিবিধ-সদ্ভাব-কুসুম-
প্রভাজ্য-পদ্মাবলি-ললিতশাখং সুরতরুং ।
মুহূর্ত্যাহতিশ্রদ্ধৌষধিবর-বলং-পাঠসলিলৈ-
বলং সিঞ্চেন্নিদ্দেশং সরস-গুরু-তল্লোকন-ফলম্ ॥ ১২ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । শ্রীগৌরাঙ্গে সমুদ্গত বিবিধ শ্রেষ্ঠভাবরূপ কুসুমরাজির প্রভায় পরিশোভিত শ্লোকা-
বলিরূপ শাখা সমন্বিত এই শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুকে যিনি শ্রদ্ধারূপ শ্রেষ্ঠ ঔষধিদ্বারা সংশোধিত পাঠরূপ
সলিলে পুনঃ পুনঃ সেচন করিবেন— তিনি তাঁহার দর্শনরূপ রসময় শ্রেষ্ঠফল লাভ করিয়া ধন্য হইবেন ॥ ১২ ॥

টীকা । স্বয়ং স্তবন্ অন্য ভগবদ্ভক্তহিতাকাঙ্ক্ষিতাং ব্যাঞ্জয়ন্ স্তবন্ ফলমাহ ইতীতি যো জন
ইতি । এতৎ স্তোত্রম্ অতি শ্রদ্ধৌষধিবরবলং পাঠরূপ সলিলৈরলমত্যর্থং মুহূর্ত্যাহতি বারং বারং সিঞ্চেৎ স সরস
গুরু তল্লোকনফলং বিদ্দেশং প্রাপ্নুয়াদিত্যন্বয়ঃ । বিদ্দেশিতি প্রার্থনায়াম্ লিঙ্ । তস্য লোকনং তৎকর্তৃক
লোকনমিত্যর্থঃ । ততঃ সরসপদেন গুরুতল্লোকনপদস্য বিশেষণ সমাসঃ কিন্তু তৎ গৌরাঙ্গে উদ্গত
উপস্থিতো যো বিবিধ সদ্ভাবো নানাপ্রকার নিশ্চলপ্রমা স এব কুসুমং তস্য প্রভয়া কান্ত্যা ভ্রাজতি দেদীপ্য-
মানা পদ্মাবলিরেব ললিতা মনোহররূপা শাখা যস্য তম্ । অতি শ্রদ্ধা এব ঔষধিবর জনশোধক শ্রেষ্ঠৌষধি
বিশেষস্তেন বলন্তি নিশ্চলানি যানি পাঠরূপ সলিলানি তৈঃ শ্লেষার্থস্ত স্পষ্ট এব ॥ ১২ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পতরুঃ বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগৌরাঙ্গস্তব-কল্পতরু নামক এই স্তবের
ফলশ্রুতি লিখিতেছেন । শ্লোকাবলীই এই কল্পতরুর শাখা, যাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্মল প্রেমোখ বিচিত্র
ভাবরূপ কুসুমরাজির প্রভায় বা কান্তিতে পরিশোভিত । এই স্তবের প্রতিটি শ্লোকে বর্ণিত লীলাই শ্রীপাদ
রঘুনাথের সাক্ষাৎ অনুভূত । শ্রীগৌরসুন্দরের এই অত্যদ্ভুত চেষ্টাসমূহ শ্রীরাধার দিব্যোন্মাদ ভাব

“আমি অতি অভাজন, বেষ্টিত সম্পদ-বন,

দ্বিভাপ সে বনে দাবানল ।

স্বরূপের আশ্রয় দিয়া, করুণাতে উদ্ধারিয়া,

প্রকাশিলা আনন্দ প্রবল ॥

বক্ষে ধৃত গুঞ্জাহার, গোবর্দ্ধন-শিলা আর,

সঁপিলেন দয়া করি মোরে ।

এহেন দয়ার নিধি, হৃদয়ে উদয় যদি,

সে আনন্দ ধৈর্য্য কেবা ধরে ?” ১৯ ॥

হইতে সমুদ্রগত । ব্রজে অস্থিসন্ধি-বিয়োগ, কুর্মাকৃতি ইত্যাদি অনুভাবসমূহ যাহা শ্রীরাধারাগীতেও ব্যক্ত-রূপে প্রকাশিত বা দৃষ্ট হয় নাই, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুতে সুব্যক্ত হইয়াছে । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

॥ “কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার ।

সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার ॥

হস্ত-পদের সন্ধি যত বিতস্তি-প্রমাণে ।

সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে—চর্ম রহে স্থানে ॥

হস্ত পদ শির সব শরীর-ভিতরে ।

প্রবিষ্ট হয় কুর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে ॥

এই মত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ ।” (চৈঃ চঃ মধ্য-২য় পরিঃ)

শ্রীপাদ বলিতেছেন, যিনি শ্রদ্ধারূপ শ্রেষ্ঠ ঔষধিদ্বারা সংশোধিত পাঠরূপ জলে শ্রীগৌরাঙ্গের বিচিত্র ভাবরূপ কুসুমরাজি-শোভিত শ্লোকাবলিরূপ শাখা সমন্বিত এই শ্রীগৌরাঙ্গস্বব-কল্পতরুকে বার বার সিঞ্চন করিবেন, অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের সহিত যিনি ইহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শনরূপ শ্রেষ্ঠ রসময় ফল লাভে ধন্য হইবেন ।

শ্রীভগবানের অলৌকিক লীলায় বা চেষ্টায় এবং ভক্তির অচিন্ত্য শক্তিতে বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা । এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বা ভজনের অধিকার আনয়ন করে । শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, “আদৌ শ্রদ্ধা” (ভঃ রঃ সিঃ ১৪১৫) “আদৌ প্রথমে সাধুসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্রদ্ধা তদর্থ-বিশ্বাসঃ ।” (ঐ টীকা শ্রীজীব-পাদ) অর্থাৎ সৎসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ করত শ্রীভগবান্ ও ভক্তির অচিন্ত্য বা অলৌকিক শক্তিতে অটুট বিশ্বাসের নামই শ্রদ্ধা । ভক্তিসাধনার পুথমেই শ্রদ্ধার পুয়োজন । “শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ।” (চৈঃ চঃ) ভক্তিশাস্ত্রে যথার্থ প্রতীতি, শাস্ত্র, গুরু ও সাধুবাণীতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, যজ্ঞের সহিত তদর্থ অনুভবের চেষ্টা এবং সমাধানাত্মক যুক্তি । তাৎপর্য এই যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর তিনদ্বার রুদ্ধ অবস্থায় সিংহদ্বারে গমন, অস্থিসন্ধি-বিয়োগ, কুর্মাকৃতি অনুভাব, নয়নে পিচ্কারীর ধারার ন্যায় অশ্রুপ্রবাহ—ইত্যাদিকে সাধারণ মানববুদ্ধিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নহে । কেননা এইসব অদ্ভুত ও অলৌকিক ব্যাপারসমূহ প্রকৃতই শাস্ত্র-লোকাতীত । কিন্তু এগুলি প্রতীতিই মহানুভব পার্শ্বদর্শনের দ্বারা সাক্ষাৎ দৃষ্ট, অনুভূত এবং তাঁহাদের দ্বারাই বর্ণিত । সুতরাং সবই বর্ণে বর্ণে সত্য, অতএব ইহাতে সন্দিহান হওয়ার কোন বৈধ কারণ নাই । ভগবদ্দেহ চিদানন্দময়, তাহা কখনই জড়প্রকৃতির নিয়মাধীন নহে । সুতরাং ইহাতে তর্ক-প্রয়োগ করা সমীচীন নহে । “অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ় । বিশ্বাসে পাইয়ে—তর্কে হয় বহুদূর ॥ অতএব অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা পুলাপ শুনিয়া । তর্ক না করিহ শুন বিশ্বাস করিয়া ॥” (চৈঃ চঃ)

অথ শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষা

শ্রীশ্রীগান্ধর্বী-গিরিধরাভ্যাং নমঃ

গুরো গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সূজনে ভূ-সুর-গণে
স্বমন্ত্রে শ্রীনাগ্নি ব্রজ-নবযুবদ্বন্দ্ব-শরণে ।
সদা দন্তং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
ময়ে স্বাস্তব্রাতশ্চটুভিরভিষাচে ধৃতপদঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । ওহে ব্রাতঃ মন ! আমি তোমার চরণে ধরিয়া চাটুর্বাক্যে প্রার্থনা করিতেছি,—
তুমি সদা দন্ত পরিত্যাগ করত শ্রীগুরুদেবে, শ্রীব্রজধামে, ব্রজবাসীগণে, সূজনে বা বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণগণে,
স্বীয় দীক্ষামন্ত্রে, শ্রীহরিনামে, ব্রজের নবতরুণ যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণাশ্রয়ে সমধিকভাবে অপূর্ব্ব
রতি বা অনুরাগ বিধান কর ॥ ১ ॥

টীকা । লোকহিতৈষিতয়া স্বমনঃশিক্ষামিষেণ অন্যান্ প্রত্যাশদিশতি গুরাবিত্যাদি সমমি-
ত্যন্তেকাদশ পদ্যেন । অয়ে ইতি কোমল সম্বোধনে । অয়ে স্বাস্তঃ হে মনঃ হে ব্রাতঃ হিতোপদেশযোগ্য
ধৃতপদো গৃহীতচরণঃ সন্ চটুভিঃ কাতর্যোক্তিভিরভিষাচে প্রার্থয়ে । যাচনমেবাহ গুরাবিত্যাদি । এষু
দন্তমহঙ্কারং হিত্বা ত্যক্ত্বা অপূর্ব্ব মতিতরামন্যনিরপেক্ষত্বেনাতিশয়িতাং রতিং ভক্তিং কুরু । ন বিদ্যতে
পূর্ব্ব । জ্যেষ্ঠ আদ্যো যস্যাস্তাম্ অতুল্যামিতি যাবৎ তথাচ মেদিনী । পূর্ব্বন্ত পূর্ব্বজেহপি স্যাৎ পূর্ব্বঃ

তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন,— এই শ্রীগৌরাস্তবকল্পতরু শ্রদ্ধারূপ ঔষধিদ্বারা শোধিত পাঠরূপ জলে
সিদ্ধিত হইলে অচিরায় শ্রীগৌরাজের দর্শনরূপ শ্রেষ্ঠ ও রসময় ফল প্রসব করিবেন । যে রসময় ফলের
অফুরন্ত আশ্বাদ প্রাপ্ত হইয়া মানবাত্মা অনন্তকালের জন্য ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন ।

“স্তবকল্পরক্ষ হয় ইহার আখ্যান ।

ইহা যেই পাঠ-জলে সিঞ্জে ভাগ্যবান্ ॥

শ্রদ্ধা সহ করে যেই পাঠ অবিরত ।

শ্রীগৌরাজ-প্রেমে সেই হয় উনমত ॥

পঠনে শ্রবণে হয় বিদ্ব-বিনাশন ।

অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ ॥”

॥ ইতি শ্রীশ্রীগৌরাজ-স্তবকল্পতরুর শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ২ ॥

প্রাগাদ্যোস্তিতিবিত্তি । রতি-বিষয়মাহ । গুরৌ গুরুগেহাগতঃ শিষ্যোভূত্যবৎ প্রচরেৎ সদেত্যাদি দিশা ভূত্যবৎ পরিচর্য্যয়া । গোষ্ঠে ব্রজে অন্যত্র কুরাপি স্থিত্বা ভজিষ্যামি ভজনমেব তাৎপর্য্যং কিং ব্রজবাসেনে-
 ত্যাদি বিরুদ্ধমতিত্যাগপূর্ব্বক বাসেন । গোষ্ঠালয়িষু ব্রজবাসিষু অহং সদাচারী সদা ভগবন্তজনানুসন্ধান-
 বান্ অসৌ পুনরেতদ্রহিতং কিমনেন সঙ্গতোতি কুমতি ত্যাগপূর্ব্বকং তদালোকন তৎপ্রার্থনাদিনা । সুজনে
 বৈষ্ণবজনে অহমেমৌহপি ভগবন্ত ইত্যুভাবহপি তুল্যাবিতি মতিরাহিত্যেন ভুসুরগণে ব্রাহ্মগণে । স্বপাক-
 মিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবমিত্যাদ্যুপপন্ন হেয়তা বুদ্ধিত্যাগেন । ননু স্বপাকমিবেত্যাদিনা তদর্শনমপি
 নিষিদ্ধং কুতস্তত্র রতেঃ কৰ্ত্তব্যতা । উচ্যতে । বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ । দ্রুতং
 বহুশপত্তং বা নমস্করুত নিতাশ ইতি শ্রীমভাগবতীয় বচনৈক বাক্যদ্বায় স্বপাকমিত্যেনোসক্তিপূর্ব্বকং
 দর্শনং নিষিদ্ধং নতু তত্র হেয়বুদ্ধিঃ কৰ্ত্তব্য ইতি । স্বমন্ত্রে স্বস্ব দীক্ষিতমস্তৌ । তথাবিধি-নিষেধৌ তু মুক্তং
 নৈবোপসর্পত ইত্যাদিনা নিষিদ্ধস্য বিধিমার্গান্তঃপাতিনো মন্তস্য জপেনালমিতি দুরভিসন্ধিত্যাগেন । শ্রীকৃষ্ণা-
 কৰ্ষকস্য মন্তস্য তদ্বিষয় প্রেমমূলত্বাৎ সৰ্ব্বথা জপব্য এবেতি ভাবঃ । এতেনাধুনিকমতং দূরতঃ পরাস্তম্ ।
 শ্রীনাগ্নিন সাক্ষাৎ প্রেমসাধকং ধ্যানাদিকং তাক্দ্ৰা কিমনেন নাম-সংকীৰ্ত্তনেন ইত্যচ্ছ স্বলমতিং তাক্দ্ৰা
 তত্র পরমাবিষ্টা । নামসংকীৰ্ত্তনং প্রেমপ্রাপ্তিদ্বারমিতি ভাবঃ । ব্রজমবযুবদ্বন্দ্বশরণে ব্রজস্য নবযুবদ্বন্দ্বং
 তত্তু শরণং স্বপ্রেমধনদানেন রক্ষিতুগি যথা তরোমূল-নিষেচনেন ইত্যাদি দিশা কৃষ্ণস্য ভজনেনৈব সৰ্ব্বং
 ভবেৎ কিমনেন রাধিকভজনপ্রযত্নেনেত্যাদি কুমন্তগা ত্যাগেন । বিনা রাধাপ্রসাদেন হরিভক্তিঃ সুদুর্লভে-
 ত্যাদিনা রাধাভজনেনৈব তৎপ্রসাদ ইতি ভাবঃ । ততদ্বিষয়কুতর্কপ্রকটনমেব দম্ব ইতি দিক্ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পার্শ্বদ হইয়াও নিজের বিশুদ্ধ
 সত্ত্বময় পরমানুরাগী মনকে উপদেশ দেওয়ার ছলে সাধক-জগতকে ব্রজভজনের পরিপাটী শিক্ষা দেওয়ার
 নিমিত্ত এই ‘মনঃশিক্ষা’ স্তব প্রকাশ করিয়াছেন । এই মনঃশিক্ষায় যে সব সারণ্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে,
 ইহার যথাযথ আচরণ করিতে পারিলে ইহা হাতে ধরিয়া সাধককে অভীষ্টের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া
 দিবে । সুতরাং ব্রজরসের উপাসকগণের পক্ষে শ্রীপাদের এই মনঃশিক্ষা স্তবের উত্তমরূপে অনুশীলন এবং
 ইহাকে কণ্ঠহার করিয়া রাখা কৰ্ত্তব্য ।

ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন সাধন-ভজনের মূল সহায় । বিষয়ী জীবের মন বিষয়নিষ্ঠ ও স্বভাবতই
 অতিশয় চঞ্চল । গীতার শ্রীঅর্জুন শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন—

“চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।”

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥” (গীতা-৬।৩৪)

“হে কৃষ্ণ ! মন স্বভাবতই চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপজনক, মহাশক্তিশালী, দৃঢ় অর্থাৎ অনমনীয়,
 বায়ুকে কুন্তকাদির দ্বারা যেমন দেহমধ্যে আবদ্ধ রাখা অতি দুঃসাধ্য, মনকে নিরোধ করাও আমি সেই-
 রূপ দুষ্কর বলিয়া মনে করি ।” শ্রীভগবানও অর্জুনের এই যুক্তিকে একবাক্যে স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

“অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।

অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥” (গীতা ঐ-৩৫)

শ্রীভগবান্ বলিলেন—“হে মহাবাহো ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, উহাকে নিরোধ করা দুষ্কর, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু হে কৌন্তেয় ! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ক্রমশঃ উহাকে বশীভূত করা যায় ।” মহাশক্তিশালী ও দুর্জয় এই মনকে প্রযত্নশীল সাধক বুঝাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবেন । আমাদের মনে যে কোন চিন্তাপ্রবাহ উদিত হয়, তাহাই চিত্তে একটি সংস্কার রাখিয়া যায় । এই সংস্কারগুলির সমষ্টিই আমাদের স্বভাব । আমাদের বর্তমান স্বভাব যেমন পূর্ববর্তি অভ্যাসের ফল, তদ্রূপ পরবর্তি স্বভাব হইবে বর্তমান অভ্যাসের ফল । তাই জড়ীয় প্রাকৃত সংস্কার ত্যাগ করিয়া চিন্ময় সংস্কার আয়ত্ত করিতে হইলে দূরন্ত মনকে বুঝাইয়া ক্রমশঃ ভজনপথে পরিচালিত করিতে হইবে, ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ অতি কোমল সন্মোদনে বলিতেছেন—‘অরে ভ্রাতঃ মন ! তোমার চরণে ধরিয়া চাটুবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি, আমার বাক্য শ্রবণ কর । প্রথমতঃ তুমি সদাকালের জন্য দন্ত ত্যাগ কর ।’ অহঙ্কার, কাপট্য, অসারল্য ইত্যাদি দন্ত শব্দের বাচ্য । জড়ীয় দেহ-দৈহিকাদির অভিমান আমাদের অনন্ত-জন্মের সংস্কার । ইহা ভক্তিসাধনার অত্যন্ত অন্তরায় বা প্রতিযোগী । “অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাবো সেই দীন, রুখা তার অশেষ ভাবনা ।” (প্রেঃ ভঃ চঃ) অহঙ্কার নাশের জন্যই সাধকগণ দৈন্যের সাধনা করেন এবং এই জন্যই দৈন্যকে ভক্তি-সাধনার প্রাণবন্ত বলি হয় । কাপট্য বা অসারল্য (অতরে এক বাহিরে আর এক) ইহাও ভক্তিসাধনার প্রবল বাধা । কুটিলচিত্ত ব্যক্তিকে তত্ত্ব ও ভগবান্ কখনই রূপা করিতে ইচ্ছা করেন না । তাই শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘হে মন ! তুমি সদাকালের জন্য ভজনের প্রবল অন্তরায় দন্তকে ত্যাগ করিয়া কয়েকটি স্থানে পরমানুরক্তি বিধান কর ।’

প্রথমতঃ বলিতেছেন,—‘হে মন ! শ্রীগুরুদেবে অর্থাৎ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুতে অতুলনীয় ও সমধিক রতি বা অনুরাগ বিধান কর ।’ শ্রীভগবানের কারুণ্যঘন বিগ্রহই শ্রীগুরু । তরল জল যেমন ঘনীভূত হইয়া বরফের আকার ধারণ করত শৈত্যাদি গুণ সমন্বিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীভগবানের করুণা ঘনীভূত হইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করত শ্রীগুরুরূপে জীবের কল্যাণার্থে বিধে প্রকটিত হইয়া সমধিক কারুণ্যাদি গুণ বিস্তার করিয়া থাকেন । তাই নিজের চেষ্টায় বা সাধন-ভজনের দ্বারা দুস্ত্যজ বা অপ্রতিকার্য যে সকল অনর্থ, শ্রীগুরুসেবার দ্বারা সাধক সেই সব অনর্থ অনাগ্রাসে জয় করত ভজনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন । “তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্বনানাপ্রতীকারদুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মূলম্ ।” (ভক্তিসন্দর্ভঃ-২৩৭-অনুঃ) অর্থাৎ নানা প্রতীকারের দ্বারা দুস্ত্যজ যে অনর্থসমূহ তাহাদের নাশবিষয়ে এবং পরম ভগবৎ প্রসাদ বা করুণার সিদ্ধি বিষয়ে শ্রীগুরুর প্রসন্নতা একমাত্র মূল কারণ ।

প্রবল শক্তিশালী বা প্রগতিশীল ভক্তি-সাধনায় প্রেম লাভের পথে প্রবল অন্তরায় অপরাধাদি হইতে জাত অনর্থরাশি। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—“অন্তরায় নাহি যায়, এই সে পরম ভয়।” শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—এক একটি উপায়ের দ্বারা এক একটি অনর্থকে জয় করা যায়, কিন্তু যুগপৎ সমস্ত অনর্থকে জয় করার একটি মাত্রই উপায়—শ্রীগুরু পাদপদ্মে ভক্তি।

“অসঙ্কল্পাজ্ঞয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ।

অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তদ্বাবমর্শনাৎ ॥

আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া।

যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদানীহয়া ॥

কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা।

আত্মজং যোগবীর্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া ॥

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বধোপশমেন চ।

এতৎ সর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষোহ্যজসা জাযৎ ॥”

(ভাঃ-৭।১৫।২২-২৫)

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বলিলেন—কাম জয় করিতে হইলে সঙ্কল্পবর্জিত হওয়া চাই অর্থাৎ নিঃশেষরূপে বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে কাম জয় হয়। ক্রোধ জয় করিতে হইলে কাম বিবর্জন করা চাই, কারণ কামই প্রতিহত হইয়া ক্রোধ হয়। অর্থে অনর্থ দৃষ্টি, অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু মাগ্বেই অনর্থ জানি হইলে লোভ জয় করা যায়। তদ্বিচারে ভয় দূরীভূত হয়। আন্বীক্ষিকী জ্ঞান বা পুরুতিপুরুষ বিবেকের উদয়ে শোক-মোহ পরাজয় হয়। মহৎ-সেবায় দম্ভ জয় হয়। মৌনব্রত সিদ্ধ হইলে মনের একাগ্রতা হয়। কামচেষ্টা ত্যাগ করিলে হিংসা দূরীভূত হয়। কৃপাশূণ্যে আধিভৌতিক, সমাধিবলে আধিদৈবিক এবং অষ্টাঙ্গযোগে আধ্যাত্মিক ক্লেশ নাশ হয়। সত্ত্বগুণ বর্ধিত হইলে নিদ্রা জয় ও রজস্তম জয় হয়। উপশম সাধনে সত্ত্ব জয় হয়। কিন্তু একমাত্র গুরুভক্তির দ্বারা মনুষ্য এই সমূহ অনর্থ অনায়াসেই জয় করিতে সক্ষম হয়।

এক্ষণে শ্রীগুরুদেবে সমধিক এবং অপূর্বরতি বা অনুরাগ বিধানের প্রকার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসম্ভর্ষে শরণাগতির প্রকার বর্ণনার পর লিখিয়াছেন—“তত্ত্ব যদ্যপি শরণাপত্তৌব সর্বং সিদ্ধ্যতি, শরণং তং প্রপন্না যে ধ্যানযোগবিবর্জিতাঃ। তে বৈ মৃত্যুমতি-ক্রম্য যান্তি তদ্বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ইতি-গারুড়োৎ, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্ত্যেতৎ ততঃ ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেশটুণাং ভগবন্মন্ত্রোপদেশটুণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ” (ভঃ সঃ-২৩৭ অনুঃ)

অর্থাৎ যদ্যপি শরণাপত্তিদ্বারাই সকল ভজনাদি সিদ্ধ হয়, যেহেতু গরুড়পুরাণে উল্লেখ আছে,—“মাহারা ভগবানের শরণাগত, তাহারা ধ্যানযোগ বিনাও মৃত্যুময় সংসার অতিক্রম করিয়া থাকে এবং

‘বিষ্ণুলোকে গমন করে এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।’ তথাপি ভজমানুষ্ঠানে বা ভজনরসাস্বাদনের বৈশিষ্ট্য লাভের যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি যদি সমর্থ হন, তাহা হইলে ভগবৎ-প্রতিপাদক শাস্ত্রোপদেশটা অথবা ভগবন্তোপদেশটা শ্রীগুরুচরণের নিত্যই বিশেষভাবে সেবা করিবেন।

এখানে ‘বিশেষভাবে’ সেবা বলিলে ‘সামান্যভাবে’ সেবার কথাও স্মরণ হয়। যেস্থলে ভগবৎ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চনাदि ভক্ত্যঙ্গসমূহ মুখ্য বা অঙ্গী হইয়া শ্রীগুরুসেবাটি অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়— তাহাই সামান্যভাবে গুরুসেবা। ইহাতেও শ্রীগুরুর প্রসন্নতাক্ষে ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু যেস্থলে শ্রীগুরুকে প্রত্যক্ষ বিষয় করিয়া শ্রীগুরুর সেবাটি মুখ্য অঙ্গী হইয়া ভগবৎ শ্রবণ, কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গসমূহ শ্রীগুরু-পরিচর্যার আনুসঙ্গিক বা অঙ্গরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই **বিশেষভাবে গুরু-সেবা**। ইহাতে শ্রীগুরুর বিশেষ প্রসন্নতার সঙ্গে শ্রীভগবানেরও সবিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিয়া সাধক ধন্য হন। তাই শ্রীজীব লিখিয়াছেন (ভঃ সং-ঐ) “তস্মাদন্যাত্তগবদ্ভজনমপি নাপেক্ষতে” অর্থাৎ “শ্রীগুরু-চরণানুরাগী ভক্তের অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা নাই। কারণ এই প্রকার বিশেষ গুরুসেবার দ্বারা শ্রীভগবানের নিজ সেবা অপেক্ষাও গুরুনিষ্ঠ সাধকে শ্রীভগবানের সমধিক প্রসন্নতা বা করুণার কথা জানা যায়। শ্রীজীব তাই এই মর্মে পদ্মপুরাণ হইতে দেবহুতি-স্তবের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“ভক্তিযথা হরৌ মেহন্তি তদ্বরিষ্ঠা গুরৌ যদি।

যমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরি ॥”

অর্থাৎ ‘শ্রীহরিতে আমার যে পরিমাণে ভক্তি আছে, শ্রীগুরুদেবে যদি তাহা হইতে অধিক ভক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যতার ফলে শ্রীহরি আমায় দর্শন দান করুন।’ তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—

“শ্রীগুরু-চরণপদ্য, কেবল ভকতি-সদ্য,

বন্দে। মুই সাবধান সনে।

যাহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,

কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে ॥

গুরু-মুখপদ্য-বাক্য, হৃদি করি মহাশঙ্কা,

আর না করিহ মনে আশা।

শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা গতি,

যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা ॥”

শ্রীমৎ দাসগোস্বামিপাদের মতে শ্রীগুরুদেবে ইহাই সমধিক ও অপূর্ব রতি বা অনুরাগ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীব্রজধামেও তদ্রূপ সমধিক ও অপূর্ব অনুরাগ কামনা করিতেছেন । শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে অনার্যাসে প্রেমসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ মহাবীর্যশালী যে সাধন-পঞ্চকের (সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত-শ্রবণ, নাম-সঙ্কীৰ্তন ও ব্রজবাস) কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রজবাস তাহাদের অন্যতম ॥ কারণ—

“অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলম্ ।

মুক্তিঃ প্রার্থ্যা হরেভক্তির্মথুরায়ান্ত লভ্যতে ॥

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী ।

দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥” (পদ্মপুরাণ)

“অন্যান্য পুণ্যতীর্থে বাসের মহাফল মুক্তিই, কিন্তু মুক্তদিগেরও প্রার্থনীয় হরিভক্তি মথুরাতেই লভ্য হয় । অহো ! ধন্যা মধুপুরী গোলোক, বৈকুণ্ঠাদি অপেক্ষাও গরীয়সী যেহেতু তাহাতে একদিন মাত্র বসবাস করিলেও শ্রীহরিভক্তির উদয় হয় ।” কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীগোস্বামিপাদ ব্রজবাসের অপরিহার্য বিধান দিয়াছেন—“কুৰ্যাদাসং ব্রজে সদা ।” দেহের সহিত ব্রজবাসে যাঁহারা অক্লম, অন্ততঃ মনের দ্বারাও তাঁহাদিগকে ব্রজবাসের উপদেশ দেওয়া হইতেছে । কিন্তু শ্রীধামবাসিগণকে শ্রীধামের তত্ত্ব জানিয়াই ধামের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা বা অনুরাগের সঙ্গে ব্রজবাস করিতে হয় নচেৎ চিন্ময়ধামে জড় জগতের সাদৃশ্যাদি কল্পনা করিলে ধামাপরাধবশতঃ ধামবাস সফলিত হয় না । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“সর্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোকধাম ।

শ্রীগোলোকি স্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম ॥

সর্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণতনু-সম ।

উপর্যধো ব্যাপী আছে—নাহিক নিয়ম ॥

ব্রজাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় ।

একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায় ॥

চিন্তামণি তুমি, কল্পরক্ষময় বন ।

চন্দ্রমুখ দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥

প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপ-প্রকাশ ।

গোপ-গোপী সঙ্গে যাহা কৃষ্ণের বিলাস ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিঃ)

অপ্রাকৃত বস্তু কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না । এই জন্যই বিশ্বমানবের প্রতি কল্পনা করিয়া শ্রীধাম অপ্রাকৃত তত্ত্ব হইয়াও প্রাকৃত বিশ্বের রূপ অঙ্গীকার করিয়া বিরাজ করিতেছেন । এইরূপ বিশ্বাস লইয়াই ভক্তি বা অনুরাগের সহিত আমাদের ধামবাস করিতে হইবে নচেৎ ধামাপরাধ অবশ্যস্তাবী । কারণ যে বস্তুর স্বরূপ যাহা, তাহাকে নিষ্কণ্ট কোন অন্য বস্তুর মত চিন্তা করাই সেই

বস্তুর প্রতি অপরাধ । শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব-সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা থাকিলে পরমানুরক্তির সহিত ধামবাসে আমরা ধন্য হইতে পারি, কারণ ধামে অনুরক্তিই পরম-পুরুষার্থ । শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী-পাদ লিখিয়াছেন—

“রাধামুরলিমনোহর-চরণবিলাসেন ধন্যায়াম্ ।

স্বন্দাবনভূবি মন্যে পরমপুমর্থো মনাগপি প্রণয়ঃ ॥” (রঃ মঃ ৪১৬৫)

“শ্রীরাধা-মুরলী-মনোহরের চরণবিলাসদ্বারা ধন্য এই শ্রীস্বন্দাবন ভূমিতে যদি কিঞ্চিৎপ্রাণও প্রণয় হয়, তবে তাহাই পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করি ।” শ্রীস্বন্দাবনের প্রতি প্রণয়শীল শ্রীল সরস্বতী-পাদ রজভক্তি ও শ্রীব্রজবাসের অদ্ভুত নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

“শ্রীরাধামুরলীধর বরধন স্বন্দাবনে বরং ক্রিমিকঃ ।

ভগবৎ-পার্ষদমুখ্যোহপ্যান্যত্রাহং ন চোৎসহে ভবিতুম্ ॥

সব্বদুঃখদশা ঘোরা বরং স্বন্দাবনেহস্ত মে ।

প্রাকৃতাহপ্রাকৃতাহশেষবিভূতিরপি নান্যতঃ ॥

পশুরেকঃ খগ একতৃণমেকং রেণুরেকৌ বা ।

শ্যামরসান্ধুতবন্যে স্বন্দারণ্যে ভবাম্যহং ধন্যঃ ॥” (রঃ মঃ-৪১৬৭, ৬১, ৬৪)

“শ্রীরাধা-মুরলীধরের শ্রেষ্ঠধন এই শ্রীস্বন্দাবনে বরং ক্ষুদ্র ক্রিমিও হইতে ইচ্ছা করি, তথাপি অন্যত্র ভগবৎ-পার্ষদ শ্রেষ্ঠ হইতেও আমার উৎসাহ নাই । শ্রীস্বন্দাবনে আমার ঘোরতর দুঃখ-দুর্দশাশাশি আসুক, তথাপি অন্যত্র প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত নিখিল ঐশ্বর্যও আমি প্রার্থনা করি না । শ্যামরসময় অদ্ভুত বনরাজি-স্বুত শ্রীস্বন্দাবনে একটি পশু, একটি পক্ষী, এক খণ্ড তৃণ অথবা একটি রেণুকা হইয়াও আমি ধন্য হইব ।”

শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজবাসিগণেও তদ্রূপ অপূর্ব বা অতুলনীয় রতি কামনা করিতেছেন । এখানে ব্রজবাসিগণ বলিতে ব্যাপকার্থে ব্রজধামে বসবাস করিতেছেন যাঁহারা, তাঁহাদিগকেই বুঝাইতেছে । শান্ত ও মহাজনগণ বলেন, শ্রীধাম চিন্ময়তত্ত্ব হইয়াও বিশ্বজীবের প্রতি কৃপা করিয়া যেমন জড়জগতের রূপকে অঙ্গীকার করিয়া আছেন, তদ্রূপ ধামবাসিগণও চিন্ময়তত্ত্ব হইয়াও প্রাকৃত বিশ্বজীবের স্বভাবকে অঙ্গীকার করিয়া রহিয়াছেন । সুতরাং ব্রজবাসিগণের মধ্যে দুর্জন-সুন্ম কোন অনাচারাদি দৃষ্ট হইলেও তাহা দৃষ্টারই ইন্দ্রিয়াদির বা মন, বুদ্ধির দৃষ্টতা ভাবিয়া তাঁহাদের প্রতি পরম ভক্তিমানই থাকিতে হইবে । “স্বন্দাটবী বিমল-চিন্ময়-সত্ত্বস্বন্দা স্বন্দারক প্রবরস্বন্দ-মুনীন্দ-বন্দ্যা” (রঃ মঃ-১১৪৪) “এই শ্রীস্বন্দাটবীতে যাঁহারা বসবাস করেন, তাঁহারা সকলেই বিমল ও চিন্ময় দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন । দেবতা ও মুনীস্বন্দ তাঁহাদের বন্দনা করিয়া থাকেন ।” তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ পরম ভক্তিভরে ব্রজবাসী স্বাবর-জঙ্গমের সেবা কামনা করিয়াছেন—(রঃ মঃ-১১৬১)

“সেবা বৃন্দাবনস্থ-স্থির-চর-নিকরেশ্ববস্ত্র মে হন্ত কেবা
 দেবা ব্রহ্মাদয়ঃ স্যু স্তত উরুমহিতা বল্লভা যে ব্রজেন্দোঃ ।
 এতে হ্যদ্বৈত সচ্চিদ্রসঘনবপুষোদূরদূরাতিদূর-
 স্ফুজ্জগ্মাহাব্রন্দা বৃহদুপনিষানন্দজানন্দ-কন্দাঃ ॥”

“শ্রীবৃন্দাবনস্থ স্থাবর-জঙ্গমের সেবা আমার লাভ হউক। অহো! যাঁহারা গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্বভাবতই অতি প্রিয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ হইতেও তাঁহারা অধিকতর পূজার্থ। এই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-গণ অদ্বয় সচ্চিদানন্দ ঘনমূর্তি, ইহাদের মহামহিমা দূরাতিদূরে অর্থাৎ মানববুদ্ধির অগোচরে স্ফুটিপ্রাপ্ত হইতেছেন। ইহারা মহোপনিষদসমূহেরও আনন্দজনক যে মহানন্দরাশি তাহার কন্দ বা মূলবীজস্বরূপা ॥”

তদ্রূপ সূজন বা শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রতিও সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিতে মনকে অনুরোধ করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ। ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তের প্রতি সমধিক অনুরাগ অপরিহার্য। “মহৎকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়” “অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়” ইত্যাদি সাধুবাণী হইতে জানা যায়—ভগবৎ-পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভের একমাত্র ও অব্যভিচারী উপায় মহতের করুণা। ভগবৎকৃপা মহৎসঙ্গ বা মহৎকৃপাকে বাহন করিয়াই জীবান্তরে সংক্রমিত হয়, স্বতন্ত্রভাবে হয় না। প্রসন্ন হইতে পারে, শ্রীভগবানের করুণা হইলে তো শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তি সজ্জাত হইতে পারে, ইহাতে মহৎসঙ্গ বা মহৎকৃপার এত অপেক্ষা কেন? এর উত্তরে শাস্ত্র ও মহাজনগণ বলেন, ভগবৎ-কৃপাই ভক্তি লাভের মুখ্য কারণ বা স্বতঃসিদ্ধ উপায় হইলেও ভগবদুন্মুখকারিণী ভগবৎ-কৃপা এই বিশ্বে সাধুর মূর্তি ধারণ করিয়াই আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া থাকেন। “সন্ত এবানুগ্রহো যস্য সঃ। তবানুগ্রহো যঃ প্রাপঞ্চিকে চরতি স তদাকারতয়েব চরতি নান্যরূপতয়েত্যর্থঃ” (ভক্তিসন্দর্ভঃ-১৮০ অনুঃ) অর্থাৎ “হে ভগবন্! সাধুগণই আপনার মূর্তিমান্ অনুগ্রহ, আপনার যে অনুগ্রহ প্রাপঞ্চিক বিশ্বে বিচরণ করেন, তাহা সাধুর আকার ধারণ করিয়াই বিচরণ করিয়া থাকেন, অন্যরূপে নহে।” সুতরাং এই সাক্ষাৎ ভগবৎ-করুণার মূর্তি সাধুকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীভগবানের পরোক্ষ করুণার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এইজন্য শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্ত উদ্ধবের প্রতি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—“মন্ত্তপূজাত্যধিকা” (ভাঃ-১১।১৯।২১) “অত্যধিকা মৎসন্তোষবিশেষঃ জ্ঞাত্বা মৎপূজাতোহপীত্যর্থঃ” অর্থাৎ “ভক্তপূজায় আমার বিশেষ সন্তোষ জানিয়া আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজায় অধিক অনুরাগ বিস্তার করিতে হইবে।” কারণ ভক্তকে শ্রীভগবান্ যতখানি আকাঙ্ক্ষা করেন, নিজেকে ততটা করেন না। শ্রীভগবানের স্বরূপানন্দ অপেক্ষা ভক্তের হৃদয়গত ভক্ত্যানন্দ তাঁহার অতি স্পৃহনীয় ও আকর্ষণীয় হইয়া থাকে।

“নাহমাশ্রয়মাশাসে মন্ত্তৈঃ সাধুভির্বিনা।

প্রিয়ং চাত্যন্তিকীং বুজ্জন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥” (ভাঃ-৯।৪।৬৪)

শ্রীভগবান্ দুর্বাসা ঋষির প্রতি বলিলেন—“হে ব্রহ্মণ্ ! যাঁহাদের আমিই একমাত্র গতি, সেই সকল সাধু ভক্তগণকে আমি যতখানি কামনা করি, নিজেকে এবং আমার ষড়বিধ ঐশ্বর্যকেও সেরূপ কামনা করি না ।” তাই—

“সিদ্ধিৰ্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনাম্ ।

ন সংশয়োহত্র তদন্তপরিচর্য্যারতান্নাম্ ॥” (শাণ্ডিল্যস্মৃতি)

অর্থাৎ “অচ্যুত-সেবাপরায়ণগণের প্রেমসিদ্ধি হয় কি না হয় এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু তদীয় ভক্তগণের পরিচর্য্যারন্তে ব্যক্তিগণের প্রেমসিদ্ধি-বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না ।” ‘তস্মাদ্বিষ্ণু-প্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ’ সূত্রাৎ ‘বিষ্ণুর ঐকান্তিকী প্রসাদ কামনায় বৈষ্ণবগণকে অনুরাগময় সেবাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করিবে ।’ শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

“যৎসেবয়া ভগবতঃ কুটস্থস্য মধুদ্রিষঃ ।

রতিরাসো ভবেত্তীর্থঃ পাদয়োর্ব্যসনাদর্শনঃ ॥” (ভাঃ-৩।৭।১৯)

অর্থাৎ ‘যে মহৎগণের সেবায় সংসারক্লেশ-নাশক শ্রীমধুসূদনের শ্রীপাদপদ্মে স্বাভাবিক প্রেমাৎ-সব সজ্জাত হইয়া থাকে ।’ মহৎসজ বা মহৎসেবা বলিতে অনুরাগের সহিত কায়-মনো-বাক্যে মহৎগণের পরিচর্য্যাদি পূর্বক তাঁহাদের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণাদি করিয়া তাহার মনন, সাধুগণের আচরণাদির অনুসরণ, তাঁহাদের উপদেশানুসারে সাধন-ভজন করাই বুঝায় । আজকাল মহৎসেবা বা বৈষ্ণবসেবা বলিতে আমরা স্বাহা বুঝি, তাহা বৈষ্ণবগণকে কিছু অর্থ বা অন্ন-বস্ত্রাদি দান, মহোৎসবে আমন্ত্রিত বৈষ্ণবগণকে খেচরান্ন ভোজনাদিই হইয়া থাকে এবং সেই মহোৎসবাদিতেও যেরূপ মনোরতির পরিচয় দিয়া থাকি অর্থাৎ মর্যাদাবিশিষ্টদের অপেক্ষা কাণ্ডাল বৈষ্ণবগণকে অবজ্ঞাপূর্বক হীনমর্যাদা করিয়া ভোজ্য দান করিয়া যে বৈষ্ণবসেবা করিলাম বলিয়া মনে করি, তাহাই কি “মদন্তপূজ্যাভ্যধিকা” “রতিরাসো-ভবেত্তীর্থঃ” বাণীর অনুরূপ বৈষ্ণবসেবা ? সুধীগণ একবার বিচার করিয়া দেখিবেন ।

নারদ-পঞ্চরাত্র বলিয়াছেন—“বৈষ্ণবানাং পরাভক্তিঃ” অর্থাৎ পরমাভক্তির সহিত বৈষ্ণবগণের সেবা করিবে । শ্রীমৎ রূপগোপ্বামিপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“যাবন্তি ভগবন্ত্তেরঙ্গানি কথিতানিহ ।

প্রাপ্তস্তাবন্তি তদন্তভক্তেরপি বুধাঃ বিদুঃ ॥”

অর্থাৎ “এই গ্রন্থে ভগবন্ত্তির যে সকল অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, বিদ্বানগণ তাহার অধিকাংশই ভক্তেরও ভক্তির অঙ্গ বলিয়া জানিবেন ।” শ্রীপাদ রঘুনাথ নিজ মনকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে প্রেমপ্রাপ্তির অমোঘ-সাধন ভগবন্ত্তগণের প্রতি অনুরাগময়ী ভক্তি করিবার উপদেশ সাধক সমাজকে দিতেছেন ।

অতঃপর শ্রীপাদ ব্রাহ্মগণে অপূর্বরতি বা প্রীতিবিধানের জন্য মনকে উপদেশ দিতেছেন। ব্রাহ্মগণভক্তির দ্বারা ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষের উদয় হইয়া থাকে। সুতরাং “স্বপাক্ষিণে নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্” ইত্যাদি বাক্যে যে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মগণের নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের ভক্তিতে অনুরাগ-সঞ্চার করিবার জন্যই। অপরে ব্রাহ্মগণের নিন্দা করুক এই অভিপ্রায়ে নহে। কারণ শ্রীভগবতে বিপ্রভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—“বিপ্রং কৃতাগসমপি নৈব দ্রুহ্যত মামকাঃ। মন্তং বহুশপন্তং বা নমস্কুরুত নিত্যশঃ ॥” (ভাঃ-১০।৬৪।৪১)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ রাগানুগীয় ভজনে যে পঞ্চবিধ সাধনের কথা বলিয়াছেন, স্বাভীষ্ট-ভাবময়, স্বাভীষ্টভাবসম্বন্ধী, স্বাভীষ্টভাবানুকূল, স্বাভীষ্টভাবাবিরুদ্ধ ও স্বাভীষ্টভাববিরুদ্ধ ; ইহার মধ্যে স্বাভীষ্টভাবাবিরুদ্ধ সাধন—গো, ব্রাহ্মণ, অশ্বখ, ধাত্রী আদির সম্মাননা প্রভৃতি রাগসাধকের ভজনের উপকারক।

অতঃপর শ্রীপাদ স্বমন্ত্রে বা নিজ দীক্ষামন্ত্রে সাতিশয় রতি বা অনুরাগ বিধানের কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মপুরাণে মন্ত্রের লক্ষণ নিরূপণ-প্রসঙ্গে দেখা যায়—

“ওঁকারাদিসমায়ুক্তং নমস্কারান্ত-কীৰ্ত্তিতম্।

স্বনাম-সর্বসত্ত্বানাং মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ॥”

অর্থাৎ ওঁকারাদি সমায়ুক্ত, নমস্কারান্ত স্বনামই সর্বসত্ত্বের মন্ত্র। মন্ত্রসমূহ ভগবন্মাত্মক, বিশেষতঃ বীজসম্পৃতি ‘নমঃ’ ‘স্বাহা’দি শব্দ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং শ্রীভগবান্ ও ঋষিগণ কর্তৃক সমপিত শক্তিবিশেষযুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধ-বিশেষ প্রতিপাদন করে। জগদ্বারীকে যথা-বস্থিত দেহ-দৈহিকাদি বন্ধন হইতে মুক্ত বা ত্রাণ করিয়া ভগবৎ-সেবোপযোগী চিন্ময়দেহ দান করিয়া ধন্য করে। সদগুরু শ্রীমুখনিঃসৃত মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের মধ্যে মন্ত্রাত্মক শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে যথাযথ ভজনোপযোগীতা প্রদান করিয়া থাকে।

“দীক্ষাকালে ত্ত্ব করে আত্মসমর্পণ।

সেইকালে কৃষ্ণ তাঁর করে আত্মসম ॥

সেই দেহ তাঁর করে চিদানন্দময়।

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয় ॥” (টৈঃ চঃ-অন্ত্য ৪র্থ পরিঃ)

দীক্ষাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রে যে সব মন্ত্রের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রই প্রধান। তন্মধ্যেও আবার মধুর রসের লীলাবলীর সংঘটক মন্ত্ররাজ অষ্টদশাক্ষর বা দশাক্ষর ‘গোপীজনবল্লভ’ মন্ত্রই সর্বমন্ত্রের শিরোমণি। দীক্ষাগুরুর নিকট হইতে মন্ত্রার্থ অবগত হইয়া পরমানুরাগের সহিত মন্ত্র জপ করিলে মন্ত্রের আশ্চর্য ফল উপলব্ধি করা যায়। শ্রীব্রহ্মভাগবতামৃতের শ্রীগোপকুমার মন্ত্রজপে নির্ভার ফলে কি ভাবে নিখিল চিৎ-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মভাগবতামৃত পাঠকারী মাত্রেই অবগত আছেন।

অতঃপর শ্রীপাদ শ্রীহরিনামে সাতিশয় ও অপূর্ব বা অতুলনীয় অনুরাগ কামনা করিতেছেন।
শ্রীহরিনামে অনুরাগদ্বারাই সাধকের সর্বার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ শ্রীনাম স্বয়ং
সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব। যেহেতু নাম ও নামী-শ্রীভগবানে কোন পার্থক্য বা ভিন্নতা নাই।

“নামচিন্তামগিঃ কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বানামনামিনো ॥” (পদ্মপুরাণ)

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“নামৈব চিন্তামগিঃ সর্বার্থদাতৃ-
ত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব অপিতু চৈতন্যলক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ স এব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুরভিন্নত্বাদি-
তীতি।” অর্থাৎ শ্রীনামই চিন্তামগি। যেহেতু নাম সমস্ত অর্থ বা সর্বাভীষ্ট প্রদানে সমর্থ। শ্রীনাম
কেবল যে ভগবত্তুল্য সর্বার্থ প্রদানেই সমর্থ তাহাই নহে, কিন্তু চৈতন্য লক্ষণযুক্ত যে কৃষ্ণ—সেই সাক্ষাৎ
কৃষ্ণই নাম। নাম ও নামীর অভিন্নত্বের ইহাই তাৎপর্য।’ অর্থাৎ শব্দিত্তে তুল্যতাহেতু নামকে যে
নামীর সমপর্যায়ে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা নহে; পরন্তু নাম যে নামীই বা কৃষ্ণনাম যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণই—
ইহাই টীকাকারের অভিপ্রায়। কেবল তাহাই নহে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইতেও শ্রীনামে কারুণ্যাদি গুণের
সমধিক অভিব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতোনামস্বরূপদ্বয়ম্

পূৰ্ণস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।

যন্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসমস্তান্তবে

দাস্যেনেদমুপাস্য সোহপিহি সদানন্দান্বুধৌ মজ্জতি ॥”

“হে শ্রীনাম! তোমার বাচ্য ও বাচক এই দুইটি স্বরূপ প্রকাশ পাইতেছে। তন্মধ্যে বিভূ-
চৈতন্যাত্মক-বিগ্রহ বাচ্যস্বরূপ হইতে ‘কৃষ্ণ’ ‘গোবিন্দ’ ইত্যাদি বর্ণনিচয়রূপ বাচক-স্বরূপকেই আমি
সমধিক করুণ বলিয়া মনে করি। কারণ যে সব প্রাণী বাচ্যস্বরূপে বা সাক্ষাৎ কৃষ্ণে অপরাধী, তাহারা
এই বাচকস্বরূপ শ্রীনামের কীর্তনেই নিরপরাধ হইয়া ভগবৎ-প্রেমসুখে নিমজ্জিত হইয়া ধন্য বা কৃতার্থ
হয়।”

এই প্রকারে সমস্ত সাধ্য ও সাধনার মূলে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামই যে বিদ্যমান তাহা
জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণনাম অঙ্গী, সমস্ত সাধনই নামের অঙ্গ। সাধনব্যাপারে এই অঙ্গাসী সম্বন্ধটি
বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া সমধিক অনুরাগের সহিত শ্রীনাম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে অচিরেই অভীষ্টলাভ
করিয়া সাধক ধন্য হইয়া থাকেন।

সর্বশেষে শ্রীপাদ বলিলেন—“হে মন! ব্রজের নবতরুণ যুগল শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আগ্রয়ে সমধিক ভাবে
অপূর্ব অনুরাগ বিধান কর।’ শ্রীপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর, ব্রজের নিত্যসিদ্ধা রতিমঞ্জরী বা তুলসী-
মঞ্জরী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছেন, মঞ্জরীভাবে শ্রীযুগল-উপাসনার কৌশল বিশ্বসাধকগণকে শিক্ষা

দিয়া ব্রজনিকুঞ্জে তাঁহাদের লইয়া যাইতে। মঞ্জরীভাবে ব্রজনবয়ুগলের উপাসনাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনপিতচরী করুণার অবদান। অতি রহস্যময় ব্রজা, মহেশ্বর, উদ্ধবদির সুদূর্লভ ও সুদুর্গম ব্রজের যুগল-উপাসনার সৌভাগ্য কলিযুগের পাপ-তাপাদি বিহত জীবকে প্রদান করা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণের অন্যতম কারণ।

কেহ কেহ মনে করেন, মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণীতে জানা যায়—“চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচাইনু ভুবন” (চৈঃ চঃ) অর্থাৎ ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিভাবের ভক্তি প্রদানের জন্যই মহাপ্রভুর অবতার। সুতরাং একমাত্র যুগল-উপাসনাই যে তাঁহার অবদান, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, যদিও তিনি মুখে ঐ কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ তিনি শ্রীরামানন্দ রায় প্রভৃতির দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনাকেই সাধ্য-শিরোমণিরূপে স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বয়ং ও পার্শ্বদগণের দ্বারা আচারে ও প্রচারে একমাত্র যুগল উপাসনাকেই প্রকাশ করিয়াছেন দাস্যাদি ভাবের নহে। মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ ও সম্প্রদায়্যাচার্য শ্রীশ্রীষড়্গোষ্ঠামিগণের চরিত্র আলোচনায় ও তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ হইতে যুগল-উপাসনাই তাঁহাদের চরম হার্দবস্ত বলিয়া জানা যায়। শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোষ্ঠামিপাদ কিভাবে মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে বা যুগল-ভজনের সে ডুবিয়াছেন, তাঁহার এই স্ববাবলী আলোচনায় তাহা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি হইবে।

যাঁহাদের কণ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সেই গোষ্ঠামিপাদগণ রাধা-বিরহিত একা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় যে কৃষ্ণসিন্ধুর বিন্দুমাত্রেরই আশ্বাদন লাভ হইয়া থাকে, তাহা নানাভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্যের সিন্ধু, সে সিন্ধু অতলস্পর্শ ও দূরবগাহ। অথচ ভগবদ্মাধুরী আশ্বাদনই ভগবদমুভবের চরম পর্যায়। জীবশক্তি ক্ষুদ্র, সেই দূরবগাহ মাধুর্যসিন্ধু স্পর্শ করিও তাহার শক্তি নাই। যদি কোন মহাশক্তি যিনি তাঁহার অখণ্ড প্রেমের দ্বারা অখণ্ড শ্রীকৃষ্ণমাধুরী সমগ্র আশ্বাদন করিতে শক্তি ধরেন, তিনি যদি কৃপা করিয়া তাঁহার আশ্বাদ্য মাধুরী সবটুকু আপ্রিত জীবকে আশ্বাদন করাইয়া দেন, তবেই অফুরন্ত শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আশ্বাদনে জীবশক্তি ধন্য হইতে পারে। সেই মহাশক্তিই শ্রীরাধা।

একদিকে যেমন শ্রীরাধার সান্নিধ্যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যসিন্ধু অমন্তুণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, অপর দিকে তেমনি শ্রীরাধা সেই উচ্ছ্বসিত শ্রীকৃষ্ণমাধুরী সখী-মঞ্জরীভাবে তাঁহার চরণে আপ্রিত জীবশক্তিকে সমগ্রই আশ্বাদন করাইয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, নিজ আশ্বাদন অপেক্ষাও অধিক আশ্বাদন করাইয়া থাকেন।

“রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্ললতা।

সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥

কৃষ্ণলীলামতে যদি লভাকে সিক্ত হয়।

নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-৮ম পরিঃ)

‘কোটি সুখ’ হওয়ার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা শ্রীরাধা তাঁহার সঙ্গে উচ্ছ্বসিত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরীই আত্মাদান করেন, কিন্তু তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিতা সখী-মঞ্জরীগণ যুগল-মাধুরী ও যুগল-সেবার অদ্ভুত রসাত্মাদানে ধন্য হন । জীবশক্তি প্রেমভক্তির সাধনায় যত উচ্চতম আত্মাদানের রাজ্যে পৌঁছাইতে পারে, মঞ্জরীভাবে যুগল-উপাসনাই তাঁহার চরমতম সোপান । তাই শ্রীপাদ রঘুনাত্ত শ্রীরাধাধারীণীর নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হইয়াও স্বীয় মনকে উপদেশ দেওয়ার ছলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পাদপদ্ম আশ্রয়ে সমধিক অনুরাগ প্রকাশ করিবার শিক্ষা বিশ্বসাধকগণকে প্রদান করিয়াছেন । এই মনঃশিক্ষার সমস্ত শ্লোকাবলীর কথা দূরে থাকুক, কেহ যদি এই একটি শ্লোকের উপদেশাবলীর আচরণ বা অনুসরণ করেন—তাঁহার সাধন-জীবন যে ধন্য হইবে—ইহাতে আশ্চর্য কি ?

“ওহে ভ্রাতঃ মৌর মন, এই মম নিবেদন,
সদা দত্ত পরিত্যাগ কর ।

হরিভক্তি-নিকেতন, শ্রীগুরুর শ্রীচরণ,
অনুরাগে তা’ আশ্রয় কর ॥

অপ্রাকৃত চিন্ময়-ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহে যত স্থাবর-জঙ্গম ।

গললগ্নী কৃতবাসে, সদা অশ্রুচনীয়ে ভেসে,
নিত্য তাঁদের করহ প্রণাম ॥

বৈষ্ণব মহাত্মগণ, প্রেমভক্তির মহাজন,
জনে জনে পতিত-পাবন ।

ভূত্য প্রায় সঙ্গে যি র, নিত্য পরিচর্যা কর,
তবে হবে বাঞ্ছিত পূরণ ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বর, দ্বিজগণে ভক্তি কর,
আশীর্বাদ মঙ্গল-কারণ ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, সুপ্রসন্ন হবে অতি,
তাঁহাদের করিলে সেবন ॥

কৃপাশক্তি-সঞ্চারিত, দীক্ষামন্ত্র গুরুদত্ত,
জপ মন লইয়া শরণ ।

মন্ত্ররাজ-আকর্ষণে, প্রকাশিয়া বৃন্দাবনে,
দেখা দিবে মদন-মোহন ॥

ন ধর্মং নাধর্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কুরু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্যামিহ তনু ।
শচীসুনুং নন্দীশ্বর-পতিসুতাত্ত গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্টাত্ত স্মর পরমজন্মং ননু মনঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । হে মন ! তুমি নিশ্চিতরূপে বেদশাস্ত্র কথিত ধর্ম বা অধর্মের আচরণ করিও না । এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যার অনুষ্ঠান কর । শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমরূপে সর্বদা স্মরণ কর ॥ ২ ॥

টীকা । ননু শ্রুতান্ত তত্তৎকালপ্রাপ্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মকরণে ব্যাকুলচেতসাং কুতোরতে-
রতিশয়িত কর্তব্যতেত্যাহ ন ধর্মমিত্যাदि । ননু ভো মনঃ শ্রুতিগণ নিরুক্তং সিদ্ধান্তসারত্বেন বেদপ্রতি-
পাদিতং ধর্মং এবং নিষিদ্ধত্বেনোক্তমধর্মং ধর্মপ্রতিষেধেন কর্তব্যত্বেন প্রাপ্তং কিল কর্তব্যত্বেন সম্ভাবিতং
ন কুরু কৃতিবিষয়তাং ন প্রাপয় । কিন শব্দস্ত বার্তায়াং সম্ভাব্যানুসার্যায়োরিতি মেদিনী । ধর্মোহত্র
অধর্ম প্রতিযোগিত্বেন চতুর্ধর্গান্তঃপাত্যেব গ্রাহ্যঃ নতু ধর্মোমভুক্তিকুৎ প্রোক্ত ইত্যুদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবতোক্তে
তন্নিষেধে পরিচর্যায়্যা অসিদ্ধেঃ । ননু তৎ কিমুদাসীনো বর্তিষ্যে ইতি চেত-ব্রাহ ইহ সংসারে স্থিত্বা ব্রজে
রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচর্য্যাং বিস্তারয় । কুর্যাদ্বাসং ব্রজে সদেতি দিশা আত্মনা আত্মনং তত্রস্থং ভাবয়িত্তেতি
ভাবঃ । এবং শচীসুনুং গৌরাঙ্গং নন্দীশ্বর-পতিসুতত্বেন নন্দনন্দন এবাসাবিতি স্মর । এবং মুকুন্দ-
প্রেষ্টত্বে কৃষ্ণপ্রিয়ত্বে গুরুবরমজন্মম্ অনবরতং স্মর । ননু আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহিচিৎ ।
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসুয়েত সর্বদেবময়ো গুরুরিত্যেকাদশব্ধকল্পদ্যোন গুরুবরস্য কৃষ্ণাভিন্নত্বেনৈব মননমুচিতং
কথং তৎপ্রিয়ত্ব-মননম্ । অত্রোচ্যতে । প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চনম্ । কুর্বান্ সিদ্ধি-
মবাশ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেদিত্যনেন ভেদপ্রতীতেরাচার্য্যং মামিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং
তত্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববশগুরোঃ পূজ্যত্বে প্রতিপাদকমিতি সর্বমবদাতম্ ॥ ২ ॥

সর্বশক্তি পরিপূর্ণ, মহাপ্রভু-মুখোদগীর্ণ,

ভুবন-মঙ্গল হরিনাম ।

কর শ্রবণ-কীর্তন, জপ মন রাত্রিদিন,

প্রেমানন্দ যার পরিণাম ॥

নববিধা ভক্তিরত্নে, অনুশীলন করি যত্নে,

ভজ মন যুগল-চরণ ।

দশনেতে তুণ ধরে, এই চাটুবাঁক্য-দ্বারে,

তুষাপদে করি নিবেদন ॥” ১ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ বিশ্ব-সাধকগণকে রাগমাগীয় শুদ্ধভক্তের আচরণীয় বা অবশ্য করণীয় কয়েকটি ভজনতত্ত্বের শিক্ষা দিতেছেন স্বীয় মনকে উপদেশ প্রদানের ছলে । নিগমশাস্ত্র অতি বিশাল । অখিল মানব-সমাজের হিতৈষী নিগমশাস্ত্রের অধিকারীভেদে কোন অংশে কর্ম, কোন অংশে জ্ঞান, কোথাও বা ভক্তিসাধনার কথা বর্ণিত হইয়াছে । কোন সময়ে কাহার নিম্নাধিকার ত্যাগ করিয়া উচ্চাধিকারে প্রবেশ লাভ ঘটিবে, তাহারও লক্ষণ শাস্ত্রই নিরূপণ করিয়াছেন । কোন যাদৃচ্ছিক মহৎসজ বা মহৎকৃপার ফলে যদি কেহ শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন, তখন বর্ণাশ্রমধর্ম বা জ্ঞানাদির অধিকার অতিক্রম করিয়া সেই শ্রদ্ধাবান্ শুদ্ধভক্তি স্বাজনের অধিকার প্রাপ্ত হন । শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২০।৯ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—

“তাবৎ কর্ম্মণি কুর্স্বীত ন নিকিদ্ধ্যত যাবতা ।

মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥”

“যতদিন পর্যন্ত না বিষয়ে নির্বেদ জন্মে বা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা সঞ্চারিত না হয়, ততদিন পর্যন্ত বেদ-বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মসমূহের আচরণ করিবেন ।” তাৎপর্য এই যে, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম আচরণের দ্বারা যখন চিত্তশুদ্ধি হইয়া কর্মে নির্বেদ জাত হয়, তখন সেই নির্বেদপ্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞানযোগে অধিকার আসে, কর্মাধিকার থাকে না । আর আকস্মিক মহৎকৃপাজনিত সৌভাগ্যে শ্রীভগবানের কথা শ্রবণাদিতে যে পর্যন্ত শ্রদ্ধা জাত না হয়, ততদিন কর্মাধিকার থাকে, শ্রদ্ধালুব্যক্তির শুদ্ধা-ভক্তিতে অধিকার জন্মে, কর্ম, জ্ঞানাদিতে নহে । তাই শ্রীভগবান্ শ্রীমুখে তাঁহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ করিয়া ভজনের উপদেশ দিয়াছেন—

“আজ্ঞায়েবং গুণান্ দোষান্ ময়া দিশ্টানপি স্বকান্ ।

ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥” (ভাঃ-১১।১২।৩২)

“ময়া বেদরাপেণ আদিষ্টান্ অপি স্বধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যো মাং ভজেৎ সোহপ্যেবং পূর্বোক্তবৎ সত্তমঃ । কিমজ্ঞানাৎ নাস্তিক্যাদ্বা ? ন, ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধাদীন গুণান্ বিপক্ষে দোষাংশ্চাজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদধ্যানবিক্ষেপেকতয়া মন্ত্ত্বৈব সর্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য ।” (শ্রীধর টীকা) অর্থাৎ ‘মদীয় বেদ-শাস্ত্রোপদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে গুণ এবং অননুষ্ঠানে দোষ জানিয়াও যিনি তাদৃশ ধর্ম্মানুষ্ঠান মদীয় ধ্যানের বিক্ষেপজনক জানিয়া মন্ত্ত্বিবলেই সর্বসিদ্ধি হইবে ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া সর্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্বক (অজ্ঞান বা নাস্তিক্যবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া নহে) আমার ভজন করেন, তিনি উত্তম সাধুরূপে গণ্য হইয়া থাকেন ।’ গীতার চরমেও শ্রীভগবান্ তাঁহার সর্বগুহ্যতম শ্রীমুখবাণীতেও সর্বধর্ম্ম ত্যাগপূর্বক তাঁহার শরণাগতির উপদেশ দিয়াছেন—

“সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥” (গীতা-১৮।৬৬)

‘হে অর্জুন, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমায় সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, অতএব শোক করিও না।’ এইভাবে শুদ্ধ ভজন-পথায়ণে শ্রুত্যাগ্ত ধর্মাধর্মের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের কথা জানা যায়।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুরপরিচর্যামিহ তনু’ ‘হে মন! তুমি বেদ-প্রতিপাদ্য ধর্মাধর্মাদির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া এই ব্রজধামে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্যা বা সেবার অনুষ্ঠান কর।’ পূজা, সেবা, উপাসনা, পরিচর্যা প্রভৃতি এক পর্যায়বাচী শব্দ। ‘প্রচুর পরিচর্যা’ কথার তাৎপর্য এই যে, রাগমার্গের উপাসনা যুগপৎ বাহ্যদেহে বা যথাবস্থিত সাধকদেহে এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে বা মঞ্জরীদেহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্মহি।

তত্তাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-১১২।১৯৫)

‘অভীষ্ট শ্রীরাধামাধব-চরণে রতিবিশেষ লাভেচ্ছু ব্যক্তি সাধকদেহে শ্রীরূপ-সনাতনাদির এবং সিদ্ধস্বরূপে অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত মঞ্জরীদেহে শ্রীরূপ-মঞ্জরীদি ব্রজলোকের অনুসরণে বা আনুগত্যে সেবা করিবেন।’

“বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।

বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্তন।

মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।

রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-২২শ পরিঃ)

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমলাভেচ্ছু সাধক নির্ভার সহিত এই ব্রজে বাস করত (যাঁহার দেহের সহিত ব্রজবাসে অসমর্থ, তাঁহার মনে মনেও ব্রজে বাস করত) ব্রজোৎপন্ন পুষ্প, গব্যাদি উপ-করণে বাহ্যদেহে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিবেন এবং সর্বদা ‘হরে কৃষ্ণেতি’ নাম-কীর্তন ও রসিক ভক্তের মুখে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা শ্রবণ করিবেন।

“রাধাকৃষ্ণ-সেবন,

একান্ত করিয়া মন,

চরণ-কমল বলি যাউ।

দোহার নাম গুণ গুনি,

ভক্তমুখে পুনি পুনি,

পরম আনন্দ সুখ পাউ ॥” (প্রেঃ ভঃ চঃ)

তদ্রূপ সিদ্ধদেহে বা শ্রীগুরুপ্রদত্ত মঞ্জরীস্বরূপে সতত অভিমান স্থাপন করত শ্রীরূপমঞ্জরী, রতি-মঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে মানসোপচারে অষ্টকাল লীলা-চিন্তনের সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাবময় প্রচুর সেবা ভাবনা করিবেন।

“শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরী সার, শ্রীরতি-মঞ্জরী আর,

অনঙ্গমঞ্জরী মঞ্জুলালী ।

শ্রীরসমঞ্জরী সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি সঙ্গে,

প্রেমসেবা করি কুতুহলী ॥

এ সবা অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া,

ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ ।

ক্লাপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী,

বসতি করিব সখীমাঝ ॥

হৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দিকে সখীগণ,

সময় বুঝিয়া রসসুখে ।

সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে,

তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥

যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি,

অনুরাগী রহিব সদায় ।

সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা,

রাগপথের এই সে উপায় ॥” (প্রঃ ভঃ চঃ)

এই সিদ্ধদেহে ভাবনার সেবা বিপুল, অফুরন্ত এবং বহু দিগ্দেশবর্তিনী, সুতরাং অতি প্রচুর ।

তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ প্রচুর শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরিচর্যা অনুষ্ঠানের বা বিস্তারের কথা বলিয়াছেন ।

এই প্রকার শ্রীপাদ শ্রীযুগলের উপাসনাকালে শ্রীশচীনন্দনকে সাক্ষাৎ শ্রীনন্দনন্দন বুদ্ধিতে “ব্রজেন্দ্র-নন্দন যেই, শচীসূত হৈল সেই” এই ভাবে চিন্তনের উপদেশ মনকে দিতেছেন । তাৎপর্য এই যে, ব্রজের রহস্যময় যুগল-উপাসনা পূর্ব পূর্ব যুগে মহা মনীষীগণেরও দুর্গম বা দুর্লভ ছিল । ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীভানু-নন্দিনীর ভাবে স্বীয় মাধুরী আশ্বাদনে প্রলুপ্ত হইয়া শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করত গৌর হইয়াছেন এবং স্বয়ং আশ্বাদন করিয়া ভক্তগণকে ব্রজমাধুরী আশ্বাদনের কৌশলটি শিক্ষা দিয়াছেন । সুতরাং শ্রীগৌরলীলা-চিন্তন ব্যতীত শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময় লীলায় প্রবেশাধিকার কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে ।

“কৃষ্ণলীলামৃত-সার, তার শত শত ধার,

দশদিগে বহে যাহা হৈতে ।

সে চৈতন্যলীলা হুহু, সরোবর অক্ষয়,

মন-হংস চরাহ তাহাতে ॥” (চৈঃ চঃ)

তাই সাধক শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতিটি লীলার চিন্তন সপরিষ্কার শ্রীগৌরের রাধাভাবে আশ্বাদনের

স্মৃতি লইয়াই করিবেন। এইভাবে শ্রীগৌরাস্তের অষ্টকাল লীলা ও সেবা চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের লীলা বা সেবা চিন্তনই গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে রাগমাগীয় ভজনের সুচারু-কৌশল বা পরিপাটী।

আবার শ্রীপাদ শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রেষ্ঠ বা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তমরূপে চিত্তার কথা বলিতেছেন। শাস্ত্রে সর্বত্রই শ্রীগুরুদেবকে ইষ্টদেবের সহিত অভিন্ন বুদ্ধিতে চিন্তনের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—“আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ” (ভাঃ-১১।১৭।২৭) অর্থাৎ “গুরুদেবকে আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিবে” ‘গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে’ (চৈঃ চঃ আদি ১ম পরিঃ) ইত্যাদি। এপ্রসঙ্গে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“শুদ্ধভক্ত্যন্তরূপে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে” (ভক্তিসম্ভবঃ-২১৩ অনুঃ) অর্থাৎ বিশুদ্ধ ভক্তগণ কিন্তু শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের শ্রীভগবানের সহিত অভেদ দৃষ্টি ভগবৎ-প্রিয়তমরূপেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শাস্ত্রে যে শ্রীগুরুদেবের সহিত শ্রীভগবানের অভেদ দৃষ্টি করিবার উপদেশ পাওয়া যায়, তাহাতে বিশুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীগুরু এবং শ্রীশিব শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়তম বলিয়াই অভেদ ভাবনা করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভগবৎ-প্রিয়তম বলিয়া শ্রীগুরু ও শ্রীশিবের সহিত অভেদ মনে করিয়া উপাসনা করিবার উপাসক অতি বিরল। এই অভিপ্রায়েই শ্রীজীব ‘একে’ এই পদটি উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগুরুদেবকে এই ভাবেই নিয়ত মুকুন্দের প্রিয়তমরূপে স্মরণের কথা বলিতেছেন।

“শ্রুতি-শাস্ত্র প্রতিপাদ্য, আর নিষিদ্ধাদি যত,

ধর্ম্মাধর্ম্ম সব পরিহারি।

নিত্য সত্য প্রেমাস্পদ, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ,

ভজ মন দিবস শব্দরী ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,

এইভাবে গৌরাজ-চরণ।

ওহে মন ! ভজ তুমি, এ মিনতি করি আমি,

দিবে প্রেম অনর্ঘ্য-রতন ॥

গৌর-গোবিন্দ-প্রেষ্ঠ, শ্রীগুরু তাহার শ্রেষ্ঠ,

‘কৃষ্ণকৃপা’ গুরুরূপ ধরে।

জীবের মায়া অন্ধকার, নাশিবারে ব্রত যার,

মুরিয়া বেড়ায় ঘরে ঘরে ॥

গোবিন্দ-বিলাস-ঘর, যার শুদ্ধ কলোবর,

ভজ মন শ্রীগুরু-চরণ।

মোচন আনন্দ দাতা, নাম প্রেমভক্তি খাতা,

অবতীর্ণ পতিত-পাশন ॥” ২ ॥

যদীচ্ছবাসং ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজন্ম-
যুবদ্বন্দ্বং তচ্চৎ পরিচরিতুমারাদভিলাষঃ ।
স্বরূপং শ্রীরূপং সগণমিহ তস্যাগ্রজমপি
স্মৃটং প্রেম্না নিত্যং স্মর নম তদা ত্বং শৃণু মনঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । ওহে মন ! যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগের সহিত ব্রজভূমিতে বসবাস করিতে ইচ্ছা কর এবং শীঘ্র শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের পরিচর্যা করিতে অভিলাষ কর, তবে তাহার উপায় বলি শোন—শ্রীস্বরূপ ও গণসহ শ্রীরূপ-সনাতনকে পরম ভক্তিভরে নিত্যই স্মরণ ও প্রণাম কর ॥ ৩ ॥

টীকা । অতি দৈন্যে স্বস্যাযোগ্যত্বমনেন নৈকস্মিন্ জন্মনি সিদ্ধত্বাভাবাজ্জন্মান্তরসাবশ্যং ভাবিত্বং সম্ভাবয়ন্ ব্রজ এব তদভিলষন্ প্রার্থয়তে যদীত্যদি । হে মনঃ শৃণু । কিং শ্রোষ্যামীত্যব্রাহ যদি ব্রজভূবি ব্রজভূমৌ প্রতিজন্ম প্রতিজন্ম সরাগং যথাস্যাতথা বাসন্ ইচ্ছেরেবং তৎ প্রসিদ্ধং যুবদ্বন্দ্বং রাধাকৃষ্ণ-মারাৎ শীঘ্রং পরিচরিতুং সেবিতুমভিলাষঃ অভিলাষং করোষি তদা ইহ জন্মনি স্বরূপং তথা সগণং স্বগণমিলিতং শ্রীরূপং এবং তস্য রূপস্যাগ্রজং শ্রীসনাতনগোস্বামিনং প্রেম্না ভক্ত্যা নিত্যং স্মৃটং যথা-স্যাতথা স্মর ধ্যানবিষয়ং কুরু স্মরণে নানুভূয় নম প্রণামং কুরু ॥ ৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকেও শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় মনকে রাগভজনের নিগূঢ় উপদেশ প্রদান করিতেছেন । ‘হে মন ! যদি তুমি প্রতিজন্মে অনুরাগের সহিত ব্রজে বাস করিতে চাও’ প্রণ হইতে পারে, ভক্তের কি বার বার জন্ম হয় ? উত্তরে বলা হইতেছে—ভক্তিসাধনা, জ্ঞান-যোগাদি সাধনার মত নয় । ইহা সাধনেও মধুর, সিদ্ধিতেও মধুর । সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি একই অবস্থার তর ও তম । সাধনের আশ্বাদনও কম নয় । বিশেষতঃ ব্রজবাসপূর্বক ভজনরসাস্বাদনের চমৎকারিতা এতই অধিক যে, ভক্ত অতৃপ্তপ্রাণে পুনঃ পুনঃ বা জন্মে জন্মে উহা আশ্বাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবানেরও ইচ্ছা হয়—ভক্ত ব্রজবাসপূর্বক সাধনার রসাস্বাদন করুক । আবার দৈন্যভরে ভক্ত নিজেকে সর্বথা ভজনসাধন শূন্য মনে করিয়াও প্রার্থনা করেন—

“নাথ ঘোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।

তেষু তেত্বচ্যুতাভক্তিরচ্যুতেহস্তু সদা ত্বয়ি ॥” (বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদবাক্য)

অর্থাৎ ‘হে নাথ ! আমি সহস্র সহস্র যে সকল যোনিতে ভ্রমণ করিনা কেন, অবিচ্যুতস্বরূপ তোমাতে যেন আমার অব্যভিচারিণী ভক্তি থাকে ।’ দৈন্যের উদয়ে ভক্তের মনে হয়, তিনি যে সব অন্যায় বা পীপাদি কার্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নানা যোনিতে ভ্রমণ অবশ্যস্তাবী । কিন্তু তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, যদি সেই সেই যোনিতে তাঁহার হৃদয়ে ভাগবতী-ভক্তি বিরাজমান থাকেন ।

শ্রীপাদ অনুরাগের সহিত জন্মে জন্মে ব্রজবাসের কথা বলিয়াছেন । অনুরাগের সহিত ব্রজবাসের চিত্র আরও সুন্দরতর । শ্রীল রূপ, সনাতন, রঘুনাথ যেরূপ আতি, উৎকর্ষার সহিত অভীষ্টের বিরহে

নিরন্তর অশ্রুজলে স্নাত হইতে হইতে বুজে বাস করিয়াছেন—তাহাই অনুরাগের সহিত বুজবাসের চরম আদর্শ। যাঁহারা কৌপীন, কস্থা মাত্র ধারণ করিয়া কল্লোলিত গোপীভাবামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে মহা উদ্দীপনের স্থান এই বুজমণ্ডলে হাহাকারের সহিত সর্বত্র নিজ অভীষ্টকে পরমানু-রাগভরে অব্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন—

“হে রাধে বুজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসুনো কুতঃ

শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।

ঘোষভাবিতি সর্বতো বুজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ

বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥” (শ্রীষড়্গোপস্বাম্যষ্টকম্-৮)

‘হা রাধে ! হা বুজদেবিগণ ! হে ললিতে ! হে নন্দনন্দন ! কোথায় আছ, এই তো সেই বুজধাম ; তোমাদের নিত্যলীলা-নিকেতন। তোমরা অসীম মাধুর্য বিকাশ করিয়া এইখানেই তো লীলা-রসে নিমগ্ন আছ। এখন কি গোবর্দ্ধনের কল্পতরুমূলে তোমাদের লীলা চলিতেছে ? না কালিন্দীকূলে বিহার করিতেছে ? এইরূপে যাঁহারা মহাখেদে ও মহাবিহ্বল দশায় সারা বুজমণ্ডলে শ্রীরাধামাধবকে অব্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন—সেই ষড়্গোপস্বামিপাদের শ্রীচরণ বন্দনা করি।’ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার প্রার্থনা গীতিকায় লিখিয়াছেন—

“করঙ্গ কৌপীন লঞা, ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয়।

কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, বুজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয় ॥

হরি হরি ! কবে মোর হইবে সুদিন।

ফল মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥

শীতল যমুনাজলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হঞা।

বাহু-পর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কাঁদিয়া ॥

দেখিব সঙ্কেতস্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।

কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গিরিবরধারি, কাঁহা নাথ বলিয়া ডাকিব ॥”

ইহাই অনুরাগের সহিত বুজবাসের মধুর চিত্র। মহাজনগণের অনুভূতি এই যে, ইহা শ্রীভগ-বানকে লাভ করা তপেষ্কাও বহু উচ্চকোটির আশ্বাদনময় ভাবদশা।

অথবা ‘সরাগং’ অর্থে রাগানুগা ভক্তির সহিত বুজে বাসও বুঝা যায়। বুজপরিকরণের ভক্তিকে ‘রাগাঙ্গিকা ভক্তি’ বলা হয়, তাহার অনুগতা ভক্তিই ‘রাগানুগা’।

“রাগময়ী ভক্তির হয় ‘রাগাঙ্গিকা’ নাম।

তাহা শুনি লুপ্ত হয় কোন ভাগ্যবান ॥

লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি ।

শাস্ত্রযুক্তি নীহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-২২শ পরিঃ)

“বিরাজন্তীমভিব্যস্তং ব্রজবাসিজনাদিষু ।

রাগাঙ্খিকামনুষ্টা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-১১২।২৭০)

“ব্রজবাসিজনাদিতে যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিতা, সেই রাগাঙ্খিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকে ‘রাগানুগা’ বলা হয় ।” ইহাই মহাপ্রভুর মহাদান, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণ কর্তৃক নানাভাবে আচরিত ও প্রচারিত হইয়া বিশ্বসাধকগণকে ধন্য করিতেছেন । এই রাগানুগাভক্তির সাধনা বিশাল ও বিপুল ব্যাপার । স্ব স্ব গুরুদেবের নিকট হইতে এই পরম রহস্যময়ী ভক্তির পরিপাটী শিক্ষণীয় । এই রাগভজনের মধ্যেও আবার মধুররসজাতীয় ভক্তিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা লাভই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের একান্ত হৃদ্য । তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—“সুবদ্বন্দ্বং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলষেঃ” অর্থাৎ “এই রাগভক্তির আশ্রয়ে হে মন ! যদি তুমি শীঘ্র নবীন কিশোর-যুগল শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিচর্যার অভিলাষ কর, তাহা হইলে উপায় বলি শুন, শ্রীস্বরূপ, গণসহ শ্রীরূপ-সনাতনকে পরমভক্তির সহিত নিত্যই স্মরণ ও প্রণাম কর ।’

শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে সাক্ষাৎ ব্রজের রাগাঙ্খিকা ভক্তির নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হইয়াও রাগভজনের পরিপাটী বিশ্বসাধকগণকে শিক্ষা দিতেছেন । শ্রেষ্ঠ রাগভক্তের রূপা ব্যতীত রাগভজনে প্রবৃত্তিরই উদয় হয় না, তাই রাগভক্তিকে ‘কুপৈকলভ্য’ বলা হইয়াছে । শ্রীমৎ রাগগোস্বামিপাদ রাগানুগাভক্তি বর্ণনার উপসংহারে লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণতত্ত্বকারণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা” (ভঃ রঃ সিঃ-১১২।৩০৯) অর্থাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণ ও তত্ত্বের কারণ্যমাত্র লাভই রাগমার্গে প্রবৃত্তির একমাত্র সর্বোত্তম কারণ ।’ উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“মাত্রপদস্য বিধিমার্গে কুত্রচিৎ কর্মাদি সমর্পণমপি দ্বারং ভবতীতি তদ্বিচ্ছেদার্থঃ প্রয়োগ ইতি ভাব ।” অর্থাৎ শ্লোকে ‘মাত্র’ পদটি প্রয়োগের হেতু এই যে, বিধিমার্গে কখনও কর্মাদি সমর্পণ তৎপ্রবৃত্তির দ্বারস্বরূপ হইলেও কিন্তু রাগানুগায় কুপাই একমাত্র হেতু । শ্রীল রঘুনাথ তাঁহার প্রভুদত্ত পরমাশ্রয় শ্রীস্বরূপ এবং তাঁহার প্রাণপ্রদাতা সপরিবর্তন শ্রীরূপ-সনাতনের চরণে ঐকান্তিক ভক্তিমান হইয়াও অতৃপ্তি-স্বভাবহেতু মনকে তাঁহাদের ভক্তিভরে নিত্যস্মৃতি ও প্রণামের উপদেশ দিতেছেন এবং রাগানুগা-ভজনেচ্ছুগণকেও অনুরূপ পরম ভক্তিভরে তাঁহাদের নিত্য স্মৃতি ও প্রণতিরূপ ভজনের প্রেরণা প্রদান করিতেছেন ।

“হে মন শ্রবণ কর, তুমি যদি বাঞ্ছা কর,

অনুরাগে ব্রজপুরে বাস ।

শ্রীরাধাগোবিন্দ দেবা, সখীসনে কুঞ্জ-সেবা,

এই যদি কর অভিলাষ ॥

অনুবাদ । হে মন ! তুমি মতির সর্বস্ব হরণকারিণী অসংবর্তারূপ বেশ্যাসঙ্গ ত্যাগ কর,
হে গ্রাসিনী মুক্তি-ব্যায়ীর কথা কখনো শ্রবণ করিও না, পরব্যোম প্রাপিকা শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের প্রতি
ও ত্যাগ করত ব্রজে স্থায় প্রেমরত্ন-প্রদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উদ্ভজন কর ॥ ৪ ॥

প্রভুর অতিম রূপ, হারি নাম শ্রীস্বরূপ,
 ব্রজরস-বস্তা চুড়ামণি !
 গভীরার অন্তরঙ্গ, হারি সঙ্গে শ্রীগৌরাজ,
 আস্বাদিলা লীলা শিখরিণী ॥
 তাহার চরণে মন, পড়ি থাক সর্বক্ষণ,
 মানসেতে করিয়া স্মরণ ।
 বুঝিবে রসের রীতি, ভাবে বিভাবিত মতি,
 রাখাদাস্য হবে আস্বাদন ॥
 শ্রীল সনাতন রূপ, প্রেমভক্তি-রসকুপ,
 বৃন্দাবনে হারি মহাজন ।
 দশনেতে হুণ ধরে, প্রণতি করহ তাঁরে,
 কুঞ্জসেবা করহ প্রার্থন ॥
 দৌহে অতি কৃপাবান্, দিবে শ্রীচরণে স্থান,
 উন্নত উজ্জ্বল রসনাম ।
 অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি, দিবে তোমা কৃপা করি,
 ধন্য হবে যাহা করি পান ॥” ৩ ॥

মপি ন কুরু । কিন্তুতাঃ সৰ্বাঙ্গিলনীঃ সৰ্বাঙ্গানঃ সৰ্বাঙ্গরীরস্য গিলনং গ্রাসো যস্যঃ যৎকথা শ্রবণ-
মাত্রেনাপি মুক্তিগ্রস্তো ভবেদিত্যর্থঃ । ব্যাঘ্রাঃ কথাপি তদাকর্ষণী ভবেদिति লৌকপ্রসিদ্ধিঃ ভো গোস্থামিন্
আং জাতং তবাভিপ্রেতং মুমুক্ষবো হোররূপান্ হিষ্টা ভুতপতীনহ । নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যানসুয়ব
ইত্যাদি দিশা তত্ত্বজনেনৈব ব্রজবাসাদি সৰ্বাভীষ্টসিদ্ধিৰ্ভবেদिति মাং প্রতি নারায়ণভজনমেবোপদেশসীতি
নহি নহীত্যাহ অপি চেতি । অপি চ লক্ষ্মীপতিরতিং লক্ষ্মীনারায়ণভক্তিং ত্যক্ত্বা হিষ্টা ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ
ভজ । কিন্তুতাং রতিং ইতো ব্রজভূমেঃ সকাশাৎ ব্যোমনয়নীং ব্যোম্ভা আকাশমার্গেণ নয়নীং শূন্যপ্রাপনীং
বা কিন্তুতো স্বরতিমণিদৌ স্বপ্নিমলায়নি যা রতিঃ প্রেমা সৈব মণিঃ রত্নং তং দত্ত ইতি তৌ ॥ ৪ ॥

শ্রীবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই মনঃশিক্ষায় অতঃপর ভজনের প্রবল অন্তরায়-
গুলির কথা উল্লেখ করিয়া সাধন-জীবনের অতি মূল্যবান উপদেশের অবতারণা করিতেছেন—স্বীয় মনকে
উপদেশপ্রদান-ছলে । উপদেশ উভয়াঙ্গক, বিধি ও নিষেধ । নিষেধাঙ্গক উপদেশের অবতারণা করিয়া
প্রথমতঃ বলিতেছেন—“হে মন ! তুমি মতির সর্বস্বহারিণী **অসদ্বার্তা**রূপ বেশ্যাসঙ্গ ত্যাগ কর ।”

কৃষ্ণবার্তা ব্যতীত অন্য বার্তাই অসদ্বার্তা । জড়ীয় রসের প্রতি আকর্ষণই কর্মসংস্কারদুষ্ট
চিত্তের মল । ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া জীবের পক্ষে সাধনমার্গে নিজের সামর্থ্যে এই মল ক্ষালন করা অতীব
দুঃসাধ্য ব্যাপার । কারণ আমাদের ইন্দ্রিয়সকল বিষয়রসনিষ্ঠ, স্বেচ্ছাচারী ও অতিশয় প্রবল । ভগবৎ-
রূপা ব্যতীত বা ইন্দ্রিয়াদিকে ভগবৎ-মাধুরীর আশ্বাদন দান ব্যতীত জড়ীয়রসের আকর্ষণ হইতে বিমুক্তি
লাভের কাহারো স্বতন্ত্র শক্তি নাই । তাই প্রযত্নশীল সাধক কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে মনটিকে আকর্ষণ
করিয়া ক্রমশঃ ইষ্টচিন্তায় নিয়োজিত করিয়া থাকেন । শ্রীমত্মাপ্রভু শ্রীপাদ দাসগোস্বামির প্রতি উপদেশ
প্রদানপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—“গ্রাম্য কথা না শুনিবে, গ্রাম্য বার্তা না কহিবে” ভগবৎ-সম্পর্কশূন্য যে কোন
বৈষয়িক বার্তাই গ্রাম্যবার্তা । বলা এবং শোনা উভয়ই চিত্তবিক্ষেপক, ভজনের প্রবল অন্তরায় । কেহ
কেহ গ্রাম্যবার্তা বলিতে স্ত্রী-বিষয়ক বার্তাই মনে করিয়া থাকেন । কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৮।৩ শ্লোকের
“গ্রাম্যধর্মনিবৃত্তিচ” কথাটির ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, “গ্রাম্যজৈবগিকো ধর্মঃ তন্মাম্বিবৃত্তিঃ”
অর্থাৎ গ্রাম্যধর্ম অর্থে ধর্মার্থ কাম এই দ্বিবর্গ হইতে নিবৃত্তি । অতএব কৃষ্ণেতর বার্তাই যে গ্রাম্যবার্তা
তাহা জানা গেল । এই শ্লোকে বলা হইয়াছে ‘অসদ্বার্তা’ ‘অস্’ ধাতু হইতে ‘সৎ’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন ।
‘অস্’ ধাতু ‘অস্তি’ অর্থে । ত্রৈকালিক সত্ত্বা আছে যাহার, তাহাই ‘সৎ’ । সুতরাং ত্রৈকালিক সত্ত্বা নাই
যাহার, তাহাই অসৎ । মান্যারচিত মস্তুর বস্তু মাত্রই অসৎ । এই অসদ্বার্তার সহিত সম্পর্ক সাধককে ত্যাগ
করিতে হইবে । কারণ ইহা মতির সর্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে । শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত
১০।৫।৩৬ শ্লোকের লঘুতোষণী টীকায় শেষে মহৎসঙ্গপ্রাপ্ত সাধকের ভগবদ্বিষয়িণী মতিকে **ব্রতিল**
অক্ষুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—“সৎসঙ্গমেন রত্যক্ষুররূপৈব মতির্জায়ত ইতি” অসদ্বার্তা মতির সর্বস্ব

এই রতির অঙ্কুরটিকেই নষ্ট করিয়া ফেলে, সুতরাং সাধকের হৃদয়ে আর গুরু-বৈষ্ণব কৃপা সজাতা ভক্তিকল্পলতা বধিত হইতে পারে না।

বেশ্যা যেমন স্বীয় আপাতমধুর সৌন্দর্যাদি দেখাইয়া পুরুষের অর্থ, সম্পদ, যশঃ, শ্রী যুগপৎ সর্বস্বই হরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অসদ্বার্তা বেশ্যার ন্যায় সাধক জীবের মতি বা বুদ্ধির সর্বস্ব যে ভগবৎ স্মরণ-মননাদি তাহা হরণ করিয়া লয়। ফলতঃ কৃষ্ণচিন্তা ভুলাইয়া মনের মধ্যে অন্য প্রসঙ্গের সংস্কার জমাইয়া তোলে। ক্রমে ক্রমে ইতর প্রসঙ্গের সংস্কারসমূহ এমন শক্তিশালী হইয়া উঠে যে, সমগ্র মনকে অধিকার করিয়া বসে। কৃষ্ণচিন্তাকে সেখানে আর আসিবার সুযোগ দেয় না। বিশেষতঃ বৈরাগীর সর্বদা সজাগ থাকা প্রয়োজন, কোন ছিদ্র দিয়া যেন তাহার মন দেহ-দৈহিকাদি ব্যাপার লইয়া বিব্রত হইয়া না পড়ে। শুদ্ধ ভগবৎ-সন্তোষণ-তাৎপর্যেই ভক্তি শুদ্ধা হন। তাৎপর্যান্তর উপস্থিত হইলেই ভক্তি আভাসিত হইয়া পড়েন। সর্বোপরি অসদ্বার্তায় পরনিন্দা পরচর্চাও অপরিহার্য হইয়া পড়ে। পরচর্চার ভয়ঙ্কর ফলের কথা শোনা যায়—“মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোন কালে। পরচর্চকের গতি কভু নহে ভালো ॥” (চৈতন্যভাগবত) পরচর্চাকারীর অন্যের দোষগুলি সতত চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে থাকে। সেই দোষ চিন্তা এবং দোষ-কীর্তনই ক্রমশঃ মুখরোচক হইয়া উঠে। ফলতঃ সন্তাব হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়া অসাধু ভাবটি হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসে। এই অভিপ্রায়েই অসদ্বার্তাকে বেশ্যার সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

যদি প্রশ্ন হয়—ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের বার্তা যদি অসদ্বার্তা হয়, তবে মুক্তির কথা তো শোনা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিলেন—“কথা মুক্তি-ব্যাঘ্রা ন শৃণু কিল সর্বাঙ্গাগিলনীঃ” অর্থাৎ ‘সর্বাঙ্গাগ্রাসিনী মুক্তিব্যাঘ্রীর কথা কখনো শ্রবণ করিও না।’ ব্যাঘ্রী যেমন দেহটিকে আশু গ্রাস করিয়া ফেলে, তদ্রূপ মুক্তির বার্তা দেহ, মন, বুদ্ধি, জীব প্রভৃতি যুগপৎ সবই গ্রাস করিয়া থাকে। ‡ নিত্য কৃষ্ণদাস জীবের পক্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম, মুক্তি চতুর্বর্গই কপটতা, তন্মধ্যে মুক্তিব্যাঘ্রী সর্বাধিক। যাহা হইতে কৃষ্ণভজনের সৌভাগ্য চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

“অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥

তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।

যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্জ্ঞান ॥” (চৈঃ চঃ-আদি ১ম পরিঃ)

আত্মেন্দ্রিয় সুখবাসনাই নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের কৈতব বা কপটতা। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাঞ্ছা তাহারই অপর নাম। মুক্তিকামী আত্মসুখ-কামনায় এতদূর অন্ধ হয় যে, জন্ম, মৃত্যু, ত্রিতাপাদি

‡ আত্মা শব্দের নানা অর্থ—দেহ, মন, বুদ্ধি, জীব, স্বভাব, অহঙ্কার ইত্যাদি।

দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের কামনায় শ্রীভগবানের সহিত সেব্য-সেবকত্ব ভাবটিকেও চিরতরে নষ্ট করিয়া দেয়। তাৎপর্য এই যে, ‘শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রভু, আমি জীব তাঁহার সেবক’, এই সম্বন্ধজ্ঞান-প্রধান উপাসনার নাম ‘ভক্তি’। ধর্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে থাকিলে মহৎকৃপাক্রমে কোন দিন শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধজ্ঞান জাগরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু মোক্ষবাঞ্ছাতে সেব্য-সেবকত্ব সম্বন্ধ ছাড়িয়া সেব্য প্রভুর সহিত মিশিয়া এক হইবার কামনা হয়। সুতরাং ইহাতে দাস্যভাবের বিরোধিতা আছে বলিয়া ইহা প্রধান কাপট্য।

ব্যাসীর নাম শুনিলেও যেমন ভয়ের সঞ্চার হয়, তদ্রূপ মুক্তির নাম শুনিলেও ভক্তের প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। “মুক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ব্রাস। ভক্তি-শব্দ কহিতে মনে হয়ত উল্লাস ॥” (চৈঃ চঃ) এই জন্যই সর্বাত্মগ্রাসিনী মুক্তি-ব্যাসীর কথা শুনিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

ঐশ্বর্যজ্ঞানী ভক্তগণ বলিতে পারেন—‘শ্রীপাদ! বুঝিলাম, আপনি সব ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীনারায়ণের চরণে ভক্তি-কামনা করেন।’ তদুত্তরে বলিলেন—“অপি ত্যক্ত্বা লক্ষ্মীপতিরতিমিতো ব্যোমনয়নীং” ‘হে মন! পরব্যোমে বৈকুণ্ঠপ্রাপিকা ঐশ্বর্যজ্ঞানময় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ভক্তিও ত্যাগ কর।’ ঐশ্বর্যজ্ঞানে সস্তম-সঙ্কোচের উদয়ে প্রীতি সঙ্কুচিত হয় বলিয়া শুদ্ধ প্রীতিমান ভক্তগণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যময় স্বরূপের উপাসনা কামনা করেন না। “ঐশ্বর্যজ্ঞান-প্রাধান্যে সঙ্কোচিত প্রীতি। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য—কেবলার রীতি ॥” (চৈঃ চঃ) ঐশ্বর্যজ্ঞান-শিথিল ভক্তের প্রেমে শ্রীভগবানও তেমন প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

“ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত।

ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীতি ॥

আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন।

তীর প্রেমে বশ আমি না হই অধীন ॥

.....

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।

এইভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥

আপনাকে বড় মানে,—আমারে সম হীন।

সর্ব-ভাবে আমি হই—তাহার অধীন ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ কতক প্রণীত শ্রীহৃদভাগবতামৃতে দেখা যায়, শুদ্ধ-প্রীতিমান ব্রজের সখ্যভাবের ভক্ত শ্রীগোপকুমার পরব্যোম বৈকুণ্ঠে গিয়া সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের দর্শনপ্রাপ্ত হইয়াও ঐশ্বর্যভাবের প্রাবল্য হেতু দর্শনে আনন্দলাভ করিতে পারেন নাই। একদা ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীনারায়ণ গোপকুমারকে আনন্দ দান করিতে শ্রীমদনন্দনের রূপ ধারণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবী শ্রীরাধা ও ধরাদেবী শ্রীচন্দ্রাবলীর

রূপ এবং অন্যান্য বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ গোপবালকের রূপ ধারণ করিলেন, কিন্তু পরবোমে ঐশ্বর্য্যভাবের স্মৃতিতে গোপকুমারের মনে শান্তি আসে নাই। শেষে প্রভু গোপকুমারকে আনন্দ দিতে বৈকুণ্ঠের উপবনে গোচারণ-লীলাও দেখাইলেন, তবু গোপকুমার তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। কারণটি শ্রীগোপকুমার স্বয়ংই বলিয়াছেন—

“তথাপি তন্নিম্ন পরমেশ-বুদ্ধে বৈকুণ্ঠলোকাগমনস্মৃতেঃ।

সজ্জামানাদরগৌরবেন তৎ-প্রেমহান্যা স্বমনো ন তৃপ্যেৎ ॥” (বঃ ভাঃ-২।৪।১১৩)

অর্থাৎ “তথাপি আমি প্রভুকে পরমেশ্বর বলিয়া জান করিতাম এবং বৈকুণ্ঠলোকে সমাগত হইয়াছি—এই প্রকার স্মৃতি হইত বলিয়া প্রেমের হানি হইত, সুতরাং আমার মন তৃপ্তি লাভ করিতে পারিত না।” পরবোম বা বৈকুণ্ঠ এমনি ঐশ্বর্য্যময় স্থান যে, সেখানে শ্রীমাদ্ভগবৎ যদি ভক্তবিশেষের বাঞ্ছা-পূতির নিমিত্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপ ধারণও করেন এবং সেইরূপ লীলাও করেন, তবু স্থানের প্রভাবে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি তিরোহিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এই অতিপ্রায়েই শ্রীপাদ ‘ব্যোমনয়নীং’ শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ ব্রজভাবের মধ্যেও আবার সর্বোৎকৃষ্ট গোপীভাবের উপাসক।

“গোপিকার মন হরিতে নারে নারায়ণ ॥

নারায়ণের কা কথা—শ্রীকৃষ্ণ আপনে।

গোপিকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে ॥

চতুর্ভুজমুতি দেখায় গোপীগণ-আগে।

সেই কৃষ্ণে গোপিকার নাহে অনুরাগে ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-৯ম পরিঃ)

ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং সেই পরিপূর্ণতম স্বরূপে পরিহাস করার নিমিত্ত চতুর্ভুজমুতি দেখাইলেও গোপীগণের সেই রূপে অনুরাগ দেখা যায় না। কারণ—

“গোপিকান্তাবের এই সুদূত নিশ্চয়—।

ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয় ॥

শ্যামসুন্দর শিখিপিকুছ গুঞ্জাবিভূষণ।

গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরগীবিদন ॥

ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।

গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥” (চৈঃ চঃ আদি-১৭শ পরিঃ)

পরিশেষে শ্রীপাদ বলিলেন—“ব্রজে রাধাকৃষ্ণৌ স্বরতিমগিদৌ ত্বং ভজ মনঃ” ‘ই মন! ব্রজে শ্রী প্রেমরত্ন-প্রদাতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন কর।’ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনে তাঁহারা তাঁহাদের শ্রীপাদ-পদে সর্বোৎকৃষ্ট মধুর রসজাতীয় রাধাকৈর্য্যভাবময় প্রেম প্রদানে ধন্য করিবেন। এই প্রেম সকল প্রকার প্রেমের শিরোমণি। ইহা পরম বিদগ্ধ লক্ষবান্ স্বর্ণের ন্যায়।

“রাধাকৃষ্ণ কর ধ্যান, স্বপ্নেও না বল আন,
 প্রেম বিনা আন নাহি চাও ।
 যুগলকিশোর-প্রেম, যেন লক্ষবান-হেম,
 আরতি পিরীতি রসে ধ্যাউ ॥” (প্রঃ ভঃ চঃ)

প্রেমের কার্য প্রেমিককে অভীষ্টের মাধুর্যের আশ্বাদন দান করিয়া ধন্য করা । এই প্রেমে
 যুগল-উপাসক শ্রীযুগলের অফুরন্ত মাধুরী আশ্বাদন করিয়া আনন্দসায়রে নিমজ্জিত হন ।

“কনক-কেতকী রাই, শ্যাম মরকত কাঁই,
 দরপ-দরপ কর চুর ।
 নটবর শেখরিণী, নটিনীর শিরোমণি,
 দুঁহ গুণে দুঁহ মন বাবু ॥
 শ্রীমুখ সুন্দর বর, হেম নীল কান্তিধর,
 ভাবভুষণ কর শোভা ।
 নীল পীত বাস ধর, গৌরীশ্যাম মনোহর,
 অন্তরের ভাবে দুঁহ লোভা ॥” (প্রঃ ভঃ চঃ)

চন্দ্ররাজ্য অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের মাধুরী নিত্যই প্রকাশিত আছেন, বিভিন্ন-স্বরূপের অনুভবী
 ভক্তগণ তাহার বর্ণনাও করিয়াছেন ; কিন্তু এই জাতীয় মাধুর্য-বর্ণনা আরও কোন ভগবৎ-স্বরূপ সম্বন্ধে
 পাওয়া যায় কি না, সুখী ভক্তবৃন্দ একটিবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন ! যুগল-মাধুরীর তুলনা নাই, যুগল-
 প্রেমেরও তুলনা নাই ॥ তাই শ্রীপাদ বলিতেছেন—

“হে মন ! মিনতি ধর, সদা পরিত্যাগ কর,
 অসদ্ব্যভী বেশ্যা কুলটাকে ।
 মতি সরবস ধনে, গোপনে করি হরণে,
 সেই কাঙাল করিয়াছে তোমাকে ॥
 মুক্তি ব্যাস্ত্রীর কথা, সে প্রসঙ্গ হয় যথা,
 কর্ণে কভু না কর শ্রবণ ।
 (যে) ব্যাস্ত্রীর কবলে পড়ে, সশরীরে গিলে তারে,
 তার দয়া নাহিক কখনো ॥
 সেইরূপ মুক্তিকথা, সে প্রসঙ্গ হয় যথা,
 শ্রবণমাত্রে মুক্তিপ্রস্তু হয় ।

অসাক্ষেষ্ঠা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতি-ব্যতিকৌরঃ ।
গালে বদ্ধা হায়েহমিতি বকভিদ্বর্জপগাণ
কুরু ত্বং ফুংকারানবতি স যথা স্বাং মনঃ ইতঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । হে মন ! 'এই বিশ্বে কামাদি পথ-দস্যু (বাটপাড়) গণ অসঙ্কেতরূপ দুঃখপ্লব
ভয়ঙ্কর রাজ্জুসমূহদ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমায় যথেষ্ট প্রহার করিতেছে'—এই বলিয়া তুমি প্রীতিক্ষেপ
পথরক্ষক (প্রহরী) বৈষ্ণবগণকে কাতরস্বরে ফুকানিয়া ডাক, যাহাতে তাঁহারা তোমায় এই শত্রুগণের
কবল হইতে রক্ষা করেন ॥ ৫ ॥

টীকা । নব্বসদ্বাৰ্ত্তে ত্যাदिना असत्सङ्ग एव त्र्यज्यत्वेन निरूपितः वासे बहूनां कलह इत्यादिना
सत्सङ्गोऽपि कर्तुं मनुचितः स्यादिति सत्यां तत्तुल्याङ्गानिनां नियत ध्यानपरागां विषय एव नद्वयमादृशानां
कामादिशङ्कमतामित्याह असदित्यादि । हे मनः कामादिप्रकट-पथपाति-व्यतिकरैः कर्तुं क्षिरसच्छेष्टा-
कच्छटप्रदविकट-पाशालिभिः करणैः प्रकामं श्मथीकरणायोग्यं यथास्यात्तथा गले बद्ध्वा अहं हन्ये हनन-
विषयः क्रिये इति हेतोर्वकतिद्वयपगणे द्वयं फूटकारान् कर्तव्यं सूचकाह्वानानि कुरु । यथा यैः फूट-
कारैः स वकतिद्वयपगणः कर्त्ता इतः कामादेः सकाशात् त्रामवति रक्कतीत्यन्वयः । असतिविषये या
च्छेष्टा आवेशास्ता एव विकटा भयानकाः पाशालय रङ्गुश्रेण्यस्ताभिः कामादयो मात्सर्यास्ता एव प्रकट-
पथपाति व्यतिकराः बाटोवाल इति नीच व्यवहृत समुहास्तैः । कामादीनां स्व स्व विषयानेकविधत्वेन
व्यतिकरत्वेनोक्तिः । वकं तन्नामानमसुरं क्षिप्रं द्विधा करोतीति वकतिन्नन्दनन्दनस्तस्य वयं मार्गं
पाति रक्कतीति वकतिद्वयपाः कृष्णतन्नास्तैसां गणे तमःप्रचुरासुरनाशक भक्तानां तदच्छक्तिमतामाह्वानेन
तमोवतां नाशो भवेदिति ध्वनिः ॥ ५ ॥

'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস', এ সম্বন্ধ করে গ্রাস,
সামুজ্য লইতে বাঞ্ছা হয় ॥
লক্ষ্মীনারায়ণে ভক্তি, করো'না তায় আসক্তি,
আশীর্বাদ করিয়া গ্রহণ ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-পদ, অমূল্য সে সম্পদ,
অনুরাগে ভজ মোর মন ॥
দুহুঁ অতি রূপাবান্, দ্বিত্ববনে করে গান,
যদি ভজে কোন ভাগ্যবান্ ।
ব্রজের বিগুহ প্রেম, যেন জানুনদ-হেম,
সে রতন তারে করে দান ॥” ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীভগবৎ-পাদপদে শরণাগতির বা ভগবন্তজনের পথে কতকগুলি প্রবল বাধা বা অন্তরায় আছে, ভজন-জীবনে তাহা অপসারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । ভক্তিপথের কণ্টকগুলি দূর না হইলে সে পথে অগ্রসর হওয়া যায় না । তন্মধ্যে কতকগুলি বাহিরের এবং কতকগুলি ভিতরের কণ্টক । বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়বর্তা শ্রবণ এবং তাহাতে আসক্তির বিষয় ফলে, কথা পূর্ব-শ্লোকে বলিয়াছেন, তাহা বাহিরের কণ্টক । এক্ষণে ভিতরের কণ্টকের কথা এই শ্লোকে বলিতেছেন । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়্রিপুই অন্তরের বাধা । ইহারা প্রবল শক্তিশালী ও উদাম । সাধকের মন-বুদ্ধিকে যখন বিষয়ক্ষেত্রে আকর্ষণ করে, তখন ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষার আর কোন উপায়ই থাকে না ।

শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ ইহাদের পথদস্য বা বাটপাড়ের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । বাটপাড়-গণ নির্জনে বা বনপথে যেন অসহায় পথিকের সর্বস্ব হরণ করিয়া যায়, ইহারা কিন্তু প্রকাশ্যেই সাধকের ভজন-সম্পদ হরণ করিয়া তাহাকে নিঃশ্র করিয়া দেয় । শ্রীপাদ বলিতেছেন, 'ইহারা অসচেত্টারূপ কণ্টপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জু সমূহদ্বারা গলায় বন্ধন করিয়া আমায় যথেষ্ট প্রহার করিতেছে' নিজের কথা বলিয়া করুণ শ্রীপাদ কামাদি অন্তরায়যুক্ত সাধকজীবের শোচনীয় দুর্দশার কথা উল্লেখ করিতেছেন ।

অনিত্য বিষয়চেষ্টাই অসচেষ্টা । বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা হইতেই ক্রমশঃ কামাদি রিপুর উদ্ভব হয় এবং ইহারা প্রবলশক্তি প্রকাশ করিয়া বিষয়-চেষ্টার সাধকের চিত্ত-মনকে নিয়ত বন্ধন করিয়া রাখে । এই বিষয়চেষ্টাকেই কণ্টপ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুর সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে । বিষয়চিন্তার এমনি বিষময় ফল ।

“ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেবুপজায়তে ।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥

ক্রোধান্তবতি সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥” (গীতা-২।৬২-৬৩)

শব্দ, উপর্শাদি বিষয়কে সুখের হেতু মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে সাধকের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কাম বা কামনা জাত হয়, কাম প্রতিহত হইলে ক্রোধের সঞ্চার হয়, ক্রোধ হইতে কার্যকার্য-বিবেক শূন্যতারূপ সন্মোহ উপস্থিত হয়, সন্মোহ হইতে সাধন-প্রযত্নানু-সন্ধানরূপ স্মৃতিভ্রংশ জাত হয়, তাহা হইতে আত্মজানার্থ অধ্যবসায়ের বুদ্ধি নাশ হইয়া যায়, ইহাতেই সাধকের বিনাশ-সাধন ঘটে । অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ নানা যোনিতে ভ্রমণরূপ ঘোর সংসারদশা উপস্থিত হইয়া থাকে । (শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকার মর্ম)

অসহায় পথিক নিজের চেষ্টায় প্রবল শক্তিশালী পথদস্য বা বাটপাড়ের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারেন না । যদি সেই পথের রক্ষাকারী কোন প্রবল শক্তিশালী রাজসৈন্য অদূরে অবস্থান করেন,

তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ফুকান করিয়া আৰ্ত্তকৰ্ণে ডাকিলে তাঁহারা তখনি ছুটিয়া আসিয়া সেই প্রবল দস্যুর
কবল হইতে পথচারীকে রক্ষা করিয়া থাকেন। তদ্রূপ এই ভজনপথের পথদস্যু কামাদি ষড়ুরিপূর
কবল হইতে সাধনপথের পথিককে রক্ষা করিবার জন্য বকারী শ্রীকৃষ্ণের সাধন-পথ-রক্ষক বৈষ্ণবগণ
আছেন। তাদৃশ বিপদকালে তাঁহাদেরই আৰ্ত্তস্বরে ডাকিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

“এ সংসার-বাড়িয়ারে, কামপাশে বান্ধি মারে,
ফুকার করহ হরিদাস ।
করহ ভকত-সঙ্গ, প্রেমকথা রসরঙ্গ,
তবে হয় বিপদ বিনাশ ॥” (প্রেঃ ভঃ চঃ)

অরে চৈতঃ প্রোক্তং-কপট-কুটিনাটীভর-খর-
ক্ষরম্মুত্রে স্নাত্তা দহসি কথমাঙ্গানমপি মাম্ ।
সদা ত্বং গাক্ষৰ্বী-গিরিধরপদ-প্ৰেম-বিলসৎ
সুধাশ্ৰুতৌ স্নাত্তা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । ওরে মন ! তুমি প্রকাশ্য কপটকুটিনাটীসমূহরূপ ক্ষরিত গর্দভমুত্রে স্নান করিয়া
নিজেকে এবং আমাকে কেন দংশ করিতেছ ! শ্রীগাক্ষৰ্বী-গিরিধরীর পাদপদ্ম-প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধা-
সিন্ধুতে নিয়ত স্নান করিয়া নিজেকে এবং আমার সাতিশয় সুখী কর ॥ ৬ ॥

তীকা । ননু বিষয়চেষ্টয়া দৃষ্টং সুখং উবাচৈব তৎ ত্যাগেনাদৃষ্টসুখং উবাচি নবেতি
সন্দেহে কথং দৃষ্টেহরতিঃ কত্ব্যোত্যাহ অরে ইতি । অরে ইতি নিকৃষ্ট সম্বোধনে । অরে দুৰ্বোধ

তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন, হে মন ! বকারী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিপথরক্ষক সাধুগণকে ফুকা-
রিয়া ডাকিলে তাঁহারা আসিয়া সেই প্রবল শত্রুর হাত হইতে তোমায় রক্ষা করিবেন । তোমার ভজন-
সম্পদ সুরক্ষিত থাকিবে ।

“হে মন যুকতি গুন,
মহাশক্তিশালী বাটোয়ালে ।

অসৎচেষ্টা কষ্টপ্রদ,
ভয়ঙ্কর প্রস্থি যত,
সেই ডোরে বাঁধি মোর গলে ॥

বিনাশ করিতে চায়,
অসহ্য যাতনা তায়,
পদে পদে হই অচেতন ।

এমন বাক্ষব কে,
আমা উদ্ধারিবে যে,
সে বন্ধন করিয়া মোচন ॥

হে মন কাতর স্বরে,
কর তুমি ফুৎকারে,
কোথা আছ বকারীর জন ।

সুমাল্য তিলকধারী,
নামাক্ষিত অঙ্গভরি,
কোথা ঠাকুর বৈষ্ণবের গণ ॥

ছয় রিপু নাশ করি,
রক্ষা কর কেশে ধরি,
কৃষ্ণ বলি করিয়া হুঙ্কার ।

মতুবা পরাণ গেল,
শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি ভেল,
কোথা আছ ভক্ত-পরিবার ?” ৫ ॥

চেতঃ প্রোদ্যৎ কপট-কুটিনাটীভর-খরক্ষরশ্চুভ্রং স্নাত্বা নিমজ্জ্য আত্মানং মামপি কথং দহসি । প্রোদ্যন্ প্রকৃষ্টোদয়ং প্রাপ্নুবন্ কপটাদয়ঃ কুটিনাটীভরঃ স্বস্যান্যত্রাপি নিবেশাতিশয়ঃ স এব খরক্ষরশ্চুভ্রং গদভ-
 স্রবশ্চুভ্রম্ । গদভ-ক্ষরশ্চুভ্রস্যাত্যুষ্ণত্বাদাহকত্বম্ । মনসা সইকাধারে মিলিতা বাসত্বান্ননোদাহেনাপি
 জীবস্য দাহো ভবেদিতি মামিত্যুক্তম্ । কুটিনাটীত্যানুকরণ শব্দঃ । তদা কিং কত্বামিত্যাহ সদেত্যাদি ।
 গাক্ষরী । শ্রীরাধা গিরিধরঃ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োঃ পদে চরণে যঃ প্রেমা ভক্তিঃ স এব বিলসৎ সুধাস্তোধিনির্মল
 সুধাসমুদ্রঃ তত্রৈত্যাদিকং সুগমম্ । ননু স্নাত্বা স্নাত্ত্বৈতি স্নানদ্বয়ে প্রয়োগে কথিত পদত্বেন বাক্যদোষতা
 স্যাৎ উচ্যতে । অত্র বিষয়াভিসন্ধিঃ মনঃ প্রতি কুপিতস্য বাক্যেন দোষঃ । তথাচ কথিতঞ্চ পদং পুনঃ ।
 বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিস্ময়ে ক্রোধি । দৈন্যেহথ নাট্যানুপ্রাসেহনুকম্পায়াং প্রসাদনে ইত্যদি সাহিত্য-
 দর্পণকারঃ ॥ ৬ ॥

স্ববাস্তবকণা ব্যাখ্যা । কোন অনির্বচনীয় সৌভাগ্যবশতঃ কামনা-বাসনা-বিকচিত্ত

সংসারী মানুষের ভক্তিপথাত্ম্য ঘটে, কিন্তু ভক্তির অনর্থদশায় অনন্ত জন্মের বাসনার সংস্কার তাহার
 চিত্তকে আপন আপন দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । জীব নিত্য কৃষ্ণদাস সুতরাং কৃষ্ণসেবাভিলাষ
 ব্যতীত অন্য বাসনাই জীব-স্বরূপের কপটতা । সাধনকালে দেহ-দৈহিকাদির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানাদি-
 নিমিত্ত সংস্কারানুরূপ কপট কুটিনাটী নিষিদ্ধাচার জীবহিংসনাদি ভক্তি-সাধনার অন্তরায়গুলি সাধকের
 ভজনপথে বিপুল বাধার সৃষ্টি করে, ভক্তিসাধনায় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া দেয় ।

ছল, চাতুরী, প্রতারণা, বঞ্চনা, শঠতা, ধূর্ততা, অসত্য ব্যবহার, অধর্মাচরণ, পাপ ইত্যাদি
 “কপট” শব্দের আভিধানিক অর্থ । সাধক “সত্যং জ্ঞানমানন্দম্” সত্যের মূলস্বরূপ ভগবদ্ভরণাত্ম্য
 করিয়া ভগবত্তাম জপ, শ্রবণ, অর্চন, বন্দন, স্মরণ, মননাদি করিয়াও যদি উক্ত কপট আচরণে সত্যের
 ব্যভিচার করেন, তাহা হইলে সত্যস্বরূপ ভগবানের প্রসন্নতা অর্জন করা যায় কিরূপে ? লোকশাস্ত্র
 বিগহিত ছল, চাতুরী, মিথ্যাভাষণাদি যাহা সাধারণ পাপকর্ম বলিয়া শাস্ত্রে নিদিষ্ট আছে, তাহা যদি
 ভগবদ্ভজনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া কাপট্যকে আশ্রয় করে, তখন আর ঐ অপকর্মগুলি সাধারণ না
 থাকিয়া **গুরুতর অপরাধ** স্বরূপ হইয়াই দাঁড়ায় । অসৎ হৃদয়ে কাপট্যের অন্তরালে ঐ মিথ্যা,
 চৌর্যাদি ক্রমশঃ বধিত হইয়া সাধু, গুরু, ভগবানের প্রতিও প্রযুক্ত হইতে থাকে । কথায় বলে—“গয়ায়
 মরিয়া ভুত হইও না” সকল দেশের ভুত গয়ায় উদ্ধার পায়, কিন্তু গয়ার ভুতের বড়ই বিপদ । সকল
 কপট সাধু, গুরুর কৃপায় নাশ পায়, সাধু, গুরুর নিকট কপট সর্বনাশের হেতু । অথচ তজ্জন্য চিত্তে
 কোনরূপ অনুতাপ জাগে না । বরং ঐ অপকর্মগুলি যেন অপকর্মই নয়, উহা ঠিকই করা হইয়াছে,
 এইরূপ প্রতিপাদনপূর্বক অনুষ্ঠিত পাপকর্মের উপর কাপট্যের আবরণ দিয়া উহা রক্ষা করার প্রযত্ন
 জাগে । কিন্তু ভাগ্যবান্ সদ্যক্তির হৃদয়ে ঐরূপ অসৎচেষ্টা উদিত হয় না । তাহাদের কতৃক কোন
 সময়ে যৎকিঞ্চিৎ অন্যায় কর্ম অনুষ্ঠিত হইলে তাহারা অনুতপ্ত হন এবং তীর জ্বালা অনুভব করিয়া

তাহার যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই জন্যই ক্ষরিত গর্দভমূত্রে স্নানের ন্যায় তীব্র জ্বালার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

‘কুটিনাটী’ অর্থে অসৎক্রিয়া, অন্যাবেশ, নির্দয়তা, জীবহিংসনাদি। “অসৎক্রিয়া কুটিনাটী, ছাড় অন্য পরিপাটী” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা) দেহাবেশ ভজন-জীবনে আমাদের প্রধানতম অন্তরায়। এই দেহাবেশ হইতেই সাধকের অসৎক্রিয়া, নির্দয়তা, জীবহিংসনাদি প্রবৃত্তির উদয় হয়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—“দেহে না করিহ আস্থা, মরিলে সে যম শাস্তা, দুঃখের সমুদ্র কন্মর্গগতি।” সামান্য ছোটখাটো অন্যাবেশ বা অসৎকার্যগুলিতে আমরা মনোযোগ দিই না, শেষে উহাই ভক্তির বিঘাতক প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

যেমন শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে হস্তিস্নানের ন্যায় সব সাধনাই নিষ্ফল হয়, ইহা শাস্ত্রে ও সাধুমুখে শুনিয়াছি, অপরকেও তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করি, কিন্তু কার্যতঃ ব্যবহারিক আবেশে শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, বাদ-বিসম্বাদ, কখনো বা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষাও হয় ব্যবহার করিয়া থাকি। মুখে বলি, বৈষ্ণব-নিন্দা নামাপবাধ, কিন্তু কার্যতঃ দশ পাঁচ জন মিলিয়া পরনিন্দা, পরচর্চাকে মুখরোচক করি। মিথ্যা কথা বলা, অসদাচরণ করা, সাধারণের পাপ, কিন্তু ভক্তের নিকট অপরাধ—ভক্তির বিঘাতক। ইহা বাক্যেই মাত্র আৱত্তি করিয়া থাকি, কিন্তু হাটে বাজারে ক্রয়, বিক্রয়াদি কালে অবাধে মিথ্যা কথা বলি, আদানপ্রদান কালে কেহ ভুলবশতঃ অধিক অর্থাদি দিয়া ফেলিলে উহা লভ্যাংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আনন্দ পাই।

দয়া, ক্ষমা, বিনয়াদি ভাগবতজনের ভূষণ। অপরের দুঃখ দর্শনে হৃদয়ের দ্রবাবস্থাই ‘দয়া’। ইহা একটি অমৃতের ধারা। কৃষ্ণভক্তের চিত্ত স্বভাবতই অমৃতময় সুতরাং তাহারাই প্রকৃত দয়ালু। কিন্তু মাদৃশ জীব অন্যাবেশ বা দেহাবেশের ফলে সাধারণ ব্যবহারিক কার্যে অন্যের কথা দূরে, বৈষ্ণব মহাত্মাদের চিন্তেও কথায়, বার্তায়, ব্যবহারে নানা উদ্বেগ ও দুঃখ দিয়া থাকি। প্রথমতঃ অন্যকে দুঃখ বা পীড়া প্রদানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবহারগুলি অভ্যাসবশতঃ সংস্কারে পর্ষবসিত হইয়া অন্যকে নানান্তাবে দুঃখ বা পীড়া প্রদান যেন কৌতুকের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়। ঐ প্রবৃত্তি শেষে ভীষণ হিংসামূর্তি ধারণ করিয়া জীবহিংসনাদিতে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘হে মন! জ্বালাময়ী ঐ সকল কপট কুটিনাটী রূপ গর্দভের মূত্রে স্নান করিয়া তুমি নিজেও জ্বালিয়া মরিতেছ, আমাকেও প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছ। ভগবৎ-প্রেমামৃত-সায়রে অৰণ্যগহন ব্যতীত এই জ্বালা জুড়াইবার অন্য কোন উপাই নাই। তাই বলি, “সদা স্বং গান্ধর্ব-গিরিধরপ্রেমবিলসৎ সুধাশোভো স্নাত্বা স্বমপি নিতরাং মাঞ্চ সুখয়” ‘শ্রীগান্ধর্ব-গিরিধারীর পাদপদ্ম-প্রেম হইতে প্রকাশিত সুধাসিন্ধুতে স্নান করিয়া তুমি নিজেকে এবং আমাকেও সাতিশয় সুখী কর।’

“কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু ।
নির্মল সে অনুরাগে,
না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিन्दু ॥
শুদ্ধ প্রেম-সুখসিন্ধু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায় ।
কহিবার যোগ্য নহে,
তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-২য় পরিঃ)

যে কৃষ্ণপ্রেমের একবিন্দুই বিশ্বকে ডুবাইতে পারে বা ডুবাইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণকেও ডুবাইতে পারে রাধাপ্রেমের একবিন্দু ! মহাজন শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে বলিয়াছেন—‘তুয়া অনুরাগে প্রেম, সমুদ্রে ডুব্যাছি আমি, আমারে তুলিয়া লহ পারে ।’ সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমরসসিন্ধুতে অবগাহম করিয়া যুগল উপাসক যে কি আনন্দ-সায়রে ভাসেন, তাহা অনুভবের বিষয় ; ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যায় না ।

“যুগলচরণে প্রীতি,
রতি প্রেমময় পরবন্ধে ।
কৃষ্ণনাম রাধানাম,
উপায় করৌ রসধাম,
চরণে পড়িয়া পরানন্দে ॥

.....

প্রেমভক্তি-সুখানিধি,
আর যত ক্ষারনিধি প্রায় ।
নিরন্তর সুখ পাবে,
সকল সন্তাপ যাবে,
পরতত্ত্ব কহিনু উপায় ॥” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীজীব লিখিয়াছেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ সর্বদা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসাগরের তরঙ্গসমূহে বিঘূর্ণিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন । “রাধিকাকৃষ্ণপ্রেমমহার্ণবোন্মিনিবহে যুগল সদা দিব্যতি” তিনি জীবশিক্ষার জন্য অনর্থযুক্ত সাধকের ভূমিকায় নামিয়া স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতেছেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-বিগলিত প্রেমামৃতরস বাতীত জীবনের জ্বালা জুড়াইবার আর অন্য উপায় নাই । মনকে এই মহা সত্যটি বুঝাইয়া তাহাকে প্রেমসাধনার পথে পরিচালিত করিতে হইবে ।

“হে মোর দুর্শোধ চিত,
নাহি জান নিজহিত,
কপট কুটিনাটী যত হয় ।

প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা স্বপচরমণী মে হ্রদি নটেৎ
কথং সাধু-প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নম্ন মনঃ !
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িত-সামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । হে মন ! প্রতিষ্ঠাশারূপ ধৃষ্টা স্বপচরমণী আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে । পবিত্র সাধুপ্রেম এই হৃদয়কে কিরূপে স্পর্শ করিবে ? তুমি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ও অতুলনীয় সামন্ত বা সেনাপতিরূপ মহতের সর্বদা সেবা কর, যাহাতে তিনি শীঘ্র সেই চণ্ডালিনীকে হৃদয় হইতে নিষ্কাশিত করিয়া সাধুপ্রেমকে সেখানে প্রবিষ্ট করাইবেন ॥ ৭ ॥

টীকা । ননু মৌনাবলম্বনে ভজনানুসন্ধানং কুরু কিমিতি বচন-পরিপাট্যা মাং শিক্ষয়সী-
ত্যাং প্রতিষ্ঠেতি । ননু ভৌ মনঃ প্রতিষ্ঠাশা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তীচ্ছা সা এব ধৃষ্ট-স্বপচরমণী কুলটী রূপ
চণ্ডালস্ত্রী সা মে মম হ্রদি অন্তঃকরণে নটেৎ নটন-সম্ভাবনাং কেরোতি । কথং শুচিনির্মলঃ সাধুপ্রেমা
তদধুদয়ং স্পৃশতি স্পর্শিষ্যতি বর্তমান-সামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্ । সাধুনাং প্রেমা সাধুপ্রেমেতি আরাধ্যা-
রাধক সম্বন্ধে ষষ্ঠী । প্রতিষ্ঠাকামস্য ধ্যানাবলম্বনমতি দুষ্করমিতি ভাবঃ । তদা কিং কৰ্ত্তব্যং তব্রাহ
সদেত্যাদি । ত্বম্ অতুলং প্রভুদয়িতসামন্তং প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দয়িতো ভক্তঃ স এব সামন্তঃ ক্ষুদ্ররাজস্বং
সেবস্ব । যথা স প্রভু দয়িত সামন্তঃ তাং প্রতিষ্ঠাশাং নিষ্কাশ্য দূরীকৃত্য ইহ হ্রদি তং সাধুপ্রেমাং বেশয়তি
প্রবেশয়িষ্যতি । অন্যোহপি রাজাস্বস্য ধর্মস্থাপকত্বেনাসতী চণ্ডালস্ত্রীপ্রস্তাং প্রজাং জাত্বা চণ্ডালস্ত্রিয়ঃ দূরী-
কৃত্য প্রায়শ্চিত্তাদিনা প্রজাং শোধয়তীতি । অত্র প্রতিষ্ঠেত্যস্যাদৌ ষদীতি নটেদিত্যন্তং তদেতি সদেত্যস্যাদা-
বিতীতি । পদানামসত্ত্বে ন্যূনপদত্বেপি প্রেমানন্দ-মগ্নস্যোক্তৌ ন দোষত্বম্ । তথাচ সাহিত্যদর্পণে ।
উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্ম্যূনপদতা গুণ ইতি ॥ ৭ ॥

বিষয়াভিসন্ধি যত,

অন্যত্র আবেশ চিত,

গদভের-মুগ্ধ তুল্য হয় ॥

সে খরমুগ্ধে স্থান করি,

নিজে ও আমারে ধরি,

দগ্ধ কেন কর নিরন্তর ।

প্রেমভক্তি সুধানিধি,

তাহে ডুব নিরবধি,

এই দীনজনে সুখী কর ॥

শ্রীগান্ধর্ব-গিরিধারী,

পাদপদ্মে থাক পড়ি,

তবে সে চতুর বলি তোরে ।

তুমি আমি দুই জনে,

লীলাহৃত-আস্বাদনে,

দিবানিশি হও না বিভোরে ॥” ৬ ॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে ভজন-জীবনের এক ভয়ঙ্কর অনর্থের কথা উল্লেখ করিতেছেন, যাহার নাম ‘প্ৰতিষ্ঠাশা’। অসদ্বার্তা, বিষয়াভিনিবেশ, কাম, ক্রোধাদি, কপট কুটিনাটী হৃদয় ত্যাগ করিলেও এই প্রতিষ্ঠাশা কিছুতেই হৃদয় ছাড়িতে চাহে না। এই জন্য ইহাকে ‘ধৃষ্টা’ বা নিলজ্জা **স্বপচরমণীর** বা কুঙ্কুরমাংসভোজী চণ্ডালিনীর সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

‘আমি পণ্ডিত, ত্যাগী, জ্ঞানী, গুণী, ভজনানন্দী, আমার ন্যায় আর কে আছে? আমি সকলের পূজ্য বা গণ্য-মান্য হইয়া ভজনরাজ্যে সকলের উপর প্রভুত্ব করিব, সকলে আমার পদানত থাকিবে’— এইরূপ আকাঙ্ক্ষাময়ী মনোরতির নাম ‘প্ৰতিষ্ঠাশা’। ইহা এমনি এক অনর্থ যে, অম্যাম্য অনর্থগুলির ন্যায় ইহা সাধকের নিকট সহজে ধরা দিতে চাহে না। সাধকের নিকট নিজেকে ভজনের ন্যায়ই পরিচয় দিয়া সাধন-তরণীকে চোরাবালীর ন্যায় রসাতলে লইয়া যায়। এই জন্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসের উপসংহারে লিখিত আছে—

“সৰ্বত্যাগেহপ্যহেয়ায়াঃ সৰ্বানর্থভুবশ্চ তে ।

কুৰ্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্ ॥” (হঃ ভঃ বিঃ ২০।৬৭০)

তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা সর্বত্যাগে সমর্থ তাঁহারাও ভয়ঙ্কর অনর্থ এই প্রতিষ্ঠার আশাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। সুতরাং প্রেমভাভেচ্ছ, সুধীজন প্রতিষ্ঠাশারূপ বিষ্ঠাকে যাহাতে স্পর্শ করিতে না হয়, তাহার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিবেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহাকে ভক্তিকল্পলতার উপশাখা বলা হইয়াছে। উপশাখাগুলি বড়ই ভয়ঙ্কর বস্তু। শ্রবণ-কীর্তনাদি জলে সিদ্ধিত হইয়া নিজেই বাড়িতে থাকে, মূল ভক্তিকল্পলতা স্ববধ হইয়া যায়।

“সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢ়ি যায় ।

স্তবধ হঞা মূল শাখা বাঢ়িতে না পায় ॥

প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন ।

তবে মূলশাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ পরিঃ)

গুরা ভক্তিরস বা ভজনের আশ্বাদনের অভাবই লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদির বাসনা সাধকের চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখে। মিষ্কাম, পবিত্রচেতা, ভগবদ্ভজননিষ্ঠ সাধকের ভগবৎ-প্ৰীতি সাধনই একমাত্র লক্ষ্য। তাঁহারা দৈন্য-বিনয়াদি সঙ্গুণরাজি মণ্ডিত হইয়া প্রতিষ্ঠাশাকে দূরে পরিহার করেন। কারণ একবার হৃদয়ে এই ধৃষ্টা স্বপচরমণীকে আশ্রয় দিলে পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়ায়। যেহেতু এই চণ্ডালিনী কখনো একাকী থাকে না, তাহার পতি মাৎসর্য চণ্ডালকে আহ্বান করিয়া আনে। ‘পরোৎকর্ষাসহনং মাৎসর্যম্’। মানুষকে পশুত্বে পরিণত করিতে হৃদয়ের এমন কদম্বরুতি আর নাই। মাৎসর্য নামক চণ্ডালের ঔরসে এবং প্রতিষ্ঠাশা নাম্নী পিশাচীর গর্ভে **হিংসা ও অসূয়া** এই যমজ গুণানের জন্ম হয়। ইহাদের ভীমতাপ্তব নর্তনে হৃদয়ের সদরুতি সব চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। সম্ভ্রান্তির

কথা দূরে হৃদয়ে ইহাদের সকলের একত্র সমাবেশ হইলে গুরুতর নৃশংসতার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে । তখন বাহিরে বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ এবং যন্ত্রের ন্যায় শ্রবণ, কীর্তনাদি ভজন করিলেও স্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী স্বার্থলালসায় উন্নত হইয়া মানব অন্যের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হয় না । বাক্যের দ্বারা ব্যবহারাদির দ্বারা অথবা অন্যের মর্মে আঘাত দিয়া সে আনন্দ উপভোগ করে । বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এখনো তাহার নিজেকে জ্ঞানী, গুণী, ভজনানন্দী বলিয়াই মনে হইয়া থাকে ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই বলা হইয়াছে—“নির্মমৎসরাণাং সতাম্” অর্থাৎ নির্মমৎসর সংগণই ভাগবতধর্মের অধিকারী । মাদৃশ জীব কত ভাগবতের শ্লোক কণ্ঠস্থ করিল, কত প্রকার ব্যাখ্যার পরিপাতি শিক্ষা করিল, কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশা বুকে থাকায় নির্মমৎসর হইতে পারিল না । যেই গুণি, অমুক-স্থানে আমি অপেক্ষা একজন বড় পণ্ডিত, বড় বক্তা বা বড় লেখক আছেন,—অমনি মাৎসর্যবহি বুকে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে । তাহার ব্যাখ্যার দোষ বাহির করিয়া তাহার উৎকর্ষনাশ না করিতে পারিলে যেন আমার আর শান্তি নাই । এইরূপ প্রতিষ্ঠার লালসায়ুক্ত মাৎসর্য পরায়ণ চিত্তে কি কখনো ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে ? তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন—“কথং সাধুপ্রেমা স্পৃশতি শুচিরেত-ন্ননু মনঃ” ‘হে মন ! প্রতিষ্ঠাশারূপ ধূশটা স্বপচরমণী যে হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে’, সেই জঘন্য হৃদয়ে পরম পবিত্র সাধুপ্রেম আসিবে কেন ?’

এই ধূশটা প্রতিষ্ঠাশা পিশাচীকে হৃদয়ক্ষেত্র হইতে নিষ্কাশিত করিবার একমাত্র উপায় সর্বদা শ্রীকৃষ্ণভক্তরূপ শক্তিশালী সামন্ত বা সেনাপতির সেবা । মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের সেবার ফলে তাঁহাদের কৃপাসম্বলিত তাঁহাদের হৃদয়নিহিত দৈন্য, বিনয়াদি পবিত্র গুণের চিত্তে সংক্রমণ হয় । প্রতিষ্ঠাশা চড়া-লিনী হৃদয় ছাড়িয়া পলায়ন করে । এই সব অনর্থাৎ জয় মহাভাগবত বৈষ্ণবের পরিচর্যার আনুসঙ্গিক ফল, মুখ্যফলে অচিরে শ্রীভগবদ্-পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভে ধন্য হওয়া যায় । শ্রীভগবান্ উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—

“যথোপশ্রয়মাগস্য ভগবন্তং বিভাবসুন্ম ।

শীতং ভগ্নং তমোহপোতি সাধুন্ সংসেবতস্তথা ॥” (ভাঃ-১১।২৬।৩১)

“স্বীয়ৌদনসিদ্ধার্থমুপাশ্রয়মাগস্য অপ্যোতি নশ্যতি । তথৈব ভজনসিদ্ধার্থং সাধুন্ সংসেবমানস্য কশ্মাদি জাভ্যং, সংসারভগ্নং, ভজনবিশ্লশ্চ ।” (টীকা-শ্রীল বিষ্ণুনাথ) অর্থাৎ রন্ধনের জন্য অগ্নি জ্বালাইলে যেমন আনুসঙ্গিকভাবে শীত, ভগ্ন ও অন্ধকারও নাশ হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবদ্ভজন-সিদ্ধি বা প্রেমসিদ্ধির জন্য সাধুর সেবা করিলেও আনুসঙ্গিকভাবেই কর্মজড়তা, সংসারভগ্ন ও নিখিলভজনবিশ্ল অনায়াসেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় । সুতরাং “অয়ং হি পরমো লাভো নৃণাং সাধুসমাগমঃ ।” (ভাঃ-১২।১০।৭) অর্থাৎ সংসঙ্গই সকলের পক্ষে পরম লাভ । এই সংসঙ্গের ও সংপরিচর্যার মহামহিমার কথা সর্ব পরমার্থশাস্ত্রে তুলোতুল্যঃ বর্ণিত হইয়াছে ।

যথা দুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠশ্যাপি কৃপয়া
 যথা মত্নং পুণ্যমৃতমপি দদাত্যজ্জলমসৌ ।
 যথা শ্রীগান্ধর্ব-ভজন-বিধায়ে পুণ্যয়তি মাং
 তথা গোষ্ঠে কাক্য গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । হে মন ! এই গোষ্ঠে তুমি সেইরূপ মিনতির সহিত শ্রীগিরিধারীর সেবা কর, যাহাতে তিনি কৃপাপূর্বক মাদৃশ শঠেরও দুষ্টত্ব দূর করেন ও আমায় অতি উজ্জ্বল রসময় প্রেমামৃতও প্রদান করেন এবং শ্রীরাধাধারীর সেবায় আমায় নিযুক্ত করেন ॥ ৮ ॥

টীকা । অন্যদপি কত্বং শৃণ্বিত্যাহ যথেনি । হে মন ইহ গোষ্ঠে তথা তেন প্রকারেণ কাক্য কাতরোক্ত্য গিরিধরং ভজঃ তদ্বিষয়া কাকুস্ত তৎ শ্তোত্রং কাক্য শ্তোত্রেণেত্যর্থঃ । পৰ্ব্বতধারণেন সৰ্ব্ব স্বানুগতা জনা রক্ষিতা ইতি তদনুগতস্য মমাপ্যভীষ্টসিদ্ধিঃ করিষ্যতীতি ধ্বনিঃ । ভজনপ্রকারমাহ যথেন্যাদি । যথা কৃপয়া করুণয়া মম দুষ্টত্বং দূষ্যত্বং দবয়তি দূরী কৰোতি । মে কিস্তৃতস্য শঠস্য পরপীড়ন স্বাভিমান সুচনাহন্য শুভদ্বেষণাদি দোষদুষ্টস্য । যথা চ মহ্যমুজ্জ্বলং প্রেমামৃতমপি দদাতি । গিরিধরস্যাবতারিত্বাৎ মোহিনীরাপেণামৃত দত্তমিতি । যথাচ গান্ধর্বভজন-বিধায়ে শ্রীরাধাভজনপ্রকারায় মাং প্রেরয়তি নিযোজয়তীতি । সৰ্ব্বত্র বর্তমান-সামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্ । যথেন্যত্র সমুচ্চয় চকারাভাব রূপোন্যনুপদতাভাবঃ পূৰ্ব্ববৎ ॥ ৮ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ হইয়াও অনর্থ সঙ্কল-চিত্ত সাধকভক্তের ন্যায় এই মনঃশিক্ষায় বিশ্বসাধকগণকে ভজনের পরিপাটী শিক্ষা দিতেছেন । ইহা

“প্রতিষ্ঠাশা চণ্ডালিনী, কুলটা যে কলঙ্কিনী,

হৃদয়েতে করিছে নর্তনে ।

সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেম, যেন লাথবান হেম,

মোর হৃদি স্পর্শিবে কেমনে ?

কৃষ্ণের শুকতগণ, মহাবীর সামন্তগণ,

মন ! তাঁদের নিত্যসেবা কর ।

তোমার দুর্দশা দেখে, প্রতিষ্ঠাশা কুলটাকে,

হৃদয় হৈতে করিবে বাহির ॥

সাধুপ্রেম মহারাজে, হৃদয়-মন্দির মাঝে,

দিব্যাসনে করিবে স্থাপন ।

পাবে প্রেমফলাশ্রাদ, পূর্ণ হবে মনোসাধ,

তবে ধন্য হইবে জীবন ॥” ৭ ॥

বাস্তবতার দিক্, কিন্তু ভক্তির অতৃপ্তি স্বভাব বশতঃ বা দৈন্য বশতঃ তিনি নিজেকে যথার্থই ভজন-সাধন হীন সাধারণ সাধক বলিয়াই মনে করিতেছেন। “প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সে-ই মানে—কৃষ্ণ মোর নাহি প্রেমগন্ধ ॥” (চৈঃ চঃ) ভক্তির এই অতৃপ্তি স্বভাব হইতে জাত দৈন্যে ভক্তের প্রাণে বিপুল আত্মির উদয় হয়। স্মরণে, স্বপনে, স্ফুরণে নিরবচ্ছিন্ন ভগবৎমাধুরী আশ্বাদন করিয়া অতৃপ্ত প্রেমিক সাক্ষাৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিপুল হাহাকার করেন। এই উৎকর্ষা বশতঃ তিনি নিজেকে অতি অযোগ্য ও নানা বিষয়সঙ্কুল সাধারণ সাধক বলিয়া মনে করেন। হৃদয়ে অন্তঃসলিলা কলসধারীর ন্যায় প্রেমের ধারা প্রবাহিত—বাহিরে আতি, দৈন্য, হাহাকার। ইহাই অজস্র ভগবৎ-করুণা সাধকের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনে। সাধনার ইহা এক চরম আকাঙ্ক্ষিত স্তর।

শ্রীপাদ কয়েকটি অনর্থের কথা উল্লেখ করিয়া ভাবিতেছেন—এইরূপ ভক্তি বা ভজনের প্রতি-যোগী বহু অনর্থই তাঁহার চিত্ত-মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। তিনি নিতান্ত শঠ তাঁহার এই শঠতাই এই সকল দুষ্ট-স্বভাবের একমাত্র হেতু। বঞ্চক বা প্রতারককে ‘শঠ’ বলা হয়। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস, শ্রীকৃষ্ণের সেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম। সেই সেবা ত্যাগ করিয়া আত্মসুখের আকাঙ্ক্ষায় এই সংসারে আসিয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া জীব দেহ-দৈহিকাদিকে ‘আমি’ ‘আমার’ বোধে বিষয়সুখ ভোগ করিয়া বেড়াইতেছে এবং নিত্যপ্রভুকে নিত্যই ফাঁকি দিতেছে বা প্রতারণা করিতেছে। এই প্রতারণা বা বঞ্চনাই তাহার দুষ্টস্বভাব বা দুঃশীলতার একমাত্র কারণ। এবং এই দুষ্টস্বভাব বা দুঃশীলতাই শত শত অনর্থের জনক।

নিত্য-প্রভুর সেবা ত্যাগই যখন এই সব অনর্থের হেতু, তখন নিষ্কপটভাবে কাকুতি-মিনতির সহিত প্রভুর সেবাই তাহার অনর্থনাশ এবং অখিল কল্যাণ লাভের একমাত্র উপায় অর্থাৎ প্রেম প্রাপ্তি বা সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির অব্যতিচারী উপায়। রঘুর প্রভু-প্রদত্ত শ্রীশ্রীগিরিধারীর কথা মনে পড়িয়াছে। ভাবিতেছেন—প্রভু বড়ই করুণা করিয়া তাঁহাকে গিরিধারী দিয়াছিলেন এবং গিরিধারীর স্বরূপটিও জানাইয়া দিয়াছিলেন—“এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।” প্রভুর যেমন ভক্তবাৎসল্যের এবং করুণার অন্ত নাই, তেমনি তাঁহার দুর্ভাগ্যেরও সীমা নাই। তিনি ব্যাকুলপ্রাণে গিরিধারীর সেবা বা ভজন করিতে পারিলেন না। তাই মনের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—“তথা গোষ্ঠে কাক্কা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ” ‘হে মন! তুমি এই ব্রজে পরম কাকুতির সহিত সেইভাবে গিরিধারীর ভজন বা সেবা কর।’ প্রভু যে দিন রঘুনাথকে গিরিধারী-সেবা দিয়াছিলেন এবং গুরুভাবে সাত্ত্বিক সেবার আদেশ করিয়াছিলেন, প্রথম সেবার সময়ই ত্যাগ, বৈরাগ্য ও প্রেমভক্তির মূর্ত আদর্শ নিষ্ঠাবান্ রঘু—

“পূজাকালে দেখে শিলায় ‘ব্রজেন্দ্রনন্দন’ ॥

‘প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবদ্ধ নশিলা’।

এত চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেল। ॥” ইত্যাদি (চৈঃ চঃ অন্ত্য-৬ষ্ঠ পরিঃ)

এটি শ্রীরঘুনাথের দিক্ । কিন্তু তাঁহার দৈন্যবচনে সাধকের শিক্ষা এই যে, অনেক সময় আমরা গিরিধারী, শালগ্রাম, শ্রীবিগ্রহাদিকে, শিলা, মৃত্তিকা বা ধাতু নিমিত্ত বলিয়াই মনে করি । সেব্য বিগ্রহকে ‘প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন’ এই জ্ঞানে সেবা না করিলে সেবাটি উৎকর্ষাময় বা কাকুতি-মিনতিপূর্ণ হইতে পারে না । শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“পরমোপাসকাস্ত সাক্ষাৎ-পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি ; ভেদক্ষুভে ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ তথৈব হ্যচিৎম্ ।” অর্থাৎ ‘পরমোপাসকগণ অর্চা-বিগ্রহকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর রূপেই দেখিয়া থাকেন । কিঞ্চিৎ ভেদজ্ঞান হইলেই তাহা ভক্তির বিচ্ছেদক হয় এবং তাহাই সমীচীন’, কারণ প্রতিমাতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর বুদ্ধি থাকিলেই সেবাটি উৎকর্ষা বা কাকুপূর্ণ হয় এবং প্রতিমাতেই যে সাক্ষাৎ তাঁহার সাড়া পাওয়া যায়—এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, ‘হে মন ! এরূপ উৎকর্ষার সহিত বা কাকুতির সহিত তুমি গিরিধারীর সেবা কর, যাহাতে তিনি কৃপা করিয়া এই শঠের দুষ্টত্ব দূর করেন ।’ সাধন-ভজনের সঙ্গে কৃপার যোগ না হইলে সাধকের কোন ইচ্ছাই ফলবতী হয় না । সাধকের সকল প্রকার অযোগ্যতার নিরসনকারিণী ভগবৎ কৃপা । কৃপায় সবই সম্ভবপর হইতে পারে । ভগবৎ-কৃপাতেও হয় না, একথা যাহারা ভাবেন, তাঁহারা নাস্তিকমধ্যে পরিগণিত । কৃপায় বিশ্বাস না আসিলে কৃপাপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করা যায় না । নিষ্ঠাবানু শ্রদ্ধাশীল সাধক ‘কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দূঢ় করি জানে ।’ (চৈঃ চঃ) কৃপার আনুসঙ্গিক ফলেই সাধকের সমস্ত অনর্থ নাশ হয় এবং মুখ্যফলে প্রেমলাভ এবং সাক্ষাৎ প্রেমসেবা প্রাপ্তি হইয়া থাকে ।

তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন, “যথা মহ্যং প্রেমামৃতমপি দদাতুজ্জ্বলমসৌ” ‘যাহাতে শ্রীগিরিধারী আমায় উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুরভাবের প্রেমামৃতও প্রদান করেন ।’

“সম্ভবতারা বহবঃ পুঙ্করনাভস্য সৰ্ব্বতো ভদ্রাঃ ।

কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাশ্চপি প্রেমদো ভবতি ॥”

(লঘুভাগবতামৃতম্ পৃঃ ৫৩৭)

অর্থাৎ ‘পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের সর্বমঙ্গলপ্রদ অনেক অবতার থাকুন ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এমন আর কে-ই বা আছেন, যিনি লতাকে পর্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন ।’ “যুগধর্ম্মপ্রবর্তন হয় অংশ হৈতে । আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥” (চৈঃ চঃ) এই ব্রজপ্রেমের মধ্যেও আবার সর্বোৎকৃষ্ট মধুররস জাতীয় গোপীপ্রেম । শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী হইয়াও দৈন্যভরে প্রেম প্রার্থনা করিতেছেন, তাই রাধাদাসাই শ্রীগিরিধারীর নিকটে তাঁহার একমাত্র কাম্য । গোড়ীয়বৈষ্ণবও রাধাদাস্যের উপাসক । তাঁহাদেরও হার্দ্য ইহাই । শ্রীল গোস্বামিপাদগণ আমাদের আদর্শ । স্বয়ং আচরণ করিয়া শিক্ষা দিতেছেন—“যথা শ্রীগাঙ্গকর্ণা-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাম্” হে মন ! তুমি এইরূপ আকৃতির সহিত শ্রীগিরি-ধারীর সেবা কর, তিনি যেন শ্রীরাধার ভজনের বা সেবার নিমিত্ত আমায় প্রেরণ বা নিযুক্ত করেন । শ্রীপাদের ঐকান্তিক রাধানিষ্ঠা, রাধাস্নেহাধিকা প্রীতি । শ্রীরাধার দাসী হইয়াই শ্রীগিরিধারীর সেবা গোড়ীয়বৈষ্ণবের

মদীশানাথাত্তে ব্রজবিপিনচক্রং ব্রজবনে-
 স্বরীং তন্নাথাত্তে তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্ ।
 বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো-
 গিরীন্দ্রৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিত-রতিদত্তে স্মর মনঃ ॥ ৯ ॥

স্বতন্ত্রভাবে নহে । “আমার ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী । তাঁর প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী ॥” শ্রীরাধার ভজন ব্যতীত শ্রীগিরিধারীর সর্বোৎকৃষ্ট সেবা হইতে পারে না—ইহা রসিক জনবেদ্য । তাই শ্রীগিরি-ধারীরও কাম্য—ইহারা শ্রীরাধার দাস্য করিয়াই আমার সেবা করুক’ । গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণের শ্রীযুগলচরণে কি মধুর প্রার্থনা জাগে ; শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রার্থনা করিয়াছেন—

“প্রণিপত্য ভবন্তমর্থয়ে, পশুপালেন্দ্রকুমার কাকুভিঃ ।

ব্রজযৌবতমৌলিমালিকা,—করুণাপাত্রমিমং জনং কুরু ॥”

(উৎকলিকাবল্লরীঃ-১৯)

‘হে ব্রজরাজনন্দন ! আমি তোমার শ্রীচরণে প্রণত হইয়া কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করি,—
 তুমি আমায় ব্রজসুন্দরী-শিরোমণি শ্রীরাধার রূপাপাত্র করিয়া দাও ।’ শ্রীরাধার নিকট প্রার্থনা—

“ভবতীমতিবাদ্য চাটুভি, বরমুজ্জেশ্বরি বর্যমর্থয়ে ।

ভবদীয়তয়া রূপাং যথা, ময়ি কুর্যাদধিকাং বকান্তকঃ ॥” (ঐ-২০)

‘হে কাটিকাধিদেবি শ্রীরাধিকে ! আমি তোমায় অভিবাদন পূর্বক চাটুবাক্যে এই বর প্রার্থনা করি—আমায় তোমার জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ যেন অধিক রূপা করেন ।’ ‡ তাই রঘুনাথের মনের নিকট সাকুত প্রার্থনা—

“ওহে মন ! শুন তুমি, এ কর্তব্য বলি আমি,

অনুগত জনে রূপা করি ।

ধরি গিরি-গোবন্ধনে,

রক্ষা কৈল ব্রজজনে,

কাকুবাক্যে ভজ গিরিধারী ॥

মনের দুষ্টতা যত,

দূর করি অরি শত,

নিজ-প্রেমামৃত করি দান ।

শ্রীরাধার ভজনেতে,

পাঠাইবে নিকুঞ্জেতে,

যুগলকিশোর হবে প্রাণ ॥” চ ॥

অনুবাদ । হে মন! তুমি বৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার ঈশ্বরীর অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রাণ-নাথরূপে, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়রূপে, শ্রীললিতাকে তাঁহার অতুলনীয় সখীরূপে, শ্রীবিশাখাকে সকল শিক্ষা-বিতরণের গুরুরূপে এবং প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড এবং গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন এবং ললিত-রতিদায়করূপে স্মরণ কর ॥ ৯ ॥

টীকা । অকস্মাদ্ধূদ্যাবির্ভবন্তং সসখিরাধাকৃষ্ণমনুভবন্ পরমাঙ্লাদেনোপদিশতি মদীশেতি । হে মনঃ মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিনচন্দ্রং স্মর ধ্যানবিষয়ং কুরু । মম ঈশা মদীশা শ্রীরাধা তস্যা নাথত্বে প্রার্থমান প্রভুত্বে । এবং তাং ব্রজবনেশ্বরীং শ্রীরাধাং নাথত্বে । এবং ললিতাং তন্মাম সখীং তদতুল সখীত্বে । ন বিদ্যতে তুলা তুলনা যস্যঃ সচাসৌ সখীচেতি অতুলসখী তস্যা রাধায়া অতুল সখী তস্যা ভাবস্তত্ত্বন্ । এবং বিশাখাং শিক্ষালী শিক্ষাশ্রেণীন্তস্যা যদ্বিতরণং প্রচারণং তদগুরুত্বে তদিত্যব্যয়ং পৃথক্ পদং বিশাখামিত্যাদাবপ্যবেতবাম্ । অথবা অর্থাগম শিক্ষালীগুরুত্বে ইতি । এবং প্রিয়সরোগিরীন্দ্রৌ রাধাকুণ্ডগোবর্দ্ধনৌ তৎপ্রেক্ষা ললিতরতিদত্বে । তয়োঃ প্রেক্ষা দর্শনং তয়োর্ললিতেঙ্গিতা রতিশ্চ তে দত্ত ইতি তত্বে ॥ ৯ ॥

স্ববাস্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে স্বীয় মনকে শিক্ষা-প্রদান ব্যপদেশে প্রেমাত্মমানের একটি মনোরম চিত্র, মাধুর্যোপাসকের নয়ন-সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে নিরু-পাধিক প্রীতির নাম ‘প্রেম’ । ভগবৎসেবাই প্রেমের একমাত্র তাৎপর্য । ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি মনীষিগণ অন্য সকল বস্তুতে মমতানু্য হইয়া একমাত্র শ্রীভগবানের পাদপদ্মে মমতাময়ী বুদ্ধির স্থাপনকেই ‘প্রেম’ আখ্যা দিয়াছেন যথা—

“অনন্যমমতা বিধৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা ।

ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধব-নারদৈঃ ॥” (নারদ পঞ্চরাত্র)

মমতা-বুদ্ধি সম্বন্ধনিষ্ঠ । সম্বন্ধশূন্য মমতা-বুদ্ধি থাকিতে পারে না । শান্তরসে মমতাবুদ্ধি থাকে না । “শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধ হীন । পরং ব্রহ্ম-পরমাত্মা-জ্ঞান-প্রবীণ ॥” (চৈঃ চঃ) শান্তভক্তগণ মমতাগন্ধহীন, এমন কি তাঁহাদের ‘তদীয়’ বলিয়া অভিমান আছে বলিয়া মনে হয় না । তাঁহারা স্বরূপের উপাসক । “কেবল স্বরূপজ্ঞান হয় শান্তরসে” “শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণকনিষ্ঠতা” ইত্যাদি (চৈঃ চঃ) ব্রহ্মানন্দ অঘন বা তরল, ঈশময় সুখ ঘন বা সান্ধ্র । শান্তভক্তদের যে ঈশময় সুখের অনুভব হয়, তাহাও ঈশ্বরের স্বরূপের অনুভবের বলেই হইয়া থাকে । দাসাদি ভক্তের ন্যায় ঐশ্বর্যমিশ্র মাধুর্যের বা শুদ্ধ মাধুর্যের অনুভবের ফলে হয় না ।

“তন্নাশীশ্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা ।

দাসাদিবন্যনোক্তত্ব-লীলাদে ন তথা মতা ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩।১৬)

অর্থাৎ “শান্তভক্তগণের গুণস্বরূপের অনুভবাত্মক ঈশসুখ ঘটিলেও কিন্তু তাহাতে দাসাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্ব (সৌন্দর্য, সৌকুমার্যাদি) এবং লীলা (গোবর্ধন-ধারণাদি) প্রভৃতির মাধুরী অনুভব না হইয়া কেবল দর্শনেই পর্যবসিত হয় এবং ইহাতেই তাঁহাদের কৃতার্থতা লাভ হয় ।” মমতাবুদ্ধি-শূন্যতার এই ফল । এই জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শান্তভক্তের ভক্তিকে ‘তটস্থা ভক্তি’ এবং তাঁহাদিগকে ‘তটস্থভক্ত’ বলিয়াছেন ।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইহাদের যে কোন একতম সম্বন্ধকে প্রাপ্ত হইয়াই মমতাবুদ্ধিটি আত্মসত্তা লাভ করে । এই চতুর্বিধ ভাবের মধ্যেও আবার ভাবের উৎকর্ষ, অপকর্ষ-বিচারে মধুররসাত্মিকা-বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারা যায় ।

“পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয় ।

দুই-তিন গগনে পঞ্চপর্যন্ত বাঢ়য় ॥

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে ।

শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে ।

দুই-তিন ক্রমে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥

পরিপূর্ণ-কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে ।

এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য-৮ম পরিঃ)

মধুরভাব দ্বারকায় মহিষীগণের থাকিলেও শুদ্ধমাধুর্যময় ব্রজগোপীগণের প্রেম-সম্বন্ধেই ইহা ধরা হইয়াছে । কারণ সন্ত্রমজ্ঞানের যেখানে প্রাবল্য, সেখানে রস-বিকাশের সম্ভাবনা নাই । ব্রজের শুদ্ধমাধুর্যময় প্রেমে কোন রসেরই সঙ্কোচ নাই । তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণের কৃপায় ব্রজের সর্বোৎকৃষ্ট মধুররসের এবং মধুররসের মধ্যেও আবার রাধাদাস্যরূপ মঞ্জরী-ভাবসাধনার আত্মদান-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এই বিশেষ কলির মানুষ ।

শ্রীপাদ সনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব ব্রজরসের মহাশিল্পী । স্বর্ণশিল্পীরা যেমন একই উপাদান স্বর্ণ হইতে হার, কঙ্কণ, কুণ্ডলাদি নির্মাণ করিয়া থাকে, তেমনি ব্রজের শৃঙ্গাররসরূপ উপাদান হইতে আচার্য-পাদগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহাদের চিত্তে স্ফুরিত রসকাব্যের বিচিত্র অলঙ্কার নির্মাণ করিয়াছেন । এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনপিতচরী কঙ্কণার দান মঞ্জরীভাবের সাধকগণের স্বীয় অতীশেতির প্রতি অভিমান-সিদ্ধির ইঙ্গিত করিয়াছেন । প্রথমেই বলিতেছেন—“মদীশানাথত্বে ব্রজবিপিন-চন্দ্রং” ‘হে মন ! আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার নাথরূপে বৃন্দাবনচন্দ্রকে স্মরণ কর ।’ ‘মদীশা’ শ্রীগোবিন্দ এই একটি শব্দের মধ্যে কতই প্রণয়-সুধার, কত প্রেমাভিমানের কতই ‘প্রগাঢ় প্রীতির আত্মদান ! “আমার

ঈশ্বরী হন বৃন্দাবনেশ্বরী । তাঁর প্রাণনাথ বলি ভজি গিরিধারী ॥” আচার্যপাদগণ অনুভবও করিয়াছেন; প্রচারও করিয়াছেন । সাধক যতই নিজেকে রাধাদাসী বলিয়া চিনিতে পারিবেন বা দেহ-দৈহিকাদির অভিমান ত্যাগ করত প্রতিনিয়ত রাধাদাসীত্বের অভিমানে মগ্ন-চিত্ত হইতে পারিবেন, ততই রত্নলাভ করিবেন । স্বরূপের আবেশের ন্যায় এত মধুরতার আশ্বাদন অন্য কিছুতেই নাই । ইহাতেই মায়া দূরে সরিয়া পড়ে, চিন্ময়রসের আশ্বাদনে চিত্তটি উগমগ করিতে থাকে । সাধক পরমাতীষ্ট শ্রীশ্রীরাধাশাধবের রূপ, গুণ, লীলারসের ও সেবারসের আশ্বাদন-পরম্পরা লাভে ধন্য হন । তখন এই ‘মদীশা’ শব্দের আশ্বাদন কিছু অনুভব হয় ।

শ্রীপাদ স্বীয় মনের প্রতি তাঁহার ঈশ্বরীর প্রাণনাথ বলিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যামসুন্দরের ভাবনার উপদেশ দিতেছেন । আগে রাধা, পরে শ্যাম । রাধারাগীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার বা তাঁহার দাসীত্ব লাভের পর শ্যামসুন্দরের সঙ্গে রাধাদাসীর পরিচয় এবং ঈশ্বরী শ্রীরাধার প্রাণনাথরূপেই তাঁহার সেবা লাভ—স্বতন্ত্রভাবে নয় । শ্রীপাদ রঘুনাথের রাধানিষ্ঠার তুলনা নাই । তিনি যে শ্রীরাধার রহোদাস্য ভিন্ন আর অন্য কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাহা পাঠক এই শ্রীবাবলী গ্রন্থে ভূয়োভূয়ঃ অনুভব করিবেন । ‘ব্রজবিপিনচন্দ্র’ কথার তাৎপর্য এই যে, ব্রজবাসীর প্রাণচকোরী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রূপ, গুণ, লীলামৃতের বা প্রেমামৃতরসের আশ্বাদনেই প্রতিনিয়ত বিভোর থাকে কিন্তু রাধাদাসীর চিত্তচকোরী শ্রীরাধার আশ্বাদনের মধ্য দিয়াই এই ব্রজবিপিনচন্দ্রের লীলামৃতাদির আশ্বাদনে ধন্য হয়, স্বতন্ত্রভাবে নহে ।

আবার ‘বৃন্দাবনেশ্বরীং তন্নাথত্বে’ বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয়াক্রূপে স্মরণের উপদেশ মনকে দিতেছেন । শ্রীবৃন্দাবনে রূপ, গুণ ও প্রেমবতী অসংখ্য ব্রজসুন্দরী থাকিলেও শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত-মন সতত বশীভূত । কারণ পরম মহান্ প্রেমবতী একমাত্র শ্রীরাধাতেই অখণ্ড মাদনাখ্য মহাভাবের স্থিতি, তাই অখণ্ড আনন্দঘনবিগ্রহ প্রেমবশ্য শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাতেই অখণ্ড বশ্যতা । পরস্পর পরস্পরের রূপ, গুণাদির মাধুর্যে মগ্ন । উভয়েই আকাঙ্ক্ষা করেন—পরস্পরের প্রতি অনুরাগ যেন প্রতি-নিয়ত বধিত হয় । শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—

“ভ্রমি শ্যামে নিত্যপ্রণয়িনি বিদগ্ধে রসনিধৌ, প্রিয়ে ভূয়োভূয়ঃ সুদৃঢ়মতিরাগো ভবতু মে ।

ইতি প্রেষ্ঠেনোত্তা রমণ মম চিত্তে তব বচো, বদন্তীতি স্মেরা মম মনসি রাধা বিলসতু ॥”

(রাধারসসুধানিধি-১৫০)

“হে শ্যামে ! হে নিত্য প্রণয়িনি ! হে বিদগ্ধে ! হে প্রিয়ে ! রসনিধি তোমাতে আমার অনুরাগ ক্রমশঃ সুদৃঢ় হোক”—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিলে যিনি মৃদুহাস্যের সহিত “হে রমণ ! আমার মনেও তোমারই কথা, অর্থাৎ তুমি এই কথা বলার পূর্বমুহর্তে আমার মনেও ঠিক এমনি কথা তোমায় বলার ইচ্ছা জাগিয়াছিল ; সহসা তুমি আগেই তাহা বলিয়া ফেলিলে” এইরূপ বলিতেছেন সেই শ্রীরাধা আমার চিত্তে বিলাস করুন ।”

আবার বলিলেন—“তদতুল-সখীত্বে তু ললিতাম্” ‘হে মন ! ললিতাকে শ্রীরাধার নিরূপমা সখী বলিয়া স্মরণ কর ।’ শ্রীললিতা অষ্টজন শ্রীরাধার প্রাণপ্রেষ্ঠ সখীগণের মধ্যেও প্রধানা এবং রূপে, গুণে, প্রেমসংখ্যে অতুলনীয়। তাই শ্রীরাধার সমগ্র সখীমণ্ডলীতে সর্বপ্রধানা শ্রীললিতার তুলনা নাই। সর্বসখীর মান্যা, মঞ্জরীগণের যুগল-সেবার অধিনেত্রী। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

“ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে ।
শ্রমজল সকল, মিটব দুহু কলেবর, হেরব পরম আনন্দে ॥”

.....
“ললিতা-আদেশ পাঞা, চরণ-সেবিত যাঞা, প্রিয়-সখী-সঙ্গে হর্ষ-মনে ।
দুহু দাতা শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি, নিকটে চরণ দিবে দানে ॥” (প্রার্থনা)

আবার “বিশাখাং শিক্ষালি-বিতরণ-গুরুত্বে” ‘শ্রীবিশাখাকে যুগল-সেবার উপযোগী শিক্ষাসমূহ বিতরণের গুরুরূপে স্মরণ কর ।’ শ্রীপাদ স্বরূপে শ্রীবিশাখা-সখীরই গণ। শ্রীবিলাপকুসুমাজলিতে (৯৯) শ্রীপাদ তাঁহার ঈশ্বরীর বিরহ-বিহত প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীবিশাখার চরণেই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

“ক্ষণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবী, ত্বমসি সমবয়স্স্থানশর্ম-ভূমির্ষদস্যাঃ ।
ইতি সুমুখি বিশাখে দর্শয়িত্বা মদীশাং, মম বিরহহতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুষ্ব ॥”

‘অগ্নি সুমুখি বিশাখে ! তুমি মদীশা শ্রীরাধার সমবয়স্কা বলিয়া কৌতূকের পাত্রী, তিনি ক্ষণ-কালও তোমার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া থাকেন না। তাই প্রার্থনা—তুমি আমার ঈশ্বরীকে দেখাইয়া আমার বিরহাতুর প্রাণকে রক্ষা কর ।’ অসঙ্কল্পপ্রকাশ-স্তোত্রে শ্রীপাদ শিক্ষাগুরু বিশাখার নিকট হইতে মধুররস-ময় যুগলসেবার বিবিধ বৈদগ্ধ্যী শিক্ষার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

“মুদা বৈদগ্ধ্যান্তর্ললিত-নবকপূর-মিলন-
ক্ষুরনানা-নশ্ৰোমাংকর-মধুর-মাধবীকরচনে ।
সগন্ধং গান্ধবী-গিরিধরকূতে প্রেমবিবশা
বিশাখাং মে শিক্ষাং বিতরতু গুরুস্তদযুগসখী ॥ ৪ ॥
কুহুকণ্ঠীকণ্ঠাদপি কমনকণ্ঠী ময়ি পূর্ণ-
বিশাখা গানস্যাপি চ রুচির-শিক্ষাং প্রণয়তু ।
যথাহং তেনৈতদযুবযুগলমুল্লাস্য সগণা-
ল্পভে রাসে তচ্ছান্মণিপদক-হারানিহ মুহঃ ॥” ৫ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিবশা সখী বিশাখা শিক্ষাগুরু হইয়া শ্রীযুগলের সুখদায়ক বিবিধ বৈদগ্ধী-পূর্ণ বিচিত্র সেবারস-শিক্ষা বিতরণ করুন এবং কোকিলকণ্ঠ অপেক্ষাও কমনীয় স্বরযুক্তা বিশাখা অতি মনোহর গানশিক্ষা দান করুন, যাহাতে সপরিবার শ্রীযুগলের নিকট হইতে রাসাদি লীলার সমস্ত গান গাহিয়া হার, পদকাদি বিবিধ পুরস্কার পুনঃ পুনঃ লাভ করা যায়,—শ্রীপাদের ঐ দুইটি শ্লোকের প্রার্থনার ইহাই মর্ম । শেষের শ্লোকটি পরবর্তি প্রার্থনাস্তবেও দৃষ্ট হইবে ।

পরিশেষে বলিলেন—“প্রিয়সরো-গিরিজ্যৌ তৎপ্রেক্ষা-ললিত-রতিদত্তে স্মর মনঃ” অর্থাৎ ‘হে মন ! প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড এবং গিরিরাজ শ্রীগোবর্ধনকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন এবং ললিত-রতি-দায়করূপে স্মরণ কর ।’ শ্রীরাধারাণীর অতি প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ড তাই শ্রীশ্যামসুন্দরেরও শ্রীরাধার মতই প্রিয় এই সরোবর । এই রহস্য উপলব্ধি করিয়াই শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজমুকুটমণি তাঁহারও অতি প্রিয় শ্রীরাধাকুণ্ডে বসবাসের ঐকান্তিক নিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন—

“স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ান্নাঃ সদাস্পদম্ ।

অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতি ॥” (বিলাপকুসুমাজলি-৯৭)

‘হে চঞ্চলাক্ষি শ্রীরাধে ! এই শ্রীরাধাকুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় স্থান । তাই শ্রীকুণ্ডতীরেই আমার নিত্য বাস ও নিত্য স্থিতি হউক ।’ এই প্রিয়তাগুণেই শ্রীরাধাকুণ্ডকে শ্রীপাদ যুগলচরণে ললিতারতিদাতা এবং তাঁহাদের দর্শন-দাতারূপে ঐ বিলাপকুসুমাজলি স্তবেই উল্লেখ করিয়াছেন ।

“যদা তব সরোবরং সরস-ভূঙ্গসংঘোলসৎ-

সরোরহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি-সম্পূরিতম্ ।

ক্ষুণ্ণসরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্মসাক্ষাদ্ভৌ

তদৈব মম লালসাহজনি তবৈব দাস্যে রসে ॥” (ঐ-১৫) ॥

‘হে বিকসিত কমলনয়নে শ্রীরাধে ! যে দিন মধুর গুঞ্জনশীল ভূঙ্গকুল-পরিশোভিত কমল-নিচয়দ্বারা মনোহর এবং মধুর বারিপূর্ণ তোমার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড আমার নয়ন-সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই দিনই তোমার দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে ।’ সুতরাং সরোবরের নিকটেই দর্শনেরও কামনা জ্ঞাপন করিয়াছেন ।

‘হে শ্রীসরোবর সদা ত্বয়ি সা মদীশা, প্ৰেৰ্ণেন সাক্ষাৎমিহ খেলতি কামরসৈঃ ।

ত্বঞ্জে প্ৰিয়াং প্ৰিয়মতীং তয়োরিভীমাং, হা দর্শনাদ্য কৃপয়া মম জীবিতং তাম্ ॥” (ঐ-৯৮)

‘হে শ্রীরাধাকুণ্ড ! আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধা তাঁহার প্ৰিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তোমাতে ও তোমার সমীপস্থ কুঞ্জমধ্যে কামরসে বিবিধ খেলা খেলিয়া থাকেন । তুমি তাঁহাদের প্ৰিয় হইতেও অতীব প্ৰিয়তার পাত্র, এজন্য কৃপা করিয়া আমায় অদ্যই তাঁহাদের দর্শন করাও ।’

গিরিরাজ গোবর্ধনের প্রতি শ্রীপাদের ভক্তির তুলনা নাই। শ্রীগিরিরাজের তটপ্ৰদেশেই শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড। অনুরূপ যুগলচরণে প্রীতি ও তাঁহাদের দর্শনরূপ চ্ৰবাতীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীপাদ শ্রীগিরিরাজের তটে বসবাসের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন—

“প্রমদমদনলীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে

রচয়তি নবযুনোদ্বন্দ্বমঙ্গিম্নমন্দম্।

ইতি কিল কলনার্থং লল্লকস্তুদ্বয়োর্মৈ

নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন হ্রম্ ॥” (গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম্-২)

‘হে শ্রীগোবর্ধন ! যুগল-কিশোর শ্রীশ্রীরাধামাধব তোমার প্রতি কন্দরে কন্দরে প্রকৃষ্ট মততায়ুত মদনলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন, তাই সেই শ্রীযুগলের দর্শনোৎসুক আমরা তোমার তটে বাস দিয়া ধন্য কর ।’ শ্রীপাদের মনের নিকট প্রার্থনা—

“হে মন ! তোমারে বলি, ক্রমরগ নিয়মাবলি,

মদীশ্বরী বৃন্দাবনেশ্বরী।

তাঁর প্রাণেশ্বর জানি, রসিকেন্দ্র চূড়ামণি,

ভজ তুমি গিরিবরধারী ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা, শিরোরত্ন ব্রজরামা,

এই জানে বৃন্দাবনেশ্বরী।

অনুরাগে নিত্যনব, রাধাপদ-কোকনদ,

ভজ মন ! এ মিনতি করি ॥

প্রাণসখী শ্রীরাধার, অতুল মহিমা যাঁর,

সখীশ্রেষ্ঠ ললিতা-কমরগে।

শিক্ষাগুরুরূপে জানি, বিশাখায় ক্রমর তুমি,

অনুগত রসাল ভজনে ॥

রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনে, ক্রমর মন রাত্রিদিনে,

দরশন রতিদান তরে।

কমরগেতে কৃপাধারা, প্রেম-মন্দাকিনী পারা,

উথলিবে হৃদি পারাবারে ॥” ৯ ॥

রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যাকিরণঃ
 শচী-লক্ষ্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ ।
 বশীকারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ
 ক্ষিপত্যাৱাদ্যা তাং হরিদয়িতরাধাং ভজ মনঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । হে মন ! যিনি স্বীয় সৌন্দর্য-কিরণে রতিদেবী, গৌরীদেবী এবং লীলাদেবিকে সন্তুষ্ট করেন, সৌভাগ্যাতিশয্যে বা প্রিয়তমের আদরণীয়তা দ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামা দেবীকে পরাভূত করেন এবং শ্রীকৃষ্ণবশীকার শক্তিদ্বারা চন্দ্রাবলীপ্রমুখ নবীনা ব্রজসতীগণকে দূরে নিষ্ক্ষেপ করিয়া থাকেন—সেই শ্রীহরিপ্রিয়া শ্রীরাধার সর্বদা ভজন কর ॥ ১০ ॥

টীকা । অন্য ভজনীয়স্য স্মরণাসক্তিং ত্যাজয়ন্নিগূঢ়মুপদিশতি রতিমিত্যাदि । হে মনঃ তাং হরিদয়িতরাধাং হরিপ্রিয়রাধাং ভজ সেবস্ব । হরতি সৰ্বং সংহরতীতি কৈবল্যস্বরূপ আত্মারাম ইত্যর্থঃ । তস্যাপি দয়িতেতি অস্যা ভজনেনৈব হরিভজনং ভবেদिति ভাবঃ । কথং যা সৌন্দর্য্যাকিরণৈঃ ময়ুখে-রতিং কামপত্নীং গৌরীং ভবপত্নীং লীলাং শক্তিবিশেষম্, অপি তপতি সন্তাপয়তি । অন্তর্ভূতগ্যর্থতা । কিরণস্য ময়ুখপরত্বে সৌন্দর্য্যে সূর্য্যদ্বারোপরূপ পরম্পরিত রূপকম্ । অপিচ সৌভাগ্যবলে নৈবাসাবেব পতি-প্রিয়েত্যেতদ্রূপ সৌভাগ্যসম্বলনৈঃ পতিব্রতেত্যেবং প্রকারৈর্বা সৰ্ব্বাচ্ছাদকৈরिति যাবৎ । শচীম্ ইন্দ্রপত্নীং লক্ষ্মীং নারায়ণপত্নীং সত্যাং পূর্ণস্বরূপস্য কৃষ্ণস্য পত্নীং পরিভবতি অভিভবতি । এবং যা বশীকারৈঃ স্বগত তত্ত্বক্ৰমৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ নবীন ব্রজসতীরাদ্যদূরে ক্ষিপতি । প্রেরয়তি অবশং বশং কুব্ধতীতি বশীকারাস্তঙ্গত ধর্ম্মবিশেষা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ পূর্বশ্লোকে স্বীয় মনকে উপদেশ প্রদানের ছলে শ্রীরাধা-স্নেহাধিকা প্রীতির সম্বন্ধটি ব্যক্ত করিয়াছেন । মঞ্জরীভাব-সাধকের মুখ্যভাবে শ্রীরাধারাগীরই ভজন, শ্রীকৃষ্ণভজন আনুসঙ্গিক । মঞ্জরীগণ রাধাগত প্রাণা, রাধা-বিহনে তাঁহাদের বিশ্ব অন্ধকার । “তবৈবাঙ্গিম তবৈবাঙ্গিম ন জীবামি ত্বয়া বিনা” (বিলাপকুসুমাঞ্জলি) ‘হা রাধে ! আমি তোমারই, আমি যে তোমারই, তোমা বিহনে যে আমি বাঁচিয়া থাকিতে পারি না,—মঞ্জরীভাব-সাধকের ইহাই মূলমন্ত্র ॥

তাই শ্রীপাদ এই শ্লোকে মনকে উপদেশ দিতেছেন—“হরিদয়িত-রাধাং ভজ মনঃ” ‘হে মন ! শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার ভজন কর ।’ প্রেম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় হওয়া যায় না । গীতায় শ্রীঅর্জুনের প্রতি বলিয়াছেন—“যো মন্তস্তঃ স মে প্রিয়ঃ” । ভক্তি বা প্রেমের তারতম্যানুসারে ভক্ত-প্রিয়তারও তারতম্য হইয়া থাকে । পরিমাণে প্রেম চতুর্বিধ—অণু, আপেক্ষিক নুন্যাধিকময়, মহান্ ও পরম মহান্ । সাধক-ভক্তে প্রেম অণুপরিমাণ, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের পুরতাও অণু । শ্রীনারদাদিতে আপেক্ষিক নুন্যাধিকময়, সেখানে তাঁহার প্রিয়তাও প্রেমানুরূপ । ব্রজজনে অর্থাৎ সুবলাদি, নন্দ-যশোদাদি, ললিতাদিতে প্রেম মহান্,

প্রিয়তাও সেখানে মহান্। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণভানুনন্দিনী শ্রীরাধাতেই প্রেম পরম মহান্, সেখানে প্রিয়তারও পরাকাষ্ঠা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামীর লেখনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পারস্পরিক প্রিয়তার দৃষ্টান্তে অতুলনীয়।

“গোবিন্দানন্-রাজীবে ভানুশ্রীবার্ষভানবী।

কৃষ্ণহংকুমুদোল্লাসে সুধাকরকরস্থিতিঃ ॥

কৃষ্ণমানসহংসস্য মানসী সরসী বরা।

কৃষ্ণচাতক-জীবাতু নবাস্তোদ-পন্নঃসুগতিঃ ॥

.....

মুকুন্দ-মত্ত-মাতঙ্গবিহারাপারদীঘিকা।

কৃষ্ণপ্রাণ-মহামীন-খেলনানন্দবারিধিঃ ॥

.....

কৃষ্ণমঞ্জুল-তাপিঞ্জেছ বিলসৎ-স্বর্ণযুথিকা।

গোবিন্দ-নব্যপাথোদে স্থিরবিদ্যুল্লতান্ভূতা ॥

গ্রীতেম গোবিন্দ-সর্বাস্তে চন্দ্র-চন্দন-চন্দ্রিকা।

শীতে শ্যাম শুভাসেষু পীতপটলসংপতী ॥

মধৌ কৃষ্ণতরুলাসে মধুশ্রীমধুরাকৃতিঃ।

মঞ্জু-মল্লাররাগশ্রীঃ প্রারম্ভি শ্যামহর্ষিণী ॥

ঋতৌ শরদি রাসৈক-রসিকেন্দ্রমিহ স্ফুটম্।

বরীতুং হন্ত রাসশ্রীবিহরন্তী সখীপ্রিতা ॥

হেমন্তে স্মরযুদ্ধার্থমটন্তং রাজনন্দনম্।

পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রীমুতিধারিণী ॥” (বিশাখানন্দদস্তোত্রম্ ৫১-৬২)

“প্রেম-সরোবরে শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লকমল, শ্রীরাধা প্রভাতী অরুণিমা। শ্রীকৃষ্ণ কুমুদকুসুম, শ্রীরাধা সুধাংগু-কিরণ। শ্রীকৃষ্ণ রাজহংস, শ্রীরাধা মানস-সরসী। শ্রীকৃষ্ণ তুষিত চাতক, শ্রীরাধা নবঘন-বারিধারা। শ্রীকৃষ্ণ মত্তমাতঙ্গ, শ্রীরাধা বিশাল দীঘিকা। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ মহামীন, শ্রীরাধা তাহার খেলনানন্দ-বারিধি। শ্রীকৃষ্ণ তমালতরু, শ্রীরাধা স্বর্ণলতা। নিদাঘের প্রখরতাপে শ্যামঅঙ্গে শ্রীরাধা কপূর, চন্দন ও চন্দ্রিকা। শীতে শ্রীকৃষ্ণের শুভাসে শ্রীরাধা পীতপটলসংপতী। বসন্তে শ্যামতরুর উল্লাসে মধুরাকৃতি শ্রীরাধা সাক্ষাৎ বাসন্তীশ্রী। বর্ষায় শ্রীকৃষ্ণ বারিধারা, শ্রীরাধা মঞ্জু মল্লার রাগ। শারদে শ্রীকৃষ্ণ রসিকেন্দ্রচুড়ামণি, শ্রীরাধা রাসশ্রী। হেমন্তে শ্রীরাধা স্মরযুদ্ধবিজয়াভিলাষী ব্রজযুবরাজের মানস-তুরগ-অপহারিণী নুতিমতী জয়শ্রী।” শ্রীরাধা যে কিরূপ হরিপ্রিয়া, বিশ্বমানবকে তাহা বুঝাইবার এইরূপ

দৃষ্টান্ত বিশ্বে অতি বিরল। কিন্তু জগতাতীত বস্তু যে বিশ্বের তুলনার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। রাধাকৃষ্ণ বস্তুতঃ একটি আত্মা দুইটি দেহ। যেন প্রেমসাগরে একই নাগে একটি নীল ও একটি স্বর্ণকমল। প্রিয়তা গুণে উভয়ে এত অভিন্ন যে, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা অথবা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করা চলে না। মহাকবি শ্রীল কর্ণপুর লিখিয়াছেন—

“প্রেয়াংস্তেহহং ত্বমপি চ মম প্রেমসীতি প্রবাদ-

স্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হস্ত প্রলাপঃ।

ত্বং মে তে স্যামহমিতি চ যতচ্চ নো সাধু রাধে

ব্যাহারে নৌ ন হি সমুচিতো যুস্মদস্মৎ-প্রয়োগঃ ॥” (অলঙ্কারকৌস্তুভ-৫।৩৪)

“অগ্নি শ্রীরাধে! আমি তোমার প্রিয়তম, তুমি আমার প্রিয়া এই সব উক্তি প্রবাদ মাত্র, তুমি আমার জীবন, আমি তোমার প্রাণ এই সকল বাক্যও প্রলাপ, তুমি আমার এবং আমি তোমার এইরূপ উক্তিও ভাল নহে—কারণ তাহাও ভেদব্যঞ্জক। হে রাধে! আমাদের উভয়ের প্রসঙ্গে যুস্মৎ অস্মৎ শব্দের প্রয়োগই সমুচিত নহে।” “না সো রমণ না হাম রমণী। দুহ মন মনোভব পেষণ জানি ॥” (চৈঃ চঃ) প্রেমাতিশয্যে উভয়ের চিত্ত-মন যেন মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে ॥

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘হে মন! সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধার ভজন কর।’ প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীপাদ যুগল-উপাসক হইয়া একা শ্রীরাধারই ভজন করিবেন কেন? উত্তরে বলা হইয়াছে—শ্রীরাধার সেবা বা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনাদিতে শ্রীকৃষ্ণভজনাপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের সমধিক বশ্যতা এবং তাঁহার সঙ্গ-সুখ স্বতঃই অধিকাধিকরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“শ্রীরাধাজ্ঞা-পুতিপালনেইব শ্রীকৃষ্ণস্য বশীকরণাৎ স্বয়মেবাধিকাধিক-তৎসঙ্গসুখসংসিদ্ধিরিতি দিক্।” (বৃঃ ভাঃ টীকা—২।৭।১১) তাই শ্রীপাদ রঘুনাত বিশাখানন্দদস্তোত্তরের শেষে (১৩১) লিখিয়াছেন—

“ভজামি রাধামরবিন্দনেত্রাং, স্মরামি রাধাং মধুর-স্মিতাস্যাম্।

বদামি রাধাং করুণান্তরাদ্রাং, ততো মমান্যাস্তি গতি ন কাপি ॥”

শ্রীরাধার ভজনের কথা বলিতেই শ্রীপাদের চিত্তে রাধামাধুরীর স্ফুরণ হইয়াছে। তাই শ্রীমতীর রূপমাধুরীর অনুভবে বলিয়াছেন—“রতিং গৌরী-লীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যাকিরণেঃ” “যিনি সৌন্দর্য্য-কিরণ-দ্বারা কন্দর্পপত্নী রতিদেবীকে, ভবপত্নী গৌরীদেবীকে এবং লীলাশক্তির অধিষ্ঠাত্রী লীলাদেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন।” শ্রীরাধার অনুভব পুন্মের মাঝে। “পুন্মের স্বরূপ দেখ প্রেম-বিভাবিত।” (চৈঃ চঃ) পুন্মের সাধনা ব্যতীত শ্রীরাধার মাধুরী অনুভব হইবার নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের হৃদয় লইয়া সেই রূপের সাধনা করিতে পারিলে শ্রীরাধার রূপায় স্বপুকাশ সেই সৌন্দর্য্য-সিন্ধুর যদি একবিন্দুর অনুভব হয়, তখন তিনিই বুঝিতে পারেন; এখানে যে সৌন্দর্য্য-কিরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পুঙ্খতির তেজস্বীভাৱের বিকীর অলোক-কিরণ নহে। তাহা পুন্মের পরমসার মহাভাবের স্বরূপ পুকাশ! সে কিরণে নয়ন

জুড়ায়,—ঝালসায় না। কোটি-বিদ্যুৎ-বিমর্দি সেই সৌন্দর্য-কিরণ নয়নে লাগিয়া গেলে অনন্তকাল সেই কিরণরাগিতে চক্ষুর ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়। তবে এখানে যে রতি, গৌরী ও লীলাদেবীর সন্তাপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের এই রূপচ্ছটায় পরাভব বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

আমরা এবিষয়ে এক প্রত্যক্ষানুভবীর পৌরাণিকী কথা উপস্থাপিত করিতেছি। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ড ৪০ অধ্যায়ে শ্রীনারদমুনির শ্রীরাধাদর্শন-প্রসঙ্গে নারদ কর্তৃক শ্রীরাধার স্তবে লিখিত আছে—

“ব্রাত্তং সর্বেষু লোকেষু ময়া স্বচ্ছন্দচারিণা।

অস্যা রূপেণ সদৃশী দৃষ্টা নৈব চ কুত্রচিৎ ॥

মহামায়া ভগবতি দৃষ্টা শৈলেন্দ্রনন্দিনী।

যস্যা রূপেণ সকলং মুহ্যতে সচরাচরম্ ॥

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কান্তিবিদ্যাদ্যাশ্চ বরস্ত্রিয়ঃ।

ছায়ামপি স্পৃশন্ত্যশ্চ কদাচিন্মৈব দৃশ্যতে ॥

বিষ্ণোর্যন্মোহনং রূপ হরো যেন বিমোহিতঃ।

ময়া দৃষ্টঞ্চ তদপি কুতোহস্যাঃ সদৃশং ভবেৎ ॥

অস্যাঃ সন্দর্শনাদেব গোবিন্দ-চরণাম্বুজে।

যা প্রেমাস্থিরভূৎ সা মে ভূতপূর্বা ন কহিচিৎ ॥

অগ্নি দেবি মহাযোগে মায়েশ্বরী মহাপ্রভে !

মহামোহন-দিব্যাঙ্গি মহামাধুর্য্যবধিগি !!

মহাদ্ভুত-রসানন্দ-শিথিলীকৃত-মানসে !

মহাভাগ্যেন কেনাপি-গতাসি মম দৃক্পথম্ !!”

শ্রীনারদ শ্রীরাধার স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিলেন—“হে দেবি ! আমি ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডাতীত চিন্ময়-লোকে সর্বত্রই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকি, কিন্তু এই রূপের তুল্য রূপ আমি কোথাও দেখিতে পাই নাই। ভগবতী মহামায়া শৈলেন্দ্রনন্দিনী শ্রীগৌরীদেবীকে আমি দেখিয়াছি, যাঁহার রূপমাধুর্য্যে সচরাচর বিশ্বজগৎ বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কান্তি, বিদ্যাশ্রেষ্ঠ রমণীকুলকেও আমি দেখিয়াছি, কিন্তু এই রূপমাধুরীর ছায়াও তাঁহারা কেহ স্পর্শ করিতে সক্ষম নহেন। শ্রীবিষ্ণু অসুরমোহনের জন্য যে মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যাঁহার দর্শনে শ্রীমন্মহাদেব পর্যন্ত মহামোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; আমি সেই রূপও দেখিয়াছি ; কিন্তু তাহাও কি এই রূপের কোন অংশে তুলনীয় হইতে পারে ? এই রূপের দর্শনমাত্রেই শ্রীগোবিন্দচরণাম্বুজে আমার যে প্রেমসম্পদ জাত হইয়াছে, তাহা আমি ইতিপূর্বে কখনই অনুভব করি নাই। অগ্নি দেবি ! মহাযোগে ! মায়েশ্বরী ! মহাপ্রভে ! হে মহামোহন-দিব্যাঙ্গি ! মহামাধুর্য্য-বধিগি ! হে মহাদ্ভুত-রসানন্দ-শিথিলীকৃত-মানসে ! কোন্ মহাসৌভাগ্যে আপনি আমার নয়নপথ-

গোচর হইয়াছেন তাহা জানি না ?” এই জন্যই বলা হইয়াছে—“যাঁর সৌন্দর্য্যাদি গুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পাক্ষতী ।” (চৈঃ চঃ)

শ্রীপাদ আবার বলিলেন, ‘শচী-লক্ষ্মী-সত্যঃ পরিভবতি সৌভাগ্যবলনৈঃ’ অর্থাৎ ‘সৌভাগ্যাতিশয়ো বা প্রিয়তমের আদরণীয়তাদ্বারা শচী, লক্ষ্মী ও সত্যভামাদেবীকেও যিনি পরাভূত করেন ।’ শচী, লক্ষ্মী-দেবী প্রভৃতি অপেক্ষাও শ্রীসত্যভামাদেবীর সৌভাগ্যাধিক্যের কথা জানা যায় । শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে—
“সত্যভামোত্তমা-স্ত্রীণাং সৌভাগ্যে চাধিকাং ভবেৎ” অর্থাৎ ‘নিখিল শ্রেষ্ঠা রমণীগণের মধ্যে সত্যভামা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালিনী ।’ সেই সত্যভামাও শ্রীরাধার সৌভাগ্যগুণ কামনা করেন, কিন্তু পান না । ‘যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা’ শচী ও লক্ষ্মীদেবীর আর কা কথা । কারণ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আদরণীয়তার তুলনা নাই । শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

“শুন রাধে এই রস— আমি সে তোমার বশ,

তোমা বিনে নাহি লয় মনে ।

জপিতে তোমার নাম, ধৈর্য না ধরে প্রাণ,

তুষা রূপ করিয়ে ধৈয়ানে ॥

শ্রীরাধে শ্রীরাধে বাণী, যেদিগে যার মুখে শুনি,

সেই দিকে ধায় মোর মন ।

চাতক ফুরারে যেন, ঘন চাহে বরিষণ,

তেন হেরি ও চাঁদবদন ॥

থেনে থেনে মুখতুলি, ঘন ডাকি রাধা বুলি,

তবে প্রাণ হয় বিধারণ ।

তোমা অনুসারে আসি, কুঞ্জের ভিতরে বসি,

তোমা লাগি এই বৃন্দাবন ॥” ইত্যাদি ।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে এই জাতীয় রসোন্মাদনা বা রসাবেশ অন্য কোন কান্তাই জাগাইতে পারেন নাই । এমন কি ব্রজরামাগণের মধ্যে অন্যতম শ্রীচন্দ্রাবলী পর্যন্ত মগ্ন । তাই শেষে বলিয়াছেন—‘বশী কারৈশ্চন্দ্রাবলিমুখ-নবীনব্রজসতীঃ’ অর্থাৎ—শ্রীকৃষ্ণবশীকার শক্তিদ্বারা চন্দ্রাবলী প্রমুখ নবীনা ব্রজসতীগণকে যিনি দূরে নিষ্ক্ষেপ করিয়া থাকেন ।’ যাঁহার মদীয়তাময় ভাবে শ্রীকৃষ্ণ সমধিক বশীভূত । গোবিন্দ-লীলামতে বর্ণিত আছে—(১১।১৩১)

“চন্দ্রাবলী প্রণয়-রূপ-গুণৈঃ প্রযত্নাদ্যন্তীকৃতৈর্ব্যরচয়ৎ স্ববশং বকারিম্ ।

শ্রীরাধিকা তু সহজপ্রকটেনিজেস্তৈর্ব্যমারয়তমিহ তামপি হা কুতোহন্যাঃ ॥”

সমং শ্রীরাপেণ স্মরবিবশ-রাধা-গিরিভূতো-
ব্রজে সাক্ষাৎ-সেবালভন-বিধায়ে তদগণযুজোঃ ।
তদিজ্যাখ্যা-ধ্যান-শ্রবণ-নতি-পঞ্চামৃতমিদং
ধয়নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । হে মন ! তুমি শ্রীরাপের সঙ্গে গণসহ কন্দর্প-বিবশ শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারীর সাক্ষাৎ সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত ভজন-পারিপাট্যে প্রত্যহ শ্রীগোবর্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান, শ্রবণ ও নমস্কাররূপ পঞ্চামৃত পান করিয়া শ্রীগোবর্ধনের ভজন কর ॥ ১১ ॥

টীকা । রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্বকর্তৃক সেবন-দার্ত্যায় স্বগুরু শ্রীরাপসঙ্গতিং প্রত্যুপদিশতি সমমিতি । হে মনস্তমনুদিনং প্রতিদিনং গোবর্দ্ধনং নীত্যা ভজন-পারিপাট্য ভজননীতিমেবাহ তদিত্যাदि কিং কুর্বাৎ তদিজ্যাখ্যা ধ্যান শ্রবণ নতি পঞ্চামৃতং ধয়ন্ পিবন্ । ইজ্যা পূজা আখ্যাট নাম ধ্যানঞ্চ শ্রবণঞ্চ নতিশ্চ নম-স্কারস্তা ইজ্যাখ্যা ধ্যান শ্রবণ নতয়ন্ততন্তস্য গোবর্দ্ধনস্য যা ইজ্যাদয়স্তা এবামৃতমিত্যর্থঃ । কথং ভজামীত্যা হ শ্রীরাপেণ সমং সহ ব্রজে গোষ্ঠে স্মরবিবশ রাধাগিরিভূতো রাধাকৃষ্ণয়োঃ সাক্ষাৎ সেবালভনবিধায়ে সাক্ষাৎ

অর্থাৎ “চন্দ্রাবলী অতি যত্নসহকারে প্রণয়, রূপ ও গুণসমূহ ব্যক্ত করিয়া তন্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যথাকথঞ্চিৎ আপনার বশীভূত করিয়া থাকেন ; কিন্তু শ্রীরাধা স্বাভাবিক প্রকটিত স্বকীয় প্রণয়, রূপ ও গুণসমূহদ্বারা সেই শ্রীকৃষ্ণকে সর্বাধিক বশীভূত করিয়া অন্য ব্রজরমণীগণের কথা দূরে থাকুক্ এমনকি সেই চন্দ্রাবলীকে পর্যন্ত বিস্মৃত করাইয়া থাকেন—ইহাই আশ্চর্য !” তাই শ্রীপাদের মনের নিকট প্রার্থনা—

“যাঁর অঙ্গ-সৌন্দর্য্যেতে, কামপত্নী রতি তাপে,

শ্রীরাধার চরণে লুটায় ।

লীলাশক্তি ভব-গৌরী, যাঁহার সৌন্দর্য্য হেরি,

মনস্তাপে মানি পরাজয় ॥

সৌভাগ্য-বলেতে যিনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি,

শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা দূরে ।

বশীকরা শ্রীগোবিন্দে, চন্দ্রাবলী সখীরন্দে,

সন্তাপ প্রদান যিহো করে ॥

হে মন ! সে সর্ব্বাধিকা, হরিপ্রিয়া শ্রীরাধিকা,

জীবন সর্ব্ব স্ব করি লই ।

প্রেম-তরঙ্গিণী নাম, প্রেমকণ্ঠে কর গান,

আরতি পিরিতি রস চাহ ॥” ১০ ॥

সেবাপ্রাপ্তি-বিধানায় । স্মরণে কন্দর্পেণ বিবশয়োঃ পরস্পরায়ত্ত্বোরিত্যর্থঃ । কিন্তুতস্মোস্তুয়ো রাধাকৃষ্ণ-
য়োগেন ললিতাদি সুবলাদিনা যুক্তযোগো যস্মোস্তুয়োঃ ॥ ১১ ॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । মনঃশিক্ষার এই শেষ শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বীয় পরমাত্মীষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারীর সুবলাদি সখীগণ এবং ললিতাদি সখীগণসঙ্গে সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবালাভের নিমিত্ত মনের প্রতি গিরিরাজ গোবর্ধনের ভজনের উপদেশ দিতেছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়, শ্রীরাধারাগী শ্রীমুখে ‡ গিরিরাজ গোবর্ধনকে ‘হরিদাসবর্ষ’ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগবত তিনজনকে ‘হরি-দাস’ আখ্যায় ভূষিত করিয়াছেন—যুধিষ্ঠির, উদ্ধব ও গিরিরাজ গোবর্ধন । এই তিন হরিদাসের মধ্যে বা নিখিল হরিদাসের মধ্যে শ্রীগোবর্ধনই সর্বশ্রেষ্ঠ । দাসের কার্য প্রভুর সেবা । গিরিরাজের অনন্যসাধারণ যুগল-সেবার তুলনা নাই । আমরা ইহার পরে শ্রীপাদের গোবর্ধনের মহিমা সূচক স্তবগুলি হইতে তাহা বিশেষভাবেই অবগত হইব ।

স্বাত্মীষ্ট ভগবৎ-পাদপদ্ম সেবালাভ-বিষয়ে শ্রীভগবানের ভজন অপেক্ষাও ভক্তের ভজন সমধিক শ্রেষ্ঠ । শ্রীভগবানই তাঁহার প্রিয়ভক্ত উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন—‘মদন্তপূজাত্যধিকা’ । শ্রীভগবানের আরাধনায় তাঁহাকে পাওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যায় ; কিন্তু ভক্তের আরাধনা ভগবৎ-প্রাপ্তির অব্যভিচারী বা অমোঘ সাধন । তাই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—শ্রীভগবানের ভজনের যাহা অঙ্গ, ভক্তের ভজনেরও প্রায় সেই অঙ্গগুলিই জানিতে হইবে । আমরা মনঃশিক্ষার প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহা উল্লেখ করিয়াছি ।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীপাদ বলিতেছেন—“নীত্যা গোবর্দ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ” ‘হে মন ! পরিপাটীর সহিত তুমি নিরন্তর গোবর্ধনের ভজন কর ।’ সাসঙ্গ-ভজনই ভজনের পরিপাটী বা ভজন-কৌশল । প্রতিটি ভজনাঙ্গ যাহাতে নিরপরাধে আসক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হয়, নিয়মানুবর্তিতায় যন্ত্রের ন্যায় মনঃসংযোগবিহীন না হয় এবং অন্তরাত্মা ভজনাঙ্গগুলির আশ্রয় লাভে ধন্য হয়—এইভাবে ভজনই পরিপাটীর ভজন বা সাসঙ্গ-ভজন । শ্রীপাদ এইরূপে শ্রীগিরিরাজের পঞ্চাঙ্গ ভজনের কথা উল্লেখ করিলেন—“তদিজ্যাত্যাদ্যানশ্রবণনতি-পঞ্চামৃতমিদং ধ্বনং” অর্থাৎ ‘গোবর্ধনের পূজা, নাম, ধ্যান বা স্মরণ, শ্রবণ ও নমস্কার এই পঞ্চামৃত পান করত তাঁহার ভজন কর ।’

‘ইজ্যা’ অর্থে পূজা বা অর্চনাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—“শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্তে’রঙিসেবনে” (ভঃ রঃ সিঃ-১১২।৯০) বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির সহিত শ্রীমূর্তির চরণসেবা । ‘প্রতিমা নহ সাক্ষাৎ তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন’ এইরূপ বিশ্বাসের সহিত শ্রীমূর্তির সেবাই প্রীতির সহিত

‡ শ্রীপাদ রঘুনাথ পরবর্তি গোবর্ধনবাস-প্রার্থনাদশকে “হস্তান্নমদ্রিবল্লা হরিদাসবর্ষো” ইত্যাদি (ভাঃ-১০।২১।১৮)

শ্লোকটি শ্রীরাধারাগীরই উক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

শ্রীমূর্তিসেবা । ইহাতে শ্রীমূর্তিতেই সাক্ষাৎ স্বরূপের চাঁড়া বা করুণার মধুর পরশ পাওয়া যায় । ইহাই শ্রীপাদের 'ইজ্যা'র বা অর্চনাস্থের ভজন-পারিপাট্য এবং পঞ্চাযুতের অন্যতম অর্চনামূর্তের আশ্বাদন প্রাপ্তি ।

'আখ্যা' শব্দে নামসংকীৰ্তন । নাম নামী অভিন্ন, এই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া নামকীৰ্তন যুগপৎ সাধ্য এবং সাধন এই জানে যাহাতে অন্তরাত্মা নামরসের আশ্বাদন লাভে ধন্য হয়, এইরূপ পরম প্রীতির বা আসক্তির সহিত নামকীৰ্তন করা । ইহাই নামকীৰ্তনের পরিপাটী বা নামা-মূর্তের আশ্বাদন প্রাপ্তি । নামোপলক্ষণে ভক্তিশাস্ত্র পাঠ বা সাধু-ভক্ত সমাজে শ্রীহরিকথা বা তাঁহার গুণ, লীলাদি কীৰ্তনও 'আখ্যা'র অন্তর্ভুক্ত ।

তৃতীয়তঃ 'ধ্যান' ইহা স্মরণোক্ত । শ্রীজীব গোষ্ঠামিপাদের মতে ধ্যান স্মরণেরই তৃতীয় স্তর । "তদিদং স্মরণং পঞ্চবিধম্ । যৎকিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরণম্ । সৰ্ব্বতশ্চিত্তমাকৃষ্য সামান্যাকারেণ মনো-ধারণং ধারণা । বিশেষতো রূপাদিচিত্তনং ধ্যানম্ । অমৃতধারাবদবিচ্ছিন্নং তৎ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ । ধ্যেয়মাত্রস্ফুরণং সমাধিরিতি ।" অর্থাৎ "স্মরণ পাঁচ প্রকার । যথাকথঞ্চিৎভাবে শ্রীহরির নাম, রূপাদি অনুসন্ধানের নাম 'স্মরণ' । সর্ববিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সাধারণরূপে শ্রীহরির নামাদিতে চিত্ত ধারণ করার নাম 'ধারণা' । বিশেষভাবে নাম-রূপাদি চিত্তার নাম 'ধ্যান' । অমৃতধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে স্মরণের নাম 'ধ্রুবানুস্মৃতি' । ধাতৃধ্যান স্ফুটিশূন্য হইয়া কেবলমাত্র ধ্যেয় আকারে চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম 'সমাধি' । রাগমার্গের স্মরণনিষ্ঠ সাধক স্বীয় সিদ্ধস্বরূপে সুদৃঢ় অভিমান স্থাপন করত দেহ-দৈহিকাদি বিস্মৃত হইয়া লীলারাজ্যে প্রবিষ্ট হওত স্মরণোক্তের অতি চমৎকার আশ্বাদন লাভে কৃতার্থ হন । ধ্যান বা স্মরণোক্তের ইহাই পরিপাটী বা অমৃতাস্বাদ ।

চতুর্থতঃ 'শ্রবণ', সাধু বা ভক্তমুখে শ্রীমন্তাগবতাদি শাস্ত্র শ্রবণ । শ্রীজীব শ্রবণোক্তকে ভজনরুচির আদ্য বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কারণ শ্রবণ ব্যতিরেকে অন্যান্য ভজনোক্তে রুচিই জন্মাইতে পারে না । সর্বাসন মহতের শ্রীমুখে শ্রীভগবানের নাম, গুণ-লীলাদির অমৃতাস্বাদ লাভ হইয়া থাকে । শ্রবণোক্তের ইহাই ভজন-কৌশল । "তত্রাপি সর্বাসন-মহানুভবমুখাৎ সৰ্ব্বস্য শ্রীকৃষ্ণনামাদিশ্রবণস্ত পরম-ভাগ্যাদেব সম্পদ্যতে ।" (ভক্তিসম্পদঃ-২৬২ অনুঃ)

শেষে 'নতি' বা নমস্কার । ইষ্টের করুণামাধুরী বা ভক্তবাৎসল্যাদি গুণের স্মৃতি বৃকে জইয়া নতি বা নমস্কার অঙ্গের অনুরূপে ইহাও অমৃতময় হইয়া থাকে । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনের এই পঞ্চামৃতাস্বাদ লাভ করিয়া নিত্য গোবর্ধনের ভজনে বা নিষ্ঠার সহিত গোবর্ধনতটে নিত্য বসবাস করিয়া শ্রীসুবলাদি সখাসঙ্গে ও ললিতাদি সখীগণসঙ্গে লীলায়িত স্মরণ-বিবশ শ্রীযুগলের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবাপ্রাপ্তির উপদেশ বা শিক্ষা মনকে দিয়াছেন এবং তাঁহার এই সাধনা এবং সিদ্ধি শ্রীরূপের সঙ্গে বা শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত যে হইবার নহে, তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন । সাধকদেহে শ্রীরূপগোষ্ঠামির আনুগত্যে ভজন এবং সিদ্ধিতে মঞ্জরীদেহে শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্যে শ্রীযুগলের সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা-

মনঃশিক্ষাদৈকাদশক-বরামেতন্মধুরয়া
 গিরা গায়তু্যৈষ্ঠঃ সমধিগত-সর্বার্থততি যঃ ।
 সযুথঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে
 জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে ॥ ১২ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমনঃশিক্ষাদাখ্যমেকাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । যিনি মনের শিক্ষাপ্রদ এই শ্রেষ্ঠ একাদশটি শ্লোক অর্থের সম্যক্ ধারণাপূর্বক উচ্চকণ্ঠে মধুরস্বরে গান করিবেন, তিনি সগণ শ্রীরাপের অনুগত হইয়া গোকুলবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন লাভ করিবেন ॥ ১২ ॥

টীকা । এবং মনঃ প্রত্যুপদিশ্য তৎপাঠপ্ররুতৌ ভক্তান্ প্রোৎসাহয়তি মনঃশিক্ষাদেতি । যো জন এতন্মনঃ শিক্ষাদৈকাদশক বরং পদ্যং সমধিগত সর্বার্থততি সম্যগ্জাত সর্বার্থসমূহং যথাস্যান্তথা উচ্চৈর্গায়তি রাগ তাল সংযুক্ত সুস্বরৈর্জল্পতি স ইহ গোকুলবনে ব্রজবনে ভবন্ প্রাকট্যমাপ্নুবন্ রূপানুগঃ সন্ রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ । মনঃশিক্ষা উপদেশস্তাং দদাতীতি মনঃশিক্ষাদং তচ্চ তদেকাদশক বরঞ্চেতি বিশেষণ-সমাসঃ । একাদশকমিতি স্বার্থে কঃ । শ্রীরূপস্যানুগঃ পশ্চাদ্গামী অধিকস্যাধিকং ফলমিতি রীত্যা শ্রীরূপগোস্থামিনোপি অনুগো ভবনিত্যর্থঃ । যদ্বা সযুথ শ্রীরূপানুগ

প্রাপ্তির অমোঘ-সাধন শ্রীগিরিরাজের তটায় করিয়া তাঁহার পঞ্চামৃতের আশ্বাদনের শিক্ষা গোড়ীয়বৈষ্ণব-সাধকগণকে প্রদান করিয়াছেন ।

“ব্রত করি ব্রজবাসে, যুগল-উজ্জ্বলরসে,

নিরন্তর যিহঁ করে দ্বান ।

আমার আরাধ্য গুরু, রূপ-প্রেমকল্পতরু,

পরম বৈরাগ্য বলবান্ ॥

তাঁহার সঙ্গেতে মন,

ললিতাদি সখীগণ,

প্রিয়সখা সুবলাদি সঙ্গে ।

যুগলকিশোর-কুঞ্জে, যদি চাও সেবাপুঞ্জে,

মত্ত যাঁরা মদনতরঙ্গে ॥

শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, অর্চন, পাদসেবন,

এই পঞ্চামৃত করি পান ।

গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে, ভজ মন রাগিদিনে,

কুঞ্জসেবা করিবেক দান ॥” ১১ ॥

ইত্যেকং পদম্ । তথাচ সমুখঃ শ্রীগোপালভট্টগোস্বামি শ্রীসনাতনগোস্বামি শ্রীলোকনাথগোস্বামি প্রভৃতি যুথেন সহ বর্তমানঃ সচাসৌ রূপশ্চেতি তস্যানুগঃ । শ্রীরূপস্য স্বগুরুত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ যুথাধিপত্বেনোক্তিঃ ॥১২॥

॥ ইতি শ্রীমনঃশিক্ষাদৈকাদশক বিবৃতিঃ সমাপ্তা ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে মনঃশিক্ষাস্তবের ফলশ্রুতি বলিতেছেন । গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের বিধিসম্বলিত রাগমার্গের উপাসনা । শ্রীপাদ এই মনঃশিক্ষায় সাধকের বৈধী সাধন-ভক্তি, ভজনান্তরায় এবং রাগভজনের সারগর্ভ কথাগুলি এমনভাবে সুসজ্জিত করিয়া বলিয়াছেন যে, ভজনের এত সুন্দর উপদেশ বিশ্বে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । এই স্তবের একাদশটি শ্লোকে শ্রীপাদ স্বীয় মনকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে বিশ্বসাধকগণকে সাধনার যে অমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন—এজন্য সাধক-সমাজ তাঁহার নিকট চিরঋণী থাকিবেন—সন্দেহ নাই । তবে শ্লোকার্থগুলি প্রণিধানপূর্বক উত্তমরূপে অবগত হওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে ।

শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ কেবল যে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু কীর্তনকারীর প্রতি বিপুল আশীর্বাণীও বর্ষণ করিয়াছেন । একে তো স্বভাবতঃই তাঁহাদের বাণী ভজনরসবিভাবিত, মন্ত্রশক্তির ন্যায় শ্রবণ-কীর্তনকারীর চিত্তকে ভাবরাজ্যে লইয়া যাইতে সক্ষম, তদুপরি শ্রীপাদ যে ফলশ্রুতির কথা বলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও ঋষিবাণীর ন্যায় অমোঘ । কারণ ভক্তের ইচ্ছা শ্রীভগবান্ কখনই অপূর্ণ রাখেন না । সুতরাং এই শ্লোকে শ্রীপাদ তাঁহার এই মনঃশিক্ষাস্তব উচ্চকণ্ঠে মধুরস্বরে কীর্তনকারীর (উপলক্ষণে শ্রবণকারীরও) প্রতি যে ফলশ্রুতির কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীভগবান্ সর্বতৌভাবেই যে পূর্ণ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই । ফলশ্রুতিটিও অতি অপূর্ব—“সমুখঃ শ্রীরূপানুগ ইহ ভবন্ গোকুলবনে জনো রাধাকৃষ্ণাতুল-ভজনরত্নং স লভতে” । অর্থাৎ ‘এই স্তবের কীর্তনকারী সগণ-শ্রীরূপের অনুগত হইয়া শ্রীরন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুলনীয় ভজনরত্ন লাভ করিয়া ধন্য হইবেন ।’

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের শ্রীরূপ-সনাতনের আনুগত্যময় ভজনপন্থা । শ্রীল রূপপাদ স্বয়ং বলিয়াছেন—“ব্রজলোকানুসারতঃ” । সাধকদেহে রূপ, সনাতনাদির আনুগত্যে এবং সিদ্ধ মঞ্জরীদেহে রূপমঞ্জরী প্রভৃতির আনুগত্যে রাগ-সাধককে ভজন করিতে হয় ।

“বাহ্য’ ‘অন্তর’ ইহার দুই ত সাধন ।

বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণ-কীর্তন ॥

মনে—নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন ।

রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-২২ পরিঃ)

এইরূপ ভজনসৌভাগ্যলাভই একটি অনর্ঘরত্ন লাভ । কারণ ভজনই উপায় ও ভজনই উপেষ্ট । ভজন করিয়া ভজনই চাই । সাধকদেহের অবসানে অন্তশ্চিন্তিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবালাভ করিয়াই

অথ শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা

প্রাতঃ পীতপাটী কুচোপরি কৃষা ঘূর্ণাভরে লোচনে
বিশ্বোষ্ঠে পৃথু বিষ্কতে জটিলয়া সংদৃশ্যমানে মুহুঃ ।
বাচা যুক্তিঘূষা মৃষা ললিতয়া তাং সংপ্রত্য্য ক্রুধা
দৃষ্টেমাং হ্রদি ভীষিতা স্তবতবতী রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কুচোপরি পীতবসন, নিদ্রাসঙ্গে বিঘূর্ণিত ময়ম ও বিশ্বোষ্ঠে ক্ষত দর্শনে রোষভরে জটিল্য বার বার তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে উত্তম মুক্তিপূর্ণ মিথ্যাবাক্যে শ্রীললিতা জটিল্যকে প্রতারণা করিলেন এবং মিথ্যারোষে শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকিলে যিনি ভীতা হইয়া তাদৃশী ললিতাকে স্তুতি করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরাধা তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

টীকা । অথ প্রাতঃ কক্খটী-প্রবোধবচন শঙ্করা সত্ত্বরমুখায় প্রাত্য্য প্রিয়পীতবস্ত্র কৃতোত্তরীয় স্বগৃহশয়নায়াঃ স্বশুকোপ-পরিভূত ললিতালি তদ্বিন্যাস-শাতায়াঃ শ্রীরাধায়াস্তৎকালসিদ্ধাবস্থায়-স্তবস্থিত-মাঙ্গানমনুভূয়াগ্ভানন্দ-সম্মগ্নঃ কবিঃ স্বস্মিষিব পুরোবত্তিমো উত্তজনান্ প্রতি কৃপামভিলষতি প্রাতরিতি । রাধা বো যুতমান্ ধ্রুবং পাতু রক্ষতু । কিস্তুতা প্রাতরুষসি ললিতয়া কর্জ্যা তাং জটিল্য যুক্তিঘূষা বাচা

সাধক ধন্য হইয়া থাকেন । “সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা, রাগপথের এই সে উপায় (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা) ।

“দাস রঘুনথি কৃতঃ, একাদশ মধুর পদ,

আনন্দেতে যেই জন্ম গায় ।

সাধকদেহে শ্রীরাপের, সিদ্ধিতে রাগমঞ্জরীর,

আনুগত্যে যুগলসেবা পায় ॥

হে মন ! নিয়ম করে, এই পদ মধুর-স্বরে,

উচ্চকণ্ঠে সদা কর গায় ।

পুলকে পুরিবে অঙ্গ, সাত্ত্বিক ভ্রূষণ রঙ্গ,

যুগল-কিশোর হবে প্রাণ ॥” ১২ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীমতঃশিষ্কার শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

প্রত্যর্ষা মৃষা ক্রুধা মিথ্যা ক্রোধেন দৃষ্টা । কস্মিন্ সতি তাং প্রত্যর্ষা কুচোপরিপীতপটে পীতবস্ত্রে । এবং ঘূর্ণাতরে নিদ্রালসাতিশয়ে লোচনে এবং বিম্বোষ্ঠে বিকটে জটিলয়া কৰ্জ্যা মুহূর্বারং বারং সংদৃশ্যমানে সতি বাচা কিন্তুতয়া যুক্তিযুযা মাতর্জটিলে তব বধুঃ স্বতন্ত্রা, কিং কুশ্মেমাহস্মাকং বচনং ন করোতি, যতো গত-
রাত্নৌ নিবারিতাপি যথেষ্টং মধুপীতবতী তৎফলমদ্য লোচনে দৃশ্যতাম্ এবম্ অগ্নি রাধে বস্ত্রারতমুখা
অপিহি মহান্মলয়ানিলো বহতি । কদাচিদ্বিম্বোষ্ঠে ব্রণং ভবেদিতি । অভ্যখিতাপানারতমুখং সুপ্তা তৎফলম-
প্যাস্যা অধরে দৃশ্যতামিতি । হে সখ্যো যুতমাত্রিরপি দুঃখোপরি দুঃখমনুভুয়তাং, হে মাতঃ রবিমণ্ডলদর্শনে-
হস্মাকং যুবতীনামপি লোচনে তাদ্রপ্য প্রতীতিঃ যতঃ স্বপ্নেহপি অপিহিতপীতবসনয়া রাধয়া অগ্নে পীতবস্ত্র-
ভাগমিত্যাদি যুক্তিচাতুর্য্য-যুক্তয়া । পুনঃ কিন্তুতা হ্রদি মনসি ভীষিতা ভয়ং প্রাপিতা সতী ইমাং ললিতাং
স্তুতবতী হে ললিতে পরমাভিজে পরহিতোপদেশিনি ময়ি করুণাদ্রুচিতে তদ্বচনমতিক্রম্য মমৈতাদৃশী দশা
জাতা সম্প্রতি কিং ভবেন্যং স্বাস্থ্যং কেন স্যাদ্বেদেত্যাদিকং প্রার্থিতবতী । ভীষিতেতি প্রীতি ভয়ে ইতি
ভীধাতোভীষেম্যাঃ প্রযোজকাত্তয়াশ্চর্য্যায়োরাঅনে ভীৰ্বা ভীষ্যেতি নিঙ্ভীভীষাদেশশ্চ ॥ ১ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ এই প্রার্থনাস্তবের শ্লোক-চতু-
ষ্টয়ে সিদ্ধস্বরূপাবেশে পরম রহস্যময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরীর স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন । প্রেমিকের
জীবন রক্ষার একমাত্র অবলম্বন স্বপ্ন ও স্ফুরণগত আশ্বাদন এবং অনুভূতি । বিপুল দৈন্যের উদয়ে বিরহাতি-
শয্যে যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, তখন স্বপ্রকাশ লীলামাধুরী স্বপ্নে বা স্ফুরণে উদিত হইয়া প্রেমিকের বিরহ-
তপ্ত প্রাণকে রক্ষা করে । শ্রীপাদ নিত্যসিদ্ধ পরিকর † সুতরাং স্ফুটিটি তাঁহার স্বাভাবিক । বিপুল
দৈন্যের উদ্রেকে মনঃশিক্ষায় যখন নিজেকে বিবিধ অনর্থসঙ্কুল বা অন্তরায়যুক্ত সাধারণ সাধক বলিয়া
মনে করিয়া অভীষ্টের বিরহাতিশয্যে অধীর হইয়া পড়িলেন ; তখন একটি অপূর্ব লীলারহস্যের স্ফুরণ
জাগিয়া বিপুল আশ্বাদনের রাজ্যে তাঁহাকে লইয়া গেল ।

নিশান্তকাল । পূর্বাশায় অরুণালোক ফুটিয়া উঠিতেছে । বন্দার ইঙ্গিত প্রাপ্ত শুকসারীর
প্রবোধন-বাক্যে জাগরিত ও সখী-মঞ্জরীগণ কর্তৃক পরিসেবিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধামাধব বিরহাতুরদশায়
মহুরালস-গতিতে গোবিন্দস্থলী হেমাম্বুজ কুঞ্জ হইতে নিজ্জান্ত হইয়া গৃহ-গমনোন্মুখ হইয়াছেন । রজনী-
বিলাসে পরস্পরের উত্তরীয়বসন পরিবর্তিত হইয়াছে । শ্রীযুগলের অগ্নে বিবিধ রতিচিহ্ন ও শ্যামঅগ্নে

† শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ ব্রজের স্বরূপে ‘শ্রীরতিমঞ্জরী’, ডাকনাম ‘তুলসীমঞ্জরী’ । শ্রীল গোপালগুরু
গোস্বামিপাদকৃত শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দার্চন-স্মরণপদ্ধতিতে লিখিত আছে—

“রতাম্বুজাখ্যঃ কুঞ্জোহস্তীন্দুলেখা-কুঞ্জ-দক্ষিণে । তত্রৈব তিষ্ঠতি সদা সুরূপা রতিমঞ্জরী ॥

তারাবলীদুকুলেয়ং তড়িতুল্য-তনুচ্ছবিঃ । দক্ষিণা মৃদ্বিকাখ্যাতা তুলসীতি বদন্তী যাম্ ॥

নীলবসন এবং রাধাঅঙ্গে পীতবসন দর্শনে কোতুকতরে সখীগণ তাহা পরস্পরকে দেখাইয়া বসনে বদন চাকিয়া হাস্য করিতেছেন। মুগ্ধ শ্রীযুগল সখীগণের হাস্যের কারণ কিছু বুঝিতে না পারিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতেছেন। সখীসহ শ্রীমতী রোষতরে অরুণের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়াছেন। শ্যাম-সুন্দর শৃঙ্গাররসোদ্দীপক অপূর্ব বচনামৃতে শ্রীরুন্দাবনের শোভা বর্ণনা করিয়া শ্রীমতীকে দেখাইতেছেন। পরস্পর বিবিধ বাগ্‌বিলাসরঙ্গে মগ্ন হইয়া গৃহগমন বিস্মৃত হইয়াছেন। ইত্যবসরে রুদ্রার ইঙ্গিতে রুদ্রা মর্কটী কক্‌খটী ছলে জটিলার আগমনবার্তা সূচনা করিলে ভীত ও চকিত হইয়া শ্রীযুগল ব্যস্ত-সমস্তভাবে আপনাপন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সন্তস্তা সখীগণও যুগলের বস্ত্রপরিবর্তনের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। এই ভাবেই সকলে আপনাপন গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন।

প্রাতঃকাল। তপন পূর্বাকাশে অনেকখানি উদ্দিত হইয়াছেন। সূর্যের সোনালী কিরণে বিশ্ব ঝলমল করিতেছে। জগৎ কর্মমুখর। রাসাদি নৃত্যশ্রমে ও নিশি-জাগরণে সখীগণসহ শ্রীরাধা তখনো নিদ্রিতা। জটীলা সূর্যপূজাদি কার্যের নিমিত্ত বধুকে জাগাইতে 'বধুমাতা উঠ, উঠ। অনেকখানি বেলা হইয়াছে, সূর্যপূজার সময় যে অতীত হইয়া যায়', বলিতে বলিতে শ্রীরাধার শয়ন-কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীললিতা রুদ্রার কণ্ঠস্বরে জাগরিত হইয়া শ্রীরাধাকে জাগাইতে লাগিলেন। ললিতার পুনঃ পুনঃ প্রবোধনে শ্রীমতী উঠিয়া শয্যায় বসিয়াছেন। শুনমণ্ডল পীতবসনে আবৃত, আরক্তিম নয়নদ্বয় নিশির্জাগরণে আলস্যভরে বিষ্মণিত, ওষ্ঠাধরে রজনীবিলাসের ক্ষতচিহ্ন দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিয়া জটীলা রোষে ক্ষোভে অধীরা হইয়া ক্রুদ্রা ফণিনীর ন্যায় কুটিল-নয়নে বার বার শ্রীরাধার দিকে তাকাইতেছেন।

ব্যাপার অতি গুরুতর বুঝিতে পারিয়া ললিতা মিথ্যা যুক্তিপূর্ণবাক্যে জটীলাকে প্রতারণা করিয়া বলিতে লাগিলেন—'হে মাতঃ! তোমার বধু অত্যন্ত স্বাধীনা, তিনি আমাদের বাক্য গ্রাহ্য করেন না; আমরা কি করিতে পারি?' আমরা নিষেধ করিলেও ইনি গতরাত্রে যথেষ্ট মধুপান করিয়াছিলেন, তাহার ফলেই ইহার নয়ন আরক্তিম ও বিষ্মণিত হইতেছে।

আমরা বলিয়াছিলাম, 'অগ্নি রাধে! প্রবল মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছে, তোমার বিশ্বফল-সদৃশ কোমল অধরোষ্ঠে ব্রণ হইতে পারে, মুখ বসনে আবৃত করিয়া শয়ন করিও' কিন্তু মাতঃ! ইনি আমাদের কথা গ্রাহ্য না করিয়া অনাবৃত বদমেই শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার ফল ইহার অধরে অবলোকন করুন।

আবার হে আর্যে! সূর্যমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া যদি কেহ অন্য বস্তু দেখে তাহাতেও তাহার রবিকিরণের প্রতীতি হয়। আমরা যুবতি, আমাদেরও এই ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীরাধার নীল উত্তরীয় আপনার নয়নে পীতবর্ণ প্রতিভাত হইতেছে, শ্রীরাধা স্বপ্নেও পীতবসন পরিধান করেন না।

ললিতার মিথ্যা যুক্তিপূর্ণ-বাক্যে প্রতারিতা হইয়া জটীলার ক্রোধ উপশান্ত হইল। তিনি ঈর্ষা-লজ্জিতা হইয়া শিরঃকম্পনসহকারে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আর্য্য চলিয়া গেলে ললিতা মিথ্যা রোষ-বিজড়িত নয়নে শ্রীরাধার দিকে তাকাইতে থাকিলে শ্রীমতী ভীতা হইয়া তাকে স্তব করিতে লাগিলেন—

‘হে ললিতে ! তুমি পরম অভিজ্ঞা ও পরম হিতৈষিণী । আমার প্রতি তোমার দয়াও অপার । তোমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া আমার এই দুর্দশা উপজাত হইয়াছে । ভয়ে এখনো আমার বুক ‘দুরু দুরু’ করিয়া কাঁপিতেছে । উপস্থিত কি হইবে এবং কি করিলে আমি সুস্থ হইতে পারি, তাহা উপদেশ কর ।’

ক্ষুরণে শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপাবেশে লীলাটি সাক্ষাৎকারের ন্যায়ই আশ্বাদন করিয়াছেন । ক্ষুরণ-নিষ্ঠ ভাবুক সাধকেরও ক্ষুরণীয় লীলাটি সময় সময় ‘সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছি’ বলিয়াই মনে হয়, ‘ক্ষুরণ করিতেছি’, ইহা যেন মনেই থাকে না । ক্ষুরণের গাঢ়তায় ইহা হয় । শ্রীপাদ ক্ষুরিত্তির রাজ্যে । ক্ষুরণের আশ্বাদন অতি সান্দ্ৰ । সাধকও স্বরূপের অভিমান লইয়া ক্ষুরণ, মননকালে যথাসম্ভব অনুভব প্রাপ্ত হন । এই অনুভবই তাঁহাকে ক্রমশঃ গভীর আশ্বাদনের ক্ষেত্রে লইয়া যায় ।

শ্রীপাদের ক্ষুরণের বিরাম হইয়াছে । তিনি স্বীয় আশ্বাদ্য লীলাটির ভাবচিত্র বিশ্বের রাগমাগীয় সাধকগণের লীলাক্ষুরণের সুবিধার জন্য পরম কারুণ্যভরে তাঁহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন । যাহারা শ্রীপাদের চরণে শরণাগত হইয়া ভাবাবিষ্টচিত্তে এই শ্লোকের রসআশ্বাদন করিবেন, তাঁহাদের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত মানসনেত্রে এই প্রভাতী রসময়ী লীলাপরিপাটির ক্ষুরিত্তি হইবে ; তাঁহাদের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে—শ্রীরাধার সেই মনোরম শয়নকক্ষ । জটিলার রোম-বিজড়িত বদন দর্শনে শ্রীরাধার পাণ্ডুর বদনখানা । ললিতার প্রতারণাবাণীতে লজ্জিতা হইয়া জটিল চলিয়া গেলে ললিতার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে যুগপৎ প্রীতা ও ভীতা শ্রীমতীর ললিতার প্রতি স্তুতি । এইরূপ নানাভাববৈচিত্রীর বিলাস প্রগাঢ় ক্ষুরণনিষ্ঠ রতিমান সাধকের স্বচ্ছচিত্তে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে লীলারসরাজ্যে লইয়া যাইবে ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ পরম কারুণ্যভরে বিশ্বের সাধকগণের প্রতি আশীর্বাদ করিলেন—“রাধা ধ্রুবং পাতু বঃ” ‘সেই রাধা তোমাদের সর্বদা রক্ষা করুন ।’ প্রশ্ন হইতে পারে, যে রাধা নিজেই নিজের রক্ষার উপায় ললিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি আবার সাধককে রক্ষা করিবেন কিরূপে ? হ্যাঁ, তিনিই যথাযথ সাধককে রক্ষা করিবেন । কারণ সাধক যে স্বরূপের স্মৃতি ভুলিয়া দেহ-দৈহিকাদির আবেশে সংসারসিন্ধুতে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাদৃশী লীলাময়ী শ্রীমতীর স্মৃতি সাধকের সিদ্ধ স্বরূপের অভিমান জাগাইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার চিত্ত-মনকে লীলারসরাজ্যে লইয়া যাইবে । এইসব লীলাশ্রবণ, কীর্তন এবং চিত্তনেই কামনা-বাসনার নাশ এবং অচিরায় পরাভক্তি প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে—ইহা “বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদম্ বিষ্ণোঃ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলার ফলশ্রুতি-বাক্যে শ্রীপাদ শুকমুনি স্পষ্টতঃ বর্ণনা করিয়াছেন ।

“প্রাতঃকালে বাঁনরীর গুনিয়া বচন । শঙ্কায় সত্বর ধনি করি গাত্রোত্থান ॥

দ্রান্তিবশে পীতাম্বর উত্তরীয় পরি । গৃহে ফিরে বিনোদিনী নবীনা কিশোরী ॥

শয়ন-মন্দির-শেজে করিলা শয়ন । পীতবাসে স্তনযুগ করি আচ্ছাদন ॥

পিকপটুরব-বায়ুভৃঙ্গবাক্ষারগানঃ
 স্ফুরদতুলকুডুঙ্গ-ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্ ।
 স্মরসদসি কৃতোত্তম-ত্যতঃ শ্রান্তগাত্রং
 ব্রজনবযুবযুগ্মং নর্তকং বীজয়ানি ॥ ২ ॥

অনুবাদ । কোকিলের সুমধুর শব্দরূপ বাদ্যদ্বারা ও ভ্রমরের গুঞ্জনরূপ সঙ্গীতদ্বারা সুশো-
 ভিত নিরুপম নিকুঞ্জভবন-স্বরূপ নৃত্যালয়ে স্মরোদ্দীপক সভায় কন্দর্পের প্রসন্নতাহেতু যাঁহারা উদ্দগু-
 নৃত্যে পরিশ্রান্ত ও ধর্মাক্ত-কলেবর হইয়াছেন, সেই নর্তনশীল ব্রজনবকিশোর-যুগলকে আমি বীজন করি ॥২

টীকা । স্বানুভবসেবাং পরানন্দবশতয়া বহিঃ প্রকাশয়তি পিকেতি । নর্তকং ব্রজনবযুবযুগ্মং
 বীজয়ানি বীজনব্যাপার-বিষয়ং করবাণীত্যন্বয়ঃ । নর্তকমিবেতি লুপ্তোপমা । নর্তকপরিকরমাহ
 পিকেত্যাदि । বিস্তৃতং পিকপটুরববায়ুভৃঙ্গবাক্ষারগানৈঃ স্ফুরদতুলকুডুঙ্গং ক্রোড়রঙ্গে সরঙ্গম্ । পিকানাং

নিদ্রাবেশে ঘূর্ণ্যমান নয়ন-যুগল । বিশ্বাধরে ক্ষতচিহ্ন রয়েছে সকল ॥
 সুপ্রভাতে এ অবস্থা করি দরশন । ক্রোধে অগ্নিসম হৈল জটিলার মন ॥
 চতুরা ললিতা সখী চাতুর্য্য-ছনেতে । মিথ্যা যুক্তিপূর্ণ-বাক্যে লাগিলা কহিতে ॥
 অগ্নি মাতঃ ! তুয়া বধু অতীব স্বাধীনা । আমাদের হিতবাক্য কভু ত শোনে না ॥
 নিবারণ করিলেও গত-রজনীতে । অতিরিক্ত মধুপান কৈল ইচ্ছামতে ॥
 প্রতিফল দু'নয়নে কর দরশন । বিঘৃণিত হইতেছে ওদু'টি নয়ন ॥
 হিত লাগি কহি মোরা যত সখিগণ । শয়ন করহ মুখ করি আচ্ছাদন ॥
 প্রবল যে প্রবাহিত মলয় পবন । বিশ্বাধরে ব্রণ হবে তাহার কারণ ॥
 এ প্রার্থনা করিলেও না শুনি বচন । অনারত-বদনেতে করিলা শয়ন ॥
 তার ফলে অধরেতে হইয়াছে ব্রণ । দুঃখের উপরে দুঃখ দেখ সখিগণ ॥
 স্বপনেও পীতাম্বর নাহি পরে রাখা । উত্তরীয় দেখি অঙ্গে লাগিয়াছে ধাঁধা ॥
 দিনমণি-দরশনে মোরা যে যুবতি । আমাদের নয়নেও হয় সে প্রতীতি ॥
 অগ্নি মাতঃ ! হে জটিলে ! কর অবধান । সত্য যা বলিনু ইথে না ভাবিও আন ॥
 এইমত জটিলায় প্রভারণা করি । বিদায় করিলা তারে ললিতা সুন্দরী ॥
 মিথ্যা ক্রোধে রাখাপ্রতি করে দৃষ্টিপাত । ভীতা হৈয়া কমলিনী করে স্তুতিবাদ ॥
 হে ললিতে ! তুয়া গুণ কি কহিতে জানি । তুমি মোর হিতৈষিণী সখী-শিরোমণি ॥
 ওহে করুণাদ্রুচিতা অন্তরঙ্গা সখি ! বচন লঙ্ঘিয়া মোর হেন দশা দেখি ॥
 কিরাপে বা স্বাস্থ্যলাভ করিব এখন । তাহার যুকতি বল এই নিবেদন ॥
 সেই গুণবতী রাখা কৃষ্ণপ্রিয়তমা । রক্ষা কর তোমা' সবে এই ত প্রার্থনা ॥" ১ ॥

কোকিলানাং মধ্যে যে পটবঃ প্রবীণান্তেষাং রবাঃ শব্দা এব বাদ্যানি তৈঃ । ভূষণাং ভ্রমরাণাং ঝঙ্কারো
হঙ্কারএব গীতানি তৈশ্চ ক্ষুরদেদীপ্যমানং যৎ কুড়ুগং কুঞ্জং তস্য ক্রোড়মেব রঙ্গং নৃত্যস্থানং তত্র সরঙ্গম্ ।
পুনঃ কিন্তুতং ক্ষমরোদীপকসভায়াং কৃতায় ক্ষমরপ্রসাদরূপকার্ষ্যায় উদ্যম্যনৃত্যং তক্ষ্মাৎ শ্রান্তং স্থিন্নং
গাত্রং যস্য তম্ । যথা শূতং ব্যাখ্যায়াং কৃতোদ্যদিত্যেতয়োরেকতরস্য উক্তার্থতা স্যাৎ একতর শব্দ
প্রয়োগেণৈব তদর্থপ্রতীতেঃ ॥ ২ ॥

স্ববাস্তবকণা ব্যাখ্যা । শ্রীমদাসগোস্বামিপাদ সিদ্ধস্বরূপে বিলাসনিকুঞ্জে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের
একটি রহস্যময় লীলামাধুরীর ক্ষুরণ শ্রান্ত হইয়া আনন্দ-বিবশ দশায় এই শ্লোকে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ।
সাধককে স্বরূপাভিমান জাগাইয়া এই জাতীয় লীলারসাস্বাদনের প্রযত্ন করিতে হইবে । দেহাবেশ যুগল-
লীলারস-আস্বাদনের প্রবল অন্তরায় । গোড়ীয়বৈষ্ণবগণের চরম লক্ষ্য মঞ্জরীভাবে নিত্যসিদ্ধামঞ্জরীগণের
আনুগত্যে শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের প্রেমসেবা প্রাপ্তি । সুতরাং সাধক যতই দেহ-দৈহিকাদির অভিমান ত্যাগ
করত শ্রীগুরুপদত মঞ্জরীস্বরূপের অভিমানে মগ্ন হইয়া প্রবণ, কীর্তন, ক্ষমরগ, মননাদি অন্তরঙ্গ-ভজনে
নিবিষ্ট হইতে পারিবেন, ততই ভজনোল্লাস জাগিয়া তাহার চিত্তকে ক্রমশঃ গভীরতর আস্বাদনের রাজ্যে
লইয়া যাইবে । শ্রীপাদ গোস্বামিগণ স্বরূপাভিষ্টদশায় যে যুগল-লীলামাধুরী আস্বাদন করিয়া তাহার
অবশেষ রাখিয়াছেন, তাহার প্রবণ, কীর্তন, ক্ষমরগাদিই সাধকের মুখ্য অন্তরঙ্গ সাধন । মহাশক্তিশালী
এই বাণীই সাধককে সর্বপ্রকার যোগ্যতা প্রদান করিবে ।

শ্রীকুণ্ডতীরে একটি নিভৃত নিকুঞ্জমন্দির । বিলাসশয্যায় শ্রীশ্রীরাধামাধব । সখীগণ কেহ
নিকটে নাই, মঞ্জরী-স্বরূপে শ্রীপাদ যুগলের পাদসম্বাহন, বীজনাদি সেবাকার্ষ্যে নিরতা । কুঞ্জের কি অপূর্ব
শোভা ! মদনসুখদা কুঞ্জ । এই কুঞ্জে যুগলকিশোর বিবিধ লীলা-পারিপাট্যে মদনকে সুখ দান করেন
বা মদন শ্রীযুগলকে নিরুপম সুখদান করেন—তাই 'মদনসুখদা' নামটি সার্থক ।

শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশান কোণে সুপ্রসিদ্ধ এই মদনসুখদা কুঞ্জ অবস্থিত । তাহার চারিকোণে চারিটি
বিশাল চম্পকতরু । তাহাদের অরুণ, হরিৎ, পীত ও শ্যামবর্ণ কুসুমের সৌরভে দিগন্ত আমোদিত ।
মধুর সঙ্গীতকারী বিবিধবর্ণের শুক, পিক ও অলিঙ্গমুহে রমণীয় এবং মাধবীলতা-বেষ্টিত ও উপরিভাগে
পরস্পর মিলিত চম্পকশাখাসমূহের স্নিগ্ধ ছায়ায় আচ্ছাদিত হওয়ার কুঞ্জটিকে বিশাল রাজভবনতুল্য মনে
হয় । কুঞ্জাভ্যন্তরে বিবিধ পুষ্প-পল্লবাদি রচিত আভরণ, বসন, শয্যা ও চন্দ্রাতপাদি শোভা পাইতেছে ।
শরশলাকায় পরিগৃহীত, পল্লব ও বিচিত্র কুসুমসমূহে নিমিত্ত কবাট চতুষ্টয় কুঞ্জের চারিদিকে আবরণরূপে
সুসজ্জিত । তাহাতে দ্বারপালের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে মধুর গুঞ্জনশীল মদনভক্ত ভ্রমরাবলি ।
বিরোধী কেহ আসিলে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে না তাহারা । কোকিলের পঞ্চম নাদে ও ভূজের
ঝঙ্কারে মুখরিত কুঞ্জের শিখরদেশ । যাহা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের বিলাস-বাসনার বিপুল উদ্দীপক ।

কুঞ্জাভ্যন্তরে তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীপাদ রাধাশ্যামের সেবা করিতে করিতেই তাঁহাদের বিলাস-বাসনার উদ্দীপনা বুঝিয়া নিরবে কুঞ্জের বাহিরে গমন করিলেন এবং কুঞ্জরঞ্জে নয়ন দিয়া শ্রীযুগলের বিলাস-মাধুরীর রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন

বিলাসে প্রমত্ত শ্রীরাধামাধব । কুঞ্জগৃহ যেন তাঁহাদের মদননাট্যের অপূর্ব রঙ্গমঞ্চ । শ্রীশ্রীরাধা-মাধবই নট । কোকিলের কুহনাদই যেন সেই মদননৃত্যের অপূর্ব বাদ্য ও ভ্রমরের গুঞ্জনই মধুর সঙ্গীত । এই অলৌকিক (ত্রৌষিকের বা নৃত্যগীত ও বাদ্যের প্রযোজককর্তা স্বয়ং মদনরাজ বা তাঁহাদের নিরুপাধি প্রেম । পরস্পরের সুখ-তাৎপর্যেই এত উন্মাদনা । সেই প্রেম (পারস্পরিক সুখসাধন-প্রয়াস) তাঁহাদের যেমন নাচাইতেছে, তাঁহারা তেমনি নাচিতেছেন ; অর্থাৎ অনুরূপ বিলাসে মগ্ন হইতেছেন । ইহা প্রাকৃত নারক-নাগিকার আত্মদ্রিয় সুখবাসনায় ঘৃণ্য বা নিন্দিত কামবিলাস নহে । প্রেমের পরমসারাৎসার মাদনাখ্য মহাভাব এবং সচ্চিদানন্দের মহা তত্ত্বময় মিলনমাধুরী ! ভাগবত-পরমহংসগণের চরমকোটির উপাসনা-সম্পদ বা ধ্যানধোয় বস্তু ! বিশ্বের পাঞ্চভৌতিক নর ও নারীদেহের জঘন্য কামবিলাসের সংস্কার অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া মঞ্জরীভাবে অপ্রাকৃত চিন্ময়রসের সংস্কার আয়ত্ত করিয়া সাধক ইহার চরম-কোটির রসাস্বাদনে ধন্য বা কৃতার্থ হন ।

‘স্মর-সদসি’ এই বাক্যে অনঙ্গ বা নিরুপাধি প্রেমের প্রসাদ-হেতুই ঈদৃশ বিলাস-বৈচিত্রী, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে । অর্থাৎ কোন নর্তক-নর্তকী যেমন কোন রাজার প্রসন্নতা-কামনায় সুসজ্জিত রঙ্গমঞ্চে বিচিত্র গান-বাদ্যের তালে তালে অদ্ভুত নৃত্য করিয়া তাঁহাকে সুখী বা চমৎকৃত করেন, তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধা-শ্যাম ভ্রমরের স্বাক্ষররূপ গান ও কোকিলের কুহনাদরূপ বাদ্যের উদ্দীপনায় অদ্ভুত বিলাস-নাট্য প্রকাশ করিয়া যেন অনঙ্গ বা নিরুপাধী প্রেমকে সুখী বা চমৎকৃত করিতেছেন ।

দেখিতে দেখিতে উদ্দাম বা উদ্ভুত মদন-নাট্যে শ্রীযুগলের শ্রীবিগ্রহ শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং স্বেদাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল । তুলসী সেবার্থে কুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । যেন যুগলের বিলাসেরই আবেশময়ী মূর্তি । শ্রান্ত, ক্লান্ত শ্রীরাধাশ্যামের শ্রীঅঙ্গ বীজন ও পাদ-সম্বাহনাদি সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন হইলেন আদরের কিস্করী । গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ইহাই সাধন, ইহাই সিদ্ধি ! সাধনে ভাবনা, সিদ্ধিতে ভাবনানুরূপ সেবালাভ । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

“প্রাণেশ্বর ! কবে মোরে হবে কৃপাদিতি ?

আজ্ঞায় আনিয়া কবে, বিবিধ ফুলবর, শুনিব বচন দুহঁ মিতি ॥

মৃগমদ তিলক, সিন্দূর বনায়ব, লেপব চন্দন-গঞ্জে ।

গাঁথি মালতী ফুল, হার পাইরাওব, ধাওয়াব মধুকর বৃন্দে ॥

ললিতা কবে মোরে, বীজন দেওয়ব, বীজব মারুত মন্দে ।

শ্রমজল সকল, মিটব দুহঁ কলেবর, হেরব পরম আনন্দে ॥” (প্রার্থনা)

“রাধাকুণ্ডে কুঞ্জরাজ, মদনসুখদা মাঝ,
নাট্যশালা অতি মনোহর ।
কোকিলের যে কাকলি, অমৃত নিছিয়া ফেলি,
সুমধুর বাদ্য নিরন্তর ॥
ভ্রমর-বাঙ্কার গান, রসাল পঞ্চম তান,
কন্দর্পের উদ্দীপকময় ।
দিকে দিকে নিরুপম, চিত্র-শোভা মনোরম,
দেখি রসময়ী রসময় ॥
কন্দর্প-সমরে মত্ত, আরস্তিলা মহানৃত্য,
শ্রীরাধিকা মদনমোহন ।
মনে এই অভিলাষ, রহি কুঞ্জের একপাশ,
হেরি নৃত্য পরম মোহন ॥
শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবর, যুগলকিশোর বর,
বিন্দু বিন্দু ঝরে স্বেদ-জল ।
নৃত্যের কৌশল অঙ্গে, বীজন করিব রঙ্গে,
দুহ' অঙ্গ হইবে শীতল ॥” ২ ॥

পুনরপ্রথমেভেদে ইত্যমরাব্যয়নানার্থঃ । অপি চেতি অপিকারান্তে সৈবনস্যাপীতি ! কিন্তু তা কুহুকন্তী-
কর্তাদপি কোকিলায়া ধ্বনেরপি কমনকন্তী কমনঃ অতিমনোহরকর্তঃ স্বরো যস্যঃ সা । কর্তা গলে
সন্নিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে ইতি মেদিনী । গানশিক্ষা প্রয়োজনমাহ যথেষ্টাদি । যথা যেনপ্রকারে-
ণাহং তেন তত্তৎশিক্ষিত গানেন রাসে উভয়মিলিত ক্রীড়াবিশেষে এতদম্বুবযুগলমুল্লাস্যানন্দস্য সগগাত-
মাম্বুবযুগলাৎ সকাশাৎ মণিপদক হারান্ মুহূর্বারং বারং লভে প্রাপ্স্যামীতি বর্তমান-সামীপ্যে লট্ ।
মণিমুক্তাপদকং সুবর্ণং হারঃ স্পষ্টতঃ । মণিঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ সমজাতৌ মুক্তাদিকৈহপি চেত্যাदि । পদকং
স্যাৎ পদ্যকার্থ বিন্দুজালকয়োঃ পীতি চ মেদিনী । সগগাদিতি তদুল্লাসেনৈব তঙ্গণস্যাপ্যুল্লাসো ভবিষ্য-
তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীপাদের মঞ্জরীস্বরূপে রাসলীলায় বিশাখার নিকট
শিক্ষাপ্রাপ্ত সুমধুর সঙ্গীতদ্বারা সসখী যুগলকিশোরের সেবারসের ক্ষুরণ । মঞ্জরী সেবাশ্রীণা, সেবাই
তাঁহাদের জীবাতু । ভক্তির অর্থই সেবা । ‘ভজ্’ ধাতু ভিন্ প্রত্যয়ে ‘ভক্তি’পদ নিষ্পন্ন । গুরুড়পুরাণে
লিখিত আছে—‘ভজ্ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীৰ্ত্তিতঃ’ অর্থাৎ সেবার্থেই ‘ভজ্’ ধাতুর প্রয়োগ দেখা
যায় । এই সেবা বা ভক্তির চরম বিকাশ মঞ্জরীভাবে । মঞ্জরীগণ সাক্ষাৎ সেবারসেরই মূর্তি । সৌন্দর্য-
মাধুর্যে ইঁহারা যুথেশ্বরীর যোগ্যা হইলেও সব উপেক্ষা করিয়া শ্রীযুগলের সেবারসে নিমগ্না হইয়াছেন ।

“তা বিদ্যাদুদ্ভূতি-জগি-প্রপদৈকরেখা বৈদধ্য এব কিল মুত্তিত্তস্তথাপি ।

যুথেশ্বরীত্বমপি সমাগরোচয়িত্বা দাস্যামৃতাবিধমনুসঙ্গুরজস্রমস্যাঃ ॥” (কৃঃ ভাঃ-৩২)

“শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি শ্রীরাধার প্রিয়-কিঙ্করীগণের সীমাহীন সৌন্দর্য বিষে সতাই অকুলনীর ।
তাঁহাদের পাদাগ্রের এক একটি রেখা বিদ্যুতের উৎকৃষ্টদ্যুতিকেও পরাজিত করিয়াছে, তাঁহারা মুত্তিমতী
বৈদগ্ধীস্বরূপিণী এবং প্রত্যেকেই যুথেশ্বরী হইবার যোগ্যা হইয়াও তাহাতে সম্যক্ অরুচিবশতঃ শ্রীরাধার
দাস্যামৃত-সাগরে সতত অবগাহন করিতেছেন ।” শ্রীযুগলের নিভৃত-নিকুঞ্জ-সেবা ইঁহাদেরই নিজস্ব-
সম্পদ । শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার ব্রজবিনাসস্তবে (৩৮) লিখিয়াছেন—

“তাম্বলার্পণ-পাদমর্দন-পয়োদানান্তিসারাদিভি-

রুন্দারগ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তমা যান্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ ।

প্রাগপ্রের্তসখীকুলাদপি কিলাসঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ

কৈলীভূমিষু রূপমঞ্জরী-মুখান্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥”

“তাম্বলার্পণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্যদ্বারা যাঁহারা রুন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার নিম্নত
পরিভূক্তিবিধান করিতেছেন এবং প্রাগপ্রের্তসখী ললিতাদি অপেক্ষাও যাঁহাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময় কৈলী-
ভূমিতে গমনাগমনে অসঙ্কচিত ভূমিকা, সেই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রমুখা শ্রীরাধাদাসীগণকে আমি আশ্রয় করি ।”

অরূপাবিষ্ট শ্রীপাদের ময়ন-সম্মুখে সহস্রা রাসের ক্ষুরণ জাগিয়াছে । রাস দ্বিবিধ—নিত্যরাস
ও মহারাস । আদিপুরাণে নিত্যরাস ও শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে মহারাসের বর্ণন আছে । রাসেশ্বরী শ্রীরাধা-

রাণী এবং ত্রিশত কোটি গোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই ‘মহারাস’ এবং শ্রীরাধারাগী ও তাঁহার সহস্র সহস্র সখীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসবিহারকে ‘নিত্যরাস’ বলা হয়। এই শ্লোকে নিত্যরাসের স্ফুরণ।

স্বরূপাবিষ্ট শ্রীপাদ দেখিতেছেন—“মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্তন। মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥” তান মান, কত কত সুর, কত কত রাগরাগিনী! অনুরাগ-রঞ্জিত-গোপীগণের কণ্ঠে গানমাধুরী প্রেমরসসিক্ত—তাই পরম মধুর। শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—“উচ্চৈর্জগদুন্মত্যাং রক্ত-কণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ” অর্থাৎ নানারাগে অনুরঞ্জিত কণ্ঠ রতিপ্রিয়া গোপাঙ্গনাগণ নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃ-স্বরে গান করিতে লাগিলেন। এই শ্লোকাংশের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত আছে—“রক্তকণ্ঠ্যঃ প্রেমস্নিগ্ধ-কণ্ঠ্য ইতি পরমমধুরত্বমুক্তম্” প্রেমস্নিগ্ধকণ্ঠ্য তাই তাহার মধুরতা নিঃসীম। নৃত্যচঞ্চল বাহ্যযুগলে স্বর্ণ-বলয় ঝঙ্কত হইতেছে! কবরীবন্ধের মল্লিকামালা নৃত্যান্দোলনে শ্লথ হইয়া কুসুমভার খসিয়া পড়িতেছে!

“পরাগে ধূসর স্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল, মণিময় বেদীর উপরে।

রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, পরশে পুলক অঙ্গতরে ॥

মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, বরিথয়ে ফুল-গন্ধরাজে।

শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখ-ইন্দু, অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥” (প্রার্থনা)

কোকিলকণ্ঠ অপেক্ষাও মধুকণ্ঠে শ্রীবিশাখা মধুর মূর্ছনায় মনোজ্ঞ সঙ্গীত গাহিতেছেন। সকল কলাগুরু শ্রীমুকুন্দ মুগ্ধ ও বিস্ময়ানন্দে তাঁহাকে বার বার বাহবা দিতেছেন। রাসেশ্বরী স্বয়ং বীণা বাজাইতেছেন, শ্রীমতী ললিতা তাল দিতেছেন। বিশাখার মধুকণ্ঠ-নিঃসৃত রাগ শ্রীমতীর বীণার বাস্কারে এবং ললিতার অদ্ভুত তালে মূর্ত হইয়া মাধুর্য-প্লাবনে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে!

“নীরজনয়নী লহল বীণ,

সকল গুণক অতি প্রবীণ

মধুর মধুর বাওই তাল

মদনমোহন-মোহিনী।

ঝঙ্কত ঝঙ্কত ঝনন বাঙ্ক

চলত অঙ্গুলি লোলত অঙ্গ

কুটিল নয়নে করত ভঙ্গ

ভাঙ-ভঙ্গী শোহিনি ॥

ললিতা ললিত ধরত তাল

মোহিত মনমোহন লাল

কহতহি অতি ভালি ভাল

রাধা গুণ-শালিনী ॥” (পদামৃতমাধুরী)

নৃত্যের বিরাম হইয়াছে। শ্রীরাধাশ্যাম রত্নসিংহাসনে বসিয়াছেন। নিশ্চয় রাধাশ্যামের সম্মুখে সখীরূপ উপবিষ্টা। শ্রীমতীর অঙ্গ অলসভরে শ্যাম-অঙ্গে আলুলায়িত। সকলের হৃদে অঙ্গ ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে। কিঙ্করীগণ বীজম, পাদসেবন ও তাম্বুলদানাদি সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। শ্রীরূপ ও তুলসী শ্রীযুগলের চামর-সেবায় নিরতা। তুলসীর সহিত শ্রীরূপের কি নিরূপম সৌহার্দ্য! অয়ং শ্যামের দিকে দাঁড়াইয়া শ্রীরাধারানীর দিকটা তুলসীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিরূপম প্রীতিরসেরই রাজ্য। তুলসীর চিত্ত-মন শ্রীমতীর সৌন্দর্য-মাধুর্যে ও সেবারসে নিমগ্ন।

এইপ্রকার কিঞ্চিৎ বিশ্রামসুখ ভোগের পর শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া বলিতেছেন—
‘রাধে! শুনিয়াছি, তোমার দাসীগণও নৃত্যগানাদি কলাবিদ্যায় অতিশয় সুনিপুণা! কই, তোমার কিঙ্করীগণ তো কেহই কোন কলা দেখাইল না।’ প্রিয়তমের কথা শ্রবণে শ্রীমতী মৃদু হাসিয়া শ্রীরূপ-মঞ্জরীর দিকে তাকাইলেন। শ্রীরূপ জানেন তুলসী বিশাখার নিকট নৃত্য ও গান শিক্ষা করিয়া গান্ধর্ব-বিদ্যায় বিশাখার ন্যায়ই নৈপুণ্যশালিনী হইয়াছে। বিশেষতঃ আজ বিশাখা গাননৈপুণ্যে যেভাবে সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে এর পরে তুলসী ব্যতীত অপর কেহ এত বড় সভায় সকলকে ততখানি চমৎকৃত করিতে পারিবে না। তাই শ্রীরূপ তুলসীর প্রতি বলিতেছেন—‘তুলসি! শ্যামসুন্দরকে একটি গান শোনাও।’ তুলসী লজ্জিতা। গুরুজনের সভা। তুলসীকে লজ্জানমিতা দেখিয়া বিশাখা বলিতেছেন—
‘লজ্জা কি, গুরুজনের সভায় বিদ্যার প্রকাশ করবি, ইহাতে তো গুরুজনেরই গৌরববৃদ্ধি পাবে।’ শ্রীরূপ ও শ্রীবিশাখার আজ্ঞা পাইয়া তুলসী শ্রীযুগলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনোহর নৃত্যসহ একটি মধুর সঙ্গীত গাহিলেন। বিশাখার শিক্ষা-নৈপুণ্য তুলসীর নৃত্যগীতে মূর্তি পরিগ্রহ করিল। সকলেই বার বার সাবাস দিতেছেন। সখীসহ শ্রীরাধামাধব তুলসীকে বার বার মণিপদক, স্বর্ণহারাদি উপহার প্রদান করিতেছেন। বিশাখার আনন্দের সীমা নাই। যথাযোগ্য আধারে বিদ্যা দান করা হইয়াছে। সকলেই তুলসীর নৃত্য ও গান-নৈপুণ্যে মুগ্ধ। সহসা স্ফুটিল বিরাম হইয়াছে। অর্ধবাহ্যে প্রার্থনা করিলেন—

“কোকিলা-কাকলি জিনি, মধু যাঁর কণ্ঠধনি,
সে বিশাখা কৃপাদৃষ্টিপাতে।
মধুর সঙ্গীত-কলা, শিক্ষা দিবে সুরসালো,
সর্বভাবে উত্তমরূপেতে ॥
শ্রীরাসমন্ডল-মাঝে, রসময়ী রসরাজে,
নটরাজ নবীনা কিশোরী।
রসের প্রতিমা যত, সখীগণে পরিবৃত,
বসিয়াছে কত ভঙ্গী করি ॥

কান্ত্যা নিন্দন্তমুদ্যজ্জলধরনিচয়ং তপ্তকান্তস্বরাভং
বাসো বিভ্রাণমীষং-স্মিত-রুচিরমুখাশ্ভোজমাকম্পিতাঙ্গম্ ।
বামাক্ষে রাধিকাং তাং প্রথম-রসকলা-কেলিসৌভাগ্যমতা-
মালিঙ্গ্যালাপভঙ্গ্যা ব্রজপতিতনয়ং স্মেরয়ন্ত স্মরামি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা সম্পূর্ণা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । যাঁহার মধুর অঙ্গকান্তিদ্বারা নবজলধরের শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, যিনি তপ্ত-
কাঞ্চনসদৃশ পীতাম্বর পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার মুখকমল মনোহর হাস্যমকরন্দে সুশোভিত, বিবিধ
বেশভূষায় যাঁহার অঙ্গ বিভূষিত এবং যিনি শৃঙ্গার-রস-কেলি-মতা শ্রীরাধাকে বামাক্ষে স্থাপনপূর্বক নানা-
বিধ বাক্চাতুর্যে হাস্যরসে নিমগ্ন করিতেছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে আমি নিয়ত স্মরণ করি ॥ ৪ ॥

টীকা । নিভৃত-নিকুঞ্জে পরম-বৈদগ্ধ্যপরাঙ্ক প্রকাশিনং শ্রীরাধয়া সহ লপন্তং শ্রীকৃষ্ণমনুভূয়মাহ
কান্ত্যেতি । ব্রজপতি-তনয়ং নন্দনন্দনং স্মরামি চেতসো নিরবচ্ছিন্নাতিথিং করোমি । কিন্তুতং উদ্যজ্জলধর-
নিচয়ং প্রকাশমানং জনগর্ত মেঘসমূহং কান্ত্যা অঙ্গচ্ছটয়া নিন্দন্তং তিরস্কুৰ্বন্তম্ । পুনঃ কিন্তুতং তপ্ত-
কান্তস্বরাভং জ্বলনাবস্থ স্বর্ণকান্তি বাসো বস্ত্রং বিভ্রাণং ধারয়ন্তম্ । পুনঃ কিন্তুতম্ ঈষৎ স্মিতেনাত্ম-
হসিতেন রুচিরং মনোহরং মুখরূপমশ্ভোজমল্লফুটপদ্মং যস্য তম্ । আকল্পিতং ভূষিতমঙ্গং যস্য । পুনঃ
কিন্তুতং তামনুভূতাং রাধাং বামাক্ষে বামক্ৰোড়ে আলিঙ্গ্য আলিঙ্গ্য আলাপভঙ্গ্যা প্রিয়ে ত্বং সখ্যা বিশাখয়া
কথিতং নাগরকালিয়হস্তঃ অধুনৈব মহান্ সর্পোহস্মিন্ কুঞ্জে নিলীয় স্থিতোহস্তি সাবধানেন ভবিতব্যম্ অত্র
চিক্রিড়িষা চেৎ তদা ভীতাং সখীং রাধাং ক্রোড়ে নিধায় ক্রীড়িতব্যমিতি । আলাপচাতুর্যোগালিঙ্গ্য । প্রিয়ে
ভীতে সুবলে ময়া চাতুর্যেণ ভীষয়িত্বা কথং স্বাভীষ্টং নির্বাহিতম্ অধুনা ত্বচ্চাতুরী ক গতেতি স্মেরয়ন্তং
ঈষদ্বাসয়ন্তং কাকাক্ষি ন্যায়েন আলাপভঙ্গ্যেতি বামাক্ষে ইত্যাদৌ স্মেরয়ন্তমিত্যত্র চ সম্বন্ধঃ । প্রথম-রসে
শৃঙ্গারে যা কলা কলনা আবিষ্টতেতি যাবৎ । চতুঃষষ্ঠ্যাংকিকা বা তয়া যা কেলিঃ ক্রীড়া তয়া যৎ-

যুগলের সে সভাতে, বিশাখার আদেশেতে,

সে সব সঙ্গীত মনোহারী ।

কবে বা করিব গান, রস করি মুতিমান,

নৃত্যের কৌশলে ফিরি ফিরি ॥

গান শুনি সখী-সঙ্গে, শ্রীরাধামাধব সঙ্গে,

উল্লাসেতে মোরে বার বার ।

মণিমুক্তা-পদক হার, কবে দিবে পুরস্কার,

সে সৌভাগ্য কি হইবে আমার ?" ৩ ॥

সৌভাগ্যং তেন মত্তাং মদযুক্তাম্ । তথা চ মেদিনী । কলা স্যান্মূলকে বুদ্ধৌ শিল্পদাবংশমাত্রকে । ষোড়শাংশেচ চন্দ্রস্য কলনা কাল মানয়োরিতি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিনঃ প্রার্থনা বিরহিতি ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদের লীলারসের নিবিড় স্ফুরণ । অভীষ্টবস্তু প্রাপ্তির নিমিত্ত অন্তরে সুতীর আকাঙ্ক্ষা । স্বরূপের প্রবল আবেশ । বাহ্যজগতের কোন অনুভূতি অন্তরে নাই । প্রীতির আতিশয্যে যুগলমাধুর্যে চিত্ত-মন ডুবিয়া আছে । মননশীল সাধকের চিত্তও সর্বদা ভাবরাজ্যে বিচরণ করে । ভগবৎ-মাধুরীর আশ্বাদন পাইলে চিত্ত অন্যত্র যাইবে কেন ?

“লুবধ ভ্রমর যেন, চকোর চন্দ্রিকা তেন,
পতিরতাজন যেন পতি ।
অন্যত্র না চলে মন, যেন দরিদ্রের হেম,
এই মত প্রেমভক্তিীরিতি ॥” (প্রঃ ভঃ চঃ)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের উপাস্য যুগলমাধুরী ! যুগল-চরণারবিন্দ ছাড়িয়া তাঁহাদের মন-মধুকর অন্যত্র যায় না । অধ্যাত্মরাজ্যে ইহাতেই আশ্বাদনের পরাকাষ্ঠা । “যুগলচরণে প্রীতি, পরম আনন্দ তথি, রতি প্রেমময় পরবন্ধে” । (ঐ)

শ্রীপাদের চিত্ত-মন লীলারাজ্যে । স্ফুরণে একটি মধুময় লীলাচিত্র সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ! একটি নিতৃত নিকুঞ্জে সখী-মঞ্জরীগণের চেষ্ঠায় শ্রীশ্রীরাধামাধব মিলিত হইয়াছেন । রত্নসিংহাসনে আসীন শ্রীযুগলের অপরিসীম মাধুর্যে কুঞ্জগৃহ উদ্ভাসিত ! সখী-মঞ্জরীগণের নয়ন-সফরী যুগল-মাধুরী-সায়রে মহাসুখে সন্তরণ করিতেছে । তুলসীমঞ্জরীরূপে শ্রীপাদ যুগলসেবায় নিরতা । শ্যাম-মাধুর্যে তাঁহার নয়ন মন নিমগ্ন । একেত শ্যামমাধুরী সীমাহীন অনন্ত, তথাপি শ্রীরাধার সুনির্মল প্রেমদর্পণের সান্নিধ্যে তাহা নব-নবায়মানরূপে প্রতিভাত হইতেছে ! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোক্তি—

“যদ্যপি নিশ্চল রাধার সৎপ্রেম-দর্পণ ।

তথাপি স্বচ্ছতা তার বাঢ়ে ক্রমে ক্রমে ॥

আমার মাধুর্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে ।

এ-দর্পণের আগে নবনবরূপে ভাসে ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

সাম্প্রীভূত শ্যামশোভায় শোভমান প্রতিক্রমে নবনবায়মান কান্তিকন্দলদ্বারা সুকোমল গোবিন্দের অঙ্গচ্ছটার মাধুরীতে কিঙ্করী তুলসীর হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে । দেখিতেছেন—“কান্ত্যা নিন্দন্তমুদ্য-জ্জলধরনিচয়ং” “যাঁহার শ্রীঅঙ্গকান্তিতে নবজলধরের শোভা তিরস্কৃত হইয়াছে ।” মহাকবি শ্রীল কর্ণপুর লিখিয়াছেন—“সুতামরত্নদলিতাজনমেঘপুঞ্জ-প্রত্যগ্রনীলজলজন্ম-সমানভাসম্” অর্থাৎ ‘তোমার কান্তি-নীলকান্তমণি, দলিতাজন, মেঘপুঞ্জ ও নীলকমলের ন্যায় ।’ “কুবলয়-নীলরতন, দলিতাজন মেঘপুঞ্জ,

জিনি বদাগ সুছাঁদ” (মহাজন) সত্যই এই শ্যামচিহ্নগকান্তির তুলনা নাই। উপনিষদের ঋষি “শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে” এই রসসূক্তে যেন শ্যামবর্ণের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ইহার ভাষ্যে বলেন—“শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে” ইত্যাদি “মন্ত্রাম্ভ্যঃ পাবনো জপার্থশ্চ ধ্যানার্থে বা। শ্যামো গম্ভীরোবর্ণ—শ্যাম ইব শ্যামঃ হৃদং ব্রহ্ম অত্যন্ত দূরবগাহ্যত্বাৎ” অর্থাৎ ‘এই পবিত্র মন্ত্র পাঠ, জপের জন্য ও ধ্যানের জন্যও হইতে পারে। শ্যাম গম্ভীর বা নিবিড়বর্ণ, শ্যাম অর্থে পরম হৃদয় পরব্রহ্মই সূচিত হন, তিনি অত্যন্ত দূরবগাহ্য।’ শ্রীল বিন্ধবমঙ্গল ঠাকুর লিখিয়াছেন—

“চাতুর্যৈকনিদানসীমচপলাপাঙ্গচ্ছটামস্তরং

লাবণ্যামৃতবীটিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতম্।

কালিন্দীপুলিনাঙ্গনপ্রণয়িনং কামাবতারাকুরং

বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমম্বারাজ্যামাধ্বনুঃ ॥” (কৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৩)

“যাঁহার চাতুর্যের অসীম নিদানস্বরূপ চপল অপাঙ্গছটায় ব্রজগোপীদের গতি মস্তুর হইয়া যায়, লাবণ্যামৃতলহরীমালায় যাঁহার দৃষ্টি চঞ্চল, যিনি শ্রীরাধার কটাক্ষদ্বারা আদৃত, কালিন্দীপুলিনাঙ্গন যাঁহার অতিপ্রিয় স্থান, নিখিল কামাবতারের যিনি অঙ্কুরস্বরূপ, অনন্ত মাধুর্যের নিকেতন—সেই নীলবর্ণ কিশোরকে আমরা আরাধনা করি।”

কিঙ্করী দেখিতেছেন,—সেই নীল অঙ্গে আবার “তপ্তকান্তস্বরাভং বাসো বিভ্রাণম্” ‘তপ্তকান্তনের প্রভাব ন্যায় দ্যুতিসম্পন্ন পীতবসন শোভা পাইতেছে।’ “বাসং দ্রবৎ-কনকবৃন্দ-নিভং দধান্” পীতবসন দেখিলে মনে হয় কেহ যেন রাশী রাশী সোনাকে গলাইয়া তালিয়া দিয়াছে। “আরদ্র মাখিয়া কেবা, সারদ্র বনাইল রে, ঐছন দেখি পীতাম্বর” (চণ্ডিদাস) পীতাম্বর রূপে যেন প্রেমসী-শিরোমণি শ্রীরাধার অঙ্গ কান্তিকেই শ্রীঅঙ্গে জড়াইয়া রাখিয়াছেন—রাধারাণীর রসোঙ্গারে দেখা যায়—“আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া পীতবাস পরে শ্যাম” (জানদাস)।

আবার “স্মিত-রুচিরমুখাঙ্গোজম্” মুখকমল ঈষৎ হাস্যমকরন্দে পরিশোভিত। সে হাসির কি মাধুরী! মহাজন বলিয়াছেন—“ঈষৎ হাসির তরঙ্গ-হিলোলে মদন মুরছা পায়” গোপাঙ্গনা-গণের প্রতি এই হাস্য-মকরন্দের মাদকতা সর্বাতিশায়ী। শ্রীরাপ লিখিয়াছেন—

“প্রপন্নজনতা-তমঃক্লপণ-শারদেন্দুপ্রভা ব্রজাঙ্গুজবিলোচনা-স্মরসমৃদ্ধিসিদ্ধৌষধিঃ।

বিড়ম্বিত-সুধামুখি-প্রবলমাধুরী-ডম্বর বিভত্তু তব মাধব! স্মিতকণ্ঠকান্তিমুদম্ ॥”

‘হে মাধব! ভক্তবৃন্দের হৃদয়াক্রমকার নাশকারিণী, ব্রজসুন্দরীগণের অনঙ্গবৃদ্ধির সিদ্ধৌষধি, সুধাসিন্ধুর মাধুর্য-তিরস্কারিণী, চন্দ্রকান্তির ন্যায় তদীয় স্মিতকান্তি আমার অসীম আনন্দ বিধান করুন।’ সর্বোপরি শ্রীরাধারাণীর প্রতি এই হাস্যামৃতের প্রভাব সীমাহীন। “হাসির হিলোলে মোর, পুরাণ পুতলি দোলে, দিতে চাই যৌবন নিছনি” (শ্রীরাধার পূর্বরাগে—মহাজন)।

আবার বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত শ্যামঅঙ্গ “আকল্লিতাঙ্গম্”। সেই শ্যামঅঙ্গ ভূষণেরও

ভূষণস্বরূপ 'ভূষণভূষণাঙ্গম্' । (ভাগবত) কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন—ঐ অমৃতাস্তে যাহাই সন্নিবিষ্ট হউক না কেন, সবই যেন অমৃতময় হইয়া যায়—“মাধুর্য্যসিন্ধুমধি যস্য ভবেন্নিপাতস্তৎ কেবলং মধুরিমাগমুরী-করোতি ।” (আনন্দবৃন্দাবনচম্পু)

কিঙ্করী তুলসী দেখিতেছেন, সেই মাধুর্য্যবারিধিশ্যাম শৃঙ্গাররসকেলিমতা শ্রীরাধাকে বামাক্ষে স্থাপনপূর্বক নানাবিধ পরিহাস ও মিথ্যাবাণীর দ্বারা তাঁহাকে হাসাইতেছেন এবং ভঙ্গীপূর্বক আলিঙ্গন, চুম্বনাদি করিতেছেন । “ওরূপ লাবণ্যরাশি, অমিয়া পড়িছে খসি, হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে” (প্রার্থনা) সেই শ্রীযুগলের লাবণ্যামৃতসিন্ধুতরঙ্গে ভাসমানা কিঙ্করী তুলসী হস্তে ব্যজনী লইয়া সেবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন, ইত্যবসরে স্ফুতির বিরাম । বিপুল দৈন্যের উদ্রেকে সাধকাবেশে বলিলেন—‘সেই রূপমাধুরীর সাক্ষাৎ দর্শন দূরে থাক, যেন তাহা চিত্তে স্মরণ করিতে পারি ।’

“কেলি-কুঞ্জ অভ্যন্তরে, রতন-বেদির পরে,

মদনমোহন শ্যামরায় ।

জিনি নব জলধর, রসে অঙ্গ চর-চর,

লাবণ্য-তরঙ্গ বহি যায় ॥

তপ্তহেম-কান্তি হর, পরিধানে পীতাম্বর,

মেঘে সৌদামিনী বলমল ।

নিঙাড়িয়া সুধানিধি, গড়েছে রসিক বিধি,

হাসিমাখা বদন-কমল ॥

ভূষণে ভূষিত অঙ্গ, যেন অভিনয়-রঙ্গ,

অভিনব রূপ মনোহারী ।

বামকোড়ে শ্রীরাধিকা, কৃষ্ণকেলি আরাধিকা,

দ্যোতমানা পরমাসুন্দরী ॥

রসিক-নাগর ছলে, রসের প্রসঙ্গ তুলে,

হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে ।

বিলাসচাতুর্য্য-বাক্যে, মুগ্ধ করি প্রিয়াজীকে,

বার বার করে আলিঙ্গনে ॥

সেই ব্রজরাজ-সুত, বিদগ্ধ লীলামৃত,

অনুদিন করিয়ে স্মরণ ।

রঘুনাথের এ প্রার্থনা, দিব্য চিন্তামণি সোনা,

‘হরিপদ’-ভজন রতন ॥” ৪ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামিকৃত-প্রার্থনার শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

অথ গোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকম্

॥ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনায় নমঃ ॥

সপ্তাহং মুরজিৎকরাধ্বজপরিভ্রাজং-কনিষ্ঠাঙ্গুলি-
প্লাম্বদ্বংশুবরাটকোপরিমিলন্বৃদ্ধিরেফোহপি যঃ ।
পাথঃক্ষেপক-শক্রনক্রমুখতঃ ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ
কস্তং গোকুলবান্ধবং গিরিবরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ১ ॥

অনুবাদ । যিনি সপ্তাহকাল শ্রীকৃষ্ণের করকমলস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মকোষে মুগ্ধ ভূজের
ন্যায় অবস্থান করত অতিরঞ্চিতকারী ইন্দুরূপ কুন্তীরের কবল হইতে অতি শীঘ্র ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিয়া-
ছেন, সেই গোকুলবান্ধব গিরিরাজ-গোবর্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে ? ১ ॥

টীকা । অথ সৰ্ব্বত্রোদাসীনসৈকতব্রাহ্মণমনুচিতমিতি সদা গোবর্দ্ধনাশ্রয়মাখ্যানং প্রত্যন্যথা-
সত্তাবিনং শ্রীগোবর্দ্ধনমাহাভ্যং প্রকাশয়তি । সপ্তাহমিত্যাদিনা দশকেন । সপ্তাহমিতি । সৰ্ব্বথা গোকুল-
নিবাসাকাঙ্ক্ষী কঃ প্রাণী তং গোবর্দ্ধনং গিরিবরং পৰ্বতশ্রেষ্ঠং নাশ্রয়েৎ ন সেবেত, কিন্তুতং গোকুলস্য
গোসমূহস্য স্বনিকটপ্রদেশে শম্পাদিপ্রদেহেন বান্ধবং বন্ধুকৃত্যকারিণং যদ্বা গোকুলস্য ব্রজজনস্য বান্ধবম্ ।
ব্রজজন-বন্ধুকৃত্যমাহ । যো গোবর্দ্ধনঃ সপ্তদিনং পাথঃক্ষেপকশক্রনক্রমুখতঃ শকাশাৎ ক্রোড়ে স্বেৎসঙ্গে
ব্রজং দ্রাক্ বাটিতি অপাৎ রক্ষিতবান্ । পাথো জলং তস্য ক্ষেপকঃ প্রেরকঃ শক্ৰোতি সৰ্বং কতুমিতি
শক্রঃ পরমশক্তিমানিन्द्रঃ স এব নক্রঃ কুন্তীরস্তস্য মুখং মুখমিব বাণ্যবাবাতাদি তস্মাৎ । কিন্তুতঃ সন্নপাৎ
মুরজিতো মুরারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য করাদ্বজে পরিভ্রাজন্তী প্রকাশমানা যা কনিষ্ঠাঙ্গুলিঃ সৈব প্রোদ্যন্ বরাটকো-
বীজকোষস্ত্যোপরি মিলন্বৃদ্ধিরেফো মত্তভ্রমরোহপি সন্নিতি । অত্র পৰ্বতে ভ্রমরত্বারোপরূপকালঙ্কারেণ
পুচ্ছজলেনাপ্লাব্য নক্রেণ প্রস্তুং জলং তৎ সরোবর-পদ্মকোষস্থ ভ্রমরজাতুমসমর্থঃ অগ্নস্ত তদ্রপোহপি সন্নপা-
দिति ব্যতিরেকালঙ্কারো ব্যাখ্যঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ সাধকাবশে এই গোবর্দ্ধনাশ্রয়-দশক স্তবে
শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রয়ের মহিমা ব্যক্ত করিতেছেন । শ্রীমৎ রূপগোস্থামিপাদ ভক্তিরসাহিতসিন্ধু
গ্রন্থে চৌষটি প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে যে অসাধারণ বীৰ্যশালী সাধন-পঞ্চকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,
ব্রজবাস বা ব্রজধামাশ্রয় তাহার অন্যতম ।

“দুরাহাদভুতবীৰ্যোহস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেহস্ত পঞ্চকে । যত্র স্বল্লোহপি সম্বন্ধঃ সন্ধিয়াং ভাবজন্মানে ।” অর্থাৎ ‘শ্রীমূর্তিসেবা, শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, শ্রীনামকীর্তন ও ব্রজবাস এই পাঁচটি অঙ্গ দুরাহ ও অদভুত বীৰ্যশালী, এই সাধন-পঞ্চকে শ্রদ্ধার কথা দূরে থাক, ইহাদের অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধেও নিরপরাধ জনের চিতে অবিলম্বে ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ।’ ধাম চিন্ময়, স্বপ্রকাশ, শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা চিন্ময়ীশক্তি সন্ধিনী-অংশপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি ।

“সন্ধিনীর সার অংশ—‘শুদ্ধসত্ত্ব’ নাম ।

ভগবানের সত্তা হয় হাহাতে বিশ্রাম ॥

মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর ।

এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

‘সত্তা’ শব্দে অস্তিত্ব এবং ‘বিশ্রাম’ অর্থে সুখাবস্থিতি । শ্রীভগবানের লীলারসের আশ্বাদন=জনিত সুখের সহিত অবস্থান সন্ধিনাংশ-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের পরিণতি শ্রীধামেই সম্ভবপর হইয়া থাকে । ইহার মধ্যেও ব্রজ মাধুর্যময় ধাম । ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য বিশুদ্ধমাধুর্যময়-লীলার সহিত সুখাবস্থানের একমাত্র নিকেতন এই ব্রজধাম । এই জন্যই ব্রজের মধ্যেও আবার শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময়ী লীলাক্ষেত্রের তারতম্যে লীলাস্থানের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়া থাকে । এ বিষয়ে শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন সকল লীলাক্ষেত্রের শীর্ষে । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“বৈকুণ্ঠাজ্জনিতা বরা মধুপূরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্—

সুন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ ।

রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃত-প্লাবনাৎ

কুর্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥” (উপদেশামৃত-৯)

“শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মথুরা শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে রাসোৎসবহেতু শ্রীসুন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের কেলিবিলাসহেতু শ্রীগোবর্ধন শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যেও আবার গোকুলপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমামৃতির প্লাবন-হেতু (শ্রীশ্রীরাধামাধবের উচ্ছ্বাসময়ী লীলানিকেতন বলিয়া) শ্রীরাধাকুণ্ডই সর্বশ্রেষ্ঠ । গোবর্ধন-গিরিতটে বিরাজিত এই শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবা কোন্ বিবেকী জন না করিবে ?”

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী । শ্রীকুণ্ডবাসেই তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা । শ্রীরাধাকুণ্ডের কথা বলিলেই শ্রীপাদ দাসগোস্বামির কথা মনে পড়ে । আরও মনে পড়ে—সেই রাগযজ্ঞের মহাখাত্তিক্ এই শ্রীকুণ্ডতটে নিরবধি নয়ননীরে ভাসিয়া ভজননিষ্ঠা, ত্যাগ, বৈরাগ্য ও আতিময়ী প্রেমভক্তির আদর্শ কি-ভাবে বিশ্বের নয়নসম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন সেই কথা । এই শ্রীকুণ্ড শ্রীগিরিরাজেরই অন্যতম অঙ্গ-বিশেষ ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘গোকুল-বান্ধব শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে?’ কেহ স্বচেষ্টায় ধামাশ্রয় করিতে পারেন না। ভাগ্যবান্ সাধক-ব্যক্তি শ্রীধামবাসে উন্মুখ হইলে শ্রীধাম করুণা করিয়া তাঁহাকে স্বচরণে আশ্রয় দিয়া ধন্য করেন। যেমন সাধু-গুরুর কৃপায় কেহ শ্রীভগবানের ভজনোন্মুখ হইলে তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের তদ্বিশ্বাস্য মতি হয়, অর্থাৎ ভগবান্ মনে করেন, এ আমার আশ্রিত, অতএব সর্বতোভাবে আমাকর্তৃক রক্ষণীয়। তদ্রূপ শ্রীধাম-বাসে উন্মুখ হইলেই ধাম তাঁহাকে আশ্রিত বা রক্ষণীয় ভাবিয়া স্থায়ী বন্ধে স্থান দিয়া ধন্য করেন। ‘আশ্রয়’ শব্দের ইহাই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।

শ্রীগিরিরাজকে ‘গোকুলবান্ধব’ বলিতেই শ্রীপাদের গিরিরাজকর্তৃক গোকুল রক্ষার কথা মনে পড়িয়াছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরও পূজ্য তাঁহার পিতা, পিতৃব্য শ্রীনন্দ, উপনন্দাদি গোপগণ-কর্তৃক প্রদত্ত পুজোপহার গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মহাপরাধে পতিত হইতেছিলেন। করুণাময় শ্রীভগবান্ তাঁহাকে এই অপরাধের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং স্থায়ী ভক্তবর্ষ শ্রীগিরিরাজের সেবা ও মহিমা স্থাপনের নিমিত্ত ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করত শ্রীগোবর্ধন যাগ আরম্ভ করেন। ঐশ্বর্যভিমানী দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবানের এই মহাকারুণ্যের লীলামর্ম বুঝিতে না পারিয়া বজ্র, বারিপাতাদি দ্বারা গোকুলধ্বংস করিবার মানসে প্রলয়ঙ্কর সাস্বর্তকাদি মেঘগণকে নিযুক্ত করেন। তাহারা প্রলয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত, শিলাপাত, বজ্রপাত ও ঝটিকা সুরু করিলে ব্রজবাসিগণ বিপন্ন হইয়া তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ করেন।

“কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বনাতং গোকুলং প্রভো।

ব্রাতুমহঁসি দেবানঃ কুপিতাভক্তবৎসল ॥” (ভাঃ ১০।২৫।৪৩)

অর্থাৎ ‘হে কৃষ্ণ! হে মহাভাগ! হে ভক্তবৎসল! হে মহাশক্তিশালিন! আমাদের প্রতি কুপিত ইন্দের হাত হইতে তোমারই প্রতিপাল্য গোকুলকে রক্ষা কর।’

শ্রীকৃষ্ণ ইন্দের অত্যাচার-পীড়িত বিপন্ন ব্রজবাসিগণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের আতিময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন—‘আমার শরণাগত, আমার প্রতিপাল্য এবং আমার পরমাত্মীয় এই গোষ্ঠ-বাসিগণকে আমি আত্মশক্তিপ্রভাবে রক্ষা করিব। শরণাগত-প্রতিপালনই যে আমার একমাত্র ব্রত।’ এই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা গোবর্ধন পর্বত উৎপাটন করিলেন এবং বালক যেমন ছত্র ধারণ করে, অবলীলাক্রমে তদ্রূপ বামকরে গিরিরাজকে ধারণ করিলেন।

“তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মনাতং মৎপরিগ্রহম্।

গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সৌহৃদ্যং মে ব্রত আহিতঃ ॥

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃদ্ধা গোবর্দ্ধনাচলম্।

দধার লীলয়া কৃষ্ণছত্রাকমিব বালকঃ ॥” (ভাঃ-১০।২৫।১৮-১৯)

ইন্দ্রে তে নিভৃতং গবাং সুরনদীতোযেন দীনাঙ্কনা
 শাক্ৰণানুগতা চকার সুরভিঃ স্নানভিষেকং হরেঃ ।
 যৎকচ্ছহর্জনি তেন নন্দিতজনং গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী
 কস্তং গোবিনকরেন্দ্রপট্টশিখরং গোবর্জিতং নাশ্রয়েৎ ? ২ ॥

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক গোকুল রক্ষিত হইলে দীনভাবে ইন্দ্র-কর্তৃক অনুনীতা মাতা
 সুরভী যে নিভৃত স্থানে আগমনপূর্বক সুরনদী মন্দাকিনীর পাবনী নীরদ্বারা গোপালের ইন্দ্র পদে

শ্রীকৃষ্ণ বামকরের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে অনায়াসে গিরিরাজকে ধারণ করিয়া তাঁহার নিশ্চেন সমগ্র
 ব্রজবাসী ও তাঁহাদের গোধনাদিকে আশ্রয় প্রদান করত সপ্তাহকাল নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলেন ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, গিরিরাজ শ্রীকৃষ্ণের করকমলস্থিত কনিষ্ঠাঙ্গুলিরূপ পদ্মবীজকোষে মুগ্ধ
 ভূঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । অর্থাৎ কমলের মধুপানে রত ভূঙ্গরাজ যেমন মকরন্দ-মত্ত
 অবস্থায় কমলকোষে নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তদ্রূপ হরিদাসবর্ষ শ্রীগিরিরাজ শ্রীকৃষ্ণের করকমলে
 ক্রমাগত সপ্তদিবারাত্র স্থান লাভ করিয়া তাঁহার পরমাতীষ্ট শ্রীকরকমলের শোভারূপ মকরন্দ-রসান্বাদনে
 বিভোর হইয়া রহিলেন ! এইভাবে অতিরুচিকারী ইন্দ্ররূপ কুন্তীরের কবল হইতে অনায়াসেই তিনি
 ব্রজমণ্ডলকে রক্ষা করিলেন ।

সরোবরস্থ কমলকোষে ভূঙ্গ মধুপান করিতে থাকিলে এবং কুন্তীর কমলিনীর উপর প্রচুর জল
 নিক্ষেপ করিলে কমলিনী নিজেও রক্ষা পায় না, ভ্রমরকেও রক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এখানে তাহার
 অত্যন্ত ব্যতিক্রম । এখানে শ্রীকৃষ্ণের হস্তকমলের কথা দূরে থাকুক, ভূঙ্গরূপ গিরিরাজেই সকলকে
 ইন্দ্ররূপ নরকর্তৃক বশিত জলধারা হইতে রক্ষা করিলেন । এই দ্বোকে ‘ব্যতিরেক’ নামক অলঙ্কারটি
 বিন্যস্ত হইয়াছে । উপমান হইতে দোষ বা গুণবশতঃ উপমেয়ের বৈলক্ষণ্য বর্ণিত হইলে ‘ব্যতিরেক’
 অলঙ্কার হইয়া থাকে । ‘উপমানাং বিলক্ষণ ইতি গুণেন দোষণে চ’ (অঃ কোঃ চাঃ ১৪২) শ্রীপাদ বলি-
 লেন—‘কোন্ ব্যক্তি এইরূপ গিরিরাজের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে ?’

“সপ্তদিন শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মশেষে ।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীরূপ মঞ্জু পদ্মকোষে ॥

তাহে মুগ্ধ ভূঙ্গ-ন্যায় হয়ে অবস্থিতে ।

রুচিকারী দেবরাজ-নরক-মুখ হ’তে ॥

যিহৌ এই ব্রজভূমি রক্ষা করিয়াছে ।

‘গোকুলবান্ধব’ বলি খ্যাত গিরিরাজে ॥

হরিদাসবর্ষ্য সেই গিরি-গোবর্দ্ধনে ।

কোন্ প্রাণী আশ্রয় না করে সর্বক্ষণে ?” ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই গোবর্ধনের কচ্ছপ্রদেশে (পর্বতসন্নিহিত সমতল স্থানে) অদ্যাপি সকলের নয়নানন্দপ্রদ শ্রীগোবিন্দকুণ্ড বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীগোবিন্দের বিশ্রামস্থান শ্রীগোবর্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে ? ২ ॥

টীকা। ননু শ্রীকৃষ্ণেনৈব স্বশক্ত্যাদ্ধৃত্য ব্রজং রক্ষিতবান্ গোবর্দ্ধনস্য কিমাত্মমিত্যাহ ইন্দ্রে ইতি । যেন শ্রীকৃষ্ণেনোদ্ধৃতেন সতা গোকুলরক্ষিণা হেতুনা গোবর্দ্ধনেন সুরভী কত্রী গবামিন্দ্রে গবীশ্বরত্বে নিভূতমন্যোষামগোচরং যথাস্যাভুত্বা হরেরভিষেকং চকারেত্যম্বয়ঃ । কেন সুরনদী গঙ্গা তস্যাস্তোয়েন । কিন্তুতা সতী দীনাত্মনা দীনত্বভাবেন্দ্রেণানুগতা অনুনীতা । অন্যদপ্যেতন্মাহাত্ম্য শৃণ্বিত্যাহ যদিতি । তেন কুণ্ডাশয় জলস্যাদ্যোপলব্ধস্থানেন গোবর্দ্ধনেন হেতুনা যস্য কচ্ছ নিকটপ্রদেশে গোবিন্দকুণ্ডমজনি প্রাদুর্ভূতম্ । নন্দিত আনন্দিতো জনো যেন তং গোবর্দ্ধনং কঃ কৃতীতি পূর্ববৎ এবং সর্বত্র । গোণিকরেন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পটুং শ্রমোপশমন-নিবেশস্থানং শিখরমুচ্চপ্রদেশো যস্য তম্ । গোণিকরেত্যাদিনা গবামপি বিশ্রামস্থানমিতি ব্যজ্যতে ॥ ২ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা। সপ্ত দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণ একভাবে শ্রীগিরিরাজ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন । ব্রজবাসিগণ তুষিত চাতকের ন্যায় এই সপ্ত অহোরাত্র কৃষ্ণ-নবজলধরের মাধুর্যামৃত আশ্বাদন করিতে লাগিলেন ।

“গিরিধরবদনেন্দো রশ্মিপীযুষধারাং, পিবদিহ পশুজাতং সপ্তরাত্রিন্দিবানি ।

ক্ষুধমপি সতৃষং তন্নাযযৌ তহি তস্য, প্রগল্ভজনগণানাং কিং বুবে ন ধ্রুবে কিম্ ॥

শ্রীমুখেন জনতা সুধারসৈরস্য ভুধরধরস্য পূর্যতে । এবমপ্যবয়তী তদা প্রসুস্তম্ভুহর্বহরসৈরপূরয়ৎ ॥”

‘ব্রজের গো-মহিষাদি পশুবর্গ পর্যন্ত সপ্ত অহোরাত্র নিরন্তর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্রচ্ছটী-পীযুষ-ধারা পানে নিরত ছিল বলিয়া তাহাদের ক্ষুধা-পিপাসাদি কিছুই অনুভব হয় নাই । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় ব্রজবাসী গোপ-গোপীগণের এই সাত দিন শ্রীকৃষ্ণবদন দর্শনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে ! পর্বতনিম্নে ঘন মন্ডলাকারে সমবেত গোপ-গোপীগণ নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ-দর্শনামৃতরসে আপ্যায়িত হইতেছেন দেখিয়া মা যশোদা দণ্ডে দণ্ডে ক্ষীর-নবনীতাদি রসে শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমল পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন ।’

শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমা দর্শনে সিংহতাড়িত গজের ন্যায় মহাভয়ে কম্পমান ইন্দ্র মেধগণকে নিবর্তিত করিয়া স্বর্গে পলায়ন করিলেন । কিন্তু হায় ! স্বর্গে গিয়াই কি তিনি শান্তি পাইবেন ? শান্তি-অন্বেষণের চরণে অপরাধী হইলে কি এ ব্রহ্মাণ্ডের কেহই শান্তি পাইতে পারে ? সর্বক্ষেণেই তাহার মনে হইতে লাগিল, এখনি বুঝি সুদর্শন চক্র আসিয়া স্বর্গবাসী সহ এই স্বর্গরাজ্য দণ্ড করিয়া ফেলিবে । অথবা জানি না আমার ভাগ্যে কত কঠোর দণ্ডের বিধান হইবে ? শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থে বর্ণিত আছে—“ইতো

গত্বা দৈন্যং মত্বা স্খান্দোজা বিড়োজাঃ ক্ষয়ং গচ্ছন্ন্যাসৌ ক্ষয়মুচ্ছন্নিব স্থিতবান্নতু শচীমচীকমত । ন চ নিজ্জ'রসদসি নিজ্জ'গাম ।”

দেবরাজ ইন্দ্র হতগর্ব হইয়া অতি দীনভাবে স্বর্গে গমন করিলেন । সেখানে গিয়া তাঁহার মনে শান্তি হইল না, তিনি যেন মহাভয়ে ভীত হইয়া দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । শচীর সহিত প্রেমালাপ এবং দেবসভায় গমন করিয়া দেবকার্য মন্ত্রণাদি পর্যন্তও পরিত্যাগ করত তিনি নিরন্তর অমরাবতীর নিভৃতকক্ষে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । দেবগুরু বৃহস্পতি এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট আগমন করত ভৎসনার সহিত বলিলেন—

“যস্মাদভুজসি বিষ্ণুং জিষ্ণো তস্মাদনেধিতাসে হুম্ ।

ন বিনা চন্দ্রং বিন্দতি জীবনবৃত্তিং বনস্পতিঃ কোহপি ॥

অথবা সহস্রদশমপ্যহো ! ভবাদশমভিত্বয়

ভৃশীভবন্তি তাদৃশী মদাক্রতা নাসদৃশী । যতঃ সুরেশোহসি ॥

ইন্দ্র উবাচ—অবিচারিতমেবাচরিতমিদং ময়া । ভবভিস্তু সাম্প্রতং সাম্প্রতমুপদিশ্যতাম্ ।

✓ বৃহস্পতিরূবাচ—^{ইন্দ্র}শতমন্যো ^{বৃহস্পতি}তাদশবিসদশতয়াং শতধৃতিরেব ধৃতিমাসাদয়িতা । তস্মাৎ তদনু-
সরণমেব শরণম্ । তদেবং জন্তুভেদী সখেদীভবন্নবধায় খাতারমেব গত্বা সঙ্কোচমমত্বা স্বাপরাধমবধার-
ন্যামাস ॥” (গোপালচম্পূঃ)

‘হে দেবরাজ ! যদিও তুমি জিষ্ণু অর্থাৎ অসুরবিজয়ী, তথাপি শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজন কর নাই বলিয়া কোন প্রকার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না । চন্দ্র ব্যতীত কি কোন বনস্পতির জীবন রক্ষা হয় ? তুমি সহস্রনয়ন সমন্বিত হইয়াও এরূপ অন্ধ হইয়াছ ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই ; যেহেতু তুমি সুরেশ । স্বর্গরাজ্যের অতুল ঐশ্বর্যই তোমায় সহস্র নয়ন থাকিতেও অন্ধ করিয়াছে । অথবা তুমি সুরা ঈশ বা নিয়ত মদ্যপানে মত্ত, এই মত্ততাই তোমায় অন্ধ করিয়াছে ।’

বৃহস্পতির এই ভৎসনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—‘হে গুরো ! আমি ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার যে দুশ্চেষ্টা করিয়াছি, ইহা প্রকৃতপক্ষেই বিষম অন্যায় বা নিতান্ত অবিচারের কাজ করা হইয়াছে । সম্প্রতি আমার অপরাধ মোচনের উপায় উপদেশ করুন ।’

✓ বৃহস্পতি বলিলেন—‘হে ইন্দ্র ! একমাত্র ব্রহ্মাই তোমার এই দুঃসময়ে সৎপরামর্শ দানে সমর্থ, অতএব তুমি সত্বর তাঁহার নিকট গমন কর ।’ বৃহস্পতির আদেশে দেবরাজ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া বিস্তৃতভাবে নিজের অপরাধ-বৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইলেন । দেবরাজের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা বলিলেন—

“হন্ত বিবুধাধিপেনাপাবুধেন ভবতা ভবতা দুঃসাধরাধঃ সোহয়ং মহানেবাপরাধঃ কৃতঃ । যং খলু সাধবঃ
সকৃদপ্যবধারয়ন্তস্তামবধীরয়ন্তঃ সাবধানঃ শ্রোতমপিদধতে । তথাপি সৃষ্টিবিধিৎসা দুবিধিনা বিধিনা

যয়া তদিদমুপদিশ্যতে । পূর্বাং তন্মহিমজিজ্ঞাসয়া ধাৰ্ষ্ট্যমনুষ্ঠিতমস্তীতি তন্মাত্রকিণ্বিষবিষমসংমানেন
যয়া দুর্মাণময়াগাধতবদপরাধক্ষমাপণায় ক্ষমতা ন লভ্যতে । কিন্তু—

৩ গবাং কণ্ডুয়নং কুর্যাদ্গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণাম্ । নিত্যং গোষু প্রসন্নাসু গোপালোহপি প্রসীদতি ॥
ইতি গৌতমাদিসম্মত্যা গো-জাতিষু প্রীতিরীতিপরীতস্যা তস্য ক্ষমাপণায় কাতরস্বং তজ্জাতিমাতরং সুরভি-
মেব ভজস্ব, নচেদসুরতঃ সুরভীসঙ্গতিৰ্ভবিষ্যতি ।” (৫)

‘হায়’ হায় ! তুমি বিবুধাধিপতি হইয়াও যে অবস্থার ন্যায় কার্য করিয়াছ, তাহাতে অপ্রতিকাৰ্শ্ব
মহাপরাধ ঘটিয়াছে । তোমার এই অপরাধের কথা একবার মাত্র কর্ণগোচর হইলেই বিজগৎ সাবধান
হইয়া কর্ণপিধান করিবেন, তথাপি আমি স্থিতি রক্ষার বিধান করিবার জন্য তোমায় উপদেশ প্রদান
করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । কিছু দিন পূর্বে একবার আমি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা জানিতে গিয়া মহাধুষ্টতা
প্রকাশ করিয়াছি । আমি সেই অসীম অগাধ মহাপরাধ ক্ষমা করাইবার কোনই উপায় অদ্যাপি পাই
নাই । কিন্তু গৌতমাদি ঋষিগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যহ গোগণের অঙ্গকণ্ডুয়ন, গোগ্রাসদান ও গো-
প্রদক্ষিণ করিবে । গোগণ যাহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, শ্রীগোপালদেবও তাহাদের উপর প্রসন্ন
হন । অতএব গো-জাতীতে স্বাভাবিক প্রীতিমান শ্রীভগবানকে যদি সন্তুষ্ট করিতে চাও, তাহা হইলে
গোজাতি-জননী সুরভির নিকট গমন কর । নচেৎ অসুরগণের অত্যাচারে সত্ত্বরই সুরগণের ভীতি
সঞ্চারিত হইবে সন্দেহ নাই ।’

রক্ষার আদেশে ইন্দ্র সত্ত্বরই সুরভীলোকে গমন করিলেন এবং সুরভীকে নিজের অপরাধ-
স্বতান্ত বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া রজতুমিতে আগমন করিলেন । এদিকে কৃষ্ণাময় শ্রীকৃষ্ণও তাহা-
দিগকে শ্রীচরণাশ্রয় দিবেন ভাবিয়াই যেন নিজ সঙ্গী গোপবালকগণকে কার্যান্তরে প্রেরণ করিয়া একাকী
গোবর্ধনপর্বতে রত্নশিলার উপর উপবিষ্ট হইয়া হাস্যসম্মিত দৃষ্টিসঞ্চার করিতে করিতে তাহাদের
প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । তাহা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ধীরে ধীরে দীনভাবে সত্ত্বর ও সজজ্জচিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-
চরণনিকটে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পুরঃসরঃ নতজানু হইয়া ভয়বিজড়িত গদগদকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণের মহামহিমা-
ব্যঞ্জক স্তুতি করিলেন । ইন্দ্রের স্তবের শেষে সুরভীমাতাও স্তব করিলেন এবং নিজ দুঃখধারা-প্রবাহে
শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন । দেবরাজ ইন্দ্রও গণসহ ঐরাবত করোদ্ধৃত মন্দাকিনী-বারিধারা-প্রবাহে
শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন এবং সকলে মিলিয়া তাহাকে ‘গোবিন্দ’ অর্থাৎ ‘গোগণের ইন্দ্র’ এই আখ্যা
প্রদান করিলেন । সেই গোবিন্দাভিষেক জলে সেই স্থলেই শ্রীগোবর্ধনের তটসন্নিহিত প্রদেশে শ্রীগোবিন্দ-
কুণ্ড আবির্ভূত হইয়া অদ্যাপি সকলের নয়নানন্দপ্রদরূপে বিরাজ করিতেছেন । শ্রীপাদ বলিলেন—কোন
কৃতী সেই গোবিন্দের বিশ্রামস্থল গিরিরাজ-গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে ?

“শ্রীগোবিন্দ গোবর্দ্ধন উভোলন করি ।

রজমণ্ডল রক্ষা কৈল এই দৃশ্য হেরি ॥

স্বধূতাদি-বরেণ্যতীর্থ গণতো হৃদ্যগুজস্রং হারঃ
 সৌরিব্রহ্মহরাস্পরঃপ্রিয়কতৎ-শ্রীদানকুণ্ডাণ্যপি ।
 প্রেমাক্ষম-রুচিপ্রদানি পরিতো ভ্রাজন্তি যস্য ব্রতী ।
 কস্তং মাণ্ডমুনীন্দ্রবর্ণিতগুণং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৩ ॥

জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহার-সুমনোগৌরী-বলারিধ্বজা
 গন্ধর্ব্বাদিসরাংসি নিব্বারগিরিঃ শৃঙ্গারসিংহাসনম্ ।
 গোপালোহপি হরিশূলং হরিরপি স্ফুর্জন্তি যৎসর্ব্বতঃ
 কস্তং গোমৃগপক্ষিবৃক্ষললিতং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৪ ॥

অনুবাদ । গঙ্গাদি তীর্থ অপেক্ষাও হৃদ্য এবং প্রেম, মঙ্গল ও ভজনে রুচিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, ব্রহ্মা, মহাদেব ও অপ্সরাগণের প্রীতিদায়ক শ্রীদানকুণ্ড প্রভৃতি বহুতর কুণ্ড সকল যাঁহার চারিদিকে পরিশোভিত, মহামান্য মূনিবর শ্রীশুকদেব কর্তৃক যাঁহার গুণাবলী বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে—কোন ব্রতপরায়ণব্যক্তি সেই গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে ?

যাঁহার চারিদিকে চন্দ্র, মোক্ষণ, মাল্যহার, সুমনঃ, গৌরী, বলারিধ্বজ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সরোবর সকল এবং নিব্বারগিরি বিরাজিত, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপালরূপে যেখানে বিরাজ করিতেছেন, যিনি শৃঙ্গাররসের সিংহাসনস্বরূপ, গো, মৃগ, পক্ষী ও বৃক্ষাদি দ্বারা অতীব মনোহর হওয়ায় যেখানে সততই শ্রীকৃষ্ণের স্ফুটি হইয়া থাকে, কোন ব্যক্তি সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে ? ৩-৪ ॥

টীকা । বহু তীর্থাশ্রয়ত্বেনাসৌ সর্বদৈব সেব্য ইত্যাহ দ্বাভ্যাং স্বধূন্যাদীত্যাदि । যস্য গোবর্দ্ধনস্য পরিতশ্চতুর্দিকু সৌরি-ব্রহ্মহরাস্পরঃ প্রিয়কতৎ শ্রীদানকুণ্ডানি ভ্রাজন্তি প্রকাশন্তে তম্ । সৌরি

ইন্দ্র দৈন্যে সুরভীরে আনি গোবর্দ্ধনে ।

গোবিন্দচরণে লুটায় সহস্র-লোচনে ॥

মন্দাকিনী-জলে কৃষ্ণে অভিষেক করে ।

যাহা হৈতে আবির্ভূত দিব্য সরোবরে ॥

ভকত নয়নানন্দ শ্রীগোবিন্দকুণ্ড ।

পবিত্র করয়ে যেই অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দনের হয় বিশ্রামের স্থান ।

ভৌমবৃন্দাবনে শ্রীল গোবর্দ্ধন নাম ॥

সেই গিরিরাজে কোন কৃতী মহাশয় ।

আশ্রয় না করে যাতে সর্বলভ্য হয় ॥” ২ ॥

বলরামঃ অন্যে স্ব-স্ব নাম্না প্রসিদ্ধাঃ । সীৰ্য্যাदीনাং প্রিয়ং কুব্ধবতীতি স্বার্থে কঃ তানি চ তানি প্রসিদ্ধানি চেতি
এবমুতানি চ তানি প্রীদানকুণ্ডানি চেতি বিগ্রহঃ প্রেমা ভক্তিঃ ক্ষেমোমঙ্গলং রুচিঃ কান্তিঃ এতাঃ প্রদদতীতি
তানি । তং গোবর্দ্ধনং কো ব্রতী ব্রতপরায়ণো নাশ্রয়েৎ মান্যঃ পূজ্যো যো মুনীন্দ্রঃ শ্রীশুকস্তেন বণিতো
বিস্তারিতো গুণো যস্য তম ।

জ্যোৎস্না ইত্যাদি । যস্য সৰ্ব্বতশ্চতুর্দিক্ জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহারেত্যাदीনি সরাংসি স্ফুজ্জন্তি
প্রকাশন্তে তমিত্যর্থঃ । কিন্তু তং গো-মৃগ-পক্ষি-রক্ষৈর্ললিতম্ ঈপ্সিতম্ । জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহারাদীনি
স্ব-স্ব নাম প্রসিদ্ধানি । গোপাল ইতি হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো গোপালঃ সন্ গোচারণ-ব্যাপারবান্ সন্নিতি ভাবঃ ।
অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ৩-৪ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগিরিরাজের আশ্রয়-মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে অতঃ-
পর গিরিরাজের চতুঃপাশ্বে ভক্তি, নিত্য মঙ্গল ও ভজনে রুচি বা স্পৃহা প্রদানকারী যে অসংখ্য তীর্থরাজি
বিরাজ করিতেছেন, দুইটি শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও গোপবালকগণের
বিবিধ লীলানিকেতন শ্রীগোবর্ধন, প্রতিটি লীলাস্থলীই এক একটি মহাতীর্থ । ইহা ব্যতীত ব্রহ্মা, মহাদেব,
সুরভী, ইন্দ্র, গন্ধর্ব, অম্বরী প্রভৃতির প্রীতিপ্রদ ও তাঁহাদের নামে সুপ্রসিদ্ধ কুণ্ডাদি তীর্থরাজিও শ্রীগিরি-
রাজের চারিপাশে বিরাজ করিতেছেন ।

গর্গসংহিতায় বণিত আছে, মিথিলাপতি মহারাজ বহলাশ্ব দেবর্ষি নারদের নিকট গিরিরাজের
তীর্থাবলীর পরিচয় জানিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

“কতি মুখ্যানি তীর্থানি গিরিরাজে মহান্নি ।

এতদ্ ব্রুহি মহাযোগিন্ সাক্ষাত্বং দিব্যদর্শনঃ ॥”

“হে মহাযোগিন্ ! আপনি সাক্ষাৎ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন, সেই জন্য আপনার নিকট জিজ্ঞাসা
করিতেছি, গিরিরাজ গোবর্ধনে কি কি মুখ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা কৃপাপূর্বক বর্ণনা করুন । মিথিলা-
পতির প্রার্থনায় দেবর্ষি নারদ বলিলেন—

“পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ । অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলোকেশঃ পরাৎপরঃ ॥

অস্মিন্ স্থিতঃ সদাক্রীড়ামর্ভকৈঃ সহ মৈথিল । কুরুতি তস্য মাহাদ্ব্যং বভুং নালং চতুর্মুখঃ ॥

যত্র বৈ মানসীগঙ্গা মহাপাপৌষনাশিনী । গোবিন্দকুণ্ডং শুভদং শুভশ্চন্দ্রসরোবরঃ ॥

রাধাকুণ্ডং কৃষ্ণকুণ্ডং ললিতাকুণ্ডমেব চ । গোপালকুণ্ডং তত্রৈব কুসুমাকর এব চ ॥

শ্রীকৃষ্ণমৌলিসংস্পর্শাৎ মৌলিচিহ্না শিলাভবৎ । যস্য দর্শনমাত্রেন দেবমৌলির্ভবেজ্জনঃ ॥

যস্য শিলায়াং কৃষ্ণেন চিত্তানি লিখিতানি চ । অদ্যপি চিত্তিতা পুণ্যা নাম্না চিত্তশিলা গিরৌ ॥

যাং শিলামর্ভকৈঃ কৃষ্ণো বাদয়ন্ ক্রীড়নে রতঃ । বাদনী সা শিলা জাতা মহাপাপৌষনাশিনী ॥

যত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেন গোপালৈঃ সহমৈথিল । কৃতা বৈ কন্দুকক্রীড়া তৎক্ষেত্রং কন্দুকং স্মৃতম্ ॥

দৃষ্ট্বা শরুপদং য়াতি নত্বা ব্রহ্মপদঞ্চ তৎ । বিলুষ্ঠনং যস্য রজসা সাক্ষাদ্বিশুপদং ব্রজেৎ ॥
 গোপানামুক্ষ্যন্যত্র চোরয়ামাস মাধবঃ । ঔক্ষিষং নাম ততীর্থং মহাপাপহরং গিরৌ ॥
 নীপপলাশপত্রাণাং কৃত্বা দ্রোণানি মাধবঃ । জঘাস বাজকৈঃ সাক্ষাৎ পিচ্ছিলানি দধীনি চ ॥
 দ্রোণাকারাগি পত্রাগি বভ্রুবঃ শাখিণাং তদা । তৎক্ষেত্রঞ্চ মহাপুণ্যং দ্রোণং নাম নুপেত্বর ॥
 দধিধানং তত্র কৃত্বা পীত্বা পত্রধৃতং দধি । নমস্কুর্য্যাম্নরন্তস্য গোলোকান চ্যুতির্ভবেৎ ॥
 নেত্রে ভ্রূচ্ছাদ্য যত্রৈব লীলোহভূন্মাধবোহর্ভকৈঃ । তত্র তীর্থং লৌকিকঞ্চ জাতং পাপপ্রণাশনম্ ॥
 কদম্বখণ্ডতীর্থঞ্চ লীলাযুক্তং হরেঃ সদা । তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
 যত্র বৈ রাধয়া রাসে শৃঙ্গারোহকারি মাধবঃ । তত্র গোবর্দ্ধনে জাতং স্থলং শৃঙ্গারমণ্ডলম্ ॥
 ঐরাবতস্য সুরভেঃ পাদচিহ্নানি যত্র বৈ । তত্র নত্বা নরঃ পাপী বৈকুণ্ঠং য়াতি মৈথিল ॥
 হস্তচিহ্নং পাদচিহ্নং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাম্বনঃ । দৃষ্ট্বা নত্বা নরঃ কশিচৎ সাক্ষাৎ কৃষ্ণপদং ব্রজেৎ ॥
 এতানি নুপ তীর্থানি কুণ্ডাদ্যয়তনানি চ । অঙ্গানি গিরিরাজস্য কিং ভুয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥”

(গর্গসংহিতা)

‘হে মিথিলাপতে । পরিপূর্ণতম স্বয়ং উগবান্ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক গোলোকপতি পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ এই গোবর্ধন পর্বতে অবস্থিত হইয়া গোপবালকগণ সহ সর্বদা ক্রীড়া করেন, সুতরাং চতুরানন ব্রহ্মাও ইহার মাহাত্ম্য বর্ণনে সক্ষম হন না ।

গোবর্ধনে মহাপাপনাশিনী মানসীগঙ্গা, হৃচ্ছজলপূর্ণ গোবিন্দকুণ্ড, চন্দ্রসরোবর, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, গোপালকুণ্ড ও কুসুমসরোবর প্রভৃতি মহাতীর্থরাজি বিরাজিত । গোবর্ধন পর্বতের এক অংশে শ্রীকৃষ্ণের মস্তক স্পর্শ হওয়ায় সেখানকার শিলা মস্তকচিহ্ন সমন্বিত । সেই শিলা যে দর্শন করে সে দেবতাগণেরও শিরোধার্য হয় । গোবর্ধন পর্বতে যে সব শিলাখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ চিত্রাঙ্কন করিয়াছিলেন, মহাপুণ্যময় সে সমস্ত শিলা অদ্যাপি বিরাজিত, তাহার নাম “চিত্রশিলা” । গোপবালকগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে শিলা বাদন করিয়াছিলেন, সেই শিলাসমূহ “বাদনীশিলা” নামে বিখ্যাত, উহা মহাপাপসমূহ নাশিনী । গোবর্ধনের যেস্থলে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ সহ কন্দুকক্রীড়া করিয়াছিলেন, উহার নাম “কন্দুকক্ষেত্র” । সেস্থান দর্শনে ইন্দ্রপদ লাভ, প্রণামে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি এবং ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে । গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসছলে গোপবালকগণের উষ্ণীষ চুরি করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নাম “ঔক্ষিষতীর্থ” উহা সর্বপাপহর ।

একদা কতিপয় গোপরমণী দধির পসরা লইয়া বিক্রয়ছলে গোবর্ধনের তটস্থিত পথ দিয়া যাইতেছিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে গোপবালকগণ তাহাদের দধির পসরা কাড়িয়া লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন । শ্রীকৃষ্ণও গোপবালকগণের এই উদ্ধত ব্যবহারের কথা মন্দ, যশোদার নিকট বলিয়া দিবেন বলিয়া গোপীগণ চলিয়া গেলে, শ্রীকৃষ্ণ কদম্ব ও পলাশপত্রদ্বারা অসংখ্য দ্রোণ (দোনা)

প্রস্তুত করিয়া সেই ভূতলে নিপতিত দধি গোপবালকগণের সঙ্গে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানের কদম্ব, পলাশাদি বৃক্ষের পত্র স্বভাবতঃই দ্রোণাকৃতি হইয়া থাকে। হে মিথিলাপতে! তাহা অতীব পুণ্যময় “দ্রোণতীর্থ” নামে বিখ্যাত। সেস্থানে দধিদান এবং দ্রোণাকৃতি পাত্রে যে ব্যক্তি দধিদান করিয়া ভক্তিপূর্বক সেই স্থানে প্রণাম করে, গোলোক হইতে তাহার কোন কালেই বিচ্যুতি ঘটে না।

গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে নেত্র আচ্ছাদন করিয়া লুপ্তায়িত হইয়াছিলেন, তাহার নাম “লৌকিকতীর্থ” উহা সর্বপাপহর। গোবর্ধন পর্বতে অবস্থিত “কদম্বখণ্ড” নামক তীর্থ শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাভূমি। তাহা দর্শনমাত্রেই নর নারায়ণ-সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে শ্রীরাধার সহিত নানাবিধ শৃঙ্গারসবলাস করিয়াছিলেন, সেই স্থান “শৃঙ্গারমণ্ডল” নামে বিখ্যাত।

গোবর্ধন পর্বতের যেস্থানে ঐরাবত ও সুরভীর পদচিহ্ন আছে, সেস্থানে প্রণাম করিলে মহাপাপীও বৈকুণ্ঠগমনের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। গোবর্ধন পর্বতের স্থানে স্থানে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের করচিহ্ন ও পদচিহ্ন প্রভৃতি বিরাজিত আছে, তাহা দর্শন করিলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। হে মিথিলাপতে! শ্রীগিরিরাজের অঙ্গস্বরূপ এই সমস্ত তীর্থ ও কুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীর কথা তোমায় বলিলাম, এক্ষণে কি শুনিতে বাসনা হয় তাহা বল।

দেবর্ষি নারদের মুখে গোবর্ধনস্থিত তীর্থরাজির বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মিথিলাপতি বহলাধ পরমানন্দে মগ্ন হইলেন ও করযোড়ে শ্রীনারদকে বলিলেন—‘হে দেবর্ষে! আপনি সর্বজ্ঞ, কৃপা করিয়া গোবর্ধনের কোন্ অঙ্গে কোন্ তীর্থ বিরাজ করিতেছেন, তাহা আমার নিকট বর্ণনা করিলে আমার জীবন ধন্য হয়।’ মিথিলাপতির প্রার্থনাবাক্যে পরম সন্তুষ্ট হইয়া দেবর্ষি বলিলেন—

“যত্র যস্য প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ তদঙ্গং পরমং বিদুঃ। ক্রমতো নাস্ত্যঙ্গচয়ো গোবর্দ্ধনস্য মৈথিল ॥

যথা সর্বগতং ব্রহ্ম সর্বজ্ঞানি চ তস্য বৈ। বিভূতেভাবতঃ শশ্বৎ তথা বক্ষ্যামি মানদ ॥

শৃঙ্গারমণ্ডলস্যোধোমুখং গোবর্দ্ধনস্য চ। যত্রানুকূটং কৃতবান্ ভগবান্ ব্রজবাসিভিঃ ॥

নেত্রে বৈ মানসীগঙ্গা নাসা চন্দ্রসরোবরঃ। গোবিন্দকুণ্ডং হ্যধরৌ চিবুকং কৃষ্ণকুণ্ডকম্ ॥

রাধাকুণ্ডং তস্য জিহ্বা কপোলৌ ললিতাসরঃ। গোপালকুণ্ডং কর্ণৌ চ কর্ণান্তঃ কুসুমাকরঃ ॥

মৌলিচিহ্ন শিলা তস্য ললাটং বিদ্ধি মৈথিল। শিরশ্চিহ্নশিলা তস্য গ্রীবা বৈ বাদনীশিলা ॥

কান্দুকং পার্শ্বদেশাংশ্চ ঔক্ষিষং কটিরুচ্যতে। দ্রোণতীর্থং পৃষ্ঠদেশে লৌকিকং চোদরে স্থিতম্ ॥

কদম্বখণ্ডমুরসি জীবঃ শৃঙ্গারমণ্ডলম্। শ্রীকৃষ্ণপাদচিহ্নস্ত মনস্তস্য মহাঅনঃ ॥

হস্তচিহ্ন তথা বুদ্ধিরৈরাবতপদং পদম্। সুরভেঃ পাদচিহ্নেষু পক্ষৌ তস্য মহাঅনঃ ॥

পুচ্ছকুণ্ডে তথাপুচ্ছং বৎসকুণ্ডে বলং স্মৃতম্। রুদ্রকুণ্ডে তথা ক্রোধঃ কামঃ শক্রসরোবরে ॥

কুবেরতীর্থং চোদ্যোগে ব্রহ্মতীর্থে প্রসন্নতা। যমতীর্থে হ্যহঙ্কারো বদন্তীর্থং পুরাবিদঃ ॥

এবমঙ্গানি সৰ্ব্বত্র গিরিরাজস্য মৈথিল। কথিতানি ময়া তুভ্যং সৰ্ব্বপাপহরাণি চ ॥

গিরিরাজ-বিভূতিঞ্চ যঃ শৃণোতি নরোত্তমঃ । স গচ্ছেদ্ধাম পরমং গোলোকং যোগিদুর্লভম্ ॥”

(গর্গসংহিতা)

“হে রাজন্ ! গোবর্ধনপর্বতের যে যে অঙ্গে, যে যে তীর্থ বিরাজিত এবং প্রসিদ্ধ আছে, তাহা তোমার নিকট বর্ণনা করিতেছি। কিন্তু ইহাতে কোন প্রকার ক্রমনির্দেশ বা শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠতাব নাই। যেমন সর্বব্যাপী পরব্রহ্মের বিভূতি সর্বত্র ব্যাপ্ত এবং তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠতার বিচার নাই, তদ্রূপ ঘনীভূত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসমুত্ত এবং নিত্যলীলানিকেতন শ্রীগিরিরাজেরও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির ক্রমনির্দেশ বা শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠতার কোন বিচার নাই।

যাহা হউক, গিরিরাজ গোবর্ধনের সর্বাস্থেই বিবিধ তীর্থরাজি বিরাজিত আছে। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বৃজবাসী গোপগণসহ অল্পকৃত যাত্রার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই শৃঙ্গারমণ্ডলের অধোবর্তি স্থান গোবর্ধনের মুখ। মানসীগঙ্গা গোবর্ধনের নেত্র, চন্দ্রসরোবর নাসিকা, গোবিন্দকুণ্ড অধর এবং কৃষ্ণ-কুণ্ড চিবুক। রাধাকুণ্ড গোবর্ধনের জিহ্বা, ললিতাকুণ্ড কপোল, গোপালকুণ্ড কর্ণ এবং কুসুমসরোবর কর্ণবিবর। শ্রীকৃষ্ণের মস্তকচিহ্ন সমন্বিত শিলাখণ্ড গোবর্ধনের ললাট, চিত্রশিলাতীর্থ গোবর্ধনের মস্তক, বাদনীশিলা গোবর্ধনের গ্রীবা, কন্দুকতীর্থ পার্শ্বদেশ এবং ঔক্ষিষতীর্থ কটি। দ্রোণতীর্থ গোবর্ধনের পৃষ্ঠ, লৌকিকতীর্থ উদর, কদম্বখণ্ড বক্ষঃস্থল এবং শৃঙ্গারমণ্ডল গোবর্ধনের জীবনীশক্তি। গোবর্ধনের যেখানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণচিহ্ন আছে, সেই স্থান গোবর্ধনের ঘন, শ্রীকৃষ্ণের হস্তচিহ্ন সমন্বিত স্থান গোবর্ধনের বুদ্ধি, ঐরাবতপদচিহ্ন স্থান পদ এবং সুরভীর পদচিহ্নযুক্ত স্থান গোবর্ধনের পক্ষ। পুচ্ছকুণ্ড গোবর্ধনের পুচ্ছ, বৎসকুণ্ড বল, রুদ্রকুণ্ড ক্রোধ, ইন্দ্রসরোবর কাম, কুবেরতীর্থ উদ্যোগ, বৃক্ষতীর্থ প্রসন্নতা এবং যমতীর্থ অহঙ্কার।

হে মিথিলাপতে ! বিজ্ঞগণ এইরূপে গোবর্ধনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এবং সেস্থানের তীর্থাদির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, আমি সেই ভাবে তাহা তোমায় বলিলাম। যে সমস্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রীগিরিরাজের এই বিভূতিবার্তা শ্রবণ করেন, তাহারা যোগীজনদুর্লভ গোলোকধামে বাসের অধিকার প্রাপ্ত হন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন— ‘শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গোপালরূপে যেখানে সदा বিরাজ করিতেছেন।’ এ-বিষয়েও গর্গসংহিতায় শ্রীনারদ বহলাখের নিকট বলিয়াছেন—

“যেন রূপেণ কৃষ্ণেন ধৃতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ । তদ্রূপং বিদ্যাতে তত্র নৃপ শৃঙ্গারমণ্ডলে ॥

অব্দাশচুতঃ সহস্রাণি তথা চাশ্বেটী শতানি চ । গতান্তত্র কলেরাদৌ ক্ষেত্রে শৃঙ্গারমণ্ডলে ॥

গিরিরাজগুহামধ্যাং সর্বেষাং পশ্যতা নৃপ । স্বতঃসিদ্ধঞ্চ তদ্রূপং হরেঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি ॥

শ্রীনাথং দেবদমনং তং বদিস্যন্তি সজ্জনাঃ । গোবর্দ্ধনগিরৌ রাজন্ ! সদা লীলাং কয়োতি যঃ ॥

যে করিস্যন্তি নেত্রাভ্যাং তস্য রূপস্য দর্শনম্ । তে কৃতার্থাভবিষ্যন্তি মৈথিলেন্দ্র কলৌ জনাঃ ॥

জগন্নাথো রঙ্গনাথো দ্বারকানাথ এব চ । বর্দিনাথশ্চতুক্ষোণে ভারতস্যাপি পবিত্রে ॥
 মধ্যে গোবর্দ্ধনস্যাপি নাথোহয়ং বর্ততে নৃপ । পবিত্রে ভারতে বর্ষে পঞ্চনাথঃ সুরেশ্বরঃ ॥
 সঙ্কর্মমণ্ডলে স্তম্ভা আত্নান-পরায়ণাঃ । তেষাম্ভ দর্শনং কৃদ্ধা নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥
 চতুর্গাং ভুবি নাথানাং কৃদ্ধা যাত্রা নরঃ সুখীঃ । ন পশ্যেদেবদমনং ন স যাত্রাফলং লভেৎ ॥
 শ্রীনাথং দেবদমনং পশ্যেদ্ গোবর্দ্ধনে গিরৌ । চতুর্গাং ভুবি নাথানাং যাত্রায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥”

(গর্গসংহিতা)

অর্থাৎ হে নৃপ ! শ্রীকৃষ্ণ যে মূর্তিতে গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়াছিলেন, শৃঙ্গারমণ্ডলে তাঁহার সেই মূর্তি অদ্যাপি বিরাজমান আছেন । চারি হাজার আটশত বৎসর অতীত হইল, সেই মূর্তি সেখানেই অবস্থান করিতেছেন । কলির প্রথমভাগে ঐ স্বতঃসিদ্ধমূর্তি গোবর্ধনের গুহামধ্য হইতে প্রকটিত হইবেন ও সকলের দৃষ্টিগোচর হইবেন । (ইনিই শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে স্বপ্নাদেশ করিয়া শ্রীগিরিরাজের গুহা হইতে প্রকটিত হন, ইনিই শ্রীনাথমূর্তি, প্রথমে গোবর্ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অধুনা রাজস্থানে ‘নাথদ্বারে’ মহাসমারোহে ইঁহার সেবা হইয়া থাকে ।) সজ্জনগণ সেই মূর্তিকে দেবদমন বা শ্রীনাথ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন । ষাঁহারা এই মূর্তি একবার মাত্র নয়নে দেখিবেন, ঘোর কলিকালেও তাঁহারা কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই । ভারতবর্ষের চতুক্ষোণস্থিত চারিপর্বতে জগন্নাথ, রঙ্গনাথ, দ্বারকানাথ ও বর্দিনাথ এই চারিমূর্তিতে শ্রীভগবান্ বিরাজিত আছেন । গোবর্ধন-পর্বতমধ্যেও শ্রীভগবান্ ‘শ্রীনাথ’ রূপে বিরাজিত । এই পঞ্চ ‘নাথ’ মূর্তি ধর্মমণ্ডপের স্তম্ভস্বরূপ ও আত্নান-পরায়ণ । এই পঞ্চনাথ-মূর্তির দর্শনে নরগণ নারায়ণ-স্বরূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । জগন্নাথ, রঙ্গনাথ প্রভৃতি চারি মূর্তির ক্ষেত্রে গমন এবং দর্শন করিয়াও যদি কেহ ‘শ্রীনাথ’-মূর্তি দর্শন না করেন, তবে তাঁহার ঐ চারিমূর্তির দর্শন নিষ্ফল হয় । (শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথাদি গোস্বামিপাদগণের সময়ে শ্রীনাথ-মূর্তি গোবর্ধনেই ছিলেন এবং তাঁহাদের দর্শনোৎকর্ষায় শ্লেচ্ছভয়ের ছল করিয়া নিম্নে অবতরণ করত তাঁহাদের দর্শন দিয়াছিলেন । সুতরাং শ্রীনাথ দর্শনের নিমিত্ত তাঁহাদের নাথদ্বার যাইতে হয় নাই ।) যে সমস্ত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি গোবর্ধনে শ্রীনাথমূর্তির দর্শন করেন, তাঁহারা জগন্নাথাদি মূর্তি দর্শনের সুযোগ না পাইলেও কেবল শ্রীনাথমূর্তি দর্শনেই পঞ্চনাথ দর্শনের ফললাভ করিয়া থাকেন ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম রমণীয় লীলাস্থলী বা তাঁহাদের শৃঙ্গারলীলার সিংহাসন-স্বরূপ গোবর্ধনের বৃক্ষ, লতা, গো, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতিতে রমণীয় নৈসর্গিক শোভায় সততই শ্রীহরির চক্ষুরণ বা উদ্দীপন হইয়া থাকে । কোন্ ব্যক্তি সেই গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করিবে ?

“বহুতীর্থের সমাশ্রয় গিরি-গোবর্দ্ধন । মহাতীর্থ হৈয়াছেন ভুবনপাশন ॥

গঙ্গাদি তীর্থ হৈতে মহিমা প্রধান । সর্বতীর্থ-ফল যিহঁা করেন প্রদান ॥

গঙ্গাকোট্যধিকং বকারিপদজারিষ্টারিকুণ্ডং বহন
ভক্ত্যা যঃ শিরসা নতেন সততং প্রেয়ান্ শিবাদপ্যভূৎ ।
রাধাকুণ্ডমণিং তথৈব মুরজিৎ-প্রৌঢ়প্রসাদং দধৎ
প্রেয়ঃস্বব্যতমোহভবৎ ক ইহ তং গোবর্দ্ধনং নাশ্রায়েৎ ? ৫ ॥

অনুবাদ । যিনি ভক্তিপূর্বক নতমস্তকে কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সম্ভূত অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড এবং ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডকে বহন করত শিব অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় ও সমধিক প্রসাদভাজন হইয়াছেন এবং ভক্তবৃন্দেরও সাতিশয় শ্রবণীয় হইয়াছেন, এই বিশ্বে কোন্ ব্যক্তি সেই গোবর্দ্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে ? ৫ ॥

টীকা । সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে ইত্যেনে হরিভক্তপ্রধানত্বাদসাবেবাবশ্যং সেব্য ইত্যাহ গজেতি । যো গোবর্দ্ধনো ভক্ত্যা নতেন মূর্ধ্না বকারিপদজারিষ্টারিকুণ্ডং শ্রীকৃষ্ণচরণজাত শ্যামকুণ্ডং সততং বহন শিবাদপি শঙ্করাদপি প্রেয়ান্ প্রিয়েহভূৎ বভূব তথৈব ভক্ত্যা নতেন মূর্ধ্না রাধাকুণ্ডমণিং রাধাকুণ্ডরূপ মণিং সততং বহন মুরজিৎ প্রৌঢ়প্রসাদং দধৎ সন্ । প্রেয়ঃস্বব্যতমোহভবদিত্যম্বয়ঃ । প্রেয়সামাক্ষীয়ানাং মধ্যে স্বব্যতমোহতিশয় শ্রবণীয় ইত্যর্থঃ । কাদিযুক্ত্যেত্যাদিনা বিসর্গ লুক্ । শিবস্য তু গঙ্গাধরত্বম্ উদ্ধ্ব মূর্ধ্না তত্রাপি ভগীরথ প্রার্থনয়া নতু বিষ্ণুপাদোদ্ভূতেতি ভক্ত্যা অস্য তু ভক্ত্যা নতেন মূর্ধ্না তৎ কোট্যধিকারিষ্টকুণ্ডং বহনত্বান্মানশূন্যত্বেন এবং গঙ্গায়া বিষ্ণুপদোদ্ভূতত্বাদরিষ্টারিকুণ্ডস্য তু বকারেঃ স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদজত্বাৎ শ্রেষ্ঠ্যমতস্তদ্বহনেনাপি শিবাদস্য প্রেয়ঃস্বমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

স্ববাস্তবকথা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে ভক্ত বা বৈষ্ণব-গণের শিরোমণি “বৈষ্ণবানাং যথা শমভুঃ” শ্রীমদ্রহাদেব অপেক্ষাও হরিদাসবর্ষ গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনের মহিমাতিশয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তা, শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদভাজনতা এবং ভক্তজনপ্রিয়তা গুণের প্রকাশ করিতেছেন ।

শ্রীগোবিন্দ বলদেব ব্রহ্ম হর করি । অপ্সরা শ্রীদানকুণ্ড চারিদিকে ঘেরি ॥

যাঁর শোভা সততই করিছে বর্দ্ধন । শুকমুনি যাঁর গুণ করেন কীর্তন ॥

সেই গোবর্দ্ধন কোন্ ব্রতপরায়ণ । আশ্রয় না করিবেক লইয়া শরণ ॥ ৩ ॥

যাঁর চতুর্দিকে জ্যোৎস্না-মোক্ষণ, মালাহার । সুমনো, গৌরী, বলারিধ্বজ করি আর ॥

গান্ধর্বাদি মনোহর নানা সরোবরে । নির্বার-গিরি যথা আছে শোভা করে ॥

স্বয়ং ভগবান্ সদা গোপালমূর্তি ধরে । বিহরিছে যথা নিত্য নানা খেলা করে ॥

শৃঙ্গারের সিংহাসন যাঁহার স্বরূপ । বিছায়ে রেখেছে দেহ লীলা অনুরূপ ॥

গো, মৃগ, পক্ষী যত রক্ষ-লতা গণে । সাজায়ে রেখেছে যিহঁ করিয়া উদ্যানে ॥

অতি মনোহর সেই গিরি গোবর্দ্ধন । যথায় বিহরে কৃষ্ণসহ সখাগণ ॥

লীলাস্থলী গোবর্দ্ধনে কোন্ ভাগ্যবানে । আশ্রয় নাহিক করে লীলা দরশনে ॥” ৪ ॥

শ্রীমন্মহাদেব শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম-সন্তুতা গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া 'শিব' হইয়াছেন । “যৎপাদনিঃ-
সৃতসরিংগ্ৰবরোদকেন তীর্থেন মুদ্র্ধ্যন্যধিকুতেন শিবঃ শিবোহভূদিতি” (ভাঃ ৩২৮।২২) অর্থাৎ যাহার
(শ্রীবিষ্ণুর) শ্রীচরণ হইতে নিঃসৃত নদীশ্রেষ্ঠ পরম পবিত্র শ্রীগঙ্গার জল মস্তকে ধারণ করিয়া শ্রীশিব 'শিব'
হইয়াছেন । এখানে শ্রীশিব 'শিব' হইয়াছেন অর্থে শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম-নিঃসৃত গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ
করিয়া তিনি ভক্তিসুখে-নিমজ্জিত হইয়াছেন এবং বিশ্বেরও ভক্তিপ্রদাতা হইয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে ।
কারণ ঢাকাকার শ্রীধর স্বামিপাদের মতে 'শিব' শব্দে পরমসুখ প্রাপ্তিই বুঝায় এবং সেই পরমসুখ প্রাপ্তিও
ভক্তিতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে । যেহেতু ভক্তি ব্যতীত পরম বা অধিক সুখ আর বিশ্বে কিছুই নাই ।
ইহাতে শ্রীগঙ্গা যে ভগবদ্ভক্তির উদ্বোধক, তাহা বুঝা যাইতেছে ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সন্তুত অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ ! শ্রীগোবিন্দচরণ-সম্পর্কেই সব তীর্থের তীর্থত্ব । “তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম, কেবল মনের দ্রম, সর্ব-
সিদ্ধি গোবিন্দচরণ” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা) সেই শ্রীচরণের পাশ্বিঘাতে যাহার উৎপত্তি, তদুপরি শ্রীগোবিন্দের
ইচ্ছায় ও আদেশে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বতীর্থের যাহাতে আবির্ভাব ; তাহার মহিমা কে-ই বা বলিতে পারে ? সেই
শ্রীঅরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড যে স্বভাবতঃই কোটি গঙ্গা অপেক্ষাও মহামহিমায় সমন্বিত হইবেন—
ইহাতে আর বিচিন্ত্যতা কি ! তদুপরি ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ড ; শ্রীকৃষ্ণই যে রাধাকুণ্ডের মহিমাকে নিজ-
কুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড অপেক্ষা অধিক করিয়াছেন । যিনি সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাগীর ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়,
যাহাতে একবার মাত্র স্নান করিলেই শ্রীকৃষ্ণ স্নানকারীকে শ্রীরাধারাগীর ন্যায় প্রেমদান করেন । “সেই
কুণ্ডে একবার যেই করে স্নান । তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ।” (চৈঃ চঃ) যে হরিদাসবর্ষ
শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধন যুগপৎ এই কুণ্ডদ্বয়কে ভক্তিভরে সতত মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে
গঙ্গাধর শ্রীমন্মহাদেব অপেক্ষাও সমধিক ভক্তিরসাস্বাদনকারী ও অন্যকেও প্রেমভক্তি প্রদানকারী হইবেন—
ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাদেবের গঙ্গা ধারণ অপেক্ষা শ্রীল গিরিরাজের শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে শিরে ধারণের বহু
বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । প্রথমতঃ শ্রীমন্মহাদেব মস্তকে যে গঙ্গা ধারণ করিয়াছেন, তিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা,
শ্রীশ্যামকুণ্ড কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ সর্বমূলস্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্ম-সন্তুত । ততোধিক মহিমাবিত
শ্রীরাধাকুণ্ড । দ্বিতীয়তঃ মহাদেবের মস্তকে একা গঙ্গাই আছেন, কিন্তু শ্রীশ্যামকুণ্ডে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের
তীর্থগণের স্থিতি আছে, তাহাও আবার স্বয়ং ভগবানের আস্থানে তীর্থগণের আগমন ঘটিয়াছে । সেই
সব তীর্থও আবার সমধিক আগ্রহে এবং ভক্তিভরে শ্রীরাধাকুণ্ডে অবস্থান করিতেছেন এবং নিজেকে ধন্য
বলিয়া মানিয়াছেন । †

† পরবর্তি শ্রীরাধাকুণ্ডান্তকে শ্রীকুণ্ডের উৎপত্তি বর্ণন-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ।

যশ্চাং মাধবনাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরে
মাধ্য চঞ্চলকেলিপাত-বলনাত্রাসঃ স্তবত্যাশ্রুতঃ ।
স্বাভীষ্টং পণমাদদে বহতি সা যস্মিন্মনোজাহবী
কশ্চং তন্নবদম্পতীপুতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রায়েৎ ? ৬ ॥

তৃতীয়তঃ শ্রীমন্মহাদেব স্বয়ং ভক্তিভরে বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গাকে শিরে ধারণ করেন নাই । ভগীরথ নিজকুল উদ্ধারের জন্য গঙ্গা আনয়নের নিমিত্ত তপস্যা করিয়া গঙ্গাকে প্রসন্ন করিলে ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গার ভুলোকে নিপাতের বেগ ধারণ করিবার নিমিত্ত গঙ্গার নির্দেশে ভগীরথ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া রাজী করান এবং এইভাবেই মহাদেব শিরে গঙ্গা ধারণ করেন । কিন্তু শ্রীগিরিরাজ ‘ভক্ত্যা’ অর্থাৎ পরমভক্তির সহিত মহামহিমাম্বিত শ্রীকৃষ্ণকে শিরে ধারণ করিয়াছেন । কাহারো অনুরোধে বা কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া নহে ।

চতুর্থতঃ শ্রীমন্মহাদেব মস্তকে গঙ্গা ধারণ করিয়া নানাকার্য করেন, নানাস্থানে বিচরণাদি করেন, কিন্তু গিরিরাজ এই মহাতীর্থ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিভরে শিরে ধারণ করত নিরন্তর অবনত শিরে ‘শিরসা নতেন’ অবস্থান করিতেছেন এবং অনন্তকাল করিবেন । দশবৎ প্রগতির মুদ্রায় শ্রীগিরিরাজ পরম ভক্তিভরে স্থায় শিরোদেশে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিয়া গঙ্গাধর অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রীতিভাজন ও অশেষ প্রসাদভাজন হইয়াছেন । শ্রীভগবানের প্রীতিপাত্র বা কৃপাপাত্র হওয়ায় অশেষ ভক্তবৃন্দেরও স্তবনীয় ও সমধিক ভক্তিভাজন হইয়াছেন—হরিদাসবর্ষ শ্রীল গিরিরাজ গোবর্ধন । কারণ এতাদৃশ পরমভাগবতের প্রতি ভক্তিতে শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি অপেক্ষাও শ্রীভগবানের অধিক করুণাভাজন বা প্রসাদভাজন হওয়া যায় জানিয়া ভক্তবৃন্দও গিরিরাজের প্রতি সমধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন । শ্রীপাদ বলিলেন, কোন্ ব্যক্তি এতাদৃশ গিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে ?

“কৃষ্ণপাদপদ্ম-জাত শ্যামকুণ্ড নাম ।

কোটি গঙ্গাধিক যার মহিমার গান ॥

দিব্যচিন্তামণিরূপ শ্রীরাধাকুণ্ড ।

দুই কুণ্ডের গুণগায় অখিল ব্রহ্মাণ্ড ॥

মহাতীর্থ দুই কুণ্ড অবনত মাথে ।

বহন করেন যিনি সেবারত ভাবে ॥

মহাদেব হৈতে তাঁর মহিমা অপার ।

কৃষ্ণ-অনুগ্রহ-পাত্র বন্দিত সবার ॥

হরিদাসবর্ষ্য সেই শ্রীল গোবর্দ্ধনে ।

কেবা না ভজন করে লইয়া শরণে ?” ৫ ॥

অনুবাদ । যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নাবিক হইয়া রসবতী শ্রীরাধিকাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া তরঙ্গময় মধ্যজলে নৌকার কম্পনহেতু পড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কায় ভয়-বিহ্বলা শ্রীরাধাকর্তৃক স্তত হইয়া মুখচুস্বনাদিরূপ স্বাভীষ্ট পণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ মানসগঙ্গা যেখানে প্রবাহিত হইতেছে, যিনি নবদম্পতি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতিভু বা মধ্যস্থ-স্বরূপ হইয়াছেন,—কোন জন সেই গিরিরাজ গোবর্ধনকে না আশ্রয় করিবে ? ৬ ॥

টীকা । ব্রজনবীনকিশোরয়োঃ খেলাস্পদত্বেন তয়োর্দর্শনার্থং তদাশ্রয়স্যাবশ্যকতামাহ যস্যামিতি । তন্নবদম্পতী প্রতিভুবং তং গোবর্দ্ধনমিতি সম্বন্ধঃ । সা প্রসিদ্ধা সা চাসৌ নবদম্পতী চেতি তস্যাঃ প্রতিভুবং লগ্নকং মধ্যস্থমিতি যাবৎ দম্পতীত্বস্য ঘটকমিত্যর্থঃ । তস্য দম্পতীপ্রতিভুত্বমাহ । যস্মিন্ গোবর্দ্ধনে সা মনোজাহ্নবী মানসগঙ্গা বহতি প্রবাহরূপেণ দেশাদেশান্তরং প্রাপ্নোতি । সা কা তত্রাহ যস্যায় মনোজাহ্নবাং মাধবনাবিকঃ কৃষ্ণরূপনাবিকো, রসবতীং দধ্যাদি রসসহিতাং রাধাং তরৌ নাবি আধায় আরোপ্য চঞ্চলকে মধ্যে ততস্তস্য রাধায়াঃ সকাশাৎ স্বাভীষ্টং অঙ্গস্পর্শ-চুস্বনাদিরূপং পণমাদদে ইত্যন্বয়ঃ । চঞ্চলম্ আবর্ত্তরূপেণ তরঙ্গায়মাণং কং জলং যত্র তত্র মধ্য ইত্যস্য বিশেষণম্ । ততঃ ফিত্তুতায়্যাঃ নিপাতবলনাৎ পতনপ্রবর্ত্তনাৎ ত্রাসৈর্ভয়ৈঃ স্তবত্যা স্তুতিং কুর্ব্বত্যাঃ ॥ ৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীমৎ রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ শ্রীগিরিরাজের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে সহসা তাঁহার চিত্তে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় লীলাস্থলী শ্রীগোবর্ধনের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মানসগঙ্গার একটি নিগূঢ় লীলার স্ফুটি হইয়াছে । এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত করিতেছেন ।

‘শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের প্রতি গোচারণের ভার দিয়া মানসগঙ্গার তীরে একাকী বিরাজ করিতেছেন’—সারিকার মুখে এই বার্তা পাইয়া শ্রীমতী সখীগণসঙ্গে দধি, ছানা, মাখনাদির পসরা মস্তকে লইয়া শ্যাম-মিলনের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ মঞ্জরী-স্বরূপে ছায়ার ন্যায় শ্রীমতীর পিছনে । প্রেম-পুলকিত-চিত্তে সখীসঙ্গে কৃষ্ণকথারূপে চলিয়াছেন শ্রীমতী । ললিতা-বিশাখাদি সখীগণের নর্ম পরিহাসবাক্যে দেহ-লতিকায় বিবিধ ভাবকুসুম বিকসিত হইতেছে ! ভাবি শ্যামদর্শনের আনন্দে মস্তুরালস গতি ! গিরিরাজের কি অপূর্ব শোভা ! ঘনতৃণাচ্ছাদিত সানুদেশ রুক্ষ-লতিকায় সমাচ্ছন্ন । কুসুমের সৌরভে মদাক্রান্ত অলিকুল ঝাঁকে ঝাঁকে শাখা-প্রশাখায় গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছে ! নানা পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত বনভূমি । শশক, মৃগ, হরিণাদি পশুসমূহ স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে । রুক্ষ-লতিকায় সরস ও সুপক্ক ফলরাজি শোভা পাইতেছে । স্থানে স্থানে সুন্দর ঝর্ণা, গহ্বরাদি সুশোভিত । সসখী বৃন্দাবনেশ্বরীর দর্শনে স্থাবর-জঙ্গম পুলকিত !

ওদিকে শুকের মুখে শ্যামসুন্দর সসখী শ্রীমতীর আগমন-বার্তা পাইয়াছেন । বর্ষাকাল । মানসগঙ্গা আতটপূর্ণ ! মাধব একটি জীর্ণ তরণী লইয়া নাবিকের বেশে মানস-জাহ্নবীর মাঝখানে নীলালোকে জাহ্নবীর বন্ধঃ আলোকিত করিয়া আপন মনে গীতালাপ করিতেছেন । ধীরে ধীরে শ্রীমতী

সখীসঙ্গে মানসজাহ্নবীর তীরে উপনীত হইয়াছেন। অভিনব নাবিকের দর্শনে শ্রীমতীর প্রেমসিন্ধু উচ্ছ-
সিত। চরণযুগল নিখর। সখীগণ পসরা নামাইয়া 'নাবিক' 'নাবিক' বলিয়া ডাকিতেছেন। নাবিক
যেন অনিয়াও শুনিতেছেন না, দেখিয়াও দেখিতেছেন না। অন্যদিকে চাহিয়া আপনমনে সংগীতালপ
করিতেছেন। বেশ কিছুক্ষণ ডাকাডাকির পর রসিক নাবিক সেই দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে নৌকাখানি
তীরে আনয়ন করিলেন। জীর্ণতরী।

“মানস-সুরধুনী দু'কুল পাথার। কৈছনে সহচরী হোয়ব পার ॥
প্রারট সময়ে গরজে ঘন ঘোর। খরতর পবন বহই তঁহি জোর ॥
দূরহি নেহারত নাগর শ্যাম। তরনী লেই মিলল সোই ঠাম ॥
হাসি হাসি কহয়ে নাবিক-বর কান। চড় সবে পার উতারব হাম ॥
শুনি সুবদনী ধনী হরষিত ভেলি। চড়ল তরনী পর সহচরী মেলি ॥
নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান। বেগেতে তরনী লেই করল পয়ান ॥
টুটী তরনী হেরি ভেল তরাস। সিঞ্চয়ে পানী করে জ্ঞানদাস ॥”

শ্রীমতী রসবতী, অর্থাৎ হৃদয়ে মাদনাথ্যরস এবং সঙ্গে গোরসের কলস। তরীখানি মধ্য
গঙ্গায় আসিয়াছে। আকাশে মেঘ উঠিয়া প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল। জীর্ণতরীখানি সধমে কাঁপি-
তেছে। ডুবিয়া যায় যায় অবস্থা। সখীসহ শ্রীমতীর হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। ডুবিয়া
যাওয়ার ভয়ে শ্রীমতী ভীতা। নাবিককে কত শত শব্দ করিতেছেন 'বাঁচাও বাঁচাও' বলিয়া। নাবিকের
সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি ভীতা শ্রীমতীকে রক্ষা করার ছলে চুহ্ননালিঙ্গনে স্বাভীষ্ট পণ অর্থাৎ নৌকার
পারের মূল্য আদায় করিয়া লইতেছেন।

“মানস-গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল,
দু'কুল বহিয়া যায় তেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাতিল বেগ,
তরনী রাখিতে নারে কেউ ॥
দেখ সখী! নবীন কাঙারী শ্যামরাগ।
কখন না জানে কান, বাহিবর সন্ধান,
জানিয়া চড়িলু কেনে নাগ ॥
নাইয়ার নাহিক ওয়, হাসিয়া কথাটি কয়,
কুটিল নয়ানে চাহে মোরে।
ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে,
কাঙারী ধরিয়া করে কোরে ॥

অকাজে দিবস গেল, নৌকা পার নাহি হৈল,
 পরাগ হইল পরমাদ ।
 জ্ঞানদাস কহে সখি, থির হৈয়া থাক দেখি,
 এখন না ভাবিহ বিষাদ ॥”

সখীগণ অদ্ভুত যুগল-লীলামাধুরী দর্শনে বিমোহিতা! যুগল-প্রেমরসসিন্ধুর কল-কল্লোলে
 তাঁহাদের চিত্ততরীও ডুবু ডুবু! শ্রীমতী ঘন ঘন ‘কাণ্ডারী’ ‘কাণ্ডারী’ বলিয়া ডাকিতেছেন। রসিক
 নাবিক প্রেম-গদগদ কণ্ঠে বলিতেছেন—

“শুন বিনোদিনি ধনি, আমার কাণ্ডারী তুমি,
 তোমার কাণ্ডারী কহ কারে ।
 তুমি অনুরাগে প্রেম- সমুদ্রে ডুবেছি আমি,
 আমারে তুলিয়া কর পারে ॥
 যোগী ভোগী নাগিতানী, তোমার লাগিয়া দানী,
 ওঝা হৈলাম তোমার কারণে ।
 তুমি অনুরাগে মোরে, লৈয়া ফিরে ঘরে ঘরে,
 তুমি লাগি করিলু দোকানে ॥
 রাখাল লইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু-সনে,
 তুমি লাগি বনে বনচারী ।
 তোমার পিরীতি পাইয়া, এ ভাঙ্গা তরণী লৈয়া,
 তুমি লাগি হইনু কাণ্ডারী ॥
 না বোল কুবোল ধনি, রমণীর শিরোমণি,
 তুমি প্রেমে কি না করি আমি ।
 দাস জগন্নাথে কয়, না তৈলিহ রাজা পায়,
 জাতি জীবন ধন তুমি ॥”

ধীরে ধীরে তরণী তটে সংলগ্ন হইল। মানসগঙ্গার তটসন্নিহিত কুঞ্জে সখীগণ যুগলের মিলন-
 লীলা সম্পাদন করিয়া কুঞ্জরঞ্জে নয়ন দিয়া যুগল-বিলাসমাধুরী আশ্বাদন করিলেন। সকলের মনো-
 কামনা পূর্ণ হইল। শ্রীমতী সখীগণ সহ ছানা, মাখন, নবনীতাদি, শ্যামকে ভোজন করাইলেন। মিলন-
 বিরহের আনন্দ-বেদনার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া সকলেই আপনাপন স্থানে চলিয়া গেলেন।

“ত্বরায় তরণী লৈয়া তীরে আইলা শ্যাম ।
 সফল করিলা বিধি পুরিল মনকাম ॥

রাসে শ্রীশতবন্দ্য-সুন্দর-সখী-বৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
 ভ্রাজৎ-কৃষ্ণরসাল-বাহুবিলসংকণ্ঠী মধৌ মাধবী ।
 রাধা নৃত্যতি যত্র চাক্র বলতে রাসস্থলী সা পরা
 যস্মিন্ কঃ স্মৃতী তমুন্নতমায়ে গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৭ ॥

অনুবাদ । যেখানে রাসলীলায় শত শত কমলার বন্দনীয় অতি রমণীয় সখীগণে পরিবৃত্ত ও
 শ্রীকৃষ্ণের সুরভিত ও শৃঙ্গাররসময় বাহুতে গৃহীত-কণ্ঠ হইয়া মাধবপ্রিয়া শ্রীরাধিকা মধুমাসে নৃত্য করিয়া-

নবনী মাখন ছেনা যে ছিল পসারে ।
 সকল দিলেন শ্যামনাগরের করে ॥
 অঞ্জলি অঞ্জলি করি করিলা ভোজন ।
 সবে মেলি চলিলেন আপন ভবন ॥
 আইলা মন্দিরে রাই সখীগণ-সঙ্গে ।
 হরিশে বসিলা ধনী প্রেমের তরঙ্গে ॥” (পদকল্পতরু)

শ্রীপাদের স্ফুতির বিরাম হইয়াছে । বাহ্যাবেশে বলিলেন—এইপ্রকার যুগলের নানাবিধ
 রহস্যময় লীলানিকেতন মানসগগা যে গিরিরাজে শোভা পাইতেছেন এবং যুগলের উৎকণ্ঠাময়ী মিলন
 লীলার যিনি প্রতিভা বা মধ্যস্থ হইয়াছেন, সেই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করিবে ? অর্থাৎ
 আশ্রয়কে কৃপা করিয়া গিরিরাজ স্বীয় বক্ষে অনুষ্ঠিত এইপ্রকার যুগলের রহস্যময় লীলাদর্শন করাইয়া
 ধন্য করিয়া থাকেন—ইহাই অভিপ্রায় ।

“যে স্থানেতে শ্রীগোবিন্দ নাবিক রূপেতে ।
 রসবতী রাধিকায় চড়ায়ে নৈকাতে ॥
 তরঙ্গিত মধ্যস্থলে নৌকার দোলনে ।
 ভয়েতে বিহ্বল রাধা হৃদয়-কম্পনে ॥
 স্তুতি করে রসবতী শ্রীকৃষ্ণ-চরণে ।
 পণ লয় নাবিক চুস্বন-আলিঙ্গনে ॥

সেই ত মানসগগা ভুবনপাবন ।

বিরাজিত যেস্থানেতে সেই গোবর্দ্ধন ॥

ব্রজনবদম্পতীর মধ্যস্থ-স্বরূপ ।

অখিল ব্রজাণ্ড-মাঝে ধন্য রসকূপ ॥

সেই গোবর্দ্ধন ভাই এই ত্রিভুবনে ।

কেবা না আশ্রয় করে একান্ত শরণে ॥” ৬ ॥

অনুবাদ রসবতী লীলায় কৃষ্ণচরিত্র ২০ যুগলোদ্ধারময়ী রসবতী
 ইতি শ্রীশ্রীসুবাবলী

ছিলেম, সেই দ্বিতীয় রাসস্থলী অদ্যাপি যেখানে বিরাজ করিতেছে, এতাদৃশ অতিশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনকে কোন্
পুণ্যাত্মা না আশ্রয় করিবেন ? ৭ ॥

টীকা। পুনঃ ‘সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে’ ইতি দিশা সাধুষু শ্রেষ্ঠত্বাদসৌ সেব্য ইত্যাহ রাগে
ইতি । অয়ে ভক্তাঃ কঃ সুকৃতী ভজন্ দৃষ্টবান্ উন্নতমতিশ্রেষ্ঠং তমিতি সম্বন্ধঃ । উন্নতমুচ্চমিতি
ব্যাখ্যায়াম্ উচ্চস্যাশ্রয়পোষকত্বাভাবাদপুষ্টিত্বদোষঃ স্যাৎ । যত্র গোবর্দ্ধনে মধৌ বসন্তে রাধামাধবী রাগে
নৃত্যতি । মাধবী মাধবস্য প্রিয়া মাধবী লতা চ । কিন্তুতা শ্রীণতেন লক্ষ্মীশতেন বন্দ্যং বন্দনীয়ং যৎ সুন্দরং
সখীরন্দং তেনাঞ্চিতা শোভিতা । পঙ্কজয়েহপি সাম্যম্ । পুনঃ কিন্তুতা সৌরভেণ গন্ধেন ভ্রাজন্মনোহরো
যঃ কৃষ্ণস্য রসালবাহঃ রসং শৃঙ্গারমালাতি স্পর্শেন দদাতি রসালস্তত্র বিলসন্ কঠো গলো যস্যঃ সা ।
পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ রসাল আশ্রয়-স্বস্য বাহরিব বাহঃ শাখা তত্র বিলসন্ সংলগ্নো ভবন্ কঠঃ শিখরাধোভাগো
যস্যঃ সা চ । যস্মিংশ্চ অপরা রাসস্থলী বলতে বিরাজতে । যস্মিন্মিত্যত্র সমুচ্চয়সূচক চকারাভাবান্যুন-
পদতা দোষঃ পূর্ববৎ সোড়ব্যঃ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের অপর একটি
শ্রেষ্ঠতম মহিমার উল্লেখ করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের লীলাভেদে লীলাভূমির বৈশিষ্ট্যের অভিযুক্তি হইয়া
থাকে । সর্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলা । ‘রস’ শব্দের উত্তর সমূহার্থে ষ প্রত্যয়ে ‘রাস’ শব্দটি
নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । অর্থাৎ নিখিল অপ্রাকৃতরসের বিকাশ যে লীলায়, তাহাই রাসলীলা । শ্রীভগবানের
ভিন্ন ভিন্ন রমণীয় লীলায় যে আশ্রাদনটি খণ্ডিতভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহাই শ্রীরাসলীলার মধ্যে
অখণ্ডিতভাবে বিরাজিত । কারণ ইহার মধ্যে পূর্বরাগ অভিসারাদি হইতে আরম্ভ করিয়া উৎকণ্ঠিতা,
মান, বিরহ, মিলন প্রভৃতি বহু বহু নিগূঢ় রসময়ী লীলার রস একাধারে নিহিত রহিয়াছে । এই অপ্রাকৃত
পরমরসকদম্বময় রাসলীলাবিনোদ একমাত্র লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ যশোদানন্দনেই সম্ভব । কারণ
তিনি মহাসমর্থ, রসিকশেখর বা ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য বিশুদ্ধ প্রীতিরসাস্রাদন-লোলুপ, সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ও
পরমকল্লণ । এই সব গুণ সমন্বিত অপ্রাকৃত নটরাজ ও মাদনাখ্য মহাভাববতী রাসেশ্বরী শ্রীমতী
রাধারাগী ভিন্ন রাসলীলা-বিনোদ কখনই সম্ভবপর নহে । বৃন্দাবন যমুনাতট এই রাসলীলার রমণীয়
নিকেতন । এই জন্যই শ্রীবৃন্দাবনের এত মহিমা । কিন্তু হরিদাসবর্ষ শ্রীগোবর্ধনও এই মহাসৌভাগ্যে
বঞ্চিত নহেন । তাহার তটেও শ্রীশ্রীরাধামাধবের বসন্তরাসের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে ।

শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগোবর্ধনে সসখী শ্রীরাধামাধবের রাসলীলার স্ফুরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
স্বভাবতঃই নৈসর্গিক-শোভাসম্পদে পরম-সমৃদ্ধ শ্রীগিরিরাজের ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে কি অপূর্বশোভা !
কোমল মল্লয়পবনে আন্দোলিত হইতেছে ললিতলবঙ্গলতা । কুঞ্জে কুঞ্জে অগিরি গুঞ্জন, কোকিলের কুজন ।
অধুর বসন্তদিনে কোমলা লতিকার অঞ্চল আন্দোলিত করিয়া মলয়ানিল যেন নর্তকীর মত তাহাদের নৃত্য

শিক্ষা দিতেছে ! তমালকুসুমের সুবাস আচ্ছন্ন করে ফেলেছে মৃগমদের সৌরভকে । বনে বনে রক্তরাঙ্গা পলাশের ফুল, যেন মদনের তীক্ষ্ণ নখাস্ত্র ! মদনরাজার স্বর্ণছত্রদণ্ডের ন্যায় বিকসিত হইয়াছে কেশর-কুসুম । থরে থরে প্রস্ফুটিত পাটলীকুসুমে শোভা পাইতেছে ভূঙ্গের দল, যেন মদনের বাণভরা ফুলধনু ! কেতকী কুসুমের বিকাশ দেখিয়া মনে হয় যেন দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছে বাসন্তী । মাধবীর পরিমলে মালতীর গন্ধে সুরভিত বনভূমি । মুকুলিত রসালতরু মাধবীলতার আলিঙ্গনে পুলকিত । রসালের নিবিড় শাখায় কোকিলের ঘন ঘন কুহনাদ, যেন মদনের জয়ডঙ্কা । মধুগন্ধে মাতোয়ারা ভ্রমরের দল বারে বারে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে আশ্রমঞ্জরীকে । সমীরণ মল্লীলতার বুক হইতে পুষ্পপরাগ আহরণ করিয়া তাহার গন্ধ ছড়াইতেছে দিগন্তে । সায়ংকালে উদিত হইয়াছেন পূর্ণচন্দ্র-সুরক্তিম রাগে পূর্বাশা রঞ্জিত করিয়া । যেন প্রবাস হইতে সমাগত প্রিয়তম বিরহিণী প্রিয়ার বদনখানি নবকুকুমরাগে করিয়া-ছেন সুরঞ্জিত ! এ হেন বাসন্তীশোভার পরিবেশে সসখী শ্রীরাধারানীর সঙ্গে রাসনৃত্য করিতেছেন নটরাজ শ্যামসুন্দর ।

“সরস বসন্ত

সময় বন শোহন

মোহন-মোহিনী সঙ্গ ।

অপরূপ রাস

বিলাসহি নিমগন

দুহুঁ দুহুঁ অঙ্গহি অঙ্গ ॥

দেখ সখি ! রাস-বিলাস ।

কত কত যন্ত্র

তত্ত্ব সত্তারত

কতহুঁ রাগ পরকাশ ॥

যুথাহি যুথ

মিলি সব কামিনী

যামিনী বিলসই ভাল ।

নাচত রঙ্গিণী

প্রেম-তরঙ্গিণী

গাওত মদন গোপাল ॥

বাওয়ে উপাস

ডম্ফ স্বর-মণ্ডল

কঙ্কণ কিঙ্কিণী রোল ।

বহুবিধ তাল

মান ধরু করতলে

অনন্ত আনন্দ-হিলোল ॥” (পদকল্পতরু)

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীরাধার যে সব সখী বসন্তরাসে নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারা শত শত কমলারও বন্দনীয়া । সকলেই মহাভাববতী, ব্রজরমণীগণ ব্যতীত অপর কোন ভগবৎকান্তার মধ্যে মহাভাব নাই । এই মহাভাবই রাসরসের একমাত্র উপাদান । তাই ব্রজ ছাড়া অন্যত্র কোথাও রাস-

লীলা হয় না। শ্রীউদ্ধব মহাশয় রাসলীলার মধ্য দিয়াই ইহাদের লক্ষ্মী-বিজয় মহিমার ঘোষণা করিয়াছেন—

“নায়ং শ্রিয়োহজ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ

স্বর্ষোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ ।

রাসোৎসবেহস্য ভুজদগুহীতকণ্ঠ-

লব্ধাশিষাং য উদ্গান্দ্রজসুন্দরীনাম্ ॥” (ভাঃ-১০।৪৭।৬০)

অর্থাৎ “রাসোৎসবে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইয়া মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বামবক্ষঃস্থলে নিয়ত বর্তমানা পরম প্রেমময়ী লক্ষ্মীদেবীও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই, (অন্য ভগবৎকান্তার কথা দূরে থাকুক) স্বর্ণকমলের ন্যায় গন্ধ ও কান্তি যাহাদের সেই বৈকুণ্ঠস্থা ভূ, লীলা প্রভৃতিও লাভ করিতে পারেন নাই, সুতরাং স্বর্গাঙ্গনাগণ, অঙ্গসরাগণও পৃথিবীর স্ত্রীগণের তো কথাই নাই।”

এইরূপ শ্রীরাধার সখীগণ এবং ব্রজসুন্দরী-গিরোমণি সাক্ষাৎ মহাভাব-স্বরূপিণী রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাগী গোবর্ধনে যে দ্বিতীয় রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণের সুরভিত এবং শৃঙ্গার রসময় বাহুদ্বারা গৃহীত কণ্ঠ হইয়া মহাসুখে রাসনৃত্য করিয়াছেন, সেই পরম মহান্ শ্রীগিরিরাজ গোবর্ধনকে কোন্ সুকৃতি না আশ্রয় করিবেন? অর্থাৎ এই রসময়ী রাসাদি লীলার অনুভূতি লাভের নিমিত্ত মহাসৌভাগ্যবান্ সাধকগণ এই গিরিরাজের তটকেই একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন।

“যাঁদের বন্দনা করে লক্ষ্মী শত শত।

রমণীয় সখীগণে হয়ে পরিবৃত ॥

শ্রীকৃষ্ণের রসময় সৌরভ পুরিত ।

দীর্ঘার্গল-সম যেই বাহু সুবলিত ॥

সেই বাহু যুগলেতে আবদ্ধ হইয়া ।

মাধবের প্রিয়া রাধা কণ্ঠ মিলাইয়া ॥

মধুমাসে নৃত্য করে নবীন দম্পতি ।

দ্বিতীয় সেই রাসস্থলী গোবর্দ্ধনে থ্যাতি ॥

অতুল মহিমাময় শ্রীল গোবর্দ্ধন ।

কেবা না আশ্রয় করে ওহে ভক্তগণ ॥” ৭ ॥

যত্র স্বীয়গণস্য বিক্রমভূতা বাচা মুহুঃ ফুল্লতোঃ
 স্মের-ক্রুর-দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈঃ শশ্বন্নিথো বিদ্ধয়োঃ ।
 তদ্যুনোর্বদানসৃষ্টিজকলির্ভঙ্গ্য হসন্ জুস্তোত
 কস্তং তৎপৃথুকলিসূচনশিলং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৮ ॥

অনুবাদ । যেখানে স্বজনগণের (সুবল, মধুমঙ্গল ও ললিতা-বিশাখাদির) বাক্কলহে পরস্পর বিক্রমপূর্ণ বচনদ্বারা শ্রীযুগল সমুৎফুল্লচিত্ত, পুনঃ পুনঃ ঈষৎহাস্য, কুটিল দ্রুধনু চালনা করিয়া অপাঙ্গ-বাণে উভয়ে উভয়কে বিদ্ধ করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিনব দানকেলি-কলহ নানা ভঙ্গীতে হাস্য-পরিহাসের সহিত পরিবর্তিত হইতেছে এবং যেখানে সেই দানলীলাসূচক শিলাসমূহ বিরাজমান, সেই শ্রীগোবর্ধনকে কোন্ জন না আশ্রয় করিবে ? ৮ ॥

টীকা । যন্মিকটভূপ্রদেশাবকলনেনাপি রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্ফুটিস্তং বিহায়াপরঃ কঃ সেব্যোহস্তী-
 ত্যাহ যত্নেতি । যত্র গোবর্দ্ধনে তদ্যুনো রাধাকৃষ্ণয়োর্বঙ্গ্য বাক্ চাতুর্যেণ নবদান সৃষ্টিজকলিনুতন-
 দানকুতিজন্য কলহো হসন্ প্রকাশমানো বিজুস্তোত অবর্দ্ধত বর্তমান সামীপ্য ভূতে লট্ । যদ্বা অপ্রকট-
 প্রকাশেন সর্বাসাং লীলানাং নিত্যত্বাৎ বর্তমান প্রয়োগঃ । ‘জয়তি জননিবাস’ ইতি বৎ । কিন্তুতয়োঃ
 স্বীয়গণস্য মধুমঙ্গল ললিতাদিকস্য বিক্রমভূতা অসৌ মদনমোহনো মম সখিবাস্যাধীশ্বরো যুগ্মস্য প্রজা
 ইতি মধুমঙ্গলস্য ‘রাধা বৃন্দাবনে বনে’ ইতি দিশা রাধিকায়্য এব রাজ্যীত্বং যুগ্মাভিস্ত নিলজ্জৈরাজ্যং
 ধাষ্ট্যমাচর্য্যত ইতি ললিতায়াঃ বিরোধ প্রাগ্লভ্য যুজ্য বাচা মুহূর্বারং বারং ফুল্লতো হাষ্টয়োঃ । পুনঃ
 কিন্তুতয়োঃ শশ্বন্নিবর্তং স্মের-ক্রুর দৃগন্ত-বিভ্রম-শরৈর্মিথঃ পরস্পর বিদ্ধয়োঃ স্মেরাঃ প্রকাশমানা য়ে
 ক্রুরস্য ঘোরস্য বিভ্রমাস্তালনানি তে এব শরাশ্তৈঃ । ‘ক্রুরস্ত কঠিনে ঘোরে’ ইত্যাদি মেদিনী ॥ ৮ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীগোবর্ধনে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিহাস-রসময় লীলা-
 গুলির অন্যতম দানলীলার স্ফুটি শ্রীপাদের চিত্তে উদিত হইয়াছে । গোবর্ধনের মহিমা কখন-প্রসঙ্গে এই
 শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন । গোবর্ধনে দানঘাটিতে দানলীলায় নিজগণসঙ্গে আড়ম্বরময় বাক্য-
 কলহে শ্রীযুগলের পারস্পরিক শৃঙ্গাররসমাধুরীর অপূর্ব আশ্বাদন । দানলীলা সত্যই অতি অদ্ভুত
 রসাস্বাদনময়ী । কথিত আছে, শ্রীপাদ রঘুনাথের বিরহ-কাতর দশাদর্শনে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিতাপে
 জ্বালার উপশমের ন্যায় শ্রীমৎ রূপগোশ্বামিপাদ বিরহরসাস্বাদনে তাহার বিরহজ্বালার উপশম হইবে ভাবিয়া
 বিপ্রলম্ব-রসময় ললিতমাধব নাটকখানি শ্রীরঘুনাথকে পড়িতে দেন । নাটকের মহাবিপ্রলম্ব-রসাত্মক
 কাহিনীর পাঠে রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এমনকি তাহার প্রাণরক্ষাও কঠিন হইয়াছিল । শ্রীরূপ
 গোশ্বামিপাদ তখন মিলনরসাত্মক শ্রীযুগলের অপূর্ব হাস্য-পরিহাসরসময় দানলীলা “দানকেলি-কৌমুদীতে”
 বর্ণনা করত রঘুনাথকে তাহা পড়িতে দিয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব ফিরাইয়া আনেন । ইহাতে
 শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত রসান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এতই আশ্বাদন লাভ করে যে, ইহার রসোদগার স্বরূপ

তিনি “দানকেলিচিহ্নামণি” এবং “মুত্তাচরিত” নামক সন্তোপরসপ্রচুর হাস্য-পরিহাসাত্মক কাব্যদ্বয় রচনা করেন ।

শ্রীবসুদেব মহাশয়ের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের মঙ্গলের নিমিত্ত শ্রীভাগুরী প্রভৃতি ঋষিগণ গোবর্ধনতটে গোবিন্দকুণ্ডে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন । যজ্ঞে ঘৃতদানকারিণী গোপীগণের অভীষ্টলাভ সুনিশ্চিত । ব্রজে সর্বত্রই এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে । শ্রীমতী রাধারাগী জলিতাদি সখীগণ সঙ্গে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া স্বর্ণকলসে সদ্যজাত ঘৃত লইয়া গোবিন্দকুণ্ডের দিকে চলিয়াছেন । সৌন্দর্যে পথ আলোকিত ! মনের কথা—‘দানচ্ছলে ভেটিব কানাই’ । শ্রীমতী চকিত নেত্রে এদিক ওদিক তাকাইতেছেন—‘কোথায় প্রাণনাথ’ !

ব্রজেন্দ্রনন্দন এই সংবাদ পাইয়া সুবল-মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্ম সখাগণের সঙ্গে মানসগঙ্গার সন্নিহিত স্থানে শ্রীগিরিরাজের উপরে বিরাজমান শ্যামবেদীতে দণ্ডায়মান হইয়া নিরুপম দানধাতী রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছেন । তাঁহার সুমধুর বেণুনাদে স্থাবর-জঙ্গম পুলকিত !

“সুন্দরি ! শুনহ আজুক কথা ।

তাপ দূরে গেল	সব ভাল হৈল
ইহা উপজিল যথা ॥	
অরুণ-উদয়ে	ব্রাহ্মণ-নিচয়ে
আইল গোকুলমাঝ ।	
জরতীর স্থানে	করি নিবেদনে
আপন মনের কাজ ॥	
গোবর্দ্ধন-পাশে	আমরা হরিষে
করিব যজ্ঞের কাম ।	
যে গোপ-যুবতী	ঘৃত দিবে তখি
ইষ্টবর পাবে দান ॥	
জটিলা গুনিয়া	আমারে ডাকিয়া
যতন করিয়া বৈল ।	
বধুরে সাজাঞা	গবীঘৃত লৈয়া
তুরিতে তাঁহাই চৈল ॥	
এ সব বচনে	সব সখীগণে
রাইয়ের আনন্দ হোয় ।	

অলপ পাটলভেল	অথির দৃগঞ্জন
তাহ জল-কণ পরকাশ ।	
ধুনাহিত ভুরাধনু	পুলকে পুরল তনু
অলখিত আনন্দ-হাস ॥	
ঐছন হেরি	চরিত পুন তৈখনে
বাহড়ল পদ দুই চারি ।	
রাধামাধব	দুহঁ কর-পদতলে
রাধামোহন বলিহারি ॥”	

প্রথমতঃ সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও সখাগণের আড়ম্বরপূর্ণ বাক্যবিলাসে দানকলহ চলিতেছে ! ‡
স্বামিনী গান্ধীর্ষবতী—মৌনী ! তাঁর মুখে, নেত্রে ভাবতরঙ্গের কি সুরসাল অভিব্যক্তি ! মোহিত নাগর
শ্রীমতীর গায়ে হাত দিতে যাইতেছেন । ললিতা শ্রীরাধার সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিতেছেন—

“এই মনে বনে	দানী হইয়াছ
ছুঁইতে রাধার অঙ্গ ।	
রাখাল হইয়া	রাজ-কুমারী সঙ্গে
কিসের রভস রঙ্গ ॥	
এমন আচর	নাহি কর ডর
ঘনাঞা আসিছ কাছে ।	
গুরুবর আগে	করিব গোচর
তখন জানিবে পাছে ॥	
ছুঁইও না ছুঁইও না	নিলজ কানাই
আমরা পরের নারী ।	
পর পুরুষের	পবন পরশে
সচেলে সিনান করি ॥	
.....	
গোবিন্দ দাসের	বচন মানহ
না কর এমন ভঙ্গ ।	
যোই নাগরী	ও রসে আগরী
করহ তাহার সঙ্গ ॥”	

‡ শ্রীদানকলিকৌমুদী ও শ্রীদানকলিচিন্তামণিতে এইসব সংলাপ দ্রষ্টব্য ।

শেষে ললিতাদি সখীগণের ও সুবল, মধুমঙ্গলাদি সখাগণের পরস্পরের বৃন্দাবনের আধিপত্য লইয়া বিরূপপূর্ণ বাক্যে কলহ হইতেছে। সখীগণ নানাযুক্তিপূর্ণ বাক্যে ও প্রমাণ দ্বারা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য বা অধিকার প্রতিপাদন করিয়া সখাসঙ্গে শ্যামসুন্দর লক্ষ লক্ষ গাভী-চারণে যে তৃণাদির ও বৃক্ষ-লতিকাদির শ্রী নষ্ট করিয়া বৃন্দাবনকে উন্মূলিত করিতেছেন—এজন্য তৃণ-কর চাহিতেছেন। সখাগণও শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনাধিপত্য স্থাপন করিয়া ঘাটী দান চাহিতেছেন। তাহাদের কলহবাক্যে উৎফুল্লিত শ্রীযুগল সহাস্যবাদনে প্রুধনু চালনা করিয়া পরস্পরকে শত শত কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করত উভয়ে উভয়ের চিত্তকে বিদ্ধ করিতেছেন। এইভাবে কলহ বধিতই হইয়া চলিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণসহ সখাগণের ঔদ্ধত্য দর্শনে কোন সখী গোপনে শ্রীমতীর কর্ণে বলিতেছেন—

“সুন্দরি ! অলখিতে হও তিরোধান ।

গিরিবর কুঞ্জ-

কুটিরে অতি গোপতে

যাই রাখই নিজ মান ॥

ইহ অতি চপল-

চরিত বর গিরিধর

কিয়ে জানি করু বিপরীত ।

শুনি উহ সুবচন

ভীতহি জনু জন

রাই করল সোই নীত ॥

বুঝি পুন নাগর

সব গুণ-আগর

অলখিতে তঁহি উপনীত ।

রাধামোহন পুন

দেখি সুনাগরী

আনন্দে নিমগন চিত ॥

কৌশলে উৎকর্ষিত যুগলের গিরিবর গোবর্ধন-কুঞ্জে মধুর মিলন সম্পাদন করাইলেন সখীগণ ।

কুঞ্জরঞ্জে নয়ন দিয়া সখী-মঞ্জরীগণ যুগলবিলাস-মাধুরী আশ্বাদনে ধন্য হইলেন ।

“পরশহি গদ গদ নহি নহি বোল ।

তনু তনু পুলকিত আনন্দ-হিলোল ॥

কৌ করু অনুভব দুহঁক বিলাস ।

এক মুখে সীতকার একমুখে হাস ॥

নিমীলিত নয়ন নয়ন অরু থির ।

মণি তরলিত মণি মঞ্জু মঞ্জীর ॥

নাগরী দেওয়ল ঘন-রস দান ।

রাধামোহন পছ অমিয়া সিনান ॥”

শ্রীদামাদি-বয়স্যসঞ্চয়বৃতঃ সঙ্কর্ষণেনোল্লসন্
যস্মিন্ গোচয়-চারু-চারণপারো রীরীতি গায়তাসৌ ।
বদে গুচুগুহাসু চ প্রথয়তি স্মারক্রিয়াং রাধয়া
কন্তং সৌভগভূষিতাঙ্কিততনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ৯ ॥

অনুবাদ । যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও সখারবৃন্দসহ মিলিত হইয়া সুচারুরূপে গোচারণ করিতে করিতে ‘রী রী’ এইভাবে মধুর স্বরে গান করিয়াছিলেন এবং যাহার নিভৃত গুহারূপ রঙ্গমঞ্চে শ্রীরাধার সহিত কন্দর্প-কেলিরূপ অপূর্ব নাট্যরঙ্গ-বিস্তার করিয়াছিলেন ; এইসব সৌভাগ্যভূষণে ভূষিত শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করে ? ৯ ॥

টীকা । সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি ন্যায়েন সৌভাগ্যবৃত্তঃ সেবনমুচিতমেবেত্যাহ শ্রীদামেতি । কঃ সৌভাগ্যাকাঙ্ক্ষী সৌভগভূষিতাঙ্কিত তনুং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ । সৌভগং সৌভাগ্যমেব ভূষিতং ভূষণং তেন অঙ্কিতা প্রাপ্তা পূজিতা বা তনুর্যস্য তম্ । যস্মিন্ গোবর্দ্ধনে অসৌ শ্রীকৃষ্ণো রীরীতি গানানাপ- বিশেষঃ যথাস্যাতথা সঙ্কর্ষণেন রামেন সহ গায়তি পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান প্রয়াগঃ । শ্রীদামাদি বয়স্যস্য

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘এই মধুরাতিমধুর দানলীলাসূচক চিহ্নে চিহ্নিত শিলাসমূহ যে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে অদ্যপি শোভা পাইতেছেন, সেই গিরিরাজকে কোন্ ব্যক্তি না আশ্রয় করিবেন ?’

“মধুমঙ্গলাদি ছলে কহে ব্যঙ্গ করি ।

অবধান কর ওগো ললিতা-সুন্দরী ॥

বৃন্দাবনের রাজা কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

তোমরা তাহার প্রজা যত গোপীজন ॥

শুনিয়া ললিতা কহে শুন ওহে বটু ।

বৃন্দাবনের রাজ্য রাধা কেন কহ কটু ॥

তোমরা সকলে রাধার একান্ত আশ্রিত ।

বাক্য-কলহেতে রাধাশ্যাম হাটুচিহ্নিত ॥

কিলকিঞ্চিত ভাবে অপাঙ্গ-চালনে ।

পরস্পর বাণে বিদ্ধ কলহ-বচনে ॥

যে স্থানেতে রাধাকৃষ্ণের নবদান-লীলা ।

সেই চিহ্নে সুচিহ্নিত গোবর্দ্ধন-শীলা ॥

হরিলীলাক্ষেত্র এই গিরিবর-রাজ ।

কেবা না আশ্রয় করে ভকতসমাজ ?” ৮ ॥

সঞ্চয়েন সমুহেন রতঃ আরতঃ গোচয়স্য গোসমুহস্য ইতন্ততো নূতন শম্পভোজন-প্রযুক্ত্যা চারু বিলক্ষণং যচ্চারণং ভ্রামণং তদেব পরং শ্রেষ্ঠং যস্য । ‘পরঃ শ্রেষ্ঠাবিদুরান্যোত্তরে ক্লীবন্ত কেবলে’ ইতি মেদিনী । রঙ্গে নৃত্যক্রিয়ায়াং গুঢ়গুহাসু চ অতি নির্জন গহ্বরেষু রাধয়া সহ স্মারক্রিয়াং কন্দর্পক्रीড়াং প্রথয়তি বিস্তারয়তি তত্র রঙ্গে স্মারক্রিয়াং প্রিয়ে তবোরসোতৎ কিং পশ্য ত্যজন্মামীত্যঙ্গস্পর্শাদিকাং নিভৃতং কিঞ্চিৎ কথয়ামি শূন্বিতি কর্ণে লগিত্বা চুম্বনাদিকঞ্চ গুঢ় গুহাসু তন্তরঙ্গরূপাম্ ॥ ৯ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত্ম শ্রীগোবর্ধনের মাহাত্ম্য-বর্ণনপ্রসঙ্গে অপর এক-দিবসের স্মৃতিপ্রাপ্ত একটি লীলার উল্লেখ করিতেছেন । এই সমস্ত লীলা রাগানুগীয় সাধকের ধ্যান-ধ্যৈয় সম্পদ । রাগানুগামার্গে ভজনের সৌভাগ্যলাভ করা বহু সাধনা এবং অহেতুক মহৎকৃপার ফল । তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ এবং অপ্ৰাকৃত ভাবতত্ত্বের ধারণায় সমর্থ, তাঁহারা রাগানুগামার্গে প্রেমসেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন । এই রাগমার্গের মধ্যেও আবার গোপী-আনুগত্যময়ী ভজন অতিশয় রহস্যময় । একমাত্র তাদৃশ ভাব সমন্বিত মহতের কৃপাসাপেক্ষ । শ্রীপাদ গোস্বামিগণের এই সব মহাশক্তিশালী বাণীর শ্রবণ, কীর্তন এবং চিন্তনে সাধকের মধ্যে তাঁহাদের কৃপার ধারা সঞ্চারিত হইয়া থাকে । সাধক অনায়াসে ভাবরাজ্যে উন্নীত হইয়া এইসব রহস্যময়ী লীলার নিগূঢ় রসাস্বাদনে ধন্য হইতে পারেন ।

একদা নিদাঘের দিবাভাগে যাবটে শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে কাতরা । শ্যামবিরহের আতিশয্যে প্রাণ কণ্ঠাগত । তুলসীকে বলিতেছেন—‘তুলসি ! তুই-ই আমার এই সঙ্কটকালে একমাত্র সহায় । প্রিয়তমের দর্শন করাইয়া প্রাণরক্ষা কর ।’ স্বামিনীর শ্রীচরণপ্রিতা কিঙ্করী, সবকার্যের একমাত্র অবলম্বন । মহাজন বলেন—যুগলবিলাস সুখস্বরূপ, বিভূ বা স্বপ্রকাশ হইলেও সখীগণের সহায়তা ভিন্ন পরিপুষ্টি লাভ করে না । যেমন পররক্ষ বিভূ বা স্বপ্রকাশ হইলেও চিহ্নস্তির সহায়তা ভিন্ন পুষ্টিলাভ করেন না তদ্রূপ ।

“বিভুরতিসুখরূপঃ স্বপ্রকাশোহপি-ভাবঃ ক্ষণমপি ন হি রাধাকৃষ্ণয়োৰ্য্য ঋতে স্বাঃ ।

প্রবহতি রসপুষ্টিৎ চিহ্নভূতীবিশেষঃ শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥”

“সখী-বিনু এই লীলা পুষ্টি নাহি হয় ।

সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আশ্বাদয় ॥” (চৈঃ চঃ)

সখীগণের মধ্যেও আবার শ্রীমতীর অভিন্নপ্রাণা অভিন্নদেহা মজরীগণ সর্বোর্ধে । কারণ সখীর নিকট অনেক মনোভাব প্রকাশ করিতে শ্রীরাধা সঙ্কোচ বোধ করেন, কিন্তু দাসীর কাছে অসঙ্কোচে মনোভাব ব্যক্ত করেন ।

শ্রীমতী বিপুল উৎকণ্ঠায় তুলসীর সঙ্গে গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন । দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য,

দিবাভিসারিকা শ্রীমতী পরমানুরাগভরে তুলসীর হাত ধরিয়া চলিয়াছেন। মর্মজ্ঞা তুলসী তাঁহাকে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধনের দিকে লইয়া যাইতেছেন।

“মাথাহি তপন তপত-পথ-বালুক
আতপ-দহন বিথার।

নোনিক পুতলি তনু চরণ-কমল জনু
দিনহি কয়ল অভিসার ॥

হরি হরি ! প্রেমক গতি অনিবার !

কানু-পরশ-রসে পরবশ রসবতী
বিছুরল সবহ বিচার ॥

গুরুজন-নয়ন-পাশগণ-বারণ
মারুত-মণ্ডল-ধুলি।

তা-সঞ্জে মেলি' চললি বররঙ্গিণী
পতিগেহ-নীতহি তুলি' ॥

ঘত যত বিধিনি জিতলি অনুরাগিণী
সাধলি মনসিজ-মন্ত।

গোবিন্দদাস কহই—অব সমুঝাউ
হরি সঞ্জে রসময় তত্ত্ব ॥”

ননীর পুতলিকা শ্রীমতী। ধাম সঙ্কুচিত হইয়া † ক্ষণকালমধ্যেই তাঁহাকে গোবর্ধনের সন্নিহিত স্থানে আনয়ন করিয়াছে। গোবর্ধনোপরি শ্যামসুন্দরের বলদেব ও সখাগণসঙ্গে ‘রী রী’ শব্দে গান শ্রবণে ও গাভীকুলের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ দর্শনে তুলসী গোবর্ধনোপরি শ্যামসুন্দরের অবস্থিতি অনুমান করিয়া একটি গোপনকুঞ্জে শ্রীমতীকে বসাইয়া ‘রী রী’ রবানুসরণে শ্যামের অনুসন্ধানে চলিয়াছেন। বলদেব ও সখাগণসঙ্গে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া তুলসী কিঞ্চিৎ দূরে কৌশলে শ্যামকে একবার দেখা দিয়া ব্রহ্মান্ত-রালে আত্মগোপন করিয়াছেন। তুলসী শ্রীমতীর ছায়া। শ্যাম তুলসীর দর্শনমাত্রেই প্রিয়াজীর বিরহে অধীর হইয়া পড়িলেন। বলদেব তাঁহাকে আনমনা দর্শনে বলিলেন, ‘ভাই ! তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, এই ব্রহ্মতলে একটু বিশ্রাম কর। আমি সখাসঙ্গে গো-সম্বালন করি।’ এই বলিয়া তিনি সখাগণসঙ্গে গোপনগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলে তুলসী শ্যামের নিকট আগমন করিলেন এবং গিরিরাজের এক নিভৃত গুহামধ্যে যুগলের মিলন সম্পাদন করিলেন।

† লীলাভেদে চিত্রায়ত্বের সঙ্কোচন-প্রসারণ ধর্মের প্রকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ শীঘ্র মিলন সম্পাদন করাইয়া উৎকণ্ঠিত রাধামাধবের সেবার জন্য ধাম সঙ্কুচিত হইয়া দূরবর্তি নান্নক-নান্নিকাকে মিলিত করেন এবং যখন কোন বিরোধী জন লীলাক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, তখন প্রসারিত হইয়া তাহাকে দূরে সরাইয়া দেন।

কালিন্দীং তপনোদ্ভবাং গিরিগণাত্যুন্নমচ্ছথরান্,
 শ্রীবৃন্দাবিপিনং জনেপ্সিতধরং নন্দীশ্বরং চাশ্রয়ম্ ।
 হিত্বা যং প্রতিপূজয়ন্ ব্রজকৃতে মানং মুকুন্দো দদৌ
 কন্তুং শৃঙ্গিকিরীটিনং গিরিবৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ? ১০ ॥

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ সূর্যতনয়া কালিন্দীকে, ব্রজের অত্যুন্নত গিরিগণকে এমনকি ব্রজবাসি-
 জনগণের পরমাশ্রয় ও বাঞ্ছিতপ্রদ শ্রীনন্দীশ্বরকেও ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের রক্ষাহেতু পর্বতগণের শিরো-

“দুহুঁ দোহাঁ দরশনে ভাবে বিভোর ।

দুহুঁক নয়নে বহে ঢরকত লোর ॥

দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ বোল ।

ঘরমাই ভিগল দুহুঁক নিচোল ॥

অপরূপ দুহুঁজন-ভাব-তরঙ্গ ।

ক্ষণে ঘন কম্পন ক্ষণে থির অঙ্গ ॥

চলইতে চাহি দুহুঁ চলই না পারি ।

কহে মাধব দুহুঁ যাও বলিহারি ॥”

গোবর্ধনের নিভৃত গুহারূপ রঙ্গালয়ে শ্রীশ্রীরাধামাধবের কত শত কন্দর্পবিলাসরূপ নাট্যকলা
 প্রকাশিত হইতে লাগিল । আড়ালে থাকিয়া সেই নৃত্যকলার তালে তালে ভাগ্যবতী তুলসীর চিত্ত-মনও
 অপূর্ব নটনরঙ্গে নাচিতে লাগিল । সেই ক্ষুরগপ্রাপ্ত দিব্যলীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ বলিলেন—শ্রীশ্রীরাধা-
 মাধবের এইসব রসময়ী লীলার ও গোচারগাদি লীলার রমণীয় নিকেতন শ্রীগিরিরাজের ন্যায় সৌভাগ্য
 আর কাহারই বা আছে ? সতাই তিনি এই অভিনব সৌভাগ্য-বিভূষণে বিভূষিতাঙ্গ ! কোন্ জন সেই
 গিরিরাজের আশ্রয় গ্রহণ না করে ?

“শ্রীদামাদি সথাগণ বলদেব-সঙ্গে ।

যে স্থানেতে শ্রীগোবিন্দ গোচারণ-রঙ্গে ॥

‘রী রী’ করি মধুর স্বরে করে নানা গান ।

নিত্য বিহরিছে যথা গোবর্দ্ধন নাম ॥

যার গুহা-গৃহ-মধ্যে দেখি রঙ্গস্থল ।

কন্দর্পকেলি করে নবীন-যুগল ॥

সৌভাগ্যশালী সেই গিরি গোবর্দ্ধন ।

কেবা না আশ্রয় করে ওহে ভক্তগণ ॥” ৯ ॥

ভ্রূষণস্বরূপ যে গিরিরাজের অর্চনা করিয়া তাঁহাকে সম্মান দান করিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি সেই গিরিরাজ গোবর্ধনের আশ্রয় গ্রহণ না করে ? ১০ ॥

টীকা। যেষাং প্রভোঃ সেব্যোহয়ং তেষাং সেবনীয়োহসৌ কথং ন ভবেদিত্যাহ কালিন্দী-
মিতি । এতান্ হিত্বা মুকুন্দো ব্রজকূতে ব্রজরক্ষণ-নিমিত্তায় পূজয়ন্ সন্ যং প্রতিমানং দদাবিত্যন্বয়ঃ ।
হেয়বিষয়ানাহ । কালিন্দীমিত্যাदि । তপনোদ্ভবাং তপতি কিরণৈঃ শোষয়তীতি তপনঃ সূর্যাস্তস্মাদুদ্ভবো
যস্যাস্তাম্ । সূর্যাস্ত স্বকিরণে রসং হিত্বা ততৎকালে মেঘদ্বারা তং বর্ষতীতি মেঘাস্তস্যাজাবহা এব
অতস্তৎ কন্যাসেবনেনৈব তদ্বাধ্য মেঘকতৃক বিস্মাহনুদয় এব স্যাদিত্যেবস্তুতত্বেহপি । অতুল্যমচ্ছেথরা-
নিতি অতিশয়ম্ উন্নমন্তি উদ্ধ্বংগত্বা ভূমিস্পৃষ্ট প্রায়াগি শেখরাণ্যগ্রাণি যেষাং তান্ তেষামপি উন্নমদগ্রা-
ধো দেশে ইন্দ্রবৃষ্টিয়া ব্রজরক্ষণ-ক্ষমত্বেহপি । জনেপ্সিতধরমিতি জনানামীপ্সিতমভীষ্টং যেভ্যোধেনু-
লতারুক্ষেভ্যঃ কামধেনু কল্পলতা কল্পরক্ষ রাপেভ্যস্তান্ ধারয়তীতি তথা এতস্যাপি জনেপ্সিত ধারকত্বেন
বৃষ্টিবারণ-সমর্থত্বেহপি স্বয়ং ভগবতা আশ্রীয়েতেহসাবিত্যাশ্রয়ঃ স্বয়ং ভগবত আশ্রয়স্থানত্বেনাপ্রাকৃতত্বাৎ
তত্র প্রাকৃতানাং মেঘানাং প্রভুত্বাভাবেহপি ধ্বনিঃ । অন্যৎ স্পষ্টম্ ॥ ১০ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্রবের পরিশেষে শ্রীল গিরিরাজের অপর একটি মহিমার উল্লেখ
করিয়া শ্রীপাদ গিরিরাজ-আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতেছেন । চৌরাশীকোশ ব্রজমণ্ডলে
মহামাহাত্ম্যসম্পন্ন নানা লীলাস্থলী থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তামিক্যে গিরিরাজই যে সর্বাতিশায়ী ; তাহা
সহজেই জানা যায় । কারণ ব্রজরক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত গিরিগণের শিরোরত্ন শ্রীগোবর্ধনকেই নির্বা-
চিত করিয়া ইন্দ্রযাগের পরিবর্তে গিরিরাজেরই অর্চনার প্রবর্তনা করিয়াছিলেন । শ্রীগিরিরাজের অর্চনা
স্থাপনোদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ পুরুষানুক্রমে ইন্দ্রযাগপরায়ণ নন্দাদি গোপগণের নিকট বর্মবাদ স্থাপন করিয়া
কৌশলে গিরিরাজ-অর্চনার প্রয়োজনীয়তাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখোদ্গীর্ণ-বচনামৃত
শ্রবণে নন্দাদি গোপগণের বিনা প্রতিবাদেই গিরিরাজের অর্চনায় মহতী শ্রদ্ধা জাত হইয়াছিল, কারণ
গোপগণের উপজীব্য গিরিরাজ স্বভাবতঃই ব্রজবাসিগণের পরম ভক্তি ও আরাধনার পাত্র । এ বিষয়ে
শ্রীহরিবংশে বর্ণিত আছে—

“দামোদরবচঃ শ্রুত্বা হৃষ্টাস্তে গোষু জীবিনঃ । তদ্বাগমৃতমাসাদ্য প্রত্যাচুরবিশঙ্কয়া ॥

তবৈষা বাল মহতী গোপানাং চিত্তবন্ধিনী । প্রীণয়ত্যেব নঃ সর্বান্ বুদ্ধির্বাঙ্ধিকরীগবাম্ ॥

ত্বং গতিস্বত্বং রতিশৈব ত্বং বেত্তা ত্বং পরায়ণম্ । ভয়েত্বভয়দস্বত্বং নস্তমেব সুহৃদাং সুহৃৎ ॥”

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিয়া ব্রজবাসী গোপগণ পরম হৃষ্ট হইলেন । তাঁহার বাক্যামৃত পান
করিয়া যেন তাঁহাদের সর্ববিধ ভয় দূরীভূত হইয়া গেল । তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—“হে
বালক ! তোমার এই মহতী বুদ্ধি গোপগণের হিতকারিণী এবং গোপগণের বুদ্ধিকারিণী ! তোমার এই
বুদ্ধি আমাদের সকলেরই মহাপ্রীতি বর্ধন করিতেছে । তুমিই আমাদের একমাত্র গতি, ব্রজবাসিগণের

একমাত্র তোমাতেই রতি, তুমিই আমাদের হিতাহিতবেত্তা ; তুমিই আমাদের ভয়কালে অভয়দাতা এবং তুমিই আমাদের পরম সুহৃৎ ।” নন্দাদি ব্রজবাসিগণ বিপুল উৎসাহে এবং নানাবিধ সম্ভারে গিরিরাজের অর্চনা আরম্ভ করিলে গিরিগণের শিরোরত্ন গোবর্ধন রত্নশিলাময়রূপে তাহাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীস্থিত সুমেরু, হিমাচলাদি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পর্বতরাজি নানা উপায়ন লইয়া গিরিরাজের আরাধনার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন ।

“গোবর্দ্ধনো রত্নশিলাময়োহভূৎ সুবর্ণশৃঙ্গৈঃ পরিতঃ স্ফুরন্তিঃ ।

মন্তালিভিনির্ঝরসুন্দরীভিঃ দরীভিরুচ্চাঙ্গকরীষ রাজন্ ॥

তদৈব শৈলাঃ কিল মুত্তিমন্ত সোপায়না মেরুহিমাচলাদ্যাঃ ।

নেমুগিরিং মঙ্গলপাণয়ন্তং গোবর্দ্ধনং রূপধরং গিরীন্দ্রাঃ ॥” (গর্গসংহিতা)

“গর্গ, ভাগুরী প্রভৃতি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যখন গিরিরাজ গোবর্ধনের অর্চনা আরম্ভ করিলেন, তখন গোবর্ধন-পর্বত অসংখ্য সুবর্ণশৃঙ্গে রত্নশিলাময়রূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন ! নিবিড় পুষ্পিত বৃক্ষলতার মতভূঙ্গকুল গুঞ্জার করিতেছিল, রমণীয় নিঝর, গুহা ইত্যাদিতে গিরিরাজ পরিশোভিত হইতেছিলেন । সে সময়ে সুমেরু, হিমাচল প্রভৃতি পর্বতরাজি মুতিমান হইয়া নানাবিধ উপহার সহ গোবর্ধন-নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সকলেই ভক্তিভরে গিরিরাজ গোবর্ধনকে প্রণাম করিতে লাগিলেন ।”

অপর একটি বিশেষ চাতুরী অবলম্বনে শ্রীভগবান্ বিশেষভাবে গিরিরাজের প্রভাব এবং আরাধনার শ্রেষ্ঠতা সকলের মন ও নয়নের গোচরীভূত করিয়া দিয়াছিলেন । নন্দাদি গোপগণ যখন ভক্তিভরে গোবর্ধনে পুষ্পাজলি-প্রদান এবং তুরি তুরি নৈবেদ্য সমর্পণ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পর্বতোপরি এক সুবৃহৎ ও পরমাত্মত মনোহর মূর্তি ধারণ করত বলিলেন— “হে নন্দাদি গোপগণ ! আমিই গোবর্ধন, তোমাদের পূজায় ও ভক্তিভাবে প্রসন্ন হইয়া আবির্ভূত হইলাম ।” এই কথা বলিয়া তিনি গোপগণের সমর্পিত নৈবেদ্য-স্তুপ অপূর্ব পরিপাটীর সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন ।

“কৃষ্ণোহপি সাক্ষান্দ্রজশৈলমধ্যাৎ, ধৃতাতিদীর্ঘং কিল চান্যরূপম্ ।

‘শৈলোহস্মি’ লোকানিতি ভাষয়ন্ সন্, জঘাস সর্বং কৃতম্নকুটম্ ॥

গোপাশ্চ গোপীগণবৃন্দমুখ্যা, উচুঃ স্বয়ং বীক্ষ্য গিরেঃ প্রভাবম্ ।

দাতুঃ বরং তন্ন সমুদ্যতং তং, সুবিস্মিতা হর্ষিতমানসাস্তে ॥

জ্ঞাতোহসি গোপৈর্গিরিরাজদেবঃ, প্রদর্শিতো নন্দসুতেন সাক্ষাৎ ।

নো গোধনং বা কিল বন্ধুবর্গো, বুদ্ধিং সমায়াতু দিনে দিনে কে ॥

তথাস্ত চোক্কা গিরিরাজরাজো, গোবর্দ্ধনো দিব্য-বপুর্দধানঃ ।

কিরীটকেয়ুরমনোহরাসঃ, ক্ষণেন তদ্রান্তরধীয়তারাৎ ॥” (গর্গসংহিতা)

“গোপরাজ নন্দ ও ব্রজবাসিগণ যে সময়ে গোবর্ধন-পর্বতের পূজায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অতি দীর্ঘমূর্তি ধারণ করত গোবর্ধনপর্বত হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং গোপগণকে আহ্বান করিয়া ‘আমিই গোবর্ধন’ এই কথা বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদির স্তুপ ভোজন করিতে লাগিলেন। গোপ-গোপীগণ গোবর্ধনের এই মহাপ্রভাব দর্শনে এবং তাঁহাকে বর-প্রদানে সমুৎসুক জানিয়া আনন্দিত ও সুবিস্মিত হইয়া বলিলেন—‘হে গিরিরাজ ! আমরা নন্দনন্দনের প্রসাদেই আপনার এই দিব্যমূর্তি দর্শন করিতে পারিলাম। আপনার কৃপায় যেন আমাদের গোধন ও বন্ধুবর্গ দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।’ গোপগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিরীট-কেয়ুরাদি পরিশোভিত দিব্য কলেবরধারী গিরিরাজ ‘তথাস্তু’ বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন।”

ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমণ্ডলের অন্য স্থানের এত প্রভাব বা মহিমা স্বয়ং ব্যক্ত করেন নাই। অতঃপর ইন্দ্রপূজা বন্ধ হইলে ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রজভূমি ধ্বংস করিবার মানসে প্রলয়কালীন মেঘের বর্ষণ আরম্ভ করিলেন, তখনও শ্রীভগবান্ ব্রজরক্ষার জন্য গিরিরাজকেই ধারণ করিলেন।

কালিন্দী সূর্যতনয়া, মেঘগুলি সূর্যের আজাবহ ; যেহেতু গ্রীষ্মকালে সূর্যই স্বীয়তাপে রসশোষণ করিয়া বর্ষাকালে তাহা মেঘদ্বারা বর্ষণ করিয়া থাকেন। সুতরাং সূর্যতনয়ার আরাধনা করিলে মেঘ আর কোন বিঘ্নই করিতেন না। অনায়াসে বাড়-রুষ্টি কৃত উৎপাতের অবসান হইতে পারিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসসাধ্য এবং ফলপ্রসূ যমুনার আরাধনা না করিয়া গিরিরাজের মহিমা প্রকাশের জন্য তাঁহাকেই শ্রীহস্তে সপ্ত দিবারাত্র ধারণ করিলেন !

আবার নন্দীশ্বর-গিরি ব্রজবাসিগণের একমাত্র আশ্রয় এবং স্বাভীষ্ট-প্রদাতা। শ্রীকৃষ্ণও নন্দীশ্বরেই বসবাস করিতেছেন, সুতরাং ইন্দ্রযোগের পরিবর্তে নন্দীশ্বরের আরাধনা এবং ইন্দ্রের অত্যাচারে নন্দীশ্বর-গিরি ধারণই সর্বতোভাবেই সমীচীন এবং অনায়াস-সাধ্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সব ছাড়িয়া গিরিরাজ-গোবর্ধনের আরাধনারই প্রবর্তন করিলেন এবং ব্রজরক্ষায় তাঁহারই সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সর্বাধিক মহত্ত্ব স্থাপন করিলেন ! শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘কোন্ ব্যক্তি সেই পর্বতরাজের আশ্রয় গ্রহণ না করিবেন ?’

“কালিন্দী, গিরিগণ, ব্রজতীর্থগণে।

নন্দীশ্বরে ত্যাগ করি ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥

বৃন্দাবন-রক্ষা লাগি গিরিগোবর্দ্ধনে।

অর্দ্ধনায় সম্মানিল শ্রীনন্দনন্দনে ॥

পর্বতের শিরোমণি সেই গিরিরাজে।

কেবা না আশ্রয় করে ত্রিভুবন-মাঝে ? ১০ ॥”

তস্মিন্ বাসদমশ্চ রম্যদশকং গোবর্দ্ধনশ্চ যৎ
প্রাদুর্ভূতমিদং যদীয়কৃপয়া জীর্ণাক্রবত্তাদপি ।
তাশ্চাত্তদগুণবৃদ্ধ-বন্ধুরথানেজীবাভূতরূপশ্চ ত-
তোষায়াপি অলং ভবত্বিতি ফলং পঞ্চং ময়া মৃগ্যতে ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । যাঁহার অনুগ্রহে মাদৃশ জীর্ণাক্রবাক্তির বদন হইতেও গোবর্ধন-বাসপ্রদ এই রমণীয় গোবর্ধনাশ্রয়দশকের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সেই উৎকৃষ্ট গুণসমূহের রম্যখনি মদীয় জীবাভূত-স্বরূপ শ্রীগোবর্ধনের অথবা আমার জীবাভূত-স্বরূপ অখিল গুণের খনি শ্রীরূপগোস্বামীর সন্তোষার্থ এই দশক সমর্থ হউক, আমি ইহার এইরূপ পরিপক্ক ফল কামনা করি ॥ ১১ ॥

টীকা । ‘হরৌ রুণ্ডে গুরুস্তাতা গুরৌ রুণ্ডে ন কশ্চন । তচ্চমাৎ সর্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েদি’তি । শ্রীগুরুপ্রীত্যেব সর্বং ভবেদिति স্বকৃত গোবর্দ্ধনস্তোত্রেণ গুরুঃ প্রসাদিত্বিতি প্রার্থয়তে । তস্মিন্মিতি । যদীয় কৃপয়া গোবর্দ্ধনস্য রম্যং দশকং জীর্ণাক্রবত্তাদপি প্রাদুর্ভূতং তস্য জীবাভূতরূপস্য তদ্রম্যদশকং তোষায় অলং সমর্থং ভবত্বিত্যেতদ্রূপং পঞ্চং ফলং ময়া মৃগ্যতে অন্বিষ্যতে ইত্যন্বয়ঃ । ততোষণেনৈতদ্রম্যদশকং সফলং ভবেদिति ভাবঃ । তস্মিন্ গোবর্দ্ধনে বাসং দদাতীতি তৎ জীর্ণঞ্চ তদক্রমম্নং ভূমিশ্চেতি তদ্রূপং বক্তৃম্ অত্র বক্তৃস্যাক্রহারোপণেন কৃপয়েতান্নামৃত-বৃষ্টিহারোপঃ ফলান্বেষণেন দশকে ব্রহ্মহারোপ ইতি পরস্পরিতরূপকালঙ্কারোহত্র ধ্বনিঃ । জীবাভূতশাসৌ রূপস্তন্যামা গোস্বামী চেতি তস্য । কিন্তু তস্য উদ্যদুদয়ং প্রাপ্নুবদ্যদগুরুবদ্যং গুণসমূহস্তস্য বন্ধুরথনেঃ রম্যাকরস্তস্যঃ । ‘বন্ধুরং মুকুটে পুংসি স্ত্রীলিঙ্গং তৈল কল্কয়োঃ । বন্ধুরে বধিরে হংসে ত্রিষু স্যাद्रম্য-নম্নয়োরিতি’ মেদিনী । তোষায়াপি অলং ভবত্বিত্যেব পাঠঃ । কচিল্লেক্ষকপ্রমাদাৎ তোষায়াপি ত্বলমিতি পাঠঃ । তত্রাপীত্যস্য গুরুত্বে ছন্দোভঙ্গাপত্তিঃ স্যাৎ । ননু তোষায়াপি অলমিতি পাঠেপি বিসন্ধিদোষাপত্তিঃ স্যাदिति ন বাচ্যং স্বেচ্ছাত্ব-সক্ৰৎ সন্ধ্যকরণে তদোষাবকাশত্বাদिति সর্বমনবদ্যম্ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীগোবর্দ্ধনাশ্রয়দশক-বিবৃতিঃ ॥ ৫ ॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে গোবর্ধনাশ্রয়দশকের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিতেছেন । প্রথমতঃ শ্লোকের স্বপ্রকাশতালঙ্কণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ‘মাদৃশ জীর্ণাক্র অর্থাৎ জরা-তুর এবং অজান ব্যক্তির বদন হইতেও এই স্বপ্রকাশ পরম রমণীয় গোবর্ধনাশ্রয়দশকের আবির্ভাব হইয়াছে ।’ শ্রীরূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিन्द्रিয়ে ।

সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব ক্ষুরত্যাগঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১২।২৩৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের (উপলক্ষণে মহাভক্তগণেরও) নাম, গুণ, লীলাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে । জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় নামাদির সেবায় নিযুক্ত হইলে স্বপ্রকাশ নাম, গুণাদি স্বয়ংই জিহ্বাদিতে স্ফুটিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । শ্রীমদ্ভাগবতে ভরতের মৃগদেহে নামকীর্তন এবং গজেন্দ্রের হস্তীদেহে শ্রীভগবানের স্তুতির কথা জানা যায় । অর্থাৎ পশুর জিহ্বায় কখনই হরিনাম বা হরিগুণ উচ্চারণ সম্ভবপর হইতে পারে না । কিন্তু স্বপ্রকাশ নাম-গুণাদি তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ভরতের হরিণদেহের জিহ্বায় এবং গজেন্দ্রের হস্তী-জিহ্বায় স্বয়ং সমুদিত হইয়াছেন ।

প্রশ্ন হইতে পারে—‘শ্রীপাদ ! সেবোন্মুখ ভক্তের জিহ্বাতেই শ্রীভগবান্ ও ভক্তের নাম-গুণাদির প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে আপনি নিজেকে ‘জীর্ণাক্ষ’ বলিতেছেন কেন ?’ তদুত্তরে দৈন্যের খনি শ্রীপাদ বলিলেন—‘যদীয় কৃপয়া’ ‘ইহা একমাত্র শ্রীগিরিরাজের কৃপাতেই সম্ভবপর হইয়াছে । নিখিল অযোগ্যতার নিরসনকারিণী শ্রীভগবান্ ও ভক্তের কৃপা । কারুণ্যাদি অশেষ গুণরত্নের খনি শ্রীল গিরিরাজ আমার অযোগ্যতাди কোন দোষেরই বিচার না করিয়া মাদৃশ জীর্ণাক্ষ ব্যক্তির মুখ হইতেও এই রমণীয় স্তোত্রের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়াছেন । বিশেষতঃ শ্রীল গিরিরাজ এই জীবাধমের জীবাভূষরূপ । তাঁহার কৃপা ব্যতীত মাদৃশ জীবের কোনই গতি নাই । তাঁহার করুণায় স্ফুরিত এই দশক সেই গিরিরাজের সন্তোষার্থ সমর্থ হউক, অর্থাৎ ইহার শ্রবণ, কীর্তনকারীর প্রতি গিরিরাজ পরম প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আশ্রয়দানে ও প্রেম-দানে ধন্য করুন—আমি এই দশকের এই সুপরিপক্ক ফলই কামনা করি ।’

বর্ণনার পারিপাট্যে শ্রীপাদ তাঁহার পরমাতীত শ্রীগুরু এবং তাঁহার জীবাভূষরূপ অখিল গুণ-খনি শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের কৃপাতেই যে তাঁহার ন্যায় জীর্ণাক্ষ ব্যক্তির মুখ হইতেও এই স্তবের আবির্ভাব হইয়াছে—তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন ! শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের প্রতি শ্রীপাদের অতুলনীয় ভক্তি-প্রদ্বার পরাকর্ষী তাঁহার বর্ণনার নানা স্থানে দৃষ্ট হয় । শ্রীমুক্তাচরিতের শেষে লিখিয়াছেন—

“আদদানস্তুগং দত্তৈরিদং মাচে পুনঃ পুনঃ ।

শ্রীমদ্রূপদামোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি ॥”

অর্থাৎ “দত্তে ত্বং ধারণপূর্বক আমি পুনঃ পুনঃ এই প্রার্থনা করি, যেন জন্মে জন্মে শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের চরণাবিন্দের ধূলি হইতে পারি ।” বিশাখানন্দদস্তোত্রের শেষে লিখিয়াছেন—

“শ্রীমদ্রূপদামোজ-ধূলীমাত্রৈক-সেবিনী ।

কেনচিদুগ্রথিতা পদ্যৈর্মালাস্ত্রেয়া তদাশ্রয়েঃ ॥”

“শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের পাদপদ্ম-ধূলির একমাত্র সেবনকারি মাদৃশ ব্যক্তি পদ্যদ্বারা এই মালা গুচ্ছন করিয়াছে, শ্রীরূপের অনুগত শ্রীযুগল-উপাসকগণ ইহাকে আশ্রয় করুন ॥” জীবাভূষরূপেও বার বার উল্লেখ দেখা যায়—

“শূন্যায়তে মহাগোষ্ঠং গিরিন্দ্রোহজগরায়তে ।

ব্যাস্রতুঙায়তে কুণ্ডং জীবাতুরহিতস্য মে ॥” (প্রার্থনাশ্রয়-চতুর্দশকম্-১১)

“আমার জীবাতু অর্থাৎ জীবনধারণের উপায়-স্বরূপ শ্রীরূপগোস্বামীর বিরহে সমগ্র গোষ্ঠভূমি আমার নিকট শূন্য শূন্য প্রতিভাত হইতেছে । শ্রীগোবর্ধন অজগরের ন্যায় ও শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাস্রের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া আমায় যেন গ্রাস করিতে আসিতেছে ।”

“অপূর্ব্বপ্রেমাবেধঃ পরিমলপয়ঃ ফেননিবহৈঃ, সদা যো জীবাতুর্যমিহ কৃপয়া সিঞ্চদতুলম্ ।

ইদানীং দুর্দ্দৈবাৎ প্রতিপদবিপদাবলিতো, নিরালম্বঃ সোহয়ং কমিহ তমুতে যাতু শরণম্ ॥”(ঐ-১০)

অর্থাৎ “আমার জীবাতু যে শ্রীরূপগোস্বামী প্রেমপাথারের সুরভি-সলিলের ফেনসমূহদ্বারা আমায় যথেষ্টরূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন, সম্প্রতি দুর্দ্দৈববশতঃ ক্ষণে ক্ষণে বিপদ্রূপ দাবানলে সন্তপ্ত আশ্রয়হীন আমি ; তিনি ভিন্ন আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব ?” ইত্যাদি ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—এই গোবর্ধনাশ্রয়দশক অখিল গুণের খনি সেই শ্রীরূপের সন্তোষার্থ হউক, এই স্তোত্রের ইহাই সুপরিপক্ক ফল ।

“যাঁর কৃপায় জীর্ণাক্র মোর মুখ হৈতে ।

গোবর্ধনাশ্রয়-দশক হৈয়াছে প্রাদুর্ভূতে ॥

সেই গুণখনি গিরির সন্তোষ-বিধান ।

হউক ইহাতে মোর এই ত মনস্কাম ॥

কিন্মা শিক্ষাগুরু যিনি শ্রীরূপ-গোস্বামী ।

তাঁর সন্তোষ-বিধানার্থ অভীজন আমি ॥

গোবর্ধনাশ্রয়-দশক দিব্যকল্পতরু ।

তাঁর করে সমর্পিণু বাঞ্ছাকল্পতরু ॥

মুই দীন জরা-অন্ধ এই ত্রিজগতে ।

মো হেন অধমে যদি সিঞ্চে কৃপামুতে ॥

তবে এই দিব্যদশক-কল্পতরু-ডালে ।

অচিরায় মোর ভাগ্যে প্রেমফল ফলে ॥

তাহাতে সন্তুষ্ট হবে শ্রীরূপ-গোসাঁই ।

ইহা হৈতে অধিক লাভ মোর কিছু নাই ॥” ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোবর্ধনাশ্রয়দশকের শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকম্

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপাদপদ্মভ্যো নমঃ

নিজপতিভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্ৰতিহতমদধৃষ্টোদ্ধগদোবজ্জগব্ব ।
অতুলপৃথুলশৈলশ্রেণিভূপ প্ৰিয়ং মে
নিজনিকট নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । হে শ্রীগোবর্ধন ! তুমি স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডে ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া
জ্যোতিমান-মত্ত ও উদ্ধত ইন্দ্রের গর্ব চূর্ণ করিয়াছ এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গিরিবর্ণের অধিপতিরূপে বিরাজ
করিতেছ; তুমি আমার—সাতিশয় প্রিয় তোমার নিকটে নিবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ১ ॥

টীকা । গোবর্দ্ধনস্য সর্বেষাং কৰ্ষং নিরূপ্য তন্নিবাসং সৈব সৰ্বেষ্টসিদ্ধি-ভবেদিতি তন্নি-
কটবাসং প্রার্থয়তে নিজ পতীতাদিনা পদা-দশকেন । হে গোবর্দ্ধন ত্বং মে মম প্রিয়ং নিজনিকট-
নিবাসম্ অন্যান্যমাৎ কস্মাদপি তীৰ্থান্তরান্মম মন আকৃষ্য নিকটস্থিতিং মে মহ্যং দেহীত্যন্বয়ঃ । কাকাকি-
ন্যায়েন মে ইত্যস্যা প্রিয়মিত্যনেন দেহীত্যানেন চ সম্বন্ধঃ । নব্বল্লান্যে বহবঃ পৰ্বতাঃ সন্তি তন্নিবাস-
মুন্মুচ্য কথং মন্নিবাসং প্রার্থয়তে তন্নাহ অতুলেত্যাদি । হে অতুল-পৃথুলশৈলশ্রেণিভূপ অতুলা অনু-
পমা অথচ পৃথুলা পুষ্টা বা শৈলশ্রেণিঃ পৰ্বতসমূহস্তস্যা ভূপো রাজা হে তথাবিধ সৰ্ব্বাভীষ্টপ্রদ চক্রবর্তি-
সমীপং তাক্ৰুত্বা কৃপণ মণ্ডলেশ্বর-সমীপাবস্থিত্যলমিতি ভাবঃ । ননু জাতং ব্রজবাসাকাঙ্ক্ষী ত্বং তদ্বজ্র
কুত্রাপি ব্রজসৌকদশে নিবাসং ক্রিয়তাং কিমেতৎ প্রার্থনয়েতি চেত্তন্নাহ নিজেত্যাদি । নিজস্য স্বস্য
পতিঃ প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য ভুজদণ্ডে ছত্রভাবং ছত্রত্বং প্রপদ্য প্রাপ্য প্রতিহতো নাশিতো মদেন গাৰ্বেণ ধৃষ্টঃ
প্রগল্ভেতাইথ চ উদ্ধত উদ্ধতো যো দেবেন্দ্রো মরুত্বান তস্য গৰ্বেষাং হহঙ্কারো যেন হে এবভূত মত্তত্বপূজাত্যাধি-
কেতি ন্যায়েন প্রভোভক্তনিকটস্থত্বেনৈব কৃপাতিশয়ো ভবেদिति ভাবঃ । যত্র বাজকপদোপাদানেন ব্যক্তি-
চারী বোধয়িত্বং ন শক্যতে তত্র ব্যক্তিচারিণঃ শব্দোপাত্ত্বেন ন দোষ ইতি মদগৰ্ব্বয়োৰ্ব্যক্তিচারিণোঃ শব্দ-
ব্যাচ্যেহপি ন রসদোষঃ ॥ ১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ এই শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনা-
দশকে শ্রীগিরিরাজের মহামহিমায় সাতিশয় প্রনুশ্চিহ্নিত হইয়া শ্রীগিরিরাজের যৎকিঞ্চিৎ গুণগানপূর্বক তাঁহার
অতিশ্রিয় গিরিরাজের তটে বসবাসের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন । প্রথমতঃ বলিতেছেন—‘নিজ-
পতি-ভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য’ হে গোবর্ধন ! তুমি নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ডে ছত্রভাব প্রাপ্ত হইয়া

সপ্ত অহোরাত্র একভাবে বিরাজমান করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছে ।’ এইপ্রকার অনন্যসাধারণ সৌভাগ্য একমাত্র গিরিরাজই প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরক্ষার্থে সহসা গিরিরাজকে উৎপাটন করিয়া বালক যেমন অনায়াসে ছত্র ধারণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে ধারণ করিলেন । শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—“দধার লীলয়া কৃষ্ণছত্রাকমিব বালকঃ” (ভাঃ ১০।২৫।১৯) গিরিরাজরূপ ছত্রের শ্রীকৃষ্ণের বামবাহুই যেন দণ্ডের ন্যায় শোভিত হইল এবং ব্রজবাসিগণ সেই অদ্ভুত ছত্রের নিম্নে স্থান লাভ করিয়া যেন ত্রৈলোক্য-দুর্লভ সম্পদ প্রকাশ করিলেন ! শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“বিলসতিমণিদণ্ডশ্রীমুকুন্দস্য বাহুস্তদুপরি পরিতোহপি ছত্রতুল্যো গিরীন্দ্রঃ ।

প্রতিদিশমিহ মুক্তাদামবদ্বারিধারা ব্রজসদনজনানাং প্রত্যুতাত্ত্বিত্বভূতিঃ ॥” (গোপালচম্পূঃ)

“শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-নিম্নস্থ গর্তাকার ভূভাগে ব্রজবাসিগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বামহস্ত উত্তোলন পূর্বক তাহাতে গোবর্ধন-পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাতে মনে হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের উর্ধ্বলম্বিত বামবাহু নীলমণিদণ্ড, তদুপরি সংন্যস্ত গোবর্ধন-পর্বত বিশাল প্রসারিত ছত্র এবং গোবর্ধন-শিখরোপরি নিপতিত বারিধারা গোবর্ধন-পর্বতের চারিদিক হইতে অবিরত বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইতেছিল, দেখিয়া মনে হয় যেন ছত্রের চারিদিকে লম্বিতভাবে সুবিন্যস্ত মুক্তার মালা ! ব্রজবাসিগণ এই প্রকার অত্যদ্ভুত গোবর্ধনরূপ ছত্রতলে অবস্থান করত যেন তাঁহাদের ত্রিভুবন-দুর্লভ বিভূতিই প্রকাশ করিতে লাগিলেন !

ইন্দ্র ঐশ্বর্যমদে অতিশয় মত্ত এবং উদ্ধত । সহস্রনয়ন থাকিলেও এইজন্যই তিনি অন্ধ । শ্রীকৃষ্ণের অসুর-মারণাদি বিবিধ অচিন্ত্য ঐশ্বর্যময় লীলা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণ যখন ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করত গোবর্ধন-মাগের প্রবর্তন করিলেন, তখন তিনি ব্রজধ্বংসের সংকল্প গ্রহণ করিয়া প্রলয়কালীন সম্বর্তকাদি মেঘগণকে নিযুক্ত করিলেন । শ্রীমৎজীবগোস্বামিপাদ শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থে (পূর্ব চম্পূ ১৮শ পুরণে) ইন্দ্রের ঐশ্বর্যমদ ও উদ্ধত্যের কথা বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছেন । তাহার মর্মার্থ এইরূপ যে, ক্রমাগত বিপুল ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পর ব্রজের সব প্রলয়প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ করিয়া সঠিক সংবাদ জানার জন্য ইন্দ্র বায়বীয় শত সংখ্যক দূত প্রেরণ করিলেন । দূতগণ ফিরিয়া আসিয়া বলিল—
‘মহারাজ ! সেখানে এখনো প্রলয় হয় নাই ।’

তৎপরে ইন্দ্র মেঘগণকে অধিকতর জলধারা বর্ষণ করিবার আদেশ দিয়া ব্রজমণ্ডলকে ভাসাইয়া দেওয়ার প্রযত্ন করিলেন এবং ভাবিলেন এতক্ষণ এই বিশাল জলপ্রবাহে নিশ্চয়ই ব্রজমণ্ডল ভাসিয়া গিয়াছে । এই ধারণায় তিনি মেঘগণকে দূতরূপে সঠিক সংবাদ জানার জন্য প্রেরণ করিলেন । তাহারাও শীঘ্র আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই ।

তৎপরে ইন্দ্র আশ্চর্যান্বিত হইয়া স্বয়ং ঐরাবতে আরোহণ করত মহাক্রোধে ঐরাবতকে অঙ্কুরের আঘাত করিলেন এবং শীঘ্র ব্রজের আকাশে আসিয়া বার বার ব্রজকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রাঘ্নি

নিষ্কপ করিতে লাগিলেন। শেষে বিদ্যাৎকে দূতরূপে সংবাদ জানিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। বিদ্যাৎ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, ‘হে দেবরাজ ! একটি আশ্চর্য-সংবাদ শ্রবণ করুন, অন্নকুট-ভোজনে গোবর্ধন-পর্বতের অশেষ পরাক্রম বধিত হইয়াছে, কেননা সে ভূতল হইতে বহু উর্ধ্ব অবস্থান করিতেছে।

ইন্দ্র পুনরায় বিদ্যাৎকে দূতরূপে প্রেরণ করিয়া বলিলেন—‘যাও, ভালরূপে জানিয়া আইস, গোবর্ধন কেন এত উচ্চে উঠিয়াছে এবং শোকাকুল ব্রজবাসিগণ পুন্নাদি আত্মীয়গণ সহ কোথায় চলিয়া গিয়াছে ! ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া বিদ্যাৎ পুনরায় ব্রজে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া ইন্দ্রকে সংবাদ দিল যে, ‘হে দেবরাজ ! আমাদের মনে হয় বৈদ্যাতনলে দগ্ধ হইয়া ব্রজবাসী সব ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, কারণ ব্রজমণ্ডলে কোথায় কাহাকেও দেখা যাইতেছে না।’ তৎশ্রবণে ইন্দ্র আনন্দিত হইয়া ‘তোমরা দীর্ঘানু হও’ বলিয়া তাহাদের আশীর্বাদ করিলেন এবং পুনরায় ভালরূপে সব দেখিয়া আসিতে বলিলেন। তাহার পুনরায় ব্রজে আসিয়া ভালরূপে সব নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া গিয়া বলিল, ‘হে ত্রিদিবেশ্বর ! ব্রজবাসী কেহই বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই, পরন্তু গিরিরাজের নিশ্নদেশবর্তি গর্তে প্রবিষ্ট হইয়া সকলেই আনন্দ-কোলাহল করিতেছে এবং বলানুজ শ্রীকৃষ্ণ হস্তে গোবর্ধন ধারণ করিয়াছেন এইরূপ প্রতীত হইতেছে।’

তৎশ্রবণে ইন্দ্র বলিলেন—‘ওহো, এতক্ষণে বুঝিলাম। পূর্বে আমি পর্বতের পক্ষছেদন করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই গোবর্ধনের পুনরায় সেই পক্ষ গজাইয়াছে এইজন্যই সে ব্রজবাসিদের আশ্রয় দিয়া তাহাদের পক্ষপাতিত্ব করিতেছে। আচ্ছা বেশ, আমি পুনরায় ইহার সংহারার্থ প্রবল বজ্রাঘ্নি নিষ্কপ করিতেছি, যাহাতে গোবর্ধনের নিপাতনে তাহার তলদেশে অবস্থিত ব্রজবাসী সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়।’

এইরূপ বলিয়া ইন্দ্র তদ্রূপ বজ্রাঘ্নি নিষ্কপ করিলেন এবং দূতদ্বারা জানিতে পারিলেন তাহাতেও কিছুমাত্র ফল হয় নাই। তখন ইন্দ্র কুপিত হইয়া দূতকে বলিলেন—‘তোমরা ভালভাবে জানিয়া আইস যে, সেখানে কি হইতেছে, যাহাতে আমার বজ্রাঘ্নি বার বার এইভাবে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে ?’

দূতগণ ভালভাবে সব নিরীক্ষণ করিয়া সংবাদ দিল যে—‘হে দেবরাজ ! আপনার বজ্রাঘ্নিতে গিরিগোবর্ধনের উপরের বৃক্ষের দুই তিনটি পাতাও ঝরিয়া পড়ে নাই এবং পর্বতোপরি যেসব পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতেছে, তাহাদের একটিও মরিয়া যায় নাই। সুতরাং পর্বতনিম্নে সুরক্ষিত এবং আনন্দ-তরঙ্গে ভাসমান ব্রজবাসিদের কি হইতে পারে ?’ তবুও ইন্দ্র পাষণ-বিদারক বজ্র গিরিরাজের উপর পুনঃ পুনঃ নিষ্কপ করিয়াও সবই ব্যর্থ জানিয়া বিস্মিত হইলেন এবং লজ্জিত ও ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমার কথা স্মরণ করিলেন। ‡

এতদ্বারা ইন্দ্রের ঐশ্বর্যমদে মত্ততা এবং ঔদ্ধত্যের প্রাবল্য জানা যায় এবং শ্রীগিরিরাজের মহিমার নিকট উহা কিভাবে প্রতিহত হইয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। শ্রীপাদ বলিতেছেন—“অতুল-

প্রমদমদনলীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
 রচয়তি নবযুনোদ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্ ।
 ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তদ্ব্যায়ামে
 নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ । হে শ্রীগোবর্ধন ! শ্রীযুগল-কিশোর তোমার প্রতি কন্দরে কন্দরে মহাউল্লাসনাময় মদনলীলা বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই লীলাময় শ্রীযুগলের দর্শনের নিমিত্ত আমি সাতিশয় অধীর হইয়া পড়িয়াছি ; অতএব তুমি আমায় তোমার নিকটে নিবাস প্রদান কর ॥ ২ ॥

টীকা । ননু ত্বং প্রার্থনা তাবদঙ্গীকৃতা উদ্রং দ্বিবি দিনং বাসঃ ক্রিয়তাং নিবাসমিত্যেনৈ সার্বকালিকোবাসঃ কিমিতি প্রার্থতে ইতি চেতন্যাহ প্রমদেত্যাদি । হে গোবর্দ্ধন নবযুনোদ্বন্দ্বং রাধাকৃষ্ণ-যুগলং তে তব কন্দরে কন্দরে প্রতিগৃহং অমন্দমতিশয়ং যথাস্যাত্থা প্রমদমদনলীলাঃ রচয়তি কুরোতি নিরন্তরং তৎকলনায় নিবাসঃ প্রার্থ্যত ইতি ভাবঃ । প্রমদয়তি উন্মত্তয়তি যো মদনস্তেন যা লীলাঃ ক্রীড়া স্তাঃ । ইতি হেতোস্তৎ দ্বয়োস্তন্ববযুনোঃ কলনার্থং দর্শনপ্রাপণায় লগ্নকো মধ্যস্থঃ সন্ ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ । যদ্বা তদিত্যব্যয়ং ষষ্ঠী বহুবচনান্তং দ্বয়োস্তৎ কলনার্থং তা লীলা দর্শয়িতুমিতি যাবৎ ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের বিস্তৃক্তসত্ত্বভাবিত চিত্তে হরিদাসবর্ষ শ্রীগিরি-রাজের নানাবিধ মহিমার অভিব্যক্তি হইতেছে । শ্রীভগবানের শ্রীমুখবাণী—“মত্তস্তপূজাভ্যাদিকা” “আমার পৃথুলশৈলশ্রেণিতূপ প্রিয়ং মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্” “হে গিরিপতে । হিমাচল, সুমেরু প্রভৃতি মহাগিরিগণের তুমি অধিরাজ, তোমার তটনিবাস আমার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তোমার নিকটে বসবাস করিতে আমি সর্বদাই লোলুপ । কিন্তু কৃপা করিয়া শ্রীধাম আশ্রয় না দিলে স্বচেষ্টায় কেহই ধামে বাস করিতে পারেন না । তাই প্রার্থনা, কৃপা করিয়া তুমি স্বীয় তটে নিবাস প্রদানে আমায় ধন্য কর ।”

“ওহে গোবর্দ্ধন ! তুমি এই অকিঞ্চনে ।

মোর অতিশয় প্রিয় তব সন্নিধানে ॥

বাস দান করি মোরে কৃতার্থ করহ ।

অতুল মহিমা তব আমারে দেখাহ ॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তরূপ দণ্ড-অগ্রভাগে ।

বিরাজিত হয়ে তুমি যেন ছত্রস্তাবে ॥

মদমত্ত উদ্ধত যে শচীপতি ইন্দ্র ।

তার গর্ব খর্ব কৈলে মহিমা প্রচণ্ড ॥

গিরিবররাজ তুমি এবড় মহিমা ।

আত্মসাৎ কর মোরে করিয়া করুণা ॥” ১ ॥

ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়” এই অতিপ্রায়ে শ্রীপাদ স্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য ভক্তশিরোমণি শ্রীল গিরিরাজের স্তবে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সান্নিধ্যে বসবাস কামনা করিতেছেন।

শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন—‘ওহে রঘুনাথ ! তুমি যখন এত আকৃতির সহিত আমার নিকটে বসবাসের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ, তখন দুই চারিদিন বসবাস করিলেই তো তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে, চিরকাল বসবাসের প্রয়োজন কি ? এই ব্রজমণ্ডলে “দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে” (পদ্মপুরাণ) একদিন নিবাস করিলেই হরিভক্তি লাভ করা যায়, এইরূপ শাস্ত্রবাক্য আছে। সুতরাং দুই চারিদিন বাস করিলেই তুমি ধন্য বা কৃতার্থ হইতে পারিবে।’

তদুত্তরে বলিলেন—‘হে গিরিরাজ ! আমি কেবল ভক্তিলাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্যই ব্যগ্র নহি, আমার আরও কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে ; তাহা তোমার শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিতেছি। তোমার কন্দরে কন্দরে আমার শ্যাম-স্বামিনীর মহাউল্লাদনাময় মদনলীলা নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।’ মহাজন বলিলেন—‘সাধু সাবধান ! প্রাকৃত মদন নয়, “বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন-মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন ॥ পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম। সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্থন-মদন ॥” (চৈঃ চঃ)। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে (৩) ‘কামাবতারাকুরম্’ এই শব্দের টীকায় শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“প্রাকৃতাপ্রাকৃতকন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ। আগমাদৌ কাম-গায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ। কোটীমদনবিমোহনাশেষচিত্তাকর্ষক-সহজমধুরতর-লাবণ্যামৃতাপারাগ্বেন মহানুভাবচয়নানুভূয়মান-তত্ত্বন্যহাভাব-নিবহেন শ্রীমন্মদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজমানত্বাচ্।” (সারঙ্গরঙ্গদা টীকা) অর্থাৎ “শ্রীবৃন্দাবনের এই অভিনব কামদেবই প্রাকৃত অপ্রাকৃত সকল কামদেবের মূলস্বরূপ—নানা অবতার প্রাকটোর অবতারী। আগমাদি শাস্ত্রে কামগায়ত্রী কামবীজের দ্বারা ইহারই উপাসনা বিহিত হইয়াছে। ইনি কোটি মদনবিমোহন, অশেষ-চিত্তাকর্ষক এবং সহজ-মধুরতর লাবণ্যামৃতের অপার সমুদ্র, মহাভাব-নিবহেই ইহার মাধুর্যের অনুভব হয়। ইনি বৃন্দাবনে শ্রীমন্মদনগোপালরূপে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন।” ব্রজদেবীগণের প্রেমের সারাৎসার মহাভাবের দ্বারাই এই অপ্রাকৃত নবীনমদনের অনুভব হয় বলিয়া তাঁহাদের মহাভাবকেও শাস্ত্র ও মহাজনগণ ‘কাম’ আখ্যা দিয়া থাকেন।

“প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথম ॥

ইত্যুক্তবাদয়োহপ্যেতৎ বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-১।২।২৮৫, ৮৬)

“গোপরামাদের প্রেমই ‘কাম’ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই জন্যই ভগবৎপার্ষদ শ্রীউদ্ধবাদি মহামনীষিগণ এই কামসিন্দুর একবিন্দু পাইবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু পাইতে পারেন না।” শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গোড়ীয়বৈষ্ণবগণের এই সুদূর্লভ বস্তুই আরাধ্য বা সাধ্যতত্ত্ব হইয়াছে। শ্রীরূপ-রঘুনাথাদি গোড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণ তাহাই স্বয়ং আশ্বাদন করিয়া বিশ্বসাধকগণকে শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীগোবর্দ্ধনের রত্নময় কন্দর বা গুহা অতি নির্জন এবং যুগলবিলাসের উপযোগী বৃহৎপালক, মণিপ্রদীপ, মাল্য, চন্দন, তাহুলাদি বিলাসোপকরণে ভরপুর। তাই এইসব কন্দর যুগল-কিশোরের রহস্যময় বা মহাউন্মাদনাময় প্রেমবিলাসের উপযোগী স্থান। ব্রজমণ্ডলে যাহা আর কুত্রাপি নাই। শ্রীপাদ বলিতেছেন— হে গিরিরাজ ! তোমার সান্নিধ্যে চিরকাল বসবাস করিলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই সকল প্রেমলীলা দর্শনের বা অনুভবের সৌভাগ্য লাভ হইবে। তুমি জান, আমি শ্রীরাধিকার কিস্করী ; সেইসব লীলাবিলাস দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুগলের তাৎকালীন নিরুপম সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া আমি বিশেষভাবে ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চাই। তোমার সান্নিধ্যে বসবাস করিলে আমি দেখিতে পাইব আমার ঈশ্বরী তাঁহার প্রাণনাথের সঙ্গে নিবিড় মদন-সমরে শোভা পাইতেছেন।

“রতিরসে মাতল অতিশয় নাহ। অমিয়া-সরোবরে দুহু অবগাহ ॥

সহজে নিরঙ্কুশ নাগর-রাজ। তাহে মনমথ নূপ কৌতুক কাজ ॥

দূঢ় পরিবর্তনে ঘন সীতকার। অনুখন কিস্কিনী করয়ে ফুকার ॥

কর গহি রাখি ও যুগ চকেবা। দংশইতে সরসিজ বারব কেবা ॥

কহ হরিবল্লভ সহচরী-কুলে। দেখই নিভুতে উলাসহি ফুলে ॥”

কবে দেখিব, নিবিড় মদনলীলার অবসানে আমার ঈশ্বরী শ্রান্ত, ক্লান্ত, স্বেদাঙ্গ অঙ্গে মদনশয্যাগ্নি প্রাণনাথের অঙ্গে নিপতিতা আছেন।

“শ্রমজলকণদিগ্ধগ্নিগ্ধনিপ্পন্দমুত্তির্গলিতবসনভূষাকল্পজল্পপ্রজল্লা।

প্রিয়হাদি পতিতাস্ত্রী রাধিকা মীলিতাক্ষী স্থিরতড়িদিব নব্যাস্তোধরে সা ব্যারাজীৎ ॥”

(গোবিন্দলীলামৃতম্-১৫।২৩)

“শ্রীরাধা যুদ্ধশ্রমজন্য ঘর্মবিন্দুতে লিপ্তা, গ্নিগ্ধা, স্পন্দনবিহীনা, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে বসন, ভূষণ, বেশভূষা বিগলিত, গঙ্গদকর্থে জল্পনা করিতে করিতে তিনি প্রাণনাথের হৃদয়ে নিপতিত হইয়া নিমীলিত নেত্রে নবজলধরে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন।”

“রতি-রস-হরমে শ্যাম-হিমে শুতলি

শরদ-ইন্দু-মুখী বালা।

মরকত-মদনে কোই জনু পুজল

দেই নবকাঞ্চন-মালা ॥

শ্যাম-বয়ান পর বয়ান বিরাজই

উর পর কুচ-যুগ সাজে।

কনক-কুম্ভ জনু উলটি বৈসায়ল

মদন-মহোদধি-মাঝে ॥

জোড়ল তনু মন ভুজে ভুজে বন্ধন

অধরহি অধর মিশান ।

বেড়ল মৃণালে হেমনীলমণি জনু

বান্ধল যুগ একঠান ॥

অন সঞ্চে দামিনী দুকূলে দুকূলে জনু

দুহ জন এক পটবাস ।

চরণ বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ

মধুকর গোবিন্দদাস ॥”

‘হে শ্রীগিরিরাজ ! তোমার তটে নিবাস প্রাপ্ত হইলে আমি আমার ঈশ্বর-ঈশ্বরীকে তোমার স্তায় এইভাবে বিলসিত দেখিতে পাইব । তখন আমার সেবার অবসর আসিবে । মধুর বীজনের দ্বারা তাঁহাদের ঘর্মান্ববিলুপ্ত করিব । সুবাসিত নীরে মুখকমলহস্তাদি স্বর্ণডাবরে প্রক্ষালন করাইব । শ্রীবদনে সুবাসিত ও সরস তাহুল অর্পণ করিব । শ্রীচরণে বিগলিত নূপুর-কঙ্কণাদি পরাইয়া দিব । শ্রীঅঙ্গে চন্দন-কপূরাদির চর্চা অর্পণ করিয়া গলে পুষ্পমালা পরাইব ।’

“গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নিজ্জ নস্থল, রাইকানু করিবে শয়নে ।

ললিতা-বিশাখা-সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল-চরণে ॥

কনক-সম্পূর্ণ করি, কপূর তাহুল পুরি, যোগাইব বদনকমলে ।

মণিময় কিঙ্কণী, রতননূপুর আনি, পরাইব চরণযুগলে ॥

কনক-কটোরা পুরি, কপূর চন্দন ভরি, কবে দিব দু’জনার গায় ।

মল্লিকা মালতী যুথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দৌহার গলায় ॥” (প্রার্থনা)

গৌড়ীয়বৈষ্ণবের এই আকাঙ্ক্ষা জীবনভরা, ইহাই তাঁহাদের সাধ্য, ইহাই সাধনা । সাধনে এইসব সেবাচিত্তা, সিদ্ধিতে চিন্তনীয় সেবাপ্রাপ্তি ! শ্রীপাদগণ নিত্যপরিকর । সাধনার জগতে আসিয়া স্বয়ং আচরণ করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবের ভজন-পরিপাটী শিক্ষা দিতেছেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, ‘হে গোবর্দ্ধন ! এইসব রসসিদ্ধির তুমিই মধ্যস্থ, তুমি এই সৌভাগ্য দান করিয়া এই বস্তু পাওয়াইয়া দিতে পার । এইজন্য তোমায় অন্য কিছুই করিতে হইবে না, তোমার তটে নিবাস প্রদান করিলেই আমার অভীষিত রসের সিদ্ধি হইবে । অতএব চিরতরে তোমার তটে নিবাস প্রদানে আমায় ধন্য কর ।’

“প্রমদ-মদনলীলা কন্দরে কন্দরে ।

করিতেছে নিত্যনব যুগল-কিশোরে ॥

সেই লীলা দরশনে আকুল পরাগ ।

তোমার নিকটে শীঘ্র বাস কর দান ॥” ২ ॥

অনুপম-মণিবেদী-রত্নসিংহাসনোষ্ঠী-
 কুহবর-দরসানুদ্রোণি-সঙ্কেষু রৌঙ্কঃ ।
 সহ বল-সখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
 নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । হে শ্রীগিরিরাজ ! নিরূপম মণিবেদীরূপ রত্নসিংহাসনে, নানাবিধ রত্নরাজিতে, নিবাসসমূহে, গর্তসমূহে, পর্বতসন্নিহিত সমতলভূমিতে ও গিরিসঙ্কটস্থানে শ্রীবলদেব ও সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণকে তুমি নানা কৌতুকে খেলা করাইয়া থাক, সেই তোমার পরমপ্রিয় তটদেশে আমার নিবাস প্রদান কর ॥ ৩ ॥

টীকা । ননু সঙ্কেত বন-সমীপে নিবস তত্রৈব নবযুবদম্ব সুষ্ঠু লীলানুভবো ভাবী কিমনয়া প্রার্থনয়েতি চেত্তদ্রাহ অনুপমেতি । হে গোবর্দ্ধন রঙ্গৈঃ কুতুকিভিঃ বল-সখিভিঃ সহ অনুপমমণিবেদী-রত্নসিংহাসনাদিষু স্বপ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণং সংখেলয়ন্ সম্যক খেলাং কারয়ন্ সন্ নিজনিকটনিবাসং দেহীত্যবয়ঃ । অত্র নিবাসে শ্রীকৃষ্ণস্য সৰ্বলীলানুভবো ভবেদिति ভাবঃ । অনুপম-রত্নবেদ্যেব সিংহাসনং তচ্চ উক্য-রত্নহোরক্ষঃ স চ ঝারোঝোর ইতি প্রসিদ্ধঃ স চ দরোগতঃ স চ সানুঃ সমানপ্রদেশঃ স চ দ্রোগিরন্যপ্রদেশঃ স চ তেষাং সঙ্কেষু সমূহেষু শ্রমাপনোদন পরিহাসাদিভির্দোলনরূপ খেলাবিশেষৈঃ গবান্বেষণরূপাদিভি-লুঙ্কায়নাদি খেলাবিশেষৈঃ পরস্পর মল্লকৌড়াদিভিরিতি যথাযথং সম্বন্ধঃ । দরোহস্তী সাধ্বসে গতে কন্দ-রেতু দরী স্মৃতেতি মেদিনী । স্নুঃ প্রস্থঃ সানুরস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ । দ্রোগোহস্ত্রিয়ামাটকে স্যাদাট্বাপ চতুষ্টয়ে । পুমান্ কৃপীপতৌ দগ্ধকাকে শ্রী নীরদন্তরে । তথা কার্ঠাস্থবাহিন্যাং গবাদন্যামপীষাত ইতি চ মেদিনী ॥ ৩ ॥

শুভামৃতকণা ব্যাখ্যা । প্রার্থনার তরঙ্গে ভাসমান শ্রীপাদ রঘুনাথের মহাভাব-ভাবিত চিত্তে শ্রীগিরিরাজের অনুপম নৈসর্গিক শোভাসম্পদের পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণের কত শত মধুময় লীলাবলীর স্ফুরণ জাগিতেছে । পূর্বশ্লোকে গোবর্ধনের নির্জন কন্দরে যুগলকিশোরের প্রমদ-মদন-লীলা দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার তটদেশে চিরবসবাসের সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছেন । তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন—‘ওহে রঘুনাথ দাস ! তুমি সঙ্কেতাদি যুগলের মিলনস্থানে বসবাস করিলেও ঐরূপ প্রমদ-মদন-লীলা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে । এইজন্য যে আমার তটেই তোমায় বসবাস করিতে হইবে, ইহার কোন বৈধ কারণ দেখি না । বিশেষতঃ আমার দুর্গম গহ্বরাদি অপেক্ষা তত্তৎ সমতল লীলাভূমিতে মনোরম নিকুঞ্জমন্দিরে স্বচ্ছন্দে তোমার যুগল-লীলা দর্শনের সৌভাগ্যও অনায়াসে সুসিদ্ধ হইতে পারিবে ।’

তদুত্তরে শ্রীপাদ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিলেন—হে গিরিপতে ! তোমার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে বসবাস প্রার্থনা করার আরও অনেক কারণই রহিয়াছে । একাধারে তুমি সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় লীলার যেমন মনোরম আশ্বাদ, তেমনি বলদেব ও সখীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের

বিচিত্র খেলা-কৌতুকেরও অনন্য সুখাস্পদ । তোমার রত্নবেদী, পুষ্পিত ও ফলিত নানা রত্নরাজি, নিব্বার, গহ্বর, সানুদেশ, গিরিসঙ্কট স্থান, সখাগণসহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলদেবের শ্রমাপনোদন, নানা রসময় পরিহাস, গাভীঅবেষণ, হিন্দোনাখেলা, লুকোটুরি, মল্লক্রীড়া, ভোজন, শয়নাদি বিবিধ লীলার মনোরম সুখাস্পদ । শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধারাগীর শ্রীমুখবাণী । † “মানং তনোতি সহগোগগয়োস্তয়োৰ্হৎ পানীয়সুখবস-কন্দর কন্দমূলৈঃ” (১০।২১।১৮) অর্থাৎ “এই গোবর্ধন নির্মল জল, সুকোমল তৃণ, বিচিত্র গুহা এবং নানাবিধ কন্দমূলাদি দ্বারা গোপবালক ও ধেনুপাল পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের নানাবিধ সেবা করিয়া থাকে ।” “তনোতীতি সর্বৈরন্যৈরপি ক্লিয়মানং মানময়ং বিস্তারেণ করোতীত্যর্থঃ, পানীয়ানি পেয়ানি জলমধ্বাদীনি । সুখবসানি কোমলানি পুষ্পিতবর্দ্ধনানি দুগ্ধসম্পাদকানি । যদ্বা পানীয়ং সুবতে ক্ষরন্তি পানীয়সুবো নিব্বারাঃ । ভূ ইতি কচিৎ পাঠঃ । উপবেশাদ্যর্থং সুন্দরস্থানমিত্যর্থঃ । কন্দরা গুহাঃ ; তৈশ্চ তদ্রত্নরত্নপর্যাক্ষ পীঠপ্রদীপাদর্শাদয়োপ্যপলক্ষ্য্যঃ যথাসম্ভবঞ্চ তৈশ্চেষাং মানো জ্ঞেয়ঃ” (টীকা-বৈষ্ণবতোষণী) অর্থাৎ শ্রীগিরিরাজ নিজদেহে নানাবিধ সেবার উপকরণ বিস্তার করিয়া গোগণ ও সখাগণসহ শ্রীরাম-কৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন । যেমন নির্মল জল, মধু, ফলের রসাদি পানীয়, (গাভীর জন্য) বলবর্ধক ও দুগ্ধবর্ধক সুকোমল তৃণসমূহ, নিব্বারাদি মনোরম উপবেশনের স্থান, গুহাতে রত্নপালক, বিবিধ আসন, রত্নপ্রদীপ, মণিদর্পণ প্রভৃতি সুসজ্জিত রাখিয়া সেবা করেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—“হে গিরিরাজ ! তোমার তটে বসবাস করিলে এইসব লীলাদর্শনেরও সৌভাগ্য লাভ হইবে ।”

প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার কিঙ্করী, তাঁহার মঞ্জরীভাবের উপাসনা, সূতরাং সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলাদর্শনই তাঁহার কাম্য বা অভীষ্ট হওয়া উচিত । কিন্তু বলদেব ও সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ লীলাদর্শনের কামনা এই শ্লোকে গিরিরাজের নিকট তিনি জানাইয়াছেন কেন ?

এ বিষয়ে আচার্যপাদগণের অনুভব-লব্ধ সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজে নিত্যকিশোর রসরাজ রসিকেন্দ্র-মৌলী ব্রজেন্দ্রনন্দনের মহাভাবময়ী শ্রীরাধারাগীর সঙ্গে শৃঙ্গাররসলীলার তুলনা নাই । সখ্য, বাৎসল্যাদি সমস্ত ভাবের লীলাই যুগল-কিশোরের শৃঙ্গার-লীলার পরিপোষক । শ্রীরাধারাগীর সহিত বিচিত্র শৃঙ্গার-রসমাধুরী আশ্বাদনের নিমিত্ত মাতা, পিতা, সখা, সখীগণ সকলের সহিত বিবিধ লীলারই প্রয়োজন । সব লীলাই যেন যুগল-লীলাকে পরিপুষ্ট, সমৃদ্ধ, সর্বাতিশায়ী রসময় এবং আশ্বাদ্য করিয়া তুলিতেছে !

যেমন যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি বাৎসল্যরসের ঘনীভূতমূর্তি মাতৃগণ থাকিতেও শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধারাগীর শ্রীহস্তপাচিত অন্ন ভোজন না করাইলে যেন কাহারো তৃপ্তি হয় না । এই ব্যপদেশে প্রত্যহ সসখী শ্রীরাধার নন্দালয়ে আগমন এবং রন্ধন, ভোজনাদি লীলায় বিচিত্র শৃঙ্গার-রসমাধুরীর চমৎকার আশ্বাদন । তদ্রূপ গোষ্ঠলীলাও শ্রীরাধারাগীর সঙ্গে মিলন-মাধুরী আশ্বাদনের জন্যই । “রাখাল লইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনুসনে, তুয়া লাগি বনে বনচারী” (পদকল্পতরু) । সব সময়ের জন্যই রাধারাগী শ্যামসুন্দরের অন্তরে খেলা করিতেছেন । গোষ্ঠাদি লীলায় দুর্লভতা বহুবাহ্যমানতা, প্রচ্ছন্নকামতার

† অন্তিম শ্লোকে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে ।

রসনিধি-নবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানাকলে-
 দু্যতিপরিমলবিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্ৰকাশ্য ।
 রসিকবরকুলানাং মোদমাংফালযান্নে
 নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । ওহে গিরিরাজ ! রসনিধি শ্রীযুগল-কিশোরের দানলীলার সাক্ষিস্বরূপ কান্তি-
 যুক্ত ও সুরভিত শ্যামবেদী প্রকাশ করিয়া তুমি রসিক, ভাবুক কৃষ্ণভক্তগণের পরমানন্দ-বর্ধন করিতেছ,
 অতএব তুমি আমায় নিজনিকটে বাস দিয়া ধন্য কর ॥ ৪ ॥

টীকা । অদৃষ্ট দর্শন সত্তাবকঃ প্রার্থয়তে রসেতি । হে গোবর্দ্ধন রসনিধি-নবযূনোঃ রাধা-
 কৃষ্ণয়োর্দানকেলেদানলীলায়াঃ সাক্ষিণীং প্রকাশনীং শ্যামবেদিকাং তন্মাস্তনীং বেদীং প্রকাশ্য প্রকটয়্য
 রসিকবর-কুলানাং রসিকবরাঃ কৃষ্ণভক্তাশ্চেষাং কুলানাং মোদং হর্ষম্ আংফালয়ন্ স্পষ্টীকৃৎ সন্নিতি
 সম্বন্ধঃ । কিন্তুতাং দ্যুতিঃ কান্তিচ্চ পরিমলঃ সুগন্ধিচ্চ তাভ্যাং বিদ্ধাং যুতাম্ । তদ্বেদিকা দর্শনানন্দজাত
 কোলাহলানাং রসিকানাং ত্বনিকটবাসেন নিনদং শ্রুত্বা অহমপি তত্র গত্বা দ্রক্ষামীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

ভিতর দিয়া লীলারসের চমৎকার আশ্বাদন ! রসিক অনুভবী জন ইহার মর্ম বুঝিতে পারেন । বলদেব
 ও সখাগণসঙ্গে গোচারণ, নিলায়ণাদি ক্রীড়ার মধ্যেও যুগলের উৎকর্ষাময়ী শৃঙ্গাররস-লীলার অপূর্ব
 বৈশিষ্ট্য সুরক্ষিত রহিয়াছে । তাই শ্রীপাদের প্রার্থনা—

“ওহে গোবর্দ্ধন ! তুমি অতি মনোহর ।

তোমার নিকট বাসে জুড়ায় অন্তর ॥

নিরুপম লীলা যত তার দরশনে ।

সুখ অনুভব কর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ॥

অনুপম মণিবেদী রত্নসিংহাসনে ।

মনোহর রক্ষশোভা পরম নিজ্জনে ॥

কিবা নির্ঝর সানুদেশ গিরিকন্দরেতে ।

বলদেব সখাসহ গিরি-সঙ্কটেতে ॥

সদা বিহরিছে কৃষ্ণ পরম আনন্দে ।

পরিহাস লুকোচুরি মল্লকীড়াচ্ছেন্দে ॥

নব নব লীলা যত তোমার গোচরে ।

তোমাতে বিহরে সদা নবীন কিশোরে ॥

তোমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে ।

পদতলে স্থান দাও এই দীনজনে ॥” ৩ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীশ্রীগিরিরাজের অনন্য-লীলাভূমি দানঘাটীতে শ্যামবেদীর মহিমার স্ফুরণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের মহারসময় লীলাবলীর মধ্যে দানলীলা অন্যতম। শ্রীপাদ দানলীলার স্মৃতিতে ইহার নায়ক-নায়িকা শ্রীশ্রীরাধামাধবকে “রসনিধি-নবযুনোঃ” অর্থাৎ রসসিন্ধু শ্রীশ্রীযুগল-কিশোরের দানলীলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্যপাদগণ অখণ্ডরসঘনতত্ত্ব অখিল-রসামৃতমুতি বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণকে যেমন শুঙ্গার-রসরাজমুতিধর, সাক্ষাৎ মন্থ-মন্থ, অপ্রাকৃত নবীনমদন এবং আত্ম পর্যন্ত সর্বচিত্তহর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি অখণ্ডরসবল্লভা শ্রীমতী রাধারানীকে আনন্দচিন্ময়-রসঘনবিগ্রহা, মহাভাব-বিভাবিতা, বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেমরত্নাকরা এবং সৌন্দর্য, মাধুর্য, সৌভাগ্যাদি অখিল গুণখনি বলিয়াও নিরূপণ করিয়াছেন। অখণ্ড রসঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ডরসবল্লভা ভানুনন্দিনীর সহিত রসবিলাস যেন দুস্পার, অনন্ত, দুবিগ্রাহ্য কল্লোলিত রসসিন্ধু। যাহার এককণা মাত্র অখিলব্রহ্মাণ্ডকে নিমজ্জিত করিতে সক্ষম, তাহার প্রভাব যে কত অসীম, অনন্ত তাহা কে নিরূপণ করিবে? মহা মহা রসিকভক্তমুকুটমণিগণ এই চিন্ময় কল্লোলিত রসসিন্ধুর তটে আসিয়া বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হয়ত তটে থাকিয়া এক কণিকা মাত্র স্পর্শ করিয়াছেন এবং তাহাতেই নিজের সমগ্র সাধনার সাফল্য অনুভব করিয়াছেন। সর্বোপরি শ্রীরাধার সর্বভাবোন্মোহনাসী মাদনাখ্যরস আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মত্ততা জন্মায়, এই মাদন-রসসিন্ধুর তটে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণও কাষ্ঠপুতলিকাবৎ নিরব, নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন! সেই চিন্ময় ভাবসিন্ধুর কি অপূর্ববিলাস! চুস্বনালিপ্পনাদি সহস্র সহস্র মিলনানুভূতির মধ্যে সহস্রপ্রকার বিয়োগানুভূতি, একটি প্রকাশেই পরস্পর বিরুদ্ধ দুইটি প্রকাশধর্মের অনুভব অতীব বিলক্ষণ!! এই প্রকার বিষামৃতে একত্র মিলনরূপ প্রেমতত্ত্বের পরম পর্যবসান শ্রীমতী ভানুনন্দিনীতে। অখিল চিন্ময়রসানন্দের এইস্থানেই পরাকাষ্ঠা। দানকেলিতে সেই রসানন্দের অভিব্যক্তি প্রচুর ও প্রভূত। তাই তাহার নায়ক-নায়িকা শ্রীরাধামাধব রসনিধি।

রসিক ভাবুক কৃষ্ণভক্তগণ দানঘাটীর শ্যামবেদীতে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলার রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। ইহা একদিকে যেমন কেলি-কৌতুক-পরিহাস-তরঙ্গ-সঙ্কুল, অপরদিকে তদ্রূপ কোটিসমুদ্রগভীর—অপার, অতলস্পর্শ! কল্লোলিত সিন্ধুর উপরে অনন্ত উমিমালা উদ্বেলিত হইয়া উঠে, অথচ উহার তলায় যেমন নিবিড় গভীরতা; তদ্রূপ দানলীলায় সখী ও সখাগণ পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুত্তিময় বচনসমূহে উচ্ছসিত কৌতুকরসতরঙ্গরাজি, কিন্তু উহার গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রসিক ভাবুক ভক্তগণ অনুভব করেন—অখণ্ড নিরূপাধি প্রেমের নিবিড় গভীরতা! স্থান্ধি-ভাবরূপ প্রীতিসাগরের উপরে যেন হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, অসুয়াদি উত্তাল ব্যভিচারিভাব তরঙ্গের উচ্ছসিত নৃত্য!!

শ্রীরাধা সখীসঙ্গে যজ্ঞীয় হবি বহন করিয়া গমন করিতেছেন। ইহা ছল মাত্র, তাঁহাদের উদ্দেশ্যই হইতেছে ‘দান-ছলে ভেটিব কানাই।’ দানঘাটীতে সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক সহসা অবরুদ্ধা হওয়ায় শ্রীমতীর ‘কিলকিঞ্চিত’ ভাবের প্রকাশ। হর্ষ হইতে উথিত গর্ব, অভিলাষ, রোদন, শ্মিত, অসুয়া, ভয় ও ক্রোধ এই সপ্তপ্রকার ভাবের মিশ্রিকরণ। সাগরের বুকে একটি তরঙ্গ উথিত হইয়া যদি উহা অপর একটির দ্বারা আবৃত হয়, তখন পরস্পরের সংঘর্ষে যেন অনন্ত জনকণা চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আশানুরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীভানুনন্দিনীর প্রণয়-সাগরে ‘হর্ষ’ তরঙ্গটি ‘অবহিতা’ দ্বারা আবৃত হওয়ায় অর্থাৎ সেই অসীম আনন্দ গোপন করিতে চেষ্টা করায় পরস্পর সংঘাতে ঐ সকল অনুভাব বহির্বিকাশ লাভ করিয়াছে। এই প্রকার দানলীলার পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তিময় সংলাপে রসসিন্ধু ও ভাবসিন্ধুর অনন্ত উচ্ছলন।

ব্রজসুন্দরীগণ বিনা গুল্কৈক শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই কামনা করেন, শ্রীমঙাগবতে রাসলীলার তাঁহারা নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের “অগুল্কদাসিকাঃ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ দানলীলার শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট গুল্কৈক চাহিতেছেন। প্রেমরাজ্যের এই ব্যবহার সবই বেদবিধির অগোচর। আসলে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমই অভিলাষ করেন, দান ব্যবহারটি বাহ্যব্যাপার। নিরুপাধী প্রীতিই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট ভিক্ষা করিয়াছেন। তাই তিনি দানঘাটীতে মহাদানোক্ত। মহাদান বিনা শ্রীরাধার গমন দুর্ঘট। এইজন্য পৌর্ণমাসীদেবী বলিয়াছেন—দানীন্দ্রের এই বিশ্বপ্রকটদান অর্থাৎ এই দানছলে তিনি বিশ্বের নিকট তাঁহার প্রেমবশ্য-তাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভানুনন্দিনীর প্রীতিরসাস্বাদনরূপ প্রেমবশ্যতাগুণের অভিব্যক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবশ্যতার বিজয়নিশান প্রেমভক্তির আকাশে অজস্রভাবে উদ্ভীন হইয়াছে। “স চ তাসাং দানব্যবহারো-বাহ্যঃ, অভিলষিতবস্তুত্তরেতু বাস্তব এব” (বিশ্বনাথ) অর্থাৎ ‘তাঁহাদের বাহাদান-ব্যবহারে পারস্পরিক পরম অভিলষিত বাস্তব প্রেমরসাস্বাদন বস্তুটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।’ শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“হস্যাদ্যক্ষঃ সকলহস্তিনামাদদে চক্রবর্তী, গুল্কৈং নান্যব্রজমুগদশামর্পণাদ্বিগ্রহস্য।

ঘট্টসোচ্চৈর্মধুকররুচন্তস্য ধামপ্রপঞ্চেঃ, শ্যামপ্রস্থঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥”

(সুবমালা)

অর্থাৎ “মরকত শিলানির্মিত ঘটপ্রদেশের কান্তিতে যাঁহার সানুদেশ শ্যামবর্ণ হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ যে ঘটের চক্রবর্তী অর্থাৎ কর্তা হইয়া গোপীগণের দেহার্পণ ভিন্ন অন্যপণ গ্রহণ করেন নাই, সেই গোবর্ধন আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।” রসিক ভাবুক ভক্তরস ইহার রহস্য অনুভব করেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘হে গিরিরাজ! তোমার উপরে দানঘাটীতে যে কান্তিযুক্ত ও সুরভিত শ্যামাবদী, অদ্যাপি সেই পরম রসময় লীলার সাক্ষ্য দিতেছে। অর্থাৎ রসিক কৃষ্ণভক্তগণ

† শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের দানকলিকৌমুদী ও শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামীর দানকলিচিন্তামণীতে পারস্পরিক সংলাপ দ্রষ্টব্য।

হরিদয়িতমপূর্বং রাধিকা-কুণ্ডমাল-
প্ৰিয়সখমিহ কণ্ঠে নৰ্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ ।
নবযুবযুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । হে গোবর্দ্ধন ! তুমি তোমার অতিশয় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-দয়িত অপূর্ব শ্রীরাধাকুণ্ডকে
কৌতুকবশতঃ কণ্ঠে আলিঙ্গনপূর্বক নব-যুব-যুগল শ্রীশ্রীরাধামাধবের কুণ্ডলীনা নিভূতে দর্শন করিতেছ,
অহো ! তুমি সেইস্থানেই নিজনিকটে আমায় নিবাস প্রদান কর ॥ ৫ ॥

টীকা । ননু বহুনি মল্লিকট স্থানানি বিদ্যন্তে তত্র কুত্র বাস প্রার্থতে বদ তত্রাহ হরীত্যাदि ।
কিস্তুতঃ সন্ তত্র রাধিকাকুণ্ডে নবযুব-যুগখেলা নুতন যুব-যুগমস্য লীলাঃ কৰ্ম্মভূতাঃ পশ্যন্ রহো নিজ্জনে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহীত্যন্বয়ঃ । কিস্তুতঃ সন্ পশ্যন্ ইহ স্থলে আশ্রয়প্রিয়সখং রাধিকাকুণ্ডং নৰ্ম্মণা
কৌতুকেন কণ্ঠে আলিঙ্গ্য গুপ্তঃ সন্ । যত্র স্থিত্বা ত্বমিব তল্লীলাঃ সুশৃটু অনুভবামি তত্র বাসং দেহীতি ভাবঃ ।
কিস্তুতং হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দয়িতং প্রিয়ম্ অপূৰ্বমাশ্চর্য্যম্ । অত্র রহঃ শব্দোইব্যয়ং তথা চামরঃ
রহশ্চোপাংশু চালিঙ্গ ইতি ॥ ৫ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগিরিরাজের চতুস্পার্শ্বে স্থিত নানালীলাস্থলীর
মহিমা এবং তত্বে লীলার মাধুরী বর্ণনা করত সেই সেই লীলানুভূতির নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজের তটে নিবাস
তাহা দর্শন করিলেই যেন রাধাশ্যামের উজ্জ্বল অঙ্গকান্তিতে শ্যামবেদী কান্তিময় বা উজ্জলিত হইয়া
রহিয়াছে এবং তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের অপ্ৰাকৃত গন্ধে সেই স্থান সুরভিত রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করেন,
ইহাতে তাঁহাদের পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে । ‘হে গিরিরাজ ! সেই আনন্দ-সিন্ধুর একবিন্দু
আশ্বাদনের লালসায় আমি তোমার তটে বসবাস করিতে অভিলাষ করিতেছি । “নিজ-নিকটনিবাসং দেহি
গোবর্দ্ধন ত্বম্ ।”

“ওহে গিরিরাজ ! তোমার প্রেমময় রূপ ।

রাধাকৃষ্ণের দান-লীলার সাক্ষিস্বরূপ ॥

দিব্যকান্তি পরিমল ‘শ্যামবেদী’ নাম ।

প্রকাশ করিয়া তুমি অতি ভাগ্যবান ॥

রসিক ভকতগণের আনন্দ-বর্দ্ধন ।

করিতেছ সৰ্ব্বক্ষণ ওহে গোবর্দ্ধন ॥

পরম নিজ্জনে স্থান তুয়া পাদদেশে ।

স্থান দিয়া ধন্য কর লীলার উদ্দেশে ॥” ৪ ॥

প্রার্থনা করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন—‘হে রঘুনাথ! আমার পার্শ্ব ও চতুর্দিকে তো অনেক স্থান আছে, তাহার মধ্যে কোন্ স্থানে তোমার বসবাস করিবার অভিলাষ, তাহা আমার নিকটে খুলিয়া বল।’ গিরিরাজের এইরূপ উক্তির অনুভব পাইয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া গিরিতটে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসই কামনা করিয়াছেন।

কুণ্ডবাসী শ্রীরঘুনাথ, **শ্রীরাধাকুণ্ডবাসেই** তাঁহার একান্ত অনুরক্তি। শ্রীকুণ্ডতটে বসিয়াই নয়ন-নীরে ভাসিতে ভাসিতে এই ‘শ্রীবাবলী’ লিখিয়াছেন। শ্রীকুণ্ডতট ত্যাগ করিয়া অন্যত্র কুত্রাপি যাওয়ার তাঁহার ইচ্ছা বা অভিলাষ নাই। তিনি যে কুণ্ডেশ্বরীরই কিঙ্করী, শ্রীরাধাকুণ্ড যে তাঁহার কোটি কোটি প্রাণাপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্য। বিলাপকুসুমাজলিস্তবের শেষে লিখিয়াছেন—

“স্বকুণ্ডং তব লোলাক্ষি সপ্রিয়ায়াঃ সদাম্পদম্।

অত্রৈব মম সংবাদ ইহৈব মম সংস্থিতি ॥” (৯৭)

‘হে চপলাক্ষি শ্রীরাধে! তোমার কুণ্ড তোমার ও তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় প্রেমবিলাসের স্থান। এই রাধাকুণ্ডতীরেই আমার বাস ও নিত্যস্থিতি হউক।’ **সংবাস সংস্থিতি** অর্থাৎ ‘সম্যকরূপে বাস ও সম্যকস্থিতি’ এই কথাগুলি শ্রীপাদের রাধাকুণ্ডবাসে সুদৃঢ় নিষ্ঠার ব্যঞ্জক। শ্রী প্রার্থনাশ্রয়চতুর্দশকে (৩) লিখিয়াছেন—

“উদধ্বং-কারুণ্যামৃতবিতরণৈর্জীবিত-জগদ্-

যুবদ্বন্দ্বং গন্ধৈর্গুণসুমনসাং বাসিতজনম্।

কৃপাক্ষেমাযোবং কিরতি ন তদা ত্বং কুরু তথা

যথা মে শ্রীকুণ্ডে সখি সকলমঙ্গং নিবসতি ॥”

‘হে সখি রূপমঞ্জরি সমুদিত কারুণ্যামৃত বিতরণপূর্বক যে যুগল-কিশোর বিশ্ববাসীকে জীবিত করিয়াছেন ও যাঁহারা অসীম গুণরূপ কুসুমের সৌরভে সকলজনকে সুরভিত করিয়াছেন—সেই শ্রীরাধা-মাধব যদি আমার ন্যায় অধমের প্রতি কৃপাপ্রকাশ না করেন, তবে তুমি এইরূপ বিধান করিও যাহাতে আমার শরীর চিরদিন শ্রীকুণ্ডে বসবাস লাভ করে এবং কুণ্ডতটেই আমার দেহপাত হয়।’ এতদ্বারা শ্রীপাদের শ্রীরাধাকুণ্ডবাসের যে কিরূপ অচল-অটল নিষ্ঠা তাহা উপলব্ধি হয়।

শ্রীগিরিরাজের নিকট রাধাকুণ্ডবাস প্রার্থনা করিতে গিয়া শ্রীপাদ প্রথমেই বলিলেন, “হরিদয়ি-তমপূর্বং রাধিকাকুণ্ডম্” ‘শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয় এবং অপূর্ব।’ পদ্মপুরাণে কথিত আছে—

“যথা রাধা প্রিয়া বিশেষ্যন্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।

সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিশেষ্যন্ত্যন্তবল্লভা ॥”

অর্থাৎ ‘শ্রীরাধা শ্রীনন্দনন্দনের যেরূপ প্রাণাধিক প্রিয়তমা শ্রীরাধাকুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তেমনি প্রিয়তম। সকল গোপিকাগণের মধ্যে শ্রীরাধা নন্দনন্দনের অত্যন্ত বল্লভা অর্থাৎ সর্বোত্তমা প্রেমসী।’

তিনি মাদনাথ্য মহাভাববতী এবং প্রেম, সৌন্দর্য, সৌভাগ্যাদি সর্বগুণান্বিতা বলিয়া নিরুপম প্রিয়তমা ।
শ্রীকুণ্ডও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম প্রিয়তম । শ্রীকুণ্ডের উৎপতিকালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখেই ইহা ব্যক্ত
করিয়াছেন—

“প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতৎ মৎকুণ্ডতোহপি মহিমাধিকমন্তু লোকে ।

অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্নানং যথা ভ্রমসি তদ্বদিদং সরো মে ॥”

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী)

“হে প্রিয়তমে ! তোমার কুণ্ড আমার কুণ্ড হইতে মহিমাতে অধিক হউক, তোমার এই কুণ্ডে
আমি নিত্য স্নান ও জলকেলি করিব । তুমি যেমন আমার প্রিয়া, তোমার কুণ্ডও আমার তদ্রূপ প্রিয়
হইবে ।” এই প্রকার হরিদয়িত শ্রীরাধাকুণ্ড অপূর্ব । প্রিয়াজীর সরসী প্রিয়াজীর ন্যায়ই মনোরম
শোভাসম্পদ, কেলিসম্পদ স্থায়ী নীরে এবং তীরে ধারণ করত ব্রজমণ্ডলের যুগলবিনাস-ভূমিসমূহের শিরোমণি-
রূপে বিরাজ করিতেছেন ! “কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা । কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥”
(চৈঃ চঃ) শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ কুণ্ডের নৈসর্গিক শোভার অপূর্বতা-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

“রাধাকৃষ্ণ-রহকথানুবদনাদাশ্চর্য্যমাধূর্য্যাবদ্-

ধ্বানৈঃ শ্রীশুকসারিকা ব্যতিকরৈরানন্দসম্বদম্ ।

কর্ণাক্ষি-কুহুঃ কুহুরিতি কলানাপৈর্বতং কোকিলৈ-

নৃত্যন্তমমুরমন্যবিহগৈশ্চানন্দকোলাহলম্ ॥

তন্মধ্যে নবমঞ্জুকুঞ্জবনয়ং শোভাবিত্ত্যাসমা-

নোদ্ধং দিব্যবিচিত্ররত্নলতিকাদ্যানন্দপুষ্পপ্রিয়া ।

অন্তস্তল্লবরং বরোপকরণৈরাভ্যং সমস্তাদ্ধদ্-

রাধামাধবভূক্তভোগ্যমখিলানন্দৈক সাম্রাজ্যভূঃ ॥

মধোতাদৃশ কুঞ্জমণ্ডলমহো কুণ্ডং মহামোহনং

সাম্ভ্রানন্দমহারসামুতভরৈঃ স্বচ্ছৈঃ সদা সংভূতম্ ।

রত্নাবলচতুস্তী বিলসিতং সঙ্গতসোপানব-

তীর্থং শ্রীতটসংকদম্বক-তলচ্ছায়ামণীকুটুমম্ ॥” (বৃঃ স্বঃ ৪:১০৫, ৬ ও ৭)

“বিচিত্র পল্লব, পত্র ও শুবকসমূহে ও বিচিত্র কুসুমসমুদয়ে সুরভিত, জ্যোতির্ময় রক্তরাজিতে
কুণ্ডারণ্য বিমণ্ডিত । শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহঃলীলার পাঠহেতু অশ্চর্য্য মাধূর্য্যপূর্ণ শুক-সারিকাসমূহের
উচ্চনিদানে আনন্দাতিশয্য দানকারী—কর্ণানন্দী ‘কুহু’ ‘কুহু’ এই অব্যক্ত মধুর আলাপকারী কোকিলকুল
মণ্ডিত—নৃত্যপরাগণ মমুরের শোভায় ভূষিত ও নানাবিধ পক্ষীর কলকুজনে আনন্দ মুখরিত ।

স্থল-জল-তল-শৈম্পর্ভুর্কহচ্ছায়য়া চ
 প্রতিপদমনুকালং হস্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ ।
 ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়াম্মে
 নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । হে গোবর্ধন ! তুমি স্থানে স্থানে স্থল, জল, তল, তৃণ ও তরুছায়াদি প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা গোসমূহকে নিরন্তর সম্যক্রূপে পালন বা বর্ধন করত তোমার ‘গোবর্ধন’ নামকে সার্থক করিতেছ, হায় ! কৃপা করিয়া তুমি আমায় নিজনিকটে নিবাস প্রদান কর ॥ ৬ ॥

টীকা । আত্মনস্তাদৃশ্ নিগূঢ়লীলা দর্শনাযোগ্যত্বং মন্বানোহন্যৎ প্রার্থয়তে স্থলেতি । হে গোবর্দ্ধন অনুকালং সর্বকালে প্রতিপদং স্থানে স্থানে স্থল-জল-তল-শৈম্পর্ভুর্কহচ্ছায়য়া চ গাং সম্বর্দ্ধয়ন্

তন্মধ্যে নবীন মনোহর কুঞ্জসমূহ শোভা-সম্পদে রত্নলতিকাদির আনন্দময় পুষ্পশ্রীতে অতুলনীয় । ঐ সব কুঞ্জমধ্যে উত্তমোত্তম উপকরণ-মণ্ডিত অত্যুৎকৃষ্ট শয্যা বিরাজিত এবং চতুর্দিকে শ্রীরাধামাধবের ভূক্ত ও ভোগ্য বস্তুরাজি শোভিত । এইভাবে সর্বত্রই যেন আনন্দের সাম্রাজ্য প্রতিভাত হইতেছে !

অহো ! এতাদৃশ কুঞ্জসমূহের মধ্যে মহামোহন শ্রীকৃষ্ণ-সান্ধানন্দ মহারসরূপ স্বচ্ছ অমৃত (জল) রাশিতে সদাকাল পূর্ণ ! তাহার চারিতট রত্নবদ্ধ, ঘাটসমূহ উত্তমোত্তম রত্নসোপানদ্বারা মণ্ডিত, তটপ্রদেশে কদম্বতরুর ছায়ায় ছায়ায় বিরাজ করিতেছে মণিকুট্টিম ।”

শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় কেলিবিলাসের এত নির্জন, বিচিত্র নৈসর্গিক শোভাসম্পদে পূর্ণ ও সর্ববিষয়ে উপযোগিস্থান ব্রজমণ্ডলেও কুত্রাপি নাই । তাই সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম রহস্যময় মধ্যাহ্নলীলার স্থান শ্রীকৃষ্ণতটই । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘হে গিরিরাজ ! তোমার পরমপ্রিয় সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে তুমি প্রিয়সখার ন্যায় কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছ এবং পরমানন্দে নিভূতে থাকিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় মধ্যাহ্নলীলার রসমাধুরীর দর্শন ও আশ্বাদন-সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ । তোমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণতটে তোমার সান্নিধ্যে আমায় নিবাস প্রদান কর । যাহাতে আমিও সেই লীলামাধুরী আশ্বাদনে ধন্য হইতে পারি ।’

“গোবর্দ্ধন ! তুমি মোর নিবেদন ধর ।

তোমার নিকটে সেই স্থান দান কর ॥

প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণেরে আলিঙ্গন করি ।

শুণ্ডভাবে সদা হের বিলাস-মাধুরী ॥

কৃষ্ণপ্রিয় রাধাকৃষ্ণে যুগলের খেলা ।

বিভোর হইয়া হেরি সে আনন্দলীলা ॥” ৫ ॥

সুখিনীঃ কুৰ্ব্বান্ ব্রিজগতি নিজগোত্রং স্বনাম সার্থকং খ্যাপয়ন্ গোঃ বন্ধয়তি শম্পাদিনা পুষ্টয়তীত্যর্থ
বিশিষ্টং খ্যাপয়ন্ খ্যাতিমানরন্থিতি পরেণ সম্বন্ধঃ শম্পরক্ষাদি মল্লিকটপ্রদেশবাসেন কদাচিত্ গোসন্তা-
জনাগতস্য মদভীষ্টদেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনং মে ভবিতব্যমেবেতি ভাবঃ । জলতলেতি ভুতলবৎ স্বার্থিক
প্রত্যয়ঃ । শম্পৈর্ঘাসৈঃ । ভূরুহো রক্ষঃ ॥ ৬ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাসগোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের গোবর্ধন নামটি
যে অর্থ বা তিনি সার্থকনামা, তাহাই প্রতিপাদনপূর্বক তাহার সান্নিধ্যে বসবাসের জন্য প্রার্থনা
করিতেছেন । শ্রীগিরিরাজ তাহার স্থানে স্থানে গোচারণের জন্য স্থল, গোগণের পানের নিমিত্ত জল,
বিশ্রামের জন্য তল বা সমতল ভূমি, ভোজনের জন্য তৃণ ও তাপ, বৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণের জন্য রক্ষ-ছায়াদি
প্রকাশ করিয়া গোসমূহকে পালন ও বর্ধন করত তাহার ‘গোবর্ধন’ নামকে সার্থক করিতেছেন । ভগবান্
শ্রীগোপালদেব তাহার সপ্তমবর্ষ বয়সে ইন্দ্রযাগানুষ্ঠানে উদ্যত নন্দাদি ব্রজবাসী গোপগণকে তিক এই কথা
বলিয়াই ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করত গোবর্ধন-পূজার কর্তব্যতাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ।

“ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্ ।

বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥

তন্মাদ্গপবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেষ্ঠারভ্যতাং মথঃ ।”

“হে পিতঃ ! আমাদের নগর, জনপদ কিম্বা গ্রামাদি কিছুই নাই । আমরা গোপজাতি, সুতরাং
কোনই আমাদের গৃহ, গোচারণাদির জন্য বন, পর্বতাদিতেই বসবাস করিয়া থাকি । সুতরাং আপনারা
গো, ব্রাহ্মণ এবং গোবর্ধনপর্বতের প্রীত্যর্থ যজ্ঞ আরম্ভ করুন ।” “অস্মাকং যোগক্ষেমহেতুর্বনশৈলাদয়
এবেতি ভাবঃ” (স্বামী টীকা) শ্রীগোপালদেব বলিলেন—“হে পিতঃ ! আমরা গোপজাতি, গাভীগণই আমা-
দের যোগ, ক্ষেমের হেতু বা জীবিকা, সাক্ষাৎ গোবর্ধন অর্থাৎ গোসমূহের বর্ধন করেন যিনি, সেই গোবর্ধন-
পর্বতের আরাধনা ভিন্ন আমরা অন্য দেবতার উপাসনা করিব কেন ?” শ্রীগোপালের সম্বোধিতক বাক্য
শ্রবণে গোপগণ পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন এবং একবাক্যে পরমোল্লাসে তাহাদের পুরুষানুক্রমে
প্রচলিত ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করিয়া তাহারা গোবর্ধন-পূজায় সমুদ্যত হইয়াছিলেন । গোপগণ ইহাতে প্রবৃত্ত
হইলে তাহাদের উপজীব্য গোসমূহ কোন অজ্ঞাত-সুখোল্লাসে আনন্দকোলাহলে দশদিক্ মুখরিত করিয়া
তুলিয়াছিল, তাহাতে গোপগণের অশেষ আনন্দ বর্ধিত হইয়াছিল ।

“আনন্দজননৌ ধৌষৌ মহান্ মুদিত গোকুলঃ ।

তুর্য্যপ্রণাদঘোষচ্ বৃষভানাঞ্চ গজ্জিতৈঃ ॥

হাস্মারবচ্ বৎসানাং গোপানাং হর্ষবন্ধনঃ ॥” (হরিবংশম্)

অর্থাৎ “ব্রজে যখন গোবর্ধন-যাগের আয়োজন আরম্ভ হইল, তখন চতুর্দিকে আনন্দ-কোলাহল
হইতে লাগিল এবং গোসমূহ পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া গেল । তুর্য্যধ্বনি, গো-বৃষগণের হুঙ্কার ও

বৎসগণের হাস্যরবে দশদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল ! ব্রজবাসীগণ তাহাতে আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন ।”

গিরিপূজাকালে ভগবান্ শ্রীগোপালদেব স্বয়ং শ্রীগিরিরাজের অদ্ভুত মূর্তিধারণ করত বরোন্মুখ হইলে গোপগণ গোধনরুদ্ধিই প্রার্থনা করিলেন । এবং তিনিও তাহাদিগকে শ্রীমুখে আদেশ করিলেন—

“স উবাচ ততো গোপান্ গিরিপ্রভবয়া গিরিঃ ।

অদ্য প্রভৃতি চেজ্যোহং গোষু চেদন্তি বো দয়া ॥

অহং বঃ প্রথমো দেবঃ সৰ্বকামকরঃ শুভঃ ।

মম প্রভাবাচ্চ গবামযুতানোব ভোক্ষথ ॥

শিবশ্চ ভবিষ্যামি মন্তুস্তানাং বনে বনে ।

রংস্যে চ সহ যুগ্মাভির্যথা দিবিগতন্তথা ॥

যে চেমে প্রথিতা গোপা নন্দগোপপুরোগমাঃ ।

এবং প্রীতঃ প্রযচ্ছামি গোপানাং বিপুলং ধনম্ ॥” (হরিবংশম্)

“গোপগণের কথা শুনিয়া সেই সুবহু মূর্তিধারী গোবর্ধন জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—হে গোপগণ ! তোমাদের যদি গোধনাদিতে দয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা আজ হইতে আমারই অর্চনা করিবে । আমিই তোমাদের আরাধ্য দেবতা, সুতরাং আমিই তোমাদের সর্ববিধ মনোরথ-পূরণ ও কল্যাণ বিধান করিব । আমার কৃপাপ্রভাবে তোমরা সহস্র সহস্র গোধন উপভোগ করিতে পারিবে । তোমরা আমারই ভক্ত, সুতরাং তোমাদের বনে বনে সর্ববিধ মঙ্গল লাভ হইবে । (অর্থাৎ গোপালন-উপযোগী প্রচুর তৃণ, জলাদি উপলব্ধ হইবে ।) আমি আমার ধামে যেরূপ নিজ পার্শ্বদগণসহ নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া থাকি, সেইরূপ তোমাদের সহিত বনে বনে বিবিধ ক্রীড়া করিব । ব্রজমণ্ডলে নন্দ প্রভৃতি যেসব সুপ্রসিদ্ধ গোপগণ বসবাস করেন, আমি তাহাদের উপর প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বিপুল ধন-রত্নাদি প্রদান করিব ।”

সুতরাং সার্থকনামা শ্রীগোবর্ধন গাভীগণের জন্য বিপুল সুগন্ধিত, সুকোমল, অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর তৃণ দান করেন, যাহার ভক্ষণে গাভীকুলের অপূর্ব তৃষ্টি ও পুষ্টি বিধান হইয়া থাকে । তাহাদের বিপুল দুগ্ধ-রুদ্ধি হয় এবং ঐ দুগ্ধে পদ্মের ন্যায় সুগন্ধ নিহিত থাকে । যাহার সেবনে গোপালদেব পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং তাহার সেবনে গোপগণের শ্রীগোপালের পাদপদ্মে অনির্বচনীয় প্রেমসম্পদ রুদ্ধি হইয়া থাকে । তদ্রূপ শ্রীগিরিরাজ গোপগণ ও গোপগণের সুপেয় ঝর্ণাদির সুশীতল জল, ঘনপত্র-পল্লবাদি সমন্বিত স্নিগ্ধ সুশীতল রক্ষছায়া গো ও গোপগণের বিশ্রামের নিমিত্ত ও তাপ, রুষ্টি প্রভৃতি নিবারণের জন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন । তদ্রূপ গো ও গোপগণের বিশ্রাম ও সুখসঞ্চরণাদির স্থল সমতলভূমি প্রভৃতির দ্বারাও নানা উপায়ে গোপগণের রুদ্ধি সাধন করিয়া তাহার ‘গোবর্ধন’ নামকে সার্থক করিয়া থাকেন ।

সুরপতিকৃত-দীর্ঘদ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নব-গৃহরূপস্ফান্তরে কুর্ক্বতৈব।
অঘ-বক-রিপুণৌচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । হে গোবর্দ্ধন ! অঘ-বকাদি নাশক শ্রীকৃষ্ণ তোমায় ধারণপূর্বক তোমার নিম্ন-
দেশরূপ অভিনব গৃহে স্বকীয় গোষ্ঠবাসীকে ইন্দ্রের দীর্ঘ শত্রুতা হইতে রক্ষা করত তোমায় বিপুল সম্মান
প্রদান করিয়াছেন, সেই তোমার নিকটে আমায় নিবাস প্রদান কর ॥ ৭ ॥

টীকা । ননু ভবতা যদ্ব্যন্যনসি কৃত্বা মনিকটবাসঃ প্রার্থ্যতে তত্তচ্ছ্রীহৃন্দাবনসৈকপ্রদেশ-বাসে-
নৈব ভবেদিত্যলমেবং প্রার্থনয়েতি চেত্তব্রাহ সুরপতীতি । হে অঘবকরিপুণা দত্তৌচ্চৈর্মহান গোবর্দ্ধন !
অঘোদরপ্রবিষ্টবৎ সপাল-রক্ষণবৎ প্রকারান্তরেণাপি ব্রজরক্ষণ-শত্ৰুহেহপি অঘবকরিপুণা শ্রীকৃষ্ণেন দত্ত
উচ্চৈর্মহান মানঃ পূজা যস্মৈ হে তথাবিধ । অঘবক-রিপুণা কিন্তুুতেন নবগৃহ-রূপস্য তবান্তরে মধ্যে
সুরপতিকৃত দীর্ঘদ্রোহতো দ্রোহাৎ গোষ্ঠরক্ষাং কুর্ক্বতা । প্রভুঃ স্বমান্যজন-নিকটবাসিনং কৰ্ত্তব্যাকরণেন
কৃপার্নহমপি কৃপয়তীতি ভাবঃ । সুরপতি ইত্যত্র সুরপদেনোদপঞ্চাশদ্ব্যবো মন্তব্যাস্তেন তৎপতিত্বেন
তৎসাহিত্যাবগতে দ্রোহস্যাদীর্ঘত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । বিশুদ্ধসত্ত্বাবিত শ্রীপাদের চিত্ত-মনে শ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধনের কত
শত মহিমার স্ফুরণ হইতেছে । স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের অদ্বিতীয় লীলাস্থলী শ্রীশ্রীগিরিরাজ ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘হে গিরিরাজ ! তুমি কৃপা করিয়া আমায় তোমার সান্নিধ্যে বসবাস
প্রদান করিলে আমি গোচারণ ও গো-সম্বালনাদির জন্য সমাগত আমার পরমাত্মীচিৎ সখাসঙ্গে শ্রীমন্মদন-
গোপালদেবের দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব । তাই বলি, নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন
ত্বম্ ।’

“স্থল জল তল ঘাস রক্ষছায়া দানে ।
বর্দ্ধন করহ তুমি সদা গাভীগণে ॥
তাই ‘গোবর্দ্ধন’ নাম অন্বর্থ তোমার ।
অতএব তব পদে প্রার্থনা আমার ॥
সেবার সৌভাগ্য তোমার ব্রিজগতে খ্যাতি ।
তোমার নিকটে আমায় দিবে কি বসতি ?
গোচারণে শ্রীগোবিন্দে কোন শুভক্ষণে ।
নিশ্চয় পাইব দেখা তুয়া সঙ্গ গুণে ॥” ৬ ॥

হরিদাসবর্ষ—শ্রীহরির অদ্বিতীয় সেবক। সেবার সর্ববিধ উপচার লইয়া সেবারসে নিয়ত মগ্ন। শত শত সেবক থাকিতেও বা সেই সেবা-সম্পাদনের অন্য শত উপায় থাকিতেও সেবা যদি সব উপেক্ষা করিয়া সেবক-বিশেষের সেবাই গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, তবেই সেই সেবার এবং সেবকের যথার্থ সার্থকতা। শ্রীল গোবর্ধন যে আরাধকের এইরূপই অনন্য সেবক, তাহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদন করা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর-বকাসুরাদির হস্তা। অঘ, বকাদি অসুরগণ এতই বিপুল বলশালী যে, যাহাদের প্রভাবে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ সত্ত্বে মেঘান্তরালে আত্মগোপন করেন। এতাদৃশ প্রভাবশালী অসুরগণকে যিনি বাল্যক্লীড়াচ্ছলে হেলায় নিধন করিয়াছেন, তিনি সামান্য ইন্দ্রের পীড়নে অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া অনায়াসেই ব্রজকে রক্ষা করিতে পারিতেন। এজন্য তাঁহার বিপুল আয়াস-সাধ্য সস্ত অহোরাত্র গোবর্ধন ধারণ করিয়া রাখার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীপাদ বলিলেন—ইহা কেবল তিনি গোবর্ধনকে বিপুল সম্মান দানের জন্যই করিয়াছেন। গিরিরাজ দ্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের নীলবাত মণিদণ্ডের ন্যায় বাহুদণ্ডে উপরে ছত্রাকারে সপ্তাহকাল বসবাসের সৌভাগ্য বা সম্মান লাভ করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় গোকুলবাসীকে রক্ষা করার প্রভুত যশোলাভ এবং গরিষ্ঠসেবা লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনমিপাদ লিখিয়াছেন—

“নীলমণ্ডোজ্জ্বল-রচিতরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে, ছত্রচ্ছায়াং দধদধরিপোর্লব্ধসপ্তাহবাসঃ।

ধারাপাতপ্পিতমনসাং রমি তা গোকুলানাং, কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শশ্ম গোবর্ধনো নঃ ॥”

(শুবমালা)

“নীলমণ্ডোজ্জ্বল-রচিতরৈর্মণ্ডিতে বাহুদণ্ডে, ছত্রচ্ছায়াং দধদধরিপোর্লব্ধসপ্তাহবাসঃ। ধারাপাতপ্পিতমনসাং রমি তা গোকুলানাং, কৃষ্ণপ্রেয়ান্ প্রথয়তু সদা শশ্ম গোবর্ধনো নঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিলে গোবর্ধনের নিম্নপ্রদেশ অভিন্ন মনোরম ও সুবিশাল গৃহের আকারে সুশোভিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে “ইত্যুক্তৈকেন হস্তেন” ইত্যাদি (ভাঃ-১০।২৫।১৯) শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকায় লিখিত আছে—“তত্র ব্রজকর্তৃক দর্শনসৌকর্য্যায়, শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক ধারণসৌকর্য্যায়, শোভাবিশেষায় চ ইদং কল্প্যতে, উত্থাপনসময়ে লীলাশক্ত্যানুকূল্যে পৰ্ব্বতমধ্যাধোভাগে বিচ্ছিদ্য কুট্টি-মায়মানো মহাশিলাসমুচ্চয় একো মধ্যগর্ত্যে স্থিতঃ, যং শিলাসমুচ্চয়মাক্রম্য যং নিম্নং পৰ্ব্বতমধ্যদেশং শ্রীহস্তেন বিষ্টভ্য চ সুখং দধারেতি।” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন বামকন্ঠে গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন ব্রজবাসীগণ যাহাতে অনায়াসে তাঁহার শ্রীমুখারবিন্দ দর্শন করিতে পারেন, গোবর্ধন উৎপাটনে তাহার নিম্নস্থ গর্তাকার ভূমিতে উন্নত, অবনত অংশ থাকায় শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণে ও ব্রজবাসীগণের অবস্থানে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয় এবং যাহাতে গিরিধারীর শোভাবিশেষের প্রকাশ

হয় ; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-উত্থাপনকালে লীলাশক্তিপ্রভাবে গোবর্ধনের অধোভাগের মধ্যস্থান হইতে একটি অতি সূরহৎ শিলাখণ্ড খসিয়া গর্তের উপর পড়িয়া গোবর্ধন-পর্বতনিম্নস্থ স্থান কুট্টিমের অর্থাৎ প্রস্তর বাঁধানো সমতলভূমির আকার ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহার উপর দণ্ডায়মান হইয়া মহাসুখে গিরিরাজকে ধারণ করিলেন এবং ব্রজবাসিগণও তাঁহার চারিপার্শ্বে সুখে সাত দিবারাত্র অবস্থান করিলেন। সেস্থান এতই প্রশস্ত ও বিশাল যে, ব্রজবাসীর কেন, তাহাতে ত্রিলোকবাসীরও অনায়াসে স্থান হইতে পারে। হরিবংশে বর্ণিত আছে—“শৈলোৎপাটনভূরেষা মহতী নিম্নিতা ময়া। ত্রৈলোক্যমপ্যুসহতে রক্ষিতুং কিং পুনরুজম্ ॥” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“গোবর্ধন-পর্বত উৎপাটন করিয়া আমি যে নিরাপদ বাস-স্থান নির্মাণ করিয়াছি, তাহাতে ত্রিলোকবাসী সমস্ত জীবগণকে আশ্রয় দিতে পারি, ব্রজবাসিগণের কথা ত সামান্য।’ এ-বিষয়ে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার বা সন্দেহের কিছু কারণ থাকিতে পারে না, কারণ চিন্ময়-ধামের একটি ধূলিকণার মধ্যেও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমাবেশ হইতে পারে !

ইন্দের আদেশে সাস্বর্তকাদি প্রলয়কালীন মেঘগণ-কর্তৃক ক্রমাগত সপ্ত অহোরাত্র বর্ষিত বিপুল জলধারা হইতে ব্রজবাসিগণের সুরক্ষাবিষয়ে গর্গ-সংহিতায় বর্ণিত আছে—

“জলৌঘমাগতং বীক্ষ্য ভগবাৎসুদগিরেরধঃ । সুদর্শনং তথা শেষং মনসাক্ষাং চকার হ ॥

কোটিসূর্য্যপ্রভং চাদ্রেদ্রাক্ষং চক্রং সুদর্শনম্ । ধারাসম্পাতমপি বদগন্ত্য ইব মৈথিল ॥

অধোইধস্তঙ্গীরেঃ শেষঃ কুণ্ডলীভূতমাস্থিতঃ । রুরোধ তজ্জলং দীর্ঘং যথা বেলা মহোদধিম্ ॥

সপ্তাহং সুস্থিরস্তস্থৌ গোবর্ধনধরো হরিঃ । শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং পশ্যন্তশ্চকোরা ইব তে স্থিতাঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ বামকরে গোবর্ধনগিরি ধারণ করিয়া নিম্নভাগে ব্রজবাসিগণকে আশ্রয় দিলেও ইন্দ্র প্রবল বর্ষণে বিরত হইলেন না। সেই বিপুল জলধারা গোবর্ধনের নিম্নপ্রদেশ প্লাবিত করিয়া গোপগণের উদ্বেগের হেতু হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে সুদর্শন এবং শেষনাগকে আদেশ দান করিলেন। তখন কোটি সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল দীপ্তিশালী সুদর্শনচক্র গোবর্ধনের উর্ধ্বদেশে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থান করত অগস্ত্য যেন অনায়াসে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধারাকারে পতিত বৃষ্টির জল শোষণ করিতে লাগিলেন। শেষনাগও গোবর্ধন-পর্বতের চারিদিক্ কুণ্ডলাকারে বেষ্টিত করিয়া বেলাভূমি যেমন সমুদ্রের জলকে রোধ করিয়া সিন্ধুতটস্থ গ্রাম-নগরাদি রক্ষা করে, তদ্রূপ গোবর্ধনের চতুর্দিক্ হইতে প্রবলবেগে সমাগত জলপ্রবাহ রোধ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সপ্তাহকাল গোবর্ধনধারণ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ব্রজবাসিগণ চকোরের ন্যায় গিরিধারীর বদনচন্দ্রের শোভা পীযুষধারা পান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছামাত্রই এক মুহূর্তে ইন্দের বর্জসমুদ্রাত হস্তকে এবং মেঘগণের বর্ষণকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু গিরিরাজ-গোবর্ধনের সৌভাগ্য প্রকাশের নিমিত্ত ইন্দ্রকে দীর্ঘ শত্রুতা করার অবকাশ দিয়া সপ্তাহকাল গিরিকে শ্রীহস্তে ধারণ করিলেন ও ব্রজবাসিগণসঙ্গে এই সপ্তদিবস ক্ষণ ক্ষণে

গিরিবৃপ হরিদাসশ্রেণিব্যোতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকাবক্তৃচন্দ্রাং ।
ব্রজনবতিলকত্বে কুণ্ড বৌদঃ স্ফুটং মে
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । হে গিরিরাজ ! তোমার ‘হরিদাসবর্ষা’ এই নামামৃত সাক্ষাৎ শ্রীরাধিকার শ্রীমুখচন্দ্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । বেদ ও শাস্ত্রাদি ব্রজের অভিনব ললাট-তিলকরূপে তোমায় নিরূপণ করিয়াছেন । তুমি আমায় নিজ-নিকটে নিবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ৮ ॥

টীকা । ননু পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকমিতি পুরাণবাক্যেন কৃষ্ণ-দেহরূপেণ নিরূপিত বৃন্দাবনৈকদেশবাসেনৈব সৰ্ব-নিজেষ্টসিদ্ধিৰ্ভবেদেব অস্মান্মম শ্রেষ্ঠত্বেন কিমতিশ্চুত্যা নিবাসঃ

যে অনির্বচনীয় ও অপূর্ব লীলামাধুরী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও আশ্বাদনের সৌভাগ্য দান করিলেন । শ্রীমৎ জীবগোপ্তামিপাদ গিরিধারীর সেই অবর্ণনীয় লীলার ইঙ্গিত দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

“সপ্তাহনিশনিশিমিতা গিরিভূতা যে যে বিলাসাস্তদা,
তান্ কল্পেঃ সহ সপ্তভিঃ কথয়িতুং শেষোহপি নাশেষতঃ ।
এবঞ্চৈবচনৈরমুংস্তিচতুরৈঃ সচ্চাতুরীবজ্জিতৈ-
স্তুর্গং বণিতবান্ কবিঃ স্বয়মসৌ দুৰ্ভয় দোদৃষতে ॥” (গোপালচম্পূঃ)

“গিরিধারী সাত দিন ব্রজবাসিগণের সহিত যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন, তাহা সহপ্রবদন শেষও সপ্তকল্প পরিমিত কালেও বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না । সেই সমস্ত লীলা যদি কোন অজ্ঞ কবি তিন চারি কথায় অল্প সময়ে বর্ণনে প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তাহাকে অপযশ ও দুঃখেরই ভাগী হইতে হইবে ।”

শ্রীপাদ বলিতেছেন—“হে গিরিরাজ ! তোমার ন্যায় মহাসৌভাগ্যবান্ হরিভক্তশ্রেষ্ঠের সান্নিধ্যে কাহার না বসবাসের ইচ্ছা হয় ? অতএব ‘নিজ-নিকটে-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্’ ।”

“অঘ-বকাসুর-শত্রু গোবিন্দ আপনে ।

ইন্দ্রের জিহাংসা হৈতে ব্রজবাসিজনে ॥

নবগুহরূপ তোমার যেই মধ্যস্থানে ।

রক্ষা লাগি বাস দিল ক্রমে সাতদিনে ॥

এইরূপে তব মান বর্দ্ধন করিল ।

হরিদাসবর্ষ্যনাম সার্থক হইল ॥

ওহে গিরিরাজ মোরে তোমার নিকটে ।

স্থান দিয়া ধন্য কর যাচি করপুটে ॥” ৭ ॥

প্রার্থ্যতে ইতি চেতব্রাহ্ম গিরিনৃপতি । গিরিনৃপশব্দস্য প্রকৃতোপযোগিত্বং পুরা ব্যাখ্যাতম্ । হে গিরিনৃপ যতো 'রাধিকাবক্তৃচন্দ্রাৎ হস্তায়মদ্রিবল্লা হরিদাসবর্য্য' ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয়পদ্যেন হরিদাসবর্য্যোতীদং নামামৃতমর্থাত্ত্ববোদিতম্, অতো বৈদৈব্রজ-নবতিলকত্বে ব্রজস্য নূতন ললাটভূষণত্বে ক্৯শ্চ প্রকটিত হে তথা-ভূত ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ । অধিকস্যাধিকং ফলমিতি ন্যায়েন শ্রেষ্ঠ-নিকটবাস এব যোগ্য ইতি ভাবঃ । ক্৯শ্চ ইতি সম্বোধনং পদং হরিদাসেষু কৃষ্ণভক্তেষু বর্য্যঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সর্ব্বমনুকরণেবেতি সুলুক্ 'নো জানে জনিতা কিম্বাডিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী'তি বৎ ॥ ৮ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রজরক্ষাচ্ছলে শ্রীগিরিরাজকে যে প্রভুত সম্মান দান করিয়া তাঁহার সর্বাতিশায়ী মহিমা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীগিরি-তটে বসবাসের আকাংক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন । তাহাতে শ্রীগিরিরাজ যেন বলিতেছেন—'ওহে রঘুনাথ দাস ! তুমি পরম বিত্ত, পদ্মগুরাগোক্ত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখবাণী স্মরণ কর—“পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্” অর্থাৎ “পঞ্চযোজন বৃন্দাবন আমার দেহস্বরূপ” সুতরাং সর্বাভীষ্টটপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের দেহস্বরূপ বৃন্দাবনের একদেশে বসবাস কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে । আমাকেই ব্রজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থানরূপে প্রতিপাদন করত এইরূপ অতিশুতি করিতেছ কেন ?” শ্রীপাদ গিরিরাজের এইরূপ উক্তি সম্ভাবনা করিয়া বলিলেন—'হে গিরিরাজ ! ইহা কিছুমাত্র অতিশুতি নহে । সর্ব্বপুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ঋষভানবী শ্রীরাধারাগী তোমায় 'হরিদাসবর্য্যঃ' আখ্যা দিয়াছেন ।'

“হস্তায়মদ্রিবল্লা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ ।

মানং তনোতি সহ গোগগন্যোস্তয়োর্থৎ পানীয়সুযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥”

(ভাঃ-১০।২১।১৮)

“হে সখিগণ ! এই গোবর্ধন-পর্ব্বত হরিদাস-চূড়ামণি, যেহেতু সে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের চরণস্পর্শে হর্ষাকুল হইয়া নির্মল জল, সুকোমল তৃণ, বিচিত্র গুহা এবং নানাবিধ কন্দমূলাদি দ্বারা গোপবালক ও ধেনুপাল-পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের নানাবিধ সেবা করিয়া থাকে ।”

শ্রীমদ্ভাগবতে বেণুগীত বা গোপসুন্দরীগণের পূর্ব্বরাগ-বর্ণনায় এই শ্লোকটি গোপিকাগণের উক্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে । কিন্তু শ্রীমৎ দাসগোস্থামিপাদ সর্ব্বগোপী-শিরোমণি স্বয়ং ঋষভানুন্দিনীর শ্রীমুখ-চন্দ্র হইতেই এই শ্লোকটি উদিত হইয়াছে বলিয়া এই শ্লোকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, ব্যাস, শুকাদি ভক্তচূড়ামণিগণ সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের সেবা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীগোবর্ধনের ন্যায় নিজদেহকে কেহই শ্রীভগবানের লীলাক্ষেত্র করিতে পারেন নাই বলিয়াই শ্রীরাধারাগী শ্রীমুখে তাঁহাকে 'হরিদাসবর্য্য' বা 'হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন । শ্রীমদ্ভাগ-বতে বহু ভক্তের কথা বর্ণিত থাকিলেও মাত্র তিন জনকে 'হরিদাস' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—যুধিষ্ঠির,

উদ্ধব ও গোবর্ধন । এই তিনের মধ্যেও গিরিরাজ শ্রেষ্ঠ । কারণ গিরিরাজ একদিকে যেমন সখাগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব এবং তাঁহাদের পরমপ্রিয় গাভীগণের সেবার জন্য দ্বিচ্ছ শীতল পানীয়, ফল, রুদ্র-মুলাদি, বিশ্রামের নিমিত্ত সুশীতল রুদ্ধছায়া, রত্নপর্যঙ্ক, রত্নপীঠ, মণিপ্রদীপাদি শোভিত কন্দর, সুকোমল তৃণ, বিস্তৃত স্নিগ্ধ ও শীতল বিশ্রামস্থানাদি নিজের অঙ্গে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি রাম-কৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে প্রমোদিত হইয়া তৃণোদ্গমছলে পুলক, আদ্রতাছলে শ্বেদ, নিব্বারছলে অশ্রুপ্রকাশ করিয়া পরমানন্দে আত্মহারা হইতেছেন । সুতরাং তিনি যথার্থই হরিদাস-শিরোমণি ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘হে গিরিরাজ ! প্রাকৃত চন্দ্র হইতে নিঃসৃত অমৃত যেমন প্রাকৃত দেব-গণের ভোগ্য, তদ্রূপ অপ্রাকৃত প্রেমময় শ্রীরাধাবদন-বিধু হইতে নিঃসৃত তোমার হরিদাসবর্ষ এই নামামৃতরস অপ্রাকৃত সাধু-ভক্তগণেরই অনুসেবনীয় । (পূর্বে গিরিরাজের পঞ্চামৃত সেবনের উল্লেখ করিয়াছেন) শ্রীপাদ রঘুনাথ যেন একটু প্রোচোক্তির সহিত বলিলেন—‘হে গিরিরাজ ! তুমি যে পুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে আমায় তোমার চরণ-সান্নিধ্যে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করার কথা বলিলে, আমরা শ্রীরাধার দাসী, শঠ-শিরোমণির ছলনাময় বাণীর মর্ম সব সময় বুঝিতে পারি না । আর আমার ঈশ্বরী সরলা পরম উদারস্বভাবা ; তাঁহার বচনামৃতে আমাদের পরম বিশ্বাস । এমন কি উহাই আমাদের জীবাত্ম । আবার পুরাণবাণী অপেক্ষা পুরাণ-শিরোমণি বা মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী যে সমধিক প্রামাণ্য ইহা সহজেই বুঝা যায় । বিশেষতঃ রসাস্বাদনের পক্ষে কৃষ্ণের সঙ্গ অপেক্ষাও রসিক কৃষ্ণভক্তের সঙ্গই সমধিক শ্লাঘনীয় । ভাগবত বলেন—“রতিরাসো ভবেত্তীরঃ পাদয়োর্বাসনাদর্শনঃ” (৩।৭।১৯) ‘মহৎসঙ্গ বা মহৎসেবার ফলে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে স্বাভাবিক প্রেমোৎসব সজাত হইয়া থাকে ।’ মহাজন রসিকভক্তের সঙ্গকে রসোৎপত্তির একটি অন্যতম সাধন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—‘রসিকাসঙ্গ-রজিগাম্’ (ভঃ রঃ সিঃ) অর্থাৎ রসিকভক্তের সঙ্গেই যাঁহাদের রঙ্গ বা সাতিশয় উল্লাস, তাঁহারা ই ভক্তি-রসাস্বাদনের অধিকারী । অতএব তোমার সান্নিধ্যে বসবাসই আমার চরম-কাম্য ।

আরও বলি—‘হে গিরিপতে ! তুমি ব্রজমণ্ডলের ললাট-তিলকরূপে বেদশাস্ত্রে খ্যাতি লাভ করিয়াছ ।’ শ্রীগর্গসংহিতায় বর্ণিত—

“গোবর্দ্ধনগিরি রাজন্ সৰ্ব্বতীর্থবরঃ স্মৃতঃ । বৃন্দাবনঞ্চ গোলোকমুকুটৌহদ্রিঃ প্রপূজিতঃ ॥

গোপগোপীগবাং রক্ষাপ্রদঃ কৃষ্ণপ্রিয়ো মহান্ । পূর্ণব্রজাতপত্রং যন্তুম্মাতীর্থবরশ্চ কঃ ॥”

শ্রীনারদ মিথিলাপতি বহলাশ্বের প্রতি বলিলেন—‘হে রাজন্ ! গোবর্ধন-পর্বত সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ । বৃন্দাবন ও গোলোকে মুকুটস্বরূপ এই গোবর্ধন—গো, গোপ ও গোপীগণের সতত রক্ষা-বিধান করিয়া থাকেন । ইনি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তম যিনি পূর্ণব্রজ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের আতপত্র, তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠতীর্থ আর কোথায় ?’ অতএব ‘হে গিরিরাজ ! তোমার সান্নিধ্যে বসবাস দান করিয়া আমায় ধন্য কর ।’

নিজ-জনযুত-রাধাকৃষ্ণমৈত্রীরসাত্ত-
ব্রজনর-পশু পক্ষি-ব্রাত-সৌখ্যকদাতঃ ।
অগণিত-করুণত্বান্বাপুরীকৃত্য তান্তং
নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন হৃদে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । হে গোবর্দ্ধন ! সখা ও সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিত্রতারসযুক্ত ব্রজস্থিত যে সকল মনুষ্য, পশু, পক্ষিসমূহ তুমি তাহাদের একমাত্র সুখপ্রদাতা, অসীম করুণানিলয় তুমি মাদৃশ দীনজনকে তোমার নিকটে বসবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ৯ ॥

টীকা । নম্বন্যং কমপি ব্রজবাসিনং স্বাভীষ্টং প্রার্থয়স্ব কিমন্যপ্রার্থনয়েতি চেত্তব্রাহ নিজ-জনেতি । নিজজনেতি একদাত্রিত্যন্তং সমুদায় সম্বোধনম্ । নিজজনেন স্বীয়লোকেন আলী সখ্যাদি-রাপেণ যুতো মিলিতো যো রাধাকৃষ্ণয়ো রাধাসহিতঃ কৃষ্ণস্তত্র যো মৈত্রীরস এতন্নাশ্না প্রসিদ্ধো রসস্তেনাস্তো যুক্তো যো ব্রজ-নর-পশু-পক্ষি-ব্রাতস্তৎসমূহস্তস্য সৌখ্যস্য সুখস্য একদাতঃ অদ্বিতীয় সুখদানকর্তৃরিত্যর্থঃ । যো হি পরমদয়ালুতয়া কৃষ্ণহস্তস্পর্শমাত্রেন স্বয়মেবোচ্চায় স্বগর্ভে ব্রজনরাদিকং যথাসুখং স্থাপিতবান্ এবং দয়ালুং পরিত্যজ্য কমন্যং স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ে ইতি ভাবঃ । ননু যে হি নিজগর্ভং প্রবেশ্য রক্ষিতাস্তে তু কৃষ্ণপ্রীতিযুক্তাস্তদগচ্ছতীনং ত্বাং কথং নিজনিকটনিবাসং দাস্যামীতি চেত্তব্রাহ অগণিতা সংখ্যাতীতা করুণা যস্য তত্বাং তান্তং নিতান্তং মামুরীকৃত্য অঙ্গীকৃত্য ভবানুব স্বভাবং কৃপয়া দীনং মাং তদ্বিষয় প্রীতৌ নিযোজ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীগিরিরাজ যে হরিদাসবর্ষ এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাত্ত তাহার অপর একটি লক্ষণ উল্লেখ করিতেছেন । যাঁহারা হরিদাস বা যাঁহাদের চিত্ত-মন শ্রীভগবানের সেবা-প্রাণতায় পূর্ণ, অন্যান্য হরিভক্তেরও তাঁহাদের প্রতি স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং মৈত্রীর উদয় হইয়া থাকে । ব্রজে গণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি যাঁহারা মিত্রতা-রসযুক্ত সেই সকল মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতিরও

“শ্রীরাধিকা নিজ সখী সম্বোধন করে ।

চন্দ্রমুখে তোমার গুণ কীর্তন যে করে ॥

‘হস্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্ষ’ ।

হরিদাসগণ-মধ্যে তুমি শিরোধার্য্য ॥

ভাগবতপদ্যে তোমার এই নামামৃত ।

প্রকাশ করিয়া বিশ্ব কৈল আপ্যায়িত ॥

তিলক-স্বরূপে তুমি ব্রজের ললাটে ।

ভূষিত আছহ শাস্ত্র কহে অকপটে ॥

ওহে গিরিরাজ ! তুমি মহাশক্তিধর ।

পাদদেশে দীনজনে বাস দান কর ॥” ৮ ॥

শ্রীগিরিরাজ অশেষ শ্রদ্ধা এবং প্রীতিভাজন হইয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন । যাঁহাদের চিত্ত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি প্রীতিরসসিক্ত, হরিদাসবর্ষ গিরিরাজের দর্শনেই তাঁহাদের সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময়্য বিবিধ লীলাবলীর স্ফুরণ হইয়া থাকে । শ্রীকুণ্ডতটে অতি অদ্ভুত ও পরম নিগূঢ় দীর্ঘকাল-ব্যাপী শ্রীযুগলের স্বচ্ছন্দ মধ্যাহ্নলীলা, গোবর্ধনে দানলীলা, নৌকালীলা, রাসলীলা প্রভৃতি রহস্যময় লীলার স্বচ্ছন্দ ও নিজ্জন নিকেতন শ্রীগিরিরাজ । ইহা ছাড়াও গিরিরাজ স্বীয় অঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের নিগূঢ়লীলার বিবিধ চিহ্ন ধারণ করিয়া যুগল-প্রেমিকগণের পরমানন্দের হেতু হইয়া থাকেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“গান্ধৰ্বায়াঃ সুরতকলহোদ্যামতাবাবদুকৈঃ, ক্লাস্তশ্রোত্রোৎপলবল্লিভিঃ ক্ষিপ্তপিঞ্জ্রাবতংসৈঃ ।

কুঞ্জৈস্তল্লোপরি পরিলুষ্ঠদ্বৈজয়ন্তীপরীতৈঃ, পুণ্যশ্রীঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥”

(স্ববমালা)

“যেস্থানের কুঞ্জে কর্ণোৎপল শ্লান হইয়া পতিত রহিয়াছে, মৃণালবলয়, ময়ূরপুচ্ছনির্মিত অবতংস যেস্থানে পতিত, শয্যার উপরে বৈজয়ন্তীমালা লুণ্ঠিত হইতেছে, সুতরাং শ্রীরাধার নৈশ-সুরত-কলহের প্রকাশকারী কুঞ্জসমূহে যাঁহার মনোহর শোভা হইয়াছে, সেই গোবর্ধন আমাদের মঙ্গল বিস্তার করুন ।”

রাজধামাশ্রয়ী পশু, পক্ষী সকলেরও শ্রীরাধাকৃষ্ণে মৈত্রী ও প্রীতি স্বভাবসিদ্ধ । শ্রীকৃষ্ণ যেসব গাভীগণকে চারণ করেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণে স্বতঃসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রীতি । গাভী, বৎসগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি রজসুন্দরীগণ স্বয়ং পূর্বরাগদশায় শ্রীমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন ।

“গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযুষমুভভিতকর্ণপুটেঃ পিবন্তাঃ ।

শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থগোবিন্দমাঅনি দৃশাশ্রুতকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥”

(ভাঃ-১০।২১।১৩)

“শ্রীরাধাবনের গাভীগণ ও স্তনপানরত বৎসগণ উর্ধ্বদিকে স্থাপিত কর্ণপাত্রে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-মুখনির্গত বেণুগীতামৃত আশ্বাদন এবং নয়নদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুব্যাগু-নয়নে নিস্পন্দভাবে অবস্থান করিতে থাকে ।” গাভীসমূহ তো শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপাল্য ও পার্শ্বদ, তিনি মাতৃভাবে ইঁহাদের লালন-পালনাদি করেন । কিন্তু বনের হরিণগুলি পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সাতিশয় প্রীতি বহন করিয়া থাকে ।

“ধন্যাঃ স্ম মুচুগতয়োহপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাভবিচিত্রবেষম্ ।

আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥”

(ভাঃ-১০।২১।১১)

“বনচারিণী হরিণীগণ (পশুজাতি বলিয়া) বিবেকহীনা হইলেও ধন্যা, কেননা তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদ শ্রবণমাত্রেই কৃষ্ণসারগণসহ কৃষ্ণনিকটে উপস্থিত হইয়া বিচিত্র বনবিহার-বেশে সুসজ্জিত

নন্দনন্দনের দিকে সপ্রেম দৃষ্টিপাত ও আন্তরিক সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে।” এইভাবে ব্রজবনের পক্ষিসমূহও যে সাধারণ পক্ষী নয় তাহারা সকলেই মুনি এবং শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রীতিমান—তাহাও ব্রজদেবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন—

“প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেহস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।

আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্ শ্ৰবন্ত্যমীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥” (ভাঃ-১০।২১।১৪)

“ওমা ! † এই বৃন্দাবনে যে সকল পক্ষিগণ বাস করে তাহারা প্রায় সকলেই আত্মারাম মুনি, কেননা তাহারা বিচিত্র পল্লবাকুরাদিতে শোভিত রুক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার যে শাখা হইতে অবাধে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হয়, সেই শাখায় উপবেশন করে এবং মুরলীনাৎ ব্যতীত সর্ববিধ শব্দের শ্রবণ-ভাষণাদি ত্যাগ করিয়া অর্ধনিমীলিত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের মোহন-মুরলীনাৎ শ্রবণ করিয়া থাকে।”

এই প্রকার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কক্খটী বানরী শুক-সারিকাদি পক্ষিগণের নিশান্তে যুগলের প্রবোধন, অভিসারাদির দৌত্য, যুগলের পক্ষ অবলম্বনে শুক, সারিকাদির পরস্পর রসময় কলহ, যুগলের রূপবর্ণনা, প্রেমবর্ণনাদি বিবিধ লীলাপুষ্টিত কার্যও দেখা যায়। গিরিরাজ যুগল-বিলাসের সুরম্য নির্জনস্থান বলিয়া এই সব পশু, পক্ষিগণেরও পরম সুখ বিধান করিয়া থাকেন। গিরিরাজ পশু, পক্ষিগণেরও পরম সুখদাতা বলিয়া শ্রীপাদ গিরিরাজের সান্নিধ্যে বসবাসের একটু স্থান কামনা করেন।

গিরিরাজ যেন বলিতেছেন—‘ওহে রঘুনাথ দাস, তুমি যাহা বলিতেছ সবই সত্য, যাহারা পরম ভক্ত বা প্রেমিক তাহাঁরাই আমার সান্নিধ্যে বসবাসের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হয় এবং আমি তাহাদেরই সুখ-বিধান করিয়া থাকি। কিন্তু তোমার তো তাদৃশ ভক্তি নাই, সুতরাং তুমি আমার সান্নিধ্যে বাস লাভ করিবে কিরূপে?’ তদুত্তরে বলিলেন—‘হে গিরিরাজ ! তোমার এই কথাটি সহস্র বার সত্য। আমি যে ভক্তিহীন বা ভজন-সাধন শূন্য দীনজন, ইহাতে কোন সন্দেহ-ই নাই। তবু বলি, হে গিরিরাজ ! তুমি অসীম করুণানিলয়, মাদৃশ ভক্তিহীনজনকে নিজগুণে রূপা করিয়াই নিজ নিকটে নিবাস দিয়া ধন্য করিতে হইবে।’

“নিজজনে বেষ্টিত যে যুগলকিশোর ।

তাঁদের মৈত্রীরসে যাঁর সিক্ত কলেবর ॥

সেই ব্রজনর, পশু, পক্ষী, সুখদাতা ।

এমন দয়ালু-স্বভাব আর পাব কোথা ॥

রূপা করি মো অধমে অঙ্গীকার করে ।

তোমার নিকটে বাস দান কর মোরে ॥” ৯ ॥

† পূর্বরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণের এই সভায় সখীগণ ব্যতীত মাতৃসম্বোধনের মত কেহ না থাকিলেও আশ্চর্য রমণী-

স্বভাব-সুলভ উক্তিই তাহারা ‘ওমা’ শব্দটি বলিয়াছেন।

নিরুপাধি-করণেন শ্রীশচীনন্দনেন
 ত্বয়ি কপটি-শঠেহপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোহস্মি ।
 ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্ণন
 নিজ-নিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । হে গোবর্ধন ! আমি অতিশয় শঠ ও কপটী হইলেও তোমার অতিপ্রিয় নিরুপাধি করুণাময় শ্রীশচীনন্দন-কর্তৃক তোমার চরণে সমর্পিত হইয়াছি, অতএব আমার যোগ্যাযোগ্যতার বিচার না করিয়া আমায় নিজ নিকটে নিবাস প্রদান করিয়া ধন্য কর ॥ ১০ ॥

টীকা । অযোগ্যায় নিজনিকটবাসপ্রদানে মুখ্যং কারণং শৃণ্বিত্যাহ নিরুপাধীতি । শচীনন্দনেন পরমদয়ালুনা শ্রীকৃষ্ণচেতন্যোনাস্মি অহং ত্বয়ি অর্পিত ইতি হেতোর্মমতাং ত্বদনুভূতাং যোগ্যা-যোগ্যতাম্ অগৃহ্ণমিতি সম্বন্ধঃ । কিন্তুতোহহং কপটী আত্মনস্তাদুঃখবৈরাগ্যপ্রকটনেন লোকপ্রতারকশ্চাসৌ শঠঃ পুরঃ প্রিয়বক্তা অসাক্ষাদপ্রিয়কর্ত্তা চ সচেতি এবত্বতোহপি । শচীনন্দনেন কিন্তুতেন ত্বৎপ্রিয়ৈগ ভবতঃ প্রেমাস্পদেন প্রিয়বাক্যং প্রিয়েণাবশ্যং কৰ্ত্তব্যমেবেতি ভাবঃ, ননু শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাস্তবতোহত্র প্রেরণে তস্য কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং ভবেদिति লক্ষ্যতে । ইতি নেত্যাহ নিরুপাধিকরণেন নির্নবিদ্যাতে উপাধিঃ ফলানু-সন্ধানং যত্র এবত্বতা করুণাচিন্তাদ্র'করণ রূপা যস্য তেন লোকহিতাকাঙ্ক্ষণেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । পূর্বশ্লোকে শ্রীগিরিরাজ বলিয়াছেন—ভক্তিমান্ ব্যক্তিই তাঁহাকে পায় রঘুনাথের কি তাদৃশী ভক্তি আছে যে তিনি তাঁহাকে পাইবেন ? গিরিরাজের সেই বাণী দৈন্যের খনি শ্রীপাদের কানে যেন এখনো বাজিতেছে ! এখনো যেন গিরিরাজ বলিতেছেন—‘হে রঘুনাথ, মহাসুকৃতি-মান্ ব্যক্তিই আমার সান্নিধ্যে বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে, তোমার কি তাদৃশ সুকৃতি আছে যে তুমি আমার নিকটে বাস-কামনা করিতেছ !’ শ্রীপাদ আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন, ‘জীবনে তো এমন কিছু সুকৃতি করি নাই, যাহাতে শ্রীগিরিরাজের রূপা লাভ করিতে পারিব !’ অতৃপ্তিই প্রেমের স্বভাব । “প্রেমের স্বভাব—হাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ । সে-ই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেমগন্ধ ॥” (চৈঃ চঃ) দৈন্যের সাগরে ভাসমান শ্রীপাদের চিত্তে নৈরাশ্য-আঁধার ঘনাইয়া উঠিয়াছে । ভাবিতে ভাবিতে নিরুপাধি করুণা-ময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা মনে পড়িয়া আশার আলোকে হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল । মহাপ্রভুর সেই নিহেতু করুণার কথা মনে করিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন ।

দৈন্যভরে শ্রীপাদ আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন—‘হে গিরিরাজ ! আমি অতিশয় শঠ ও কপট, অর্থাৎ বাহিরে ভক্তি দেখাইলেও অন্তরে আমার তাদৃশ ভক্তির অভাব এবং সাক্ষাতে প্রিয়বাদী হইয়াও পরোক্ষে অপ্রিয়বাদী । আমার অযোগ্যতা আমি ভালরূপেই জানি । কিন্তু নিরুপাধি করুণাময় শ্রীশচীনন্দন আমায় তোমার চরণেই সমর্পণ করিয়াছেন—তাহা সবই তুমি জান ।’ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্য ও ভক্তিনিষ্ঠায় সম্বুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অতিপ্রিয় গিরিরাজের শিলা ও গুঞ্জা-

মালা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথও প্রভুদত্ত শিলা ও গুঞ্জামালা পাইয়া তাঁহাকে উহা প্রদান করার মর্মটি প্রভুর রূপায় অনুভব করিয়াছিলেন—

“রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল।

গোসাক্ষির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিল—॥

শিলা দিয়া গোসাক্ষি মোরে সমর্পিত গোবর্দ্ধনে।

গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা-চরণে ॥

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য-বিস্মরণ।

কায়মনে সেবিলেন গৌরাজচরণ ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পরিঃ)

শ্রীপাদ বলিতেছেন—“হে গিরিরাজ ! আমি অতিশয় শঠ ও কপট হইলেও নিহেতু রূপায় প্রভু শচীনন্দন যখন আমায় তোমার চরণেই সমর্পণ করিয়াছেন, তখন তুমি আমার যোগ্যাযোগ্যতার বিচার করিতে পার না।” যেহেতু প্রভু তোমার অতিশয় প্রিয়, প্রভুর সম্বন্ধটি অবলম্বন করিয়াই আমার অযোগ্যতার কথা ভুলিয়া আমায় রূপা করিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রভুর গুণ প্রিয়দাসেও সঞ্চারিত হওয়া ‘স্বাভাবিক।’ প্রভুর অভাজনের প্রতিও অহৈতুকী করুণা-বিষয়ে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

“পাত্রাপাত্রবিচারণং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষ্যতে দেয়াদেয়-বিমর্শকো ন হি ন বা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।

সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণ প্রণমন-ধ্যানাদিনা দুর্লভং দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ ॥”

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্-৭৭)

“যিনি পাত্রাপাত্র-বিচার, আত্ম পর দর্শন, দেয়াদেয়-বিচার, কালকাল-প্রতীক্ষা না করিয়া শ্রবণ, দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি সাধনেও অতি সুদুর্লভ প্রেমরস তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন, সেই প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দরই আমার একমাত্র গতি।” শ্রীপাদ বলিলেন—“হে গিরিরাজ ! প্রভুর এই পরমৌদার্য স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রিয় তুমি প্রভুর রূপাপথানুসরণে আমায় তোমার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে বাস প্রদান করিয়া ধন্য কর।”

“যোগ্যাযোগ্য পাত্রাপাত্র তোমার নিকটে।

যদি পদে বাস দানে এ-বিচার ঘটে ॥

সে বিচার ক’রো না হে আমার সম্বন্ধে।

হ’লেও কুটিল-কপট পতিত-পাষণ্ডে ॥

তব অতিশয় প্রিয় শ্রীশচীনন্দন।

নিরুপাধি প্রেমদাতা পতিতপাবন ॥

রসদ-দশকমন্ত শ্রীল-গোবর্ধনস্য
 ক্ষিতিধর-কুলভর্তৃর্যঃ প্রযত্নাদধীতে ।
 স সপদি স্মৃথাদেহস্মিন্ বাসমাসাত্ত সাক্ষা-
 দ্ভুতদ-যুগলসেবারত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোবর্ধনবাসপ্রার্থনাদশকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । যিনি পর্বতকুলাধিরাজ শ্রীগোবর্ধনের রসপ্রদ এই ‘গোবর্ধনবাস-প্রার্থনা’ দশকটি যত্নের সহিত পাঠ করিবেন, তিনি শীঘ্রই পরম সুখপ্রদ গিরিতটে বসবাস প্রাপ্ত হইয়া পরম মঙ্গলস্বরূপ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা-রত্ন লাভ করিয়া ধন্য হইবেন ॥ ১১ ॥

টীকা । এতৎ পঠন-ফলমাহ রসেতি । যঃ পুমান্ শ্রীল-গোবর্ধনস্য রসদদশকমধীতে অধ্যয়নমিবাতিযত্নেন পঠতি স সপদি তৎক্ষণাদেব অস্মিন্ গোবর্ধনে বাসমাসাদ্য প্রাপ্য শুভদ যুগল-সেবারত্নম্ আপ্নোতি প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ । রসদেতি । সামান্যস্য বিশেষকল্পনয়া রসং ভক্তিরসং দদাতীতি তত্চ তদশকধেতি তত্থা । ক্ষিতিধরস্য পর্বতস্য কুলং সমুহন্তস্য ভর্তা শ্রেষ্ঠঃ শুভং সর্বোৎকৃষ্টসেবারূপ পরমমঙ্গলং দদাতীতি তচ্চ তদযুগলং রাধাকৃষ্ণযুগলং চেতি তস্য সেবারত্নমিতি অন্যোইপ্যদারং ধনবন্তং স্তূত্বা স্বাভীষ্টং সুবর্ণাদিকং প্রাপ্নোতীতি ধ্বনিঃ ॥ ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীগোবর্ধনবাসপ্রার্থনাদশক-বিস্তৃতিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে এই গোবর্ধনবাস-প্রার্থনাদশকের ফলশ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন । শ্রীগোবর্ধন নিখিল পর্বতকুলের অধিপতি । অন্যান্য গিরির কথা দূরে থাকুক, যে সমস্ত গিরি পৃথিবীর প্রধান প্রধান তীর্থ, তাহাদের অপেক্ষাও পরমশ্রেষ্ঠ শ্রীগিরিরাজ-গোবর্ধন । শ্রীগর্গসংহিতায় লিখিত আছে—

“গিরিরাজো হরেকরূপং শ্রীমান্ গোবর্ধনো গিরিঃ । তস্য দর্শনমাত্রেন নরো যাতি কৃতার্থতাম্ ॥

গন্ধমাদনযাত্রায়াং যৎফলং লভতে নরঃ । তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং গিরিরাজস্য দর্শনে ॥

পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কেদারে যৎ তপঃ ফলম্ । তচ্চ গোবর্ধনে বিপ্র ক্রমেণ লভতে নরঃ ॥

মলয়াদৌ স্বর্ণভারদানস্যাপি চ যৎফলম্ । তস্মাৎ কোটি গুণং পুণ্যং গিরিরাজে হি মাসিকম্ ॥

ঋষামুকস্য সহস্য তথা দেবগিরে পুনঃ । যাত্রায়াং লভতে পুণ্যং সমস্তায়া ভুবঃ ফলম্ ।

গিরিরাজস্য যাত্রায়াং তস্মাৎ কোটিগুণং ফলম্ । গিরিরাজসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥”

তিহো সমপিল মোরে তোমার পদেতে ।

অবিচারে গ্রহণ কর কাঁড়াল পতিতে ॥

এই দেহ সমপিলুঁ ওহে গিরিরাজ ।

স্থান দাও পদে প্রেমভক্তির মহারাজ ॥” ১০ ॥

অর্থাৎ “গিরিরাজ-গোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ শ্রীহরিরই রূপান্তর মাত্র, তাই গোবর্দ্ধন দর্শনমাত্রেই জীবসমূহ কৃতার্থ হইয়া থাকে । গন্ধমাদন-পর্বত পরিক্রমা করিলে মানব যে ফললাভ করিয়া থাকে, গোবর্দ্ধন দর্শন-মাত্রেই তদপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে । কৈদার-পর্বতে পাঁচ হাজার বৎসর তপস্যা করিলে যে ফললাভ হয়, ক্ষণমাত্রকাল গোবর্দ্ধনতটে অবস্থান করিলেই তাহা লাভ হইয়া থাকে । মলয়পর্বতে স্বর্ণভার দান করিলে যে ফললাভ হয়, গোবর্দ্ধনতটে একমাস বাস করিলে তদপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে । ঋষ্যমুকপর্বত, দেবগিরি, সহ্যগিরি পরিক্রমা করিলে পৃথিবী পরিক্রমার ফললাভ হয়, গোবর্দ্ধন-পরিক্রমায় তদপেক্ষা কোটিগুণ ফললাভ হইয়া থাকে । গিরিরাজের ন্যায় তীর্থ হয় নাই, হইবেও না ।” এতদ্বারা গোবর্দ্ধন যে নিখিল গিরির অধিরাজ তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় । সমস্ত ধর্মফলের চরম ফল শ্রীগোবিন্দপাদপদ্মে ভক্তি লাভ । “স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্” (ভাঃ) অর্থাৎ “হরিতোষণই সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত নিখিলধর্মের চরমসিদ্ধি ।” শ্রীগিরিরাজ ‘রসদ’ অর্থাৎ ভক্তিরসপ্ৰদ । এইটিই শ্রীগিরিরাজের দর্শন, প্রণমন, পরিক্রমণ ও সেবনাদির শ্রেষ্ঠ বা যথাযথ ফল ।

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীগিরিরাজের এই “গোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশক”টি যাঁহারা প্রমত্তপূর্বক পাঠ করিবেন, তাঁহারা অতি শীঘ্র পরমসুখদ গিরিতটে বসবাসের সৌভাগ্য লাভ করিবেন । গিরিতটে বসবাসে তত্ত্ব সাধু-মহাত্মাগণের সঙ্গে পরমসুখদ হরিকথা-শ্রবণ, কীর্তনাদি অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবে এবং ভক্তিরসের আশ্বাদনও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“সজাতী-য়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে ।” অর্থাৎ সাধন-ভজনে অগ্রগতি ও ভক্তিরসাস্বাদনের সুচারুতা-হেতু সাধক সমজাতীয় ভক্তিবাসন, স্বভাবস্নিগ্ধ, স্বীয়াপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গই করিবেন । এখানে “সজাতীয়াশয়” এই বিশেষণের দ্বারা তাদৃশ সংসঙ্গে ভজনোন্নতি এবং ভক্তিরসাস্বাদন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । “স্বতোবরে” এই বিশেষণে ঐরূপ মহাভাগবত-সঙ্গে ভক্তিরসের উদয়ও হয়, ইহা দেখাইয়াছেন ।

সুতরাং ইহা পাঠের ফলে ঐরূপ সুখস্বরূপ গিরিরাজের তটে নিত্যনিবাস প্রাপ্ত হইয়া সাধক গিরিরাজের রূপায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরম মঙ্গলস্বরূপ সেবারত্ন-লাভে ধন্য হন । শ্রীপাদের বিশ্বসাধকগণের প্রতি ইহাই করুণার আশীর্বাদ ।

“ভূধর-কুলের গুরু গোবর্দ্ধন-পদে । দশশ্লোক-বিরচন স্বাদু পদে পদে ॥

যিনি অতি যত্ন ক’রে করে অধ্যয়নে । অতি শীঘ্র বাস পায় গিরিগোবর্দ্ধনে ॥

রাজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা অমূল্যরতন । সেই সেবা দেন তাঁরে গিরিগোবর্দ্ধন ॥

দাসরঘুনাত বসি রাধাকুণ্ড-তীরে । দশশ্লোক মহারত্ন করিলা প্রচারে ॥

সেই দিব্য শ্লোকাবলির করি অনুবাদ । লোভে হরিপদ সেবায় মাগে অনুরাগ ॥” ১১ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাসপ্রার্থনাদশকের শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

অথ শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

শ্রীশ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডা নমঃ

বৃষভদনুজ-নাশান্ন-ধর্মোক্তিরঙ্গ-
নিখিল-নিজসখীভির্ষং স্বহস্তেন পূর্ণম্ ।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞা প্রমোদ-
স্তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ১ ॥

অনুবাদ । বৃষাসুর (অরিষ্টাসুর) নিধনহেতু শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধর্মকথাছলে পরিহাসগর্ভ-
বাক্যে কৌতুক-বিস্তার করিতে করিতে শ্রীরাধারাগী স্বীয় নিখিল সখীগণসহ স্বহস্তে মৃত্তিকা তুলিয়া
পরমানন্দভরে যে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকটিত করেন, সেই পরম রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার একমাত্র আশ্রয়
হউন ॥ ১ ॥

টীকা । অথ যথা রাধা প্রিয়া বিশেষাস্যঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথৈত্যেনে রাধাকুণ্ডস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়-
ত্বেন তদাশ্রয়ঃ প্রার্থ্যতে—বৃষভেত্যাदिना पद्याष्टकेन । তত্র বহুবিধ পাপনাশকত্বেন ইদমেবাশ্রয়যোগ্যমি-
ত্যাৎ—বৃষভেতি । তদ্রাধাকুণ্ডং মে মম আশ্রয়ো ভবত্বিতি শেষঃ । যদ্রাধাকুণ্ডং বৃন্দাবন-রাজ্ঞা শ্রীমদ-
নন্দনেন প্রকটিতং প্রাপ্ত প্রকটমপি বৃষভদনুজনাশান্নবৃষাসুরহননাৎ নশ্ম-ধর্মোক্তি রঙ্গৈরসৌ ব্রজরাজনন্দনো
ভূত্বা গাং হতবান্ । তত্র রাজ্ঞা কৃতং পাপং তৎপ্রজাসু চরতীত্যতোহস্মাকং প্রজানামপি পাপমভূদতস্ত্রা-
ণায় পৌর্ণমাসীবজ্রাৎ শ্রুত তাদৃশমাহাত্ম্যমেতৎ কুণ্ডং প্রবিশামস্তত্রাপি উদ্ভূত্য পঞ্চমূৰ্খপিণ্ডান্ স্নান্য পর
জলাশয়ে ইতি বচনেন মৃত্তিকামুদ্ভূত্য স্নান ইতি কৌতুক-স্বভাব বচন-পরিপাটীভিঃ করণৈঃ নিখিল নিজ-
সখীভির্ললিতা-বিশাখাদিভিঃ কোটিকোটীভিঃ স্বহস্তেন পূর্ণং সমগ্রীকৃতঃ গভীরীকৃতমিতি স্বাবৎ । নিজস্য
স্বীয়স্য শ্রীরাধাভিধজনস্য বা নিখিলাঃ সমস্তাঃ সখ্যস্তাভিঃ । নিজং স্বীয়ে চ নিত্যে চেতি মেদিনী । কিন্তুতং
সুরভিঃ কমণীয়ং বিখ্যাতং বা । তথা চ মেদিনী । সুরভিঃ শল্যকে মাতৃভিন্মুরা গোষু যোষিতি ।
চম্পকে চ বসন্তে চ তথা জাতীফলে পুমান্ । স্বর্ণে গন্ধোপলে ক্লীবং সুগন্ধি কান্তয়ো স্ত্রিষু । বিখ্যাতে
সচিবে ধীরে চৈব্রেহপি চ পুমানয়মিতি । ধর্মোহস্তী পুণ্য আচারে স্বভাবোপলয়ঃ ক্রতাবিত্যাदि च । বৃন্দা-
রণ্যরাজ্ঞেতি অত্র তেচানিত্যা ইতি ট প্রত্যয়াভাবঃ ॥ ১ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্ববর্তী 'শ্রীগোবর্ধন'নাশ্রয়দশকে' গোবর্ধন'নাশ্রয়ের
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীগোবর্ধনবাসপ্রার্থনাদশকে গোবর্ধনতটে বসবাসের প্রার্থনা

জানাইয়াছেন । গোবর্ধনতটে বহুতীর্থ থাকিলেও শ্রীপাদের শ্রীরাধাকুণ্ডবাসেই একান্ত অনুরক্তি । কারণ শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা শ্রীরাধার মহিমারই তুল্য । “কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা” (চৈঃ চঃ) বিশেষতঃ শ্রীপাদের শ্রীকুণ্ডের দর্শনেই শ্রীরাধাদাস্যে লালসা সজাত হইয়াছে । বিলাপকুসুমাজলিতে (১৫) লিখিয়াছেন—

“যদা তব সরোবরং সরস-ভৃঙ্গসংঘোল্লসৎ-

সরোক্ষহকুলোজ্জ্বলং মধুরবারি-সম্পুরিতম্ ।

ক্ষুটৎসরসিজাক্ষি হে নয়নযুগ্মসাক্ষাৎভৌ

তদৈব মম লালসাহজনি তবৈব দাস্যে রসে ॥”

“হে বিকসিত-সরসিজাক্ষি শ্রীরাধে ! যখন মধুর ওজ্জনশীল ভৃঙ্গাবলি-শোভিত কমলনিচয়দ্বারা মনোহর এবং মধুরবারিপূর্ণ তোমার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড আমার নয়নগোচর হইয়াছে, তখন তোমার দাস্যরসে আমার লালসা জন্মিয়াছে ।

তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ এই রাধাকুণ্ডাষ্টকে শ্রীকুণ্ডমহিমা কীর্তনপূর্বক কুণ্ডতটে বসবাসের কামনা প্রকাশ করিতেছেন । এই শ্লোকে শ্রীকুণ্ড-আবির্ভাবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন । ব্রজমুকুটমণি নিত্যধাম শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড অনাদিকাল হইতে প্রকাশমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলার সময় সখীগণসহ শ্রীরাধামাধবের পরিহাস-রসময় লীলাবিশেষকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ বরাহ-পুরাণে বর্ণিত আছে । যথা আদিবারাহে শ্রীগোবর্ধনপরিক্রমা-প্রসঙ্গে—

“গঙ্গায়াশ্চোত্তরং গঙ্গা দেবদেবস্যা চক্ৰিণঃ । অরিষ্টেন সমং যত্র মহদযুদ্ধং প্রবর্তিতম্ ॥

ঘাতয়িত্বা ততস্তন্নিম্নরিষ্টং বৃষরূপিণম্ । কোপেন পার্শ্বঘাতেন মহ্যাস্তীর্থং প্রকল্পিতম্ ॥

বৃষভস্য বধো জেয় আত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা । স্নাতস্তত্র তদা কৃষ্ণো বৃষং হত্বা সগোপকঃ ॥

বিপাশমা রাধাং প্রোবাচ কথং ভদ্রে ভবিষ্যসি । বৃষহতো ময়া চায়মরিষ্টঃ পাপসূচকঃ ॥

তত্র রাধা সমাপ্লিয়া কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ । স্বনাশনা বিদিতং কুণ্ডং কৃতং তীর্থমদূরতঃ ॥

রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্বপাপহরং শুভম্ ॥”

অর্থাৎ “মানসগঙ্গার উত্তরদিকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অরিষ্টাসুরের সঙ্গে মহাযুদ্ধ প্রবর্তিত হইয়াছিল । বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে নিধন করিয়া বৃষবধহেতু শ্রীঅঙ্গের শুদ্ধিতার নিমিত্ত কোপভরে পৃথিবীতে বামচরণের পার্শ্ব (গোড়ালীর) আঘাতে শ্রীভগবান্ এক মহাতীর্থ (শ্যামকুণ্ড) প্রকাশিত করিলেন । গোপগণের সঙ্গে সেই কুণ্ডে স্নান করত শুদ্ধ হইয়া গোষ্ঠ-প্রবেশান্তর দুই তিন দণ্ড পরে (শ্রীহরিবংশের বর্ণনানুসারে) রাসহেতু সখীগণসহ শ্রীরাধাকে বেণুনাদে আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—‘হে ভদ্রে ! আমি বৃষরূপধারী অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া এই মহাতীর্থ-প্রকাশপূর্বক শুদ্ধ

হইয়াছি, রাজ্যে রুষভবধের পাপ যে তোমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা হইতে তোমরা কিভাবে শুদ্ধিতা লাভ করিবে ? তাহা শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধা অনায়াসে অসুরবিনাশাদি কঠিন কর্মসাধক শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করত শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের পশ্চিমদিকে স্বীয়নামে একটি সর্বপাপহর মহাপুণ্যময় মনোহর কুণ্ড-রচনা করিলেন—তাহাই **শ্রীরাধাকুণ্ড** নামে বিশ্বে বিখ্যাত ।”

পরম সুরসিক কবি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬।১৫ “এবং ককুদ্দিনং” ইত্যাদি শ্লোকের সারার্থদর্শিনী টীকায় অরিস্টাসুরবধ-বর্ণনের পর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নর্মপরিহাসরস-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তির পৌরাণিকী কথা বিংশতি শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন । তাহার সংক্ষিপ্তসার এখানে লিখিত হইতেছে । ২

৩ “শ্রীকৃষ্ণ রমরূপধারী অরিস্টাসুরকে বধ করিবার পর শ্রীরাধারানী সখীগণসহ তাঁহাকে রম্যঘাতী বলিয়া দোষারোপ করিলেন এবং সর্বতীর্থে তিনি স্নান করিলে তবে গোপীগণের স্পর্শযোগ্যতা লাভ করিতে পারিবেন বলিলেন । তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বামপদের গোড়ালীতে পৃথিবীতে সজোরে আঘাত করিলেন, উহাতে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইল । শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে সর্বতীর্থ আবাহন করত **শ্রীশ্যামকুণ্ড** প্রকট করিয়া উহাতে স্নান করিলেন এবং ঐকুণ্ডে পৃথিবীর সর্বতীর্থের আবির্ভাব হইয়াছে বলিলেন । গোপীগণ তাহাতে বিশ্বাস না করিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় নিখিল তীর্থরাজি মূর্তিপরিগ্রহ করত আপনাপন পরিচয় দিয়া তীর্থজল দেখাইয়া প্রত্যয় করাইলেন ।

শ্রীকৃষ্ণ তখন কৌতুকবশতঃ তিনি এতবড় তীর্থ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু গোপীগণ ধর্ম-কর্মাদি রহিত বলিয়া তাঁহাদের পরিহাস করিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাসবাণী শ্রবণ করত শ্রীমতী রাধারানী একটি মনোহর কুণ্ড করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমদিকে তৎসংলগ্ন ভূমিত অরিস্টাসুরের ক্ষুরাঘাতের একটি বিশাল গর্ত দেখিতে পাইয়া সমস্ত সখীগণের সঙ্গে হস্তদ্বারা তাহা হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া দুই দণ্ডের মধ্যে একটি দিব্য মনোহর সরোবর খনন করিলেন । এইভাবে **শ্রীরাধাকুণ্ড** প্রকট হইলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডস্থিত সমস্ত তীর্থের জল আনিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড পূর্ণ করিতে বলিলে শ্রীরাধারানী বলিলেন—শ্যামসুন্দর গোবধ করিয়া শ্যামকুণ্ডে স্নান করিয়াছেন, উহার জল গোবধপাতকলিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ঐজল রাধাকুণ্ডে আনিলে তাঁহাদের উদ্যম ব্যর্থ হইবে ; তিনি সখীগণ সহ পবিত্র মানস-গঙ্গার জল আনিয়া তাঁহার কুণ্ড পূর্ণ করিবেন । তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে শ্যামকুণ্ড হইতে তীর্থ সকল উঠিয়া শ্রীরাধিকাকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের স্তবে রাধারানী সন্তুষ্ট হইয়া তীর্থগণকে তাঁহার কুণ্ডে আসিতে আদেশ দান করিলে শ্যামকুণ্ডের ভিত্তি ভেদ করত অতি বেগের সহিত সমস্ত তীর্থজল রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া শ্রীকুণ্ড পূর্ণ করিলেন ।

ব্রজভূবি মুরশাত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রম্বুলভমপি তুর্ণং প্ৰেমকল্পদ্রুমং ত্বম্ ।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরূক্ষঃ প্লুং যৎ-
তদতি-স্বরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ২ ॥

অনুবাদ । যে প্রেমকল্পদ্রুম ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীগণেরও নিত্য দুঃখাপ্য শ্রীরাধা-
কুণ্ড তাঁহাতে স্নানকারী জনমাত্রের চিত্তভূমিতে সেই প্রেমকল্পদ্রুম সহসা সজ্জাত করেন, সেই পরম প্রিয় ও
অতিশয় কমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

টীকা । সাধন সহস্রৈরলভ্য বস্তুদেহেহপীদমেব সেব্যমিত্যাহ—ব্রজেতি । যদ্রাধাকুণ্ডং
কর্তৃস্নাতুরবগাহিতুর্জনস্য হৃদি ভূমৌ হৃদয়রূপ পৃথিব্যাং তং প্রসিদ্ধং প্রেমকল্পদ্রুমং প্রেমকল্পরক্ষুং কল্পম্ভূতং

এই কুণ্ডে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য জলকেলি হইয়া থাকে । শ্রীশ্যামকুণ্ড অপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডের
মহিমা অধিক । ইহা সাক্ষাৎ শ্রীরাধাধারণীর সমানই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা । কুণ্ডদ্বয়ের প্রকটবার্তা শ্রবণ
করিয়া ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবী পরমানন্দিত মনে বৃন্দাকে আহ্বান করত কুণ্ডের চারিদিকে বিচিত্র রক্ষ-
লতাদি রোপণ করিয়া শ্রীকুণ্ডদ্বয়কে সুসজ্জিত করিতে বলিলেন । শ্রীবৃন্দাদেবীও নিজের ইচ্ছামত
শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসোপযোগী কুণ্ডের চারিদিকে নানা মণিমুক্তা-রত্নাদি খচিত ঘাট ও সোপানাবলী রচনা
করিলেন । কুণ্ডের চারিপাশে নানাপ্রকার রক্ষ-লতা ও পুষ্পশ্রীদ্বারা মনোহর কুঞ্জাবলী তৈয়ার করিলেন ।
ঘাটের দুইদিকে মনোহর কল্পরক্ষ রোপণ করিলেন । রক্ষে শুক, সারী, কপোত, ময়ূর, কোকিলাদি
পক্ষিগণ কুজন করিতে লাগিল । কুণ্ডাভ্যন্তরে শ্বেত, নীল, রক্ত, পীত, চতুর্বিধ কমল শোভা পাইতে
লাগিল । কুণ্ডের চারিপাশে ললিতাদি সখীগণের মনোহর কুঞ্জ বিরাজিত । ● এই শ্রীকুণ্ডই শ্রীশ্রীরাধা-
মাধবের পরম রহস্যময় মধ্যাহ্নলীলার অনন্যক্ষেত্র । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই পরমরমণীয় শ্রীরাধা-
কুণ্ডই আমার একমাত্র আশ্রয় হউন ।’

“শ্রীনন্দনন্দনসহ মাতি রঙ্গরসে ।

রাধা নিজ কুণ্ডবর করিলা প্রকাশে ॥

রুশাসুর-বিনাশান্তে পরিহাস-ছলে ।

সখীসহ রাধা খনন করি নিজকরে ॥

প্রকটিত করিয়াছে যেই সরোবর ।

অতিশয় রমণীয় মনোমুগ্ধকর ॥

সেই রাধাকুণ্ড মোর একান্ত আশ্রয় ।

হউক এই প্রার্থনা করিয়ে নিশ্চয় ॥” ১ ॥

তুর্ণং শীঘ্রং জনয়তি প্রাদুর্ভাবয়তি । ননু মনোধর্ম-বিশেষস্য প্রেমেনা হৃদি প্রাদুর্ভাবে শ্রীকৃষ্ণকৃপৈব কারণং সা তু অত্র দ্বাতুরদ্বাতুর্বা ভজনে নৈব ভবেত্তদ্বৈস্য কিমাত্মতমিত্যাহ ব্রজেনিতি । কিন্তু তৎ প্রেমকল্পদ্রুমং মুরশত্রোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমসীনামপি নিকামৈনিঃশেষাভিলাষৈঃ করণৈ-ব্রজভূবি অসুলভং সুখেনালভ্যং তন্মিত্যবিহারস্থানে ব্রজভূবি তত্রাপি তৎপ্রেমসীনাং প্রেমসীত্বেন নিত্য সংযোগিনীনাং যোহসুলভঃ মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিতি ন্যায়েন স কিং কেবলমভ্যজনে ভবেদিতি ভাবঃ । মুরশত্রোরিত্য-
নেন সত্যভাময়া সহ প্রাজ্যোতিপূরণতেন শ্রীকৃষ্ণেন মুরং হত্বা সত্যভামা-প্রীত্যর্থং স্বর্গাৎ পারিজাত-
রক্ষানয়নে প্রেমসীবসদ্বং ব্যজিতং এবভূতস্য প্রেমসীনামপ্যলভ্যবস্তুদ্বেন সর্বথা সেব্যমেবেতি ভাবঃ ॥২॥

শ্রীশ্রীশ্রীবাবলী ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের একটি অতি রহস্যময় অনন্য সাধারণ মহিমার প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীরাধাকৃষ্ণ তাঁহাতে স্নানমাত্রকারী যে কোনজনের চিত্ত-
ভূমিতে অতি শীঘ্রই প্রেমকল্পতরু সজাত করাইয়া থাকেন । অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি শ্রীরাধাকৃষ্ণে স্নান করিলেই তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভে ধন্য হইয়া থাকেন । প্রশ্ন হইতে পারে, দীর্ঘকালব্যাপী সাধন-ভজনের চরমসাধ্য কৃষ্ণপ্রেম শ্রীরাধাকৃষ্ণে স্নানমাত্রেই কিরূপে হৃদয়ে সজাত হইতে পারে ? উত্তরে বলা হইয়াছে, শ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহিমাধিক্য দেখা যায় । যে সাধ্যপ্রেম একমাত্র সাধনার দ্বারাই লাভ করা যায়, “সাধ্যবস্ত সাধন বিনা কেহ নাহি পায়” (চৈঃ চঃ) শ্রীরাধারাগীর দর্শনমাত্রেই কিন্তু সেই প্রেম বিনা সাধনেও তৎক্ষণাৎ লব্ধ হইয়া থাকে । প্রেমের রাজ্যে একমাত্র শ্রীরাধাতত্ত্বেরই ইহা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ! অন্যের কথা দূরে, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেও এই বৈশিষ্ট্যটি নাই । শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার রহস্তাগবতামৃতে (২৫১২৩৩ শ্লোকে) বিখিয়াছেন—“সা রাধিকা ভগবতী ক্ৰচিদ্দী-
ক্ষাতে চেৎ, প্রেমা তদানুভবমৃচ্ছতি মৃতিমান্ সঃ” অর্থাৎ ‘সেই পরম ভগবতী শ্রীরাধিকা যদি ক্ৰচিৎ দৃষ্টি-
গোচর হন, তবেই সেই মৃতিমান্ প্রেম সাক্ষাৎ অনুভূত হইয়া থাকে ।’ শ্রীকৃষ্ণেরও তদৃশ প্রভাব বা মহিমা থাকায় স্নানমাত্রকারীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ প্রেমের উদ্ভব কিছু বিচিত্র কথা নহে । কেহ বলিতে পারেন, তাহা হইলে রাধাকৃষ্ণে সহস্র সহস্র স্নানকারী নর-নারীর মধ্যে একজনেরও তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ-
বিষয়টি আমাদের নয়নগোচর হয় না কেন ? যেহেতু এই মহিমাবাণীতে বিশ্বাসের সূত্র কোথায় ? এবিষয়ে মহাজন বলেন—যেখানে যেখানে শাস্ত্র অচিন্ত্যশক্তিমান্ বস্তুর প্রেমদাতৃত্বাদি অলৌকিক শক্তির কথা বাক্য করিয়াছেন, তাহা নিরপরাধজনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপ নিরপরাধ জনও অতীব বিরল, অর্থাৎ ‘কোটিতে গুটিক পাই’ বলিয়া সেই ফল সহসা আমাদের নয়নগোচর হয় না । তাই বলিয়া মহিমায় সন্দিহান হওয়ার কোন বৈধ কারণ নাই । সাপরাধ জনও পুনঃ পুনঃ অনুরক্তির ফলে অপরাধের অপগমে ফললাভে ধন্য হইয়া থাকেন । ইহাই শাস্ত্র ও মহাজনগণের অনুভব-লব্ধ সিদ্ধান্ত ।

কাহারো মনে হইতে পারে, নিরপরাধ জনের পক্ষে সারা মথুরামণ্ডলেরই তো সহসা তাদৃশ প্রেমদাতৃত্ব শক্তির কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায় ; “দিনমেকং নিবাসেন হরৌ তন্তি প্রজামতে” অর্থাৎ মথুরা-

মণ্ডলে একদিন বাস করিলেই হরিভক্তি সজ্জাত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণেরই অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কি আছে ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের প্রেম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের আধিক্য, যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান্, নিখিল ভগবৎ-স্বরূপের অংশী বা পূর্ণতমতত্ত্ব। সুতরাং তাঁহার প্রতি প্রেমও পূর্ণতমরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। আবার দ্বারকা ও মথুরাবাসীর প্রেম অপেক্ষা ব্রজের ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধ মাধুর্যময় রাগাঙ্গিকা প্রেমের চরমাধিক্য দৃষ্ট হয়।

শ্রীরাধাকুণ্ড তাঁহাতে স্নানমাত্রকারীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ যে জাতীয় প্রেমকল্পদ্রুম সজ্জাত করান, তাহা সেই ব্রজের দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্যরসের প্রেমিকগণেরও দুর্লভ। এমন-কি শ্রীকৃষ্ণের মধুরভাবময়ী প্রেমসীগণ অর্থাৎ কান্তাভাবময়ী ব্রজসুন্দরীগণের পক্ষেও তাহা সুলভ নহে। দাস্য, সখ্যাতি ভাব অপেক্ষা মধুরভাবের বা কান্তাভাবের আধিক্যের কথা জানা যায়।

“দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, আর শৃঙ্গার।

চারি-ভাবের চতুর্বিধ ভক্তই আধার ॥

নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।

নিজ ভাবে করে কৃষ্ণসুখ আশ্বাদনে ॥

তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি।

সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

অর্থাৎ ব্রজের দাস, সখা, মাতাপিতা ও কান্তা প্রভৃতি চারিভাবের ভক্তগণ নিজ নিজ ভাবের আবেশে অখিলরসামৃতমুতি শ্রীকৃষ্ণকে ভাবের জাতি ও পরিমাণানুসারে আশ্বাদন করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহারা আপনাপন ভাবের আবেশে তৃপ্ত থাকেন, তবু রসের তারতম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কোন রসিকজন যদি তটস্থ হইয়া অর্থাৎ রসের তারতম্য-বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ চারিভাবের ভক্তগণ যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাদন করিতেছেন, সেই আশ্বাদনের উপকরণগুলি অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারীর উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দর্শন করেন, তখন আশ্বাদনের তারতম্য অনুমান করিতে সমর্থ হন। তিনিই বুঝিতে পারেন যে, মধুররসের আশ্বাদন-চমৎকারীতা সর্বাতিশায়ী ! সেই মধুররস-নায়িকা ব্রজসুন্দরীগণের শিরোমণি রমভানুনন্দিনী শ্রীরাধারাগী। তিনি তাঁহার অখণ্ড মাদনাখ্যরসে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাতিশায়ী ও অখণ্ডমাধুরী সমগ্রই আশ্বাদন করেন। তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণাপ্রিতা সখী-মঞ্জরীগণের মধ্যেও তাঁহার আশ্বাদ্য অখণ্ড-রসমাধুরী সবটাই সঞ্চারিত করেন। সুতরাং ভাবরাজ্যে শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের আশ্বাদনের ভূমিকা সর্বোৎকর্ষ। তন্মধ্যেও আবার, অর্থাৎ সখী ও মঞ্জরীগণের মধ্যেও মঞ্জরী-ভাবের আশ্বাদনই সর্বাতিশায়ী। শ্রীকৃষ্ণ স্নানকারী জনমাত্রের চিত্তে এই সর্বোৎকর্ষট রাধাদাস্যময় প্রেমেরই†

† পঞ্চম স্লোকের আশ্বাদনীতে ইহা আরও সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইবে।

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
 প্রসর-কৃত-কটাক্ষ-প্ৰাপ্তিকামঃ প্ৰকামম্ ।
 অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানসেবানুবন্ধৈ-
 শুদতি-স্বরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । অন্যের কথা কি, স্বয়ং অঘরি শ্রীকৃষ্ণও মানময়ী শ্রীরাধার প্রসন্নতাপূর্ণ একটিমাত্র কটাক্ষলাভের অভিনাশে যত্নের সহিত স্নান, সেবানুবন্ধদ্বারা যে শ্রীরাধাকুণ্ডের অনুসরণ করিতেছেন—সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৩ ॥

টীকা । অন্যৎ কিং বক্তব্যং ব্রজপালকোহপি শ্রীকৃষ্ণোহন্যৈরসাধ্যং কৰ্ম সাধয়িতুং যদাশ্রয়তে অম্মাকং কা কথ্যেত্যাহ—অঘেত্যাতি । অঘরিপুরপি শ্রীকৃষ্ণোহপি অত্র অঙ্গুল্যগ্র-নিদ্दिष्टে স্থানে দেব্যাঃ দীব্যতি মানসূচক ক্রাভ্যাদিভিঃ ক্রীড়তীতি তস্যা মানবত্যা রাধায়াঃ প্রসাদপ্রসরকৃত-কটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ সন্ উচ্চৈরতিশয়িতৈঃ স্নান-সেবানুবন্ধৈঃ প্রকামমনুসরতি গচ্ছতি তদেতি সম্বন্ধঃ । অঘরিপুরিত্যনেন অঘাসুরহৃদয়প্রবেশেন তজ্জাঠরাগ্নেঃ সকাশাৎ সৰ্ব ব্রজবালক-রক্ষণেন সৰ্ব গোপগোপীনাং প্রাণবল্লভত্বেন সৰ্বদা প্রসাদযোগ্যোহপি ইতি ব্যঞ্জিতম্ । প্রসাদঃ প্রসন্নতাঃ তেন যঃ প্রসরঃ প্রণয়ন্তেন কৃতো যঃ কটাক্ষ-স্তস্য প্রাপ্তৌ কামঃ কামনা यस্য সঃ । প্রসরঃ প্রণয়ে বেগে ইতি মেদিনী । স্নানেনাবগাহনেন যে সেবানু-বন্ধাঃ সেবাপরিপাট্যন্তেঃ ॥ ৩ ॥

স্ববাস্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীকৃষ্ণের করুণার মূর্তিবিগ্রহ শ্রীপাদ দাসগোস্বামী, কুণ্ডের করুণায় কুণ্ডের রহস্যময় তত্ত্বাবলির নির্বাধ স্ফুরণ হইতেছে তাঁহার চিত্ত-মনে । শ্রীরাধারাগীর শ্রীচরণা-শ্রিত ভক্তগণের আশ্বাদনের মিত্ত শ্রীরাধারাগীরই অভিন্ন স্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডের নিগূততত্ত্বসমূহ ব্যক্ত করিতেছেন এই শ্রীরাধাকুণ্ডাটিকে । পূর্বশ্লোকে স্নানমাত্রকারীর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ রাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাবময় প্রেমকল্ললতা সজ্জাত করেন, এ বিষয় প্রতিপাদন করা হইয়াছে । এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সেবার ফলে

সঞ্চার করিয়া স্নানকারীকে ধন্য বা কৃতার্থ করিয়া থাকেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘আমার পরম প্রিয় এবং অতি কমনীয় সেই শ্রীরাধাকুণ্ডই আশ্রয় হউন ।

“নিত্য স্নান করে যিহৌ শ্রীরাধাকুণ্ডে ।

কৃষ্ণপ্রেম-কল্লরক্ষ তাঁর হৃদয়েতে ॥

প্রাদুর্ভূত হয় শীঘ্র কুণ্ডের প্রভাবে ।

ব্রজে ব্রজরামাদেরও যাহা ত দুর্লভে ॥

যেই রাধাকুণ্ড হয় অতিশয় প্রিয় ।

সেই সরোবর মোর একান্ত আশ্রয় ॥” ২

জীব-সাধারণ বা সাধক-সমাজের কথা কি, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেরও যে শ্রীরাধাধারী কৃপা প্রসাদ-রূপ পরমভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন ।

একদিনের স্মৃতিপ্রাপ্ত একটি মধুর লীলার স্মৃতিতে এই শ্লোকের উক্তি । একদা শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকুণ্ডতে পড়িয়া শ্রীরাধাধারী বিরহে রোদন করিতেছিলেন । বিরহে প্রাণ কঠাগত ! সহসা শ্রীপাদের সন্মুখে একটি মধুর লীলার স্মরণ জাগিল । স্বীয় মঞ্জরীস্বরূপে শ্রীপাদ দেখিতেছেন, কুণ্ডতীরে শ্রীশ্রীরাধা-মাধব মিলিত হইয়াছেন । একটি মনোহর কুঞ্জে রত্নসিংহাসনে শ্রীযুগল উপবিষ্ট । স্বর্ণ-নীলালোকে কুঞ্জগৃহ উদ্ভাসিত । ললিতা, বিশাখাদি সখীগণ সন্মুখে উপবিষ্টা । কেলিসিন্ধুতে নানা কৌতুকময় পরিহাসরসের তরঙ্গ উঠিতেছে ! চারিদিকে কিঙ্করীগণ সেবারসে মগ্ন । শ্রীপাদ সিদ্ধদেহে অর্থাৎ তুলসী-মঞ্জরী-স্বরূপে ব্যজনী করে শ্রীযুগলকে বীজন করিতেছেন । সখীসহ রাধামাধবের আনন্দের সীমা নাই । সহসা ভাবময়ীর ভাবসিন্ধুতে একটি বিচित्रভাবের তরঙ্গ উঠিল । স্বীয় উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি মরকতমণিপ্রভ শ্যামঅঙ্গে প্রতিফলিত দর্শন করিয়া শ্যাম অন্য নায়িকাসঙ্গে বসিয়া আছেন মনে করিয়া শ্রীমতী মানিনী হইয়া পড়িলেন ।

“রসবতী রাই রসিকবর ঠাম । শ্যাম-তনু-মুকুরে হেরই অনুপাম ॥
নিজ প্রতিবিশ্ব শ্যাম-অঙ্গে হেরি । রোখে কহত ধনী আনন ফেরি ॥
নাগর এত কিয়ে চঞ্চল ভেলি । হামারি সমুখে করু আন সঞে কেলি ॥
এত কহি রাই করল তহি মান । আন ঠামে চলি উপেথিয়া কান ॥
সহচরীগণ তব কতয়ে বুঝায় । উদ্ধবদাস মিনতি করু পায় ॥” (পদকল্পতরু)

শ্রীমতী ইতিপূর্বে শুনিয়াছিলেন যে, কুসুমসরোবর-তীরে চন্দ্রার সখী শ্যামলা শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়া চন্দ্রার অভিসার-বার্তা তাহাকে জানাইয়াছিলেন । শ্যামাঙ্গে স্বীয় ছবি প্রতিফলিত দর্শনে তাহার মনে হইল, অতকিতে চন্দ্রাবলী শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত হইয়াছেন । ওঃ ! তাহারই সমক্ষে চন্দ্রাকে ক্রোড়ে লইয়া শ্যাম বিলাস করিতেছেন ! এও কি সহ্য হয় ? শ্রীমতী মানিনী হইয়া অবগুষ্ঠন টানিয়া নিকটবর্তী অপর একটি কুঞ্জকুটিরে গিয়া বসিলেন । সখীগণ তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন—

“সুন্দরি ! জানলুঁ তুয়া দূর ভাগ ।

হরি-উর-মুকুরে হেরি নিজ চাহরি
তাহে সৌতিনী করি মান ॥

কানন-কুঞ্জে কুসুমশরে জরজর
বয়ান হেরি পুন তোরি ।

ভাগ্যে মিলল পুন তোহে কমলমুখি
 রোখে চললি মুখ মোড়ি ॥
 কত কত মুগধী ঐছে ভেল বঞ্চিত
 হরি পুন তাহে না লাগি ।
 তুহু পুণবতী তোহে যোহি মানাওত
 কি কহব তোহারি সোহাগি ॥
 তো বিনু শুতল শীতল ভুতলে
 দূরতর বিরহ-হতাশে ।
 তুয়া কর সরস পরশে রিঝাওহ
 তোহে কহ গোবিন্দদাসে ॥” (ঐ)

সখীগণের বচনে শ্রীমতীর মান গেল না । সখীগণের বাক্য শ্রবণে শ্রীমতীর মনে হইল, ঐ ছলনাময় লম্পট নায়কের ছলনা-বাণীতে ভুলিয়া সখীগণও অলীককথায় প্রবোধদানে তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চাহিতেছে । তিনি রাজনন্দিনী হইয়া আপন মান-সম্ভ্রম, কুল-শীল ও লজ্জাদি ত্যাগ করিয়া নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ ও আপদ্-বিপদ্ সহ্য করিয়া যাঁহাকে একটু দেখিবার জন্য ঘরের বাহির হইলেন, তিনি কিনা তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার বিপক্ষা নাগিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বিলাস করিতেছেন ! কি দুঃখিত জ্ঞান !! শ্রীমতী সখীগণের বাক্যে প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া কোন সখী নাগরের নিকট গিয়া নাগরকে স্বয়ং আসিয়া মানিনীর চরণে ধরিয়া মান-প্রসাদনের কথা বলিলে নায়ক শ্রীমতীর সম্মুখে আসিয়া মান-প্রসাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ।

“যাঁহা সখীগণ সব রাই বুঝায়ত তুরিতে আওল তাঁহা কান ।

হেরইতে কমল-বয়নী ধনী মানিনী অবনত করল বয়ান ॥

হেরইতে নাগর গদগদ অন্তর মন মাহা ভেল বহুভীতে ।

গলে পীতাম্বর চরণ-যুগল ধর কহতহি গদগদ চিতে ॥

সুন্দরি । মিছাই করহ মুখে মান ।

নিরহেতু হেতু জানি তুহু রোখলি প্রতিবিশ্ব হেরি কহ আন ॥

তুয়া বিনে নয়নে আন নাহি হেরিয়ে না কহিয়ে আন সঞে বাত ।

তোহারি সখিনী বিনে বাত না পুছিয়ে না বসিয়ে কাছক সাথ ॥

তব তুহু কাহে মান মুখে করতহি না বুঝিয়ে তুয়া মনকাজে ।

উদ্ধবদাস মিনতি করি কহতহি হেরহ নাগররাজে ॥” (ঐ)

ব্রজভুবন-সুধাংশাঃ প্ৰমভূমিনিকামং
ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মোলিরত্ন-প্ৰিয়েব ।
পরিচিতমপি নান্না যচ্চ তেনৈব তস্মা-
শ্চদতি-স্বরভি রাধাকুণ্ডমেবাস্রয়ো মে ॥ ৪ ॥

নাগরের প্রযত্নেও শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিল না, তিনি অবগুষ্ঠন টানিয়া পিছন ফিরিয়া বসিলেন । উপেক্ষিত নাগর শ্রীমতীর মানভঞ্নের নানা উপায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । সহসা তাঁহার মনে পড়িল—অহো ! তিনি যে **শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে** অবস্থান করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে শ্রীকৃষ্ণেশ্বরীরও কৃপা তাঁহার প্রতি বর্ষিত হইবেই । কারণ মহাজন লিখিয়াছেন—

“শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধা-দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত হয় ।

সকল উপায় বিফল হইয়া রাধাকুণ্ডাশ্রয় লয় ॥

তৎকালে রাধার পায় দরশন এমতি কুণ্ডপ্রভাব ।

রাধার এমতি শ্যামকুণ্ডাশ্রয়ে কৃষ্ণ-সঙ্গ হয় লাভ ॥”

আশার আলোকে নাগরের নৈরাশ্যপূর্ণ হৃদয় আলোকিত হইল । তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডে গমন করিলেন । কুণ্ডতটের বৃক্ষলতার কুসুম চয়ন করিলেন । পরমভক্তিভরে নতজানু হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মণিময় সোপানে বসিয়া অশ্রুসিক্ত ফুলদল কুণ্ডের নীরে নিক্ষেপ করিয়া কুণ্ডের নিকট শ্রীকৃষ্ণেশ্বরীর প্রসাদ কামনা করত কুণ্ডতীরে সাপ্তাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন—‘হে শ্রীকৃষ্ণ ! তোমার কৃপায় যেন তোমার ঈশ্বরীর একটি রূপাকটাক্ষ লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি ।’ কোন সখী নাগরের এইরূপ চেষ্টা দর্শন করিয়া শ্রীমতীর নিকট ছুটিয়া গিয়া নাগরের শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথা আনুপুর্বিক কৃষ্ণেশ্বরীকে শুনাইলে শ্রীমতীর নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রুধারা বারিতে লাগিল । সখী শ্রীমতীর প্রসন্নতা জানিয়া নাগরকে তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন । কৃষ্ণেশ্বরী শ্রীকৃষ্ণের সেবকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বদন-কমলে একটি **পূর্ণযবসপূর্ণ কটাক্ষপাত** করিলেন । নাগর তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণসেবার সাফল্য অনুভব করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন । সখী-মঞ্জরীগণ যুগলমিলন-মাধুরী দর্শনে ধন্য বা কৃতার্থ হইলেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ স্ফুরণপ্রাপ্ত সেই লীলার স্মৃতিতে বলিলেন—

“অন্যের কা কথা স্রব্ধং ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

রাধিকার প্রণয়-কটাক্ষ করিতে দর্শন ॥

রাধাপ্রিয় রাধাকুণ্ডে অবগাহন ক’রে ।

সেবা-পারিপাট্যে কত ভাসে অশ্রুতীরে ॥

অতিশয় কমনীয় রাধাকুণ্ড-নাম ।

সতত আশ্রয় হৌক্ প্রেম-পরিণাম ॥” ৩ ॥

অনুবাদ । ব্রজ-মধুর-কিশোরী গোপসুন্দরীগণের শিরোরত্নস্বরূপা শ্রীরাধার ন্যায়ই যে শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রেমাস্পদ এবং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার নামে যাহাকে পরিচিত করিয়াছেন, সেই অতি কমনীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৪ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাস্পদাশ্রয়ত্বেনৈব তৎসম্বন্ধাদত্যন্তাযোগ্যোহপি তৎরূপাভাজনং ভবেদতো-
হস্যশ্রয়এব সাধীয়ানিত্যাহ—ব্রজেত্যাदि । যৎ রাধাকুণ্ডং ব্রজভুবনসুধাংশোরাজচন্দ্রস্য কৃষ্ণস্য ব্রজমধুর-
কিশোরীমৌলিরত্নপ্রিয়েব নিকামং যথেষ্টং প্রেমভুমিঃ প্রেমস্থানম্ । এবং তেনৈব ব্রজভুবনসুধাংশুনা
তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ নাম্নাএব পরিচিতং সঙ্কেতিতমপি । ব্রজস্য য়া মধুরা মধুররস-বিশিষ্টাঃ কিশোর্যাস্তাসাং
মন্তকে যানি রত্নানি তদ্রূপা প্রিয়া প্রেয়সী ‘সৰ্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা’ ইতি ন্যায়েন শ্রীরাধা ।
‘যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথ’ ইতি ন্যায়েন সা ইব । মধুরা শতপুষ্পায়াং মিশ্রেয়া নগরী-
ভিদোঃ । মধুকুন্ধুটিকা মেদা মধুলী যতিটিকাসু চ । ক্লীবং বিষে পুংসি রসে তদ্বৎ স্বাদু প্রিয়েহন্যবদিতি
মেদিনী ॥ ৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী ও কুণ্ডের ঐকান্তিক করুণাভাজন শ্রীপাদ রঘুনাথের
চিত্তে কুণ্ডের কতই অতক্ষুণ্ট মহিমাগুলি প্রকাশিত হইতেছে । পূর্বশ্লোকে শ্রীকুণ্ডের আরাধনার ফলে
অখিলরক্ষাণ্ডের আরাধ্যতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেরও মানিনী-শ্রীরাধার প্রসাদপ্রাপ্তি বা অভীষ্টসিদ্ধির কথা বলা
হইয়াছে । প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অভিলাষ-পুতির নিমিত্তই কি শ্রীকুণ্ডের সেবা করেন, না
ইহাতে প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম আছে ? কারণ সকাম-সেবার মহত্ব নাই, কেননা সেব্য যদি বাসনাপূর্ণ না
করেন, তবে সকাম-সেবক সেই সেব্যের সেবা ত্যাগ করিয়া থাকে । প্রিয়ত্ব-ধর্মই সেবাকে নিত্য ও
গরীয়সী করিয়া তোলে ! এইপ্রকার প্রশ্নের সম্ভাবনা করিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন ।
বলা হইতেছে, ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ব্রজমধুর-কিশোরী গোপসুন্দরীগণের শিরোরত্ন-স্বরূপা শ্রীরাধার ন্যায়ই
শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয় ।

“যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা ।

সৰ্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥”

এই পদ্মপুরাণীয় বাণীতে রাধাকুণ্ডের প্রতি শ্রীরাধারানীর ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ত্বধর্মটি স্পষ্টী-
কৃত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণ অথও রসের সম্রাট এবং শ্রীরাধা অথও ভাবের সাম্রাজ্ঞী । ভাব ও রস-বিচারে
ভাব আরাধক, রস আরাধ্য । এই আরাধ্য, আরাধক-সম্বন্ধে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণবাঞ্ছাপুতিরূপ আরাধনায়
ব্রজের মহাভাববতী মধুর (মহাভাবের ন্যায় এত মধুর পদার্থ বিশ্বে আর কিছুই নাই, ইহা বিষয় ও
আশ্রয়ের পরমাস্বাদনদায়ক) কিশোরীগণের শিরোমণি-স্বরূপা । “কৃষ্ণবাঞ্ছা-পুতিরূপ করে আরাধনে ।
অতএব ‘রাধিকা’ নাম পুরাণে বাথানে ॥” (চৈঃ চঃ) শ্রীপাদ গুরুমুনি ব্রজসুন্দরীগণের উক্তিতে শ্রীরাধার
অনন্যসাধারণ কৃষ্ণ-আরাধনার কথা ভাগবতে ব্যক্ত করিয়াছেন—

“অন্যরাধিতো নুনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।

যমো বিহায় গোবিন্দ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥” (ভাঃ-১০।৩০।২৮)

“এই রমণীকর্তৃক ভক্ত-জন-দুঃখ-হর্তা, ভক্তের অভীষ্টপ্রদানে সমর্থ ভগবান্ শ্রীহরি নিশ্চয়ই আরাধিত হইয়াছেন, যেহেতু শ্রীগোবিন্দ প্রীত হইয়া আমাদের অগম্যস্থানে তাকে লইয়া গিয়াছেন ।” এতদ্বারা নিখিল মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণ হইতে শ্রীরাধার আরাধনার বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় । ‘রাধ্’ ধাতু আরাধনার্থে । যিনি আরাধনা করেন তিনি ‘রাধা’, অন্যান্য মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-আরাধনা থাকিলেও তাঁহারা কেহই ‘রাধা’ নহেন । যেমন জল ধারণ করে যে, তাহাকেই ‘জলধি’ বলা চলে, কিন্তু পুষ্করিণী, নদ, নদী প্রভৃতিকে কেহই জলধি বলেন না, জলধি বলিতে সমুদ্রকেই বুঝায় । কেননা সমুদ্রই নিখিল জলের মূল অধিকরণ-স্বরূপ । তদ্রূপ অন্যান্য গোপীতে বা নিখিল প্রেমিকভক্তে প্রেমানুরূপ কৃষ্ণ-আরাধনা থাকিলেও রূষভানুন্দিনী ব্যতীত কেহই ‘রাধা’ নহেন । কারণ সমগ্র কৃষ্ণ-আরাধনার রূষভানুন্দিনীই মূল অধিকরণ-স্বরূপা । আবার ভক্তের প্রেমের জাতি এবং পরিমাণানুরূপই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ত্বধর্মের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । পরম মহান্ প্রেমবতী শ্রীরাধারাগীতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তার পরাকাষ্ঠা ! যেহেতু প্রেমের জাতির ও পরিমাণের শ্রীরাধাতেই চরমতা । তাই শ্রীরাধার শব্দ, স্পর্শাদি প্রতিটি বিষয়ই আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দাস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

“কোটি কাম জিনি রূপ যদ্যপি আমার । অসমোদ্ধ মাধুর্য্য—সাম্য নাহি যার ॥

মোর রূপে আপ্যায়িত হয় ত্রিভুবন । রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ॥

মোর বংশীগীতে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন । রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ ॥

যদ্যপি আমার গন্ধে জগত সুগন্ধ । মোর চিত্ত-প্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ ॥

যদ্যপি আমার রসে জগত সুরস । রাধার অধররস আমা করে বশ ॥

যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দু-শীতল । রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল ॥

এইমত জগতের সুখে আমি হেতু । রাধিকার রূপ-গুণ আমার জীবাতু ॥”

(চৈঃ চঃ-আদি ৪র্থ পরিঃ)

শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্যায়ই ব্রজভুবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের নয়ন, শ্রীকৃষ্ণের বারিস্পর্শে তাঁহার ত্বক্, সেখানের জলপঙ্কীর ও ভূঙ্গাদির কলকৃজনে তাঁহার কর্ণ, শ্রীকৃষ্ণ-নীরের ও তাহাতে বিকসিত কমল, কহ্লারাদির গন্ধে তাঁহার নাসিকা, কুণ্ডের অমৃতময় বারিপানে তাঁহার জিহ্বা—শ্রীরাধার শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চবিষয় আস্বাদনের ন্যায়ই পরমানন্দাস্বাদনের হেতু বা জীবাতু হইয়া থাকে । শ্লোকে ব্রজভুবনচন্দ্র বলার তাৎপর্য এই যে, যিনি সারা ব্রজমণ্ডলনিবাসীকে আনন্দ দান করেন, তাঁহাকেও এতাদৃশ পরমানন্দপ্রদান করেন শ্রীরাধাকুণ্ড ।

শ্রীপাদ আবার বলিলেন—“পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যাঃ” “তেনৈব ব্রজভুবনসুধাংশুনা তস্যা শ্রীরাধায়া নাম্না এব পরিচিতং সঙ্কেতিতমপি” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নামেই পরিচিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় “প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতৎ” (বিশ্বনাথ) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণের “রাধাকুণ্ড” নামটি প্রকাশ করিয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া ‘শ্রীরাধা’নামে শ্রীকৃষ্ণের পরমাসক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বরাগদশায় প্রথম ‘রাধা’নাম শ্রবণেই তাঁহার প্রেমবিবশতার কথা মহাজনবাণীতে জানা যায়—

“সখি ! রাধানাম কি কহিলে । শুনি কান-মন জুড়াইলে ॥

কত নাম আছয়ে গোকুলে । হেন হিরা না করে আকুলে ॥

ঐ নামে আছে কি-মাধুরী । শ্রবণে রহল সুধা ভরি ॥

চিতে নিতি মুরতি-বিকাশ । অমিয়া-সায়রে যেন বাস ॥

আঁখিতে দেখিতে করে সাধ । এ যদুনন্দন মন কাঁদ ॥” (পদকল্পতরু)

প্রথম রাধানাম শ্রবণেই আনন্দঘনমুরতি শ্যামের কান-মন জুড়াইয়াছিল, হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়াছিল, শ্রবণে অমৃতধারা বসিত হইয়াছিল, নাম নামীকে চিতে মূর্ত করিয়া দিয়াছিল। নামীর দর্শনের নিমিত্ত বিপুল উৎকণ্ঠা জাগাইয়াছিল—মধুময় রাধানাম ।

শুধু তাহাই নহে, রাধানাম শ্রবণমাত্রেই অপ্ৰাকৃত মদন শ্যামসুন্দরের চিতে মদনপীড়ার উদ্গম হইয়াছিল, অর্থাৎ শ্রীরাধার মাদনাখ্য প্রেমরসাস্বাদনের নিমিত্ত তিনি ব্যাকুলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মন শ্রীরাধাতেই তন্ময় হইয়াছিল। ‘হাঁহার নাম এমন, না জানি তাঁহার রূপ কেমন’, এই কথা ভাবিয়া দর্শন-লালসায় অধীর হইয়া সখীর নিকট রূপ শোনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

“রাধা-নাম কি কহিলে আগে । শুনইতে মনমথ জাগে ॥

সখি ! কাহে কহলি উহ নাম । মন মাহী নাহি লাগে আন ॥

কহ তছু অনুপম রূপ । বুঝলম অমিয়া স্বরূপ ॥

হেরইতে আঁখি করে আশ । কহ রাধামোহন দাস ॥” (ঐ)

যে রাধানামের একটিমাত্র অক্ষর শ্রবণেই শ্যামের কীর্তনকারীর নিকটে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় এবং দ্বিতীয়াক্ষর শ্রবণে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে ব্যাকুলভাবে ছুটিয়া যান।

“‘রা’ শব্দোচ্চারণাদেব স্ফীতো ভবতি মাধবঃ ।

‘ধা’ শব্দোচ্চারণত-পশ্চাদ্ধাবত্যেব সসম্ভ্রমঃ ॥” ১

তাই শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াজীরই ন্যায় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার পরমপ্রিয় প্রিয়াজীর নামেই অর্থাৎ

অপি জন ইহ কশ্চিদ্যস্য সেবা-প্রসাদৈঃ
প্রণয়-সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসুনোঃ ।
সপদি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্প-প্রশস্ত্যা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে (অর্থাৎ তটে বাস, স্নান, অর্চন, দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে) বিবেকাদি শূন্য অতি অযোগ্যজনের হৃদয়েও মদীশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপ কুসুমদলে পরিশোভিত শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-কল্ললতা শীঘ্রই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেই অতি রমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৫ ॥

টীকা । তদাশ্রয়স্যান্যদপি স্পষ্টতং ফলমাহ—অপীতি । ইহ সংসারে কশ্চিৎ যোগ্যত্বা-যোগ্যত্ববিচার-শূন্যোহপি জনঃ প্রাণিমাত্রো যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ সেবাজন্য প্রসন্নতাভির্হেতুভূতৈস্তস্য গোষ্ঠেন্দ্র-সুনোঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়সুরলতা প্রেমকল্ললতা সপদি তৎক্ৰণাৎ কিল নিশ্চিতং ভবেৎ কল্ললতা কীদৃশী মদীশায়াঃ শ্রীরাধায়া দাস্যমেব পুষ্পং যস্যাত্ স চাসৌ প্রশস্ত্যা প্রশংসাহা চেতি সা তথা আশ্রয়প্রয়োজনন্তু স্পষ্টমেব ॥৫॥

স্তবানুতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথ তদীয় প্রাণেশ্বরীর কুণ্ডে পরানিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীপাদের মহাভাব-ভাবিত-চিত্তে শ্রীরাধারানীর ন্যায় মহিমাম্বিত শ্রীকুণ্ডের কত শত মহিমা-মাধুরীর স্ফুরণ হইতেছে ! পূর্বের দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধার প্রসন্নতার জন্য শ্রীগোবিন্দ যে শ্রীকুণ্ডকে আশ্রয় করেন এবং শ্রীকুণ্ডের সেবা তাঁহার প্রিয়তালক্ষণ-ধর্মযুক্ত বলিয়া মহামহিমায় মণ্ডিত ; তাহা বর্ণনা করিয়াছেন । এ ক্ষেত্রে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ‘শ্রীপাদ ! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় শ্রীকুণ্ডের সেবায় শ্রীরাধারানীকে লাভ করুন, শ্রীকুণ্ড তাঁহার শ্রীরাধার ন্যায়ই প্রিয় হউন, তাহাতে আপনাদের ন্যায় মহানু-ভবগণের চরম লাভ । কারণ আপনারা যুগলমিলনমাধুরী শ্রীকুণ্ডের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা বা আকর্ষণ

রাধাকুণ্ড নামে অভিহিত করেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই পরমরমণীয় শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ।’

“ব্রজমধুর-কিশোরী ব্রজাঙ্গনাগণ ।

তাঁহাদের শিরোরত্ন রাধারানী হন ॥

রূদ্দাবনচন্দ্র যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন ।

কুণ্ড তাঁর রাধাসম প্রেমাস্পদ হন ॥

রাধা-নাম দ্বারা শ্রীকুণ্ডের পরিচয় ।

রাধা-সম রাধাকুণ্ড প্রিয়তম হয় ॥

সেই রাধাকুণ্ড হয় অতি মনোরম ।

আমার আশ্রয় হোন এই মোর মন ॥” ৪ ॥

কুণ্ডলটে বসিয়া স্ফুটিতে আশ্বাদন করিবেন, কিন্তু মাদৃশ অযোগ্য সংসারাসক্ত, অজ্ঞানান্ধ, অধম জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণার কথা কিছু বলুন। যদিও ইহা আপনি পূর্বে (২য় শ্লোকে) কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তবু ঐজাতীয় আশার বাণী আপনার ঐ মুখ হইতে আবার শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।’

তদুত্তরে যেন এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন—“অপি জন ইহ কশ্চিৎস্য সেবা-প্রসাদৈঃ প্রগয়সুরলতা স্যাভস্য গোষ্ঠেন্দ্রসুনোঃ” “যে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রসাদে অর্থাৎ তটে বাস, স্নান, অর্চন, দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিবেকাদি শূন্য অতি অযোগ্যজনের হৃদয়েও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-কঙ্কলতা শীঘ্রই সজ্জাত হইয়া থাকে।’ কৃষ্ণপ্রেম পুরুষার্থ-শিরোমণি, জীবের মহাসম্পদ নিখিল সাধনার চরমফল-স্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুরী আশ্বাদনের একমাত্র কারণ। প্রেমের দ্বারাই পরম শ্রুতস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের একান্ত অধীন হইয়া থাকেন এবং প্রেমই কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবকোটিকে শ্রীকৃষ্ণের সেবাসুখের আশ্বাদন-দানে চিরকৃতার্থ করিয়া থাকে।

“পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন।

কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আশ্বাদন ॥

প্রেমা হৈতে হয় কৃষ্ণ নিজভক্ত-বশ।

প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস ॥” (চৈঃ চঃ আদি-৭ম পরিঃ)

সেই কৃষ্ণপ্রেম অতি সুদুর্লভ বস্তু। “ভগবান্ মুকুন্দো মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্” ভগবান্ মুকুন্দ মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তি সহসা দেন না। “অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম, সেই প্রেমা নুলোকে না হয়।” (চৈঃ চঃ) ইত্যাদি বাক্যে প্রেমের দুর্লভতাই বুঝা যায়। শ্রীমৎ রূপ-গোস্বামিপাদ কৃষ্ণপ্রেমের দুর্লভতার স্ফুরণে লিখিয়াছেন—

“যস্য স্ফুটিলবাকুরেণ লঘুনাপ্যন্তমুর্নীনাং মনঃ

স্পৃষ্টং মোক্ষসুখাদ্বিরজ্যতি বাটিত্যশ্বাদ্যমানাদপি।

প্রেমগন্তস্য মুকুন্দ ! সাহসিতয়া শক্লোতু কং প্রার্থনে

ভুয়াজ্জন্মনি জন্মনি প্রচয়িনী কিন্তু স্পৃহাপ্যত্র মে ॥” (স্তবমালা)

“যে প্রেমের অতি লঘু স্ফুটিলবাকুরের সহিত অর্থাৎ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম স্ফুটিকণিকার সহিতও মুনিগণের অন্তর্মুখী মন স্পর্শপ্রাপ্ত হইলেই তৎক্ষণাৎ সম্যক্রূপে আশ্বাদ্যমান ব্রহ্মানন্দ হইতেও শীঘ্র বিরতি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার গন্ধাভাসেই তৎক্ষণাৎ মোক্ষসুখও তুচ্ছ বোধ হয়, হে মুকুন্দ ! সেই হৃদীয় প্রেম প্রার্থনে কোন্ জনই বা সাহস করিতে সমর্থ হইবে ? কেবল জন্মে জন্মে আমার প্রেমবিস্ময়িনী স্পৃহা বধিত হউক—ইহাই প্রার্থনা করি।”

আবার এই পরম দুর্লভ প্রেমই জীবের চরম কাম্যবস্তু বা পরম-পুরুষার্থ। প্রেম শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীসার ও সস্বিত্বসারের মিলিতাবস্থা। মহৎরূপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্ জীবে শ্রবণ, কীর্তনাদির

দ্বার দিয়া উক্ত স্বরূপশক্তি রূপে প্রবিষ্ট হইয়া সাধকের চিত্তের জড়ত্ব ধ্বংস করত প্রেমরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সংসঙ্গ, শ্রবণ, মনন, শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা, সুযোগ্য গুরুর সঙ্গলাভ, দীক্ষা, শিক্ষাদি গ্রহণ, শরণাপত্তি, গুরু-বৈষ্ণবের সেবা, পরিচর্যা, ভজন-স্পৃহা, অকৈতবভাবে ভজনানুষ্ঠান, ভজনে রুচি, ভগবানে আসক্তি, ভাব বা রতি—ইত্যাদি সাধন-দ্বারার পূর্ণাঙ্গ পরিণতির নামই প্রেম । ইহা দুই প্রকারে ভাগ্যবান সাধক-জীবে আবির্ভূত হইয়া থাকে, সাধন-ভজনের ফলে এবং কৃষ্ণ ও তত্ত্বজ্ঞের কৃপার ফলে । সাধন-লব্ধ প্রেমই প্রায় সর্বত্র দৃষ্ট হয়, কৃপাজনিত প্রেম অতি বিরল ।

“সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণস্তদন্ত্যস্তথা । প্রসাদেনোতিখন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে ॥

আদ্যন্ত প্রায়িকস্তত্র দ্বিতীয়ে বিরলোদয়ঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ ১৩৩৬)

সেই অতিবিরল কৃপাজনিত কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা শ্রীরাধাকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে অর্থাৎ শ্রীকুণ্ডের ধ্যান, দর্শন, স্পর্শন, কুণ্ডে বসবাস, অর্চনাদি যে কোন সেবার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যোগ্যযোগ্য যে কোন ব্যক্তির হৃদয়-ভূমিতে তৎক্ষণাৎ সঞ্চারিত হইয়া থাকে । শ্রীপাদ বলিলেন—তাহাও আবার দাস্য-সখ্যাদি ভাবের নহে, তাহা “মদীশ-দাস্য-পুষ্পপ্রশস্যা” অর্থাৎ ‘সেই প্রেমকল্পলতা আমার ঈশ্বরী শ্রীরাধার দাস্যরূপে পুষ্পদলে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে ।’ শ্রীকুণ্ডের সেবাপ্রসাদে সাধকের মধ্যে সাধ্য-সাধনার চরমকোটির শ্রীরাধাদাস্য বা মঞ্জরীভাবময় প্রেমই সঞ্চারিত হইয়া থাকে । জীবশক্তি প্রেমসাধনার পথে যত উচ্চকোটির আশ্বাদন-রাজ্যে পৌঁছাইতে সক্ষম হয়, রাধাদাস্যময় প্রেমে শ্রীমুগলমাধুরী-আশ্বাদনই তাহার চরম পর্যায় । শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

“রাধানাগর-কেলিসাগর-নিমগ্নালীদৃশাং যৎসুখম্ ।

নো তল্লেশলবায়তে ভগবতঃ সর্বোহপি সখ্যাৎসবঃ ॥”

(বৃন্দাবনমহিমামৃতম্-১৫৪)

“শ্রীরাধানাগর-শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত নিকুঞ্জকেলিরসসিন্ধুতে নিমগ্না সখী-মঞ্জরীগণের নয়নের স্বে সুখ হয়, অখিল ভগবদ্ভাজ্যের সমষ্টিগত সুখোৎসব সে সুখের লবলেশ তুল্যও নহে ।” †

রাধাদাসীগণ সেই অনির্বচনীয় সুখসিন্ধুতে সন্তরণ করিতে করিতে তাৎকালীন সেবারসসুখেও মগ্ন হন ।

“রতিরগে শ্রমষুত, নাগরী নাগর, মুখভরি তাম্বুল যোগায় ।

মলয়জ কুঙ্কম, মৃগমদ কপূর, মিলিতহি গাত লাগায় ॥

অপরূপ প্রিয়সখী প্রেম ।

মিজ প্রাণ-কোটী, দেই নিরমলছই, নহ তুল লাখ বান হেম ॥

† মৎপ্রণীত শ্রীবিলাপকুসুমাজলিস্তবের ১৬শ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ ক্ৰপ্তনামান উচ্চ-
নিজ-পরিজনবর্গেঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাশুঃ ।

মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
শুদতি-স্বরভি রাধাকুণ্ডমেবাস্রয়ো মে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । শ্রীরাধারাগী যে সকল কুঞ্জসমূহ শ্রীললিতাদি সখীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া ও তাহাদেরই আশ্রিত করিয়া তাহাদের নামেই বিখ্যাত করিয়াছেন, যাহা ভ্রমরগুণনহেতু রমণীয় ও শৃঙ্গার-রসোদ্দীপক সেই সকলের বাঞ্ছনীয় কুঞ্জসমূহ (ললিতানন্দাদি) যাহার তটে বিরাজ করিতেছে, সেই মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৬ ॥

টীকা । স্বসেব্য সখীযুথবাস তটত্বেন্দমেবাস্রয়যোগ্যমিত্যাহ— তটত্যাদি । যস্য রাধাকুণ্ডস্য তটমধুর-নিকুঞ্জা রাজন্তি প্রকাশন্তে তদিতি সম্বন্ধঃ । মধুরঃ শৃঙ্গার-রসস্তুদ্দীপকনিকুঞ্জাস্তুতন্তটেন সহ যতীতৎপুরুষঃ সন্তমীতৎপুরুষো বা । সমস্তস্যাসমন্তেন ইত্যাদিনা তটপদেন যস্যোত্যস্য সম্বন্ধঃ । কিন্তুতা নিকুঞ্জাঃ নিজস্য স্বীয়স্য শ্রীরাধাভিধজনস্য পরিজনবর্গেললিতাদি সখীসমূহেঃ কর্তৃত্বিরুচ্চৈরুচ্চৈরুচ্চৈ-রূপেণ ক্রপ্ত নামানঃ । পূর্বতটে চিত্রাসুখদনাম্না আগ্নেয়ে ইন্দুলেখা সুখদনাম্না দক্ষিণে চম্পকলতা সুখদনাম্না নৈঋতে রজদেবী সুখদনাম্না পশ্চিমে তুঙ্গবিদ্যা শব্দদনাম্না বায়বীয়ে সুদেবী সুখদনাম্না উত্তরে ললিতানন্দদনাম্না ঈশানে বিশাখাসুখদনাম্না ব্যবহ্রিয়মাণা ইত্যর্থঃ । পুনঃ কিন্তুতাস্তৈনিজপরি-জনবর্গেঃ সংবিভজ্য স্ব স্ব নাম্না সম্যগ্বিভাগং কৃত্বা আশ্রিতাঃ আশ্রয়-বিষয়ী কৃতাঃ । মধুকরোভ্রমরঃ রুতং শব্দঃ কাম্যাঃ সর্বেষাং কামনাযোগ্যাঃ ॥ ৬ ॥

মনোরম মালা, দুহঁ গলে অর্পই, বীজই শীত মৃদু বাত ।

সুগন্ধী শীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোত দুঁহ শাঁত ॥

দুহঁক চরণ পুন, মৃদু সম্বাহন, করি শ্রম করলাইঁ দূর ।

ইঙ্গিতে শয়ন, করল দুহঁ সখীগণ, সবহঁ মনোরথপুর ॥

কুসুম-শেজে দুহঁ, নিদ্রিত হেরই, সেবন পরায়ণ-সুখ ।

রাধামোহন দাস, কিয় হেরব, মেটব সব মনোদুখ ॥” (পদকল্পতরু)

শ্রীকুণ্ডের সেবার ফলে এই পরম মহান্ প্রেমসম্পদ ও সেবাসম্পদ লাভ করিয়া সেবক ধন্য হইয়া থাকেন । শ্রীপাদ বলিলেন—“সেই মহামহিমাম্বিত শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ।”

“এ সংসারে বিবেকাদিশূন্য কোন জন । শ্রীরাধাকুণ্ডের যদি করয়ে সেবন ॥

কুণ্ডের প্রসাদে সেই ভাগ্যবন্ত জন । কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা পেয়ে ধন্য হন ॥

শ্রীরাধার দাস্যরূপ বিচিত্র পুষ্পেতে । কল্পলতা সুশোভিত হয় ব্রিজগতে ॥

এইরূপ গুণান্বিত অতি মনোরমে । রাধাকুণ্ড আশ্রয় মোর জীবনে-মরণে ॥” ৫ ॥

সুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । প্রার্থনার গভীর আতিথে দ্রবিত-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপারস-স্নাত শ্রীপাদ রঘুনাথের নয়নে শ্রীকৃষ্ণনীর ও তাঁর চিদানন্দময় স্বরূপ প্রতিভাত হইতেছে ! এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের তটভূমির স্বরূপ ও মাধুর্যের বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীরাধারানী শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দিকস্থ মনোহর কুঞ্জসমূহ শ্রীললিতাদি সখীগণকে বিভাগ করিয়া দিয়া এবং তাঁহাদেরই আশ্রিত করিয়া তাঁহাদের নামেই উহাদিগকে খ্যাত করিয়াছেন । শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টদিকে ললিতাদি অষ্ট প্রধানা সখীর নামে অষ্টকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে । ● উত্তরে **ললিতানন্দদ** নামক কুঞ্জ রাজপট্ট অনঙ্গরঙ্গাশ্রুজ চত্বর আছে । ললিতার সখী কলাবতী ইহার সংস্কারাদি করেন । অষ্টদল পদ্মাকৃতি এই ললিতানন্দকুঞ্জের অষ্টদিকে অষ্টকুঞ্জ—উত্তরে সিতাশ্রুজ, বায়ুকোণে বসন্তসুখদ, পশ্চিমে হেমাম্বুজ, নৈঋতে শ্রীপদ্মমন্দির, দক্ষিণে অরুণাম্বুজ, অগ্নিকোণে মদনান্দোলন, পূর্বে অসিতাশ্রুজ ও ঈশানে মাধবানন্দদ নামক বিচিত্র কুঞ্জ বিরাজিত আছে । নানামণিরস্ত্রে খচিত অতি অমৃত নৈসর্গিক শোভা সম্পদে পূর্ণ এই কুঞ্জরাজ্যে রসিক-মিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিবিধভাবে নিয়ত বিলাস করেন ।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশানকোণে **বিশাখানন্দদ** মদনসুখদা নামক চতুর্বর্ণকুঞ্জ আছে । নানা চিত্র-কলায় সুদক্ষা বিশাখার শিষ্যা মঞ্জুমুখী এই কুঞ্জের সংস্কারাদি করিয়া থাকেন । রাজভবনভূলা সুরহৃৎ মদনসুখদাকুঞ্জ নিরন্তর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিহাররূপ রসবন্যায় আত্মাবিত হইয়া মহানয়নানন্দরূপে বিরাজ করিতেছে ।

পূর্বে **ভিদ্ৰানন্দদ** নামক বিচিত্রবর্ণের বৃক্ষলতা, পশু, পক্ষিসম্বিত বিচিত্রবর্ণ-কুঞ্জ বিরাজিত । তথায় চিত্রা গণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবিধ সুখ-সেবন করিয়া থাকেন । অগ্নিকোণে **ইন্দুলেখা-সুখদ** নামক শ্বেতবর্ণকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে । সেখানের বৃক্ষলতা পশু-পক্ষী সবই শ্বেতবর্ণ । পুণিমা-রাত্রিতে শুভ্রবেশ ধারণ করত সখীবৃন্দসহ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া করিতে থাকিলে সহসা কেহ তাঁহাদের দেখিতে পায় না । এখানে ইন্দুলেখা গণসহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমসেবা করেন । শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে **চম্পকলতা-নন্দদ** নামক হেমকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে । সেখানের বৃক্ষ-লতা পশু-পক্ষী সবই হেমবর্ণ । তথায় পীতবর্ণের বসন-ভূষণে ভূষিতা শ্রীরাধা প্রবেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিতে পান না । সেখানে চম্পকলতার প্রসিদ্ধ পাকশালা রহিয়াছে । কোন সময় পাকবিদ্যার আচার্য্য চম্পকলতা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সহভোজন সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং যুগলের সুখকর বিবিধ সেবা করেন । শ্রীরাধাকৃষ্ণের নৈঋত-কোণে **রক্তদেবীসুখদ** সর্বত্র শ্যামবর্ণ শ্যামকুঞ্জ বিরাজ করিতেছে । সেখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস-কালে মুখরাতি রক্তাগণ আগমন করিলেও শ্রীরাধার সহিত যুগলিত কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া কেবল রাধাকেই দেখিতে পান । শ্রীরাধাকৃষ্ণের পশ্চিমদিকে **তুঙ্গবিদ্যানন্দদ** নামক অরুণকুঞ্জ বিরাজমান ।

- শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে কুঞ্জগুলির মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায় । মৎপ্রণীত “শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মহিমা ও ঐতিহ্য” নামক গ্রন্থে মূল শ্লোকসহ ব্যাখ্যাদিতে কুঞ্জবর্ণনা দ্রষ্টব্য ।

সেখানের সবই লোহিতবর্ণ। ইহা শ্রীকৃষ্ণবাহিছত। বায়ুকোণে স দেবীসুখদ হরিৎকুঞ্জ বিরাজিত।
এখানের সবই হরিৎবর্ণ। এখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রসময় পাশাক্রীড়া হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়াও শ্রীরাধাকুণ্ড-মধ্যে মরকতমণি জড়িত পদ্মরাগ ও চন্দ্রকান্ত-মণিদ্বারা সংঘটিত দর্শকগণের নিকট জলবৎ ভাসমান বলিয়া প্রতীত ষোড়শদল পদ্মাকৃতি, উত্তরদিকে সেতুবন্ধ শোভিত **শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীসুখদ** নামক কুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। এখানে শ্রীযুগলের বিলাসোপযোগী বিবিধ উপকরণ রহিয়াছে। অনঙ্গমঞ্জরী গণসহ এখানে যুগলের সেবা করেন। কমলের ন্যায় ভাসমান বলিয়া ইহাকে **সলিলকমল**ও বলা হয়।

নানা রুক্ষলতায় পরিশোভিত এই সমস্ত কুঞ্জাবলী মধুকরের ঝঙ্কারে ও কোকিলাদি নানা পক্ষীর কলকুজনে মুখরিত, নানা কুসুমের সৌরভে সুরভিত, হরিণ, শশকাদি পশুগণের স্বচ্ছন্দ বিহারে, ময়ূরাদির নৃত্যে এতই মনোরম যে ইহা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসের পরম উদ্দীপক। দর্শকমাত্রের নয়নে পরমসুখদ। কিন্তু যখন সাধকের চিত্ত, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া চিত্তমাক্রান্ত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়বর্গ এই অপ্রাকৃত বস্তু উপলব্ধি করিবার শক্তি লাভ করে। সাধারণ চর্মচক্ষে তাহা প্রাকৃতির ন্যায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

“চিন্তামণি ভূমি, কল্পরক্ষময় বন।

চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥

প্রেমেন্ত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।

গোপ-গোপী সঙ্গে যাহাঁ কৃষ্ণের বিলাস ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৫ম পরিঃ)

“লীলানুকূলেষু জনেষু চিত্তেষুৎপন্ন-ভাবেষু চ সাধকানাম্।

এবম্বিধং সর্বমিদং চকাস্তি স্বরূপতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু ॥”

(গোবিন্দলীলামৃতম্-৭।১১৯)

লীলার অনুকূল নিতাসিদ্ধ ও সাধকভক্তগণের উৎপন্নভাবময়চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের শোভা পূর্ববর্ণিত রূপেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু তন্নির্ণ লোকের নয়নে প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান হয়। শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপরিষ্কর, সুতরাং তাঁহার প্রেমভাবিত নয়নের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের শোভাসম্পদ অনন্ত মাধুর্যসন্তার লইয়া অভিব্যস্ত হইতেছে। তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—‘সেই অতি মনোহর শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন।’

“শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে সখীমুখ-বাস।

সখী-নামে কুঞ্জনাম করিলা প্রকাশ ॥

উত্তরে ললিতানন্দ কুঞ্জবন নামে।

বিশাখাসুখদ কুঞ্জ শোভিত ঈশানে ॥

তটভূবি বরবেদ্যাং যস্য নর্মাতিহুত্যাং
মধুর-মধুরবার্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা ।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতি-সুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । যে শ্রীরাধাকুণ্ডতে মনোহর রত্নবেদিকায় বসিয়া মদীশ্বরী শ্রীরাধারাগী প্রাণ-
সখীবর্গের সহিত গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক মধুরাতিমধুর বার্তা ভঙ্গীক্ৰমে আলাপ করেন,—সেই অতি
মনোজ্ঞ শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

টীকা । অত্র প্রাণকোটিনির্মলছন্দ তদ্যুবদ্বন্দ্বস্য নশ্ম-মধুরালাপমনুভবামীতি মনসিনিধায়
তদাশ্রয়ং প্রার্থয়তে—তটভূবীতি । যস্য তটভূবি তটস্থানে বরবেদ্যাং চতুরস্র নিশ্চিমতোচ্চ শ্রেষ্ঠপ্রদেশে সা
ঈশা মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরপ্রাণসখ্যালিভিঃ প্রাণসখীশ্রেণিভিঃ সহ গোষ্ঠচন্দ্রস্য মধুরবার্তাং
মধুরাৎ মধুনোহপি মধুরাম্ অমৃতরূপ-কথাং ভঙ্গ্যা বাক্-পরিপাট্যা মিথঃ পরস্পরং প্রথয়তি বিস্তারয়তী-
ত্যবয়ঃ । নশ্মনা কৌতুকেনাতিহাদ্যাং মনোহরাম্ ॥ ৭ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-মাধুর্যে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত তন্ময় ! শ্রীপাদ
স্বরূপে শ্রীরাধারাগীর নিত্যসিদ্ধা প্রিয়কিঙ্করী । শ্রীরাধাচরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণা ! শ্রীকুণ্ডতট তাহার
কোটি প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় । কেননা শ্রীকুণ্ডতীরই রসিকমিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধবের মহাউন্মাদনাময় শৃঙ্গার-
রসবিলাসের অনন্য-নিকেতন ! শ্রীরাধার প্রিয়কিঙ্করীগণ এই কুণ্ডতীরে রহস্যময় যুগলবিলাসমাধুরী
আশ্বাদনের সহিত যুগল-সেবানন্দে নিমগ্ন হন । এখানে রসসিন্ধু শ্যাম ও প্রেমসিন্ধু শ্রীরাধার সন্মিলনে
রসবিলাসের যে উত্তাল তরঙ্গমালা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সখী-মঞ্জরীগণের প্রাণ-শফরী তাহার তরঙ্গে
তরঙ্গে আনন্দ-সন্তরণে আত্মহারা হয় ! প্রাকৃত সংস্কার থাকিতে এই বস্তুর মর্ম উপলব্ধি করা যায় না ।
অপ্রাকৃতরসের সংস্কার আয়ত্ত করিতে হয় । রাধাকিঙ্করী অভিমানের জাগরণ চাই । রঘুনাথ ব্রজেরই
নিত্যসিদ্ধা কিঙ্করী । অপ্রাকৃত যুগলরসের সংস্কার তাহার নিত্যসিদ্ধ-সম্পদ । শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়

পূর্বতটে নাম হয় চিত্রাসুখদ ।

অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা নাম মনোমদ ॥

দক্ষিণে চম্পকলতা নৈঋতে রঙ্গদেবী ।

পশ্চিমেতে তুঙ্গবিদ্যা বায়ুতে সুদেবী ॥

প্রতিকুঞ্জ রমণীয় ভ্রমর-শুজিত ।

শৃঙ্গাররসকেলি করে উদ্দীপিত ॥

সুরভি সে রাধাকুণ্ড আমার আশ্রয় ।

স্নান পান তীরে বাস এ লালসা হয় ॥” ৬ ॥

শ্রীল রূপ-সনাতনকে “যুগল-উজ্জ্বলময়তনু” বলিয়াছেন। “জয় সনাতন-রূপ, প্রেমভক্তি-রসকূপ, যুগল-উজ্জ্বলময়তনু” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)। শ্রীল রঘুনাথও তাঁহাদের রূপায় তাঁহাদের সমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“যশ্চিৎ রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-

কৃষ্ণপ্রেমমহান্নবোহ্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দিব্যতি ।

দৃষ্টান্তপ্রকর-প্রভাতরমতীতৈবান্নোভ্রাজতো

যন্তল্যত্বপদমতস্তিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥”

তাৎপর্য এই যে, “শ্রীপাদ রূপ-সনাতন গোস্বামীর মিলন বলিয়াই শ্রীপাদ রঘুনাথ পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি সর্বদা শ্রীরাধামাধবের প্রেমসাগরের তরঙ্গসমূহে বিমুগ্ধিত হইয়া বিরাজ করেন। বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীরূপ, সনাতন জগতে অনুপম, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, শ্রীরঘুনাথদাসও তাঁহাদের তুল্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।” তাই শ্রীপাদের রাধানিষ্ঠচিত্তে নিয়ত কুণ্ডলীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নকাশ-মাধুর্য্যের স্ফুরণ হইতেছে।

একদিনের একটি মধুর লীলার স্ফুরণে এই শ্লোকের উক্তি। শ্রীরাধারানী ঘাবট হইতে জটিলার আদেশে সূর্যপূজার ছলে সখীগণসঙ্গে দিবাতিসারে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন। বামবরে কুন্দলতার হস্তধারণ করিয়া দক্ষিণকরে লীলাকমল সঞ্চালন করিতে করিতে রাধা-সুরতরঙ্গিণী শ্যামসিন্ধুর মিলনাকাঙ্ক্ষায় ধাবমানা। তাঁহার অগ্রে ধনিষ্ঠার সঙ্গে তুলসী পার্শ্বদ্বয়ে ললিতা, বিশাখা এবং শ্রীরূপ-মঞ্জরী রাধাকৃষ্ণ-সেবার ও সূর্যপূজার উপকরণ বহনকারিণী দাসীদের সঙ্গে শ্রীমতীর পশ্চাতে চলিয়াছেন। ভাবী শ্রীকৃষ্ণমিলনের স্মৃতিতে শ্রীমতীর দেহ-লতিকায় অশ্রু, পুলক, জড়িমাди ভাবকুসুম বিকসিত হইতেছে! অতিসারিকা শ্রীমতীর কি শোভা।

“তরুণারুণ চরণ-যুগল মঞ্জরী তাহে শোভে ।

ভূজাবলি পুঞ্জ পুঞ্জ গুঞ্জে মধুলোভে ॥

কুন্তিকুন্ত-জিনি’ নিতম্বকেশরী খিন-মাঝে ।

লীলাধিত পট্টাস্বর কিঙ্কিণী তহি বাজে ॥

বাহ-যুগল থিরবিজুরি করিশাবক-গুণ্ডে ।

হেমাজদ মণিকঙ্কণ নখরে শশীখণ্ডে ॥

হেমাচল কুচমণ্ডল কাঁচলি তহি মাঝে ।

চন্দ্রকান্ত ধবান্ত-দমন কণ্ঠে কর্ণে সাজে ॥

জাম্বুনদ হেম-যুত মৃকুতাফল-পাঁতি ।

ফণি-মণি-যুত দাম-শোভিত দামিনী সম ভাঁতি ॥

বিস্বফল-নিন্দি অধর দাড়িম-বীজ দশনে ।
বেসর তহি নোলকে ঝলকে মন্দ মন্দ হসনে ॥
নাসা তিল-ফুল-তুল বাঁধে কবরী-ছান্দে ।
মদন-মোহন-মন-মোহিনী চললি তহি রাধে ॥” (পদকল্পতরু)

সূর্যকুণ্ডে সূর্য-মন্দিরে পূজার উপকরণ রাখিয়া বিবিধ ভাবতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে সখীসঙ্গে শ্রীমতী শ্রীকুণ্ডতীরে উপনীত হইয়াছেন । গোষ্ঠচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধনে বলদেব ও সখাগণের প্রতি গোচারণের ভার দিয়া বনশোভা দর্শনের ছলে পূর্বেই শ্রীকুণ্ডতটে উপনীত হইয়া প্রেমময়ীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অনন্ত প্রতীক্ষা লইয়া বসিয়া আছেন । বৃক্ষ-লতিকার অন্তরাল হইতে অদূরে পারম্পরিক দর্শন ! রসসিন্ধু ও প্রেমসিন্ধুর সম্মীলনে অনন্ত ভাবতরঙ্গরাজি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে ॥

“দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ধন্দ । রাই কহে তমাল মাধব কহে চন্দ ॥
চিত-পুতলী জনু রহ দুহুঁ দেহ । না জানিয়ে প্রেম কেমন অছু লেহ ॥
এ সখি ! দেখ দেখি দুহুঁক বিচার । ঠামহি কোই লখই নাহি পার ॥
ধনী কহে কাননময় দেখি শ্যাম । সো কিয় গুণব মবু পরিণাম ॥
চমকি চমকি দেখি নাগর কান । প্রতি তরুতলে দেখি রাই-সমান ॥
দৌহে দৌহে যবহুঁ নিচয় করি জান । দুহুঁক হৃদয়ে পৈঠল প্রেমবান ॥
দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর । আপাদ-মস্তক দুহুঁ পুলকে আগোর ॥
সজনি হের দেখ প্রেমতরঙ্গ । কত কত ভাবে থকিত ভেল অঙ্গ ॥
দুহুঁকর দেহে ঘাম বহি যাত । গদ গদ কাহক না নিকসয়ে বাত ॥
দুহুঁ জন কম্পন হেরি লাগে ধন্দ । রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ ॥” (পদকল্পতরু)

অতঃপর সখীসহ শ্রীযুগলের কুসুমচয়নলীলা, বংশীহরণাদি বিচিত্র রসপরিহাসময় কৌতুক চলিতে লাগিল ! সখীগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বংশী-বিষয়ক বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সেই ফাঁকে শ্রীরাধা একটি গোপনকুঞ্জে লুকাইয়া হইলেন । শেষে রাধান্বেষণ তৎপর শ্রীকৃষ্ণ কুন্দলতার ইঙ্গিতে সেই গোপনকুঞ্জে প্রবিষ্ট হইলেন ও উভয়ে বিচিত্র বিলাসরঙ্গে নিমগ্ন হইলেন ।

বিলাসান্তে শ্রীযুগল কুঞ্জ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কুণ্ডতীরে একটি মণিময় বেদিকায় উপবিষ্ট আছেন । কিঙ্করীরাপে শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসীগণসহ যুগলকে বীজনাতি করিতেছেন । হাসিতে হাসিতে ললিতা, বিশাখাদি সখীগণ শ্রীযুগলকে ঘিরিয়া রত্নবেদিকার চারিপাশে বসিয়াছেন । হাস্য-পরিহাসরসের প্রবাহ বহিতে লাগিল । সখীগণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—‘হে সখি ! আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্বক তুমি কোথায় গিয়াছিলে ? তোমায় অন্বেষণ করিয়া কোথাও পাইলাম না । এই ধৃষ্টের সঙ্গে তোমার

অনুদিনমতি-রৌঃ প্রেমমতালি-সৌঃ-
বর-সরসিজ-গন্ধর্হারি-বারি প্রপূর্ণে ।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতি তো প্রমত্তো
তদতি-স্বরভি রাধাকুণ্ডমেবাত্রায়া মে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । শৃঙ্গাররসময় বিহারে প্রমত্ত শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগল প্রেমরসমত্ত সখীগণের সঙ্গে
নিত্য যাহার পদ্মগন্ধপূর্ণ মনোহর প্রেমরসময় সলিলে অতি রঙ্গে বিহার করিতেছেন, সেই পরম মনোজ্ঞ
শ্রীরাধাকুণ্ডই আমার আশ্রয় হউন ॥ ৮ ॥

টীকা । অস্যাশ্রয়ে কদাচিন্মাতিদীনস্য তদযুগলদর্শনং ভবেদেবেত্যাহ— অবিভ্যাদি । যস্মিন্
কোথায় মিলন হইল ? বাহা হউক, সৌভাগ্যবশতঃ এই শর্ত হইতে তোমার যে পরাভব হয় নাই, ইহাই
সুখের বিষয় ।’

তখন শ্রীরাধা সখীগণের পরিহাসভঙ্গী শ্রবণ করিয়া এবং নিজ সখীরূপের প্রতি রতিচিহ্ন সূচনা-
কারী কান্তকে সখীগণসহ হাসিতে দেখিয়া লজ্জা ও ঈর্ষাবশতঃ ক্রলতা কুটিল করত কম্পিতাধরে গদগদ
কণ্ঠে তর্জনী-সঞ্চালনে কান্তকে তর্জন করিতে লাগিলেন এবং সখীগণকে বলিলেন—‘সখীগণ ! আমি গৃহে
গমনোদ্যতা হইলে তোমরা বসন ধরিয়া আকর্ষণ কর, গুপ্তভাবে থাকিলে কৃষ্ণকে সূচনা করিয়া দাও,
তোমাদের সঙ্গে থাকিলেও ইহার দ্বারা আমায় খেদান্বিত কর । বল, তোমাদের সহিত আমি কিরূপে
সঙ্গ-বিধান করিব ?’ পরস্পরে এইরূপ রসময় কত শত ইষ্টগোষ্ঠী চলিতে লাগিল । ১ প্রাণসখীগণের
সঙ্গে শ্রীমতীর এত মধুরাতিমধুর ইষ্টগোষ্ঠী আর কিছুই নাই । বিষ্ণুরীগণ সেবানন্দে মগ্ন থাকিয়াই
সখীসঙ্গে ঈশ্বরীর এই মধুর ইষ্টগোষ্ঠীর অর্থাৎ কৃষ্ণকথার স্রোতে অসীমের দিকে ভাসিয়া যান । সেই
পরম রমণীয় লীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ বলিলেন—‘এইসব রসময়ী লীলা যে শ্রীকৃষ্ণের তটে অনুষ্ঠিত হইয়া
থাকে, সেই শ্রীকৃণ্ডই আমার আশ্রয় হউন । এইস্থান আশ্রয় করিয়া থাকিলে সেই মধুরাতিমধুর কৃষ্ণ-
কথার আশ্বাদন লাভে ধন্য হইতে পারিব ।’

“যেই রাধাকুণ্ডতীরে রতন-বেদিতে ।

বসি রাধারাগী সব সখীর সহিতে ॥

প্রাণকোটি-নির্মলগুহন গোবিন্দ-প্রসঙ্গ ।

ভঙ্গীকরি বলে সুমধুর রসরঙ্গ ॥

সর্বজন-মনোহর রাধাকুণ্ড নাম ।

আমার আশ্রয় হউক নয়নাভিরাম ॥” ৭ ॥

অনুদিনং প্রতিদিনং তৌ দম্পতী রাধাকৃষ্ণৌ প্রমত্তৌ সন্তৌ বিহরতঃ ক্রীড়তঃ তদিতি সম্বন্ধঃ । কিন্তুতে বর-
সরসিজগন্ধৈঃ শ্রেষ্ঠপদ্মদ্বাগৈর্হারি মনোহারি যদ্বারি জলং তেন পরিপূর্ণে পুরিতে গন্ধৈঃ কিন্তুতেঃ প্রেমিনি
তদ্বিষয়-হৃদ্যতায়াং মত্তোহলিসংঘাত্রমরসমুহো যত্র তৈঃ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । কুণ্ডাশ্রমী শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণেশ্বরীর রূপায় শ্রীকৃষ্ণে
শ্রীষুগলের জলকেলী লীলার স্ফুরণ হইয়াছে । শ্রীকুণ্ডাশ্রমকের এই শেষ শ্লোকে তাহাই বর্ণনা করিতেছেন ।
“যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে । জলে জলকেলি করে,—তীরে রাসরঙ্গে ॥” (চৈঃ চঃ)

“শ্রীরাধেব হরেন্দ্রদীয়সরসী প্রেষ্ঠান্ভুতৈঃ শ্বৈগুণৈঃ-

ধস্যং শ্রীযুক্তমাধবেন্দুরনিশং প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি ।” (গোঃ লীঃ-৭।১০২)

“স্বীয় অসাধারণ ও সর্বজন-চমৎকারী গুণহেতু শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধার ন্যায়ই শ্রীকৃষ্ণের অতীব
প্রিয় । ব্রজকুলচন্দ্র শ্রীমাধব প্রিয়তমা শ্রীরাধার সহিত এই কুণ্ডে প্রেমভরে নিরন্তর কেলি করিয়া থাকেন ।”

শ্রীপাদ স্ফুরণে দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণে মধ্যাহ্নে বনবিহার, মধুগান ও বিলাসাদি লীলায় শ্রান্ত
শ্রীরাধামাধব সখীগণসঙ্গে গজরাজ করিণীর ন্যায় জলবিহার-নিমিত্ত শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন ।
জলকেলির জন্য গোপীগণ অন্যান্যো হস্তধারণ করিয়া স্বর্ণজালের ন্যায় সুশোভিত হইয়া জ্যোৎস্নারশি
যেমন নবীন মেঘকে আবরণ করে, তদ্রূপ শ্যামসুন্দরকে বেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইলেন । তাহারা অঞ্জলি
অঞ্জলি করিয়া জলবর্ষণ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দভরে হস্তদ্বারা নিজ নয়ন রুদ্ধ করিয়া জলসিঞ্চন
সহ্য করিতে লাগিলেন । অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকৃত প্রবল বারিবর্ষণে সুন্দরীগণের সকল অঙ্গই ব্যাকুল হইল,
একমাত্র বদনচন্দ্র আনন্দভরে শ্লান হইল না ।

অতঃপর চুহন পণ রাখিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর জলযুদ্ধ আরম্ভ হইল । মধ্যস্থা কুন্দলতা ।
যে হারিবে তাকে বিজয়ীকে পণ দিতে হইবে । শ্রীরাধা প্রথমতঃ মণিময় কঙ্কণের বাঙ্কারসহিত করপদ্ম-
কোষস্থ জলরাশি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি জলসিঞ্চন করিতে থাকিলে কামদেবের বারুণাস্ত্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের
তাহা অসহ্য হইয়া উঠিল । জল নিষ্ক্ষেপকালে শ্রীমতীর কি শোভা ! সখীসঙ্গে শ্যাম শোভাসিন্ধুতে
সন্তরণ করিতে লাগিলেন । শ্রীমতীর নিষ্কিণ্ড জলধারা প্রাণনাথের বক্ষে পড়িয়া অতিশয় দীপ্তি পাইতে
লাগিল । শ্রীকৃষ্ণের বনমালা শিথিল হইল, সুবিশাল হারলতাও পতিত হইল, প্রিয়তমের দেহে একমাত্র
বলবান্ কৌশুভই অকাতরে সব জলবর্ষণ সহ্য করিল ।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ “হে প্রিয়তমে ! এরপর আমার জলসেক সহ্য কর”—এই কথা বলিয়া
আনন্দ-সহকারে প্রেমসীর বদন-কমলেই মনোজ্ঞ জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । পরস্পর বিশাল
জলযুদ্ধ । কুণ্ডতটে দাঁড়াইয়া তুলসী রাধাশ্যামের জলযুদ্ধ দর্শন করিতেছেন । স্বামিনী কোমলচিত্তা,
কোটি প্রাণপ্রতিম প্রাণনাথের কণ্ঠ হইবে ভাবিয়া তাহার চক্ষে জলধারা নিষ্ক্ষেপ করিতেছেন না । কিন্তু

জয়েচ্ছু শ্যাম শ্রীমতীর চক্ষেই বার বার জলধারা নিক্ষেপ করিতেছেন। প্রেমবতী সখীগণ তাহার চক্ষে জল নিক্ষেপ করিতে শ্যামকে বার বার নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু শ্যাম শুনিবার পাত্র নহেন। জল নিক্ষেপের পরিপাটীতে ঈশ্বরীকে পাগল করিয়া তুলিতেছেন—যদিও ঈশ্বরী এত গাভীৰ্বতী। স্বামিনীর অঙ্গ বিবশ হইয়া আসিতেছে। সহ্য করিতে না পারিয়া ঈশ্বরী যেই পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অমনি উচ্চহাস্যের সহিত শ্যাম হাততালি দিয়া “হারিয়াছ, হারিয়াছ, আমার পণ দাও, আমি বিজয়ী” বলিয়া শ্রীমতীর কণ্ঠ ধারণ করিয়াছেন। স্বামিনীর নয়নের ও বদনের কি শোভা! শোভাসিন্ধুতে কত শত ভাবতরঙ্গ! সখী-মঞ্জরীগণসহ শ্যামসুন্দরের নয়ন-শফরী সেই শোভাসিন্ধুতে সন্তরণ করিতেছে। পণ গ্রহণ করা হইয়াছে। ঈশ্বরী সখীসমাজে লজ্জা পাইয়া ডুব দিয়া স্বর্ণকমলবনে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। দেহমৃগালে মুখকমল স্বর্ণপদ্মিনীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সখীগণ বলিতেছেন—“শ্যাম! তুমি আমাদের সখীকে কি করিলে, শীঘ্র খুঁজিয়া আনিয়া দাও।” শ্যামসুন্দর কোথাও শ্রীমতীকে দেখিতে পান না। শেষে লক্ষ্য করিলেন, ঈশ্বরীর অলৌকিক মুখসৌরভে সমাকৃষ্ট হইয়া অন্য কমলবন ত্যাগ করিয়া উন্মত্ত ভ্রমকুল স্বর্ণকমলবনে ছুটিতেছে। শ্যামনাগর সেই লক্ষ্যে স্বামিনীকে সেইখানে গিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। সখীগণও সেইখানে উপস্থিত।

অনন্তর মধুসূদন সেই পদ্মগন্ধপূর্ণ সলিলে প্রেমরসমত্তা সখীগণসহ শ্রীরাধা-পদ্মিনীর বলপূর্বক মুখকমল-মধু পান করিতে লাগিলেন। কাহারো বা মণিময় আভরণ খুলিয়া লইতে লাগিলেন। কেহ ‘আমার হার গেল’ কেহ ‘আমার পদক গেল’ কেহ বা ‘আমার কিঙ্কিণী কোথায় গেল’ বলিয়া উচ্চরব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কাহারো উত্তরীয় বসন, কাহারো বা কঙ্কচুক হরণ করিয়া লইলে তাহার অনির্বচনীয় মাধুরী ধারণ করিলেন।

এইরূপ বিহার-প্রমত্ত শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিবিধ শৃঙ্গার-রসময় জলবিহার দর্শনে ২ কিঙ্করীগণ সহ তুলসীমঞ্জরী আনন্দে আত্মহারা। জলবিহারান্তে সখীসহ নবীন-যুগল তীরে উঠিলে কিঙ্করীগণ উদ্বর্তন তৈলমর্দনাদি সেবা করিয়া পুনরায় স্নান করাইলেন এবং কুঞ্জমন্দিরে সকলের বিচিত্র বেশভূষা সম্পাদন করিলেন। স্মৃতিপ্রাপ্ত এই লীলার স্মৃতিতে শ্রীপাদ কুণ্ডলটকের শেষে বলিলেন—

“পদ্মগন্ধে সুবাসিত রাধাকুণ্ড-জলে।

বিহরে প্রমত্ত হৈয়া দম্পতি-যুগলে ॥

প্রেমমত্তা সখীগণ যুগলের সঙ্গে।

সরোবরে করে কেলি নবরসরঙ্গে ॥

মনোজ্ঞ সে রাধাকুণ্ডে একান্ত প্রার্থনা।

আমার আশ্রয় হোন্ করি এ কামনা ॥” চ ॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চাকু কুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োজ্জাসি-দাস্যাপিতাত্মা ।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়াত্যেব তস্মৈ
মধুরিপূরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । পরমোজ্জাসময় শ্রীরাধাদাস্যে অপিতাত্মা যে ব্যক্তি ধীরচিত্তে মনোহর এই শ্রীরাধা-
কুণ্ডাষ্টক পাঠ করিবেন—তাহাকে অচিরে এই সাধকদেহেই মধুরিপু শ্রীকৃষ্ণ পরমামোদে স্নায় অর্জে
আলিঙ্গিতা শ্রীরাধারাগীকে দর্শন করাইবেন ॥ ৯ ॥

টীকা । স্তোত্রপঠন-ফলমাহ—অবিকলমতি । যো জনস্তদীয়োজ্জাসি-দাস্যাপিতা আত্মা সন্
দেব্যাঃ শ্রীরাধিকায়্যাঃ কুণ্ডাষ্টকম্ অবিকলমতি অব্যাকুল-বুদ্ধিঃ যথাস্যাত্তথা পরিপঠতি তস্মৈ মধুরিপুঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ তাং প্রিয়াং শ্রীরাধিকাম্ অচিরম্ ইহ শরীরে সাধক-শরীরে দর্শয়তি, প্রিয়াং কিস্তুতাম্ অতিমোদৈঃ
কতুভিঃ শ্লিষ্যমাণাং পরমহর্ষযুতামিত্যর্থঃ । তদীয়েতি তস্য রাধাকুণ্ডস্য গ্রন্থাঃ শ্রীরাধিকায়্যাঃ উজ্জাসি
অবিরত প্রকাশি যদ্যস্যং তল্লাপিত আত্মা মনো যেন সঃ ॥ ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক-বিবৃতিঃ ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকের ফলশ্রুতি
উল্লেখ করিতেছেন । যিনি সাক্ষাৎ মাদনাথ্য মহাভাববতী কৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি শ্রীরাধারাগীর মতই
শ্রীকৃষ্ণের সর্বাধিক শ্লিয়, যাঁহাতে একবার মাত্র স্নান করিলেই শ্রীকৃষ্ণ স্নানকারীকে শ্রীরাধার ন্যায় প্রেমদান
করিয়া থাকেন, যাঁহার দর্শন, স্পর্শনাদি সেবার ফলে যে কোন ব্যক্তি শ্রীরাধাদাস্যময় সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমলাভে
ধন্য হন, সেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-সমন্বিত এই শ্রীকুণ্ডাষ্টক-পাঠে যে কোন অসাধারণ বা অনির্বচনীয় ফল-
লাভই হইবে—ইহাতে সন্দেহের অবসর কোথায় ?

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘পরমোজ্জাসময় শ্রীরাধাদাস্যে অপিতাত্মা যে ব্যক্তি **অবিকলমতি** হইয়া
বা ধীরচিত্তে মনোহর এই শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টক পাঠ করিবেন’ এই বাক্যে পাঠকের তথাকথিত বা শ্লোকান্ত
ফললাভের নিমিত্ত যোগ্যতার কথা বলা হইয়াছে । ‘অবিকলমতি’ বা ধীরচিত্ত বলিতে এই অষ্টকে
শ্রীকৃষ্ণের যে মহিমার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে কোনরূপ সন্দেহচিত্ত না হইয়া । সাধু, শাস্ত্র ও
গুরুবাক্যে অটুট বিশ্বাসের নামই ‘শ্রদ্ধা’ । শ্রদ্ধাই ভক্তি-সাধনার বা ভজনের অধিকার আনয়ন করে । সাধু-
শাস্ত্রে সন্দেহচিত্ত বা সন্দেহাকুল ব্যক্তি ভক্তিসাধনার কোন ফলই অনুভব করিতে পারেন না । এইজন্য
সাধুগুরু-শাস্ত্রবাক্যে অটুট বিশ্বাস রাখিয়াই ভজন করার বা শ্রবণ-কীর্তনাদি করার নিমিত্ত সাধু-শাস্ত্রের
উপদেশ ।

অথবা ‘অবিকলমতি’ অর্থে ‘নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি’ও বলা যাইতে পারে। যেমন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ভক্তের নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধির লক্ষণে উল্লেখ করিয়াছেন—“মম গুরুপদিষ্টং ভগবৎ-কীর্তন-স্মরণ-চরণ-পরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধন-সাধ্য-দশায়োস্তত্তুম-শক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যং ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলক্ষণীয়ং স্বপ্নেহপীত্যত্র সুখমন্ত দুঃখংবাস্ত, সংসার নশ্যতু বা ন নস্যতু তত্র মম ক্বাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিঃ ।

অর্থাৎ “আমার শ্রীগুরুপদিষ্ট ভগবৎ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যাদিই আমার একমাত্র সাধন, ইহাই আমার সাধ্য, ইহাই আমার জীবাতু। কি সাধন, কি সাধ্যদশায় আমি এগুলি ত্যাগ করিতে সর্বথা অসমর্থ। ইহাই আমার কাম্য, ইহাই আমার কার্য, ইহা ব্যতীত আমি স্বপ্নেও অন্য কিছু কামনা করি না। ইহাতে আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, সংসার নাশ হউক না হউক, তাহাতে আমার কিছুই ক্ষতি নাই; এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিকেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলা হইয়া থাকে।” সেই প্রকার পরমোন্মাদময় বা ভক্তিরাজ্যে সর্বাধিক আনন্দনময় রাধাদাস্যে অপিতাত্মা ব্যক্তির অবিকলমতি বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি—“রাধাদাস্যই আমার সাধ্য, ইহাই আমার সাধনা, ইহাই আমার জীবাতু, রাধাদাস্য ত্যাগ করিতে আমি সর্বথা অসমর্থ, ইহাতে আমার সুখ হউক, দুঃখ হউক, যে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, কর্ম-ফলে স্বর্গ-নরকাদি যেখানেই যাই না কেন, রাধাদাস্যের সাধনা অর্থাৎ তদুচিত শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যাদিই আমার একমাত্র কাম্য ও কার্য হউক।” এইরূপ রাধানিষ্ঠায় অবিকলমতি ব্যক্তি যদি ইহা পাঠ করেন, এই সাধকদেহেই তাঁহাকে অচিরায় শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গে আলিঙ্গিতা শ্রীরাধারানীকে দর্শন করান। গোড়ীয়বৈষ্ণবের ইহাই চরমা সিদ্ধি। যেহেতু তাঁহাদের একমাত্র কামনা—“বল্লবীভুজলতাবন্ধে ব্রজপি মনো মে রমতে।”

“রাধাপদে করি যিহৌ আশ্রয়সমর্পণ ।

রাধাপদ-দাসী নাম করেছে ধারণ ॥

শ্রীরাধার মনোহর এই কুণ্ডাষ্টক ।

নিত্য পাঠ করে যিহৌ লোটায়ে মস্তক ॥

কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রতি হন সুপ্রসন্ন ।

যুগলদর্শন-ভাগ্য হয় উপসন্ন ॥

রাধালিঙ্গিত কৃষ্ণে সাধক-শরীরে ।

শ্রীকৃষ্ণ দেখায়ে দেন রাধাকুণ্ড-তীরে ॥

কুণ্ডতটে বাস করি রঘুনাথদাস ।

ভজনসম্পূট খুলি করিলা প্রকাশ ॥” ৯ ॥

॥ ইতি শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকের শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অথ শ্রীশ্রীব্রজবিলাস-স্তবঃ

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাশ্রুজ্যৈষ্ঠ্যো নমঃ

প্রতিষ্ঠা-রজ্জুভির্বন্ধং কামাঐত্বব'প্তপাতিভিঃ ।

ছিহ্না তাঃ সংহরন্তস্তান্ধারেঃ পাস্ত মাং ভটাঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ । কামাদি পথদস্য (বাটপাড়) গগ প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুর দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ বীরগণ সে রজ্জু ছিন্ন করত তাহাদের সংহার করিয়া আমায় রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

টীকা । অথ সপরিকরং শ্রীকৃষ্ণং শ্রোতি—প্রতিষ্ঠামিত্যাदि ষড়ধিকশতেন পদ্যেন । তত্র প্রথমতঃ সাধারণ কৃষ্ণপরিকরান্ শ্রোতি—প্রতিষ্ঠেতি । অঘারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভটাস্তং স্বামিকবীরা মাং পাস্ত রক্ষন্তিত্যন্বয়ঃ । মাং কিস্তুতং কামাদ্যৈঃ কাম-ক্লোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যৈঃ ব'ত্ভিঃ প্রতিষ্ঠা-রজ্জুভির্দামভিঃ কৃহ্না বন্ধম্ । কামাদ্যৈঃ কিস্তুতৈঃ ব'প্তপাতিভিঃ পথি নিগূঢ়ং স্থিত্বা ধনাদিলোভেন প্রাণি-ঘাতকৈঃ । কিং কৃহ্না পাস্ত তাঃ প্রতিষ্ঠা-রজ্জুশ্ছিহ্না ছিন্নাঃ কৃহ্না তান্ কামাদীন্ সংহরন্তঃ সংহারান্ কুর্ষন্তঃ । ভটা বীরবিশেষে চেত্যাदि মেদিনী । অন্যেহপি বীরা মারণার্থং ব'প্তপাতিভিঃ পথিকগলে দত্তা রজ্জুশ্ছিহ্না তান্ মারয়ন্তঃ পথিকং রক্ষন্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্থামিচরণ এই ব্রজবিলাসস্তবে শ্রীব্রজ-ধামের এবং সপরিকর শ্রীশ্রীরাধামাধবের ষথামতি মহিমা বা গুণকীর্তন পুরঃসর তাহাদের শ্রব করিতেছেন । শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত ব্রজলীলারসে সতত নিমগ্ন । প্রেমের ধাম এই ব্রজ । ব্রজবাসি-গণের প্রেমসিন্ধুতে সন্তরণ করিয়া স্বয়ং ভগবানই আত্মহারা হইয়া কোন দিন পার পান নাই । সেই ব্রজরসের চরমে যে ব্রজললনাগণের প্রেমরসনির্ঘাস, শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই মহাভাবসিন্ধুতে 'ঘূর্ণন সদা দিব্যতি' অর্থাৎ বিঘূর্ণিত হইয়া বিরাজ করেন । তাহারই দিব্য-হৃদয়-কমল-কোষ হইতে ক্ষরিত মকরন্দরস এই ব্রজবিলাসস্তব । ইহা সুরসিক রাগমাগীয় সাধকভক্তগণের যৎকিঞ্চিৎ ধোয় ও অনুভবগম্য হইলেও মাদৃশ সাধনভজনহীন বাসনাবদ্ধ ক্ষুদ্রব্যক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত হইলে ইহার গাভীর য়ে তরলিত হইবে, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই । এইজন্য শ্রীপাদ স্বীয় অসীম করুণাশ্রমে মাদৃশ জীবের অপরাধ মার্জনা করুন এবং আত্মশোধনের নিমিত্ত এই মহাদুঃসাহসিককার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি জানিয়া স্বীয় পাদপদ্মপরাগদ্বারা জন্মে জন্মে অভিষিক্ত করুন—তদীয় পদারবিন্দ-সান্নিধ্যে, এ দীনের ইহাই প্রার্থনা ।

এই ব্রজবিলাসন্তবের প্রারম্ভে শ্রীপাদ তাঁহার সাহজিক প্রেমসিঞ্চু হইতে জাত দৈন্য ও আতিভরে দুইটি শ্লোকে শ্রীগোবিন্দচরণে স্বীয় অযোগ্যতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার ও তদীয় ভক্তের কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন। পরম প্রেমের পরিপাক-দশাতেই প্রেমিকের চিত্তে এতাদৃশ দৈন্য বা আতির উদ্ভব হইয়া থাকে। শ্রীমৎ সনাতনগোপীপাদ প্রেম ও দৈন্যের কার্য-কারণতা বর্ণনা করিয়াছেন—

“পরিপাকেণ দৈন্যস্য প্রেমাজম্বলং বিতন্যতে।

পরস্পরং তস্মৈরিথং কার্যাকারণতেজ্যতে ॥” (রূঃ ভাঃ-২।৫।২২৫)

“দৈন্যের পরিপাক অবস্থাতে প্রেম অজম্বল বিস্তারিত হইয়া থাকে। সেই জন্য দৈন্য ও প্রেমে কার্য-কারণতা-সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়।” এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-ভূমিকায় শ্রীল গোপীপাদ লিখিয়াছেন—“নন্বেবং প্রেমনিষ্ঠায়াঃ ফলং দৈন্যমিতি পর্যবস্যাতি, তদ্ব্যবৃদ্ধং সর্বত্র প্রেমণ এব ফলত্বেন প্রতিপাদনাৎ। সত্যং, তত্ত্ব প্রেমণা নাতীব ভিন্নং, কিন্তু আন্তরলক্ষণরূপমুখ্যতরমঙ্গমেবেত্যাহ—পরীতি।” অর্থাৎ পূর্বশ্লোকে বলা হইয়াছে, “দৈন্যন্ত পরমং প্রেমণঃ পরিপাকেণ জন্যতে” ‘প্রেমের পরিপাকদশায় দৈন্যের উদ্ভব হইয়া থাকে’, ইহাতে মনে হইতে পারে, তাহা হইলে প্রেমনিষ্ঠার ফল দৈন্যই পর্যবসিত হয়, কিন্তু এটি অযুক্ত বা সমীচীন নহে; কারণ সর্বত্র প্রেমকেই ভক্তিসাধনার চরমফলরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে? তদুত্তরে বলিলেন, সত্যই, কিন্তু দৈন্য প্রেম হইতে অতীব ভিন্নবস্তু নয়, কিন্তু উহা প্রেমের আন্তরলক্ষণরূপ মুখ্যতর অঙ্গ বিশেষ। তাহাই ‘পরিপাকেণ’ এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

যাহা হউক পরম দৈন্যভরে শ্রীপাদ রঘুনাথ নিজেকে অনর্থ-সঙ্কুল সাধারণ সাধক-জ্ঞানে বলিতেছেন—“প্রতিষ্ঠা-রজ্জুভিবদ্ধং কামাদৌর্বর্ষ্যপাতিভিঃ” অর্থাৎ ‘কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য—এই ষড়্‌রিপূরূপ পথদস্য বা বাটপাড়গণ প্রতিষ্ঠারূপ রজ্জুর দ্বারা আমায় বন্ধন করিয়াছে।’ ইতিপূর্বে মনঃশিক্ষা-স্তবের ৫ম শ্লোকেও কামাদি ষড়্‌রিপুকে শ্রীপাদ বাটপাড়ের সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। পথদস্য বাটপাড়গণ পথচারীর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া যেমন তাহাকে নিঃশ্ব করিয়া দেয়, তদ্রূপ কাম, ক্রোধাদি রিপুগণ সাধকের ভজন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের নিঃশ্ব বা সর্বহারা করিয়া ফেলে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন—‘সকল ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে রাগদ্বেষ অবশ্যস্তাবী, তুমি রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না। উহারা জীবের পরম শত্রু।’ তাহাতে অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—

“অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥” (গীতা-৩।৩৬)

“হে কৃষ্ণ! লোকে কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন বলপূর্বক নিয়োজিত হইয়াই পাপাচরণ করে? অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকিলেও বা বিধিনিষেধাত্মক শাস্ত্রজ্ঞান সত্ত্বেও কেহ যেন বলপূর্বক ইন্দ্রিয়ের বশীভূত করিয়া পাপাচরণ করায়, কাহার প্রেরণায় এইরূপ হয়?” শ্রীভগবান্ বলিলেন—

“কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্যোনমিহ বৈরিণম্ ॥” (গীতা-৩।৩৭)

“হে অর্জুন ! রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত দুঃপূরণীয়, অত্যাগ্র এই কাম, এই ক্রোধই সাধকের মহাশত্রু বলিয়া জানিবে ।” **কাম** অর্থে কামনা বা বিষয়-বাসনা । এই কাম বা কামনা প্রতিহত হইলেই **ক্রোধ** পরিণত হয়, সুতরাং কাম ও ক্রোধ একই, তাই উভয়ের নামোল্লেখ করিয়া একবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে । এই কামনা বা বিষয়-বাসনাই আবার বিষয়-সংস্পর্শে লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের আকারে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । অর্থাৎ এই কামনা মিষ্টরসাদি ও ধনাদির প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হইলে তাহাকে **লোভ** বলা হয় । এই বাসনাই যখন অনিত্য বস্তুতে বুদ্ধিকে আসক্ত করিয়া আত্মজ্ঞান, ভগবৎজ্ঞানাদিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তখন তাহার নাম **মোহ** । এই কামনা হইতে উদ্ভূত অজ্ঞানতা যখন ‘আমি ধনী’ ‘আমি জ্ঞানী’ এই প্রকার অহমিকার আকার ধারণ করে, তখন উহাকে **মদ** বলা হয় । এই অহমিকা যখন অপরের ধন, জন, বিদ্যাতির উৎকর্ষ দর্শনে চিত্তে ক্ষোভ বা জ্বালার সৃষ্টি করে, তখন তাহার নাম **মাৎসর্য** বা পরশ্রীকাতরতা । অতএব কাম বা কামনাই সকল অনর্থের মূল, উহাই মানবের একমাত্র শত্রু । এই ষড়্‌রিপুরুষ বাটপাড়ের মূল অধ্যক্ষ **কাম** বা **কামনা** ।

ভজনরাজ্যে যে সমস্ত সাধক ভগবদ্ভজনের অন্তরায়-জ্ঞানে বিষয়াদির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাও যে সর্বথা এই কামাদি বাটপাড়ের কবল হইতে সকলেই অব্যাহতি পাইয়াছেন, তাহা বলা যায় না । শ্রীপাদ রঘুনাথ নিত্যপরিচর্য হইয়াও জীবশিক্ষার্থে বলিলেন—‘কামাদি বাটপাড়েরা **প্রতিষ্ঠারূপ** রজু দ্বারা আমার গলে বন্ধন করিয়াছে ।’ ‘প্রতিষ্ঠা’ অর্থে সম্মানলাভের বাসনা । ‘আমি জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত, বৈরাগী, ভজনানন্দী, প্রেমিক, সকলে আমার যশোগান করিবে, ভক্তসমাজে সম্মান প্রতিপত্তি লাভ করিয়া সকলের উপর আমি প্রভুত্ব করিব’—ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষাময়ী মনোবৃত্তিই প্রতিষ্ঠার আশা । সর্বত্যাগীও এই প্রতিষ্ঠাশাকে সহজে ত্যাগ করিতে সক্ষম হন না । ইহা এমনি দুঃখ ও দুর্বীর যে কাম, ক্রোধাদির ন্যায় ধরা সহজে দেয় না, ভজনের ন্যায়ই সাধকের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহার সাধন-তরণীকে চোরাবালীর মত রসাতলে লইয়া যায় । (মনঃশিক্ষার ৭ম সংখ্যক শ্লোকে আমরা এ বিষয়ে যথামতি আলোচনা করিয়াছি ।) নিষ্কপটভাবে ভগবদ্ভক্ত সাধকের ভগবৎপ্রীতি-সাধনই একমাত্র লক্ষ্য । তাদৃশ ভক্ত দৈন্য, বিনয়াদি সঙ্গুণ মণ্ডিত হইয়া কামাদি রিপুর অমোঘাস্ত্র এই প্রতিষ্ঠাশাকে দূরে পরিহার করেন । শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

“না করিহ অসচ্চেষ্টা,

লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা,

সদা চিত্ত গোবিন্দচরণ ।

দক্ষং বার্ককবণবহ্নিভিরলং দষ্টং দুরাক্যাহিনা
 বিদ্ধং মামতিপারবশ্য-বিশিখং ক্রোধাদি-সিংহবৃত্তম্ ।
 স্বামিন্ প্রেমসুধাঙ্গবং করুণয়া দ্রাক্ পায়য় শ্রীহরে
 যোনতামর্বধীয়া সন্ততমহং ধীরো ভবন্তং ভজে ॥ ২ ॥

অনুবাদ । হে হরে ! আমি বার্কাকারূপ দাবানলে দগ্ধ হইতেছি, ভয়ানক অন্ধতারূপ সর্প
 আমার দংশন করিতেছে, নিতান্ত পরাধীনতারূপ শাণিতশরে বিদ্ধ হইতেছি এবং ক্রোধাদিরূপ সিংহসমূহে

সকল বিপত্তি যাবে,

মহানন্দসুখ পাবে,

প্রেমভক্তি পরমকারণ ॥” (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

সাধকের সর্বদা গোবিন্দচরণ-চিন্তায় এইসব বিপত্তি কাটিয়া যাইবে । এই গোবিন্দচরণ-
 চিন্তারও অমোঘ উপায় গোবিন্দভক্তের সঙ্গে ও কৃপালাভ । তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—“ছিত্তা তাঃ সংহর-
 ত্তস্তান্নম্বারেঃ পান্ত মাং ভট্টাঃ” অর্থাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরূপ বীরগণ প্রতিষ্ঠারজু ছিন্ন করিয়া কামাদি
 বাটপাড়কে সংহার করত আমার রক্ষা করুন ।’ কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে সাধকের চিত্তে তাঁহাদের অন্তনিহিত
 দৈন্য, বিনয়াদি গুণের সংক্রমণ হইয়া থাকে । তাঁহাদের করুণায় প্রতিষ্ঠাশা দূরে পলায়ন করে ।
 তাঁহাদের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা-শ্রবণে কামাদি রিপু বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া সাধক-চিত্তে ভজমানুরাগ সঞ্চারিত
 হইয়া থাকে ।

“আপনি পাল্লাবে সব,

গুনিয়া গোবিন্দরব,

সিংহরবে যেন করিগণ ।

সকল বিপত্তি যাবে,

মহানন্দ সুখ পাবে,

যার হস্ত একান্ত ভজন ॥” (ঐ)

তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বয়ং আচরণদ্বারা অনর্থ সঙ্কলচিত্ত সাধকগণকে শ্রীকৃষ্ণভক্তের মিকট
 প্রার্থনা শিক্ষা দিতেছেন—

“কামাদি পঞ্চদসুগর্গ,

করে তারা বিচরণ,

এ সংসারে নিগূঢ় ভাবেতে ।

প্রতিষ্ঠা রজুর দ্বারা,

ছয়জনে মিলি তারা,

বাঁধিয়াছে আঁমরি গলেতে ॥

কৃষ্ণভক্ত বীরগণ,

দন্তে তৃণ নিবেদন,

ছিন্ন করি তাদের বন্ধন ।

ছয় রিপু বধ করি,

রক্ষা কর কেশে ধরি,

‘কৃষ্ণ’ বলি করিয়া গজ্জন ॥” ১ ॥

আরত হইয়াছি। হে স্বামিন্ ! তুমি করুণা করিয়া শীঘ্র তোমার প্রেমসুধারস আমায় পান করাও, যাহাতে ঐসব উপদ্রবকে উপেক্ষা করিয়া ধীরচিত্তে নিয়ত তোমার ভজন করিতে পারি ॥ ২ ॥

টীকা। স্বস্যাতিরুদ্ধে ক্ষিপ্ৰং দেহপাত-ভয়াতত্ত্বজনকালবিলম্বাসহমানঃ শীঘ্ৰং তন্মিন্ প্রেমাণং প্রার্থয়তে দগ্ধমিতি। হে হরে ক্লেশহরণ শ্রীকৃষ্ণ হে স্বামিন্ প্রভো করুণয়া প্রেমসুধাদ্রবং প্রেমা এব সুধাদ্রবঃ সুধারসস্তং দ্রাক্ ঝাটিতি মাং পায়য় পানপ্রযুক্তিবিষয়ং কুরু। মাং কন্তুতং বান্ধকবন্যবহি-ভিরুদ্ধত্বরূপ দাবাগ্নিভির্দগ্ধম্ উত্তপ্তম্ এবং দুরাক্ষ্যাহিনা অতিশয়াক্তত্বরূপ-সর্পেণ অলমতিশয়ং দষ্টং দংশনবিষয়ীকৃতম্। পুনঃ কিস্তুতম্ অতিপারবশ্যবিশিষ্টৈরতিশয়-পরাধীনতারূপ-কামবাণৈবিক্তং তাড়িতম্ এবং ক্রোধাদিরূপ-সিংহৈর্হতম্। যেন প্রেমসুধাদ্রবেণ এতান্ দুরাক্ষ্যাদীন্ অবধীৰ্য্য অবজায় ধীরঃ সন্নহং সন্ততং সৰ্বকালং ভবন্তং ত্বামহং ভজে সেবে। যথামৃতং পীত্বা আক্ষ্যাদিকং হিত্বা দেবপ্রকৃতিং ভজতে তথা প্রেমাৰ্জিতবাহাদয়েন স্বস্য প্রাকৃতমাক্ষ্যাদিকং হিত্বা প্রেমেন্নাদিনা দর্শনাদি পরমানন্দং ভজামীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই ব্রজবিলাসস্তব শ্রীপাদের বার্ষক্যের রচনা বলিয়াই এই শ্লোক-দৃষ্টে জানা যায়। যতই অপ্রকটকাল আসন্ন হইতেছিল, ততই শ্রীগৌরাজ-বিরহে, শ্রীরাধারাণীর অদর্শনে প্রাণে অসহনীয় দাবদাহ সজাত হইতেছিল। তদুপরি শ্রীরূপ-সনাতনের অদর্শনে নিরন্তর নয়ন-যুগল হইতে শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রুধারা নির্গত হইয়া দৃষ্টিশক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বার্ষক্যের উদয়ে স্বাভাবিক পারবশ্যে এবং ক্রোধাদির উদ্রেকে ভজন-নৈরন্তর্যের বিঘ্ন ঘটায় তাহার পক্ষে প্রাণধারণ করাই যেন প্রকৃত বিড়ম্বনা হইয়াছিল। যদিও শ্রীপাদের চিদানন্দময় পার্শ্বদ-শরীরে সে সকলের কিছুই প্রভাব ছিল না, তবু দৈন্যভরে এই শ্লোকে নিজের শোচনীয় দশার কথা ব্যক্ত করিয়া সাধকগণকে শিক্ষা দিয়াছেন। কেননা ভক্তিরত্নাকরে বার্ষিক্যদশাতেও শ্রীপাদের অলৌকিক ভজননিয়ম-পালনের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—

“শ্রীদাস গোসাঞীর কথা कहने ना যায়। নিরন্তর দগ্ধ হিয়া বিরহ-ব্যাথায় ॥

‘কোথা শ্রীস্বরূপ-রূপ, সনাতন’—বলি। ভাসয়ে নৈরৱের জলে বিলুঠয়ে ধুলি ॥

অতি ক্ষীণ শরীর দুৰ্বল ক্ষণে ক্ষণে। করয়ে ভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥

যদ্যপি শুষ্কদেহ বাতাসে হালয়। তথাপি নিৰ্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥

ভূমে পড়ি’ প্রণমি’ উঠিতে নাহি পারে। ইথে যে নিষেধে কিছু না कहয়ে তারে ॥

অনুকূল হৈলে প্রশংসয়ে বার বার। দেখি’ সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার ॥

প্রভুদত্ত গোবর্ধনশিলা গুঞ্জাহারে। সেবে কি অদ্ভুত সুখে, আপনা পাসরে ॥

দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম-গ্রহণে । নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥

দাস গোস্বামীর চেষ্টা বুঝিতে কে পারে । সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ-চৈতন্য-বিহারে ॥”

(ভঃ রঃ ৬ষ্ঠ তরঙ্গ)

অষ্টকাল ভজন করিয়াও ভজব-পিপাসার নিরুত্তি নাই । এ যেন ঠিক সান্নিপাতিক রোগীর মত অবস্থা । অতৃপ্তিই ভক্তির স্বভাব । ভজনে তৃপ্তি আসিলেই ভজনের পরমায়ু হ্রাস হইয়াছে বুঝিতে হইবে । ভজন-পিপাসাই ভজনরসাস্বাদনের পরিমাপক । যত পিপাসা ততই আশ্বাদন, যত আশ্বাদন ততই পিপাসা । উভয়েই উভয়ের বর্ধক ও পরিপোষক ।

পূর্বশ্লোকে শ্রীপাদ কামাদি, রিপু এবং তাহাদের অমোঘান্ত প্রতিষ্ঠার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া শুদ্ধ ভজন-সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত বৈষ্ণবের কৃপা কামনা করিয়াছেন । আবার ভাবিতেছেন—‘বৈষ্ণবের কৃপায় কামাদি রিপু ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যদিও রক্ষা পাই, তবু আমার যে এই দেহই ভজনের প্রতিবন্ধক হইল । বার্ষক্যরূপ দাবানল যেন দেহকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে । এই দাবানলে জ্বলিয়া ক্রমশঃ ভজনশক্তি লুপ্ত হইতে চলিয়াছে ! শ্রীপাদ নিত্যপরিকর হইয়াও বিশ্বকে একটি সুন্দর শিক্ষা দিতেছেন । অনেকে যৌবনকালকে যথেষ্ট বিষয়-ভোগে নিরত রাখিয়া বৃদ্ধাবস্থাকে ভজনের নিমিত্ত নিরূপিত করিয়া রাখেন । কিন্তু হায় ! কৈশোর বা যৌবনের শক্তি বা উদ্দীপনাকে নশ্বর বিষয়ভোগে নিয়োজিত করিয়া অবিনশ্বর প্রেমসম্পদ লাভের নিমিত্ত বৃদ্ধাবস্থাকে বাছাই করিয়া রাখা বা শয়তানের (মায়ার) উচ্ছিষ্ট শ্রীভগবানকে প্রদান করার ইচ্ছা, বাতুলতা বা মূর্থতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? তাই শ্রীল প্রহ্লাদ মহাশয় তাহার সহাধ্যায়ী অসুরবালকগণের প্রতি বলিয়াছেন—

“কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধৰ্ম্মান্ ভাগবতানিহ ।

দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্বমর্থদম্ ॥

যথা হি পুরুষসোহ বিকোঃ পাদোপসর্গম্ ।

যদেষ সৰ্বভূতানাং প্রিয় আশ্রয়ঃ সুহৃৎ ॥

সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্ ।

সৰ্বত্র লভ্যতে দৈবান্যথা দুঃখমযত্নতঃ ॥

তৎপ্রয়াসো ন কৰ্তব্যো যত আয়ুৰ্যয়ঃ পরম্ ॥

ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্ ॥

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাপ্রিতঃ ।

শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিগদ্যেত পুঙ্কলম্ ॥” (ভাঃ-৭।৬।৯-৫)

‘হে বয়স্যগণ ! প্রাজ্ঞব্যক্তি বাল্যকালেই ভাগবতধর্মের আচরণ করিবেন । কেননা মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ এবং পুরুষার্থপ্রদ হইলেও নশ্বর অর্থাৎ কখন বিনষ্ট হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই । এই

সংসারে মানবগণের ভগবৎ-পাদপদ্মে শরণাগতিই পরম মঙ্গলপ্রদ, কারণ পরমেশ্বরই সকল প্রাণীর প্রিয় ও সুহৃদ। হে দৈত্যগণ ! ইন্দ্রিয়চর্যাজন্য যে সুখ, তাহা বিনা যত্নেই পূর্বাদৃষ্টবশে দুঃখের ন্যায় সর্বত্রই উপলব্ধ হয়, এমনকি পশুখোনিতেও তাহা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব বিষয়-সেবন জনিত সুখের নিমিত্ত প্রয়াস স্বীকার করা উচিত নহে, তাহাতে কেবল আশ্রুঃক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের চরণাবিন্দ-ভজন করিলে যে মঙ্গল লাভ হয়, তাহা বিষয়সেবায় কখনই হয় না। সুতরাং অনিত্য বিষয়সুখের জন্য প্রযত্ন না করিয়া বিবেকবান্ পুরুষ এই সংসারে যতক্ষণ পর্যন্ত রোগ-শোকাদি বা জরা-বার্ধক্যাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া দেহটি অক্ষম বা বিনষ্ট না হয়, তাবৎকাল শ্রীগোবিন্দের চরণ-ভজনে পরম প্রযত্ন করিবেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ জীবজগৎকে শিক্ষা দিতেছেন—‘ভজনের নিমিত্ত বার্ধক্যকে নির্ণয় করিয়া রাখিবেন না, বার্ধক্যে বহু বাধা।’ নিজের দৃষ্টান্তে বাধাগুলি উল্লেখ করিতেছেন—“দৃষ্টং দুরাক্সাহিনা” ‘অন্ধতারূপ সর্পকর্তৃক আমি দৃষ্ট হইয়াছি। অন্ধতারূপ সর্পের দংশন-জনিত বিষের জ্বালায় দেহ-মন-প্রাণ জর্জরিত। ভজনশক্তি খর্ব হইতে চলিয়াছে। এই দুঃখ রাখার স্থান নাই।’ আবার “বিদ্ধ মামতি-পারবশ্য-বিশিষ্টেঃ” ‘বদ্ধাবস্থায় দেহ, ইন্দ্রিয় অচল, সুতরাং দেহকার্য বা নিত্যক্রিয়াদি সম্পাদন-জন্য অন্যের সহায়তার বা অপেক্ষার প্রয়োজন। পরবশ দেহ। ইহা নিশিত শর দেহে বিদ্ধ হওয়ার মতই দুঃখপ্রদায়ী।’ পরম বৈরাগী রঘুনাথ, বিপুল ঐশ্বর্য-সম্পদ ত্যাগ করিয়া নীলাচলে প্রভুর চরণে আসিয়া প্রথম যে দিন ভিক্ষারূতি আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে দিন প্রভু অতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—“ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম আচরিলে ॥ বৈরাগী করিব সদা নামসঙ্কীৰ্তন। মাগিয়া খাইয়া করে জীবন-রক্ষণ ॥ বৈরাগী হইয়া যেই করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥” (চৈঃ চঃ) প্রভুর সেই শ্রীমুখবাণী এখনো শ্রীপাদের স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে; কিন্তু নিরুপায় হইয়া বার্ধক্যে অপরের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়। ইহা প্রভুর শ্রীমুখবাণীর বিপরীত বলিয়া নিশিত শরের ন্যায় দুঃখ প্রদান করে।

আবার “ক্লোখাদি-সিংহের্তম্” ‘ক্লোখাদি সিংহকর্তৃক আমি আক্রান্ত।’ বার্ধক্যে স্বভাবতঃই ক্লোখের উন্মেষ হয়। ইহা প্রকৃতিজাত দেহেরই স্বাভাবিক ধর্ম। ইহা দুরন্ত সিংহের আক্রমণের ন্যায় প্রাণ-বিষাতক। কোন অরণ্যচারী পখিকের চারিদিকে যদি দৈবাৎ দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তৎকালেই কালসর্প তাহাকে দংশন করে, তিক ঐ সময়ই কোন ব্যাধ তাহাকে নিশিত শরে বিদ্ধ করে, আবার সিংহ সকল তাহাকে আক্রমণ করে, যুগপৎ এতগুলি দুঃখ যদি সমকালে আসিয়া পড়ে, সেই পথচারীর যে কি দুর্দৈব উপস্থিত হয়, তাহা সে ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারে না। শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘আমি তদনুরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছি।’

নিরন্তর ভজন করিয়াও শ্রীপাদের মনে হইতেছে এই বার্ধক্যে তাহার দেহই ভজনবিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল। ভজন-সিন্ধুতে নিরন্তর সন্তরণ করিয়াও শ্রীপাদের কি বিপুল ভজন-লালসা! ভাবিতেছেন,

যস্মাদধুরী-দিব্য-সুধারসাক্তঃ
স্মৃতেঃ কণেনাপ্যতিলোলিতাত্মা ।
পঠিব্রজস্থানখিলান্ ব্রজঞ্চ
নত্বা স্বনাথো বত তো দিদৃক্ষ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ । যাঁহাদের মাধুর্যরূপ সুদিব্য সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর স্মৃতিতে আমি সান্তিশয় লুপ্তচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি, সুতরাং তদীয় ব্রজধাম ও নিখিল ব্রজবাসীগণকে গদেদে দ্বারা প্রণামপূর্বক আমার পরমাভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিতেছি ॥ ৩ ॥

টীকা । শুব্যবস্তুনি স্বয়মেব প্রকাশয়তি—যদিতি । यस্য মাধুর্যেব দিব্যসুধারসঃ পরমামৃত-দ্রবঃ স এবাধিঃ সমুদ্রস্তস্য স্মৃতেঃ স্মরণস্য কণেন লবেনাপি লোলিতাত্মা চঞ্চলান্তঃকরণঃ সন্ পদৈঃ শ্লোকৈঃ স্বনাথো রাধাক্ষৌ দিদৃক্ষে দ্রষ্টুং চ্ছামি । অন্যৎ সুগমম্ ॥ ৩ ॥

স্ববাস্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের বার্ষক্যদশায় যে কিরূপ বিপুল অনুরাগময় ভজনলালসা সজাত হইয়াছিল, তাহা পূর্বশ্লোকের মর্ম হইতে কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করা যাইতে পারে । তাঁহার মধ্যে যেমন একাধারে অলৌকিক বৈরাগ্য, ভজন-নিয়মাবলির কঠোরতা, তদ্রূপ প্রেমভক্তির মৃদুলতা যুগপৎ উদ্ভিত হইয়া নিত্যকাল রাগ-ভক্তগণের প্রবতারণার ন্যায় আদর্শ লক্ষ্যস্থান হইয়া রহিয়াছে ! রাধা-কুণ্ডতটে প্রগাঢ় ভজনাবেশে শ্রীপাদ রোদন করিতেছেন । সাক্ষাৎ দর্শন ব্যতীত আর প্রাপধারণ করিতে পারিবেন না । মধ্যে মধ্যে স্ফুরণ জাগিয়া অলৌকিক রাধামাধব-মাধুরীর আশ্বাদনে চিত্তে অপাখিব আনন্দের সঞ্চার করিতেছে ! ক্ষণকাল পরে স্ফুটিল বিরামে আবার দ্বিগুণ হাহাকার ॥ অমানিশার নিশীথে মেঘাবৃত আকাশের ক্ষণিক বিদ্যুৎ-বিকাশ পথিকের নৈলে যেমন দ্বিগুণ অন্ধকার বর্ধিত করে তদ্রূপ । একবার নয়নে ভগবৎ-মাধুরী আশ্বাদনের পর তাঁহার অদর্শনে প্রেমিকের যে বিচিত্র ভাবদশার উদয় হয় । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ তাঁহার মাধুর্যকাদম্বিনী প্রস্তু (৮ম বৃষ্টিঃ) তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—
“.....হস্ত হস্ত কেন বা অনির্বচনীয়ভোগ্যেণ স্বয়ং হস্তপ্রাপ্তো নিধিরজনি, কেন বা মহাপরাধেন ততশ্চ্যুতমিতি, নিশ্চেতুং নিশ্চেতনোহহং ন প্রভবামি তদ্বাধাবাধিতধীঃ, ক্ব যামি কিং বা করোমি কমুপায়মত্র কমুহ বা পৃচ্ছামি মহাপুণ্যমিব নিরাত্মকমিব নিঃশরণমিব দাবপ্লুটমিব মাং নিগিলদিব ত্রিভুবনমবলোকে ।” ‘হায় ! হায় ! কোন অনির্বচনীয় সৌভাগ্যের ফলে সেই নিধি আমার হস্তগত হইয়াছিল । আবার কোন্ মহাপরাধের ফলেই বা তাহা হস্তচ্যুত হইল ? আমি অজ্ঞ, ইহার কারণ কিছুই নিশ্চয়

আনন্দ-হৃদয়ে আমি,

রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি,

ভজি তোমা এইত বাসনা ।

সদা কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে,

ভাসি প্রেমামৃত নীরে,

এই ভিক্ষা, করহ করুণা ॥” ২ ॥

করিতে পারিতেছি না। আমি মহামুখের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছি। কোথায় যাই? কি করি? কাহাকেই বা ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করি? মহাশূন্যের ন্যায়, আত্মীয়হীনের ন্যায়, নিরাশ্রয়ের ন্যায়, দাবানল-দগ্ধের ন্যায়, আমাকে যেন ত্রিভুবন গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে।’ সাধনসিদ্ধ প্রেমিকেরই যদি অনুভূত ভগবৎ-মাধুরী আশ্বাদনের অভাবে এইরূপ অবস্থা হয়, তাহা হইলে নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীপাদের বিরহাবস্থার যে কত প্রাবল্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। স্ফুতির বিরামে তীর অভ্যববোধ এবং স্ফুরণেও সাক্ষাৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত নিবিড় লালসা। এইরূপ অবস্থাতেই শ্রীপাদ সাক্ষাৎপ্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ এই রজবিলাসস্তবে শ্রীধাম ও পার্শ্বদগণসহ অভীষ্ট শ্রীরাধামাধবের স্তুতি করিয়াছেন।

এই শ্লোকে বলিতেছেন—“যন্মাধুরী-দিব্য-সুধারসাধেঃ, স্মৃতেঃ কণেনাপ্যতিলোলিতাত্মা” ‘যে শ্রীরাধামাধবের মাধুর্যরূপ সুদিব্য-সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর স্মৃতিতে আমি সাতিশয় লুপ্তচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি।’ রাধামাধবমাধুরী সুদিব্য-সুধারসের কল্লোলিতসিন্ধু। স্ফুরণাদিতে সেই সুধাসিন্ধুর একবিন্দুর আশ্বাদনেই শ্রীপাদ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। রজ্জ্বাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-গোলোক পর্যন্ত, স্থাবর-জঙ্গম হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ এমনকি স্বয়ং গোলোকপতি নিজেকে পর্যন্ত স্বীয় অদ্ভুত মাধুর্যশক্তিদ্বারা আকর্ষণ করিয়া থাকেন বলিয়াই তাঁহার নাম ‘কৃষ্ণ’।

“বৃন্দাবনে অপ্ৰাকৃত নবীন-মদন।

কামগান্ধরী-কামবীজে যার উপাসন ॥

পুরুষ-ষোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।

সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্থ-মদন ॥

শৃঙ্গার-রসরাজময় মৃতিধর।

অতএব আত্মপর্যন্ত সর্বচিত্তহর ॥” (চৈঃ চঃ-মধ্য ৮ম পরিঃ)

সেই সর্বচিত্তাকর্ষক সাদ্রীভূত শ্যামশোভায় শোভমান প্রতিক্ষণ নবনবায়মান কান্তিকন্দলদ্বারা সুকোমল শ্যামসুন্দরের মাধুরীসিন্ধুর সহিত “প্রেমের স্বরূপদেহ প্রেমধিভাবিত। কৃষ্ণের প্রেমসী-শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত ॥” সেই মহাভাবময়ী নব-গোরোচনাগোরী-কাঞ্চন-প্রতিমা কৃষ্ণ-প্রিয়াবলী-মুখ্যা শ্রীমতী বার্ষভানবীর অতুলনীয় মাধুর্যসিন্ধুর মিলনে যে কলকল্লোল, তাহার প্রভাব যে কত অপরিসীম, তাহা কে বলিবে! যাহার একবিন্দুর স্মৃতিতেই শ্রীপাদ সাতিশয় প্রসুপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীমৎ জীবগোস্বামি-পাদ স্বপ্রকাশ সেই রাধামাধব-মাধুরীর কিঞ্চিৎ ধারণা দিয়াছেন—

“গৌরশ্যামরূচোজ্জ্বলাভিরমলৈরেক্ষাবিলাসোৎসবৈ-

নৃত্যন্তীতিরশেষমাদনকলাবৈদগ্ধ্যাদিগ্ধাভিঃ।

অন্যোন্মাদপ্রিয়তাসুধাপরিমলস্তোমোদাভিঃ সদা

রাধামাধবমাধুরীভিরভিত্তিচিৎতং মমাক্রম্যতাম্ ॥” (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-৫৮১)

অর্থাৎ ‘গৌর-শ্যাম-দীপ্তিদ্বারা উজ্জ্বল, নয়ন-যুগলের অমল উৎসব-বিলাসে নৃত্যশীল, অশেষ মাদনকলা-বিদগ্ধতাদ্বারা লিপ্তস্বরূপ এবং পরস্পরের প্রিয়তা-সুখা-পরিমলদ্বারা পরমামোদিত— শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাধুরীসমূহদ্বারা আমার চিত্ত সর্বতোভাবে আক্রান্ত হউক ।’

তাৎপর্য এই যে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের সম্মিলিত স্বপ্রকাশ অনির্বচনীয় রূপ এমনভাবে চিত্তে উদ্ভিত হউক, যেন তাহাতে অন্য স্ফূর্তির লেশও না থাকে এবং সে মাধুরী চিত্তকে কিছুতেই না ছাড়ে— শ্রীপাদের ইহাই কামনা । সেই মাধুরীর বর্ণনা করিতেছেন, তাহা গৌর এবং শ্যাম-কান্তিতে উজ্জ্বল, অর্থাৎ শ্যামের ইন্দ্রনীলমণিবর্ণ ও শ্রীরাধার কাঞ্চনমণিবর্ণের ছটায় যেন দিগন্ত উজ্জলিত হইয়া আছে । প্রিয়সঙ্গ-হেতু শ্রীরাধার দক্ষিণ নয়ন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাম নয়নের বিচিত্রভঙ্গীতে উল্লসিত হইয়া উভয়ের অনির্বচনীয় মাধুরী যেন নৃত্য করিতেছে । রঘুভানু-নন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবের অশেষ বিলাসনৈপুণ্যে উভয়ের অপরূপ তনু যেন পরিবৃত্ত রহিয়াছে । অর্থাৎ রতি হইতে মহাভাব পর্যন্ত নিখিলভাবোদ্বেক-হেতু যে মাদনভাব হইতে অনন্তলীলা অতিব্যক্ত হয়, সেই মাদনের কলা অর্থাৎ মাদনের অনুভাব চুম্বনালিঙ্গনাদি অনন্ত অদ্ভুত লীলাদ্বারা তনুযুগল অশেষ মাধুরীমণ্ডিত ॥ আবার যে মাধুরী পরস্পরের প্রিয়তারূপ লেপনজন্য জনমনোহর গন্ধসমূহ তদ্বারা আমোদিত । অর্থাৎ বিলাসী নায়ক-নাগ্নিকা অঙ্গে যে কুঙ্কুমাদি লেপন করেন, তাহা তাঁহাদের অঙ্গকে সুরভিত করিয়া যেন পার্শ্ববর্তি সখীগণকেও আমোদিত করে, তদ্রূপ শ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রিয়তা-পরিমলে তাঁহাদের সুরভিত করিয়া সখীসমূহকেও পরমামোদিত করিয়া রাখিয়াছে । শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ বলিলেন—‘সেই মাধুরীদ্বারা আমার চিত্ত সর্বতোভাবে আক্রান্ত হউক ।’

সেই নিরতিশয় প্রভাবশালী শ্রীরাধামাধব-মাধুরী-সিন্ধুর একবিন্দুর স্মৃতিতে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত-মন সাতিশয় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে । বিপুল লোভের উদ্বেকে তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছেন । সাক্ষাৎ সেই মাধুরীর আশ্বাদন ব্যতিরেকে আর প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না । “জল বিনা যেন মীন, দুঃখ পায় আয়ুঃহীন” সেইরূপ অবস্থা । দর্শন ব্যতীত আর সময় কাটে না । তাই নিরুপায় হইয়া স্বনাথ শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের দর্শনের অব্যভিচারী বা অমোঘ উপায় অখিল ব্রজধাম এবং ব্রজবাসিগণকে পদ্যের দ্বারা বা শ্লোকাবলীর দ্বারা প্রণামপূর্বক স্তুতি করিতেছেন । “পদ্যৈর্ব্রজস্থান-খিলান্ ব্রজঞ্চ, নত্বা স্বনাথৌ বত তৌ িদুক্ষে” তাই এই স্তবের নাম ব্রজবিলাসস্তব । ব্রজধাম এবং ব্রজবাসিপার্ষদগণের কৃপা হইলে স্বীয় অভীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ অনায়াসেই দুসিদ্ধ হইবে, শ্রীপাদের ইহাই অটুট বিশ্বাস ।

“হাঁদের মাধুরী-সিন্ধু,

স্মরি তার একবিন্দু,

অতি লুব্ধ হইয়াছি আমি ।

প্রাদুর্ভাব-সুধাদ্রবেণ নিতরামঙ্গিতমাস্তা যযো-
 গোষ্ঠেহভীক্ষ্মনঙ্গ এষ পরিতঃ ক্রীড়াবিনোদং রাসঃ ।
 প্রীত্যোল্লাসয়তীহ মুগ্ধমিথুনশ্রেণীবতংসাবিমৌ
 গান্ধর্ব্যা-গিরিধারিণৌ বত কদা দ্রক্ষ্যামি রাগেণ তো ? ৪ ॥

অনুবাদ । যাঁহাদের আবির্ভাবরূপ সুধারসের তরঙ্গে সিঞ্চিত হইয়া অনঙ্গ অঙ্গলাভ করত
 প্রীতিপূর্বক শৃঙ্গারাদিরসদ্বারা নিরন্তর যাঁহাদের লীলাবিনোদ পরিবর্ধন করিতেছেন, যাঁহারা নিখিল মুগ্ধ-
 মিথুন-শ্রেণীর শিরোভূষণ—সেই শ্রীশ্রীরাধামাধবকে কবে অনুরাগ-নয়নে দর্শন করিব ? ৪ ॥

টীকা । কামকরীড়ারত রাধাকৃষ্ণদর্শনমাশান্তে—প্রাদুর্ভাবেতি । তাবিমৌ গান্ধর্ব্যাগিরিধা-
 রিণৌ রাধাকৃষ্ণৌ রাগেণানুরাগেণ কদা দ্রক্ষ্যামি—ইমাবিতি । মনসঃ সন্নিবর্ত্তনেদন্তয়া নির্দেশঃ ।
 কিন্তুতো মুগ্ধমিথুন-শ্রেণীবতংসৌ মুগ্ধা সুন্দরী যা মিথুনশ্রেণী স্ত্রীপুরুষসমুহস্তস্যাবতংসৌ শিরোভূষণে ।
 তচ্ছব্দো যচ্ছব্দার্থমাকাঙ্ক্ষতে ইত্যাকাঙ্ক্ষিতার্থমাহ অনঙ্গ ইতি । অনঙ্গঃ কন্দর্পঃ এষ শিবকোপানলদগ্ধশরীর
 ইত্যনুভূতার্থদ্যোতক এতচ্ছব্দঃ । ততশ্চান্বয়র্থঃ । এষোহনঙ্গঃ গোষ্ঠে ব্রজে যয়োঃ প্রাদুর্ভাব-সুধাদ্রবেণ প্রাকট্য-
 রূপামৃতরসেন অঙ্গিত্বম্ অমৃতসঙ্গতামৃতঃ পুনর্জীবতীতি প্রসিক্তিবশাৎ শরীরিত্বম্ আপ্ত্বা প্রাপ্য রসৈঃ শৃঙ্গারা-
 দিভিঃ করণৈরভীক্ষ্মং নিরন্তরং যয়োঃ ক্রীড়াবিনোদং ক্রীড়াসুখং প্রীত্যা উল্লাসয়তি প্রকাশয়তি । যয়োরিতি
 কাকাক্ষিন্যারেন প্রাদুর্ভাব ইত্যনেন ক্রীড়াবিনোদমিত্যনেন চ সম্বন্ধঃ । অনঙ্গস্যঙ্গ প্রাপ্ত্যা তয়োঃ সর্ব-
 কাল কন্দর্পলীলাশক্তিধ্বনিতা ॥ ৪ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । যুগল-মাধুরী শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে সুতীর লালসা জাগাইয়াছে ।
 তীর লালসাই রাগভজনের প্রাণবন্ত । শ্রীপাদ অন্তরের নিবিড় অনুরাগ শ্লোকচ্ছন্দে অপূর্বকাব্যকলা-
 মাধুর্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন । তাঁহার কাব্যরস-তটিনী নব নব সৌন্দর্য-মাধুর্য-তরঙ্গে
 আকুলা, নিত্য-নূতন ভাবচন্দ্রমার কমনীয় কিরণস্পর্শে আলোকিতা ও উচ্ছসিতা হইয়া ললিতলীলা-লাসে
 বিলাস-তরঙ্গভঙ্গে যেন শ্রীশ্রীরাধামাধবের মাধুর্যসিন্ধুতে অবগাহন-নিমিত্ত অবিরাম ছুটিয়া চলিয়াছে ।

পূর্বশ্লোকে বলিয়াছেন—‘যাঁহাদের সুদিব্য-মাধুরী-সিন্ধুর এক কণিকার স্মৃতি আমায় লোভে
 উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহাদের দর্শন-কামনায় এই ‘ব্রজবিলাসস্তবে তাঁহাদের ধাম ও পার্শ্বদগণের স্তুতি

কতিপয় শ্লোক ক’রে,

ব্রজধাম পরিকরে,

ভক্তিভরে তাঁহা সবে নমি ॥

এই বাঞ্ছা হয় প্রাণে,

নিত্য করি দরশনে,

প্রাণ মোর যুগলকিশোর ।

ব্রজবাসিসঙ্গে বাস,

এইমাত্র অভিলাষ,

(সবে) এই আশা পূর্ণ কর মোর ॥” ৩ ॥

করিতেছি ।’ প্রশ্ন হইতে পারে, ‘শ্রীপাদ ! আপনি যুগলকে কি ভাবে দেখিতে বাসনা করেন ? তাঁহাদের সম্মিলিত রূপ একবার নয়নে দেখিলেই তো আপনার আকাঙ্ক্ষা মিটিবে ?’ তদুত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন—‘সেই পরম রসময় লীলাবিনোদী শ্রীযুগলকে আমি অনঙ্গ-জ্ঞীড়ারসে মাতোয়ারা দেখিতে চাই ।’ অখণ্ড শৃঙ্গাররসের মুরতি শ্রীকৃষ্ণ, অখণ্ড মহাভাবের মুরতি শ্রীরাধা । এই শৃঙ্গার-রসঘন-মুরতি এবং প্রেমরসঘন-মুরতিকে যদি আশ্বাদন করিতে হয়, তবে লীলায়িত অবস্থাতেই আশ্বাদন করিতে হইবে । কারণ বিলাসের ভূমিতেই পরস্পরের রসরূপতার এবং প্রেমস্বরূপতার চরম অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । যদিও সাধারণভাবে তাঁহাদের দর্শনটিও অখিল নেত্রধারীর নয়নের চরম ফল । কারণ অপরের কথা কি, তাঁহারা নিজেও পরস্পরের দর্শনমাত্রেই বিমোহিত হইয়া পড়েন । শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—“রাধার দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন । আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান ॥” (চৈঃ চঃ) । তবু শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের লীলায়িত-যুগলের দর্শনই পরম অভীষ্ট ।

এই শ্লোকে শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘যাঁহাদের আবির্ভাবামূর্তরসে সিঞ্চিত হইয়া অনঙ্গ অঙ্গলাভ করত শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা নিরন্তর যাঁহাদের লীলাবিনোদ-পরিবর্ধন করিতেছেন ।’ শ্রীরাধামাধবের বৃন্দাবন-লীলারূপ সুধাদ্রবে সিঞ্চিত হইয়া অনঙ্গ বা কন্দর্প ঘেন সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছেন । তাৎপর্য এই যে, বৃন্দাবনে প্রাকৃত অনঙ্গের কোন প্রভাব নাই । এখানে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই অপ্রাকৃত নবীনমদন এবং পরম প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রেমের পরমসার মহাভাবদ্বারা এই অপ্রাকৃত নবীন-মদনের সেবা করেন, সেই প্রেমই **কাম** অথ্যা প্রাপ্ত । মহাপ্রেমিক বিজ্ঞশিরোমণি উদ্ধবাদি মহামনীষিগণ যে কামের (গোপী-প্রেমের) অনুভাব-দর্শনে সানন্দচমৎকারে অভিভূত হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণরেণু-কণায় অভিষিক্ত হওয়ার নিমিত্ত ব্রজে তৃণ-গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন ।

আনন্দঘনমুরতি বা রসঘনমুরতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহার নামমাত্র শ্রবণ, কীর্তনে বিশ্বমানব নিখিল কামনা-বাসনা পরিহার করত প্রেমলাভে ধন্য হইয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধাদি ব্রজ-গোপীগণের এই কামে বা পরমপ্রেমধারায় অজস্রভাবে প্লপিত হইয়া স্বয়ং সফল হইতেছেন, বিশ্বকে এবং **অনঙ্গকে** সফল করিতেছেন ।

“রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদি-বিলাস ।

বাঞ্ছা ভরি আশ্বাদিল রসের নির্যাস ॥

কৈশোর-বয়স, **কাম** জগত সকল ।

রাসাদি লীলায় তিন করিল সফল ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

তাৎপর্য এই যে, কামের ভিতরে নিজেদ্বিয়-চরিতার্থরূপ স্বার্থাভিসন্ধি একটি উপাধি । কামেরই একটি নাম ‘অনঙ্গ’ বা অঙ্গহীন । বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়সুখবাসনাশূন্য প্রিয়জনৈক-

সুখভাবনাময় প্রীতির সহিত ঐ কামের বা অনঙ্গের যোগ না হইলে অনঙ্গ সাজতাল্লাভ করে না। শ্রীরাধিকাপ্রমুখ গোপীগণের প্রীতিটি সর্বপ্রকার উপাধি রহিত বলিয়া তাঁহাদের সহিত প্রীতিপূর্ণ বিলাস-দ্বারা কামের আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অনন্ত অঙ্গ প্রকটিত হওয়ায় অনঙ্গের ‘অনঙ্গ’রূপ কলঙ্ক বিদূরিত হইয়াছে, তিনি অঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাবময় বিলাসদ্বারাই মদন যথার্থতঃ পরিপূর্ণ কলেবরে সফল হইয়াছেন। তাই শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্যাম্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ।

অভবিষ্যাদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টির্মকরাক্ষস্ত বিশেষতস্তদান্ন ॥” (বিদগ্ধমাধবনাটক)

“হে মধুরাক্ষি! এই মথুরামণ্ডলে যদি এই হরি ও শ্রীরাধিকা অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে, এই সৃষ্টি বৃথা হইত এবং বিশেষভাবে কন্দর্প বার্থ হইত।”

অতএব শ্রীশ্রীরাধামাধবের আবির্ভাবের ফলে ‘অনঙ্গ’ সাজ হইয়া প্রীতিপূর্বক শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা নিয়ত সেই রসিক মিথুনের লীলাবিনোদরস-পরিবর্ধন করিতেছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত প্রেমলীলায় তো প্রাকৃত অনঙ্গের স্থান হইতে পারে না। অনঙ্গ এই প্রেমময়-লীলায় কামক্রীড়ার সাদৃশ্য আছে বলিয়া নিজেকে সাজ এবং ধন্য বলিয়া মনে করেন করুন, কিন্তু প্রাকৃত অনঙ্গ কি শ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসলীলার পোষক বা বর্ধক হইতে পারেন?

এ বিষয়ে রাসলীলার “বাহুপ্রসার” ইত্যাদি (ভাঃ-১০১২৯১৪৬) শ্লোকের “উত্তময়নু রতিপতিং রময়াঞ্চকার” অর্থাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের কামোদ্দীপন পূর্বক বিবিধভাবে তাঁহাদের সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।’ এই অংশের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহদ্বাক্যসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—“বস্তুতস্ত তাসাং প্রেমৈব সাহজিকঃ নতু কামঃ। তদভাবে সা লীলা সুরসা ন ভবতীতি দ্বয়মেব তাসামসন্তমপি কামং বদ্ধয়ামাসেত্যর্থঃ। সতু কামঃ প্রাকৃতো ন ভবতি অপি তু স এব ভগবান্ যেনাংশেন কামাবতারো ভবতি স এবাংশস্তাসাং মনস্যাবেশিতঃ।” তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতপক্ষে ব্রজ-রমণীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-বিহীন শুদ্ধপ্রেম-সম্বন্ধই স্বাভাবিক। তাঁহাদের চিত্তে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলক কাম-সম্বন্ধ থাকা কদাপি সম্ভবপর নহে। কিন্তু কাম-সম্বন্ধ ব্যতীত নায়ক-নায়িকার মিলনলীলা কদাপি সরস হয় না। সুতরাং শ্রীভগবান্ ব্রজসুন্দরীগণের হৃদয়ে কাম না থাকিলেও তাঁহাদের হৃদয়ে কাম-সঞ্চার করিয়া তাহা বর্ধিত করিলেন। কিন্তু সে কাম কখনই প্রাকৃত কাম নহে, কিন্তু শ্রীভগবান্ প্রাকৃত কামাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদ্বারা যে অংশ-সঞ্চার করিয়া তাহার দ্বারা জীবগণকে কামমোহিত করেন, তাঁহাদের চিত্তে সেই অংশের সঞ্চার করিলেন। সুতরাং যদিও এই লীলাতে প্রাকৃত অনঙ্গের প্রবেশাধিকার নাই, তবু এই লীলার নিমিত্ত অনঙ্গ নিজেকে সাজ মনে করিয়াছেন এবং অপ্রাকৃত অনঙ্গ যুগললীলারসের পরিবর্ধন করিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বৈকুণ্ঠাদপি সোদরান্নজবতা দ্বারাবতী সা প্রিয়া
যত্র শ্রীশত-নিন্দি-পট্টমহিষীবৃন্দৈঃ প্রভুঃ খেলতি ।
প্রেমক্ষেত্রমসৌ ততোহপি মথুরা শ্রেষ্ঠা হরের্জন্মাতো
যত্র শ্রীব্রজ এব রাজতিতরাং তামেব নিত্যং ভজে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । যেখানে শত শত লক্ষ্মীগণ-শ্রেষ্ঠা রুক্মিণী, সত্যভামাদি পট্টমহিষীবৃন্দের সহিত
প্রভু বিচিত্র বিহার করেন, যেখানে সহোদর শ্রীবলদেব ও পুত্র প্রদ্যুম্নাদি আত্মীয়গণে পরিবৃত্ত ; সেই
দ্বারাবতী শ্রীবৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা । আবার শুদ্ধ-প্রেম-ভূমি ব্রজধাম যাঁহার অন্তর্গত যেখানে শ্রীভগবান্
স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দ্বারাবতী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ **শ্রীমথুরাপুরী**কে আমি নিয়ত ভজন করি ॥ ৫ ॥

টীকা । স্বয়ং ভগবতঃ প্রাদুর্ভাবস্থানত্বেন সর্বশ্রেষ্ঠাৎ মথুরাং শৌচি—বৈকুণ্ঠাদপীতি । প্রভুঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীশত-নিন্দি-পট্টমহিষীবৃন্দৈঃ সহ যত্র খেলতি প্রিয়া দ্বারাবতী বৈকুণ্ঠাদপি সর্বোৎকৃষ্টাধামেনা
গোলোকাদপি শ্রেষ্ঠা । শ্রীশতং লক্ষ্মীশতং তস্যাপি নিন্দীনি যানি পট্টমহিষীবৃন্দানি রুক্মিণী সত্যভামাদি-
সমূহাশ্চৈরিতি বৈকুণ্ঠাৎ শ্রেষ্ঠত্বে হেতুত্বমুক্তম্ । অসৌ দ্বারাবতী কিন্তুতা সোদরো বলরাম আত্মজাঃ
প্রদ্যুম্নাদয়শ্চৈরানুরতা ততস্তস্যা দ্বারাবত্যাঃ সকাশাক্ষরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মতঃ প্রাকট্যাৎ মথুরা শ্রেষ্ঠা । অস্যা
জন্মস্থানত্বেন দ্বারাবত্যা ক্রীড়াস্থানত্বেন উভয়োঃ সাম্যে আপন্যে শ্রেষ্ঠ্যে কারণান্তরমাহ—যত্রৈতি । যত্র
মথুরায়ামেব নতু দ্বারাবত্যাং ব্রজঃ স্বাতন্ত্র্যভীতট গোপগোপীবৃন্দাশ্রয়ো রাজতিতরাম্ অতিশয়ং প্রকাশতে
তাং মথুরামেব নিত্যং ভজে সেবে । মথুরামণ্ডলাবাস্তরদেশ এব ব্রজঃ । তথা চ শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীরূপ-

শ্রীপাদ বলিলেন—‘মুণ্ড-মিথুন-শ্রেণীর যাঁহারা শিরোভূষণ, অর্থাৎ প্রাকৃত বিশ্বের ত কথাই
নাই, অপ্রাকৃত জগতেও অনন্ত ভগবৎস্বরূপগণ যে রমাগণের সঙ্গে বিহার করেন, সৌন্দর্য-মাধুর্যে, প্রেমে,
লীলায় শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারী নিরুপম সকল মুণ্ডমিথুনের শিরোরত্ন । “ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি ।
নায়িকার শিরোমণি—রাধাঠাকুরাণী ॥” (চৈঃ চঃ) সেই শ্রীরাধা-গিরিধারীকে অনুরাগের সহিত দর্শনের
ইচ্ছা করেন শ্রীপাদ । অনুরাগ আসিয়া দৃষ্টি-শক্তিকে সুরঞ্জিত না করিলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময়
লীলামাধুরীর আশ্বাদন লাভ করা যায় না সুতরাং শ্রীপাদ রাধামাধবের লীলারসাস্বাদনলিপ্সু সাধকগণকে
অনুরাগময় ভজনজীবন যাপনের প্রেরণা প্রদান করিতেছেন ।

“প্রকটিত লীলারূপ অমৃত-পরশে ।

অনঙ্গ যেন অঙ্গ লাভ করি ব্রজে ॥

শৃঙ্গারাদি রসদ্বারা তিহঁ নিরন্তর ।

সুচাতুর্য্যবদ্ধি করে নবীন-লীলার ॥

কামক্রীড়ারত সেই যুগল-কিশোর ।

অনুরাগে সন্দর্শনে হইব বিভোর ॥” ৪ ॥

গোস্থামিচরগৈর্মথুরামিতি বিস্পষ্টং মথুরামণ্ডলে ব্রজমিত্যন্তম্ । ননু যত্নেত্যস্যান্তে এবশব্দমদত্বা ব্রজ-
শব্দোত্তরদত্তত্বেনাস্থানপদদোষতারূপ-বাক্যদোষাপত্তিঃ স্যাৎ । অস্থানস্থপদম্ ইত্যনেন বাচকপদস্যৈব গ্রহণং
এব শব্দস্য নিরূপণার্থদ্যোতকত্বেন ন বাচকত্বমিত্যদোষঃ । যথাহ সাহিত্যদর্পণকারঃ ইহ কেহপ্যাহঃ
পদশব্দেন বাচকমেব প্রায়ো নিগদ্যত ইতি ॥ ৫ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ দ্ব্যতীষ্টসিদ্ধিহেতু এই শ্লোকে প্রথমতঃ শ্রীমথুরা-
মণ্ডলের স্তব করিতেছেন । শ্রীবৈকুণ্ঠ পরমধাম । শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

“প্রবর্ততে যত্র রজস্তুমন্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ ।

ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুবৃত্তা যত্র সুরাসুরাচ্চিতাঃ ॥” (ভাঃ-২।৯।১০)

অর্থাৎ “শ্রীবৈকুণ্ঠে রজোগুণ, তমোগুণ ও রজস্তুমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ নাই, কালের পরাক্রম
সেখানে নাই, সেখানে মায়া নাই সুতরাং মায়িক কাম-ক্লোথাতির যে সম্বন্ধ নাই তাহা ত বলাই বাহুল্য ।
সেখানে সুরাসুর-বন্দিত বিষ্ণুপার্ষদগণ বিরাজ করিতেছেন ।” ব্রহ্মভাগবতামৃতে দৃষ্ট হয় শ্রীগোপকুমার
বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া তত্রস্থ বিমলানন্দের অনুভব প্রাপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—

“তেষু বৈ দৃশ্যমানেষু তদ্ব্রজ্ঞানুভবে সুখম্ ।

গচ্ছেৎ সুতুচ্ছতাং সদ্যো হ্রিয়েব বিরমেৎ সুখম্ ॥

.....

অহো সুখং কীদৃগিদং দুরাহমহো পদং কীদৃগিদং মহিষ্ঠম্ ।

অহো মহাশ্চর্য্যতরঃ প্রভুশ্চ কীদৃক্ তথাশ্চর্য্যতরা কৃপাস্য ॥”

‘সেই বৈকুণ্ঠ ও তত্রস্থ পদার্থ সকল দর্শন করিলে ব্রজ্ঞানুভব তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয় । তখন
স্বতঃই লজ্জাবশতঃ মোক্ষসুখ বিরাম প্রাপ্ত হয় । অহো ! বৈকুণ্ঠলোকে কি সুখ ! আর এই পদও
কি দুরাহ অর্থাৎ বাক্য-মনের অগোচর ও পরম মহিষ্ঠ । অহো ! মহা আশ্চর্য্যতর এই লোকের প্রভুই বা
কি প্রকার ! আর মহা আশ্চর্য্যতম তাহার কৃপাই বা কীদৃশ !’ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকের সবই মহা-
মহিমায় মণ্ডিত । এই পরমধাম বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও দ্বারাবতী শ্রেষ্ঠ ।

ব্রজভাবের উপাসক শ্রীগোপকুমার বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যাদি দর্শনে আনন্দ লাভ করিতে না পারিয়া
ক্রমে অযোধ্যা হইয়া যখন শ্রীদ্বারকায় উপনীত হইলেন তখন বৈকুণ্ঠ, অযোধ্যাদি ধাম অপেক্ষা দ্বারকায়
সুখাধিক্যের অনুভবে বলিয়াছিলেন—

“মোক্ষে সুখং ননু মহত্তমমুচ্যতে যত্তৎকোটিকোটীগুণিতং গদিতুং বিকুণ্ঠে ।

যন্ত্যা কয়াচিদধিকং কিল কোশলায়াং যদ্বারকাভবমিদং তু কথং নিরূপ্যম্ ॥”

(বঃ ভাঃ-২।৫।৩৭)

অর্থাৎ “মুমুকুগণ মোক্ষে যে মহত্তম সুখের নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই মোক্ষসুখ হইতেও কোটি কোটি গুণে অধিক সুখ বৈকুণ্ঠে বর্তমান এবং বৈকুণ্ঠের সুখ হইতেও অযোধ্যার সুখ অধিক বলিয়া ভগবদ্ভক্ত-গণ নিশ্চয় করিয়াছেন, পরন্তু দ্বারকার যে সুখ উহার পরিমাণ কেহই কোন প্রকারে নিরাপণ করিতে সমর্থ নহেন।” “যথা সেবারসবিশেষনিষ্ঠায়াযোধ্যায়াং বৈকুণ্ঠতোহপি সুখাধিক্যং ঘটেত, তথা দ্বারকায়া-মপি সৌহাদরসবিশেষনিষ্ঠায়াযোধ্যাতোহপি সুখবিশেষঃ সিধ্যত্যেব।” (স্বঃ ভাঃ টীকা-২৫৩৮) অর্থাৎ “বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা সেবারস-বিশেষ-নিষ্ঠাহেতু অযোধ্যাতে সুখাধিক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সেইরূপ দ্বারকাতে সৌহাদরস-বিশেষ-নিষ্ঠাদ্বারা অযোধ্যা হইতেও সুখবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে।”

তাই বৈকুণ্ঠ হইতে দ্বারকার মহিমাধিক্য-প্রদর্শনে শ্রীপাদ সৌহাদরস-নিষ্ঠার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—বলদেবাদি সহোদর ও প্রদ্যুমনাদি পুত্রবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় শোভা পাইতেছেন এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াবর্গহেতু অন্যান্য শত শত কমলাগণ হইতে শ্রেষ্ঠা রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি ষোড়শ সহস্র মহিষীর সহিত যিনি বিচিত্র বিহার করিতেছেন।

অতঃপর বলিলেন—‘শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানহেতু শ্রীমথুরা সেই দ্বারাবতী অপেক্ষাও পরমশ্রেষ্ঠা। সপ্তপুরীর শ্রেষ্ঠা মথুরাপুরী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোদামিপাদ লিখিয়াছেন—

“অদ্যাবন্তি ! পতঙ্গহং কুরু করে মায়ে ! শনৈবীজয়

চ্ছত্রং কাঞ্চি ! গৃহাণ কাশি ! পুরতঃ পাদুযুগং ধারয়।

নাযোধ্যে ! ভজ সস্ত্রমং স্ততিকথাং নোঙ্গারয় দ্বারকে !

দেবীয়াং ভবতীমু হস্ত মথুরা দৃষ্টিপ্রসাদং দধে ॥”

(স্তবমালা-মথুরাস্তব-৪)

‘হে অবন্তি ! তুমি অদ্য চবিততাম্বুজ ক্ষেপণের পাত্র (পিক্‌দানী) হস্তে গ্রহণ কর, হে মায়া-পুরি ! তুমি মৃদু চামর ব্যজন কর, হে কাঞ্চি ! তুমি ছত্র গ্রহণ কর, হে কাশি ! তুমি অগ্রে পাদুকাদ্বয় ধারণ কর, হে অযোধ্যে ! তুমি আর ভীতা হইও না, হে দ্বারকে ! তুমি অদ্য স্ততিবাক্য প্রকাশ করিও না, যেহেতু কিঙ্করীশ্বরূপ তোমাদের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা অদ্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাজ-মহিষী হইয়াছেন।’

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থান বলিয়া মথুরার এতাদৃশ মহত্ত্ব। ততোধিক মথুরার মহত্ত্ব এই জন্যই যে, শুদ্ধাপ্রেমভূমি ব্রজধাম মথুরার অন্তর্গত। ভগবান্ মথুরায় অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য শুদ্ধমাধুর্যময় লীলা প্রেমধাম ব্রজেই প্রকাশ করিলেন। এখানেরই পার্শ্বদগণ সকলপ্রকার ঐশ্বর্য বিস্মৃত হইয়া ‘মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি’ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভাল বাসিয়া আত্মহারা করিলেন। অতএব শুদ্ধপ্রেমধাম ব্রজের তুলনা নাই। ঐশ্বর্যজ্ঞান আসিয়া

যত্র ক্রীড়তি মাধবঃ প্রিয়তমঃ স্নিগ্ধঃ সখীনাং কুল-
নিত্যং গাঢ়রসেন রামসহিতোহ্যদ্যাপি গোচারণৈঃ ॥
যস্যাপ্যদ্ভুত-মাধুরীরসবিদাং হ্রাদেব কাপি স্ফুরেৎ
প্রেষ্ঠং তন্মথুরাপুরাদপি হরের্গোষ্ঠং তদেবাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ । যেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাদি পরমপ্রিয় সখাগণ ও বলদেবের সঙ্গে গাঢ় অনুরাগ-
ভরে অদ্যাপি নিয়ত গোচারণাদি লীলা করিতেছেন, যাহার কোন অনির্বচনীয় রসমাধুরী সহৃদয় ভক্তগণের
চিত্তে স্ফুরিত হইয়া থাকে, মথুরাপুর অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয় সেই গোষ্ঠপ্রদেশকে আমি
আশ্রয় করি ॥ ৬ ॥

টীকা । মথুরামণ্ডলৈকদেশেহপি শ্রীকৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়ত্বেন স্বাতন্ত্র্যেণ বৃজং স্তোতি—যন্তেতি ।
তত্ক্ষমাদ্গোষ্ঠং বৃজমাশ্রয়ে । আশ্রয়ণ হেতুমাং তদ্বর্ণিতগুণ প্রসিদ্ধ মধুপুরাদপি হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেষ্ঠং
প্রিয়ম্ । অতএব যস্য গোষ্ঠস্য কাপ্যানিরুত্তমভূত মাধুরীকল্পী-রসবিদাং রসিকানাং হ্রাদেব মনস্যেব
স্ফুরেৎ প্রাদুর্ভবেৎ । তস্মাদপি মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণোযত্র গোচারণৈঃ কৃত্বা প্রিয়তমৈঃ সখীনাং শ্রীদামাদীনাং

হৃদয়কে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিলে প্রেমের উল্লাস কমিয়া যায় । প্রেম চায়, প্রীতির পাত্রকে নিঃসঙ্কোচে
ভাল বাসিতে । সস্ত্রম, সঙ্কোচ আসিলে প্রেমের বুক ভাঙ্গিয়া যায় । প্রেমের মাঝে ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর
পরস্পরকে অন্তরতমভাবে জড়াইয়া ধরেন— ইহাই প্রেমের বৈশিষ্ট্য ! শুদ্ধপ্রেমধাম ব্রজব্যতীত এইভাবে
অন্যত্র কুত্রাপি নাই । তাই ব্রজেই প্রেমমন্দাকিনী তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে অসীমের দিকে
ছুটিতে থাকে । ব্রজের শুদ্ধমাধুর্যময় ভাব ব্যতীত এই প্রেমোল্লাস অন্যত্র দৃষ্ট হয় না । ইহাই ব্রজপ্রেমের
অনন্যসাধারণ মহত্ব বা গৌরব । শ্রীপাদ বলিলেন—‘সেই প্রেমধাম বৃজ যাহার অন্তর্ভুক্ত, সেই
শ্রীমথুরাকে আমি নিয়ত ভজন করি ।’

“পটুমহিষী শ্রীকৃষ্ণমিণী সত্যভামা ।

শত শত লক্ষ্মী নহে যাহার উপমা ॥

সহোদর বলদেব পুত্র-পরিকরে ।

যে স্থানেতে শ্রীগোবিন্দ নিতুই বিহরে ॥

সেই ধাম দ্বারাবতী বৈকুণ্ঠ হইতে ।

অধিক মহিমা বলি গায় ভাগবতে ॥

মথুরামণ্ডলে প্রেমক্ষেত্র বৃজধাম ।

যথা জন্ম অঙ্গী করে স্বয়ং ভগবান্ ॥

দ্বারাবতী হৈতে শ্রেষ্ঠ মথুরা-মণ্ডল ।

সতত ভজনা করি সর্ব সুমঙ্গল ॥” ৫ ॥

কুলৈঃ সমুহৈঃ সহ গাঢ়রসেন গাঢ়ানুরাগেন রামসহিতৌহপি যথেষ্টম্ অদ্যাপি নিত্যং নিরন্তরমহরহর্বা
স্নিগ্ধঃ স্নেহযুত সন্ ক্রীড়তি । ‘অপি সম্ভাবনা প্রশ্ন শঙ্কা গর্হা সমুচ্চয়ে । তথাযুক্তপদার্থেহপি কাম-
চারক্রিয়াসু’চেতি মেদিনী । কামচারক্রিয়াত্র যথেষ্টাচরণং রসো গন্ধরসে জলে । শৃঙ্গারাদৌ বিষে
বীর্যো তিজ্ঞাদৌ দ্রবরাগয়োৱিত্যাদি । স্নিগ্ধঃ স্নেহযুতে চিক্ণেহপি স্যাদিতি চ মেদিনী । অদ্যাপীতি
প্রয়োগেন ক্রীড়তীতি বর্তমান প্রয়োগেন চ ব্রজবিহারস্য নিত্যত্বং ধ্বনিতম্ ॥ ৬ ॥

শ্রুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে শ্রীমথুরানগরীর শ্রব করিয়াছেন এবং
শ্রীগোবিন্দের রহস্যময়-লীলামাধুরীর পূর্ণতম নিকেতন ব্রজমণ্ডলের স্থিতিহেতু যে মথুরা মহামহিমায়
মণ্ডিত, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন । ব্রজমণ্ডলের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদের চিত্তে স্বপ্রকাশ ব্রজলীলা-
মাধুরীর স্ফুরণ হইয়াছে । এই শ্লোকে শ্রীদামাদি সখাগণ ও বলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণের মধুর গোষ্ঠলীলা
স্মরণ করিয়া গোষ্ঠপ্রদেশের বন্দনা করিতেছেন ।

যেদিন গোকুল ত্যাগ করত শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ নিরাপদ বাসস্থান শ্রীব্রজমণ্ডলে প্রবেশ করি-
লেন, তখনি নিরুপম গোষ্ঠপ্রদেশ দর্শনে শিশু শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সুখোদয় হইয়াছিল । “বৃন্দাবনং
গোবর্দ্ধনং যমুনাগুলিনানি চ । বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োন্প ॥” (ভাঃ-১০।১১।৩৬) শ্রীশুকদেব
মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন—‘হে রাজন্ ! বৃন্দাবন, গোবর্ধন ও যমুনাগুলিন-দর্শনে শ্রীরাম-
কৃষ্ণের পরমানন্দের উদ্রেক হইয়াছিল ।’ গোষ্ঠপ্রদেশের পরম মনোহরতার আকর্ষণে বাল্যকালেই শ্রীরাম-
কৃষ্ণের শ্রীসুবলাদি সখাসঙ্গে গোবৎসচারণ ও রমণীয় গোষ্ঠক্রীড়ার সূত্রপাত হইয়াছিল । গোষ্ঠ-ক্রীড়ার
আকর্ষণাধিক্য বা অনুরাগ এতই প্রবল যে, সেই বাল্যকালে পিতা, মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনাদির স্নেহময়
ক্রোড়সঙ্গও তাঁহাদের গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হয় নাই । শ্রীশুকদেব মুনী বলিয়াছেন—

“এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালবেষ্টিতৈঃ ।

কলবাকৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥

অবিদুরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ ।

চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥

কচিদ্ধাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ কচিৎ ।

কচিৎপাদৈঃ কিঞ্চিণীভিঃ কচিৎ কুন্নিমগোরমৈঃ ॥

ব্রষায়মাণৌ নন্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ।

অনুকৃত্য রতৈর্জন্তুংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥” (ভাঃ- ১০।১১।৩৭-৪০)

‘এই প্রকার বাল্যলীলায়ও নানাবিধ মধুরবচনে ব্রজবাসিগণের পরমানন্দবর্ধনশীল শ্রীরামকৃষ্ণ
দুই ভাই যথাসময়ে গোবৎস-চারণ আরম্ভ করিলেন । তাঁহারা বেণু, বেল্ল, শৃঙ্গ, কন্দুকাদি নানাবিধ
খেলা সামগ্রী লইয়া শ্রীদাম-সুবলাদি গোপবালকগণ সহ নন্দালয়ের অনতিদূরে বৎসচারণ আরম্ভ

করিলেন। রামকৃষ্ণ দুই ভাই কখনও বেণু-বাদন করেন, কখনও বা ক্ষেপণী-যন্ত্রযোগে বিল্ব, আমল-ক্যাদি ফল ক্ষেপণ করেন, কখনও বা কিক্কিণী চরণে দিয়া তাহার বাদ্যের তালে তালে মধুর নৃত্য করেন, কখনও বা অঙ্গে কঙ্কণাদি আবরণ করিয়া কৃত্রিম গো-বৃষ সাজিয়া বৃষের ন্যায় গর্জন ও পরস্পর মাথা-মাথি যুদ্ধ করেন। কখনও বা ময়ূর, হংস, বানরাদির ধ্বনির অনুকরণ করেন, এইভাবে তাঁহারা প্রাকৃত বালকের ন্যায় নানাবিধ মধুর বিহার করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত (পৌগণ্ডে) তাঁহাদের গোষ্ঠবিহার আরও মধুরতরভাবে রূপায়িত হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে সুদূর গোষ্ঠপ্রদেশে গমনপূর্বক বিচিত্র মধুর বিহার করিতে লাগিলেন। শ্রীপাদ শুকমুনি সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় সে গোষ্ঠবিহারের অতি মনোহর চিত্রাঙ্কন করিয়াছেন—

“ফলপ্রবালন্তবক-সুমনঃ পিচ্ছধাতুভিঃ । কাচমুক্তামণিস্বর্ণ-ভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥

মুখন্তোহন্যোন্ধ্যাশিক্যাদীন্ জাতানারাচ চিঙ্কিপুঃ । তদ্ব্যস্ত্যশ্চ পুনর্দ্বারাদ্ব্যস্ত্যশ্চ পুনর্দদুঃ ॥

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেষ্কণায় তম্ । অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥

কেচিদ্ধেগুন্ বাদয়ন্তো ধুমন্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন । কেচিন্ভুগ্নৈঃ প্রগায়ন্তঃ কুজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ । বকৈরুপবিশন্ত্যশ্চ নৃত্যন্ত্যশ্চ কলাপিভিঃ ॥

বিকর্ষন্তঃ কীশবালানারোহন্ত্যশ্চ তৈর্দ্রুমান্ । বিকুর্ষন্ত্যশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্ত্যশ্চ পলাশিশু ॥

সাকং তৈকৈবিলম্বন্তঃ সরিৎ প্রবসংপ্লুতাঃ । বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্ত্যশ্চ প্রতিশ্বনান্ ॥”

(ভাঃ-১০।১২।৪-১০)

“গোপবালকগণ তাঁহাদের মাতৃগণকর্তৃক পরিহিত কাঁচ, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণাদি নিমিত্ত অলঙ্কারে ভূষিত থাকা সত্ত্বেও বনে আসিয়া নানাবিধ ফল, পল্লব, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্প, ময়ূরপুচ্ছ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা নিজ নিজ অঙ্গ বিভূষিত করিলেন, অতঃপর মধুর গোষ্ঠক্রীড়া শুরু হইল। কেহ কাহারো বেল্ল-বেণু প্রভৃতি লুকাইয়া রাখেন, আবার ধরা পড়িলে উহা দূরে নিক্ষেপ করেন, নিক্ষিপ্ত বেল্ল-বেণু প্রভৃতি আনিতে গেলে সেখানে যেসব গোপবালক থাকেন তাহারা তাহা লইয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করেন, আবার হাসিতে হাসিতে যাহার জিনিষ তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন।

কোন সময় বনশোভা দর্শনেচ্ছায় কৃষ্ণ গোপবালকগণকে ছাড়িয়া একটু দূরে গেলে গোপবালক-গণ ‘আমি আগে যাইব, আমি আগে যাইব’ বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করত পরমানন্দে ভাসমান হন।

কেহ বা বেণুবাদন, কেহ বা শিঙা বাদ্য করেন, কেহ বা ভ্রমরের মত গুঞ্জন, কেহ বা কোকিলের মত কুজন করেন। কেহ বা আকাশে উড়ীয়মান পক্ষীর ভূমিতে পতিত সচল ছায়ার সহিত দৌড়াইয়া যান, কেহ বা হংসের গতির অনুকরণ করেন, কেহ বা জলের ধারে বকের মত বসিয়া থাকেন। কেহ বা ময়ূরের সঙ্গে নৃত্য করেন, কেহ বা বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট বানর-শিশুর লেজ ধরিয়া আকর্ষণ করেন,

তাহারা উচ্চডালে আরোহণ করিয়া মুখবিকৃত করিলে গোপবালকও তাহাদের মুখবিকৃতির অনুকরণ করিতে করিতে শাখা হইতে শাখান্তরে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া যান। কেহ বা প্লুতগতিতে ভেকের অনুকরণ করিতে করিতে লাফ দিয়া ক্ষুদ্র জলধারা পার হন, কেহ বা স্থায়ী প্রতিবিম্বের সঙ্গে হস্তপদাদি সঞ্চালন করত নানা রঙ্গ করেন, কেহ বা স্থায়ী প্রতিধ্বনির সহিত কলহ করেন।” এই প্রকার গোপবালকগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র মধুর গৌষ্ঠকীড়া বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকমুনি সানন্দ-চমৎকারিতায় বলিলেন—

“ইথং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াপ্রিতানাং নরদারকেণ সাদ্ধং বিজহুঃ কৃতপুণ্যপূজাঃ ॥” (ঐ-১১)

“হে রাজন্। জ্ঞানী ও যোগীগণ যাহাকে নিবিশেষ ব্রহ্মানন্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন, দাসাদি ভক্তগণ যাহাকে পরমপুরুষ-পরমেশ্বররূপে উপাসনা করেন, মায়াবদ্ধ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ যাহাকে সামান্য নরবালক মাত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন, সেই স্রয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অগণ্যপুণ্য-নিকেতন গোপবালকগণ নানাবিধ বাল্যক্রীড়া করিতে লাগিলেন।”

শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে বলদেব ও গোপবালকগণসঙ্গে বাল্য-পৌগণ্ডবয়সে শ্রীকৃষ্ণের প্রগাঢ় অনু-
রাগময় বিচিত্র গৌষ্ঠবিহার বর্ণিত থাকিলেও শ্রীরাধারাণীর কিস্করী শ্রীপাদ রঘুনাথের শ্রীকৃষ্ণের শৃঙ্গারস-
ভাবনাময় প্রগাঢ় অনুরাগরসরঞ্জিত কৈশোরের গৌষ্ঠবিহারই পরম কাম্য। কৈশোরের আবির্ভাবে শৃঙ্গার-
রসোদয়ে শ্রীরাধার রূপ, গুণ, লীলায় বিমুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যতঃ শ্রীরাধার সহিত নির্জন গোবর্ধন, শ্রীরাধা-
কুণ্ডে মিলন-বিহারাদির কামনাতেই যে গৌষ্ঠবিহার, “রাখাল লইয়া বনে, সদা ফিরি ধেনু-সনে, তুয়া
লাগি বনে বনচারী” “তোমার লাগিয়া বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি-নদী-বনে-বনে” (শ্রীকৃষ্ণের উক্তি মহাজন)
ইত্যাদি বাক্যে তাহা জানা যায়। বলদেব ও সখাগণের সহিত মধুর গৌষ্ঠবিহার করিতে করিতেই
বনশোভা দর্শনাদির ছলে প্রিয়নর্ম সখা সুবল, মধুমঙ্গলাদির সঙ্গে শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণের যোগাযোগে
শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণতীরে মহা অনুরাগরসময় মধুর রসবিহার। যে বিহাররস পারাপারের অনন্ত উৎস
দিক্দিগন্তে প্রবাহিত হইয়া তজ্জাতীয় সহাদয় সামাজিক ভক্তগণের হৃদয়ক্ষেত্রকে আপ্লাবিত করিয়া থাকে।
শ্লোকের ‘নিত্যং’ শব্দে এই সকল লীলারই নিত্যতা সূচিত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—
“যস্যাপ্যদভুত-মাধুরীরসবিদাং হৃদ্যেব কাপি ক্ষুরেৎ” “যাহার কোন অনির্বচনীয় রসমাধুরী তাদৃশ সহাদয়
ভক্তগণের চিত্তে ক্ষুরিত হইয়া থাকে। তাই গৌষ্ঠপ্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের মথুরা হইতেও সাতিশষা প্রিয়।” সেই
গৌষ্ঠপ্রদেশকে আমি আশ্রয় করি।

“শ্রীদামাদি সখাসঙ্গে কৃষ্ণ-বলদেবে।

গোচারণে নিত্য খেলা গাঢ় অনুরাগে ॥

বৈদগ্ধ্যান্তরনর্ষ-কর্ম্মঠ-সখীবৃন্দঃ পরীতং রাসঃ
প্রত্যেকং তরু-কুঞ্জবল্লরিগিরিদ্রোণীষু রাত্রিন্দিবম্ ।
নানাকেলিভরেণ যত্র রমতে তন্নব্যযুনোয়ুগং
তৎপাদাম্বুজগন্ধবন্ধুরতরং বৃন্দাবনং তত্ত্বজে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ । যেখানে হাস্য-পরিহাসাদি মধুররসময় বিবিধ কলানিপুণা ললিতাদি সখীগণে
পরিবৃত্ত হইয়া অনুরাগভরে বিচিত্র রসকেলিবিলাস-নিমগ্ন শ্রীশ্রীরাধামাধব তরু, লতা ও মন পল্লবাদি
সমাহ্নন কুঞ্জে এবং গিরি-গুহায় দিবারাত্রি বিহার করিতেছেন, সেই যুগলকিশোরের পাদপদ্ম-সৌরভে
অতীব রমণীয় **শ্রীবৃন্দাবন**কে আমি ভজন করি ॥ ৭ ॥

টীকা । বৃন্দাবনং সংপ্রবিষ্য সর্বকাল সুখাবহং তত্র চক্রবুজাবাসং শকটৈরঙ্কচন্দ্রবদিতি
দিশা শ্রীবৃন্দাবনৈকপ্রদেশং নিবাসাদি গো-প্রচারগযোগ্যস্থানং ব্রজং স্তত্বা অন্তরঙ্গ-লীলাসাধন-গহনপ্রদেশ-
রূপং শ্রীবৃন্দাবনং স্তোতি—বৈদগ্ধ্যাত্যাদি । তন্বৃন্দাবনমহং ভজে ইত্যবয়বঃ । কিন্তু তৎ তৎপাদাম্বুজ-
গন্ধবন্ধুরতরং তস্য যুনোয়ুগস্য পাদাম্বুজস্য পাদপদ্মস্য গন্ধেন বন্ধুরতরমতিশয় রম্যম্ । ‘বন্ধুরং মুকুটে
পুংসি স্ত্রীলিঙ্গং তৈলকলকয়োঃ । বন্ধুরোবধিরে হংসে ত্রিষু স্যাদ্রম্যানয়নোরি’তি মেদিনী । কিমিদং বৃন্দাবনং
তত্রাহ যত্র তন্নব্যযুনোয়ুগং রাধাকৃষ্ণয়োয়ুগলং কত্ ত্র যত্র প্রত্যেকং ক্রমশঃ তরুকুঞ্জবল্লরিগিরিদ্রোণীষু
রাত্রিন্দিবং নানাকেলিভরেণ বিবিধ ক্রীড়াতিশয়েনোপলক্ষিতং রমতে ক্রীড়তি । তরুনির্মিত কুঞ্জাশ
বল্লর্যাঃ ক্রীড়োপযোগিন্যো লতাশ্চ গিরিদ্রোণ্যাশ্চ তাসু । পুনঃ কিন্তু তৎ বৈদগ্ধ্যান্তর-নর্ম্মকর্ম্মঠ-সখীবৃন্দেঃ
কত্ ত্রিঃ রসৈরনুরাগৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম্ । বৈদগ্ধ্যমেবোত্তরম্ উত্তমং যত্র এবং যন্নর্ম্ম কৌতুকং তত্র
কর্ম্মঠা নিপুণা যাঃ সখ্যো ললিতাদয়স্তাসাং বৃন্দৈরিত্যর্থঃ । উত্তরাদিবিবশেষে চ স্নুস্মান্নামজ্জুনস্য চ ।
বিরাতস্য সুতেনাস্যাদুর্কোদিব্যোত্তমে ত্রিষ্টিতি মেদিনী ॥ ৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে গোষ্ঠলীলার স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে সখীগণ-
সহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অনুরাগময় শৃঙ্গাররসকেলি-বিলাসের মধুর স্ফুরণ জাগিয়াছে । তিনি সেই রসময়ী
লীলার আনন্দ-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনের বন্দনা করিতেছেন । অশেষ-বিশেষ রসনির্যাস আশ্বাদনই অখিল-
রসামৃতমুতি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য । তিনি রসময় ও করুণাময়, এই দুইটি স্বভাব তাঁহাকে
চিন্ময় অপ্রাকৃত গোলোক-বৃন্দাবন হইতে ধাম-পার্ষদাদি সহ ভুলোকে নামাইয়া আনে । স্বয়ং অবতারীর
অবতার, এ এক দুজ্জেন রহস্য । “রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ । এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার

অদ্ভুত রসকেলি মাধুর্য-বিশেষে ।

সতত জাগিছে যাহা রসিক-মানসে ॥

মধুপুরী হৈতে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রজধাম ।

শ্রীগোবিন্দ-লীলাভূমি নয়নাভিরাম ॥” ৬ ॥

উৎসম ॥” (চৈঃ চঃ) চমৎকারিতাই রসের বা লীলার প্রাণ । চমৎকারিতা না থাকিলে লীলার মাধুর্য থাকে না । তাই তাঁহার অম্বটন-ঘটন-পটীয়াসী শক্তি যোগমায়া বিশ্বপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে বিবিধ চমৎকারিতাপূর্ণ লীলায় পার্শ্বদগণসহ মিলন করাইয়া প্রতিনিয়ত আনন্দচিন্ময়রূপে বিভোর করিয়া রাখেন !

অখিল ভগবৎস্বরূপের লীলার মধ্যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাই সর্বোত্তম । শ্রীকৃষ্ণলীলার মধ্যেও আবার শুদ্ধমাধুর্যময় রূপাবনলীলাই সর্বাপেক্ষা মধুময়ী । শ্রীরূপাবন-লীলার মধ্যেও আবার মহা-ভাববতী গোপিকাগণের সঙ্গে গোপীজনবল্লভের মধুর রসময় লীলাই সর্বাপেক্ষা চমৎকারিতাপূর্ণ । আবার মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীরাধাধারীণীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসবিলাসেই লীলারসাস্বাদন-চমৎকারিতার পরাকাষ্ঠা । সেই পরম রসময়ী লীলার রহস্যময় নিকেতন শ্রীরূপাবন ।

শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসবিলাসের পরমাম্পদ বিচিত্র তরু, লতা ও তাহাদের ঘন-পল্লব-সমাবিষ্ট মনোহর কুঞ্জভবনসমূহে রূপাবন সমাচ্ছন্ন । সেই তরু, লতাসমূহ সাধারণ নহে ।

“রাধাকৃষ্ণৌ পরমকুতুকাৎ খেলতো যতলেষু, ভুজাতে যৎফলমতিরসং যৎপ্রসূনাদি-ভ্রমৌ ।

যচ্ছাখাশ্চৈঃ সুরুচিরখগৈর্মোঁনিভিনিমিষৈঃ, পীতালাপামৃতরুচিসুখৌ তাংস্তরুং শ্চিত্তয়ামি ॥

নানাকারান্ দিব্যানান্যফলাদীন্, রাধাকৃষ্ণপ্রীতয়ে যে বহন্তি ।

নানাসংস্থানোদ্ভবান্তুষ্টিভাজো, বন্দে রূপারণ্যধন্যদ্রুমাংশ্তান্ ॥

রাধাকৃষ্ণানুরাগান্মুকুলপুলকিনো মাকরন্দৌঘবাঙ্গান্,

তত্তাদৃগ্‌বাতচঞ্চৎ কিশলয়করতো দিব্যানৃত্যং দধানাঃ ।

সৎপুষ্পশ্রোগহাসাঃ খগকুলবিরুতৈঃ সংস্তুবন্তঃ ফলাদে-

ভারৈর্গম্মা দ্রুমাশ্চৈ মম পরমমুদে সন্ত রূপাবনীয়াঃ ॥” (রঃ মঃ ৬।১১-১৩)

“যে সমস্ত রূক্ষের তলদেশে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম কৌতুকবশতঃ খেলা করেন, যাহাদের অতি রসাল ফল ভোজন করেন, পুষ্প প্রভৃতিতে ভ্রমণাদি করেন, শাখাশ্চিত্ত মৌনী মনোজ্ঞ বিহঙ্গমকুলকর্তৃক (উপহৃত) আলাপামৃত ও লাবণ্যামৃতরসে আপ্যায়িত হন, সেই তরু সমূহকে চিত্তা করি ।

নানাকৃতি-বিশিষ্ট দিব্য দিব্য ফলরাশি যাহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতির জন্য ধারণ করে এবং নানাভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়া আবির্ভাব ও তিরোভাব করিয়া থাকে—রূপাবনস্থ সেই ধন্য তরুগণকে বন্দনা করি ।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশতঃ তাহারা মুকুলরূপে পুলক ধারণ করিয়াছে, মধু-প্রবাহচ্ছলে অশ্রুধারা মোচন করিতেছে, মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে দোলায়মান পল্লবরূপ হস্তভঙ্গীতে দিব্য নৃত্য করিতেছে, উত্তম পুষ্পবিকাশচ্ছলে হাস্য করিতেছে, পক্ষিগণের কাকলিধ্বনিরূপে সম্যক্‌ প্রকারে শুবগান করিতেছে,—ফলাদির ভারে অবনত সেই রূপাবনীয়া রূক্ষরাজি আমার পরমানন্দ বিস্তার করুক ।” এই সমস্ত রূক্ষ

যত্র শ্রীঃ পরিতোভ্রমত্যবিরতং তাস্তা মহাসিদ্ধয়ঃ
 স্ফীতাঃ স্ফুটীকৃতং গবামুদয়নী বাসোহপি গোষ্ঠীকসাম্ ।
 বাৎসল্যাৎ পরিপালিতো বিহরতে কৃষ্ণঃ পিতৃভ্যাং স্মৃথ-
 স্তননদীপ্তরমালয়ং ব্রজপতের্গোষ্ঠোত্তমাক্ষং ভজে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । যে স্থানে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা মুতিমতী হইয়া পরিচারিকার ন্যায় সতত ভ্রমণ করিতেছেন, যে স্থানে অগ্নিমাди অষ্ট মহাসিদ্ধিসমূহ পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে, ধেনুগণের উন্নয়ন বা শ্রীকৃষ্ণের জন্যই যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে, যিনি ব্রজবাসিগণের পরম সুখনিবাস-স্থান, জনক-

ও অনুরূপ গুণ-মহিমা সমন্বিত লতারাজির ঘন পল্লবাদিতে সমাচ্ছন্ন কত শত কুঞ্জগৃহ বৃন্দাবনে অপূর্ব শ্রী-বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে ! সেই সমস্ত কুঞ্জগৃহে এবং নির্জন ও মনোহর গিরিগুহাতে নব-কিশোরযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধবের দিবারাত্রি বিচিত্র মধুর রসবিলাস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ! “রাত্রিদিন কুঞ্জব্রীড়া করে রাধাসঙ্গে । কৈশোর বয়স সকল কৈল ব্রীড়া-রঙ্গে ॥” (চৈঃ চঃ)

শ্রীপাদ বলিতেছেন—শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই বিচিত্র বিলাসসিন্ধু নর্ম-চতুরা শ্রীললিতাদি সখীগণের হাস্য-পরিহাস-রসতরঙ্গে প্রতিনিয়ত যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে । “বৈদগ্ধ্যাতুর-নশ্ব-কর্ম্মঠ-সখীবৃন্দৈঃ পরীতং রসৈঃ ।” সখীগণই এই পরম রসময়ী লীলার পুষ্টিকারিণী ও বিস্তারকারিণী । শ্রীরাধারাগী যেন পারাপারশূন্য মহাভাবসিন্ধু এবং শ্যামসুন্দর অনন্ত চিন্ময়রসসিন্ধু । পারস্পরিক মিলনে সেই ভাবসিন্ধু ও রসসিন্ধু স্বভাবতই নানাভাবে তরঙ্গায়িত হয় । তদুপরি বিচিত্র পরিহাসরসকলা-নিপুণা ললিতাদি সখীগণের পরিহাস-ঝঙ্কারাবাতে সেই সিন্ধু উত্তাল হইয়া বিপুলভাবে সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ! সেই সমুচ্ছ্বাসত তরঙ্গগর্ভে যুগলের চিত্ততরী যেন কোথায় হারাইয়া যায় ! শ্রীপাদ বলিলেন—‘এইরূপ প্রতিনিয়ত মধুরাতিমধুর লীলাপরায়ণ শ্রীশ্রীরাধামাধবের পাদপদ্মের সৌরভে যে স্থান সতত অতি সুরভিত রহিয়াছে, সেই পরম রমণীয় **শ্রীবৃন্দাবন**কে আমি ভজন করি ।’

“প্রিয়নর্ম সখী-সনে যুগল-কিশোর ।

যে স্থানেতে বিহরিছে রসেতে বিভোর ॥

কেলি-পরায়ণ সেই নবীন যুগলে ।

প্রতি তরু, কুঞ্জ, গুহায়, লতার আড়ালে ॥

রসের বাদর করে হাস্য-পরিহাসে ।

কুঞ্জবন মনোরম অঙ্গের সুবাসে ॥

দিব্য-চিন্তামণিধাম সেই বৃন্দাবন ।

সতত ভজন করি লইয়া শরণ ॥” ৭ ॥

জননী-কর্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যরসে পরিপালিত হইয়া যেখানে শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন—
সেই গোষ্ঠপ্রদেশের শীর্ষস্থান ব্রজপতি শ্রীনন্দের আলয় নন্দীশ্বরগিরিকে আমি ভজন করি ॥ ৮ ॥

টীকা। তসৌবাবান্তরপ্রদেশং নন্দীশ্বরং শ্রোতি—যত্রেতি । ব্রজপতেঃ শ্রীনন্দস্য তমালয়ং
নিকেতনং ভজে । কিন্তুতং গোষ্ঠোত্তমায়ং শ্রীন্দাবনৈকপ্রদেশে ব্রজে নিবসতা নন্দেন স্বাত্মজস্য নৈবিদ্য-
কাঙ্ক্ষয়া স্থান সাদৃশ্যাৎ কৃতত্বেন । গোষ্ঠস্য মন্তকমিব পূজ্যমিত্যর্থঃ । তৎসাধন-বিশেষণান্যাহ ।
যত্র শ্রীনন্দীশ্বরে শ্রীলক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরূপা পরিতঃ সর্বতঃ অবিরতং নিরন্তরং ভ্রমতি কর্মকরী৷ ইতস্ততো
গচ্ছতি এবং যত্র তা তাস্তাঃ প্রসিদ্ধা অগ্নিমাদয়োহন্তৌ মহাসিদ্ধয়ঃ স্ফীতাঃ পরিপূর্ণা বর্তন্ত ইতি শেষঃ ।
এবং যত্র সৃষ্টির্থা কাচিনিম্নিতিঃ ক্রিয়েতি যাবৎ গবাম্ উদয়নী গবাং পশুবিশেষাণাং বর্জনী । যত্র চ
গোষ্ঠৌকসাং ব্রজনিবাসিনাং বাসঃ । এবং যত্র পিতৃভ্যাং যশোদানন্দাভ্যাং পরিপালিতঃ সন্ কৃষ্ণঃ
সুখেবিহরতে । সুখস্য বহুপ্রকারত্বেন বহুবচনম্ ॥ ৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । ব্রজরসমাধুর্যে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্ত ভরপুর । যাঁহাদের হৃদয়ে
প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছে, কোনরূপে শ্রীভগবান্, তদীয় ভক্ত বা ধামাদির স্মৃতি তাঁহাদের চিত্তে উদিত
হইলেই প্রেম রসতা বা আশ্বাদ্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । “যথা প্রারম্ভি তৃণাকুরস্যাভেদেন তদ্বীজ-সভানু-
মীয়তে” (ব্যাস-ভাস্য) অর্থাৎ বর্ষাকালে তৃণাকুরের উদ্গম দেখিয়া যেমন পৃথিবীতে তাহার বীজের
বিদ্যমানতা অনুমিত হয়, তদ্রূপ শ্রীভগবান্, তাঁহার লীলাপরিকর বা ধামাদির বিষয় শ্রবণে, কীর্তনে ও
স্মরণে যাঁহাদের চিত্তে আনন্দের উন্মেষ হয়, তাঁহাদের চিত্তে প্রীতির অস্তিত্বের অনুভব করা যায় ।
“প্রেমাদিমতান্ত যথাকথঞ্চিৎ স্মরণমপি তত্র হেতুঃ” (শ্রীজীবপাদ) জাতরতি সাধকেরও ভগবৎ-সম্বন্ধ-
মাত্র আনন্দের আবির্ভাব-প্রকার দৃষ্ট হয়, প্রেমমস্তরে স্বল্পমাত্র বিভাবাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ আশ্বাদ-বিশেষের
যোগ্যতা লাভ হইলেই তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণরতি রসতা প্রাপ্তি করিয়া থাকে । শ্রীপাদ রঘুনাথ মহাভাবরাজ্যে,
অতএব তাঁহার চিত্তে মন্দাকিনী-ধারার ন্যায় ব্রজরসের অফুরন্ত উৎস নিয়ত প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে !

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের পিত্রালয় শ্রীনন্দীশ্বরের মহিমা শ্রীপাদের চিত্তে উদিত হইয়াছে । প্রথমেই
বলিতেছেন—“যত্র শ্রীঃ পরিতো-ভ্রমত্যবিরতং” “যে নন্দীশ্বরে সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা মূর্তিমতী
হইয়া পরিচারিকার ন্যায় সতত ভ্রমণ করিতেছেন ।” ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর শ্রীনন্দ মহা-
রাজের অপরিমিত মণি-মাণিক্য, ধন-রত্নাদি দানের কথা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ
জাগিয়াছিল যে, পৃথিবীপতি রাজরাজেশ্বরগণের পক্ষেও যে সব ধন-রত্নাদি দান করা সম্ভবপর নহে,
মথুরার সামান্য করদরাজ্য ব্রজমণ্ডলের অধিপতি মহারাজ নন্দের পক্ষে এই দান কিরূপে সম্ভবপর হইতে
পারে ? সর্বজ্ঞ শ্রীপাদ শুকমুনি তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—

“তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্ ।

হরেনিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূনু প ॥” (ভাঃ-১০।৫।১৮)

“হে রাজন্ ! বুজ শ্রীভগবানের নিত্য-নিবাসভূমি, সুতরাং স্বতঃই সর্বসম্পদে পরিপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন হইতে আবার ঐ স্থান রমার বিহারভূমি হইয়া উঠিল।” তাৎপর্য এই যে, স্বভাবতঃই সর্ব-সমৃদ্ধিপূর্ণ বুজধাম, যাঁহার একটি রজঃকণার মধ্যে অনন্ত বৈকুণ্ঠের সম্পদ নিহিত রহিয়াছে, সে স্থানের সম্পদ বৃদ্ধির নিমিত্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রমার সহায়তার কোনই প্রয়োজন নাই। তবু শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার পার্শ্বদগণের সেবাতেই সকলের সর্বপ্রকার সার্থকতা হইয়া থাকে ভাবিয়া সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রমা যেন এখানে মূর্তিমতী হইয়া পরিচারিকার ন্যায় চারিদিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছেন। নন্দীশ্বরের অতুলনীয় বৈভবের অনুভবেই এই প্রকার উক্তি।

অথবা মহালক্ষ্মীগণেরও অর্চনীয়-চরণা শ্রীরাধাদি সহস্র সহস্র বুজসুন্দরীগণ প্রত্যহ যেখানে চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রতিদিনই শত সহস্র সখীগণসঙ্গে শ্রীরাধারাগী শ্রীকৃষ্ণের জন্য রক্তনিমিত্ত নন্দীশ্বরে গমন করেন, নন্দীশ্বরের উপত্যকাদিতে পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ সেবা করিয়া থাকেন। বৃক্ষসংহিতায় বর্ণিত—

“চিন্তামণিপ্রকরসদ্যসু কল্পরক্ষলক্ষ্যতেষু সুরভীরতিপালয়ন্তম্।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥”

“যেখানের গৃহাবলী চিন্তামণি-নিমিত্ত, যেখানে লক্ষ লক্ষ কল্পরক্ষের বন, সেই সুরমা শ্রীরাধাবনে শত সহস্র মহালক্ষ্মীগণ-কর্তৃক সসম্ভ্রমে সেব্যমান গোচারণ-পরায়ণ শ্রী গোবিন্দকে ভজন করি।”

অথবা ‘শ্রী’ অর্থে শোভা, শোভা যেন সাক্ষাৎ মূর্তিমতী হইয়া নন্দীশ্বর-গিরির চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে। যে দিকে নয়ন যায়, সেই দিকেই যেন অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা-সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া বিরাজমান নন্দীশ্বরগিরি। রসাল, পনস, অর্জুন, নারিকেল, গুবাক, তমাল, কদম্ব, বকুল, পুন্নাগাদি বৃক্ষসমূহ; জাতি, যুথি, নবমল্লিকা, লবঙ্গ, অতিমুক্তা প্রভৃতি লতাসমূহে বেষ্টিত হইয়া মনোরম শ্রী-ধারণ করিয়াছে। তরুলতাদিতে নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া সৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সৌরভে সমাকৃষ্ট হইয়া ভূগের দল কুসুমের স্তবকে স্তবকে মধুর গুঞ্জার করত পুষ্পমধু পান করিতেছে। কোকিলাদি পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত গিরির বনভূমি। স্থানে স্থানে স্বচ্ছ জলপূর্ণ তড়াগ, সরোবরাদিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে কমল, কহলারাদি জলজকুসুম। চক্রবাক, হংস, সারস, কারডবাদি পক্ষিসমূহের কলকূজনে জলাশয়গুলি মুখরিত। গিরির চারিপাশ্বে এই প্রকার নৈসর্গিক শোভা পরিবেশের মধ্যে শত শত অমরাবতির শোভাসম্পদ দ্বারা নন্দীশ্বরপুর পরিশোভিত। যে দিকে দৃষ্টি যায়, সেই দিকেই মণি, মানিক্য, হীরক, রত্নাদির অপূর্ব শিল্পচাতুর্য! নিখিল সুখদ শোভামাধুরীর অফুরন্ত উৎসে পুরদেশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

অতঃপর বলিলেন—“তান্তা মহাসিদ্ধয়ঃ স্ফীতাঃ” ‘যত্র তান্তাঃ প্রসিদ্ধা অগ্নিমাদয়োহষ্টৌ মহা-সিদ্ধয়ঃ স্ফীতাঃ পরিপূর্ণা বভূবুঃ ইতি শেষঃ’ অর্থাৎ ‘যেখানে অগ্নিমাди অষ্টমহাসিদ্ধি পরিপূর্ণরূপে বিরাজ

করিতেছে। অগ্নিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, কামবসায়িতা—এই অষ্ট মহাসিদ্ধি। অগ্নিমা—শরীরকে অনুর মত করিবার শক্তি; ইহা দ্বারা পাষাণের ভিতরেও প্রবেশ করা যায়। মহিমা—যত ইচ্ছা বড় হইবার ক্ষমতা। লঘিমা—যতটুকু ইচ্ছা হালকা হইবার ক্ষমতা। প্রাপ্তি—যাহাতে অঙ্গুলি দ্বারা চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায়। প্রাকাম্য—দূরস্থ বস্তুকে নিকটে আনয়নের শক্তি। বশিত্ব—ভৌতিক পদার্থকে বশীভূত করিবার শক্তি। ঈশিত্ব—ভৌতিক পদার্থসমূহের উপর প্রভুত্ব করিবার শক্তি। কামবসায়িতা—ভূত বা ভৌতিক পদার্থ-সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করিবার শক্তি। যাহারা শুদ্ধ-ভক্তিপথাশ্রয়পূর্বক সাধন-ভজনাদি করেন, তাহারা এইসব সিদ্ধিকে কখনই কামনা করেন না। বরং শুদ্ধভক্তির বিঘাতকজ্ঞানে দূরতঃ এইগুলিকে পরিহার করিয়া থাকেন। কারণ এইগুলির বাসনাও যদি মনে থাকে, তাহা হইলে ভজন করিলেও প্রেমলাভ করা যায় না। “ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি-বাঞ্ছা মনে যদি রয়। সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥” (চৈঃ চঃ) তবে ভক্ত কামনা না করিলেও ভক্তিমহারাণীর দাসীর ন্যায় ইহারা যে-হৃদয়ে ভক্তি বিরাজ করেন, সেই স্থানে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়। “হরিভক্তিমহাদেব্যাঃ সৰ্বা মুক্ত্যাদি-সিদ্ধয়ঃ। ভুক্তয়শ্চান্ভুতাস্ত্যাস্যেটিকাবদনুরতাঃ ॥” (নারদপঞ্চরাত্র) অর্থাৎ ‘মুক্তি প্রভৃতি সকল সিদ্ধি, অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ভোগাদিও হরিভক্তিরূপা মহাদেবীর দাসীর ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে।’ সুতরাং এই মহাসিদ্ধিসমূহ স্বয়ং ধন্য হইবার বাসনায় স্বাভাবিক নিখিল সম্পদে পরম সমৃদ্ধ শ্রীনন্দীশ্বরগিরিতে পূর্ণরূপে বিরাজ করিয়া থাকে।

আবার বলিয়াছেন—ধেণুগণের উন্নয়ন বা শ্রীকৃষ্ণের জন্যই যেন গিরির আবির্ভাব হইয়াছে—“সৃষ্টিতরলং গবামুদয়নী।” শ্রীনন্দমহারাজের নব লক্ষ গাভী ও অন্যান্য গোপগণের সহস্র সহস্র গাভীর সমৃদ্ধি, তাহাদের পরিপুষ্টি, আনন্দ ও অদ্ভুত অমৃতাস্বাদী বিপুল দুগ্ধদানের ক্ষমতা দর্শনে মনে হয়, যেন গাভীর সমৃদ্ধির নিমিত্তই শ্রীগিরির প্রকাশ হইয়াছে। আসলে “অনন্ত কামধেনু যাহা চরে বনে বনে” সুতরাং তাহাদের শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রশ্ন না থাকিলেও অসংখ্য গাভীকুলের মহাহর্ষান্বিত হাস্যরস ও গোপালগণের আনন্দ-কোলাহলের স্ফুটিতেই এরূপ উক্তি। শ্রীপাদ বিলাপকুসুমাজলিতে (৬০) বলিয়াছেন—

“হস্মারবৈরিহ গবামপি বল্লভানাং, কোলাহলৈববিধ-বন্দিকলাবতাং তৈঃ।

সম্ভাজতে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসুনো, গোবর্দ্ধনাদপি গুরুব্রজবন্দিতাম্বঃ ॥”

“শ্রীনন্দীশ্বরগিরি গো-গণের হাস্যরসে, গোপগণের ও স্তুতিপাঠকাদি বিবিধ কলাকারগণের কোলাহলে নিম্নত শোভা পাইতেছেন, শ্রীনন্দনন্দনের প্রিয়তাহেতু ব্রজজনপূজ্য গোবর্ধন অপেক্ষাও যিনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন।” এই জন্যই তিনি ব্রজজনের পরম সুখনিবাসস্থলী “বাসোহপি গোষ্ঠৌক-সাম্।” যেখানে অফুরন্ত প্রেম, আনন্দ ও সুখসমৃদ্ধিতে গোপগণ পরমসুখে বসবাস করিয়া থাকেন।

আবার “বাৎসল্যাৎ পরিপালিতো বিহরতে কৃষ্ণঃ পিতৃভ্যাং সুখৈঃ” ‘জনক-জননী শ্রীনন্দমহোদা-কর্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যরসে পরিপালিত হইয়া যেখানে শ্রীকৃষ্ণ পরমসুখে বিহার করিয়া থাকেন।’ ভক্তের

পুত্রশ্রাদ্ধ্যদ্যার্থমাদরভৌরমিষ্টান্নপানোৎকর-

দ্যিব্যানাঞ্চ গবাং মণিব্রজযুষাং দানৈরিহ প্রত্যহম্ ।

যো বিপ্রান্ গণশঃ প্রতোষয়তি তদ্ব্যস্য বার্তাং মুহুঃ

স্নেহাং পৃচ্ছতি যশ্চ তদগতমনাস্তং গোকুলেন্দ্রং ভজে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । যিনি এই নন্দীশ্বরে সন্তানের অভ্যুদয়ার্থ পরম সমাদরে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রভাত ভোজন, পানাদি দ্বারা ও মণি-রত্নাদি ভূষিত দিব্যাগাভীদানে প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করেন এবং তদগতচিত্তে পরম স্নেহভরে ব্রাহ্মণগণের নিকট নিজ পুত্রের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করেন—সেই গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দমহারাজের ভজন করি ॥ ৯ ॥

টীকা । শ্রীনন্দং শ্রোতি—পুজ্যেতি । তং গোকুলেন্দ্রং শ্রীনন্দং ভজে । যো নন্দঃ পুত্রস্য অভ্যুদয়ার্থং সমুন্নতয়ে বুদ্ধয়ে ইতি যাবৎ । প্রত্যহমহরহো গণশঃ প্রতিগণং বিপ্রান্ প্রতোষয়তি । ‘উদয়ন্ত পুমান্ পৰ্ব পৰ্বতে চ সমুন্নতাবিতি মেদিনী । কৈঃ কৃষ্ণা আদরভরৈরাদরাতিশয়েবং মিষ্টান্নপানোৎকরৈর্গবাং দানৈশ্চ । কিন্তুতানাং মণিব্রজযুষাং মণিবন্দযুক্তানাম্ । ‘ব্রজোগোষ্ঠাধ্ববন্দে’তি মেদিনী । যশ্চ তদগতমনাঃ কৃষ্ণগতচিত্তঃ সন্ মুহূৰ্বারং বারং তদ্ব্যস্য বার্তাং তৎকল্যাণস্য বৃত্তান্তং স্নেহাৎ পৃচ্ছতি ॥ ৯ ॥

প্রেম স্বীয় জাতি এবং পরিমাণ অনুরূপ শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতা স্বভাবের উদ্গম করাইয়া থাকে । ভক্তের প্রেমমাধুরী আশ্বাদনই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার মুখ্যতম উদ্দেশ্য । নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যরসের ছাঁচে ঢালাই করা সচ্চিদানন্দঘন প্রেমরসবৃত্তিই শ্রীভগবান্ তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য ভুলিয়া তাঁহাদের বাৎসল্যরসসিন্ধুতে নিরন্তর পরমানন্দে সন্তরণসুখাশ্বাদন করিয়া থাকেন । সেই গোষ্ঠপ্রদেশ বা ব্রজমণ্ডলের শিরোদেশ ব্রজপতি শ্রীনন্দের রাজধানী শ্রীনন্দীশ্বরকে শ্রীপাদ বন্দনা করিতেছেন—

“যে স্থানেতে স্বয়ং লক্ষ্মী মূর্তিমতী হৈয়া ।

ইতস্ততঃ বুলে সদা সেবার লাগিয়া ॥

যে স্থানেতে অষ্টসিদ্ধি সেবা-আকাঙ্ক্ষায় ।

পরিপূর্ণ হৈয়া আছে নন্দ-আগিনায় ॥

ধেনুগণের শ্রীরুদ্ধি সতত বিহার ।

কৃষ্ণ-নিত্যধাম ব্রজ সুখের পাথার ॥

ব্রজবাসিগণ সুখে অবস্থান করে ।

বাৎসল্যেতে মাতা-পিতা লালনাদি করে ॥

শ্রীনন্দের রাজধানী নাম নন্দীশ্বরে ।

ভজনা করিব এই লালসা অন্তরে ॥” ৮ ॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীনন্দীশ্বরগিরি-বর্ণনায় নন্দ-যশোদার স্মৃতি চিত্তে সমুদিত হওয়াতে শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে শ্রীনন্দ-যশোদার বন্দনা করিতেছেন। ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরী শ্রীনন্দ-যশোদাতেই যে ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধমাধুর্যময় বাৎসল্যপ্রেমের পরাকাষ্ঠা—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে স্পষ্টতঃ জানা যায়। সুবিশাল বাৎসল্য-রসসিন্ধু, হিমাদ্রির ন্যায় ঐশ্বর্য-পর্বত নিপাতেও ক্ষুণ্ণিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। তাই শ্রীনন্দের বন্দনায় এই শ্লোকে প্রথমেই বলা হইয়াছে—“পুত্রস্যাভ্যুদয়ার্থমাদরভরৈ-মিষ্টান্নপানোৎকরৈদিব্যানাঞ্চ গবাং মণিব্রজযুজাং দানৈরিহ প্রত্যহম্।” অর্থাৎ ‘পুত্রের অভ্যুদয়ার্থ বা কৃষ্ণের কল্যাণ-কামনায় যিনি প্রত্যহ পরম সমাদরে ব্রাহ্মণগণকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া মণি-রত্নাদি ভূষিত দিব্য গাভীদানে তাঁহাদের সন্তুষ্ট করেন।’ শ্রীনন্দমহারাজের শুদ্ধবাৎসল্যভাব শ্রীকৃষ্ণের অস-মোক্ষ ঐশ্বর্যদর্শনেও কিছুমাত্র শিথিল না হইয়া কি ভাবে তাহাতে তাঁহার পুত্রত্বের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে বিপুলভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

পুতনারাক্ষসীর নিধনাতে মথুরা হইতে সমাগত শ্রীনন্দমহারাজ স্বচক্ষে পুতনার বিশাল দেহ দর্শন করিলেন, বসুদেব মহাশয়ের নিকট এই জাতীয় উপদ্রবের কথা পূর্বেই শ্রবণ করিয়াছিলেন—তবু পুতনারি শ্রীবালগোপালকে দেখিয়া তাহার বিশাল বাৎসল্যসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। “নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগতমুদারধীঃ। মুধুন্যপাস্মায় পরমাং মুদং লেভে কুরুদহ ॥” (ভাঃ-১০।৬।৪৩) শ্রীশুকদেব বলিলেন—‘হে মহারাজ পরীক্ষিত! মথুরা প্রবাস হইতে সমাগত উদারচিত্ত শ্রীনন্দ নিজ-পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ ও মস্তকাস্পাণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন।’ শ্রীরাগপাদ বলিয়াছেন—“অনু-ভাবাঃ শিরোম্পাণম্” মস্তকাস্পাণ বাৎসল্যরসের একটি অন্যতম অনুভাব।

যেদিন ঔথানিক পর্বে মহাশকটের নিম্নে শায়িত শ্রীনন্দনন্দন মাতৃস্তন্যের নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত তাঁহার সুকোমল চরণের স্পর্শেই অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে বিশাল শকটকে বিপর্যস্ত করত শকটাসূরকে নিধন করিলেন, সেদিন তাঁহার নিকটে স্থিত বালকগণ ‘নন্দনন্দনই পদক্ষেপদ্বারা শকট-খানি বিপর্যস্ত করিয়াছে’ বলিলে নন্দাদি বাৎসল্য-প্রেমিকগণ তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারেন নাই। “ন তে শ্রদ্ধধিরে গোপা বালভাষিতমিত্যুক্ত। অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ ॥” (ভাঃ-১০।৭।১০) অর্থাৎ ‘নন্দাদি গোপগণ অল্পমতি বালকগণের কথায় বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার ঈশ্বর বাৎসল্যপ্রেমের ধারণায় নন্দনন্দনের অচিন্ত্য-মহাপ্রভাবের অনুসন্ধান রাখেন না।’ বরং শ্রীনন্দ-মহারাজ তাঁহার পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়া বেদজ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সন্তানের বিবিধ সামাজিক কার্য-সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

“ইতি বালকমাদায় সামগ্ৰ্যজুরুপাকৃতৈঃ।

জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ ।

হত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাশুগম্ ॥

গাবঃ সৰ্বগুণোপেতা বাসঃ শ্ৰুত্বমালিনীঃ ।

আত্মজাত্যুদয়ার্থায় প্রাদান্তে চান্বযুজত ॥” (ভাঃ-১০।৭।১৪-১৬)

“মহারাজ নন্দ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণদ্বারা সামাদি বেদজ্ঞয়োক্তমন্ত্রে সংস্কৃত কুশ, সৰ্ববীষধি, মহৌষধি প্রভৃতি মিশ্রিতজল-প্রোক্ষণদ্বারা নিজপুত্রের অভিষেক করাইলেন। তদনন্তর মাস্তুলিক কর্ম ও মাস্তুলিক হোমাদি করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্যাদি প্রদান করিলেন। অতঃপর পুত্রের অভ্যুদয় বা কল্যাণার্থে সুবর্ণরঞ্জিত বস্ত্র ও সুবর্ণ-মাল্যাদি পরিশোভিত দুগ্ধবতী গাভী দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণও নন্দের দান গ্রহণ করত নন্দনন্দনকে আশীর্বাদ দান করিলেন।” তৃণাবর্ত-বধ, যমলাজুন-ভঞ্জনাদিতেও শ্রীনন্দাদি গোপগণের বাৎসল্যরসময় অনুরূপ চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণের বুজবাসী সর্বজনসমক্ষে সপ্ত অহোরাত্র গিরিরাজ গোবর্ধন-ধারণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য দর্শনে গোপগণ বিস্মিত হইয়া শ্রীনন্দমহারাজের নিকট শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির কথা ব্যক্ত করিলে শ্রীনন্দের শুদ্ধ-মাধুর্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বরং তিনি গর্গমুনির কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনারায়ণের শক্তি তাহার পুত্রে সঞ্চারিত হইয়া নানা আপদ-বিপদে তাহাদের রক্ষা করিয়া থাকে, একথা বুঝাইয়া দিয়া তাহাদের সন্দেহ নাশ করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দের শুদ্ধ-বাৎসল্যসিন্ধু হইতে উথিত বচনামৃতরসাস্বাদনে গোপগণের সাময়িক ঐশ্বর্য-গিরিনিপাতে আলোড়িত মাধুর্যসিন্ধু স্ব-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া চিরস্থির হইয়াছিল। তাহারাও শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চিত শ্রীনন্দনন্দনরূপেই অনুভব করিয়া পরমানন্দসিন্ধুতে ভাসমান হইয়াছিলেন।

মাথুর-বিরহে বিজ্ঞশিরোমণি ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীনন্দ-যশোদার পুত্রবাৎসল্যময় ভাব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া বলিয়াছিলেন—“যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নুনং দেহিনামিহ মানদ। নারায়ণেহখিলগুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী ॥” ‘হে মানদ! আপনারা অখিল দেহধারীগণমধ্যে প্রশংসনীয়তম, যেহেতু অখিল গুরু শ্রীনারায়ণে আপনাদের এতাদৃশ পুত্রবাৎসল্যময় বুদ্ধি রহিয়াছে।’ শ্রীউদ্ধব মহাশয় তাহাদের শোকাপনোদনজন্য শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর, এইরূপ বহু কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের বাৎসল্য-ভাবে বিন্দুমাত্রও শিথিল করিতে পারেন নাই।

আমরা বলিয়াছি—ভক্তের প্রেম শ্রীভগবানের স্বভাবের উদ্গম ঘটায়। শ্রীনন্দমহারাজের বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমের অধীন শ্রীভগবানও নিজের সমগ্র ঐশ্বর্যের কথা বিস্মৃত হইয়া নিজেকে শ্রীনন্দনন্দন বলিয়াই মনে করেন, সর্বারাধ্যতত্ত্ব হইয়াও নিত্য পিতার শ্রীচরণেণু ভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করেন। ব্রহ্ম শিবাদির বন্দনীয়চরণ শ্রীভগবান্ পিতার পাদুকাযুগল মস্তকে বহন করিয়া পিতার নিকট আনয়ন করিলে পিতা নন্দ আনন্দসাগরে ভাসমান হন।

পুত্রস্নেহভীরঃ সদাস্নু তকুচদ্বন্দ্বা তদৌষোচ্ছল-
দ্বর্ষস্যাপি লবস্য রক্ষণবিধৌ স্বপ্রাণদেহার্কুদৈঃ ।
আসক্তা ক্ষণমাত্রমপ্যকলনাং সত্যঃপ্রসূতাব গো-
ব্যগ্রা যা বিলপত্যলং বহুভয়াং সা পাতু গোষ্ঠেশ্বরী ॥ ১০ ॥

অনুবাদ । পুত্রস্নেহবশতঃ যাহার স্তন হইতে অবিরত দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে, পুত্রের
অঙ্গে ঘর্মবিন্দুমাত্র দর্শনে যিনি অবুঁদ-পরিমিত জ্ঞানদ্বারা উহার উপশয়-বিধানের প্রযত্ন করেন, ক্ষণকাল
মাত্রও পুত্রমুখ দর্শন না করিলে যিনি সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর ন্যায় সাতিশয় ভয়বিহ্বলা ও ব্যগ্রা হইয়া বিলাপ
করেন—সেই গোষ্ঠেশ্বরী **শ্রীযশোদা** আমায় রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

টীকা । শ্রীযশোদাঃ স্তৌতি—পুঞ্জৈতি । সা গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা পাতু রক্ষতু । যা যশোদা
পুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণে যে স্নেহভরাঃ স্নেহাতিশয়াস্তৈঃ সদা সর্বকালং স্নু তকুচদ্বন্দ্বা স্নুতং স্রবৎ কুচদ্বন্দ্বং যস্যঃ
স্রবৎ এবস্তুতাপি তদৌষোচ্ছলদ্বর্ষস্যাপি লবস্য তস্য পুত্রস্য উচ্ছলন্থ হৃদয়াদ্গলন্থ যোঘর্মঃ স্নেদস্তস্য
লবস্য কণায়াঃ অপি সন্তাবিতস্য স্বপ্রাণদেহার্কুদৈঃ করণৈঃ রক্ষণবিধৌ ঘর্ম্মাভাব-সাধনপ্রকারে আসক্তা
সদোদ্যুতা । এবং ক্ষণমাত্রমপি অকলনাদস্যাদর্শনাৎ সদ্যঃপ্রসূতা নবপ্রসূতা গৌরিব ব্যগ্রা সৌৎকর্থা ।
অত্র প্রকরণমর্থ্যাদয়া অকলনাদিত্যত্র পুত্রপদাভাবেপি তদর্থপ্রতীতে ন ন্যূনপদতা দোষঃ ॥ ১০ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত পূর্বশ্লোকে শ্রীল নন্দমহারাজের শুদ্ধবাৎসল্যরসময়
প্রেম-পরিপাটীর কথা উল্লেখ করিয়া এই শ্লোকে বাৎসল্যরসের ঘনীভূতমুতি মাতা যশোদার স্তব করিয়া

তাই শ্রীপাদ রঘুনাত বলিলেন—‘এই নন্দীশ্বরে যিনি প্রত্যহ সন্তানের কল্যাণার্থে বিবিধ মিষ্টা-
ন্নাদি ও মণি-রত্নাদি ভূষিত গাভীদানে ব্রাহ্মণগণকে সম্ভুষ্ট করেন এবং পুত্রভাবগতচিত্তে পরম স্নেহভরে
শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল ব্রাহ্মণগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন—সেই **গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দ-মহারাজের** ভজন
করি ।’

“পুত্রের কল্যাণে যিনি অতি সমাদরে ।

নানাবিধ মিষ্টান্ন রত্নখালা ভরে ॥

সুদিব্য গাভীগণে রত্ন-অলঙ্কারে ।

ভূষিত করিয়া দান করে ব্রাহ্মণেরে ॥

পুত্রস্নেহে তদগত-চিন্তিত অন্তরে ।

মঙ্গল জিজ্ঞাসা সদা করে ব্রাহ্মণেরে ॥

পুত্রের মঙ্গল-লাগি ব্যাকুলিত যিনি ।

গোকুলেন্দ্র শ্রীনন্দে ভজন করি আমি ॥” ৯ ॥

স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণে প্রপন্ন হইতেছেন। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বাৎসল্যরসের আশ্রয়-
আলম্বন বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

“ভূর্য্যনুগ্রহচিতেন চেষ্টা, লালনোৎকমভিতঃ কৃপাকুলম্।

গৌরবেণ গুরুণা জগদগুরৌ-গৌরবং গণমগন্যমাশ্রয়ে ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩৮৪৯)

অর্থাৎ “যাঁহারা প্রচুরতর অনুগ্রহ-সমায়ুক্ত-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের লালনাদি ব্যাপারে সর্বদা সমুৎসুক
এবং সর্বথা কৃপাকুল, সেই জগদগুরুর গুরুগণকে আশ্রয় করি।” তৎপরে শ্রীপাদ তাঁহাদের পরিচয়
উল্লেখ করিতে গিয়া বলিলেন—

“তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজী ব্রজেশ্বরঃ।

রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যো যাঃ পদ্মজহাতাশ্চজাঃ ॥

দেবকী তৎসপত্ন্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ।

সান্দীপনিমুখাশ্চান্যে যথাপূর্ব্বমমী বরাঃ ॥

ব্রজেশ্বরী ব্রজাধীশৌ শ্রেষ্ঠৌ গুরুজনেতিবমৌ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩৮৪৯০৬-১১)

ব্রজরাজী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী, (উপলক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য ও তৎপত্নীগণ) ব্রজাকতৃক হতপুত্রী
গোপীগণ, দেবকী, তাঁহার সপত্নীগণ, কুন্তী, বসুদেব, সান্দীপনি প্রমুখ মুনিগণ—ইহাঁরাই শ্রীকৃষ্ণের গুরু-
জন, ইহাদের মধ্যে পূর্বপূর্বজন উত্তরোত্তর হইতে শ্রেষ্ঠ। সমুদয় গুরুবর্গমধ্যে কিন্তু ব্রজেশ্বরী ও ব্রজরাজী
শ্রেষ্ঠ। এই মর্মে মাতা যশোমতীকে বাৎসল্যরসের শিরোরত্নরূপে পাওয়া যায়। অধিক কি তিনি
যেন নিখিল বাৎসল্যরসের ঘনীভূত মুরতি।

“তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরের্গঙ্গদময়ী, সবাপ্পাক্ষী রক্ষা-তিলকমলিকে কল্পয়তি চ।

স্মুবান্য প্রত্যাষে দিশতি চ ভুজে কাম্মর্গমসৌ, যশোদা মূর্ত্তে ব স্ফুরতি সূতবাৎসল্যপটলী ॥”

(ঐ-৩৮৪৯৪)

অর্থাৎ “প্রত্যহ প্রত্যাষে মা যশোদা শ্রীহরির দেহে গঙ্গদবাক্যে মন্ত্রন্যাস অশ্রুপূর্ণলোচনে ললাটে
রক্ষাতিলক-রচনা এবং ভুজে রক্ষা-বন্ধন করেন—পুত্রস্নেহে স্মৃতস্তন্যা যশোদা যেন মূর্ত পুত্রবাৎসল্য-
সমূহরূপে বিরাজ করিতেছেন।”

পূর্বশ্লোকের ব্যাখ্যায় আমরা শ্রীনন্দমহারাজের ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য বিশুদ্ধ বাৎসল্যভাবের কথা
বলিয়াছি। মাতা যশোদাতে এই ভাব আরও অধিক চমৎকারিত্বপূর্ণ! শ্রীকৃষ্ণের গিরিধারণে গোপকুল
শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যদর্শনে বিচলিত হইলে শ্রীনন্দমহারাজ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার
সন্তানের ভিতর নারায়ণীশক্তি বিকাশলাভ করিয়া এই সব অসাধারণ কার্য-সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু

যশোমতী একথাও ভাবিতে পারেন না। তাঁহার ধারণায় তাঁহার কোমল শিশুর মধ্য দিয়া কি কখনও
নারায়ণীশক্তির বিকাশ হইতে পারে? নারায়ণের কৃপাতেই তাঁহার শিরিষকুসুম-কোমলাঙ্গ সন্তান নানা

আপদ-বিপদ হইতে বার বার রক্ষা পাইতেছে এবং ইহাও শ্রীগোপরাজের নিষ্কপট নারায়ণ-উপাসনারই মূর্ত ফল। যে-জন্য এই পরিণত বয়সে তিনি এমন ভুবন আলো করা সন্তান ক্রোড়ে পাইয়াছেন। শ্রীনন্দ-মহারাজ অপেক্ষাও শুদ্ধ-বাৎসল্য-পয়োনিধি মা যশোদার এইখানেই বৈশিষ্ট্য। শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“বিষ্ণুনিত্যমুপাস্যতে সখি ! ময়া তেনাত্র নীতাঃ ক্ষয়ং
শঙ্কে পুতনিকাদয়ঃ ক্ষিতিকুহৌ তৌ বাত্যায়োন্মুলিতৌ ।
প্রত্যক্ষং গিরিরেষ গোষ্ঠপতিনা রামেণ সাক্ষং ধৃত-
স্তত্ত্বং কৰ্ম্ম দুরন্বয়ং মম শিশোঃ কেনাস্য সংভাব্যতে ?” (ঐ-৩।৪।৭)

শ্রীযশোদা তাঁহার কোন সমপ্রাণা গোপীকে বলিলেন—“হে সখি ! আমার সহিত গোষ্ঠপতি যে নিত্যই শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করেন, তাঁহারই প্রসাদে মনে হয় পুতনাদি বিনষ্ট হইয়াছে, ঐ যমলাজুন বৃক্ষদ্বয়ও বাত্যা-কর্তৃক উন্মূলিত হইয়াছে, তাহাতে পুত্রের কোন সম্বন্ধ নাই, বরং বিষ্ণুর প্রসাদেই পুত্রটি রক্ষা পাইয়াছে। গিরিরাজও ব্রজরাজই বিষ্ণুপ্রসাদে ধারণ করিয়াছেন। যদি আমার শিশুটি ঐ দুরন্ত কার্য-গুলি করিতে পারিত, তবে বলরামও তাহা করিতে পারে না কেন ? সুতরাং আমার পুত্রের পক্ষে ঐসব দুরূহকার্য-সম্পাদন করা কখনই সম্ভবপর নহে।” তাই শ্রীপাদ বলিলেন—“পুত্রস্নেহভরৈঃ সদা স্নুতকুচ-দ্বন্দ্বা” ‘ঐশ্বর্যজ্ঞানগন্ধশূন্য বিপুল বাৎসল্যভরে মাতা যশোদার স্তন হইতে নিয়ত দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইয়া থাকে।’ বাৎসল্যরসের ইহা অনন্য-সাধারণ সাত্ত্বিকভাব।

“নিচুলিত-গিরিধাতু-স্ফীতপত্রাবলীকা,-নখিলসুরভিরেণুন্ কালয়তির্যশোদা ।
কুচকলসবিমুক্তঃ স্নেহমাধ্বীকমেধো,-স্তব নবমভিষেকং দুগ্ধপুরৈঃ করোতি ॥”

(ললিতমাধব-নাটক)

“হে কৃষ্ণ ! তোমার সুব্যক্ত পত্রাবলি-রচনাদি গোরজসমূহে বিলুপ্ত হইয়াছিল, মা যশোদা কুচ-কলসবিমুক্ত স্নেহময় মাধ্বীকপূর্ণ পরম পবিত্র দুগ্ধধারায় ঐ ধূলি প্রক্ষালনপূর্বক তোমার অভিনব অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন।”

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনেও শ্রীকৃষ্ণের কথামাত্র শ্রবণে মাতা যশোদার এই স্তন্যস্রাবরূপ-সাত্ত্বিক ভাবটির অতিশয় প্রাবল্য দেখা যায়। মাথুর-বিরহে শ্রীনন্দযশোদাদির সান্ধ্বনার জন্য যখন শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে আগমন করেন এবং নন্দালয়ে শ্রীনন্দমহারাজের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-আলাপন করেন, তখন সেই দীর্ঘ-অনাহার-ক্লশা মাতা যশোমতীর বিপুল স্তন্যস্রাবের কথা শ্রীপাদ শুকমুনি বর্ণনা করিয়াছেন—“যশোদা বর্ণ্যমানানি পুত্রস্য চরিতানি চ। শুব্ভ্যশুগ্যবাস্রাক্ষীং স্নেহস্নুতপয়োধরা ॥” ‘যখন শ্রীল ব্রজরাজ শ্রীউদ্ধবের নিকট নিজপুত্রের প্রভাবময় চরিত্র-বর্ণন করিতেছিলেন, তখন নিজপুত্রের

কথা শুনিতে শুনিতে পুত্রস্নেহে যশোদার স্তন হইতে মেঘমুক্ত জলধারার ন্যায় দুগ্ধধারা বসিত হইতেছিল এবং নয়ন হইতে বিগলিত শোকাশ্রু-ধারায় পরিহিত বসন ভাসিয়া যাইতেছিল ।’

এই প্রকার পুত্রস্নেহভরেই মাতা যশোমতী তাঁহার পুত্রের অঙ্গে ঘর্মবিন্দুর লেশমাত্র দর্শনে তাঁহার সুকোমলাঙ্গ শিশুর পরিশ্রম চিন্তা করিয়া অবুঁদ-প্রাণ ও দেহদ্বারা ঐ ঘর্মবিন্দুর উপশম-বিধানের নিমিত্ত প্রযত্ন করিয়া থাকেন । “তদীয়োচ্ছলদ্যধর্মস্যপি লবস্য রক্ষণবিধৌ স্বপ্রাণদেহাশ্বদৈঃ” মাতা যশোদার বাৎসল্য-স্নেহের সাক্ষাৎ অনুভব ব্যতীত কোনও বিদ্বান্ বা কবি তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা বা কাব্যে যে এইরূপ বর্ণনা প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা ধারণারও অতীত । শ্রীপাদ রঘুনাথের এই বর্ণনার পোষক যে কোন দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক না কেন, সবই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে সন্দেহ নাই । ব্রজরসের মহাশিল্পী শ্রীপাদ রঘুনাথের মা যশোদার বাৎসল্যরসের এই অপূর্ব চিত্রাঙ্কনের তুলনা নাই ।

শেষে বলিলেন—“ক্ষণমাত্রমপ্যকলনাৎ সদ্যঃপ্রসূতেব গৌর্ব্যাগ্রা যা বিলপত্যলং বহুভয়াৎ সা পাতু গোষ্ঠেশ্বরী” “ক্ষণকাল মাত্রও পুত্রমুখ না দেখিলে যিনি সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর ন্যায় সাতিশয় ব্যগ্রা ও ভয়বিহ্বলা হইয়া বিলাপ করিতে থাকেন—সেই শ্রীগোষ্ঠেশ্বরী মাতা যশোদা আমায় রক্ষা করুন ।’ তাই শ্রীকৃষ্ণের বন-গমনের প্রাক্কালে মাতা যশোদার ব্যাকুলতা মহাজন বর্ণনা করিয়াছেন—

“দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী-নেহ ।

গোধন-সঙ্গে বিজয় করি নিজ সুতে
কি করব না পায়ই থেহ ॥

মুখ ধরি চুম্বন করতাই পুন পুন
নয়নে গলস্নে জলধার ।

স্তন-গত বসন ভিগি পড়য়ে ঘন
ক্ষীর-ধারা অনিবার ॥

বিনিহিত নয়ন বয়ন-কমল পর
যেছন চাঁদ-চকোর ।

দিন অবসানে কিয় পুন হেরব
অনুমানি হোয়ত বিভোর ॥

কো বিহি অদভুত প্রেম ঘটাতল
তাহে পুন ইহ পরমাদ ।

ভগ রাধামোহন অনুদিন ঐহন
হোয়ত রসমরিষাদ ॥

পুত্রাছুচ্চরপি হলধরাং সিঞ্চতি স্নেহপূরৈ-
 গোবিন্দং যাদুতরসবতী প্রক্রিয়াসু প্রবীণা ।
 সখ্যশ্রীভিব্রজপুরমহারাজরাজ্ঞীং নৈযন্তদ্-
 গোপেজ্জং যা স্মখয়তি ভজে রোহিণীমিশ্বরীং তাম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ । যিনি নিজপুত্র বলদেব অপেক্ষাও শ্রীগোবিন্দকে সমধিক স্নেহরসে অভিষিক্ত করেন, যিনি অদ্ভুত পাকাদি কার্যে পরম প্রবীণা, ব্রজপুররাজ্ঞী যশোদার সহিত যাহার একান্ত সখ্যভাব, নীতি-কুশলতায় গোপেশ্বর শ্রীনন্দের যিনি সমধিক প্রীতি-বর্ধন করেন, সেই ঈশ্বরী শ্রীরোহিণীদেবীকে আমি ভজন করি ॥ ১১ ॥

সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ হইতে গৃহাগমনের কাল যতই সন্নিগত হইতে থাকে, কৃষ্ণবিরহে পরম ব্যগ্রা ও ভয়বিহ্বলা জননী যশোদা বার বার ঘর ও বাহির গতাগতি করিয়া সদ্যপ্রসূতা কোটি কোটি গাভীর বাৎসল্যকেও তিরস্কৃত করেন ।

“যান্তী গেহাদজিরমজিরাদ্গেহমায়ান্ত্যথো যা
 শুষাদত্তানন্মদতিরুজৈবান্তিমং যামমহঃ
 সা গোষ্ঠেশা-তরণিতনয়ে নেত্রযুগ্মাৎ কুচাভ্যাং
 জহোঃ কন্যে অসৃজদিব তং প্রেক্ষ্য সুনুং সমীপে ॥” (কৃঃ ভাঃ-১৭।১২)

“গোষ্ঠেশ্বরী তনয়ের গৃহে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া বারে বারে গৃহ হইতে অঙ্গনে এবং অঙ্গন হইতে গৃহে যাতায়াত করিতেছিলেন এবং তনয়ের প্রতি বিবিধ শঙ্কায় তাহার বদন শুকাইয়া গিয়াছিল, তন্নিমিত্ত যিনি অত্যন্ত বেদনার সহিত দিবসের শেষ যাম অতিবাহিত করিতেছিলেন, তিনি হঠাৎ প্রাণাধিক তনয়কে নিকটে বিলোকন করিয়া নেত্রদ্বয় হইতে দুইটি যমুনার ও কুচযুগল হইতে দুইটি গঙ্গাধারার সৃষ্টি করিলেন ।” মাতা যশোদার বাৎসল্যপ্রেমের তুলনা নাই । তাই শ্রীপাদ রঘুনাথের প্রার্থনা—

“পুত্রস্নেহে বিগলিত যাহার অন্তর ।
 স্তনক্ষীরে আঁখি-নীরে ভাসে নিরন্তর ॥
 পুত্র-অঙ্গে ঘর্ম হেরি অতি ব্যগ্র হ’য়ে ।
 শান্তি বিধান করে কোটি দেহ-প্রাণ দিয়ে ॥
 ক্ষণকাল অদর্শনে গোবিন্দবদন ।
 প্রসূত-গাভীর ন্যায় ব্যাকুলিতা হন ॥
 ভয়ে ব্যগ্র হৈয়া যিনি করেন বিলাপ ।
 যশোমতি রক্ষা করু করি আশীর্বাদ ॥” ১৩ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণে পরমস্নেহবতীং রোহিণীং স্তৌতি—পুজাদিত্যাदि। তামীশ্বরীং স্বামিনীং রোহিণীং রামজননীং ভজে। যা হলধরাদ্রামাৎ পুজাদপি উচৈঃ স্নেহপূরৈরতিশয়ৈঃ স্নেহরূপ জলসমুহৈ-
গোবিন্দং সিঞ্চতি অভিসিঞ্চতি পুজাদিতি। যজগভাদিত্রাৎ পঞ্চমী পুত্রমতীত্যোত্যর্থঃ। হলধরাদিতি
বিশেষণং রোহিণ্যাঃ পুজান্তরব্যাব্ত্যর্থঃ। পুরো জলসমুহে স্যাদব্রগসংস্কৃদ্ধি খাদ্যস্মোরিতি মেদিনী। অদ্ভুতাশ্চ
তা রসবত্যাঃ প্রক্রিয়া রন্ধনপ্রকারাশ্চেতি তাসু প্রবীণা পটুঃ এবং সখ্যা শ্রীতিবন্ধুতাপরিপাটীভিব্রজপূর
মহারাজরাজী যশোদা তামিবেতি লুপ্তোপমা। এবং নয়ৈঃ কৰ্তব্য্য কৰ্তব্যাসূচক নীতিভির্গোপেদ্ভ্যঃ নন্দং
সুখয়তি সুখিনং করোতি ॥ ১১ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্বামি-চরণের চিত্ত-মন ব্রজরসের অমৃতপ্রবাহে
যেন ভাসিয়া চলিয়াছে। ব্রজপরিকরগণের অনন্তমধুর ভাব-পরিপাটী শ্রীপাদের নয়ন-সম্মুখে খেলিয়া
বেড়াইতেছে। এই শ্লোকে রোহিণীমাতার বাৎসল্য-প্রীতির উল্লেখ করিয়া তাঁহার শ্রব করিতেছেন।
শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ বাৎসল্য-প্রেমিকগণের মধ্যে শ্রীনন্দ-যশোদার পরই রোহিণীমাতার উল্লেখ
করিয়াছেন। শ্রীপাদ এই শ্লোকে প্রথমতঃ বলিতেছেন—“পুজাদুচৈরপি হলধরাৎ সিঞ্চতি স্নেহপূরৈ-
গোবিন্দং যা” মাতা রোহিণী স্বপুত্র হলধর অপেক্ষাও শ্রীগোবিন্দকে সমধিক স্নেহরসে অভিসিঞ্চিত করেন।
শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদেশ-দীপিকায় লিখিয়াছেন—

“রোহিণী বৃহদম্বাস্য প্রহর্যারোহিণী সদা। স্নেহং যা কুরুতে রামস্নেহাৎ কোটিগুণং হরৌ ॥”

অর্থাৎ রোহিণী আনন্দময়ী ও শ্রীকৃষ্ণের “বড় মা” বলিয়া বিখ্যাত। বলরাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে
কোটি গুণ স্নেহ করেন। শ্রীপাদ শুকমুনি শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজের বাৎসল্যভাবের গোপ-গোপীগণের আপনা-
পন সন্তান অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণেই সমধিক প্রীতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ দেখাইতে গিয়া তিনি
বলিয়াছেন—“কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মনমখিলাত্মনাম্” অর্থাৎ ‘নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সকলের আত্মার
আত্মা।’ ব্রজবালকগণ সব শ্রীকৃষ্ণের লীলাপরিকর, সুতরাং তাঁহাদের মাতা-পিতার আত্মার আত্মা
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপন সন্তান অপেক্ষা অধিক প্রীতি থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু বলদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের
অভিন্নবিগ্রহ হইলেও যে রোহিণীমাতার নিজপুত্র বলদেবাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অধিক প্রীতি ইহা তাঁহার অসা-
ধারণ বৈশিষ্ট্য। তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণ এবং বলদেব উভয়কেই যশোদা ও রোহিণী আপন সন্তান
বলিয়াই মনে করেন। বিন্দুমাত্র কিছু ভেদজ্ঞান থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে “তন্মাতরৌ নিজসুতৌ”
ইত্যাদি (১০।৮।২৩) শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী-ব্যাখ্যায় লিখিত আছে—“নিজৌ স্বীয়ৌ সুতৌ ইতি তন্মাতরৌ
প্রত্যেবং স্নেহভর উক্তঃ নিজনিজেত্যানুভূত্বাৎ” অর্থাৎ রাম ও কৃষ্ণের জননী যশোদা ও রোহিণী নিজপুত্রকে
ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এইরূপ উক্তি ইহাতে জানা যায়, তাঁহাদের কৃষ্ণ, বলদেবে কোন ভেদদৃষ্টি ছিল না।
ভেদদৃষ্টি থাকিলে শ্রীশুকদেব “নিজপুত্র” না বলিয়া “নিজ নিজ পুত্র” এইরূপ বলিতেন। কেবল রাম,

কৃষ্ণের বাল্যেই নহে, পৌগন্ড এবং কৈশোরেও শ্রীশুকমুনি যশোদা, রোহিণীর সমভাবে নিজপুত্র রাম-কৃষ্ণের লালনাদির কথা বলিয়াছেন ।

“তয়োৰ্যশোদারোহিণৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে ।

যথাকামং যথাকালং ব্যধতাং পরমাশীষঃ ॥

গতান্ধবানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মদনাতিতিঃ ।

নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যপ্রগুগন্ধমজিতৌ ॥

জনন্যুপহাতং প্রাশ্য স্বাদন্নমুপলালিতৌ ।

সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে ॥” (ভাঃ-১০।১৫।৪৫-৪৭)

“পুত্রবৎসলা যশোদা ও রোহিণী গৃহাগত কৃষ্ণ ও বলরামের ইচ্ছানুরূপ সময়োচিত নানাবিধ ভোগ্যবস্তু সম্পাদন করিলেন । তাঁহারা স্নান ও অঙ্গ-মার্জনাদিদ্বারা কৃষ্ণ-বলদেবের বনবিহার-শ্রমাপ-নোদন করিলেন, তদন্তর তাঁহারা দিব্যবস্ত্র পরিধান ও মাল্য-চন্দনাদিতে ভূষিত হইয়া জননীপ্রদত্ত সুস্বাদু মিষ্টান্নাদি ভোজন করত পরমসুখে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিলেন ।” সর্বত্র এইরূপ সমান স্নেহ-ব্যবহার দৃষ্ট হইলেও কিন্তু শ্রীরোহিণীমাতা অন্তরে স্বপুত্র বলদেবাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে সমধিক প্রীতি বহন করিয়া থাকেন । যদিও বলদেব শ্রীকৃষ্ণেরই অভিন্ন বিগ্রহ তবু শ্রীকৃষ্ণই মূলস্বরূপ এবং কৃষ্ণপ্রেমিকগণের চিত্তও শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ বলিয়া রোহিণীমাতার শ্রীকৃষ্ণে বলদেবাপেক্ষা অধিক স্নেহই সমীচীন । বিশেষতঃ ব্রজবাসিপার্শ্বদ সকলেরই শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি সম্পর্কিত হইয়াই দেহ, গেহ, পুত্রাদি আত্মীয়-স্বজনে প্রীতি বা ভালবাসা প্রকাশিত হইয়া থাকে, স্বতন্ত্রভাবে নহে । শ্রীব্রজা শ্রীভগবানের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—“যদ্ধা-মার্থসুহৃৎপ্রিয়াতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে” (ভাঃ-১০।১৪।৩৫) “হে দেব ! ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, মিত্র প্রভৃতি সর্ববিধ প্রীত্যাশ্রয় বস্তুই একমাত্র আপনারই জন্য ।” এই জন্যও বলদেবাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে রোহিণী-মায়ের সমধিক স্নেহাশ্রয় ।

তৎপরে বলিলেন—“যাহা তুতরসবতীপ্রক্রিয়াসু প্রবীণা” ‘যিনি অদ্ভুত পাকাদি কার্যে সুনিপুণা ।’ পরম আসক্তির সহিত যিনি শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের নিমিত্ত অতি অদ্ভুত অর্থাৎ চমৎকার স্বাদিষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া থাকেন । শ্রীশুকদেব মুনির বর্ণনা হইতে জানা যায়—

“সরিভীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নাজ্জুনমথাস্বয়ং । রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভূশম্ ॥

নোপেয়াতাং যদাহুতো ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ । যশোদাং প্রেময়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্ ॥”

(ভাঃ-১০।১১।১২ ও ১৩)

অর্থাৎ “যমলাজ্জুনভগ্নের কিছুদিন পরে একদিন কৃষ্ণ জলাশয়-তীরে ক্রীড়া করিতেছিলেন । ইত্যবসরে বলদেব-জননী রোহিণী তাঁহাকে এবং বলদেবকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্রীড়াবশে

মত্ত থাকায় নিকটে আসিলেন না ; তাহা দেখিয়া পুত্রবৎসলা শ্রীরোহিণী তাহাদিগকে আনিবার জন্য যশোদাকে পাঠাইয়া দিলেন ।” এই প্রসঙ্গে শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-টীকায় লিখিত আছে—“রোহিণী তডোজন-সাধনাত্যাসক্তয়া শ্রীযশোদয়ৈব প্রেষিতেতি জ্ঞেয়ম্” অর্থাৎ ‘মূলে যে রোহিণীকে ‘পুত্রবৎসলা’ বলা হইয়াছে, তাহার কারণ রোহিণীদেবীর শ্রীরামকৃষ্ণের ভোজ্যদ্রব্য রন্ধনেতে অতিশয় আসক্তিহেতু রামকৃষ্ণকে আহ্বানের নিমিত্ত তিনি যশোদাকেই প্রেরণ করিলেন ।’

শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী—শ্রীরাধার দাসী, সূতরাং রোহিণীমাতার রন্ধন-নৈপুণ্য গুণটি তাহার সমাক্রোশেই অনুভূত । কারণ প্রতিদিন মাতা যশোদা শ্রীরাধারানীকে রন্ধনের নিমিত্ত নন্দীশ্বরে আহ্বান করেন । শ্রীরাধারানীর সহিত ছায়ার মত তুলসীমঞ্জরী (রঘুনাথ) নিত্য নন্দালয়ে গমন করেন ও শ্রীমতীর রন্ধন-কার্যের সহায়তা করেন । সূতরাং ব্রজে প্রসিদ্ধা অদ্ভুত পাচিকা রোহিণীমায়ের পাককার্যের পারদর্শিতা তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূত ।

অতঃপর শ্রীপাদ বলিলেন—“সখ্যাত্মিভিব্রজপুরমহারাজরাজীম্” ‘ব্রজপুর-মহারাজী শ্রীযশোদার সহিত যাহার অতি মধুর সখ্যতাব । উভয়েরই যেন বাৎসল্যরসময় একটি প্রাণ, দুইটি দেহ । এ-যেন বাৎসল্যরসের যমুনা, জাহ্নবীর মহাপুণ্যময় মিলন ! এই অলৌকিক ত্রিবেণী-সঙ্গমে অবগাহনকারীও বাৎসল্যরসাস্বাদনে চির ধন্য বা কৃতার্থ হইবেন সন্দেহ নাই । ভক্তে ভক্তে সৌহার্দ হয় কৃষ্ণকে মধ্যে রাখিয়া, ইহা জাগতিক সখ্য বা সৌহার্দের মত অনিত্য নয়, ইহা নিত্য শাস্বত । অতএব কৃষ্ণ, বলদেবকে মধ্যে রাখিয়া তাহাদের নিত্যজননী যশোদা, রোহিণীর সখ্যের নিত্যতার ও মধুরতার কথা কে বলিবে ? যশোদার ত কথাই নাই, সারা ব্রজবাসিজনের প্রতিই রোহিণীমায়ের অলৌকিক বা অকৃত্রিম প্রীতি-সৌহার্দের কথা রহস্তাগবতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত দেখা যায় । শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলায় বসুদেবকর্তৃক রোহিণীমাতা দ্বারকায় নীতা হইয়াও এবং রাম, কৃষ্ণকে বসুদেব-নন্দনরূপে পাইয়াও ব্রজের সৌহার্দ ভুলিতে পারেন নাই । ব্রজপ্রেমস্মরণে শ্রীদ্বারকানাথের প্রেমবিহ্বলতা কালে শ্রীউদ্ধব যখন শ্রীনারদের নিকট ব্রজপ্রেমের মহত্ত্বের কথা বলিতেছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া রোহিণীমাতা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন—

“আস্তান্ শ্রীহরিদাস ত্বং মহাদুর্দ্দৈবমারিতান্ । সৌভাগ্যগন্ধরহিতান্ নিমগ্নান্ দৈন্যসাগরে ॥

ততদ্ভাড়াববহাচিস্তাপ্যমানান্ বিষাকুলান্ । ক্ষণাচিন্তাসুখিন্যা মে মা স্মৃতেঃ পদবীং নয় ॥

অহং শ্রীবসুদেবেন সমানীতা ততো যদা । যশোদায়া মহাত্মায়াস্তদানীন্তনরোদনৈঃ ॥

গ্রাবোহপি রোদিত্যশনেরপ্যন্তর্দলতি ধ্রুবম্ । জীবন্মৃতানামন্যাসাং বার্তাং কোহপি মুখং নয় ॥

অথাগতং গুরুগৃহাৎ ত্বৎপ্রভুং প্রতি কিঞ্চন । সংক্ষেপেণৈব তদ্বত্তং দুঃখাদকথয়ং কুধীঃ ॥

ন হি কোমলিতং চিত্তং তেনাপ্যস্য যতো ভবান্ । সন্দেশ-চাতুরীবিদ্যাগ্রগন্তঃ প্রেষিতঃ পরম্ ॥”

(স্বঃ ভাঃ-১৮৩২৯-৩৪)

উগচ্ছুভ্রাংকোটীদ্যুতিনিকরতিরস্কারকাযু যজ্জলশ্রী-
 দুর্বারোদ্ধামধাম-প্রকর-রিপুষ্টোন্মাদ-বিক্ষংসিগন্ধঃ ।
 স্নেহাদপ্যুন্নিমেষং নিজমল্লজমিতাহরণ্যভূমৌ স্ববীতং
 তদ্বীৰ্য্যজ্ঞোহপি যো ন ক্ষণমুপনয়তে শৌমি তং ধেনুকারিম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ । উদীয়মান কোটিচন্দ্রের প্রভাহারী যাঁহার শ্রীঅঙ্গরে উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি, যিনি
 অনায়াসে অতিশয় দুর্বীর ও দুর্দমনীয় রিপুকুলের মদগর্ব বিধ্বংস করিয়াছেন, যিনি গোষ্ঠারণে

“হে হরিদাস উদ্ধব ! তুমি ক্ষান্ত হও, আমি যাঁহাদিগের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী
 হইয়াছি, সেই মহাদুর্দৈবহত, সৌভাগ্যগন্ধরহিত, দৈন্য-সাগরে নিমগ্ন, ভীষণ বাড়বানল-শিখাসত্ত্ব,
 বিরহ-বিষে জর্জরিত ব্রজবাসিদিগকে আর স্মৃতিপথে আনয়ন করিও না ! শ্রীবসুদেব যখন আমার
 গোকুল হইতে আনয়ন করেন, তদানীন্তন মহার্তা যশোদার রোদনে কতিন পাষণ্ড রোদন করিয়াছিল;
 বজ্রও বিদীর্ণ হইয়াছিল ; আর অন্যান্য জীবন্মৃত গোপীগণের কথা কে মুখে আনিতে পারে ? হে শ্রীমান্
 উদ্ধব ! তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরু সান্দীপনির গৃহ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আমি
 কুবুদ্ধি বলিয়াই দুঃখভরে তোমার প্রভুকে অতি সংক্ষেপে বুজের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম । আমার
 কথায় তোমার প্রভুর চিত্ত নিশ্চয়ই কৌমল হয় নাই, যেহেতু, তিনি স্বয়ং ব্রজে গমন না করিয়া সন্দেশ-
 চতুরী বিদ্যা-কুশল তোমায় ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।” এই কথাই মাতা রোহিণীর অকৃত্রিম ব্রজ-
 সৌহার্দের উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিতেছে ।

পরিশেষে বলিলেন—“নয়ৈত্তদগোপেন্দ্রং যা সুখয়তি ভজে রোহিণীমীশ্বরীং তাম্” অর্থাৎ ‘নীতি-
 কুশলতায় যিনি গোপেশ্বর নন্দ্রের সমধিক প্রীতি বর্ধন করেন ।’ গোপরাজ তাঁহার অভিন্নহৃদয় শ্রীবসুদেব
 মহাশয়ের মহাপতিব্রতা পত্নী রোহিণীর অদ্ভুত নীতি-কুশলতা দর্শনে ভাবিতেন—‘এই পরম নীতিজ্ঞা
 মহাপতিব্রতার আগমনেই তাঁহার এই বিশ্ব-বিমোহন সন্তানলাভ ও এতাদৃশ বিশাল সুখ-সমৃদ্ধি উপলব্ধ
 হইয়াছে ।’ তাই তাঁহার গৃহে রোহিণীর স্থিতিতে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া মহাসুখ পাই-
 তেন । সেই ‘ঈশ্বরী’ অর্থাৎ যশোদা, দেবকীর ন্যায়ই শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহা শ্রীরোহিণীকে বন্দনা করিয়া
 শ্রীপাদ রঘুনাথ তাঁহার পাদপদ্ম-ভজন কামনা করিতেছেন—

“বলদেব হৈতে যেই অধিক আনন্দে ।

স্নেহরসে অতিষিক্ত করে শ্রীগোবিন্দে ॥

পাককার্ষ্যে সুপ্রবীণা ব্রজেতে সুখ্যাতি ।

যাঁর শুদ্ধ-সখ্যে সুখী নন্দ-যশোমতি ॥

সে ঈশ্বরী রোহিণীকে সদা নমস্করি ।

তাঁহার চরণে ভক্তি সংপ্রার্থনা করি ॥” ১১ ॥

স্নেহাধিক্যবশতঃ চঞ্চল কৃষ্ণকে নিমেষের জন্যও নয়নের আড়াল করিতেন না, শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ঐশ্বর্য অবগত হইয়াও যাঁহার এতাদৃশ স্নেহব্যবহার অতি সমীচীনই হইয়াছে—সেই ধেনুকারি শ্রীবলদেবকে আমি স্তব করি ॥ ১২ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যতিবাৎসল্যাৎ বলং শ্রীবলদেবং স্তোতি—উদ্যদিত্যাदि। তং ধেনুকারিং বলদেবং স্তোমি। যো বলদেবঃ উদ্যৎ শুভ্রাংশুকোটেঃ প্রকাশমান-চন্দ্রকোটেদ্যুতিনিকরস্য দ্যুতিসমূহস্য তিরস্কারকারিণী উজ্জ্বলা দেদীপ্যমানা শ্রীঃ শোভা यस্য সঃ। এবং দুর্বারোদুঃখেন নিবারণীয় উদ্যমঃ স্বতন্ত্রঃ স্বতঃসিদ্ধ ইতি যাবৎ। ধাম্নঃ প্রভাবস্য প্রকরোনিচল্লো যাসাং এবভূতা রিপুঘটাঃ শত্রুসমূহা-স্তাসামুন্মাদবিক্ধংসী অহঙ্কারবিনাশী গন্ধঃ সম্বন্ধো यस্য সঃ। উদ্যামোবন্ধরহিতে স্বতন্ত্রে চ প্রচেতসীতি। ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্ম প্রভাবয়োরিতি। প্রকরঃ স্যাৎ পুমান্ সঙেষ বিকীর্ণ কুসুমাদিষু ইত্যাদি চ মেদিনী। অপি চ যঃ স্নেহাদপি অপিকারাতাড়নাদেরপি এতেন বলদেবস্য শুদ্ধবাৎসল্যাৎ ধ্বনিতম্। উন্নিমেষম্ উদত্যন্ত সুক্ষ্মকালং স্ববীতং সুচ্টববীতং চঞ্চলমিতি যাবৎ। নিজমনুজং শ্রীকৃষ্ণং অরণ্যভূমৌ বনস্থানে ইতোভবতি পালনর্থমনুগতো ভবতি। যদ্বা উন্নিমেষম্ উদগতাক্ষি নিমীলনং যথা স্যাদিতি ক্রিয়া-বিশেষণং নিমেষেণাপি তেন বিচ্ছিনো ন ভবতীত্যর্থঃ। নিমেষনিমেষৌ কালপ্রভেদেহক্ষিণিমীলনে ইতি মেদিনী। ননু স্বয়ং ভগবতস্তস্য স্ববীতত্বে কা শঙ্কা বলদেবস্যাপি তদ্রক্ষণ-প্রয়াসে তদৈশ্বর্যাজ্ঞত্বেন মায়িকত্বমাপদ্যত ইত্যত্রাহ তদ্বীৰ্য্যজ্ঞোহপি ক্ষণমপি নাপনয়তে অপনয়্যং ন করোতি। অয়ং ভাবঃ স্বয়ং ভগবতো মনুষ্যাকারলীলায়াং তৎ সহচরস্য যদীশ্বরত্বাবলম্বিনী ক্রিয়া ভবেৎ তদৈব তৎক্রিয়ায়া ভগবল্লীলা-পোষকত্বাভাবাদপন্যাগ্নোইনুপযুক্ততা ভবেৎ তদভাবে তু ন্যায় এবতি স্বরীতমিতি রেফোপান্ত পাঠে নবীনা বকারোপান্তংকল্পয়িত্বা সুষ্ঠু অবীতং রক্ষিতমিতি তদতীব্রমন্দম্ অব রক্ষণ ইত্যস্মাৎ তৎ প্রত্যয়ে কৃতে অবিতমিতি হুস্বেকারান্ত পাঠাপত্তেঃ ॥ ১২ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ কোটিসমুদ্রগন্তীর ব্রজপার্ষদগণের ভাব-চেষ্টাদির স্ফুরণধারা প্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছেন। শ্রীপাদের বিশুদ্ধসত্ত্ব-ভাবিত-চিত্তে স্বপ্রকাশ ব্রজপার্ষদগণের রূপ, গুণাদি স্বয়ংই স্ফুরিত হইতেছেন। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতনু শ্রীশ্রীবলদেবের কিঞ্চিৎ রূপ-গুণাদির উল্লেখ করিয়া তাঁহার স্তুতি করিতেছেন। প্রথমতঃ বলিতেছেন—“উদ্যচ্ছুভ্রাংশুকোটিদ্যুতিনিকরতিরস্কা-র্যুজ্জ্বলশ্রীঃ” অর্থাৎ “উদীয়মান কোটিচন্দ্রের প্রভাহারী যাঁহার শ্রীঅঙ্গের উজ্জ্বল শুভ্রকান্তি।” কোটিচন্দ্রের সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়া অঙ্গের কান্তির সঙ্গে লাভণ্য-সৌন্দর্যাদিও ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন—

“শুভ্রঃ স্ফটিকবর্ণাঢ্যো বলরামো মহাবলঃ। নীলবস্ত্রপরিধানো বনমালাবিরাজিতঃ ॥

দীর্ঘকেশঃ সুলাবণ্যশ্চূড়া চাক্ষুর্মনোহরা। রত্নকুণ্ডলযুগ্মঞ্চ কর্ণযুগ্মে বিরাজিতম্ ॥

নানাপুষ্পমণিহারঃ কণ্ঠদেশে সুশোভিতঃ। কেয়ুরবলয়ৌ যুগ্মৌ বাহুযুগ্মে বিরাজিতৌ ॥

রত্ননূপুরযুগ্মঞ্চ পাদযুগ্মে সুশোভিতম্ । বসুদেবঃ পিতা তস্য মাতা চ রোহিণী ভবেৎ ॥”

(শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগোদেহদীপিকা-৭০)

“শ্রীবলরামের অঙ্গপ্রভা স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, মহাবল-পরাক্রান্তহেতু নাম ‘বলরাম’, পরিধানে নীলাম্বর, বনমালায় সুশোভিত, কেশপাশ দীর্ঘ, সুন্দর ও লাবণ্যপূর্ণ, চূড়া সুন্দর ও মনোহারিণী, যুগলকর্ণে রত্নকুণ্ডল পরিশোভিত, নানাবিধ কুসুমহার ও মণিহার কণ্ঠদেশে বিরাজিত, কেশুর ও বলয়-যুগল বাহুদ্বয়ে সুশোভিত, পাদপদ্মে রত্ননূপুর বিরাজমান । ইহার পিতা বসুদেব ও মাতা রোহিণী ।” শ্রীগর্গাচার্যও নামকরণকালে শ্রীবলদেবের রূপ, গুণ ও বলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

“অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সূহৃদৌ গুণৈঃ ।

আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদলং বিদুঃ ।

যদুনামপৃথগ্ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি ॥” (ভাঃ-১০।৮।১২)

“এই রোহিণীপুত্রের তিনটি নাম রাম, বলদেব ও সঙ্কর্ষণ । ইনি বিবিধ গুণে আত্মীয়-স্বজনের চিত্তে আনন্দদান করিবেন, এইজন্য ইহার নাম ‘রাম’, ইনি অসাধারণ বলবান্ হইবেন এইজন্য ইহার নাম ‘বল’ ; আবার ইনি পৃথক্ ভাববিশিষ্ট যদুবংশীয় লোকদিগকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সকলের একমন, একপ্রাণ করিয়া তুলিবেন—এইজন্য ইহার নাম হইবে ‘সঙ্কর্ষণ’ । অতএব শ্রীবলদেব রূপ, গুণ ও বলের সিদ্ধি । শ্রীপাদ বলিলেন—“দুর্বারোদ্দামধামপ্রকররিপুষটোন্মাদবিক্ষংসিগন্ধঃ” “যিনি অনায়াসেই অতিশয় দুর্বার ও উদ্দাম বা দুর্দমনীয় রিপুগণের গর্ব খর্ব করিয়াছেন ।” ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ লীলা-পুরুষোত্তম, ব্রজপরিকরগণসঙ্গে ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধমাধুর্যময়-লীলারস আশ্বাদনই তাঁহার আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য । অসুরমারণ, ধরাভার-হরণাদি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কার্য নহে । তবু শ্রীকৃষ্ণের যে অসুর-মারণাদি কার্য দেখা যায়, ইহা শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহে শ্রীবিষ্ণুই করিয়া থাকেন ।

“স্বয়ং ভগবানের কৰ্ম নহে ভারহরণ । স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগত-পালন ॥

কিন্তু কৃষ্ণের যেই হয় অবতার-কাল । ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল ॥

পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে । আর সব অবতার তাতে আসি মিলে ॥

নারায়ণ চতুৰ্য্যহ মৎস্যাদ্যবতার । যুগম্ভবন্তরাবতার যত আছে আর ॥

সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হন অবতীর্ণ । ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥

অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে । বিষ্ণুদ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর-সংহারে ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

বিষ্ণুদ্বারে শ্রীকৃষ্ণ যেমন, অসুরসংহার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অগ্রজ বলদেবের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত তাঁহার দ্বারা মহাদুর্ধ্ব ও প্রবল-বলশালী অসুরগণের নিধন-সাধন করান । ধেনুকাসুর, প্রলম্বাসুর প্রভৃতি দেবগণেরও দুর্বার ও দুর্দমনীয় মহাশক্তিশালী অসুরগণকে ক্রীড়াচ্ছলে অতি অনায়াসেই নিধন

করেন শ্রীবলদেব । এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—“নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যানন্তে জগদীশ্বরে । ওত-প্রোতমিদং যচ্চিমংস্তদ্বৎসল যথা পটঃ ॥” (ভাঃ-১০।১৫।৬৬) ‘হে রাজন্ ! সুত্রে যেমন ওতপ্রোতভাবে বস্ত্র অধিষ্ঠিত, সেই প্রকার যে সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন, অপরিচ্ছিন্ন ও জগন্নিয়ন্তা তদ্বৎসলে ওতঃপ্রোতভাবে অখিল ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে এই ধেনুকাসুরমর্দনাদি কিছুমান আশ্চর্যজনক কার্য নহে ।’ তাৎপর্য এই যে, শ্রীবলদেব অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়াব্যুহ মূলসঙ্কর্ষণ ; সুতরাং তিনি তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন । এই সঙ্কর্ষণেরই অংশ প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিশু হইতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং মৎস্য-কুর্মাди অনন্ত অবতারের প্রকাশ হইয়া থাকে । এই সঙ্কর্ষণের অংশাংশই সর্বজীবের অন্তর্যামিপুরুষ ; সুতরাং তিনিই সর্বজগতের ঈশ্বর ও নিয়ন্তা ; তাঁহার শক্তির অসাধ্য কিছুই নাই । মহাপ্রলয়ে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি আকর্ষণ করেন এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডগুলি তাঁহাতেই বিলীন হইয়া যায়, ক্ষুদ্র অসুরবিনাশ-কার্য তাঁহার পক্ষে আর বিচিহ্নতা কি ? সুতরাং অসুরমারণাদি শক্তির কথা নরলীলাকে অবলম্বন করিয়াই আশ্চর্যের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে, ঐশ্বর্যলীলা চিন্তা করিলে ইহা অতি তুচ্ছাতুচ্ছ ব্যাপার । “নরলীল্যেব কৃতমিত্যাশ্চর্যেণ বর্ণ্যতে ন তু ঐশ্বর্য-লীলয়ৈত্যাং নৈতদিতি” (বৈষ্ণবতোষণী) ।

শেষে বলিলেন—“স্নেহাদপুষ্টিমেঘং নিজম্নজমিতোহরণাভুমৌ স্ববীতং তদ্বীর্য্যজোহপি যো ন ক্ষণমুপনয়তে” ‘যিনি গোষ্ঠারণ্যে স্নেহাধিক্যবশতঃ চঞ্চল কৃষ্ণকে নিমেষের জন্যও নয়নের আড়াল করিতেন না ; শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ঐশ্বর্য অবগত হইয়াও যাঁহার এতাদৃশ স্নেহ-ব্যবহার সমীচীনই হইয়াছে ।’ বলদেবের বাৎসল্যমিশ্রিত শুদ্ধসখ্যরস, “যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়” (চৈঃ চঃ) প্রচুর বাৎসল্যভাব মিশ্রিত সখ্য বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলদেবের এতাদৃশ স্নেহ-ব্যবহার প্রকাশিত হইয়া থাকে । ভক্তের প্রেমানুরূপ শ্রীভগবানেরও প্রেমবশ্যতা গুণের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও অগ্রজ বলদেবের প্রতি পরম ভক্তির প্রকাশ দেখা যায় । শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত, একদা কৃষ্ণ গোষ্ঠারণ্যে গিয়া অগ্রজের প্রতি স্তুতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

“অহো অমী দেববরামরাচ্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃ ফলার্হনম্ ।

নমস্ত্যপাদায় শিখাভিরান্ননস্তমোহপহতৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥

এতেহলিনস্তব যশোহখিললোকতীর্থং গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে ।

প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীন্মুখ্যা গুতং বনেহপি ন জহত্যনঘাতদৈবম্ ॥

নৃত্যন্ত্যামী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ কুর্ক্কাণ্ডি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন ।

সুস্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায় ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥

ধনোন্নমদা ধরণী তৃণবীরুধস্তত্বৎ-পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমুষ্ণতাঃ ।

নদ্যোহদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ পদয়াবলোকৈর্গোপ্যোহন্তরেণ ভুজয়োরাপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥”

শ্রীবলদেবও অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরূপ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অরণ্যপ্রদেশে নিমেষ-
কালও শ্রীকৃষ্ণকে নয়নের আড়াল করেন না। মাতা যশোমতীও বনগমনের প্রাক্কালে অনুরূপভাবে
শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার নিমিত্ত তাঁহার গোপালকে বলদেবের হস্তে সমর্পণ করেন।

তম্ প্রাণ করয়ে ব্যাকুলী ॥” (পদকল্পতরু)

যদিও বলদেব শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ঐশ্বর্য অবগত আছেন, তবু স্নেহাধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর নরলীলায় বলদেবের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কা সতত জাগরিত হয়। শুদ্ধ প্রেমের ইহাই স্বভাব, সুতরাং এতাদৃশ অনিষ্টাশঙ্কাই মাধুর্যভাবময় ব্রজলীলায় সমীচীন হইয়াছে। শ্রীপাদ বলিলেন—“স্তৌমি তং ধেনকারিণম্” ধেনকাসুর-নিধনকারী সেই বলদেবের স্তব করি।

পৰ্জ্জন্ম-নামা নিজতপ্ত-গৌৰ্বঃ
পৰ্জ্জন্মলক্ষণ্যভিতো বিনিদ্দন্ ।
যো নৰ্ম্ম তন্বন্ রমতেহস্ম কৰ্ণে
নমাম্যাহো কৃষ্ণপিতামহং তম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ । অহো ! যিনি পৌত্রের গর্বে মেঘসমূহকে নিয়ত নিন্দা করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৰ্ণে তাঁহার শ্রুতিসুখদায়ক মধুর নর্মকথা বিস্তার করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ-পিতামহ পৰ্জ্জন্মনামক গোপকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণস্য স্বনপ্তৃত্বেনাপ্ত পরমানন্দং তৎপিতামহং শ্রীপর্য্যায়নামানং জ্যোতি—পর্য-
ন্যোতি । অহৌ সমর্থং কৃষ্ণপিতামহং তং নমামি । অহৌ প্রশ্নে বিতর্কে চ সহসা কল্য ইষ্যতে ।
বিদ্যামানে চ সাদৃশ্য যৌগপদ্য সমৃদ্ধিশু । সমর্থো চেতি মেদিনী । নমাম্যহং কৃষ্ণপিতামহমিতি বা পাঠঃ ।
যঃ পর্য্যায়নামা সন্ নপ্তৃগবৈঃ নপ্ত্রা কৃষ্ণেন বর্ণনদ্বারা গবৈঃ পর্ব্বতোদ্ধরণাদি অতিমর্ত্যকশ্মকর্তা
মম নপ্তা অতো মৎসদৃশঃ কোহন্যঃ পৃথিব্যামস্তীত্যহঙ্কার বাক্যৈশ্চ গান্ধীর্য্যোগাভিত উভয়তঃ পর্য্যায়লক্ষণি
মেঘসমূহান্ বিনিদ্দন্ ন্যাক্কুব্বন্ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৰ্ণে রমতে শ্রবণেন্দ্রিয়ে ক্লীড়তি শ্রীকৃষ্ণশ্রবণবিষয়ো
ভবতীত্যর্থঃ । যদ্বা নপ্তুঃ কৃষ্ণাৎ যে গব্বাস্তৈরুভয়তো গন্তীর-বচসা ধনাদি বিতরণেন চ গান্ধীর্য্যাজল-
দানেন চ বিনিদ্দন্ ইতি অন্যৎ সমানম্ । পিতামহো হরের্গৌরঃ সিতকেশঃ সিতাম্বরঃ । মঙ্গলামৃত-
পর্য্যায়ঃ পর্য্যায়ভিধ উচ্যত ইতি দীপিকা ॥ ১৩ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । নিত্যপরিকর শ্রীপাদ রঘুনাথের বৃজপরিকরগণের ভাবমাধুরী
প্রত্যক্ষানুভূত । শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের উৎকর্ষ যেন রসাংশেই, অর্থাৎ নিখিল ভগবৎস্বরূপ-রসময়ই বটে
কিন্তু অখিলরসামৃতমুতি শ্রীকৃষ্ণেই যেন রসের চরম পর্য্যাবসান, তদ্রূপ ভগবৎ-পার্ষদগণের ভাবমাধুরীর
উৎকর্ষ ভাবাংশেই, নিখিল ভগবৎপার্ষদগণ স্ব-স্বভাবে ভগবৎমাধুরী আশ্বাদন করিলেও শুদ্ধমাধুর্যের ধাম
বুজেই পরিকরগণের ভাবের চরম বিকাশ । এই শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ পৰ্জ্জন্ম গোপের

“কোটিচন্দ্র জিনি অঙ্গকান্তির বৈভব ।

দুর্দান্ত প্রতাপরিপু মানে পরাভব ॥

অরণ্য-প্রদেশে শুদ্ধ স্নেহ-অনুগত ।

চঞ্চল গোবিন্দ-সঙ্গে বিহরে সতত ॥

শ্রীকৃষ্ণের বলবীৰ্য্য পরিজাত হৈয়া ।

সদা শিক্ষা দেন যিনি অনুজ বলিয়া ॥

সেই ধেনুকানি বীর শ্রীবলদেবে ।

সদা স্তুতি করি আমি আপনা শোধিতে ॥” ১২ ॥

ভাবমাধুরীর উল্লেখ করিতেছেন । শ্রীরাধাকৃষ্ণগোদেশ-দীপিকায় (১৫-১৮) বর্ণিত—

“পিতামহৌ হরৈগৌরঃ সিতকেশঃ সিতাম্বরঃ । মঙ্গলামৃতপর্জন্যঃ পর্জন্যো নাম বল্লবঃ ॥
যঃ সুরর্ষেনিদেশেন লক্ষ্মীভতুর্রূপাসনাম্ । বরিশৌ ব্রজগোষ্ঠীনাং স কৃষ্ণস্য পিতামহঃ ॥
পুরা নন্দীশ্বরে চক্রে শ্রেষ্ঠসন্ততিকাক্ষয়া । বাণমূর্ত্তা ততো ব্যোমিনি প্রাদুরাসীৎ প্রিয়ঙ্করী ॥
তপসানেন ধন্যো ভাবিনঃ পঞ্চ তে সুতাঃ । বরীয়ান্ মধ্যমন্তেষাং নন্দনামা ভবিষ্যতি ॥
নন্দনস্তস্য বিজয়ী ভবিতা ব্রজনন্দনঃ । সুরাসুরশিখরজ-নীরাজিতপদাম্বুজঃ ॥”

“শ্রীকৃষ্ণের পিতামহের নাম পর্জন্য, ইনি মঙ্গলরূপ সুধাবর্ষণকারী পর্জন্য অর্থাৎ মেঘের তুল্য (মেঘের একটি নাম পর্জন্য) । ইহার বর্ণ গৌর ও কেশ শুভ্র । ইনি সমস্ত ব্রজগোষ্ঠীর মাননীয় । পূর্বকালে নন্দীশ্বর-প্রদেশে ইনি দেবর্ষি নারদের উপদেশে উৎকৃষ্ট সন্তান-কামনায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা করেন । বিপুল তপস্যা করিলে পর তাঁহার পরম প্রীতিদায়ক আকাশবাণী হইয়াছিল—‘হে পর্জন্য ! তোমার এই ধন্য-তপস্যার ফলে পাঁচটি সন্তান হইবে, তন্মধ্যে মধ্যমটিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও নন্দ নামে খ্যাত হইবে । সেই নন্দের পুত্র বিজয়ী ও ব্রজের আনন্দদাতা হইবেন । সুরাসুর সকলেরই শিরো-রত্নদ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম নীরাজিত হইবে ।’”

সেই পরম কামনার পৌত্ররত্ন লাভ করিয়া পর্জন্য পৌত্রগর্বে লক্ষ মেঘকে বা নিখিল মেঘসমূহকে নিন্দা করিয়া থাকেন । একে ত পর্জন্য স্বয়ং সর্বগুণে অলঙ্কৃত হইয়া বিশ্বের মঙ্গলবর্ষণকারী পর্জন্য বা মেঘস্বরূপ হইয়া অন্বর্থ বা সার্থকনামা হইয়াছিলেন । শ্রীগোপালচম্পুতে শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদের-বর্ণনা হইতে জানা যায়—“স চ শ্রীমান্ পর্জন্যঃ সৌজন্যবর্ষ্যো নাজিতেন নিজৈশ্বৰ্য্যো নাপি বৈশ্যান্তরসাধারণ্য-মতীতায়, তচ্চ নাশ্চর্য্যম্, যতঃ স্বাপ্রিতদেশপালকতা-মান্যতয়া বদান্যতয়া ক্ষীরবৈভবপ্লাবিতসর্বজনতালব্ধ প্রাধান্যতয়া চ পর্জন্যসামান্যতামাপঃ—যঃ খলু প্রহ্লাদঃ শ্রবসি, ধ্রুবঃ প্রতিশ্রুতি, পৃথুমহিমনি, ভীষ্ম দুর্হাদি, শঙ্করঃ সৌহাদি, স্বয়ম্ভুগরিমণি, হরিস্তেজসি বভূব ।” অর্থাৎ ‘শ্রীমান্ পর্জন্য যে স্বীয় সৌজন্যে এবং স্বোপার্জিত ঐশ্বর্য্যদ্বারা বৈশ্যকুলে সর্বশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নহে । কারণ ইনি স্বীয় আশ্রিতদেশ-পালন-তৎপরতায় ও বদান্যতায় দুঃখ-সম্পদদ্বারা সর্বজনকে প্লাবিত করত পরম মান্যতা প্রাপ্ত হইয়া যেন পর্জন্যতা বা মেঘস্বরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ! যিনি নিশ্চিতরূপে যশে প্রহ্লাদ, প্রতিজ্ঞায় ধ্রুব, মহিমায় পৃথু, শত্রু শাসনে ভীষ্ম, সৌহার্দে শঙ্কর, গরিমায় ব্রহ্মা এবং তেজে শ্রীহরির ন্যায় ছিলেন ।’ সুতরাং স্বভাবতঃই তাঁহার গুণেই মেঘসমূহ নিন্দিত হইয়াছিল, তদুপরি স্বীয় পৌত্র শ্রীকৃষ্ণের রূপে ও গুণে মেঘসমূহের সর্বথা পরাভব হইয়াছিল । শ্রীকৃষ্ণের নিরুপম শ্যামল কান্তিতে এবং তাঁহার অলৌকিক গুণামৃত বা লীলামৃত-বর্ষণে অতিশয়রূপে মেঘ নিন্দিত হইয়াছিল ।

প্রিয়স্য নপ্তুঃ সুখাতোহৃতিগৰ্ব্বাৎ
পাদৌ ন যন্তাঃ পততঃ পৃথিব্যাম্ ।
নমামি নৰ্ম্মাচ্ছিত-নপ্তু-চন্দ্রাৎ
বরীযসীং কৃষ্ণপিতামহীং তাম্ ॥ ১৪ ॥

“মুক্তাহার বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু পিঞ্জ ছ ততি,
পীতাম্বর বিজুরী-সঞ্চার ।
কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য-উপর,
বরিষয়ে লীলামৃতধার ॥” (চৈঃ চঃ)

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সপ্তমবর্ষ বয়সে ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া শ্রীগোবর্ধনযাগের প্রবর্তনা করিলে ইন্দ্র
ক্রুদ্ধ হইয়া প্রলয়কালীন মেঘসমূহকে ব্রজভূমি-ধ্বংসের জন্য প্রেরণ করেন । তখন ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্র-
পাতাদিতে আর্ত ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ বাম করের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতেই শ্রীগোবর্ধন-ধারণ
করত সপ্ত অহোরাত্র নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া ব্রজবাসিসকলকে পরমানন্দ দান করেন । তৎকালে
শ্রীপর্জন্য পরিহাসের ভঙ্গীতে মেঘসমূহে নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন—‘ওহে মেঘগণ ! আমার নামও
পর্জন্য বা মেঘ, আমি বিদ্যমান থাকিতে আমার রাজ্য প্লাবিত করার জন্য তোমাদের এত আশ্পর্ধা !
তোমরা আগে আমার এই ছোট পৌত্রটিকেই নিজিত কর দেখি, তারপর আমার সহিত তোমাদের প্রতিবাদ
হইবে ।’

শ্রীপাদ বলিলেন—‘যিনি শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে তাঁহার শ্রুতি-সুখদায়ক মধুর নর্মকথা বিস্তার করেন !’
পিতামহের সেই পরিহাস-বাণীগুলি শ্রীকৃষ্ণের পরম আনন্দদায়ক হয়, তাই তিনি সব সময় পিতামহের
গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া অতিশয় কৌতুহলের সহিত তাঁহার পরিহাস-বাণীগুলি শ্রবণ করেন, সেই রসময়
পরিহাসবাণী শ্রবণের নিমিত্ত রসময়ের লোভের অন্ত নাই । শ্রুতি যাঁহাকে সর্বরস, সর্বগন্ধ, সর্বরূপ বলিয়া
বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারও এতাদৃশ লালসার উদ্রেক করে—ব্রজপরিকরগণের প্রেম । ধন্য ব্রজধাম ! ধন্য
ব্রজলীলা ॥ শ্রীপাদ বলিলেন—‘সেই শ্রীকৃষ্ণপিতামহ পর্জন্যকে আমি সর্বদা প্রণাম করি ।’

“‘শ্রীকৃষ্ণ আমার পৌত্র’ এই অহঙ্কারে ।

মেঘগণে দিবানিশি যে অবজ্ঞা করে ॥

যাঁহার মুখের বাণী করিতে শ্রবণ ।

শ্রীগোবিন্দ অতিশয় উল্লসিত হন ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ শ্রীপর্জন্য নাম ।

লুণ্ঠিত হইয়া পদে করিয়ে প্রণাম ॥” ১৩ ॥

অনুবাদ । পরম প্রিয় পৌত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধিতে গর্বে ধরণীতে যাঁহার পা পড়ে না, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্বদা হাস্য-পরিহাসাদি করেন ; সেই বরীয়সীনাশ্রনী শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৪ ॥

টীকা । কৃষ্ণসুখসুখিনীত্বেন তৎপিতামহীং শ্লোতি—প্রিয়স্যেতি । তাং কৃষ্ণপিতামহীং বরী-
য়সীমেতন্নাশ্রনা প্রসিদ্ধাং গোপীং নমামি যস্য বরীয়স্যাঃ পাদৌ চরণৌ পৃথিব্যাং ন পতত ইতি লোকোক্তিঃ
কস্মাৎ প্রিয়স্য নপ্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যৎসুখং তস্মাদ্বেষ্যহতিগৰ্বস্তস্মাৎ । কিন্তুতা নশ্র্মনা কৌতুকেন
অচ্চিতঃ সুখীকৃতো নপ্তু চন্দ্রঃ ন্যাত্যার্যাদ্ ইতি নীচোক্ত্যব্যবহৃতঃ কৃষ্ণচন্দ্রো যয়া তাম্ । স্বস্য সিদ্ধাব-
স্থয়াং তন্মশ্র্মানুভবেন কবেরপি নশ্র্মনৈবোক্তিরিয়মিতি গম্যতে । পিতামহী মহীমান্যা কুসুমভা হরিৎপটা ।
বরীয়সীতি বিখ্যাতা খৰ্ব্বা ক্ষীরাতকুন্তলা ॥ ইতি দীপিকা ॥ ১৪ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে লীলাশক্তি ব্রজপরিকরগণের ভাবমাধুরীর
মধুর চিত্রাঙ্কন করিয়া চলিয়াছেন । শ্রীপাদ সেই ভাবমাধুরী স্বয়ং আশ্বাদন করিয়া বিশ্বসাধকগণের জন্য
অধরামৃত রাখিয়াছেন । যাহার শ্রবণ-কীর্তনে সাধকের চিত্তে ইষ্টের প্রতি ভাবানুরূপ অভিমান জাগরিত
হইবে এবং তদনুরূপ প্রেমেরও সঞ্চার হইবে ।

“এই অমৃত অনুক্ষণ,

সাধু-মহান্ত মেঘগণ,

বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ ।

তা’তে ফলে প্রেমফল,

ভক্ত খায় নিরন্তর,

তার শেষে জীয়ে জগজন ॥” (চৈঃ চঃ)

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-পিতামহী বরীয়সী গোপীর ভাব-পরিপাটীর পরিচয় দিতেছেন শ্রীপাদ
রঘুনাথ । “পিতামহী মহীমান্যা কুসুমভা হরিৎপটা । বরীয়সীতি বিখ্যাতা খৰ্ব্বা ক্ষীরাতকুন্তলা ॥”
‘শ্রীকৃষ্ণের পিতামহীর নাম বরীয়সী, ইনি ব্রজমণ্ডলের মাননীয়া । ইহার বর্ণ কুসুমপুষ্পের ন্যায়, বসন
হরিদ্বর্ণ, আকার খর্ব এবং কেশ দুগ্ধের ন্যায় ধবল ।’ পরম প্রিয় পৌত্র শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সমৃদ্ধির গর্বে
ইহার মাটিতে পা পড়ে না বলিয়া জনশ্রুতি আছে । এই গর্ব প্রাকৃত রজস্তমোত্ত্বের রুতি নহে, ইহা শুদ্ধ-
সত্ত্বের রুতি । প্রেম হইতেই এই অভিমানের উদ্ভব হইয়া থাকে । “প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি
মমতয়া যোজয়তি, বিশ্রুণয়তি, প্রিয়ত্যাতিশায়েনাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতি-
শয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোদ্ধ’চমৎকারেণোন্মাদয়তি চ”
(প্রীতিসন্দর্ভঃ-৮৪ অনুঃ) অর্থাৎ “প্রীতি ভক্ত-চিত্তকে উল্লসিত করে, মমতাদ্বারা যোজনা করে, বিশ্বাসযুক্ত
করে, প্রিয়তাতিশয়দ্বারা অভিমান-বিশিষ্ট করে, বিগলিত করে, নিজ বিষয় প্রীতগবানের প্রতি অভি-
লাষাতিশয় (প্রচুর লোভ) দ্বারা আসক্ত করে, প্রতিক্ষণে নিজবিষয় ভগবানকে নূতন হইতে নূতনতর-রূপে
অনুভব করায় এবং অসমোদ্ধ’ চমৎকারিতাদ্বারা উন্মাদিত করে ।” এই স্তরগুলিই ভক্তিশাস্ত্রে যথাক্রমে,

শ্বেত-শ্মশ্রুভারেণ স্কন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মল্লনা-
ভিজ্জঃ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুৰ্ব'ন্ স্থিতিং যোহ'র্চ্চিতঃ ।
স্বপ্রাণাক্ষ'দখণ্ডনমূ'রভিদং ভ্রাতুঃ স্ততং তোষায়েৎ
সাহারে নিবসন্ স গোষ্ঠমবতান্নান্নোপনন্দঃ সদা ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ । শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রুরাজিতে যাঁহার মুখমণ্ডল অতি সুশোভিত যিনি শ্যামবর্ণ, বিদ্বান্ ও লজ্জাভিজ্ঞ । ব্রজরাজের সভায় নিয়ত অবস্থানপূর্বক যিনি পূজিত হন, অব্যুদপ্রাণদ্বারা ভ্রাতৃপুত্র রতি, প্রেম, প্রণয়, মান, স্নেহ, রাগ, অনুরাগ ও মহাতাব বলিয়া কীতিত হইয়া থাকে । এই অভিমান বা গর্ব বৃকে লইয়াই শ্রীরাধাধারী বলিয়াছেন—“বঁধু, তোমার গরবে গরবিণী হাম” প্রেম এই অভিমানকে কোন সময়ের জন্যও ছাড়িতে চাহে না । ‘প্রেমের সদাই অভিমান, প্রেম চায় সোল আনা প্রাণ ।’ প্রেমিকের আর গর্ব কাহাকে লইয়া ? শ্রীভগবানই যে তাঁহার প্রাণসর্বস্ব ! অনুভবী জানেন, এই প্রেমাভিমানের মূল্য কত গুরুত্বপূর্ণ ! প্রেমাত্মক-জ্ঞান তাঁহাকে সব দিক্ দিয়া ভালরূপে জড়াইয়া ধরিতে চাহে ।

কৃষ্ণপিতামহী বরীয়সীর প্রেমাভিমানটি যে কত মহত্বপূর্ণ তাহা এই শ্লোক হইতে জানা যায় । যিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত সর্বদা হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুক করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণও তাহা শুনিয়া পরমানন্দ-সাগরে ভাসমান হন ।

পিতামহী শ্রীকৃষ্ণকে হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুকে সুখী দেখিয়া ‘ওরে নাতিচাঁদ ! এইদিকে আয়’ বলিয়া বার বার আহ্বান করিয়া থাকেন । মহাজনগণ বলেন—পরতত্ত্বরূপে যাঁহারা কৃষ্ণকে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে সম্যক্ জানিতে পারেন নাই, মাধুর্য-মুরতি শ্রীগোবিন্দকে মাধুর্যজ্ঞানদ্বারাই সম্যক্রূপে উপলব্ধি করা যায় । ইহাতে এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, তাহাতে পরতত্ত্ব শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-জ্ঞানের কিছু হানি হইয়া থাকে । মাধুর্যজ্ঞানের মধ্যে ত্রিবেণী-প্রবাহে সরস্বতী-ধারার ন্যায় ঐশ্বর্যজ্ঞান সতত অনুসৃত থাকে । বিরহাদি অবসরে তাহা প্রকাশিত হইয়া প্রেমিকের বিরহকাতর প্রাণকে রক্ষা করিয়া থাকে । শ্রীপাদ পরম মাধুর্যজ্ঞানবতী কৃষ্ণপিতামহী বরীয়সীর শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছেন—

“কৃষ্ণ মোর নাতি’ বলি গর্বে বুক ভরা ।

কৃষ্ণ-সুখ-সম্পদ হেরি সুখে আন্বহারা ॥

পৌত্র-গর্বে পা ফেলে না কভু ধরণীতে ।

হাস্য-পরিহাসে মগ্ন গোবিন্দ-সহিতে ॥

কৃষ্ণ-পিতামহী বলি যাঁর কৌতুক কথা ।

উল্লাসেতে শুনে সবে প্রসঙ্গ হয় যথা ॥

সেই বরীয়সী কৃষ্ণ-পিতামহী যিনি ।

কুপালোভে সদা পদে প্রণত যে আমি ॥” ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সুখী করেন, সাহারে যাঁহার বসতি ; সেই শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃব্য উপনন্দ এই গোষ্ঠকে নিয়ত রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণস্নেহপরবশং তৎপিতৃব্যং স্তোতি—শ্বেত ইতি । স নাম্না উপনন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ-পিতৃব্যোগোষ্ঠমবতাদ্রক্ষতু স্বস্য গোষ্ঠনিবাসিত্বেন তদ্রক্ষণে স্বস্যাপি রক্ষণমিতি স্তুতির্ব্যাজ্যতে । যঃ সংসদি সভায়াং ব্রজপতেন্দস্য স্থিতিং মর্যাদাং জ্যেষ্ঠাহপি সন্ কুর্বন্নচ্ছিতস্তেনেতি শেষঃ । কিন্তুতঃ শ্বেতশ্মশ্রু-ভরণে শুক্লবর্ণমুখলোমাতিশয়েন সুন্দরং মুখং যস্য সঃ শ্যামোদুর্বাদলমিব হরিদ্বর্ণঃ । তথা চামরঃ । ত্রিষু শ্যামৌ হরিৎকৃষ্ণাবিতি । উপনন্দোহপি নন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্বজৌ পিতৃঃ । পিতৃব্যৌতু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দনন্দনৌ । আদ্যঃ সিতারুণরুচি-দীর্ঘকৃচ্চৌ হরিৎপট ইতি দীপিকা । কৃতী যোগ্যতাবান্ যতো মন্ত্রণায়ামভিজ্ঞঃ পণ্ডিতঃ । এবং যঃ সাহারে অরণং গমনং অরঃ সাহারঃ সহ গমনং সাহিত্যমিতি যাবৎ তত্র বসন্ তিষ্ঠন্ ভ্রাতুর্নন্দস্য সূতং কৃষ্ণং স্বস্য প্রাণাশ্ববৃন্দখণ্ডনৈরিত্যত্র অপিকারাভাবে । উক্তাবা-নন্দমগ্নাদেঃ স্যান্যন্যন্যপদতাগুণ ইতি দিশা ন্যন্যপদতৌ দোষোহদোষ এব ॥ ১৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্লোকে মহারাজ নন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মন্ত্রী শ্রীউপনন্দের স্তব করিতেছেন । “উপনন্দোহভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্বজৌ পিতৃঃ । পিতৃব্যৌ তু কনীয়াং-সৌ স্যাতাং সন্নন্দনন্দনৌ ॥” (দীপিকা) অর্থাৎ “নন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুইজন উপনন্দ ও অভিনন্দ । সন্নন্দ ও নন্দন এই দুইজন নন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা । ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য ।” পর্জন্যমহারাজের সর্বজ্যেষ্ঠপুত্র উপনন্দ থাকিতে তৃতীয়পুত্র শ্রীনন্দের রাজ্যপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু উপনন্দের ঔদার্য । শ্রীগোপালচম্পু-গ্রন্থে বর্ণিত আছে—মহারাজ পর্জন্য পুত্রগণের যোগ্যতা দেখিয়া জ্যেষ্ঠপুত্র উপনন্দকে রাজ্য-ভার সমর্পণ করত স্বয়ং নিশ্চিন্ত মনে শ্রীহরিভক্তজনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন এবং বসুদেবাদি গণমান্য রাজন্য-বর্গকে ও গর্গাদি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করত সভামধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীউপনন্দকে রাজতিলক দান করিলেন ।

“সঃ পুনঃ পিতুরাজ্যমঙ্গীকৃত্য কৃতকৃত্যন্তস্যামেব শ্রীবসুদেবাদি-সম্মিলিতমহানুভাবানাং সভায়া-মাছয় সভাবমুৎসঙ্গসঙ্গিনং বিধায় মধ্যমমেব নিজানুজং তেন তিলকেন গোবুলরাজতয়া সভাজ্ঞায়ামাস ।”

“অথ তত্রানুজে সঙ্কুচতি সর্ব এব চ জনে বিস্ময়ং সচ মানো পিতরি চ রোচমানোলোচনে সচোবাচ—“ময়েদং নাবিচারমাচরিতং যতঃ সর্ব এব স্নেহপরম্পরায়্যাঃ পরাধীনঃ ; সা চ সাদৃশ্যস্য তচ্চ সর্বসমঙ্গসত্যায়্যাঃ সা চাত্র যথা তথা ন মদ্বিধে ; সৈব চ খলু সর্ববশীকারিতায়াং স্বৈরিতামহতি ।”

“কিঞ্চ, সর্বান্তর্যাম্যপ্যনমেবোররীচরীকরোতি । দৃশ্যতামস্যাং ভাসমানায়াং সভায়াং সর্বেষাং নেত্রপটলীষট্পদবল্লীলায়মানা কেবলমস্য মুখং কমলমিব সংবলতে । তথা প্রথমতঃ এব তদানুকূল্যমন্ত্রা-কল্যাতে পরিকল্লাত্যামপীদং মম নানৈব ; তস্মাদস্মাকময়মেব রাজেতি ।”

“অথাভবৎ কুসুমজরুষ্টিভিঃ সমং, স্ফুটধ্বনিদিবমনু সাধু সাধ্বিতি ।

সভাসদামিহ চ বিকাসিদৃষ্টিভিঃ-যথা স্ফুরজ্জয়-জয়-শব্দমঙ্গলম্ ॥”

(গোঃ চঃ পূর্ব-৩য়-৩১-৩৪)

“শ্রীউপনন্দ পিতার আদেশ শিরোধার্য করত নিজেকে ধন্য মনে করিলেন এবং বসুদেবাদি মহা-
নুভবগণের উপস্থিতিতে সেই সভামধ্যে মধ্যম ভ্রাতা শ্রীনন্দকে আহ্বান করত স্নেহ-প্রীতিপূর্ণ চিত্তে
আলিঙ্গনপূর্বক ঐ তিলকদ্বারা অনুজ নন্দকে গোকুলের রাজত্ব প্রদান করিলেন এবং গোকুলরাজরূপে
তাহাকে সম্মানিত করিলেন।”

“জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এতাদৃশ অসম্ভাবিত আচরণে শ্রীনন্দ সঙ্কুচিত হইলেন, অন্যান্য সভাসদ সকলে
বিস্মিত হইলেন এবং পিতা পর্জন্য আনন্দোৎফুল্ল নেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন (নন্দের অপার
সামন্তগো পর্জন্যের তাহাকে রাজ্যদান করিবার বাসনা থাকিলেও জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয় বলিয়া
তিনি সেই নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন)। তদর্শনে শ্রীউপনন্দ বলিলেন—আমি ইহা কিছু অবিচারের
কার্য করি নাই, কারণ সকলেই স্নেহ-পরম্পরার অধীন হইয়া থাকে। শ্রীনন্দের সামন্তগোই এই বিষয়ের
(বড় ভাই বিদ্যমান থাকিতে কনিষ্ঠকে রাজ্যদানের) সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। সুতরাং ইহা
আমার স্বেচ্ছাচার নহে, সামন্তগেরই সর্ববশীকারিতা শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

‘আবার ইহা সর্বান্তর্ব্যামী শ্রীনারায়ণেরই প্রেরণা। তাহার কারণ সকলের নেত্রভূষণ শ্রীনন্দের
মুখকমলের শোভা-মকরন্দ পান করিতেছে। পূর্ব হইতেই শ্রীনারায়ণের এই ইচ্ছা নিশ্চিতরূপে ছিল।
আবার নামেও ইনি ‘নন্দ’, আমি ‘উপনন্দ’, ‘উপ’ শব্দটি হীনার্থে বা সাহায্যার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।
অতএব ইনিই গোকুলের রাজা, আমি ইহার সহায়ক।’

শ্রীউপনন্দের বাক্য শ্রবণে দেবগণ আকাশ হইতে প্রচুর পুষ্পরশ্মিট করিয়া ‘সাধু সাধু’ বলিয়া
সাধুবাদ দিতে লাগিলেন। সকলেরই নয়নকমল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। ‘জয় জয়’ মঙ্গলরবে বিশ্ব
ব্যাপ্ত হইল।” সেই দিন হইতে সর্বসামন্তগণনি শ্রীনন্দ গোকুলের রাজা ও উপনন্দ মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত
হইলেন।

এই জন্যই বলা হইয়াছে—উপনন্দ বিদ্বান্ ও মন্ত্রণাভিজ্ঞ। তাহার অঙ্গের গভীর শ্যামবর্ণ ও
শ্বেতবর্ণ *মশ্রুতরাজিতে শোভিত বদনমণ্ডল বুদ্ধিমত্তার ও মন্ত্রণাভিজ্ঞতার সাক্ষ্য দিতেছে। যাহার মন্ত্রণা-
চাতুর্যে নন্দব্রজ সকলপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল। গোকুলে অসুরাদির উপদ্রব হইতে থাকিলে
শ্রীউপনন্দই গোকুল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে নিরুপদ্রব-স্থানে বসবাস করিয়া তাহার প্রাণকোটি প্রিয়
ভ্রাতৃপুত্র শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাবিধানের পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাহারই পরামর্শে সুরক্ষিত স্থান নন্দীশ্বরগিরিতে
ব্রজরাজের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীপাদ বলিলেন—‘সাহার নামক গ্রামে যাহার বসতি, সেই
শ্রীউপনন্দ গোষ্ঠকে নিয়ত রক্ষা করুন।’ গোষ্ঠবাসীর সুরক্ষা হইলে গোষ্ঠাশ্রয়ী শ্রীপাদ রঘুনাথও রক্ষিত
হইবেন এবং তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে—ইহাই ব্যঞ্জন।

“শ্বেত-মশ্রুতভরে যার বদন সুন্দর।

শ্যামরুচি অঙ্গ-শোভা অতি মনোহর ॥

গৌরঃ কোমলধীরুদারচরিতঃ স্নিগ্ধা ব্রজেন্দ্রানুজঃ
শ্যামশ্মশ্রুচরলং তদীয়চরণে ভক্তঃ সুনন্দাপিতা ।
যঃ প্রাণৈঃ পরিমণ্ড্য মাধবসুখং দধ্বা মহিষ্যাঃ পরং
সন্নন্দস্তনুতে স পাতু নিতরাং নঃ কাসরীণাং পতিঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ । যিনি গৌরবর্ণ, সুকোমলমতি, উদারচরিত, স্নিগ্ধ, শ্যামবর্ণ শ্মশ্রুজিতে যাহার মুখ অতি সুশোভন, শ্রীনন্দের প্রতি যাহার প্রগাঢ় ভক্তি, যিনি প্রাণের সহিত মহিষদধিদ্বারা মাধবের নির্মণ্ছন করত তাহার সাতিশয় সুখ-বিস্তার করিয়া থাকেন, সেই শ্রীনন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা, সুনন্দার পিতা মহিষীপতি সন্নন্দ আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

টীকা । তন্মিন্ স্নেহাদ্রং তৎপিতুঃ কনিষ্ঠভ্রাতরং সন্নদং স্তৌতি—গৌর ইত্যাদি । স কাসরীণাং মহিষীণাং পতিঃ পালকঃ সন্নন্দো নোহস্মান্নিতরাং সৰ্ব্বথা পাতু রক্ষতু স ক ইত্যাহ ব্রজেন্দ্রানুজঃ নন্দকনিষ্ঠঃ । কিন্তুতঃ গৌরঃ শ্বেতবর্ণঃ গৌরঃ পীতেহরুণে শ্বেতে বিশুদ্ধে চাতিথেয়বৎ । নাশ্বেত সৰ্ষপে চন্দ্রে নদ্রয়োঃ পদ্মকেশরে ইতি মেদিনী । সুনন্দাপরপর্যায়ঃ সন্নন্দঃ কুন্দপাগুরঃ । শ্যামচেলঃ সিত-দ্বিত্তি কেশোহয়ং কেশবপ্রিয় ইতি দীপিকা । তদীয় চরণে কৃষ্ণচরণে সুনন্দায়াঃ পিতা । প্রাণৈঃ পরিমণ্ড্যঃ নির্মণ্ছ্যঃ যন্মাধবসুখং তৎপরং কেবলং মহিষ্যা দধ্বা যন্তনুতে বিস্তারয়তি স ইত্যর্থঃ । অন্যৎ স্পষ্টতম ॥ ১৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । বিভিন্ন পরিকরের ভিন্ন ভিন্ন ভাব-পরিপাটীতে ব্রজধাম সমৃদ্ধ । নিত্যপরিকরগণের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমরস তন্দ্বারা তাহারা সকলেই আপনাপন ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরী আশ্বাদন করিয়া থাকেন । “নিজভাবে করে কৃষ্ণ রস-আশ্বাদনে” (চৈঃ চঃ) । প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণও নিজের নিখিল ঐশ্বর্য ও পূর্ণতা ভুলিয়া অপূর্ণের ন্যায় তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ প্রেমমাধুরী তাহাদের ভাবানুসারে আশ্বাদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করেন । ইহাই ব্রজপ্রেমের বৈশিষ্ট্য ! মাধুর্যের পূর্ণ পরিণতি যেখানে, রসেরও শ্রেষ্ঠ বিকাশ সেখানেই । ব্রজলীলা-আলোচনায় এই তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইয়া থাকে । ব্রজভাবে উপাসনায় সাধকের চিত্ত যতই বিশুদ্ধ হইতে থাকে, তাহার হৃদয় যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর

মত্তপায় মহাবিজ্ঞান নন্দ-সভা-মাঝে ।

পূজিত হইলেন যিনি পণ্ডিত-সমাজে ॥

ভ্রাতৃপুত্র শ্রীগোবিন্দে কোলেতে করিয়া ।

সন্তোষ-বিধান করে মরম বুঝিয়া ॥

সেই কৃষ্ণপিতৃব্য শ্রীউপনন্দ নাম ।

গোষ্ঠরক্ষা করুন তিনি এই নিবেদন ॥” ১৫ ॥

সোপানে উন্নীত হয় ; ততই বিমুক্ত মাধুর্য্যানুভূতি লাভে তিনি ধন্য হইতে থাকেন। সেই ব্রজভাবের উপাসনার মধ্যে ব্রজপরিকরগণের মাধুর্যময় ভাবপরিপাটীর শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজেন্দ্র শ্রীনন্দমহারাজের অনুজ ও সুনন্দার পিতা সন্নন্দের স্তুতি করিতেছেন। ‘সুনন্দাপরপর্যায় সন্নন্দ কুন্দপাণ্ডরঃ। শ্যামচেলঃ সিতদ্বিক্রিকেশোহয়ং কেশবপ্রিয়ঃ ॥ (দীপিকা) অর্থাৎ ‘সন্নন্দের অপর নাম সুনন্দ, ইহার বর্ণ পাণ্ডর, শ্যাম ও ধবলবর্ণ বসন, কেশের মধ্যে দুই তিনটি কেশ স্বেতবর্ণ, মহিষ ইহার অতি প্রিয়। মহিষদুগ্ধে শ্রীকৃষ্ণের দেহপুষ্টি হইবে বলিয়া মহিষ রাখেন, এই জন্যই ইনি মহিষপতি। ঘাঁহাদের অখিল বস্তুর প্রতি প্রিয়তা কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখের জন্যই। ইনি মহিষদধিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নির্মল্লেছন করেন। নির্মল্লেছন বড়ই প্রীতির অনুষ্ঠান। ঘাঁহাতে প্রিয়জনের আপদ-বিপদ বা আলাই-বালাই নিছিয়া মুছিয়া নেওয়া হয়। প্রিয়বস্ত্র ও মাল্যলিক বস্ত্রদ্বারাই প্রিয়জনের নির্মল্লেছন করা হয়। মহিষদধি ইহার অতি প্রিয়বস্ত্র ও দ্ব্যভাবতঃই মাল্যলিক দ্রব্য ; তাই মহিষ-দধিদ্বারা নির্মল্লেছন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—“যঃ প্রাণৈঃ পরিমল্লেছ্য মাধবসুখং দধুনা মহিষ্যাঃ পরং” অর্থাৎ যিনি মহিষদধিদ্বারা প্রাণের সহিত নির্মল্লেছন বা নীরাজনে তৎপর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সন্ততি বিস্তার করিয়া থাকেন। ইহার নির্মল্লেছন দেখিয়া মনে হয়, দধি দিয়া ত নয় ; প্রাণদ্বারাই যেন নীরাজন করিতেছেন ! তাই ইহাতে ভক্ত-প্রেমাস্বাদনপরায়ণ মাধবের এত সুখ লাভ হইয়া থাকে।

‘মাধব’ শব্দের অর্থ লক্ষ্মীপতি বা পরমৈশ্বর্যের অধিপতি স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের শুদ্ধমাধুর্যময় প্রেমমাত্রই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীকৃষ্ণের পুতনা, অঘাসুর, বকাসুরাদি বধ, গোবর্ধন-ধারণ, কালীঙ্গ-দমন, দাযানল ভক্ষণ, রাসাদি-লীলাতে এতই বিশাল বিপুল ঐশ্বর্যের প্রকাশ হইয়াছে যে, তাহা চিন্তারও অতীত। কিন্তু এতাদৃশ ঐশ্বর্যও অসমোদ্ধ-মাধুর্য-সিন্ধুর অতলতলে বিলীন হইয়া কেবল মাধুর্যকেই পুষ্ট করিয়াছে ! এই অসীম ঐশ্বর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে অনন্ত মাধুর্য, তাহারই গৌরব—ইহাই সর্বজন-চিত্তাকর্ষক। ব্রজবাসিগণের শুদ্ধমাধুর্যময় প্রেমের সান্নিধ্যই ইহার একমাত্র হেতু। তাই ব্রজবাসিগণের এইপ্রকার অসাধারণ প্রেমমাধুর্যে চমৎকৃত হইয়া শ্রীব্রজা, উদ্ধবাদি ইহাদের পাদরেণুতে অভিষিক্ত হওয়ার কামনায় বুজে তুণ-গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্লোকে সন্নন্দের সুকোমল মতিত্ব, উদার চরিত্র, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি যে গুণগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে—সবই তাঁহার স্বাভাবিক প্রেমভক্তি হইতে উদ্ভূত, এইরূপ সর্বত্রই জানিতে হইবে। “যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ” (ভাঃ-৫।১৮।১২) “শ্রীভগবানে ঘাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্ত গুণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করিয়া থাকেন।” শ্রীপাদের প্রার্থনা—

“গৌরবর্ণ সুকোমল, উদার চরিত ।

সন্দের কনিষ্ঠভ্রাতা অতি স্নেহরীত ॥

শ্যামঃ সূক্ষ্মমতিযুঁ বাতি-মধুরো জ্যোতির্বিদ্যামগ্রণীঃ
পাণ্ডিত্যজিত-গীষ্পতিব্রজপতেঃ সব্যো কৃতাবস্থিতিঃ ।
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্কুদৈরপ্যালং
মন্ত্ৰেণাপ্যপনন্দসুখুমিহ তং প্রীত্যা সুভদ্রং নুমঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ । যিনি শ্যামবর্ণ, সূক্ষ্মমতি, যুবা, প্রিয়দর্শন, জ্যোতির্বিদগণের শ্রেষ্ঠ, যিনি পাণ্ডিত্যে
ব্রহ্মস্পতিকেও জয় করিয়াছেন, যিনি ব্রজপতি নন্দের বামে অবস্থান করেন, পরম প্রিয়-বিধায় যিনি অবুঁদ
প্রাণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে পালন ও মন্ত্ৰণা দান করেন, আমি প্রীতির সহিত সেই উপনন্দ-পুত্র সুভদ্রকে প্রণাম
করি ॥ ১৭ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণ-পালকত্বেন শ্রীকৃষ্ণপিতৃবাপুত্রং স্তোতি—শ্যাম ইত্যাদি । ইহ ব্রজে তন্ম
উপনন্দপুত্রং সুভদ্রং নুম স্তমঃ অস্মদোহবিশেষণস্য দ্বিত্বে চেত্যেনোস্মৎ শব্দস্য বহুত্বান্নুম ইতি বহুবচনম্ ।
যদ্বা সুভদ্রে স্মরণ পথি প্রত্যক্ষত্বমানীতে আত্মনো বহুমননাদগৌরবেণ বহুত্বম্ । যো ব্রজপতেঃ সব্যো
বামে কৃতাবস্থিতিঃ তৎ পালনানুমোদনার্থং বামপার্শ্বেস্থিতং কৃষ্ণং প্রাণাববুঁদৈরপি অলমতিশয়মন্ত্ৰেণ মন্ত্ৰণ-
য়াপি প্রিয়তয়া প্রিয়ত্বেন পালয়তি তং সব্যো কৃতাবস্থিতিরিতি প্রথমান্ত পাঠে যঃ ইত্যস্য বিশেষণং যঃ
কিস্তুতঃ শ্যাম ইত্যাদি স্পষ্টম্ । জ্যোতির্বিদ্যং জ্যোতিঃ শাস্ত্রাভিজ্ঞানাং অগ্রণীঃ প্রধানং গীষ্পতি-
ব্রহ্মস্পতিঃ ॥ ১৭ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক প্রীতিমাধুরী আশ্বাদনের মহান
কেন্দ্র ব্রজধাম । ব্রজপার্ষদগণ আনন্দঘনমুরতি শ্রীগোবিন্দের প্রেমরসাস্বাদনে অদ্বিতীয় । অধিক কি,
ইহারা শুদ্ধ প্রেমেরই মুরতি । স্বতঃপূর্ণ শ্রীভগবানও কেবল ভক্তের প্রীতি-সুখে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তে
একান্ত আবিষ্ট হন, এমন কি আত্মহারা পর্যন্ত হইয়া যান । স্বীয় আশ্রয় ও বিষয়ে প্রেমভক্তির আনন্দাতি-
শয্য-প্রকাশের ইহাই পরিচায়ক ! অতএব ভক্তের সঙ্গম-সঙ্কোচহীন সুনির্মল প্রীতিই শ্রীভগবানের একান্ত
কাম্য । তাই শুদ্ধ প্রীতিমান্ ব্রজভক্তের ত কথাই নাই, ঐশ্বর্যজ্ঞান-পরায়ণ ভক্তের নিকটেও শ্রীভগবানের

শ্যামবর্ণ শ্মশ্রুতভরে শ্রীমুখ-সুন্দর ।

নন্দপ্রতি ভক্তি যাঁর অতি গাতুর ॥

সুন্দার পিতা বলি ব্রজবাসী জানে ।

প্রাণপণে দধি দিয়া (করে) কৃষ্ণ নীরাজনে ॥

মহিষী-রক্ষক সে সন্নন্দ নাম যাঁর ।

রক্ষা করুন মোরে এই মিনতি আমার ॥” ১৬ ॥

সম্ভ্রম-সঙ্কোচশূন্য প্রীতিময় কথা শ্রবণের বাসনা জাগে। হরিভক্তিসুখোদয়ে শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তিতে দৃষ্ট হয়—

✓ “সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস মঙ্গোরবকৃতং ত্যজ। নৈষ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীন প্রণয়ীভব ॥

অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্। নিঃশঙ্কপ্রণয়ান্ততো যন্মাং পশ্যসি ভাষতে ॥

সদা মুক্তোহপি বন্ধোহস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ। অজিতোহপি জিতোহহন্তৈরবশ্যেহপি বশীকৃতঃ ॥”

‘হে বৎস! আমার প্রতি গৌরব প্রকাশ করায় তোমার যে ভয় ও সম্ভ্রমের উদয় হইয়াছে, তুমি উহা ত্যাগ কর। ভক্তগণের এইরূপ গৌরবময় ব্যবহার আমার প্রিয় নহে। তুমি স্বাধীনভাবে আমার প্রতি প্রণয়-প্রকাশ কর। নিঃশঙ্ক প্রণয়সহকারে ভক্ত আমায় দর্শন করেন ও কথা বলেন। আমি পূর্ণকাম হইলেও উহা আমার নিকট নূতন হইতে নূতনতর প্রিয় বোধ হয়। নিত্য-মুক্ত হইলেও আমি তাদৃশ ভক্তের স্নেহরজ্জুর দ্বারা বদ্ধ, অজিত হইলেও পরাজিত ও অন্যের অবশীভূত হইলেও তাঁহাদের একান্ত বশীভূত হইয়া থাকি।’ এই মর্মে ব্রজপরিকরগণের বিপুল মহিমাধিক্য অবগত হওয়া যায়। কেননা ব্রজপরিকরগণে এই সম্ভ্রম-সঙ্কোচহীন নির্ভর গভীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা। তাঁহাদের বিশুদ্ধ লৌকিক সম্বন্ধবৎ প্রীতি পরমাবেশময়ী। ইহাকেই মহাজনগণ রাগাদ্বিকা ভক্তি আখ্যা দিয়া থাকেন। এই সুমহান রাগযজ্ঞে ব্রজপরিকরগণ প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। এই শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীউপনন্দ-পুত্র সুভদ্রের স্তব করিতেছেন।

“সুচিক্ৰণো নীলবর্ণঃ সুভদ্রো দীপ্তিমান্ ভবেৎ।

পীতবস্ত্র-পরীধানো নানাভরণশোভিতঃ ॥

উপনন্দঃ পিতা তস্য তুলা মাতা পতিব্রতা।

পরমোজ্জ্বলকৈশোরঃ পত্নী কুন্দলতা ভবেৎ ॥” (দীপিকা)

✓ “সুভদ্রের দেহপ্রভা সুচিক্ৰণ, নীলবর্ণ ও দীপ্তিময়। পরিধানে পীতবস্ত্র এবং নানাবিধ আভরণে ভূষিত। ইহার পিতা উপনন্দ, মাতা তুলা, ইনি বিশেষ পতিব্রতা। সুভদ্রের বয়স পরমোজ্জ্বল-কৈশোরভাবে পরিপূর্ণ। ইহার পত্নীর নাম কুন্দলতা।” † ইনি শ্যামবর্ণ, সুস্মৃতি, যুবা, প্রিয়দর্শন ও জ্যোতির্বিদ্যার অগ্রণী বা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণকে এবং কৃষ্ণপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়াই ইহার জ্যোতির্বিদ্যা সফল হইতেছে। তাৎপর্য এই যে, জ্যোতিষশাস্ত্রের আদি প্রণেতা সর্বজ্ঞ মহামুনি শ্রীগর্গাচার্য বসুদেব-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের নাম-করণের নিমিত্ত গোকুলে আসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্য-দর্শনে গর্গাচার্যের ঐশ্বর্যবুদ্ধি স্তম্ভিত হইয়াছিল। ইনি শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-কালে ইহাদের প্রীতির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই দ্ব্যর্থঘটিত ভাষায় শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করত স্বীয় জ্যোতিষবিদ্যাকে সফলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুভদ্র যথার্থই শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায়

† ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গাররসলীলার শ্রেষ্ঠ সহায়িকা। এই ব্রজবিনাসে ৩২ সংখ্যক শ্লোকে ইহার বন্দনা রহিয়াছে।

অনুবাদ । যিনি দৈত্যভয়ে সাতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া কোমলাঙ্গ পুত্র শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্ত বহু কৃচ্ছ-ব্রতাবলম্বনে জগন্মাতা ভগবতীকে সর্বতোভাবে সম্ভট করত তাঁহার অনুগ্রহে দৈত্যঘাতা ঘীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের খাদ্ধীমাতা সেই অধিকা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ১৮ ॥

ইনি পাণ্ডিত্যে বা বুদ্ধিমত্তায় হুহুস্পতিকেও জয় করিয়াছেন। ইহা সুভদ্রের পাণ্ডিত্যের বা বুদ্ধির প্রাথর্য দর্শনেই লোকোক্তি করা হইয়াছে। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে ব্রজের সকলেই পাণ্ডিত্যে বা বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বে অতুলন। কেননা শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—“এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি-মত্তায় বিশ্বে অতুলন। কেননা শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীমুখে বলিয়াছেন—“এষা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধি-মত্তায় বিশ্বে অতুলন। যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্তোনাগ্নোতি মামৃতম্ ॥” (ভাঃ-১১।২৯।২২) অর্থাৎ ‘আমার মনীষা চ মনীষিণাম্। যৎ সত্যমনৃতেনেহ মর্তোনাগ্নোতি মামৃতম্ ॥’ (ভাঃ-১১।২৯।২২) অর্থাৎ ‘আমার ভজনই বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির ও মনীষিগণের মনীষার চরমসীমা, কেননা ইহাতে ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্যদেহ-দ্বারা এই জন্মেই পরম সত্য ও অমৃতস্বরূপ আমাকে লাভ করিয়া মানবকুল ধন্য হইতে পারে।’ সুতরাং ভ্রজপরিকরগণের বুদ্ধিমত্তার ইয়ত্তা কে করিবে ?

যিনি মন্ত্রণাদি কার্যের নিমিত্ত ব্রজপতি শ্রীনন্দের বামে অবস্থান করেন ও শ্রীনন্দনন্দনকে অবুদ-
প্রাণদ্বারা পালন ও মন্ত্রণা দান করিয়া থাকেন। অথন্ত জ্ঞানশক্তি সত্তত যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকে,
সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও পরম জ্যোতিষী সুভদ্রের মন্ত্রণানুসারেই কার্য করিয়া থাকেন—ইহাই প্রীতির
স্বভাব। শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই উপনন্দ-পুত্র সুভদ্রকে আমি প্রীতির সহিত প্রণাম করি।’

“শ্যামবর্ণ সূক্ষ্মমতি নবীন-যৌবন ।
জ্যোতিষিদ্ সুপণ্ডিত প্রিয়-দরশন ॥
ব্রহ্মপতি-জিনি যার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ।
ব্রজপতি নন্দ-বামে করিতেছে শোভা ॥
প্রাণপ্রিয় গ্রীষ্মোষ্মিণ্ডে করিতেছে রক্ষা ।
উপদেশছলে দান করে নানা শিক্ষা ॥
সেই উপনন্দ-পুত্র সুশ্রুত যার নাম ।
নিরন্তর স্তব করি পদেতে প্রণাম ॥” ১৭ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ-শুভানুধ্যায়িনীং তদ্ধাত্রীং শৌতি—দৈত্যোতি । সা অম্বিকা চ কিলিষ্মা চ ধাত্রিকে শুন্যদাত্রিকে ইতি দীপিকানুসারেণ এতন্মাশ্নী ধাত্রী পাতু রক্ষতু । যা দৈত্যাভীতেহেতোরতিবিকল-বুদ্ধিঃ সতী শুরং বলবন্তং সুতং বিজয়-নামানমজনয়ৎ প্রসূতবতী । কিং কৃত্বা বহতিঃ কৃচ্ছ্রে দ্বাদশরাত্রা-দিভির্বহতিবুতৈরস্বাং দেবমাতরং দুর্গাম্ অভিতঃ সৰ্বতোভাবেন সংতোষ্য । হন্ত ইতি খেদে হা কদা এবন্তুতানাং সঙ্গিনী ভবিষ্যামীত্যাশ্রয়তঃ খেদঃ । নম্বস্বয়া আত্মন এব দৈত্যস্বত্বং ন প্রার্থ্য কথং তাদৃশ সুতমজনয়দিত্যাহ । কোমলাঙ্গস্য সুনোঃ পুত্রতুলস্য কৃষ্ণস্য সততমবনে নিরন্তর রক্ষণে উচ্চৈৰ্যগ্রচিভা । যতো বৎসলা নিয়ত স্নেহাদ্র্চিভা । স্বস্য জীত্বাধ্বনাদৌ তৎ সঙ্গত্যা তদবনমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ দাসগোস্থামিচরণ এই শ্লোকে ধাত্রীমাতা অম্বিকার ভাব-চিত্রটি অঙ্কন করিতেছেন । বিশুদ্ধ বাৎসল্যরসের আধার শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা । “অম্বিকা চ কিলিষ্মা চ ধাত্রিকে শুন্যদাত্রিকে ।” (দীপিকা) শ্রীকৃষ্ণের শুন্যদায়িনী ধাত্রী মা ‘অম্বিকা’ ও ‘কিলিষ্মা’ । ইহাদের মধ্যে অম্বিকাই শ্রেষ্ঠা, ইনি ব্রজেশ্বরী যশোদার প্রিয় সখী । “অম্বিকেয়ং তন্মোমুখ্যা ব্রজেশ্বর্যাঃ প্রিয়া সখী ।” (ঐ) ইনিই দেবী দুর্গার আরাধনা করিয়া দেবীর রূপায় বিজয় নামক বীরপুত্র প্রসব করেন । “অত্রাধ্যক্ষোহম্বিকাসুনুবিজয়াখ্যস্তপস্যায়া । যঃ কিলাম্বিকয়া লেভে ধাত্র্যোপাস্য সদাম্বিকাম্ ॥” (ঐ) “শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠকল্প দেহরক্ষী সখাগণের মধ্যে অম্বিকাপুত্র বিজয়াক্ষ সকলের অধ্যক্ষ । ইহার মাতা অম্বিকা পুত্রার্থে তপস্যা করত অম্বিকা বা পার্বতীর উপাসনাবলে এই বীরপুত্রটি লাভ করেন ।”

ইনি দৈত্যভয়ে সাতিশয় ভীতা ও ব্যগ্রচিভা হইয়া কোমলাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্ত ব্যাকুলিত হইয়া পড়েন । শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-চিন্তায় সর্বদা আত্মহারা ধাত্রীমাতা অম্বিকা, জগৎরক্ষক শ্রীকৃষ্ণেরও রক্ষার চিন্তায় ব্যগ্রচিভা । ইহাই শুদ্ধবাৎসল্যস্নেহের কার্য । শ্রীমৎ জীবগোস্থামিপাদ লিখিয়াছেন—স্নেহমাত্রেরই কার্য অনিষ্টাশঙ্কার উদ্ভব করানো—“যস্মিন্ জাতে তৎসম্বন্ধাভাসেনাপি মহাবাপ্পাদিবিকারঃ প্রিয়দর্শনাদ্যতৃপ্তিস্তস্য পরমসামর্থ্যাদৌ সত্যপি কেষাঞ্চিদনিষ্টাশঙ্কা চ জায়তে ।” (প্রীতি সং) অর্থাৎ “স্নেহের উদয় হইলে শ্রীভগবানের সম্বন্ধাভাসেই মহাবাপ্পাদি বিকার, তাঁহার দর্শনাদিতে অতৃপ্তি এবং শ্রীভগবানের অত্যন্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাহারো নিকট হইতে তাঁহার অনিষ্টাশঙ্কার উদ্ভব হয় ।” আবার বাৎসল্যস্নেহে শ্রীকৃষ্ণের কোমলাঙ্গ দর্শনে এই অনিষ্টাশঙ্কা অতিশয় প্রবলাকার ধারণ করে । তাই অসুরের ভয়ে মাতা অম্বিকা সর্বদা ব্যগ্রা । ‘এই বুঝি অসুর আসিল, এই বুঝি শ্রীকৃষ্ণের সর্বনাশ-সাধন করিল’—ইত্যাদি চিন্তায় কাতরা মা অম্বিকা অনন্যোপায় হইয়া শেষে অতি কৃচ্ছ্র ব্রূতাদি অবলম্বনে দুর্গার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন । উদ্দেশ্য, শ্রীকৃষ্ণের রক্ষার নিমিত্ত বলশালী সন্তান লাভ করা ।

শুদ্ধ-ভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেব-দেবীর উপাসনায় এবং দেব-দেবীর নিকট ভক্তি ব্যতীত, অন্য ধন, পুত্রাদি বর প্রার্থনায় শুদ্ধভক্তির হানি হইয়া থাকে । কিন্তু ব্রজপরিকরগণের যে অন্য দেব-দেবীর উপাসনা এবং তাঁহাদের নিকট পুত্রাদি বর কামনা দেখা যায়, তাহা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের রূপান্তর

ব্যতীত অন্য কিছুই নহে । ব্রজকুমারিকাগণের শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার জন্য কাত্যায়নীদেবীর উপাসনা-প্রসঙ্গে শ্রীল গোস্থামিপাদ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—“ততো ব্রজস্য লোকবল্লীলত্বাৎ মায়াপাসনমেব লভ্যতে, তাসাঞ্চ পরমপ্রেমোল্লাস-বিলসিতমেব তথোপাসনং প্রেমেন্ব চ, তথা তৎপ্রাপ্তির্ন তথোপাসনেন ইতি বিবেক্তব্যম্ । অত্র কেচিদন্যান্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে তে ন তদীয়প্রেমগন্ধসম্বন্ধগন্ধবাহমপি স্পৃশন্তি সর্বত্র শুদ্ধভগবৎপ্রেমৈব হি পুরুষার্থঃ । সর্বমনন্যদৈবতোপাসনাদিকন্ত তৎসাধনমেবেতি শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তঃ” (ভাঃ-১০।২২।৪ শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণী টীকা) তাৎপর্য এই যে—“ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পার্শ্বদগণের নরবৎ লীলা বলিয়া ধন, পুত্রাদির কামনায় পার্শ্বদগণের মায়াদেবীর উপাসনা দেখা যায় (দেবী কাত্যায়নী চিহ্নিত হইলেও উপাসক ধন-জনাদি কামনা করিলে তাহা তিনি মায়াশক্তির দ্বারেই দিয়া থাকেন), কিন্তু ইহা তাঁহাদের পরম প্রেমোল্লাসের বিলাস বলিয়াই জানিতে হইবে । ইহাদের এই উপাসনাটিও প্রেম-ব্যতীত আর কিছুই নহে, যেহেতু ইহাদের কাত্যায়নী-উপাসনার ফল কাত্যায়নী প্রাপ্তি নয়, ভগবৎপ্রাপ্তিই । সুতরাং কেহ কেহ যে সাধ্য-সাধন বিচারের কথা ভুলিয়া গিয়া ‘ব্রজদেবীগণও কাত্যায়নী-সেবা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার আরাধনা ব্যতীত কৃষ্ণপ্রেম-প্রাপ্তির বা কৃষ্ণপ্রাপ্তির কোন উপায়ই নাই অথবা কাত্যায়নী-উপাসনাই একমাত্র পুরুষার্থ, এইরূপ মনে করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমগন্ধের সম্পর্কিত বায়ুরও কোন দিন স্পর্শপ্রাপ্ত হন নাই । সর্বত্র শুদ্ধ ভগবৎপ্রেমই পুরুষার্থ । অন্যান্য দেবোপাসনাও মূলতঃ ভগবৎসাধনই, কারণ তিনি সর্বদেবময়, ২ ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । স্বতঃসিদ্ধ প্রেমবান্ নিত্য-পরিকরগণের সাধনার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না । তাই শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ-বাৎসল্য-প্রেমসিন্ধুতে সন্তরণশীলা মাতা অম্বিকা ব্রজে পুনঃ পুনঃ অসুরাদির উৎপাত দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুলিতা হইয়া তপস্যার দ্বারা দেবী ভগবতীকে প্রসন্ন করিয়া দৈত্যঘাতী পুত্রবর কামনা করিয়াছেন এবং দেবীর অনুগ্রহে বীরপুত্র বিজয়কে প্রাপ্ত হইয়াছেন । শ্রীপাদ বলিলেন—‘সেই দেবী অম্বিকা আমাদের সতত রক্ষা করুন ।’

“বাৎসল্যে ব্যাকুল চিত্তা দৈত্যের ভয়েতে ।

কোমলাঙ্গ পুত্র কৃষ্ণের সতত রক্ষার্থে ॥

ব্যাকুলিত হইয়া যেই করে উপবাস ।

জগন্মাতা ভগবতীর মাগে আশীর্বাদ ॥

তাঁর অনুগ্রহে যিনি দৈত্যঘাতী-পুত্র ।

প্রসব করিল কৃষ্ণ রক্ষী সুপবিত্র ॥

২ অন্যান্য দেবদেবীর উপাসনাটি কৃষ্ণকেই পায়, কারণ তিনি সর্বদেবময় ; কিন্তু কৃষ্ণের বস্তুর কামনাশীল উপাসক তাঁহাকে পায় না । এই জন্যই অন্য দেবোপাসনাকে অনন্য-ভক্তির হানিকর বলা হইয়াছে । যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টচিন্তায় অধীর হইয়া তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত অন্য দেবদেবীর উপাসনা করেন, সেই কৃষ্ণপার্শ্বদগণের অন্য দেবোপাসনা সাধকজীবের জীববুদ্ধির বহির্ভূত ব্যাপার ।

নাদৈর্যস্য স্মৃতি পুরিতো দিব্যবিধাণ্ডকোটিঃ
কে তে তাবৎ কিল দিতিসুতাঃ ক্ষুদ্রকাং ক্ষুদ্রজীবাঃ ।
স্নেহাস্নাত্ৰা বিজয়মভিতো রক্ষণে সন্নিযুক্তং
কৃষ্ণস্মারাং পরমিহ ভজে হস্ত ধাত্রী-সুতং তম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ । যাঁহার নাদে বা হৃদয়ে দিব্যকোটি ব্রহ্মাণ্ড স্মৃতিত হইয়া থাকে, সেখানে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব দৈত্যগণের আর কথা কি ? স্নেহের সহিত মাতা অশ্বিকা সতত যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত নিযুক্ত রাখেন, এই বুজে সেই ধাত্রীপুত্র বিজয়কে আমি ভজন করি ॥১৯॥

টীকা । নৈবিদ্যায় কৃষ্ণসহচরং ধাত্রীসুতং স্তোতি—নাদৈরিত্যিতি । হস্ত ইতি খেদে । তং ধাত্রীসুতং বিজয়ং বিজয়নামানং ইহ বুজে ভজে যস্য নাদৈবীরত্বসূচকশব্দেদিব্য ব্রহ্মাণ্ডকোটিঃ পুরিতঃ সৰ্ব্বতোভাবেন স্মৃতি বিদীর্ণা ভবতি । যদ্যেবং তর্হি তাবৎ তে দিতিসুতা দৈত্যাঃ কে দুরত এব ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ । তে কিত্ত্বতাঃ ক্ষুদ্রকাদল্লকাদপি ক্ষুদ্রজীবাঃ অত্যল্লজীবাঃ । তং কিত্ত্বতং মাত্ৰা অশ্বিকয়া অভিহিতঃ সৰ্ব্বতোরক্ষণে কৃষ্ণস্য আরামিকটে সংনিযুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

স্ববাস্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত্থ এই শ্লোকে সেই ধাত্রীপুত্র বিজয়ের স্তব করিতেছেন । অনাদিকাল হইতে সারা বিশ্ব-জগতের বুদ্ধিমান্ মানবগণ বিবিধ অনিষ্টের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত যাঁহার অভয় ও অমৃতচরণে প্রতিনিয়ত আশ্রয় লইতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মেন্দ্র-নন্দনের অনিষ্টাশঙ্কায় ব্যাকুলা ধাত্রীমাতা অশ্বিকার গৌরী-আরাধনা সফল হইয়াছে ; সত্যসত্যই দেবীর কৃপায় তিনি মহাবীর পুত্র-সন্তান লাভ করিয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ সখা বিজয় । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“বাৎসল্যগন্ধি-সখ্যাস্ত কিঞ্চিতে বয়সাধিকাঃ । সাযুধাস্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষা-পরায়ণাঃ ॥

সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্ধন-গোভটাঃ । যক্ষেন্দ্রভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্রা মহাশুণাঃ ॥

বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীৰ্ত্তিতাঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩৩২২, ২৩)

অর্থাৎ “সুহৃদ সখাগণের বাৎসল্যগন্ধযুক্ত সখ্য, বয়সও শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিছু অধিক, ইঁহারা অস্ত্রধারী দুষ্ট অসুরাদি হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিতে সর্বদা প্রয়াসী । সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাশুণ, বিজয় ও বলদেব প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের সুহৃৎ বলিয়া কীৰ্ত্তিত ।” ইঁহারা গোষ্ঠলীলায় নানা অস্ত্র ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষার্থে সতত সাবধান থাকেন, কিছুমাত্র অনিষ্টাশঙ্কার সূচনা মাত্রই অস্ত্র লইয়া ধাবমান হন । শ্রীরূপপাদ ইঁহাদের সখ্যের দৃষ্টান্তে লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা নাম সে অশ্বিকা ।

সদা রক্ষা করুন মোরে বাৎসল্যে অধিকা ॥” ১৮ ॥

“ধুবন ধাবসি মণ্ডলাগ্রমমলং ত্বং মণ্ডলীভদ্র ! কিং,

গুৰ্বীং নার্য্য ! গদাং গৃহাণ বিজয় ! ক্ষোভং যথা মা কৃথাঃ ।

শক্তিং ন ক্ষিপ ভদ্রবর্ধন ! পুরো গোবর্ধনং গাহতে,

গজ্জন্মেষ ঘনো বলী ন তু বলীবর্দ্ধাকৃতির্দানবঃ ॥” (ঐ-২৪)

“ওহে মণ্ডলীভদ্র ! তুমি কেন বিমল খড়্গ ঘুরাইয়া ধাবিত হইতেছ ? হে আর্য ! আপনি গুরুতর গদা গ্রহণ করিবেন না, বিজয় ! তুমি যথা ক্ষোভ করিও না, হে ভদ্রবর্ধন ! তুমি আর যথা শক্তি নিক্ষেপ করিও না ; ঐ দেখ, অগ্রবর্তী মেঘই গর্জন করিতে করিতে গোবর্ধনে পতিত হইতেছে, ওটা বলবান্ রষাকৃতি দানব (অরিষ্টাসুর) নহে ।”

শ্রীপাদ বলিয়াছেন—বিজয়ের বীরত্বসূচক সিংহনাদে যেন দিব্য ব্রহ্মাণ্ডকোটি স্ফুটিত হইয়া যায় । ইহা কিছু আশ্চর্যের কথা নহে, কারণ পার্শ্বদগণও শ্রীকৃষ্ণের মতই গুণশালী । তবে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যও যেমন ব্রজধামে মধুররূপেই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অসুরমারগাদি দর্শনেও যেমন সখাগণের কোন সন্দ্রম, গৌরবাদের উদয় না হইয়া, ‘আমার সখা এত বলবান্, অতএব আর আমাদের স্বচ্ছন্দ-বন্যাবিহারে কোনই ভয় নাই’ এইভাবে যেন মাধুর্য-লীলারই পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ বিজয়াদির তাদৃশ বীরত্ব-সূচক হুঙ্কারেও সখ্যরসের পুষ্টিই সাধিত হয় । কিন্তু দৈত্যগণের নিকট তাহা সত্যই ভয়াবহ, তাই বলিয়াছেন, বিজয়ের শক্তির নিকট সামান্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র-জীব দৈত্যগণের আর কথা কি ?

পরম স্নেহপারবশ্যে মাতা অম্বিকা বিজয়কে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রাখেন । শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্তই ইহাদের দেহ, গেহ, পুত্র, স্বজনাদি সবই উৎসর্গীকৃত । “যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণশয়াস্তৎকৃতে” (ভাঃ-১০।১৪।৩৫) যাহা আছে, তাহা সব শ্রীকৃষ্ণের জন্যই, যাহা নাই তাহার অভাবটিও শ্রীকৃষ্ণের জন্যই পূরণ করার বাসনা জাগে । ধন্য সুনির্মল ব্রজপ্রেমের বিচিত্র পরিপাটি ।

“ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেই দিতিপুত্রগণ ।

কেবা তাঁদের বীর বলি করয়ে গণন ?

ব্রহ্মাণ্ডকোটি যার হুঙ্কার-স্বরে ।

স্ফুটিত হইল বলি সবে মনে করে ॥

স্নেহ-পরতন্ত্র হৈয়া কৃষ্ণের পালনে ।

জননী অম্বিকা দিলা রক্ষণাবেক্ষণে ॥

সেই ধাত্রীসুতবীর ‘বিজয়’ যার নাম ।

সতত ভজনা করি—কর পরিব্রাজ ॥” ১৯ ॥

মন্ত্রন্যাসৈরিহ মুররিপোস্তংপুরোধাঃ পুরস্তাং
সৰ্ব্বাঙ্গানি প্রকট-নিগমো ভাণ্ডরিযোহভিরক্ষ্য ।
আশীর্ভিষ্ট প্রতিদিনমহো তচ্ছিরো জিহ্বতীদং
বন্দে তাবল্লুনি-সুরপাতস্তস্য পাদাঙ্জযুগ্মম্ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ । যিনি এই নন্দব্রজে পুরোহিত হইয়া প্রতিদিন প্রথমতঃ মন্ত্রপাঠ ও আশীর্বাদ পুরঃসরঃ শ্রীকৃষ্ণের সৰ্ব্বাঙ্গের রক্ষাবিধান করত মস্তকান্ধাণ করেন, বেদসমূহ মুতিমান্ হইয়া যাহাকে আগ্রহ করিয়াছে, সেই মুনীন্দ্র শ্রীভাণ্ডরীর শ্রীপাদপদ্ম-যুগল বন্দনা করি ॥ ২০ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণহিতানুশংসিনং তৎ পুরোধসং শ্রীভাণ্ডরিমুনিং সংস্তুতি—মন্ত্ৰেতি । তস্য মুনিসুরপতেমুনীন্দ্রস্য ভাণ্ডরেঃ পাদযুগ্মং তাবৎ সসম্ভ্রমং বন্দে । তাবল্লুনিহবধারণে সম্ভ্রমে ইতি মেদিনী । অহো হে কৃষ্ণভক্তাঃ শৃণুত ইতি শেষঃ । য ইহ ব্রজে তৎ পুরোধাঃ পুরোহিতঃ সন্ পুরস্তাৎ প্রথমতো মুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সৰ্ব্বাঙ্গানি মন্ত্রন্যাসৈরাশীতিরীক্ষাদৈশ্চ অভিরক্ষ্য প্রতিদিনম্ ইদং তচ্ছিরস্ততঃ শিরশ্চেতি তচ্ছিরঃ কৃষ্ণমস্তকং জিহ্বতি মস্তকগন্ধং গৃহ্ণাতীত্যবয়ঃ । সাধকবস্থায়াং বর্ণনসময় এবা-কস্মাৎ সিদ্ধাবস্থা স্ফুৰ্ত্ত্যা তদ্রূপস্য সাক্ষাৎ প্রতীতৌ তচ্ছির ইত্যুক্ত্বা প্রত্যভিজ্ঞা ইদমিত্যুত্তিরিতি ন দোষঃ । স কঃ ভাণ্ডরিরেতন্নান্না প্রসিদ্ধঃ । কিন্তুতঃ প্রকটো মুত্তিমান্নিগমো বেদা যত্র সং ॥ ২০ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজ-পুরোহিত মহামুনি ভাণ্ডরীর স্তব করিতে-ছেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“মহীসুরাস্ত দ্বিবিধা গোকুলান্তর্বসন্তি যে । কুলমাপ্রিত্য বর্তন্তে কেচিদন্যো পুরোহিতাঃ ॥ বেদগৰ্ভো মহাযজ্ঞাভাণ্ডর্যাদ্যাঃ পুরোধসঃ ॥” (দীপিকা) অর্থাৎ “যাহারা গোকুলমধ্যে বসবাস করেন, এই প্রকার ব্রাহ্মণগণ দুইভাগে বিভক্ত । কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃকুলের আশ্রিত, অন্য একপ্রকার পুরোহিতগণ । বেদগৰ্ভ অর্থাৎ মহাবেদজ্ঞ ও মহাযজ্ঞা অর্থাৎ বেদবিধানমতে মহাযজ্ঞকারী ভাণ্ডরী প্রভৃতি পুরোহিত ।” ব্রজ-পুরোহিত শ্রীভাণ্ডরী মুনির শ্রীকৃষ্ণে শুদ্ধ-বাৎসল্যরস । এই শ্লোকে তাঁহার শুদ্ধ-বাৎসল্যরসের ভাব-পরিপাটীই বর্ণিত হইতেছে ।

নিত্যই শ্রীনন্দ-পুরোহিত শ্রীভাণ্ডরীমুনি শ্রীনন্দনন্দনের রক্ষাবন্ধন এবং আশীর্বাদাদি দ্বারা তাঁহার মঙ্গল-কামনায় নন্দালয়ে আগমন করেন । শ্রীনন্দ-যশোদা প্রভৃতি শুদ্ধবাৎসল্য-প্রেমিকগণের ধারণা এই যে, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ অসূয়া, অন্ত, দম্ব, ঈর্ষা, হিংসা ও অভিমানাদি শূন্য, সেই সকল সত্যনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ কখনই মিথ্যা হয় না । “যেহসুয়ান্তদন্তেষ্য-হিংসামানবিবজ্জিতাঃ । ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ ॥” (ভাঃ-১০।৭।১৩) এই জন্যই নানা অসুর, রাক্ষসাদির উৎপাতে শক্তিতচিত্ত নন্দ-যশোমতী নিত্যই মহাবেদজ্ঞ ভাণ্ডরীমুনিকে শ্রীনন্দনন্দনের রক্ষাবিধান ও আশীর্বাদ-দানের নিমিত্ত নন্দালয়ে আহ্বান করেন । মুনীন্দ্র শ্রীভাণ্ডরী নন্দালয়ে প্রবেশ করিলে শ্রীনন্দ-যশোদাদির মনে হয়, অখিলবেদই যেন মুতিমান্ হইয়া ইঁহার মধ্যে বিরাজ করিতেছে । বস্তুতঃ নিখিল বেদ বেদ,

শ্রীনন্দনন্দনের যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিয়া ধন্য হইবার জন্যই মনে হয় বেদসমূহ নন্দ-পুরোহিতকে স্বয়ং অশ্রয় করিয়াছেন ।

বেদসমূহ মুনীন্দ্র শ্রীভাগুরীকে স্বয়ং আশ্রয় করিলেও ব্রজবাসী বলিয়া শ্রীনন্দনন্দনে তাঁহার কোনরূপ ঐশ্বর্য-জ্ঞান-গন্ধেরও প্রকাশ নাই । শুদ্ধমাদুর্ভম্যভাবে তিনি নন্দালয়ে প্রবেশ করিয়াই প্রথমতঃ মন্ত্রের দ্বারা মুরারী শ্রীকৃষ্ণের সর্বাঙ্গের রক্ষাবিধান করত আশীর্বাদ দান করেন এবং পরম বাৎসল্যভরে তাঁহার মস্তকাস্থাণ করেন । শ্রীরূপ-গোস্থামিপাদ বাৎসল্যরসের অনুভাবগুলি বর্ণনা করিয়াছেন—

“অনুভাবাঃ শিরোস্থ্যাণং ক রেণাসাতিমাজ্জনম্ ।

আশীর্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্ ।

হিতোপদেশদানাদ্যা বৎসলে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৪।৪১)

অর্থাৎ “মস্তকাস্থাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, আত্মাকরণ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ দানাদি বৎসলরসের অনুভাব বলিয়া কীৰ্ত্তিত ।” শ্লোকে শ্রীপাদ ‘মুররিপু’ বা ‘মুর নামক অসুরের শত্রু’ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় দিয়াছেন । তাৎপর্য এই যে, এই প্রকার মহাপরাক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় রক্ষাবন্ধনাদি বাৎসল্যরসের আশ্রয় ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য শুদ্ধপ্রেমিকগণের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়া থাকে । অগ্নির দাহিকাশক্তি সর্বত্র প্রকাশিত হইলেও চন্দ্রকান্তমণির নিকট উহা স্তম্ভিত হইয়া যায় । মাতা যশোদার বাৎসল্যের অসাধারণ প্রভাব ব্যক্ত করিতে গিয়া শ্রীপাদ গুণমুনি বলিয়াছেন—

“ব্রয্যা চোপনিষদ্বিষ্ণু সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বিতৈঃ ।

উপগীষ্যমানমাহাভ্যং হরিং সামান্যতাম্বজম্ ॥” (ভাঃ-১০।৮।৪৫)

“বেদব্রহ্ম, উপনিষদ, সাংখ্য, যোগ এবং সাত্ত্বতশাস্ত্রে যাঁহার মাহাভ্য নিয়ত কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরিকে যশোদা পুত্রবুদ্ধিই করিতেন ।” শুদ্ধবাৎসল্যের প্রভাবই এই প্রকার । তাই শুদ্ধ-বাৎসল্যভাবে শ্রীভাগুরীর শ্রীকৃষ্ণে নন্দনন্দনত্ব বুদ্ধিরই স্ফুরণ হইয়া থাকে । শ্রীপাদ বলিতেছেন—“সেই মুনীন্দ্র শ্রীভাগুরীর পাদপদ্ম-যুগল বন্দনা করি ।’

“পুরোহিত-শ্রেষ্ঠ যেই এই ব্রজধামে ।

মন্ত্রপাঠে আশীষ করে শ্রীনন্দনন্দনে ॥

গোবিন্দের শান্তি হউক বাসনা অন্তরে ।

মস্তক আস্থাণ করে অতি স্নেহভরে ॥

নিখিল নিগমশাস্ত্র মুক্তিমান্ হৈয়া ।

(যাঁরে) আশ্রয় করেছে ধন্য হ’বার লাগিয়া ॥

সে মুনীন্দ্র ভাগুরীর যুগলচরণ ।

প্রত্যহ বন্দনা করি লইয়া শরণ ॥” ২০ ॥

কৃষ্ণাশ্রোতঃ প্রণয়বসতিঃ সংপ্রবীণঃ সখীনাং
 শ্যামাঙ্গস্তং-সমগুণ-বায়ো-বেশ-সৌন্দর্য্য-দৰ্পঃ ।
 স্নেহাদ্ব্যক্তাঃ ক্ষণমকলনাজ্জায়তে যোহবধূতঃ
 শ্রীদামানং হরিসহচরং সৰ্বদা তং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥

অনুবাদ । যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রণয়পাত্র, শ্রীকৃষ্ণ-সখাগণमध्ये যিনি অতিশয় প্রবীণ, যিনি শ্যামবর্ণ, গুণ, বয়স, বেশ, সৌন্দর্য্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সমান বলিয়া যাঁহার গর্ব রহিয়াছে, সখা কৃষ্ণের ক্ষণকাল-মাত্র অদর্শনে যিনি স্নেহবশতঃ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সখা **শ্রীদামের** চরণে আমি সৰ্বদা শরণাগত হই ॥ ২১ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণসখং শ্রীদামানং শ্লোতি—কৃষ্ণস্যেতি । তং হরিসহচরং শ্রীদামানং সৰ্বদা সৰ্বকালং প্রপদ্যেহুগচ্ছামি । যো বক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ক্ষণমপ্যকলনাদদর্শনাৎ স্নেহাদবধূতঃ কম্পিতো জায়তে ভবতি । স ক্ষিত্তুতঃ কৃষ্ণস্যোচ্চৈরত্যন্তং প্রণয়বসতিঃ প্রীতিস্থানম্ । এবং সখীনাং মধ্যে সংপ্রবীণঃ সম্যগ্জানবান্ তস্য কৃষ্ণস্য সমাঃ সমানাগুণবয়োবেশ সৌন্দর্য্যদৰ্পা যস্য সঃ ॥ ২১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । যিনি পরম ও চরম রসঘনরূপে শ্রীহৃন্দাবনে নিত্য নব নব লীলায় পার্শ্বদগণসঙ্গে প্রেমরসাস্বাদনে মগ্ন, তাঁহাতেই রসের চরমাবধি, শ্রুতিসম্মত এই নিগূঢ়তত্ত্ব শ্রীগোস্বামিপাদ-গণ বিশ্বে প্রচার করিয়াছেন । ব্রজপার্শ্বদগণসঙ্গে রসঘনবিগ্রহ শ্যামসুন্দরের বিচিত্র মধুর ভাবপরিপাটীর শ্রবণ, কীর্তনে সেই স্বপ্রকাশ চিন্ময়ানন্দরস সাধকভক্তেও সঞ্চারিত হয়, ইহাই শ্রীল গোস্বামিপাদগণের শিক্ষা । এই ‘ব্রজবিলাসস্তব’ শ্রবণ, কীর্তনের ইহাই সার্থকতা ! এই শ্লোকে শ্রীপাদ সখ্যরসের পরিকর শ্রীদামের ভাবপরিপাটীর বর্ণনা করিতেছেন । শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

“বয়স্তুলাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাপ্রিতাঃ । শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ ॥

কিঙ্কিণী-শ্লোককৃষ্ণাং-ভদ্রসেন-বিলাসিনঃ । পুন্ডরীক-বীটকাক্ষ-কলবিক্সাদয়োহপ্যমী ॥

রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভিবিবিধৈঃ সদা । নিযুদ্ধ-দণ্ডযুদ্ধাদি-কৌতুকৈরপি কেশবম্ ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ-৩৩৩৩৬-৩৮)

“যাঁহারা বয়সে সমান এবং কেবল সখ্যরসাস্রয়ী, তাঁহারা এই ‘প্রিয়সখা’ । শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, শ্লোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুন্ডরীক, বিটক ও কলবিক্স ইত্যাদি প্রিয়সখাগণ সদা বিবিধ কেলিদ্বারা এবং বাহযুদ্ধ, দণ্ডাদভী ইত্যাদি কৌতুকেও শ্রীকৃষ্ণকে সুখদান করেন ।” “এষু প্রিয়বয়সোষু শ্রীদামা প্রবরো মতঃ” (ঐ-৪০) এই প্রিয়সখাগণের মধ্যে **শ্রীদামই** শ্রেষ্ঠ । শ্রীদামের রূপ-সম্বন্ধে শ্রীরূপপাদ লিখিয়াছেন—

“বাসঃ পিঙ্গং বিদ্রতং শৃঙ্গপাণিং, বক্রস্পর্ধং সৌহদান্নাধবেন ।

তান্ম্রোক্ষীষং শ্যামধামাভিরামং, শ্রীদামানং দামভাজং ভজামি ॥” (ঐ-৪১)

“যাঁহার পরিধানে পিঙ্গল (নীলপীতমিশ্র) বসন, হস্তে শূল, মস্তকে তাম্রবর্ণ-উষীষ, দেহ শ্যামলবর্ণ ও অতিরমণীয় এবং গলদেশে মালা—যিনি সৌহার্দবশতঃ মাধবের সহিত স্পর্ধা করিতেছেন, সেই শ্রীদামকে ভজন করি ।” ইহার সখ্যও অতি নিক্রপম ।

“ত্বং নঃ প্রোজ্জ্বা কঠোর ! যামুনতটে কস্মাদকস্মাদগতো

দৃষ্টিয়া দৃষ্টিমিতোহসি হন্ত নিবিড়ান্লেম্বৈঃ সখীন্ প্রীণয় ।

শ্রুতমঃ সত্যমদর্শনে তব মনাক্ কা ধেনবঃ কে বয়ং

কিং গোষ্ঠং কিমভীষ্টমিত্যাচিরতঃ সৰ্ব্বং বিপর্য্যস্যতি ॥” (ঐ-৪২)

“হে কঠোর ! তুমি আমাদেরকে যমুনাতটে হঠাৎ ত্যাগ করত গিয়াছ কেন ? ভাগ্যবশতঃ এক্ষণে তোমায় দেখিলাম । অহো ! নিবিড় আলিঙ্গনদানে এই সখাগণকে সন্তুষ্ট কর । হে কৃষ্ণ ! সত্যই বলিতেছি—তোমার বিন্দুমাত্র অদর্শনেও কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট সকল বিষয়ই অঙ্গক্ষণের মধ্যে বিপর্য্যস্ত বা মনের প্রতিকূল হইয়া যায় ।” এই জন্যই মূলে বলা হইয়াছে—“স্নেহান্ধকোঃ ক্ষণমকলনাজ্জায়তে যোহবধূতঃ” ‘সখা কৃষ্ণের ক্ষণকাল মাত্র অদর্শনে যিনি স্নেহবশতঃ নিতান্ত অধীর হইয়া পড়েন ।’ শ্রীমৎ রূপগোস্থামিপাদ ব্রজের সব সখাগণেরই কৃষ্ণে এইরূপ স্নেহাধিক্য ও তদেকজীবনতা বর্ণনা করিয়াছেন—“ক্ষণাদর্শনতো দীনাঃ সদা সহ-বিহারিণঃ । তদেকজীবিতাঃ প্রোক্তা বয়স্য ব্রজবাসিনঃ ॥” “যাঁহারা কৃষ্ণের ক্ষণকাল অদর্শনেই অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করেন এবং শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের জীবন, তাঁহারাই ব্রজবাসী সখা ।”

“কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ” ‘শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রণয়পাত্র ।’ প্রেমের কোন উচ্চতমস্তর বিশ্রুতকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণয় হইয়া থাকে । “বিশ্রুতঃ প্রিয়জনেন সহ সস্যাভেদমননম্” ‘প্রিয়জনের সঙ্গে নিজের অভেদ মননকেই বিশ্রুত বলা হয় ।’ অর্থাৎ প্রিয়জনের হস্ত-পদাদি অঙ্গকে নিজের হস্ত-পদাদি হইতে অভিন্ন মনে হয় । প্রণয়ই সখ্যারসের উৎপত্তিভূমি, শ্রীদাম প্রিয়সখাগণের মধ্যে প্রধান, অতএব প্রণয়েও তিনি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন । তাই “তৎ-সমগুণ-বয়ো-বেশ-সৌন্দর্য-দর্পঃ” ‘গুণ, বয়স, বেশ, সৌন্দর্য শ্রীকৃষ্ণের সমান বলিয়া যে শ্রীদামের সে-বিষয়ে একটি গর্ব রহিয়াছে । বস্তুতঃ যাঁহারা রূপে, গুণে ও বেশে শ্রীহরির সমান, দাসের ন্যায় সম্ভ্রম-সঙ্কোচাদি যাঁহাদের বিন্দুমাত্রও নাই এবং যাঁহারা প্রগাঢ় বিশ্বাসময় তাঁহারাই ‘বয়স্য’ বলিয়া কীতিত হন । “রূপবেষগুণাদ্যন্ত সমাঃ সম্যগযজ্ঞিতাঃ । বিশ্রুতসংভূতাত্মানো বয়স্যাস্তস্য কীর্তিতাঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩৩৩৮) শ্রীকৃষ্ণের সব বয়স্যগণ-সম্বন্ধে ইহা কথিত হইলেও এ-বিষয়ে শ্রীদামের একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে—ইহা অন্যান্য দাসগণও জানেন । তাই গিরিধারণকালে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

“উন্নিদ্রস্য যযুস্তবান্ন বিরতিং সপ্ত ক্ষপাশ্চিষ্ঠতো,

হন্ত শ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সখে । শ্রীদামপাগৌ গিরিশ্ ।

আধিবিধ্যতি নস্তমপন্ন করে কিংবা ক্ষণং দক্ষিণে

দোষঃশ্চে করবাম কামমধুনা সবাস্য সম্বাহনম্ ॥” (ঐ-১৮)

“হে সখে ! তুমি নিদ্রা পরিত্যাগে সপ্তরাত্রি দণ্ডায়মান হইয়া অতিবাহিত করিয়াছ ; অহো ! এখন বোধ হয় শ্রান্ত হইয়াছ, অতএব **শ্রীদামের** হস্তে গিরিরাজকে অর্পণ কর । তোমার কণ্ঠ দেখিয়া আমাদের মনঃপীড়া হইতেছে, নতুবা ক্ষণকালের জন্য দক্ষিণহস্তে পর্বতটা ধর ; আমরা তোমার বাম-হস্তটি উত্তমরূপে মর্দন করিয়া দিতেছি ।” এখানে শ্রীদামের হস্তে গিরিরাজকে অর্পণ করিতে বলায়, সব সখাগণেরই ধারণা যে, সর্ববিষয়েই শ্রীদামই শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ ।

স্নোকে যে শ্রীদামের দর্প বা গর্বের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সখ্যপ্রেমের সঞ্চারিতাব । ভাবের গতিকে সঞ্চারণ করে বলিয়াই ‘সঞ্চারী’ । ইহাতেই সখ্যভাবে উৎসাহরতির সঞ্চার হয় এবং মল্লযুদ্ধাদির দ্বারা কোটিপ্রাণপ্রের্তা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করা যায় ।

“কালিন্দীতটভূবি পত্রশৃঙ্গবংশী,-নিষ্কানৈরিহ মুখরীকৃতাস্বরায়াম্ ।

বিস্ফুজ্জ্বলঘদমনেন যোদ্ধুকামঃ, শ্রীদামা পরিকরমুত্তং ববদ্ধ ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ-২।৫।৫৯)

অর্থাৎ “যমুনাতটে পত্র, শৃঙ্গ ও বংশী প্রভৃতির নিনাদে আকাশ মুখরিত হইতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত শ্রীদাম অহঙ্কার-প্রকাশ করত দৃঢ়ভাবে পরিকর (কটিদেশ) বন্ধন করিলেন ।” এই গর্ব পরস্পর মল্লযুদ্ধাদির রসকে কিরূপ পুষ্ট করিয়া থাকে, তাহা শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত গ্রন্থ হইতে আমরা উত্তমরূপে জানিতে পারি ।

“অরে কিং শ্রীদামন্ ! বদসি মম দোরগলবলভটী লোষ্ঠীঘট্টপ্রঘটননিপিস্টাখিলতনো !

বিরম্যাজেনাশ্চেনাহ্যপসর মদাড্ঘ্বরলব্ধফুটংকর্ণোহভ্যর্গাদ্ যদি সপদি শং বাঞ্ছসি ভৃশম্ ॥

জয়শ্রীঃ শ্রীদাম্নি প্রথিতমহসাং ধাম্মিন সহসাং ব্যারাজীদ্রাজিষ্যত্যবকলয়রাজ্যাপি সদা ।

তবৈবাংসঃ সাক্ষী ভবতি তদপি ত্বং ভজসি কিং মুখাটোপী কোপী স্বমহিমবিলোপী চপলতাম্ ॥

বকীং মন্ত্ৰৈবিপ্রা নিধনমনয়ন্ যঃ পুনরঘস্তদন্তস্ত্বং সবেব বয়মপি ন কিং হন্ত ! যয়িম ।

বকঃ কৈবাংগো গিরিরপি তদেষ্ঠঃ স্বয়মহো বিয়তাস্থাদন্তৌজসি ভবতি গবঃ কথমভুৎ ॥

স ইথং তৎপ্রাণাব্দুর্দনিযুত নিশ্মক্ছ্যকিরণো রণোৎসাহং সাহকৃতিভণিত-পীযুষ-পৃষতেঃ ।

সমং মিত্রৈর্দ্বিত্বৈরুপসরিদমন্দং বিপুলয়ন্ ক্ষণং নিন্যে মূর্তপ্রণয়রস এব প্রণয়িভিঃ ॥”

(কঃ ভাঃ-১৬।৫-৮)

“শ্রীদাম খেলায় গর্ব-প্রকাশ করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘ওরে শ্রীদাম ! তুই কি বলিতেছিস্ ? মনে নাই বুঝি ? আমার বাহুরূপ অর্গলের তটীরূপ নোড়া চালনদ্বারা তোর নিখিল তনু পিষ্ট হয়, আমার আড়ম্বর ঘটাদ্বারা তোর কর্ণ স্ফুটিত হয়, এখনো যদি মঙ্গল লাভের বাসনা থাকে, তবে

গাঢ়ানুরাগ-ভরতো বিরহস্য ভীত্যা স্বাপ্নহপি গোকুলবিধোর্ন জহাতি হস্তম্ ।

যো রাধিকাপ্রণয়নির্ব্বাসিক্তচেতাস্তং প্রেমবিহ্বলতনুং স্তবলং নমামি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ । গাঢ়ানুরাগহেতু বিরহ-ভয়ে যিনি স্বপ্নেও গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করেন না, যাঁহার চিত্ত শ্রীরাধার প্রণয়-প্রবাহে সতত নিমিত্ত—সেই প্রেমবিহ্বল-তনু শ্রীস্তবলকে আমি প্রণাম করি ॥ ২২ ॥

বাহযুদ্ধের আর নাম না করিয়া এখান হইতে অপসারণ কর ।’ তাহা শুনিয়া শ্রীদাম বলিলেন—প্রথিত প্রভাবের ধাম শ্রীদামের চিরদিন জয়শ্রী বিদ্যমান আছে ; অর্থাৎ পূর্বে শ্রীদামের জয়, এখনো শ্রীদামের জয় ও পরেও শ্রীদামের জয় হইবে ; এ-বিষয়ে তোমার ক্ষঙ্কই সাক্ষী আছে (শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকমুনি সবিনোদ সাক্ষ্য দিয়াছেন—“উবাহ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ” শ্রীদামকর্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে ক্ষঙ্কে বহন করিয়াছিলেন) তথাপি তুমি মুখাটোপী কোপী হইয়া নিজ মহিমা বিলোপ করিবার জন্য চপলতা প্রকাশ করিতেছ ?

হে কৃষ্ণ ! তুমি অসুর-সংহারী বলিয়া যে গর্ব করিয়া থাক, তাহা অকিঞ্চিৎকর ; যেহেতু ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রদ্বারা পুতনাকে বধ করিয়াছেন ; যদি বল—‘অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়া আমি তাহাকে বধ করিয়াছি’, ওহে কৃষ্ণ ! তুমি কি একাকীই অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করিয়াছিলে, আমরা কি প্রবেশ করি নাই ? বকাসুর অতি তুচ্ছ, তাহাকে কে গণনা করে ? যদি বল—‘আমি গিরিধারণ করিয়াছি’, তবে শুন—ব্রজবাসিগণের পূজা গ্রহণপূর্বক গিরিরাজ স্বয়ংই ব্রজরক্ষার জন্য আকাশে উঠিয়াছিলেন ; তুমি তাহার নিম্নে হস্তস্পর্শ করিয়াছিলে মাত্র ; অতএব ইহাতে তোমার গর্বের যে কি আছে, তাহা জানি না । যে শ্রীদামাদি প্রিয়সখাগণ অব্দকোটি প্রাণদ্বারা যাঁহার পদনখ-কিরণকে নির্মল্লেছন করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামের এই প্রকার অহঙ্কারব্যঞ্জক বচনামৃত-বিন্দুদ্বারা সেই মূর্ত-প্রণয়রস-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ রণোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দুই তিন জন প্রিয়সখার সঙ্গে যমুনাতটে অতি সুখে ক্ষণকাল অতিবাহিত করিলেন ।’

শ্রীপাদ বলিলেন—সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা শ্রীদামের চরণে আমি শরণাগত হই ।

“শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র যিনি ।

বয়স্যগণমধ্যে যাঁরে সুপ্রবীণ গণি ॥

সৌন্দর্য্য, গুণ, বেশ, বয়স সমান ।

সর্বদা আনন্দে যেই করে অভিমান ॥

ক্ষণকাল শ্রীগোবিন্দ হ’লে অদর্শন ।

স্নেহেতে অধিক যিনি ব্যাকুলিত হন ॥

শ্রীগোবিন্দ-প্রিয়সখা শ্রীদাম নাম যাঁর ।

সর্বদা তাঁহারে পাই আকাঙ্ক্ষা আমার ॥” ২১ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণ-ক্লীড়াবিশেষ-সাহায্যকারিণং সুবলং শ্রোতি—গাঢ়েত্যাदि। প্রেমবিহ্বলতনুং প্রেম্না বিহ্বলা কৃষ্ণসম্বন্ধ-রহিতস্থানে স্বাতুমশক্তা তনুর্হস্য এবত্বতং সুবলং নমামি। যো বিরহস্য ভীত্যা ভয়েন অনুরাগভরতোহনুরাগাতিশয়াৎ গোকুলবিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হস্তং করং রশ্মিং ছায়ামিতি যাবৎ ন জহাতি ন ত্যজতি। এবং রাধিকায়্যং যঃ প্রণয়ঃ স্নেহঃ স এব নির্বারোজ্জ্বলপ্রবাহস্তেন সিতং চেতোহন্তঃ-করণং হস্য তন্ম ॥ ২২ ॥

সুবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে প্রিয়নর্মসথাগণের শ্রেষ্ঠ শ্রীসুবলের স্তব করিতেছেন। নিখিল ব্রজসথাগণ হইতে প্রিয়-নর্মসথাগণ শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের মধ্যেও সুবল প্রধান। “প্রিয়নর্মবয়স্যাস্ত পূর্বতোহপ্যভিতো বরাঃ। অত্যন্তিকরহস্যো যুক্তা ভাববিশেষিণঃ। সুবলাজ্জুন-গন্ধর্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-৩।৩।৪৩) “সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা হইতেও প্রিয়নর্মসথাগণ শ্রেষ্ঠ। যেহেতু ইহারা ভাববিশেষযুক্ত (সখীভাবাবিশিষ্ট) এবং আত্যন্তিক রহস্যকার্যে (প্রেমসী-সাহায্যময় গোপনকার্য-বিশেষে) নিযুক্ত থাকেন। সুবল, অজুন, গন্ধর্ব, বসন্ত, উজ্জ্বল, মধুমঙ্গলাদি প্রিয়নর্মবয়স্য।” ইহাদের রহস্যময় সখ্যের ভাবচিত্র এইরূপ—

“রাধাসন্দেশরম্ভং কথয়তি সুবলঃ পশ্য কৃষ্ণস্য কর্ণে

শ্যামা-কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্জ্বলঃ পাণিপদে।

পালী-তাম্বুলমাস্যে বিতরতি চতুরঃ কোকিলো মুগ্ধগিধতে

তারা-দামেতি নর্মপ্রণয়ি-সহচরাস্তন্নিব ! তন্বন্তি সেবাম্ ॥” (ঐ-৪৪)

✓ “শ্রীকৃষ্ণের কোন দূতী অপরা দূতীকে বলিলেন—ঐ দেখ, সুবল শ্রীরাধার বার্তাসকল শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতেছেন, উজ্জ্বল শ্যামার কামলেখ নিভৃতে উহার হস্তকমলে সমর্পণ করিতেছেন, চতুর পালী-দন্ত তাম্বুল উহার বদনে দিতেছেন এবং কোকিল তারা-প্রদত্ত মালা উহার মস্তকে পরাইতেছেন। এইভাবে প্রিয়নর্মসথাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেবাকার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।” “প্রিয়নর্মবয়স্যো যুক্তা প্রবলো সুবলোজ্জ্বলো” (ঐ-৪৫) “প্রিয়নর্মসথাগণ-মধ্যে সুবল ও উজ্জ্বলই শ্রেষ্ঠ।” সুবলের রূপটিও অতি অপূর্ব—

“তনুরুচি-বিজিতহিরণ্যং হরিদগ্নিতং হারিণং হরিদ্বসনম্।

সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নন্দিত-বাক্রবং বন্দে ॥” (ঐ-৪৬)

“যাঁহার অঙ্গকান্তিতে সুবর্ণের কান্তিও পরাভূত হইয়াছে, যাঁহার গলে হার, পরিধানে হরিদ্বর্ণ-বসন, ইন্দীবর-সদৃশ নয়ন ও নীতিদ্বারা বাক্রবগণকে যিনি আনন্দ দান করেন, সেই হরিপ্রিয় সুবলকে বন্দনা করি।”

শ্রীপাদ বলিতেছেন—গাঢ়ানুরাগহেতু বিরহ-ভয়ে যিনি স্বপ্নেও শ্রীগোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করেন না। অনুরাগী প্রিয়জনের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারেন না। সখ্যভাবে স্বভাবতই প্রিয়-বিরহ প্রবল হইয়া থাকে। শান্ত ভক্তে মিলন ও বিরহ নাই, তাঁহারা জানেন, পরব্রহ্ম ভগবান্ নিখিল

বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের হৃদয় প্রশান্তসাগরের মত শান্ত, নীরব ; মিলন-বিরহের তরঙ্গাঘাতে তাঁহাদের হৃদয়সিন্ধু আলোড়িত হয় না। তাঁহারা অন্তরেই ভগবদর্শন করিয়া সदा তুষ্ট থাকেন। দাসভক্তগণ কিন্তু প্রভুকে অন্তরে দেখিয়াই সন্তোষ লাভ করিতে পারেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণসেবা লাভের নিমিত্ত ব্যাকুল। সুতরাং ইহাদের মিলন-বিরহের অনুভূতি আছে। তবু তাঁহারা সদ্ভ্রম, সঙ্কোচ-বশতঃ প্রভুর কৃপা-ব্যতীত নিজ চেষ্টায় বিরহের অপগম সম্ভব নহে ভাবিয়া কৃপার দিকে চাহিয়া খানিকটা ধৈর্য-ধারণ করিতে পারেন। কিন্তু ব্রজের সখাগণ ঋণকালও শ্রীকৃষ্ণকে না দেখিলেই শোকে, দুঃখে ম্লিয়মাণ হইয়া পড়েন। তন্মধ্যেও প্রিয়নর্মসখা সুবল গাঢ়ানুরাগী বলিয়া বিরহভয়ে জাগ্রত অবস্থাতে তো নহেই, স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণের হস্ত পরিত্যাগ করেন না। শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে ‘গোকুলবিধু’ বা গোকুলচন্দ্র বলার তাৎপর্য এই যে, শ্রীসুবলের বিরহতপ্ত ‘গো’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ‘কুল’ বা সমূহকে শীতল করেন বলিয়াই ‘গোকুলবিধু’।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাদি প্রেয়সীগণসঙ্গে মিলনাদি লীলাকালে অন্যান্য সখাদের সাময়িক বিচ্ছেদ লীলাশক্তির ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু সুবলাদি প্রিয়নর্মসখাগণ সখীভাবাপ্রিত বলিয়া প্রেয়সী-মিলন-লীলাকালেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিরহের সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—“যো রাধিকাপ্রণয়-নির্বাসিতচেতাঃ” “যাঁহার চিত্ত শ্রীরাধার প্রণয়নির্বাসিত সতত পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে।” শ্রীরাধারাগী শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের পরম সহায় সুবলকে প্রাণাপেক্ষাও বেশী প্রীতি করেন। যাহার পরিণতিস্বরূপ সখীভাবাপ্রিত শ্রীসুবল শ্রীমতীর করুণায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনলীলায় রহস্যময় সেবাধিকার লাভে ধন্য হইয়া থাকেন।

“প্রত্যাবর্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়া-কলিপ্রস্থিতাং,

শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যধভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্।

দ্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়া-হৃদি পরিশ্রুস্তাগমুচ্চৈরমুং,

ক শ্রীমানধিকারিতাং নঃ সুবলঃ সেবা-বিধৌ বিন্দতি ?” (উঃ নীঃ-২।১৪)

শ্রীরূপমঞ্জরী সুবলের প্রতি ভক্তিমতী স্বীয় সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘সখি ! শ্রীমান সুবল শ্রীকৃষ্ণের কোন্ সেবার না অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন?’ কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে কলহ করিয়া প্রস্থান করিলে সুবল গিয়া বিবিধ বিনয়বাক্যে তাঁহাদের প্রসন্ন করিয়া ফিরাইয়া আনেন। কুঞ্জগৃহে শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পলীলোচিত অপূর্ব শয্যা রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ স্মরসময়ে ক্লান্ত হইয়া প্রিয়ার (শ্রীরাধার) হৃদয়োপরি নিপতিত হইয়া থাকিলে সুবল চামর গ্রহণপূর্বক বীজন করিতে থাকেন। অথবা আমরা বলিয়াছি—‘প্রণয়’ শব্দের অর্থ প্রিয়জনের সহিত অভেদমনন বা নিজের হস্ত, পদাদিকে প্রিয়জনের হস্ত-পদাদির সঙ্গে অভিন্ন মনে করা। লীলাশক্তির এমনি অপূর্ব বৈচিত্রী সুবলের মুখ, হস্ত, পদাদির শ্রীরাধারাগীর মুখাদির সহিত এমনি অন্তর্ভুক্ত মিল যে, সুবল রাধাবেশ ধারণ

কৃষ্ণকত্র গবাং কুলানি পরিতঃ কৃষ্ণেন সার্কং ঘূদা
 হস্তাহস্তি-বিনোদনশ্ল-কথনৈঃ খেলন্তি মিত্রোৎকরাঃ ।
 প্রেমাস্তোধিবিধৌত-গৌরবমহা-পঙ্কাস্তদক্ষাচ্চিতা-
 স্তংপাদার্চিত-চিত্তজীবিতকলা য়ে তান্ প্রপদ্যামহে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ । যাঁহারা নানাস্থান-স্থিত গাভীকুলকে একত্রিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্তাহস্তি-
 বিনোদ ও হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুকবাক্যে খেলা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিত্রতাহেতু যাঁহাদের শুদ্ধ-
 সখ্যাপ্রেম-সিন্ধুর জলে গৌরবরূপ মহাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে, যাঁহারা শৃঙ্গ-বেল্লাদি গোচারণের বেশভূষায়-
 ভূষিত ; যাঁহাদের ধন, মন, প্রাণ সর্বস্বই শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে সমর্পিত, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ-সহচরগণের
 শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২৩ ॥

টীকা । বাহ্য-ভীত্যা সৰ্বান্ কৃষ্ণসখীনেকদৈব স্তৌতি—বৃত্তেতি । তান্ প্রপদ্যামহে
 অনুগচ্ছামঃ । কানিত্যপেক্ষায়ামাহ য়ে মিত্রোৎকরা মিত্রসমূহাঃ স্তোক-কৃষ্ণাদয়ঃ কৃষ্ণেন সহ হস্তাহস্তি
 বিনোদনশ্ল-কথনৈবিহরন্তি । হস্তৈশ্চ হস্তৈশ্চ গৃহীত্বা ইদং নশ্লম্ প্রবৃত্তং হস্তাহস্তি এবভূতং যদ্বিনোদ-
 নশ্লম্ সুখদ কৌতুকং তেন যানি কথনানি ব্যাহারান্তেঃ কিং কৃষ্ণা পরিতঃ সৰ্বতো গবাং কুলং গোসমূহমে-
 কত্র কৃষ্ণা একস্থানে মেলয়িত্বা কিত্তুতাঃ প্রেম এবাস্তোধিঃ সমুদ্রস্তেন বিশেষণ ধৌতঃ প্রক্ষালিতো গৌরবরূপ
 আদররূপ মহাপঙ্কা য়েষ্টে । পুনঃ কিত্তুতাস্তস্য কৃষ্ণস্য অঙ্কৈঃ শৃঙ্গবেল্লাদিভিশ্চিহ্নৈরুচ্চিতাঃ শোভিতাঃ ।
 অথবা তেন হেতুনা য়ে অঙ্কাঃ ভূষণানি অলঙ্কারসাধনানি গৈরিকাদীনি তৈরুচ্চিতা ভূষিতাঃ । পুনঃ
 কিত্তুতাস্তস্য পাদে চরণে অপিতা স্থাপিতা চিত্ত জীবিতা কলা য়েষ্টে । জীবিতং জীবনং কলা মহদ্বনম্ ।
 তথা চ মেদিনী । কলা স্যান্মূলরৈ রুক্মৌ শিল্পাদাবংশমাত্রকে ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

করিয়া জটিলার গৃহে অবস্থান করিলে এবং শ্রীরাধাকে সুবলবেশে সাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসারে
 পাঠাইলে জটীলা, কুটীলাদি তাঁহাদের দেখিয়াও কিছুই বুঝিতে পারেন না । এই অদ্ভুত সেবাটি সম্পন্ন
 করিয়া বিরহিণী শ্রীরাধার প্রাণরক্ষা করেন বলিয়া সুবল শ্রীরাধার প্রণয়নির্ব্বারে নিয়ত সিন্ত হইয়া থাকেন ।
 শ্রীপাদ সেই প্রেমবিহ্বলতনু অর্থাৎ সেবানন্দরসে প্রেমবিবশ শ্রীসুবলকে প্রণাম করিতেছেন ।

“গাঢ় অনুরাগে যেই বিরহ-ভগ্নেতে ।

স্বপ্নেও গোবিন্দ-হস্ত না পারে ছাড়িতে ॥

শ্রীরাধার অফুরন্ত প্রণয়-নির্ব্বারে ।

চিত্ত অভিষিক্ত যার হয় নিরন্তরে ॥

প্রেম-পরিপূর্ণ যার শুদ্ধ কলেবর ।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সে সুবল-সখায় নমস্কার ॥” ২২ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাসগোত্রামিচরণ এই শ্লোকে ব্রজের শুদ্ধ-সখ্যারসাপ্রিত নিখিল শ্রীকৃষ্ণ-সখাগণের স্তব করিতেছেন । যাঁহাদের সহিত নানা পরিহাসরসমগ্ন শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র মধুর গোষ্ঠবিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে । “নিজ সম সখ্যাসঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে, রুন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার ।” (চৈঃ চঃ) । যাঁহারা বিচিত্র মধুর ভাবদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধান করিয়া থাকেন ।

“কেচিদেষু স্থিরা জাত্যা মস্ত্রিবন্তমুপাসতে । তং হাসয়ন্তি চপলাঃ কেচিদৈহাসিকোপমাঃ ॥

কেচিদাজ্জবসারেণ সরলাঃ শীলয়ন্তি তম্ । বামা বক্রিমচক্রেণ কেচিদ্ভিস্মায়য়ন্ত্যমুম্ ॥

কেচিৎ প্রগল্ভাঃ কুৰ্ব্বন্তি বিতণ্ডামমুনা সমম্ । সৌম্যাঃ সুনৃতয়া বাচা ধন্যা ধিন্বন্তি তং পরে ॥

এবং বিবিধয়া সৰ্ব্বৈ প্রকৃত্যা মধুরা অমী । পবিত্র-মৈত্রীবৈচিত্রী-চাক্ষুতামুপচিত্বতে ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ-৩৩৫৩-৫৬)

“কোন কোন সখা স্বভাবতঃ স্থির এবং মন্ত্রীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পরামর্শ দেন । কেহ কেহ চপল-স্বভাববশতঃ নিজে হাসিতে হাসিতে শ্রীকৃষ্ণকে হাসাইয়া থাকেন । কেহ বা সরলস্বভাবে এবং সরল ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিয়া থাকেন । কেহ বা বামা (বক্র) স্বভাবে তাঁহাকে বিস্ময়ান্বিত করেন । কেহ বা প্রগল্ভ-স্বভাবে তাঁহার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করেন, কোন সৌম্য ও ধন্য সখা আবার সুমিষ্টবাক্যে তাঁহার প্রীতিবিধান করেন । এই প্রকার বিবিধ মধুর প্রকৃতিদ্বারা সকল সখাই পবিত্র মৈত্রীর বৈচিত্রী-বিষয়ে সুচারুতা (সুকৌশল) অর্জন করিয়াছেন ।”

শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরগোষ্ঠ-কালের স্মৃতি লইয়াই এই শ্লোকে সখাগণের মধুর চেষ্টা বর্ণনা করত তাঁহাদের বন্দনা করিতেছেন । শ্রীরুন্দাবনের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রে গাভীদেব ছাড়িয়া দিয়া রাখাল সব শ্রীকৃষ্ণের সহিত নানা খেলায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন । উত্তরগোষ্ঠকাল সমাগত । শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে লক্ষ্য করিয়া সখাদের বলিতেছেন—

“পাল জড় কর শ্রীদাম, সান দেও শিঙ্গায় ।

সঘনে বিষম খাই, নাম করে মায় ॥

আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া ।

হেন বুঝি কান্দে মায় পথপানে চাইয়া ॥

বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে ।

মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে ।

বলরামদাস কহে গুনি কানাইর বোল ।

সকল রাখাল-মাঝে পড়ে উতরোল ॥” (পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে সব সখাগণ বনমধ্যে নানাদিকে বিচরণশীলা গাভীদের একত্রিত করিলেন। পরিশ্রমহেতু সজোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সখাগণ পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত হস্তাহস্তি বিনোদ বা তাঁহার করমর্দনপূর্বক আনন্দ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বিচিত্র হাস্য-পরিহাসাদি কৌতুকবাক্যে খেলা করিতে করিতে গাভীকুলকে লইয়া গৃহের দিকে চলিলেন।

গোষ্ঠ হইতে গৃহ-গমনকালে প্রত্যহ ব্রহ্মা, মহাদেবাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার ঐশীভাবময় বিবিধ স্তব করিয়া আপনাপন স্থানে গমন করেন। দেবগণের স্তবকালে শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ একদিকে দাঁড়াইয়া সব শ্রবণ করেন; তাঁহারা চলিয়া গেলে সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া দেবগণের বাক্যের ও চেষ্টার অনুকরণ করিয়া নিজেরা হাসেন ও শ্রীকৃষ্ণকেও হাসাইতে থাকেন। শুদ্ধ-সখ্যভাবাপন্ন সখাগণের ধারণা, ‘দেবগণ আর আমাদের সখাকে কতটুকুই বা জানেন? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অসুরমারগাদি দেখিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ইহাকে পরমেশ্বর বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার রহস্য কেবল আমরাই জানি। ব্রজরাজ শ্রীনিবাসের নারায়ণ-উপাসনার ফলে আমাদের সখা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নারায়ণীশক্তি-বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া অসুরমারগাদি কার্য করিয়া থাকে। দেবগণ এই রহস্য অবগত নহেন বলিয়াই আমাদের সখাকেই ঈশ্বর বলিয়া স্তব করেন। আমাদের সখা যদি ভগবানই হন, তবে আমাদের উচ্ছিষ্ট ফলাদি কাড়িয়া খাইবেন কেন? অথবা আমাদের সঙ্গে খেলায় বা হারিবেনই কেন?’ শুদ্ধ-সখ্যভাবাপন্ন সখাগণ এইরূপ মনে করিয়া দেবগণের স্তবের অনুকরণ করত কৃষ্ণকে পরিহাস করিতে থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—“প্রেমান্তোষিবিধৌত-গৌরবমহা-পঙ্কাঃ” ‘শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মিত্রতাহেতু শুদ্ধ-সখ্যপ্রেমরূপ মহাসিন্দুর জলে যাঁহাদের গৌরব বা সস্তম-সঙ্কোচরূপ মহাপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়াছে।’ যাঁহারা ধন, মন, প্রাণ, যথাসর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পণ করিয়াছেন। জাগরণে তো নহেই, স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। রাত্রিকালে মায়ের ক্রোড়ে শুইয়া যাঁহারা ‘কানাই’ ‘কানাই’ বলিয়া চমকিয়া উঠেন। সেই শৃঙ্গ-বেত্রাদি গোচারণের মধুর বেশভূষায় ভূষিত কৃষ্ণসহচরণের শ্রীচরণে শ্রীপাদ শরণাগতি কামনা করিতেছেন।

“বিক্ষিপ্ত গাভীগণে একত্র করিয়া।

গোবিন্দের সঙ্গে যাঁরা আনন্দে মাতিয়া ॥

হস্তাহস্তি করি যাঁরা গোবিন্দ-সহিতে।

হাস্য-পরিহাসে খেলে কৌকুক-বাক্যেতে ॥

কৃষ্ণের পরমমিত্র খ্যাতি সর্বকালে।

অভিমান-মহাপঙ্ক প্রেমান্তোষি-জলে ॥

প্রক্ষালন করিয়াছে যাঁদের শুদ্ধ মন।

গোচারণ-বেশ যাঁদের অঙ্গের ভূষণ ॥

মূর্ত্তো হাস্যরসঃ সৈব স্মৃতাঃ কামং বুভুক্ষাতুরঃ
প্রাণপ্রেষ্টবয়স্যায়োরনুদিনং বাগ্‌দেহভঙ্গ্যংকরৈঃ ।
হাস্যং যো মধুমঙ্গলঃ প্রকটয়ন্ সংভ্রাজতে কৌতুকী
তং বৃন্দাবনচন্দ্রনগ্নসচিবং প্রীত্যাশু বন্দ্যমাহে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ । যিনি মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস, সর্বদা প্রসন্নচিত্ত, অতিশয় বুভুক্ষাপরবশ, যিনি বাগ্‌ভঙ্গী ও দেহভঙ্গীদ্বারা প্রতিদিন প্রাণপ্রেষ্টবয়স্য শ্রীরাধাকৃষ্ণকে হাস্যরসে নিমগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছেন, সেই পরমকৌতুকী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের নগ্নসচিব **শ্রীমধুমঙ্গল**কে আমি প্রীতিসহকারে বন্দনা করি ॥ ২৪ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণকৌতুকাস্পদং মধুমঙ্গলং স্তোতি—মূর্ত্ত ইতি । বৃন্দাবনচন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নগ্নম-সচিবং কৌতুকসহায়ং তমাশু শীঘ্রং প্রীত্যা প্রেম্না ভজে । স ক ইত্যাহ । মধুমঙ্গলঃ যো বাগ্‌দেহ-ভঙ্গ্যংকরৈরনুদিনং প্রাণপ্রেষ্ট-বয়স্যায়োহাস্যং প্রকটয়ন্ কৌতুকী সন্ সংভ্রাজতে প্রকাশতে । বাক্ চ দেহস্ত তয়োৰ্যা ভঙ্গী বৈকৃতং তস্য উৎকরৈঃ সমূহৈঃ । প্রাণাদপি প্রেষ্টৌ প্রিয়তমৌ বয়স্যৌ বয়স্যস্ত বয়স্যা চ তৌ রাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ । নম্বতি প্রামাণিকস্য সান্দীপনি মুনৈঃ পুত্রস্য মধুমঙ্গলস্যোতাদৃশৌদ্ধত্যমনুচিত-মিত্যাহ—মূর্ত্তো হাস্যরসঃ হাস্যরস এব মধুমঙ্গলরূপেণ প্রকটো ভূত্বা এবমাচরতীতি ভাবঃ । ননু দেহ-ধৰ্ম্মে সুখ-দুঃখাদৌ সতি হাস্য-প্রকটনস্য কাদাচিৎকল্পমাপদ্যতে কথমনুদিনমিত্যাহ । সৈব স্মৃতাঃ ধৰ্ম্মে সুখ-দুঃখাদৌ সতি হাস্য-প্রকটনস্য কাদাচিৎকল্পমাপদ্যতে কথমনুদিনমিত্যাহ । সৈব স্মৃতাঃ সদা নিঃশর্মলচিত্তাঃ । অন্যমপি হাস্য-প্রকট-প্রকারমাহ কামং যথেষ্টং যা বুভুক্ষা ভোজনেচ্ছা তয়া আতুরঃ পরবশঃ । যদ্বা কামন্ অসুয়য়া অভোজয়ন্তং প্রতি দোষারোপেণ যা বুভুক্ষা তয়া কামমিতি মাত্তমব্যয়ম্ । তথা চ মেদিনী । কামধানুমতৌ ক্ষমতম্ । প্রকামে চাপ্যসুয়য়াং তথানুগমনেহপি চেতি ॥ ২৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নগ্নসখা হাস্যরসরসিক শ্রীমধু-মঙ্গলের স্তুতি করিতেছেন । ইহার পরিচয়-প্রসঙ্গে শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায় লিখিত আছে—

“ঈষচ্ছ্যামলবর্ণোহপি শ্রীমধুমঙ্গলো ভবেৎ ।
বসনং গৌরবর্ণাঢ্যং বনমালা-বিরাজিতঃ ॥
পিতা সান্দীপনির্দেবো মাতা চ সুমুখী সতী ।
নান্দীমুখী চ ভগিনী পৌর্ণমাসী পিতামহী ॥
বিদুষকঃ কৃষ্ণসখঃ শ্রীমধুমঙ্গলঃ সদা ॥”

যাঁরা নিজ মন, প্রাণ, সরবস ধন ।
শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্মে করেছে অর্পণ ॥
সেই কৃষ্ণ-সহচরে শ্রীবৃন্দাবনে ।
ভজনা করিব আমি আর কত দিনে ?” ২৩ ॥

“শ্রীমধুমঙ্গল ঈষৎ শ্যামবর্ণ, বসন গৌরবর্ণ, দেহ বনমালায় বিভূষিত, পিতা শ্রীসান্দীপনি মুনি, মাতা পতিব্রতা সুমুখী, নান্দীমুখী ইহার ভগিনী, পৌর্ণমাসী পিতামহী । মধুমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের একজন মুখ্য সখা ও বিদূষক । “বিকৃতাসবচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ” অর্থাৎ বিদূষক বিকৃত অঙ্গভঙ্গী, বাক্য ও বেশদ্বারা সর্বদাই হাস্যরস জন্মাইয়া থাকেন ।

“কুসুমবসন্তাদ্যভিধঃ কশ্মবপুর্বেশভাষাদৈঃ ।

হাস্যকরঃ কলহরতিবিদূষকঃ স্যাৎ স্বকশ্মজঃ ॥” (সাহিত্যদর্পণ)

অর্থাৎ “বিদূষকের নাম কোন পুষ্প বা বসন্তাদি ঋতুর নামের অনুরূপ হইয়া থাকে । কার্য, শরীর, বেশভূষা ও বাক্য-কথনদ্বারা হাস্যরসের উৎপাদক এবং সর্বদাই কলহপ্রিয়, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত সখাকে বিদূষক বলে । ইনি ভোজনাদি কার্যে পারদর্শী ।” ব্রজে হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ আলম্বন মধুমঙ্গল । তিনি যেন মূর্তিমান্ হাস্যরস । অর্থাৎ মধুমঙ্গলের অনুপস্থিতিতেও তাহার স্মৃতি চিত্তে উদিত হইলেই তাহার আলোচনায় সখাগণের সহিত বা শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ মধুর হাস্যরস আশ্বাদন করিয়া থাকেন । তিনি সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাহার স্বাভাবিক বেশ, ভূষা, দেহভঙ্গী, বাক্য-ভঙ্গী, কণ্ঠস্বরাদি সবই হাস্যরসের চরম উদ্দীপক হইয়া থাকে । আবার তিনি যখন কোন পরিহাসময় চেষ্টা বা বাক্যের অবতারণা করেন—তখন তো কথাই নাই ।

আমরা বলিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ সকলেই স্বভাবতই মধুর স্বভাবসম্পন্ন, বিভিন্ন ভাব ও চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বিধান করিয়া থাকেন । ‘হাস্য’ একটি গৌণ-ভক্তিরস, পঞ্চবিধ শাস্তাদি রসের আলম্বন-মধ্যে সংঘারিত্ব প্রাপ্ত হইয়া আশ্বাদ্য হইয়া থাকে ।

“শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম ।

কৃষ্ণভক্তি-রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥

হাস্যাস্তত্বত বীর করুণ রৌদ্র বিভৎস ভয় ।

পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥

পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপী রহে ভক্তমনে ।

সপ্ত গৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১৯ পরিঃ)

বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতিবশতঃ যে চিত্তবিকাশ, তাহাকে ‘হাস’ বলে । ইহাতে স্বীয় নেত্রের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপোলের স্পন্দনাদি প্রকাশিত হয় । কৃষ্ণসম্বন্ধি-চেষ্টাজাত সুখবিশেষে ব্যাপ্ত এবং স্বয়ং সঙ্কোচ-স্বভাবা রতি-কতৃক অনুগৃহীত হাসই এই ‘হাসরতি’ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

“চেতোবিকাসো হাসঃ স্যাৎপ্রবেশেহাদিবৈকৃতাৎ ।

স দৃগ্বিকাসনাসৌষ্ঠ-কপোলস্পন্দনাদিকৃৎ ॥

গুঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতাক্ষিত-সখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ
 প্রেম্না স্তুত্ববিদগ্ধাযারনুদিনং মানাভিসারোৎসবম্ ।
 রাধামাধবয়োঃ স্তুখামৃতরসং যৈবোপভুঙ্ত মুহু-
 র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িতোঃ ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভাজে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । যিনি প্রতিদিন নিগূঢ়ভাবে পরম সুবিদগ্ধা ললিতাদি সখীগণদ্বারা প্রেমভরে সূত্বরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মান, অভিসারোৎসবাদি পরিপুষ্ট করত তদুখিত সুখামৃতরস পুনঃ পুনঃ আশ্বাদন করিতেছেন, সেই ব্রজধামের নিয়ত কল্যাণকারিণী ভগবতী পৌর্ণমাসীদেবীর ভজন করি ॥২৫

কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টোথঃ স্বয়ং সঙ্কুচদাম্বনা ।

রত্যানুগৃহ্যমাণোহয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-২।৫।৫২ ও ৫৩)

হাস্যরসিক বটু মধুমঙ্গল সর্বদা প্রসন্নচিত্ত, বৃত্তুক্ষাপরবশ অর্থাৎ ভোজনলম্পট । প্রাতলীলায় নন্দালয়ে ভোজনকালে মধুমঙ্গলের ভোজনলম্পট্য, বিবিধ পরিহাসবাক্যে সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের, সখীগণসহ শ্রীরাধারানীর ও যশোদা, রোহিণী প্রভৃতি মাতৃগণের অপূর্ব হাস্যরসাস্বাদনের বর্ণনা শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় । গোষ্ঠলীলায় সখীগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবকে, মধ্যাহ্নলীলায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিহারে জলক্রীড়া, ভোজন, পাশাখেলা, সূর্যপূজা প্রভৃতিতে সখীগণসহ শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে অপূর্ব হাস্যরসে নিমজ্জিত করেন শ্রীমধুমঙ্গল । † শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিলেন—‘পরম কৌতুকী শ্রীস্বন্দাবনচন্দ্রের নর্ম-সচিব সেই শ্রীমধুমঙ্গলকে প্রীতি সহকারে বন্দনা করি ।’

“মুত্তিমান্ হাস্যরস সদা হৃষ্ট মন ।

বৃত্তুক্ষার পরবশ হয় যেই জন ॥

বাগ্-দেহ-ভঙ্গীদ্বারা যেই প্রতিদিন ।

স্বন্দাবনে প্রাণাধিক যুগল নবীন ॥

হাস্যরসে নিমগন করিতেছে সদা ।

কৌতুক-লীলার সহায় ব্রজেতে সর্বদা ॥

কৌতুক-প্রিয় যেই স্বন্দাবনচন্দ্র ।

তাঁহার আনন্দদাতা করিয়া প্রবন্ধ ॥

মধুর মঙ্গল নাম “শ্রীমধুমঙ্গল” ।

সবে ডাকে ‘বটু বটু’ অতীব সরল ॥

শুদ্ধসখ্যভাবে যেই গোবিন্দ-সঙ্গেতে ।

সর্বদা বিহরে সদা বন্দিয়ে তাঁহাকে ॥” ২৪ ॥

† শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণভাবনামৃতাদি-লীলাগ্রন্থ ও সংপ্রণীত শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দলীলামৃত ঙ্টিকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

টীকা। শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখমসহমানান্ যুক্ত্যা প্রত্যাৰ্য্য যথেষ্টং তং ক্রীড়য়ন্তীং পৌর্ণমাসীং
 স্তোতি—গুঢ়মিতি । তাং ভগবতীং পৌর্ণমাসীং ভজে । কিন্তু তাং গোষ্ঠে ব্রজে যদ্যব্যং বিরোধিজন-
 প্রতারণেন কুশলং তস্য বিধায়িনীং কল্পীম্ । এবং রাধামাধবয়োঃ সুখমেবামৃতরসস্তমুনদিনং প্রতিদিনং
 যা এব ভুঙ্তে নান্যা । কথমিত্যাহ—গুঢ়ং নিগুঢ়ং যথাস্যাত্থা তয়োৰ্যাসু বিদগ্ধতাক্তিত সখীসু বৈদগ্ধ্য
 পূজিত সখী ললিতাদিস্তম্ভদ্বারা প্রেমমা উন্নয়ন্তী অনুভবন্তী । তয়োঃ কিন্তু তয়োঃ শোভন বিদগ্ধ্যয়োঃ ।
 সুখামৃতরসং কিন্তু তং মানস অভিসারশ্চ তয়োৰুৎসব উৎসেকোহভিষেকো যস্মাতম্ । উভয়োৰ্মানাভি-
 সারাবুভয়োঃ সুখপ্রদাবিতি ভাবঃ । উৎসবোমহ উৎসেকে ইচ্ছা প্রসর কোপয়োৰিতি মেদিনী ॥ ২৫ ॥

শ্রীশ্রীশ্রীবাবলী। শ্রীপাদ রঘুনাত এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অঘটন-ঘটন-পটীয়াসীশক্তি
 যোগমায়া ভগবতী শ্রীপৌর্ণমাসীদেবীর স্তব করিতেছেন ।

“পৌর্ণমাসী ভগবতী সৰ্বসিদ্ধিবিধায়িনী ।
 কাষায়বসনা গৌরী কাশকেশী দরায়তা ॥
 মান্যা ব্রজেশ্বরাদীনাং সৰ্বেষাং ব্রজবাসিনাম্ ।
 দেবর্ষেঃ প্রিয়শিষ্যোন্মুপদেশেন তস্য যা ॥
 সান্দীপনিং সুতং প্রেষ্ঠং হিত্তাবন্তীপুরীমপি ।
 দ্বাভীষ্টদৈবতপ্রেম্না ব্যাকুলা গোকুলং গতা ॥

.....
 পিতা সুরতদেবশ্চ মাতা চন্দ্রকলা সতী ।
 প্রবলস্ত পতিস্তস্যা মহাবিদ্যা যশস্করী ॥
 ভ্রাতাপি দেবপ্রশ্চ ব্রজে সিদ্ধা-শিরোমণিঃ ।
 নানাসন্ধানকুশলা দ্বয়োঃ সঙ্গমকারিণী ॥” (দীপিকা)

“ভগবতী পৌর্ণমাসী সৰ্বসিদ্ধি-বিধায়িনী (কৃষ্ণলীলার সকল বিষয়ে নির্বাহকারিণী, কারণ
 ইনিই যোগমায়া), ইহার বসন কাষায়রঞ্জিত, বর্ণ গৌর, কেশ কাশকুসুমের ন্যায় শুভ্র, দেহ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ।
 ব্রজেশ্বর নন্দ প্রভৃতি সকল ব্রজবাসিজনের মান্যা । ইনি দেবর্ষি নারদের প্রিয়শিষ্যা এবং তাঁহারই উপ-
 দেশে বিখ্যাত সান্দীপনি মুনি নামক (শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অধ্যাপক) নিজপুত্রকে ত্যাগ করত অবন্তীপুর
 হইতে আসিয়া স্বীয় অভীষ্টদৈব শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমবশতঃ গোকুলে বসবাস করেন । ইহার পিতা
 সুরতদেব, মাতা পতিব্রতা চন্দ্রকলা, পতি প্রবল । নিজে মহাবিদ্যা বিশেষ যশস্বিনী ও ব্রজমণ্ডলে সিদ্ধা
 বা যোগীন্দ্রাণী বলিয়া খ্যাতা । ইহার ভ্রাতার নাম দেবপ্রশ্চ । ইনি নানাবিষয়ে অনুসন্ধান কুশলা ও
 শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহস্যময় মিলন-সম্পাদন কারিণী ।”

ব্রজধাম যেন নানাবিধ প্রেম-কুসুমের একটি মনোরম উদ্যান। পরিকরগণ ভাব-মকরন্দে ভরপুর একটি একটি ফুটন্ত প্রেমকুসুম, কৃষ্ণ-ঘটপদের প্রাণে নিয়ত রসোন্মাদনা জাগাইয়া থাকেন। শাস্ত্রে দেখা যায়, শ্রীভগবান্ অনন্ত হইয়াও ভক্তের নিকট সান্ত হইয়া আসেন, অসীম হইয়াও ভক্তের বাহপাশে সসীম হইয়া ধরা দেন ; নিরাকার (প্রাকৃত আকার রহিত) হইয়াও ভক্তের প্রেম-নেত্রে পূর্ণ রসময়বিগ্রহ প্রকাশ করেন। ব্রজপরিকরগণের সৌভাগ্যাতিশয়ের সীমা নাই। যেখানে লৌকিকরীতিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতির আতিশয্য তাঁহার নিখিল ঐশ্বর্যানুভূতিকে ছাপাইয়া 'মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি' রূপে তাঁহাকে ব্রজপরিকরগণের একান্ত আপনার করিয়া দিয়াছে। এইসব অঘটন-ঘটন-কার্যের সমাধান কর্ত্রী ভগবতী পৌর্ণমাসী যোগমায়া। শ্রীভগবানের আত্মমোহিনী বা উন্মুখ-মোহিনী অঘটন-ঘটন-পটীয়সী যোগমায়ার কার্য ব্রজলীলায় সর্বাধিক। যেখানে স্বরূপে ভ্রম নাই, সেখানে লীলা নাই। যেমন মায়াশক্তিদ্বারা স্বরূপ-ভ্রান্ত জীবের মায়াময়ী সংসার-লীলা, তদ্রূপ স্বরূপশক্তির বৃত্তি-রূপা যোগমায়াশক্তির দ্বারা আত্ম-বিস্মৃত শ্রীভগবান্ ও ভক্তগণের পরমানন্দময়ী স্বরূপভূতা নিত্যলীলা। শ্রীভগবানের নিখিল স্বরূপ ও ঐশ্বর্যকে আবৃত করিয়া তাঁহাকে ব্রজপার্ষদগণের মনের মত ছাঁচে ঢালাই করিয়া ব্রজজনের নিত্যকল্যাণ-সাধন করিতেছেন—ভগবতী যোগমায়া পৌর্ণমাসীদেবী। তাই ইহাকে গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনী বলা হইয়াছে।

শ্রীব্রন্দাবনীয় নিখিল কৃষ্ণলীলাতেই ভগবতী যোগমায়ার বিপুল সহায়তা থাকিলেও শ্রীগোপিকা-গণসহ শ্রীগোপীনাথের রহস্যময় শৃঙ্গার-রসলীলায় ইহার কার্যকারিতা সর্বাধিক।

“মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে।

যোগমায়া করিবেক আপন-প্রভাবে ॥

আমিহ না জানি তাহা—না জানে গোপীগণ।

দৌহার রূপ-গুণে দৌহার নিত্য হরে মন ॥

ধর্ম ছাড়ি রাগে দৌহে করায় মিলন।

কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের ঘটন ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

স্বরূপতঃ ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইলেও কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহা ধর্ম ছাড়াইয়া, বর্তব্যাবর্তব্য-বিচারে জ্ঞানশূন্য করিয়া কেবল রাগের উৎকটো পরস্পরের মিলন-সম্পাদন বরাইয়া থাকে। ইহাই ব্রজদেবীগণের উপপতিভাব। ইহাতেই কান্তাপ্রীতিরস আত্মদানের চরমাবস্থা। এইরূপ মিলনই মধুর প্রেমরসের পরমোৎকৃষ্ট পর্যায়। “পরকীয়ভাবে অতি রসের উল্লাস” (ঐ) কারণ নাগক-নাগিকার মিলনটি যদি ইচ্ছামাত্রেই সম্পন্ন হয়, তবে সে মিলনে আনন্দের বা রসের উৎকর্ষ থাকিতে পারে না। মিলনে বহু বাধা না আসিলে মিলনোৎকর্ষ উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার সুযোগ পায় না। ফলতঃ বিপুল উৎকর্ষ বা মিলনতৃষ্ণা-ব্যাভীত মিলনরসাত্মকতার

খর্ব্বশ্বশ্রমুদারমুজ্জলকুলং গোরং সমানং স্ফুরৎ-
পঞ্চাশত্তমবর্ষ-বন্দিত বয়ঃক্রান্তিং প্রবীণং ব্রজে ।

গোষ্ঠেশশ্চ সখায়মুন্নততর-শ্রীদামতোহপি প্রিয়-
শ্রীরাধং বৃষভানুমুত্ত-যশোব্রাতং সদা তং ভজে ॥ ২৬ ॥

উৎকর্ষটি কমিয়া যায় । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি নিত্যকান্তাগণের মধ্যে কিরূপে পরকীয়ভাবে অভি-
মান জাগাইতে হইবে, কিভাবে নিরতিশয় ব্যাকুলতা ও উৎকর্ষের ভিতর দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের
পারস্পরিক বিপুল উচ্ছ্বাসময়ী মিলন-সম্পাদন করিতে হইবে, এই সমস্ত কার্যভার হাঁহার উপরে ন্যস্ত,
(ঃ যোগমায়া ভগবতী পৌর্ণমাসী ।

কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাধারীণী ভাবপুষ্টিতর নিমিত্তই ব্রজে শতকোটি গোপীর
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি বিহার সম্পন্ন হইয়া থাকে । “বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস” (ঐ)
শ্রীপৌর্ণমাসী-দেবী প্রত্যহ পরম সুবিদগ্ধা ললিতাদি সখীগণের দ্বারা প্রেমভরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিসার,
মান, মিলনাদি লীলা সুসম্পন্ন করাইয়া সেই যুগললীলা-রসসিন্ধুতে মহাসুখে সন্তরণ করিয়া থাকেন ।
শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘সেই ভগবতী পৌর্ণমাসী দেবীর চরণ ভজন করি ।’ ভক্তিমান সাধকেরও
যোগমায়ার ভজন একান্ত অপেক্ষিত । কারণ ভাগবতী ভক্তিশক্তির সম্বিদংশের যে রূপটি প্রধানা হইয়া
স্বপ্রকাশতালক্ষণ জ্ঞাপন জ্ঞানরূতির দ্বারা ভক্তহৃদয়ে ভগবত্ত্বকে প্রকাশিত করেন এবং ভক্তকেও অনুভব
করান, চিৎপ্রধানা সেই স্বরূপশক্তিরূতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ‘যোগমায়া’ । যিনি ভক্তসাধকের উপাদানাংশ
দ্রব্যরূপিতদ্বারা প্রেমবৎ পার্শ্বদেহের প্রকাশ এবং অভিমানময়ী গুণরূতির দ্বারা নিজ নিজ দাস্য, সখ্য, মধুরাদি
ভাবে অভিমান স্থাপন করাইয়া সাধনার সিদ্ধিতে সেই পার্শ্বদেহকেই গোপীগণে সঞ্চার করিয়া ব্রজের
লৌকিক লীলায় সাক্ষাৎসেবা প্রদানে সাধককে ধন্য বা কৃতার্থ করিয়া থাকেন, সেই যোগমায়াশক্তিই
নুটিমতী হইয়া ব্রজে শ্রীপৌর্ণমাসীরূপে বিরাজ করিতেছেন । অতএব সাধকের অভীষ্টসিদ্ধিহেতু
হাঁহার কৃপা অপরিহার্য ।

“বৈদগ্ধ্য-চতুরা সখী ললিতাদি-দ্বারে ।

চাতুর্যে করান যিনি মান-অভিসারে ॥

নবীন শ্রীযুগলের মিলন-রসরঙ্গে ।

উপভোগ করে যেই পরম আনন্দে ॥

এই ব্রজমণ্ডলের কল্যাণ-কামনা ।

এই হাঁর ব্রত, ধ্যান, এই ত সাধনা ॥

সেই পৌর্ণমাসীর শ্রীচরণ ভজিব ।

ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা তবে ত পাইব ॥” ২৫ ।

অনুবাদ । যিনি খর্ব-শমশ্রু, উদার চরিত, উজ্জ্বল কুলশীল-সম্পন্ন, গৌরবর্ণ, অতিশয় সম্ভ্রান্ত, পঞ্চাশৎবর্ষ বয়স্ক, ব্রজে যিনি অতিশয় প্রবীণ, শ্রীন্দ্রের পরমবান্ধব, পুত্র শ্রীদাম অপেক্ষাও কন্যা শ্রীরাধা-রাণীকে যিনি অতিশয় স্নেহ করেন, সেই সমুন্নত-কীর্তি মহারাজ **বৃষভানু**কে আমি সতত ভজন করি ॥২৬

টীকা । স্বপ্রাণেশ্বরী-পিতরং তস্যামিতি স্নেহবত্তং বৃষভানুং শৌচি-খর্ষেতি । তং প্রসিদ্ধং বৃষভানুং সদা নিরন্তরং ভজে । কিন্তু তং খর্বগি হুয়ানি শমশ্রুগি মুখলোমানি যস্য তম্ । উদারং মহাত্মং দ্যতরং বা । উজ্জ্বলং শ্রীরাধিকা-প্রাকট্যাশ্রয়ত্বেন খ্যাতং কুলং যস্য তম্ । গৌরং গৌরবর্ণম্ । মানেন পুত্র্যাঃ পরমোদয়ার্থং বিপ্রাদি পূজয়া সহ বর্তমানম্ । ক্ষুরং প্রকাশমানং যৎ পঞ্চাশত্তমবর্ষে বদিতম্ অনুপতং বয়স্তস্য ক্রান্তিরাক্রমণং স্বত্র পঞ্চাশদ্বর্ষ-বয়সমিতি যাবৎ । গোষ্ঠেশস্য নন্দস্য উন্নততর উৎকর্ষা-শয়ো যঃ শ্রীদামা তন্মাদপি প্রিয়া স্নেহপাত্রং রাধা যস্য তম্ । উদ্ভটমতিশয়িতং যশোরাতং যশসমুহো যস্য তাম্ ॥ ২৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । স্বাভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীপাদ রঘুনাত এই শ্লোকে মহারাজ বৃষভানুর স্তব করিতেছেন । মহারাজ বৃষভানু শ্রীরাধার পিতা, জ্যেষ্ঠ মাসের সূর্যের ন্যায় সর্ববিষয়ে সমুজ্জ্বল । “বৃষভানুঃ পিতা তস্য বৃষভানুরিবোজ্জ্বলঃ ।” বাৎসল্যপ্রেমের ঘনীভূত আধার মহারাজ বৃষভানু, কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্য স্বয়ং লক্ষ্মী শ্রীরাধা-রাণী যাঁহার কন্যারূপে আবির্ভূতা । শ্রীরাধার যৎকিঞ্চিৎ তদ্বানুভূতি ব্যতীত বৃষভানুরাজার মহত্বের উপলব্ধি হয় না ।

“রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার ।

স্বরূপশক্তি ‘হ্লাদিনী’ নাম যাঁহার ॥

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন ।

হ্লাদিনী-দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ ॥

.....

হ্লাদিনীর সার—‘প্রেম’, প্রেমসার—‘ভাব’ ।

ভাবের পরমকার্ণা—নাম ‘মহাভাব’ ॥

মহাভাব-স্বরূপা—শ্রীরাধাঠাকুরাণী ।

সর্বগুণ-খনি কৃষ্ণ-কান্তা-শিরোমণি ॥” (চৈঃ চঃ)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যেমন অখণ্ড রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রকট আছে, তদ্রূপ অখণ্ড মহাভাব-ভাবিত চক্ষু, রসনা, নাসা, ত্বক্ ও শ্রোত্রের অভিব্যক্তি না হইলে সেই অখণ্ড রূপাদির আশ্বাদন সম্ভবপর হয় না । আবার অখণ্ড মূলশক্তি ব্যতীত অখণ্ড মহাভাব ধারণ করার শক্তি কাহারও থাকিতে পারে না । যিনি স্বয়ং নিখিল কৃষ্ণমাধুরী আশ্বাদন করত ভক্তকোটির মধ্যে রূতিরূপে প্রবেশ করিয়া

প্রেমদানে ভক্তের পোষণ করেন, আবার অন্তরে হ্লাদিনীরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্বরূপানন্দ আশ্বাদন করাইয়া বাহিরে মূর্তরূপে তাঁহাকে বিচিত্র লীলারস আশ্বাদন করান, যিনি প্রেমের সারাৎসার সাক্ষাৎ মহাভাব-স্বরূপা, সেই অখিল গুণখনি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধারাগী স্বয়ং যাঁহার কন্যারূপে বিরাজমান তাঁহার মহত্ত্বের কি কোন সীমা পরিসীমা আছে ?

শ্রীপাদ বলিয়াছেন—রঘুভানুরাজার বংশ অতি উজ্জ্বল। শ্রীনন্দমহারাজের কুলও নিশ্চয়ই অতিশয় উজ্জ্বল, কারণ যে কুলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ! কিন্তু রঘুভানু মহারাজের কুল ততোধিক উজ্জ্বল ; কারণ এই কুলে স্বয়ং প্রেমের আবির্ভাব ঘটিয়াছে ! যেহেতু প্রেম বিনা ভগবানকে পাইলেও তাঁহার মাধুর্য্যাস্বাদনে সর্বথা বঞ্চিত থাকিতে হয়। এইজন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ংই নিজ অপেক্ষা প্রেমের সমধিক মহত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। সাক্ষাৎ প্রেমলক্ষ্মী, প্রেমেরই ঘনীভূত মুরতি শ্রীরাধারাগী স্বয়ং যে বংশে কন্যারূপে অবতীর্ণা—সেই রঘুভানুকুলের মহত্ত্ব কে বর্ণনা করিবে ?

শ্রীপাদ বলিয়াছেন—“শ্রীদামোহপি প্রিয় শ্রীরাধং” পুত্র শ্রীদাম অপেক্ষাও কন্যা শ্রীরাধাতে যাঁহার সমধিক স্নেহ। এতবড় বিশাল মহামহত্ত্বপূর্ণ তত্ত্ব, স্বয়ং ভগবানও যাঁহার মহত্ত্বের অন্ত পান না, “যাঁর সমগুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।” (চৈঃ চঃ)। তিনি গৃহে কন্যারূপে অবতীর্ণা, অথচ ঐশ্বর্য্যানুভূতির লেশমাত্রও অন্তরে নাই, বিসুদ্ধ মাধুর্য্যময় স্নেহাতিশয্যে যাঁহাকে কন্যারূপে লালন-পালন করিতেছেন মহারাজ রঘুভানু। পদ্মপুরাণ-পাতালখণ্ডে শ্রীনারদের বালিকারূপী শ্রীরাধার দর্শন-প্রসঙ্গে লিখিত আছে—কৃষ্ণপ্রেমবিবশা শ্রীরাধা আবির্ভূতা হইয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদর্শন ব্যতীত বিশ্বকে দেখিবেন না ভাবিয়া নয়ন-যুগল নিমীলনপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে একদা শ্রীরাধার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্বয়ং সমাগত দেবর্ষি নারদকে বালিকার সুস্থতা-সম্পাদন নিমিত্ত নিবেদন জানাইয়া রঘুভানু তাঁহাকে বলিলেন—

“একান্তি পুত্রিকা দেব দেবপত্ন্যুপমা মম।

কনীয়সী শিশোরস্য জড়াক্রবধিরাকৃতিঃ ॥

উৎসাহান্বক্ৰয়ে যাচে ত্বাং বরং ভগবন্তম।

প্রসন্ন দৃষ্টিমাত্রেণ সুস্থিরাং কুরু বালিকাম্ ॥” (পদ্মপুরাণ)

“হে দেব ! দেবপত্নী-সমানা আমার এক কন্যা আছে, সে এই শিশুর (শ্রীদামের) কনিষ্ঠ ; কিন্তু সে জড়া, অন্ধা এবং বধিরা। হে ভগবন্তম ! আমি তাহার লালন-পালনাদিতে উৎসাহবশতঃ আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি যে, আপনি প্রসন্ন-দৃষ্টিদ্বারা বালিকাকে প্রকৃতিস্থা করুন।” অনন্তর নারদ গৃহে প্রবেশ করিয়া শ্রীরাধার দর্শনে মহাপ্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীরাধার ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় নানাবিধ স্তুতি করিলেন। অতঃপর—

“আহুয় ভানুং প্রোবাচ নারদঃ সর্বশোভনাম্।

এবং স্বভাবা বালেয়ং ন সাধ্যা দৈবতৈরপি ॥

অনুদিনমিহ মাত্রা রাধিকাভব্যবার্তাঃ
কলয়িতুমতিষত্বাৎ প্রেষ্যতে ধাত্রিকায়াঃ ।
দুহিতৃযুগলমুচ্চঃ প্রেমপূরপ্রপট্ঠ
বিকলমতি যযাসৌ কীর্তিদা সাবতান্নঃ ॥ ২৭ ॥

কিন্তু যদগৃহমেতস্যাঃ পদচিহ্নবিভূষিতম্ ।
তত্র নারায়ণো দেবঃ সৰ্বদেবগণৈঃ সহ ॥
লক্ষ্মীশ্চ বসতে নিত্যং সৰ্বভিষেকৈব সিদ্ধিভিঃ ।
অদ্য এনাং বরারোহাং সৰ্বভূষণভূষণাম্ ।
দেবীমিব পরাং গেহে রক্ষ যত্নেন সত্তম ॥” (ঐ)

“শ্রীনারদ রূষভানুকে ডাকিয়া পরম শোভনা সেই বালিকার বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । হে রাজন্ ! এই বালিকার এইরূপই স্বভাব । ইহাকে প্রকৃতিস্থ করা দেবগণেরও অসাধ্য ; কিন্তু যাহার গৃহ ইহার পদচিহ্নে ভূষিত থাকে, তথায় সৰ্বদেবগণের সহিত ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ও ভগবতী লক্ষ্মী সৰ্বসিদ্ধির সহিত বসবাস করেন । হে সত্তম ! অদ্য এই বরারোহা সৰ্বভূষণের ভূষণস্বরূপা কন্যাকে পরমা দেবীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরম যত্নে গৃহে রক্ষা কর ।” শ্রীনারদ দেবী শ্রীরাধার এইরূপ বিবিধ ঐশ্বর্যের কথা বলিয়া গেলেও মহারাজ রূষভানুর বাৎসল্যসিন্দুকে কিছুমাত্র আলোড়িত করিতে পারেন নাই । রূষভানু কন্যাস্নেহেই তাহাকে লালন-পালন করিয়াছেন ।

শ্রীল গোস্বামিপাদ সেই রূষভানুরাজার পরিচয় দিতে গিয়া বলিলেন—“যিনি খর্বশ্মশ্রু, উদারচরিত বা পরমবদান্য প্রেমবলে প্রেমলক্ষ্মীকে কন্যারূপে আবিভূত করাইয়া বিশ্বমানবকে প্রেমসম্পদ দানে ধন্য করিয়াছেন । গৌরবর্ণ, অতিশয় সদ্ভাস্ত, পঞ্চাশবর্ষ বয়স্ক ব্রজে অতি প্রবীণ শ্রীনন্দমহারাজের পরম স্বাম্বব, সেই সমুন্নতকীৰ্ত্তি রূষভানুকে আমি সতত ভজন করি ।”

“খর্বশ্মশ্রু উদারচরিত সম্বংশ জাত ।
গৌরবর্ণ সদ্ভাস্ত যার বয়স পঞ্চাশত ॥
ব্রজমধ্যে হন যিনি অতীব প্রবীণ ।
শ্রীনন্দের পরম সহায় খ্যাতিতে কুলীন ॥
শ্রীদাম হলেন প্রিয় যার জ্যেষ্ঠ-সন্তান ।
(তথাপি) কনিষ্ঠা শ্রীরাধাপ্রতি অতি স্নেহবান্ ॥
সমুন্নত কীৰ্ত্তি যার ‘রূষভানু’ নাম ।
সৰ্বদা তাহারে ভজি পূর্ণ হবে কাম ॥” ২৬ ॥

অনুবাদ । যিনি প্রত্যহ এই ব্রজধামে শ্রীরাধার কুশলবার্তা জানিবার নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্তে যত্ন ও প্রীতি সহকারে ধাত্রীকন্যাদ্বয়কে প্রেরণ করেন, সেই শ্রীরাধার জননী **কীৰ্ত্তিদা** মাতা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৭ ॥

টীকা । শ্রীরাধিকামাতরং কীৰ্ত্তিদাং স্তোতি—অন্বিতি । সা কীৰ্ত্তিদা এতন্মান্নী শ্রীরাধিকা-মাতা নেহস্মান্ অবতাদ্রক্ষতু । যয়া মাত্ৰা রাধিকা-কুশল-বার্তা প্ররত্তীঃ কলসিতুং জাতুং বিকলমতি ব্যাকুলবুদ্ধি যথাস্যাত্তথা উচৈঃ প্রেমপূৰ্ণৈ-ধাত্রীকন্যা দুহিতৃযুগলং কন্যাদ্বয়ং প্রেষাতে প্রেষাতে ইত্যংকয়ঃ ॥২৭

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধার জননী মাতা কীৰ্ত্তিদার বন্দনা করিয়া তাঁহার চরণে শরণাগত হইতেছেন । ‘কীৰ্ত্তিদা’ যথাযথই কীৰ্ত্তিদা বা কীৰ্ত্তিদাত্রী । শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রামানন্দরায়কে গোদাবরীতটে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—“কীৰ্ত্তিগগনমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীৰ্ত্তি ?” রামরায় এক কথায় উত্তর দিয়াছিলেন—“কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি ॥” (চৈঃ চঃ) । নিখিল বিশ্বে কৃষ্ণ-প্রেমিকগণই যথার্থ যশস্বী । মাতা কীৰ্ত্তিদা তাঁহার বাৎসল্যপ্রেমজালে প্রেমের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বা প্রেমলক্ষ্মী সাক্ষাৎ শ্রীরাধারাগীকে কন্যারূপে আবদ্ধ করিয়া বিশ্বসাধকগণকে প্রেমলাভের সুযোগ বা সৌভাগ্য দান করিয়া যথার্থতই বিশ্বের কীৰ্ত্তিদা বা যশোদাত্রী হইয়াছেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘শ্রীরাধারাগীর স্বশুরালয়ে বা যাবটে অবস্থানকালে স্নেহবিকলা মাতা কীৰ্ত্তিদা প্রতিদিন শ্রীরাধার কুশলবার্তা জানিবার জন্য স্নেহ-প্রীতির সহিত ধাত্রীকন্যাদ্বয়কে শ্রীরাধার নিকট প্রেরণ করেন ।’ শ্রীপাদ শ্রীরাধিকার শতনামস্তোত্রে শ্রীমতীর “মাতৃস্নেহপীযুষপুত্রিকা” বলিয়া একটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন । মাতা কীৰ্ত্তিদার স্নেহামৃতরসেরই মুরতি শ্রীরাধারাগী । যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপিণী, প্রেমদানে অখিল বিশ্বের পরম কন্যাগকারিণী, তাঁহারও অকল্যাণ বা অমঙ্গলচিন্তায় মা কীৰ্ত্তিদা সততই ব্যাকুলা । ইহাই প্রীতির স্বভাব । প্রীতিমানের চিত্তে প্রিয়জনের অমঙ্গলের আশঙ্কা সর্বদাই জাগরুক থাকে । মঙ্গলের চিন্তা সর্বদাই হৃদয়ে থাকে বলিয়া তাহার পাশে পাশে—“এই বুঝি অমঙ্গল হইল, এই বুঝি অমঙ্গল হইল” এই প্রকার একটি আশঙ্কাও সতত চিত্তে বিদ্যমান থাকে । “অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি” (অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক-৪) “বন্ধুদিগের হৃদয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই উদ্ভিত হইয়া থাকে ।” ঐ নাটকে “সিনেহো পাপমাসঙ্কাদি” এই প্রকার দৃষ্ট হয় । ইহা প্রাকৃতভাষা, ইহার সংস্কৃত—“স্নেহঃ পাপম্ আশঙ্কতে” অর্থাৎ ‘স্নেহ পাপ (অমঙ্গল) আশঙ্কা করিয়া থাকে ।’ সর্বদাই যেন প্রিয়জনের অমঙ্গল হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয় ।

স্নেহবিকলা মাতা কীৰ্ত্তিদা এই আশঙ্কার বশবর্তী হইয়াই নিত্য দুইটি ধাত্রীকন্যাকে শ্রীরাধার মঙ্গল জানিবার নিমিত্ত পরম প্রেমভরে ও যত্নের সহিত যাবটে প্রেরণ করিয়া থাকেন । বাৎসল্যরসের ঘনীভূত মূর্তি মা কীৰ্ত্তিদা জানেন, তিনি ভিন্ন আর শ্রীরাধার তত্ত্বাবধান বা হিতাকাঙ্ক্ষা কে করিবে ? মাতা কীৰ্ত্তিদা শ্রীরাধারাগীকে নয়নের আড়াল করিতে অনিচ্ছুক, ‘কিন্তু হায় ! বিধাতার কি বিধান, তিনি কেনই বা পরাধীন নারীজীবন সৃষ্টি করিয়াছিলেন’ এই ভাবনায় মা স্নেহনীরে ভাসিতে ভাসিতে

প্রথম-রসবিলাসে হস্ত রোষণে তাবৎ
প্রকটমিব বিরোধং সন্দধানাপি ভঙ্গ্য।
প্রবলয়তি স্তুতং যানব্যযুনোঃ স্তনাপ্তাঃ
পরমিহ মুখরাং তাং মূর্দ্ধণি বৃদ্ধাং বহামি ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। যিনি এই ব্রজে নবতরুণযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব নপ্ত (নাতি) দ্বয়ের শৃঙ্গাররস-
বিলাসে প্রকাশ্যে যেন বিরোধ উপস্থিত করত চাতুর্যের সহিত তাহাদের অপার আনন্দ পরিবৰ্ধিত করিতে-
ছেন, শ্রীরাধার মাতামহী বৃদ্ধা মুখরাকে আমি মস্তকে বহন করি ॥ ২৮ ॥

টীকা। শ্রীরাধিকামাতামহীং মুখরাং স্তোতি—প্রথমেতি। তাং মুখরামেতন্মানীং বৃদ্ধাং
গোপীং মূর্দ্ধণিমস্তকে বহামি শিরোধার্য্যং করোমীত্যর্থঃ। যা স্তনপ্তোর্ব্যযুনো রাধাকৃষ্ণয়োঃ স্তুতং
প্রবলয়তি প্রচুরয়তি। মুখরায় মাতামহী সমাচ্ছেন কৃষ্ণস্য তন্নপ্তত্বেনোক্তিঃ। তথা চ দীপিকা। “ভারতী
জটীলা ভেলা করাল করবালিকা। ঘর্ষরা মুখরা ঘোরা ঘণ্টা ঘোণী সুঘণ্টিকা ॥ চকিনী চোড়িকা
চণ্ডী ডিঙিমা পুণ্ডবাণিকাঃ। ডামনী-ডামরী-ডুম্বি-ডঙ্কা মাতামহী সমেতি ॥” কিন্তু তা সত্য প্রবলয়তি
তত্রাহ—প্রথম রসবিলাসে শৃঙ্গাররসক্ৰীড়ায়, হস্ত হর্ষে রোষণেব প্রকটবিরোধং সন্দধানা কুর্বাণী সত্য।
হস্ত বাক্যরত্থেদে বিবাদে হর্ষ সংগ্রমে ইতি মেদিনী ॥ ২৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদের বিস্তরসত্ত্বাবিত চিত্তে ব্রজপরিব্রজনপের ভাবামৃতের
উৎস অফুরন্তধারায় উৎসারিত হইয়া চলিয়াছে। এই স্রোতে শ্রীরাধার মাতামহী মুখরার স্তব করিতে-
ছেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসমাধুরীর পরিপুষ্টি বা বৈচিত্র্য সম্পাদনের নিমিত্ত জাতসারে হউক বা

খাত্তীকন্যাদের কত যত্ন প্রীতির সহিত শ্রীরাধার কুশল জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করেন। যে নদী সিন্ধুর যত
নিকটে তাহাতে ততই জোয়ার-ভাটা দেখা যায়। তেমনি প্রেমের সিন্ধু শ্রীরাধার মাতা কীর্তিদা যে অতি
নিকটে, শ্রীরাধাধারীও শ্রীমুখোক্তিতে দেখা যায়—“শিশুকাল হৈতে মায়ের সোহাগে, সোহাগিণী বড়
আমি।” তাই মায়ের হৃদয়-তটিনীতে শ্রীরাধা মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা নিত্য কল্লোলময়ী উমিমালার ন্যায়
উচ্ছলিত হইয়া উঠে। খাত্তীকন্যা ফিরিয়া আসিয়া শ্রীরাধার কুশল জ্ঞাপন করিলে মাতা সুস্থ হইয়া
স্নানাহারাদি করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—‘সেই মাতা কীর্তিদা আমাদের রক্ষা করুন।’

“শ্রীরাধার কুশল-বার্তা জানিবার তরে।

অতীব ব্যাকুল হইয়া চিন্তিত অন্তরে ॥

প্রীতি-সহকারে পাঠায় খাত্তীকন্যাধরে।

প্রতিদিন ইহা যার কার্যসূচী হয়ে ॥

ব্রজমাঝে খ্যাতি যার শ্রীরাধার মাতা।

আমারে করুন রক্ষা সে মাতা কীর্তিদা ॥” ২৭ ॥

অজ্ঞাতসারে হটক ব্রজপরিকরগণ সকলেই এক একটি অভিনব অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আচার্যপাদগণের অনুভব লব্ধ সিদ্ধান্ত । যেমন প্রত্যক্ষে যুগললীলাপুষ্টিটর সহায়ক শ্রীরাধার সখী-মঞ্জরীগণ, শ্রীরাধার মানাদি রসপরিপুষ্টিটর সহায় বিপক্ষা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কান্তাগণ, সুহৃৎপক্ষা, তটস্থপক্ষা গোপীগণ এবং সুবলাদি প্রিয়নর্মসখাগণও প্রত্যক্ষ সহায় ; তদ্রূপ পিতা, মাতা, স্বশুর, শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, পিতামহী, মাতামহী সব পরোক্ষ সহায় । পরকীয়-ভাবময় প্রচ্ছন্নকামতাকে যে দুর্লভত্ব এবং বহুবর্ষমানত্ব নিরন্তর অভিনবরূপে পরিপুষ্ট বা সমৃদ্ধ করিয়া চলিয়াছে, ব্রজের সব পরিকরই নিজ নিজ ভাবে কৃষ্ণরস-মাধুরী আশ্বাদন করিয়াও লীলাশক্তির প্রেরণায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই রসরাট শৃঙ্গাররসপুষ্টিটর জন্য এক একটি করিয়া সুন্দর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন ।

মাতামহী মুখরার ভূমিকাটি অভিনব । মোকে মুখরাকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলেরই মাতামহী বলা হইয়াছে । রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন প্রাণ বলিয়া শ্রীরাধার মাতামহী শ্রীকৃষ্ণেরও মাতামহী । অথবা কয়েকজন বৃদ্ধা গোপী ব্রজে সাধারণতঃ সকলের মাতামহী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

“ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা করালা করবালিকা ।

ঘর্ঘরা মুখরা ঘোরা ঘন্টা ঘোণী সুঘন্টিকা ॥

চক্কিনী চোঙিকা চুঙী ডিঙিমা পুঙবাণিকাঃ ।

ডামনী-ডামরী-ডুঘি-ডঙ্কা মাতামহী সমাঃ ॥” (দীপিকা)

“ভারুণ্ডা, জটিলা, ভেলা, করালা, করবালিকা, ঘর্ঘরা, মুখরা, ঘোরা, ঘন্টা, ঘোণী, সুঘন্টী, চক্কিনী, চোঙিকা, চুঙী, ডিঙিমা, পুঙবাণী, ডামনী, ডামরী, ডুঘি, ডঙ্কা ইহারা সকলেই বৃদ্ধা ও মাতামহী তুল্যা ।”

বৃদ্ধা মাতামহী মুখরা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রসবিলাসে বা মিলনলীলায় প্রকাশ্যে বিরোধ আচরণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু চাতুর্য বা ভঙ্গীক্রমে এই মিলনলীলার পুষ্টিই সাধন করিয়া থাকেন । বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তিরস্কারাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু মনে আছে পরস্পরের মিলন হইলেই ভাল হয় । মুখরার এই ভাবে শ্রীরাধামাধব পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন ।

প্রাতঃকাল । ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনিতে, গাভীর হাম্বারবে, দুগ্ধ-দোহন ও দধিমহ্ন-ধ্বনিতে গোপাবাস মুখরিত । পূর্বাশায় উদিত হইয়াছেন তপনদেব । পূর্বদিশ্বধুর ললাটে যেন রক্তরাজা সিন্দূরের টিপ । সব ব্রজবাসীই জাগরিত হইয়াছেন । যাবটে শ্রীরাধার শয়নকক্ষে কেবল বিশাখাদি সখীসঙ্গে রাসাদি বিলাসশ্রমে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন শ্রীমতী রাধারানী ।

“নপ্ত্রী-মুখাম্বুজ-বিলোকন-জীবিতায়াং তত্রোপস্থ্য সহসা মুখরাভিধায়াম্ ।

বাৎসল্যরত্নপটলী-ভূতপেটিকায়াম্ রাধে । ক পুত্রি ! তবসীতি সমাহ্বয়ন্ত্যাম্ ॥”

(কৃঃ ভাঃ-৩।১৬)

“ইত্যবসরে নাতিনী শ্রীরাধার মুখাবলোকনই যাঁহার জীবাতু এবং যিনি বাৎসল্য-রত্নসমূহের মনোহর মঞ্জুশা, সেই মুখরা শ্রীরাধার মন্দিরে আগমন করত ‘হে রাধে ! হে পুত্রি ! কোথায় আছ ?’ বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন ।” জটীলাও মুখরাকে দেখিয়া পুত্রের মঙ্গলকামনায় শীঘ্র বধুকে জাগরিত করিয়া সূর্যপূজায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত মুখরাকে অনুরোধ করিলেন । মুখরা বার বার ‘নাতিনি নাতিনি’ বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে শ্রীরাধার শয়নকক্ষে প্রবেশ করত বলিলেন—

“উত্তীর্ণ বৎসে শয়নাৎ প্রমুগ্ধে, ব্যস্তমারি বারোহৃদ্য রবেস্তয়া কিম্ ?

স্নাত্তা প্রভাতার্য্যবিধানমস্মৈ, পূজোপহারং রচয়্যাস্য চাশু ॥” (গোঃ লীঃ-২।৪৯)

“বৎসে ! শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর ! হে প্রমুগ্ধে ! অদ্য যে রবিবার, তাহাও কি ভুলিয়াছ ? স্নান করিয়া সূর্যদেবের প্রভাতকালীন অর্ঘ্য দান করত শীঘ্র তাঁহার পূজার আয়োজন কর ।” মুখরার কণ্ঠস্বরে জাগরিতা হইয়া বিশাখাদি সখীগণ শ্রীমতীকে জাগাইলে শ্রীরাধা আলস্য-জড়িমাস্ত্রে ধীরে ধীরে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন । সহসা মুখরা পীতবসনে আৱতাজী শ্রীরাধার দর্শনে বলিলেন—

“দ্রুতকনক-সবর্ণং সায়মেতন্মুরারেবসনমুরসি দৃষ্টং যৎ সখী তে বিভক্তি ।

কিমিদমগ্নি বিশাখে ! হা প্রমাদঃ প্রমাদো ব্যবসিতমিদমস্যাঃ পশ্য শুদ্ধান্বয়্যায়াঃ ॥”

(ঐ-২।৫৪)

“অগ্নি বিশাখে ! গতকল্য সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে যে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ পীতবস্ত্র দেখিয়া-ছিলাম, তাহাই ত তোমার সখী ধারণ করিয়াছে ॥ হায় ! কি প্রমাদ ! কি প্রমাদ ! অকলঙ্ক-কুলোৎপন্ন্যার কি ব্যবহার দেখ দেখি ॥” মুখরার বাক্য শ্রবণে বিশাখা গবাক্ষরুদ্ধে গৃহমধ্যগত রবিকিরণ স্পর্শে শ্রীরাধার স্বর্ণোজ্জ্বল অঙ্গকান্তিতে নীলবসনই পীতবর্ণ দেখাইতেছে বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন । মুখরাও তাহা শুনিয়া চলিয়া গেলেন । সাবধান করিয়া দিয়া গেলেন, দৈবাৎ ইহা বিপক্ষা জটীলাদির চক্ষে পড়িলে কি অনর্থ হইবে । শ্রীপাদ বলিলেন—‘যাঁহার অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার ন্যায় এইরূপ মধুর ভাবধারায় নবীন যুগল শ্রীরাধামাধব পরম সুখী হইয়া থাকেন ; সেই শ্রীরাধার মাতামহী মুখরাকে আমি নিজ মস্তকে বহন করি ।’

“ব্রজমাঝে নব্য যুবা নবীনা যুবতী ।

রাধাকৃষ্ণ দুঁহ জন হয় যাঁর নাতি ॥

শুঙ্গার-রসকেলি নবীন-যুগলে ।

ভগ্নি করি বাধাদান করিবার ছলে ॥

পরোক্ষে আনন্দ-দান করিছে-দোহাঁর ।

মাতামহী রাধার মুখরা নাম যাঁর ॥

আনন্দে মগন হৈয়া আমার মস্তকে ।

তাঁহারে বহন করি অতীব কৌতুকে ॥” ২৮ ॥

সাম্প্রপ্রেমরসৈঃ প্লুতা প্রিয়তয়া প্রাগলভ্যমাশ্রুত্যাঃ

প্রাণপ্রেষ্টবয়স্যায়োরনুদিনং লীলাভিসারং ক্রমৈঃ ।

বৈদগ্ধ্যেন তথা সখীং প্রতি সদা মানস্য শিক্ষাং রসৈ-

র্যেয়ং কারয়তীহ হস্ত ললিতা গৃহাতু সা মাং গণৈঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ । যিনি প্রগাঢ় প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া প্রিয়তাহেতু কিঞ্চিৎ প্রাগলভ্য বা ঔদ্ধত্য অবলম্বনপূর্বক প্রাণপ্রেষ্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অভিসারাদি লীলা সুসম্পন্ন করত পরম বিদগ্ধতার সহিত নিজসখী শ্রীরাধাকে সর্বদা সরস মান-শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেই ললিতা আমার নিজগণমধ্যে গ্রহণ করুন ॥ ২৯ ॥

টীকা । শ্রীরাধা-শিক্ষাবিধানিনীং তৎ সখীং ললিতাং স্তোতি—সাম্প্রতি । সা ললিতা গণৈঃ সহ মাং গৃহাতু স্বীকরোতু । যা ইয়ং প্রতিদিনং সখীং শ্রীরাধিকাং মানস্য শিক্ষাং কারয়তি । কৈঃ সহ লীলাভিসারক্রমৈঃ লীলা চ অভিসারশ্চ তয়োঃ ক্রমৈঃ পুরা এতৎ কর্তব্যং পরত এতদিত্যাকারৈঃ সহ । তথা বৈদগ্ধ্যেন সহ প্রতি অভিমুখে রসৈঃ শিক্ষিতসাকরণে তদ্বারণার্থং গৰ্ভবাক্যৈঃ । রসো গন্ধরসে জলে । শৃঙ্গারাদৌ বিষেবীৰ্য্যে তিস্তাদবিত্যাদি । প্রতি প্রতিনিখাবিখং ভূতাত্মানাভিমুখ্যায়োরিতি চ মেদিনী । ননু সখী সতী কথং রসৈঃ কারয়তীত্যাহ—সাম্প্রপ্রেমরসৈঃ নিবিড়প্রেমা এব রসো জলং তেন প্লুতা । প্রাণাদপি প্রেষ্টৌ প্রিয়তমৌ যৌ বয়সৌ রাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ প্রিয়তয়া প্রিয়ত্বেন হিতাশংসিতয়া চ নৈতদ্বিরুদ্ধাচরিতমিতি ভাবঃ । নন্বিদমেতদদস্ শব্দান্তচ্ছব্দা সমানার্থাস্তৎকথং সা মামিত্যুক্ত্বা যেষামিত্যভেদং শব্দ প্রয়োগঃ অধিকপদদোষাপত্তেঃ । উচ্যতে । সাবধারণার্থে অধিকপদং গুণঃ । তথা চ যেষাং যৈব মানস্য শিক্ষাং কারয়তি নত্বন্যা ইতি দিক্ ॥ ২৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত্থ পূর্ব শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসের পরোক্ষ সহায়কারিণী মাতামহী মুখরার স্তব করিয়াছেন । এক্ষণে শ্রীযুগলের শৃঙ্গাররসলীলার স্ফুটিহেতু কয়েকটি শ্লোকে পরম রসময়ী সেই মধুর লীলার সহায়কারিণী সখী-মঞ্জরীগণের স্তব করিতেছেন । শ্রীমৎ রাপ-গোষ্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“প্রেমলীলাবিহারানাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী । বিশ্রস্তরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে ॥” (উঃ নীঃ সখীপ্রঃ-১) ‘সখীগণ শ্রীশ্রীরাধামাধবের প্রেম, লীলা ও বিহারাদির সম্যক্ বিস্তারকারিণী এবং বিশ্বাসরূপ রত্নের পেটিকা বা সবিশেষ বিশ্বাসের পাত্রী, তাই উত্তমরূপে সখীভেদ হইতেছে ।’ “ন কেবলং দৃত্য এব তাসাং সখীনাং প্রাধান্যং কিন্তু রসস্য সর্ব এব নিৰ্ব্বাহস্তম্বিদানকএবেত্যাঃ প্রেমতি । বিস্তারোহত্র বিখ্যাপনং বিবৰ্দ্ধনঞ্চ । তত্র নায়কস্য প্রেমা নায়িকাস্যাং, নায়িকাস্যাঃ প্রেমা নায়কে সখ্যা বিখ্যাপতে তত এব বিবৰ্দ্ধতে চ । লীলা-চাভিসারাভিঃ প্রাপ্ত মিলনয়োর্নায়কয়োঃ স্বস্থিত্যা নায়িকা-বাম্যতিশয়োথাপনেন চ হাস-পরিহাসাদিভিঃ বিবৰ্দ্ধতে স্থানান্তরে সময়ান্তরে চ বিখ্যাপ্যতে চ । বিহারশ্চ সংপ্রয়োগাভ্যকো গুরুপত্ন্যাদিসৰ্ব্বে সমাধানাদীকারণে সাহসদানাদিবৰ্দ্ধ্যতে সময়ান্তরে চ সংভুক্তয়া নায়িকয়া

সহ রসোঙ্গারাদ্বিখ্যাপ্যতে চেতি সমাগতি স্বাভিযোগাদৌ বিনাপি সখীং তত্তৎসিদ্ধেরসম্যকত্বমিত্যর্থঃ” (ঐ শ্লোকের আনন্দচন্দ্রিকা টীকা)। অর্থাৎ “সখীগণের যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পরস্পর মিলনকার্যের দৌত্যেরই প্রাধান্য আছে, তাই নহে; পরন্তু সখীই যে শ্রীযুগলের সর্বপ্রকার রস-নির্বাহের নিদান, তাহাই “প্রেমলীলাবিহারাণাং” শ্লোকে বলা হইয়াছে। ‘বিস্তার’ অর্থে ‘বিখ্যাপন’ ও ‘বিবর্ধন’। নায়কের প্রেম নায়িকায় ও নায়িকার প্রেম নায়কে সখীগণ বিখ্যাপন ও বিবর্ধন করিয়া থাকেন। লীলা বলিতে অভিসারাদি দ্বারা যুগলকে মিলিত করিয়া নিজমধ্যে অবস্থিতা নায়িকার বাম্যাতিশয় উত্থাপন তথা হাস্য-পরিহাসাদিতে লীলারসকে বিবর্ধন করেন ও স্থানান্তরে বা সময়ান্তরে তাহা বিখ্যাপনও করেন। তেমনি বিহার অর্থে সম্প্রয়োগাদি, গুরুজন, পতি প্রভৃতির সর্বসমস্যার সমাধান করত সাহায্য-দানাদি দ্বারা বিহারের বর্ধন করেন এবং নায়িকার রসোঙ্গারাদিতে বিখ্যাপনও করিয়া থাকেন। ‘সম্যক্’ অর্থে সখীগণের সহায়তা ব্যতীত স্বাভিযোগাদিতে ঐ সমস্ত রসের সুচারুসিদ্ধি কখনই সম্ভবপর নহে।”

শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধারাগীর সখীগণের শ্রেষ্ঠা বা সর্বপ্রধানা সখী ললিতার স্তব করিতেছেন। ললিতা মদীয়তাময় প্রেমাভিমাণের নিবিড়তায় এমনি আত্মলুপ্তা যে, প্রেমাভিমাণে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে নিজসখী শ্রীরাধার একান্ত বশীভূত বা অধীন বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরূপ বশ্যতার দাবীও রাখেন। সুতরাং শ্রীরাধাকে যত্নের সহিত অভিসার করাইয়া যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার বশ্যতাব্যবহারের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পান, তখন প্রেমাভিমাণে গুরুতর আঘাত লাগে। তখন নিজসখী শ্রীরাধাকে সতত বাম্য বা মান-বৈদগ্ধী শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই জন্যই ললিতাকে সখীস্বভাবে “অধিক প্রথরা” আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

“প্রেমসৌভাগ্যসাম্পূর্ণ্যাদ্যধিক্যাদধিকা সখী।

দুর্লভ্যবাক্যপ্রথরা প্রখ্যাতা গৌরবোচিতা ॥” (উঃ নীঃ সখী প্রঃ-৩)

“সখীগণমধ্যে সর্বাপেক্ষা যাঁহার প্রেম, সৌভাগ্য ও সাম্পূর্ণ্যের আধিক্য, তাঁহাকে ‘অধিকা’ এবং যাঁহার বাক্য কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, তাঁহাকে ‘প্রথরা’ বলা হয়, প্রথরা সতত গৌরবান্বিতা হইয়া থাকেন।” এই অধিক প্রথরা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার প্রতি একান্তবশ্যতার কোন প্রকার ক্রটি-বিচ্যুতি দেখিলে শ্রীরাধাকে মানশিক্ষা দিয়া থাকেন এবং কোন সখী এই মানের শৈথিল্যে যত্নশীলা হইতে তাহা সহ্য করিতে পারেন না। যথা—

“মুগ্ধে তুষ্ণীং ভব শঠকলামণ্ডলাখণ্ডেন, ত্বং মন্ত্ৰেণ স্ফুটমিহ বশীকৃত্য তেনানুশিষ্টা।

কুঞ্জে গোবর্দ্ধনশিখরিণো জাগরেণাদ্য রাধাং, দৃষ্টবাপুচ্চৈঃ সখি যদসি মে চাটুবাদে প্রবৃত্তা ॥”

(ঐ-১৫)

“চিত্রা মানিনী শ্রীরাধার মান-প্রসাদনের জন্য প্রযত্ন করিলে শ্রীললিতা তাহাকে বলিলেন—
মুগ্ধ ! চুপ কর ! নিশ্চয় জানিলাম, ঐ শঠরাজ শিক্ষা দিয়া তোমায় বশীভূত করিয়াছে । কি আশ্চর্য !
তোমার স্বভাবের বলিহারী যাই ! শ্রীরাধা এ যাবৎ গোবর্ধনোপরি কুঞ্জগৃহে গুরুতর জাগরণ করিতেছেন,
ইহা দেখিয়াও তুমি কি না চাটুবাণ্যে প্ররতা হইয়াছ ? যাহা হউক, এই পর্যন্তই ভাল ; আর অনুনয়ে
প্রয়োজন নাই, শীঘ্রই এস্থান হইতে অপসারিত হও ।”

ললিতা মান-শিক্ষা দিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, ললিতার ইচ্ছা ব্যতীত শ্রীমতী নিজের
ইচ্ছাতেও মান ত্যাগ করিতে পারেন না । এইজন্য শ্রীরাধার একটি নাম—“ললিতা-ভীতি-মানিনী” ।
শ্রীরাধার এই মান শ্রীকৃষ্ণ-সেবার শ্রেষ্ঠ ও অনন্যোপচার । “বাম্যস্বভাবে ‘মান’ উঠে নিরন্তর ।” উহাঃ
বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দ-সাগর ॥” (চৈঃ চঃ) । শ্রীরাধার প্রেমসিন্ধুকে অসীমভাবে উচ্ছলিত করিয়া
শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধারস-মাধুরীর বিচিত্র মধুর আশ্বাদন দানের নিমিত্তই ললিতার শ্রীমতীকে মান-শিক্ষাপ্রদান
করা । সুতরাং ইহা তাহার বিশেষ প্রেম-বৈদগ্ধ্যী । শ্রীমৎ রূপগোছামিপাদ মানের স্বরূপ-নিরূপণ
প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

“স্নেহস্তুংকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়নবম্ ।

যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥” (উঃ নীঃ স্থায়ি প্রঃ-৯৬)

অর্থাৎ “স্নেহ যখন উৎকৃষ্টতা-প্রাপ্তিহেতু অভিনব মাধুর্য্য অনুভব করায় এবং স্বয়ং অদাক্ষিণ্য
বা কৌটিল্য ধারণ করে, তখন তাহাকে ‘মান’ বলা হয় ।” ফলতঃ প্রেমের গতিকে সরস, সবেগ ও অভি-
নব রাখার জন্যই মানের উদ্ভব হয় । মান নিয়ত আশ্বাদ্য বস্তুকে অভিনব মাধুর্য্যে সুমধুর ও প্রলোভনীয়
করিয়া তুলে । সুতরাং শ্রীরাধার বাম্যভাব বা মানের পরিপূষ্টিতে শ্রীললিতার পরম বিদগ্ধতার বা
রসচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় । শ্রীপাদ বলিলেন—‘সেই ললিতা আমায় নিজ গণমধ্যে গ্রহণ করুন !’

“নিমগন হৈয়া যেই গাঢ় প্রেমরসে ।

প্রিয়তা হেতু কিঞ্চিৎ উদ্ধত্যপ্রকাশে ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ-লীলার পুষ্টির কারণ ।

রস-বাক্যাবলী সদা করয়ে বর্ষণ ॥

বাম্যের মর্য্যাদা সদা বৃদ্ধির কারণ ।

শ্রীরাধায় মান-শিক্ষা দেন বিলক্ষণ ॥

সেই ত ললিতা মোরে নিজগণ-মধ্যে ।

গ্রহণ করিয়া কবে কৃতার্থ করিবে ?” ২৯ ॥

প্রণয়-ললিত-নৰ্ম্মস্ফার-ভুমিস্তয়োৰ্যা ব্রজপুর-নবযুতোৰ্যা চ কঠাৎ পিকানাং ।
নয়তি পরমধস্তাদ্বিগ্যানেন তুষ্ট্যা প্রথয়তু মম দীক্ষাং হস্ত সেয়ং বিশাখা ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ । যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও সুললিত কৌতুকের পাত্রী, যিনি সুদিব্য সঙ্গীতদ্বারা কোকিলের স্বরকেও পরাজিত করিতেছেন, সেই বিশাখা অনুগ্রহপূর্বক সম্ভট হইয়া আমার গান-শিক্ষা প্রদান করুন ॥ ৩০ ॥

টীকা । স্বগীতি পরিপাট্যা প্রাণাববুদকোটি-প্রেষ্ঠযুবমিথুনমানন্দয়িতুং তৎ প্রধানং বিশাখাং স্তোতি—প্রণয়েতি । সেয়ং বিশাখা শ্রীত্যা আনুকুল্যেন মম দীক্ষাং অর্থান্গানস্য শিক্ষাং প্রথয়তু বিস্তার-য়তু । সেয়মিতি সিদ্ধাবস্থায় তস্যাঃ প্রত্যক্ষত্বেন প্রত্যভিজ্ঞয়া প্রয়োগঃ । অতএব নাধিকপদতা দোষঃ । যা তয়োব্রজপুর-নবযুনো রাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রণয়ললিত নমস্কারভূমিঃ । প্রণয়েণ শ্রীত্যা যল্ললিত-নৰ্ম্মমনোহর কৌতুকং তস্য স্ফার-ভুমিবিম্বিতস্থানম্ । যাচ দিব্যগানেন পিকানাং কোকিলানাং কণ্ঠধ্বনিং পরং রে মূত কোকিলধ্বনে দূরীভব অল্প ন স্থাতব্যমিতি নিয়োগং যথাস্যান্তথা যা অধস্তানয়তি কুণ্ঠীকরোতি । কণ্ঠো গলে সন্নিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে ইতি পরং নিয়োগে তিতিক্ষায়ামিতি চ মেদিনী ॥৩০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ স্বরূপে ব্রজের নিত্যসিদ্ধা মঞ্জরী । রসরাজ-মহাভাব মিলিত মুরতি শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন—বিশ্বসাধকগণকে ব্রজরসের উপাসনা শিক্ষা দিয়া শ্রীরাধার দাসীরূপে ব্রজের নিকুঞ্জমন্দিরে লইয়া যাওয়ার জন্য । শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য ও শ্রীরাধার মহাভাবের বিষয় পূর্বে লোকে শাস্ত্রে পাঠ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা মানবের ধারণার অতীত বস্তু ছিল । শ্রীল গোস্বামিপাদগণ শাস্ত্রযুক্তি ও স্থানুভব-প্রমাণের অচল ভিত্তির উপরে ব্রজের মধুর ভজনের বিশাল রত্ন-সৌধ নির্মাণ করিলেন । ষাঁহাদের আনুগত্যে সাধক সেই মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়া অতীত শ্রীরাধামাধবের প্রেমসেবা লাভ করত ধন্য হইতে পারিবেন, সেই ব্রজপার্শ্বদগণের মধুর ভাবপরিপাটী শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ব্রজবিনাসস্তবে বর্ণনা করিয়া চলিয়াছেন ।

শ্রীপাদ শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণের মধ্যে পূর্বল্লোকে শ্রীললিতার ভাবপরিপাটীর কথা বলিয়া এই ল্লোকে শ্রীবিশাখার ভাবের ইঙ্গিত করত তাঁহার নিকট গান-শিক্ষার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন । প্রথমতঃ বলিতেছেন—“প্রণয়-ললিত-নৰ্ম্মস্ফার-ভুমিস্তয়োৰ্যা” যিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয় ও সুন্দর কৌতুকের পাত্রী । শ্রীবিশাখানন্দ-স্তোত্রে বলিয়াছেন—“ভাবনাম-গুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যা ।” অর্থাৎ ‘ভাব, নাম, গুণাদির ঐক্যহেতু যিনি শ্রীরাধিকারই ন্যায় ।’ অধিকপ্রথরা বলিয়া শ্রীরাধামাধব শ্রীললিতার প্রতি একটু সন্দ্রম বা ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীবিশাখা শ্রীরাধার যুখে অধিকমধ্যা স্বভাবপ্রাপ্ত, তাই প্রেম, সৌভাগ্য, সাদৃশ্যাদিতে সকলের মান্যা হইয়াও শ্রীরাধার অভিন্নপ্রাণাহেতু শ্রীযুগলের প্রণয় ও নৰ্মের বিম্বিত-ভূমি ।

“বিশাখা-গুঢ়-নশ্বেমাজি-জিত-কৃষ্ণাপিত-স্মিতা ।

নশ্ৰ্মাধ্যায়-বরাচার্যা ভারতী-জগ্নি-বাগ্মিতা ॥

বিশাখাগ্রে রহঃকেলি কথোদ্ঘাটকমাধবম্ ।

তাড়য়ন্তী দ্বিরঞ্জন সজ্জভঙ্গেন লীলয়া ॥” (ঐ-১০৫ ও ৬)

“বিশাখার গুঢ় পরিহাসোক্তিদ্বারা পরাজিত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে যিনি (শ্রীরাধা) মৃদুমন্দ হাস্য করেন, পরিহাসরসের যিনি শ্রেষ্ঠা অধ্যাপিকা, যাঁহার বাগ্মিতা সরস্বতীকেও পরাভূত করিয়াছে । বিশাখার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ রহঃকেলির কথা প্রকাশ করিলে শ্রীরাধা ভ্রভঙ্গীর সহিত লীলাকমলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করেন ।” ইহাতে শ্রীবিশাখার শ্রীযুগলের বেশ, প্রণয় ও নর্মপাত্রত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্শদ শ্রীল কবি কর্ণপুর তাঁহার শ্রীকৃষ্ণাঙ্কিকোমুদী গ্রন্থে অপূর্ব কাব্যকলা-পারিপাট্যে শ্রীকৃষ্ণের সমক্ষে শ্রীবিশাখার সহিত শ্রীরাধার সরস নর্মলাপের একটি মনোহর ভাবচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন ।

“এতদীয়-কুসুমং সখি ! হেয়ং, কৃষ্ণপক্ষ-সরসা লতিকেষ্ম ।

যা রুণঙ্গি বসনং তব শাখা, পানিনেতুপজহাস বিশাখা ॥

গুরুপক্ষনিভ-পুষ্পবিশেষা, কৃষ্ণপক্ষ-সরসা কথমেষা ?

মদ্বিয়োগমসহিষ্ণুরিয়ং মা, মারুণঙ্গি মম কৌতুককামা ॥

মুগ্ধ এতি মধুপো মুখচন্দ্রং, স্বাদিতুং কমলধীস্বব সান্দ্রম্ ।

তত্ত্বয়াহবহিততয়া ভবিতব্যং, শ্যামলস্য চরিতং নহি ভব্যম্ ॥

ত্বাদৃশাং মুখসরোজ-সমাজে, সুস্মিতে সতি কথং দ্বিজরাজে ।

হন্ত গন্ধরহিতে কথমস্য, স্বাদ এষ ভবিতা মধুপস্য ॥” ইত্যাদি (৪৮২-৪৫)

শ্রীবিশাখা পরিহাসের সহিত কুসুমচয়নরতা শ্রীমতী রাধারাগীকে বলিলেন—‘সখি ! এই লতার কুসুমচয়ন করিও না, যেহেতু লতাটি কৃষ্ণপক্ষা সরসা (কৃষ্ণাগ্রিতা ও তজ্জন্য রসলা) হইয়া নিজশাখারূপ হস্তদ্বারা তোমার বস্ত্ররোধ করিতেছে (কৃষ্ণের সঙ্গে তোমায় মিলনের ইঙ্গিত করিতেছে) ।’ শ্রীরাধা সহাস্যবদনে উত্তর দিতেছেন—‘সখি বিশাখে ! লতাটি তো গুরুপক্ষে বিকসনীয়া কুসুমবিশেষই ধারণ করিতেছে । ইহাকে কৃষ্ণপক্ষা সরসা বলিতেছ কেন ? (“কৃষ্ণপক্ষসরসা” শব্দের কৃষ্ণপক্ষে প্রস্ফুটিত হয় এই অর্থ গ্রহণ করত এইরূপ বলিলেন) এই লতাটি আমার বিরহ সহ্য করিতে অক্ষম বলিয়াই কৌতুক-হেতু আমায় অবরোধ করিতেছেন মাত্র ।’ বিশাখা বলিলেন—‘হে মুগ্ধ ! তোমার মনোজ মুখচন্দ্র-দর্শনে কমল-জ্ঞান করত আশ্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে—ঐ দেখ ভ্রমর (পক্ষে কৃষ্ণ) আসিতেছে, অতএব সাবধান হও । কেননা শ্যামলের (কৃষ্ণবর্ণবস্তুর পক্ষে শ্যামসুন্দরের) চরিত্র ভাল নহে ।’ তচ্ছবণে শ্রীরাধা বলিলেন—‘হায় ! তোমাদের ন্যায় কামিনীদের মুখকমলরাজি যখন প্রস্ফুটিতই রহিয়াছে, তখন

প্রতি নবনবকুঞ্জং প্রেমপূরণে পূর্ণা
প্রচুর-স্বরভিপুষ্পভূষণিত্তা ক্রমেণ ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র লীলোৎসবং য়া
প্রিয়গণবৃত-রাধাকৃষ্ণায়াস্তাং প্রপাদে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ । যিনি প্রেমরসে নিমগ্ন হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে নব নব বিলাসকুঞ্জসমূহ প্রচুর সুগন্ধি-কুসুমে ভূষিত করত সখীগণ পরিবৃত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলানন্দরস বিস্তার করিতেছেন, আমি সেই শ্রীবৃন্দার চরণে শরণাগত হইতেছি ॥ ৩১ ॥

কি প্রকারে মদীয় গন্ধশূন্য মুখচন্দ্রে ঐ মধুরের ঐজাতীয় আশ্বাদন সম্ভবপর হইতে পারে ?' এই প্রকার শ্রীরাধাকৃষ্ণের সরস পরিহাসভূমি বিশাখা ।

শ্রীপাদ বলিলেন—“যিনি সুদিব্য সঙ্গীতদ্বারা বা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক মনোহর সঙ্গীতদ্বারা কোকিলের পঞ্চম স্বরকে পরাজিত করিতেছেন, অর্থাৎ যাঁহার প্রেমসিক্তকণ্ঠের সুমধুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক লীলাসঙ্গীতে কোকিলের স্বরও নিন্দিত হইয়া থাকে, সেই বিশাখা অনুগ্রহপূর্বক সন্তুষ্ট হইয়া আমায় গান-শিক্ষা প্রদান করুন ।’ শ্রীপাদ কবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন—ব্রজসুন্দরীগণের অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় গান-বিদ্যা ও কণ্ঠস্বরাদি সব ব্রজ্যার সৃষ্টির বাহিরের বস্তু, সুতরাং বিধাতার সৃষ্ট কোন প্রাণীর কণ্ঠস্বরাদির সঙ্গেই তাহার তুলনা হইতে পারে না । গানবিদ্যার আচার্য্য কিন্নরী মাতঙ্গীর গানবিদ্যার সহিত ব্রজদেবী-গণের গানবিদ্যার পার্থক্য নিরূপণ-প্রসঙ্গে শ্রীবৃন্দাদেবী শ্রীরাধার সঙ্গীতবিদ্যা নাম্নী কোন সখীকে বলিলেন—“অগ্নি সঙ্গীতবিদ্যে ! সঙ্গীতবিদ্যোন্ময়মনয়া দেব্যা চতুর্মুখমুখনির্গতৈব ব্যাখ্যাতা, খ্যাতা চেয়ং বো বিরিক্ষিপ্ৰপঞ্চত এবহি বহিরিতি তদুভয়মেব নিরবদ্যম্ ।” (আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পু) অর্থাৎ ‘হে সঙ্গীত-বিদ্যে ! এই মাতঙ্গীদেবী যে গানবিদ্যার ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা ব্রজ্যার মুখনিঃসৃত (তাঁহার সৃষ্টির মধ্যেই ইহার স্থিতি) আর ব্রজদেবীগণের গানের বৈশিষ্ট্য তুমি যাহা বলিলে তাহা ব্রজ্যার গুণধ্বজের বাহিরে প্রসিদ্ধ, সুতরাং তোমার ও মাতঙ্গীর উভয়ের বাক্যই সুসঙ্গত হইতেছে ।’

শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তবাবলী গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ শ্রীবিশাখার নিকট সুদিব্য বা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক গানশিক্ষা করিয়া সেই মধুর গানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন ।

“প্রাণাববুদ কোটি প্রেষ্ঠ যুগল-মুরতি ।
তাঁদের প্রণয়-মধু কৌতুকের পাত্রী ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ দৌহার যুগল-মাধুরী ।
যাঁর প্রেমকণ্ঠে দিব্য সঙ্গীত-লহরী ॥
কোকিলা কাকলি যিহৌ পরাজয় করে ।
সে বিশাখা দিব্যগান শিক্ষা দেন মোরে ॥” ৩০ ॥

টীকা। কুঞ্জ-সংস্ক্রিয়য়া যুবমিথুনাপ্যায়িত্রীং বৃন্দাং স্তৌতি—প্রতীত্যাदि। তাং বৃন্দামেত-
 ন্নাশনীং বনদেবীং প্রপদ্যে অনুগচ্ছামি। যা বৃন্দাবনং প্রতি নব নব কুঞ্জং সকল নূতনকুঞ্জং ব্রহ্মেণ
 গোস্থানমারভ্য নিভৃতনিকুঞ্জপর্য্যন্তং রচন-পরিপাট্যা প্রচুরমতিশয়ং সুরভীণি সুগন্ধীনি যানি পুষ্পাণি
 তৈর্ভূষয়িত্বা প্রিয়গণবৃত্ত রাধাকৃষ্ণয়োস্তত্র কুঞ্জে লীলোৎসবং প্রণয়তি করোতীত্যম্বয়ঃ। কিন্তুতা প্রেম-
 পুরেণ প্রেমরূপজলপ্রচুরেণ পূর্ণা মগ্না। পুরো জলসমূহে স্যাম্ভ্রণ সংশুদ্ধিখাদ্যায়োরিতি মেদিনী ॥ ৩১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীবৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী শ্রীবৃন্দার স্তব
 করত তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত হইতেছেন। শ্রীবৃন্দার পরিচয়-প্রসঙ্গে দীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে—

“পৌর্ণমাসী বীরা বৃন্দা বংশী নান্দীমুখী তথা।

বৃন্দারিকা তথা মেনা মুরলাদ্যাশ্চ দূতিকাঃ ॥

নানাসন্ধানকুশলা তয়োমিলনকারিণী।

কুঞ্জাদিসংস্ক্রিয়াভিজ্ঞা বৃন্দা তাসু বরীষসী ॥”

অর্থাৎ “পৌর্ণমাসী, বীরা, বৃন্দা, বংশী, নান্দীমুখী, বৃন্দারিকা, মেনা, মুরলা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণপঙ্কের
 দূতী। ইহারা নানাসন্ধান-কুশলা এবং প্রেমসীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-সম্পাদনে সুদক্ষা, কুঞ্জাদি
 মিলনস্থানের সংস্কারকার্যে পরম অভিজ্ঞা। ইহাদের মধ্যে এইসব কার্যে বৃন্দা সকলের শ্রেষ্ঠা।” বৃন্দার
 বর্ণনা—

“তন্তুকাঞ্চনবর্ণাভা বৃন্দা কান্তিমনোহরা।

নীলবস্ত্রপরিধানা মুক্তা-পুষ্প-বিরাজিতা ॥

চন্দ্রভানুঃ পিতা তস্যাঃ ফুল্লরা জননী তথা।

পতিরস্যা মহীপালো মঞ্জরী ভগিনী চ সা ॥

বৃন্দাবন-সদাবাসা নানাকেলীরসোৎসুকা।

উভয়োমিলনাকাঙ্ক্ষী তয়োঃ প্রেমপরিপ্লুতা ॥”

“শ্রীবৃন্দার অঙ্গকান্তি অতি মনোহর তন্তুকাঞ্চনের ন্যায়, নীলবসন, মুক্তা ও পুষ্পদ্বারা বিভূষিতা,
 ইহার পিতার নাম চন্দ্রভানু, জননীর নাম ফুল্লরা, পতির নাম মহীপাল ও ভগ্নীর নাম মঞ্জরী। নিত্য-
 বসতিস্থান শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দা শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ লীলারসে সমুৎসুক, উভয়ের মিলনাকাঙ্ক্ষিণী ও
 সর্বদা যুগলপ্রেমে পরিপ্লুতা।”

মাধুর্যময় প্রেমের খাম শ্রীবৃন্দাবন। বৃন্দাবনের নামে কি ভগবান্, কি ভক্ত উভয়েরই মন-প্রাণ
 আকুলিত হইয়া উঠে। ভক্তগণ এখানে শ্রীভগবানের নিখিল ঐশ্বর্যের কথা ভুলিয়া তাঁহার সহিত ভাবানু-
 কূল সম্বন্ধ-স্থাপনের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া পড়েন। শ্রীভগবান্ ও তাঁহাদের স্বভাবানুরূপ স্বীয় ঐশ্বর্যের কথা
 বিস্মৃত হইয়া একান্ত প্রিয়জনরূপে তাঁহাদের অনুরাগপাশে বাঁধা পড়েন। এই ব্রজেও আবার গোপীগণের

যেরূপ তীব্র রাগের সংবাদ পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোন শাস্ত্রে কোথাও নাই। এই ব্রজেই তাঁহাদের স্বজন ও আর্থপথ ভ্রংশকারী চপল অনুরাগ যমুনা-জাহ্নবী-ধারার ন্যায় অপ্রতিহত গতিতে শ্যামসিন্ধুর সহিত মিলন-জন্য অবিরাম প্রবলবেগে ছুটিয়াছে। এই অনুরাগই নিত্য নব-নবায়মান হইয়া প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে নব নবভাবে অদ্ভুত শ্ৰীয়াররস-নির্ঘাস আশ্বাদন করাইতেছে। তন্মধ্যেও মহাভাব-স্বরূপিণী সাক্ষাৎ মাদনাখ্য-ভাববতী শ্রীরাধার মাদনরসে সেই অপ্রাকৃত নবীনমদন সর্বোত্তমভাবে নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। নিশিদিন শ্রীরাধার সঙ্গে নিকুঞ্জবিহার চলিয়াছে। ইহার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই॥ “রাত্রিদিন কুঞ্জক্লীড়া করে-রাধাসঙ্গে। কৈশোর-বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে॥” (চৈঃ চঃ)। সহস্র সহস্র বনদেবীর অধ্যক্ষা শ্রীহৃন্দাদেবী সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিহারভূমি শ্রীহৃন্দাবন ও নিকুঞ্জা-বলীকে নব নব সাজে সাজাইয়া থাকেন। মধুর লীলারাজ্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী হৃন্দা যুগলবিলাসের একান্ত আশ্পদ মধুময় স্বভাবসুন্দর হৃন্দাবনের প্রকৃতিকে প্রেমহস্তে মধুরতর করিয়া সাজান। প্রাণের দেবতা খেলা করিবেন, তাই বিচিত্র কুসুমসন্তারে সুসজ্জিত ও সুরভিত করিয়া রাখেন কুজাবলীকে। প্রেম-পূজারিণী দেবতার মন্দিরখানিকে যেমন ধূপধুম, অঙ্কুর প্রভৃতি দ্রব্য সুগন্ধিত করিয়া রাখেন, তদ্রূপ প্রেম-পূজারিণী হৃন্দা প্রাণের দেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিহারাশ্পদ প্রতিটি কুজমন্দিরকে কুসুমসন্তারের মধুগন্ধে সুরভিত করিয়া রাখেন। সুনিপুন শিল্পি যেমন শিল্প-নৈপুণ্যদ্বারা নিয়োগকর্তার চিত্তকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ প্রেম-শিল্পি হৃন্দার প্রেমনৈপুণ্যে সুসজ্জিত হৃন্দাবন ও কুজাবলী সসখী শ্রীশ্রীরাধামাধবের চিত্তকে লীলারসের উদ্দীপনায় উন্মত্ত করিয়া তুলে।

শ্রীহৃন্দার দৌত্য-চাতুর্যও অতি অপূর্ব! দূতী হৃন্দা বাক্য-নৈপুণ্যে প্রিয়জনের প্রতি নিরতিশয় আসক্তি বা মিলনানুরাগ জাগাইয়া তুলেন। যেমন শ্রীমতী রাধারাগী সখীগণ-সঙ্গে দিবাভিসারে শ্যাম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণের দিকে চলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকুণ্ডারণ্যে শ্রীমতীর সহিত মিলন-লালসায় অধীর-প্রাণে অবস্থান করিতেছেন। ইত্যবসরে শ্রীরাধার অঙ্গ-পরিমলে বন আমোদিত হওয়ান্ন শ্রীমতীকে শীঘ্র আনয়নের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ হৃন্দাকে পাঠাইয়াছেন। শ্রীহৃন্দার দর্শনে শ্রীরাধা ও হৃন্দার সংলাপ—

“কস্মাদ্ হৃন্দে ? প্রিয়সখি ! হরেঃ পাদমূলাৎ, কুতোহসৌ ?

কুণ্ডারণ্যে, কিমিহ কুরুতে ? নৃত্যশিক্ষাং, গুরুঃ কঃ ?

তং ভ্রম্মুতিঃ প্রতিতরুলতং দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী

শৈলুষীব ভ্রমতি পরিতো নতঃশ্রুতী স্বপশ্চাৎ॥” (গোবিন্দলীলামৃত-৮।৭৭)

শ্রীরাধা—‘হৃন্দে ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?’ হৃন্দা—‘শ্রীকৃষ্ণপাদমূল হইতে।’ শ্রীরাধা—‘তিনি কোথায় ?’ হৃন্দা—‘তোমার কুণ্ডতীরবর্তি কাননে।’ শ্রীরাধা—‘সেখানে তিনি কি করিতেছেন ?’ হৃন্দা—‘নৃত্য-শিক্ষা করিতেছেন।’ শ্রীরাধা—‘এই নৃত্যশিক্ষার গুরু কে ?’ হৃন্দা—‘তোমার মূর্তি প্রতি তরুলতায় উত্তমা নটীর ন্যায় দিগ্বিদিকে স্ফুটিশীলা হইয়া আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নৃত্য

সখ্যোন্মালং পরমরুচিরা নৰ্ম্মভাব্যন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতি-মহিষ্যাজ্জয়া সন্নয়ন্তী ।
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরেবর্ভায়া তর্পয়ন্তী
তুষ্যাৎত্বতাং পরমিহ ভাজে কুন্দপূর্বাং লতাং তাম্ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ । নন্দমহিষী শ্রীযশোদার আদেশে যিনি রক্তনের নিমিত্ত প্রত্যহ শ্রীরাধাকে নন্দালগ্নে আনয়ন করেন এবং পরস্পরে সুরুচির পরিহাস-রসময় সখ্য থাকায় পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকথা দ্বারা যিনি শ্রীরাধাকে পরম সুখদান করেন এবং শ্রীযুগলে সাতিশয় প্রীতিহেতু স্বয়ংও পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন, সেই কুন্দলতাকে আমি ভজন করি ॥ ৩২ ॥

টীকা । পিতৃব্য দ্রাতৃজায়াত্রেপি শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাসাহায্যকারিণীং কুন্দলতাং স্তৌতি—সখ্যো-
নেতি । তাং কুন্দপূর্বলতাং কুন্দঃ পূর্বে। যস্য লতায়ান্তাং কুন্দলতামিত্যর্থঃ পরং কেবলং ভজে সেবে
নতু তদগুণাদিকং বক্তুং শক্লোমীত্যর্থঃ । যা ব্রজপতি-মহিষ্যাজ্জয়া যশোদাদেশেন পাকার্থং রক্তনার্থং
রাধিকাং সন্নয়ন্তী আনয়ন্তী সতী পথি পথি শশ্বন্নিরন্তরং প্রেম্না হরেঃ কৃষ্ণস্য বার্তায়া প্রবৃত্তা তর্পয়ন্তী
সুখয়ন্তী তুষ্যাতি প্রীণাতি কিস্তুতা সখ্যেন সখ্যরসেন অলমতিশয়েন পরমরুচিরা । সখ্যেন কিস্তুতেন
নৰ্ম্মভাব্যন নৰ্ম্মণা কৌতুকেন ভব্যং মঙ্গলং যত্র তেন নৰ্ম্মপ্রধানেনেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলার সবিশেষ পুষ্টি-
কারিণী শ্রীকুন্দলতার স্তব করিতেছেন । আমরা বলিয়াছি, ব্রজ যেন প্রেমকুসুমের একটি মনোরম উদ্যান ।
বিভিন্ন পরিকরের ভাবপরিপাটীরূপ কুসুমাবলীর সৌরভ উপাসকের চিত্ত-মনকে সুরভিত করিয়া তুলে ।
করাইতেছে ।’ এই প্রকার নানা বাক্যনৈপুণ্যে এবং কলানৈপুণ্যে শ্রীরুন্দাদেবী সখীগণ-পরিবৃত্ত শ্রীশ্রীরাধা-
মাধবের বিচিত্র লীলানন্দরসমাধুরী বিস্তার করিয়া থাকেন । † শ্রীপাদ সেই রুন্দাদেবীর শ্রীচরণে শরণাগত
হইতেছেন ।

“প্রেমরসে নিমগন হৈয়া যেই জন ।

সাজায়েছে মধুর এই শ্রীরুন্দাবন ॥

নব নব কুঞ্জ যত সুগন্ধি-কুসুমে ।

সুশোভিত, বহে যাঁহা মলয়-পবনে ॥

রুন্দার রচিত সেই শ্রীরুন্দাবন ।

শ্রীরাধাগোবিন্দে করায় লীলা-উদ্দীপন ॥

নিরন্তর সেই রুন্দায় ভজি ভক্তিভরে ।

ব্রজবাস রাধাকৃষ্ণের সেবাসিদ্ধি-তরে ॥” ৩১ ॥

† শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত ও শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদিতে শ্রীরুন্দার লীলারসপুষ্টিটির নানা বৈচিত্রী দৃষ্টব্য ।

কুসুমের সৌরভে সকলের প্রাণে উৎফুল্লতা জাগিলেও রসিক ভ্রমরই যেন তাহার মকরন্দাস্বাদনে উন্মাদিত হয়, তদ্রূপ ব্রজপরিকরের ভাবপরিপাটী শ্রবণে সকলের আনন্দ হইলেও জাতরতি মাধুর্যোপাসকের চিত্তেই অধিকতর রসোন্মাদনা জাগে। শ্রীপাদ মহাভাবরাজ্যে, সুতরাং তাহার চিত্তে পরিকরগণের বিচিত্র ভাব-ধারার অদ্ভুত আশ্বাদন-পরম্পরা চলিয়াছে। যাহা আশ্বাদন করিতেছেন, তাহারই অবশেষ রসিক ভাগবতগণের নিমিত্ত শ্লোকাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের দ্রাতৃজায়া শ্রীকুন্দলতার স্তব করিতেছেন। শ্রীরাধারাগী মহর্ষি দুর্বাসার বরে অমৃতহস্তা। তাহার শ্রীহস্তপাচিত অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি এক দিকে যেমন স্বাদু অপর দিকে তাহার ভোজনে শক্তি ও আশ্বুর্জি অবশ্যস্বাবী। এইজন্য সুব্রবৎসলা শ্রীযশোদা জটিলার আজ্ঞা লইয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের রন্ধননিমিত্ত আনয়নজন্য প্রত্যহ শ্রীকুন্দলতাকে প্রেরণ করেন। কুন্দলতা ব্রজরাজ-মহিষীর নিবেদন জটিলার নিকটে জ্ঞাপন করত তাহার আজ্ঞা লইয়া শ্রীরাধার নিকট আগমন করিলে সসখী শ্রীরাধা পরমানন্দসাগরে ভাসমান হন। এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতে বর্ণিত—

“অন্যোন্মাদর্শন-সমুদ্গমনস্মিতাভ্যশস্তানুযোগ-রভসোন্নতি-শীধুরতিঃ।

সদ্যো বভূব যত এব তদা তদালিবৃন্দং ননন্দ সমসৌহৃদ-হৃদ্যরৌচিঃ ॥

ব্রজপুর-পরমেশ্বরী-প্রসাদং ময়ি সখি ! বক্তি তবোদয়ো হ্যকস্মাৎ।

ন শিশিররচিনা বিনৈব পূৰ্ব্বাং দিশমধিরাত্রি সমেতি কাপি লক্ষ্মীঃ ॥

তদহমনুমিমে নিদেশদস্তাৎ কিমপি কৃপামৃতমেব সা ব্যতারীৎ।

যদিদমনুপলভ্য যন্মমাত্মা স্বমপি সখেদমবৈত্যানাশ্বনীনম্ ॥

অজনি রসবতী-বিধাপনার্থা রসবতি ! তে গতিরিত্যবৈমি নুনম্।

অথ কিমিতরথা জবাদযাসীঃ প্রথমমিতোহনুনয়ন্ত্যমুং মদার্যাম্ ॥

ইতি সুদৃণ্ডদিতামৃতং পিবন্তী স্মিতসুভগং নিজগাদ কুন্দবল্লী।

তদয়ি সখি ! বিধেহি তত্র যাত্নামকৃতবিলম্বমিতঃ সহালিবৃন্দা ॥” (৪১১১০, ৫১১-৪)

“শ্রীরাধা ও কুন্দলতার পরস্পর দর্শনে শ্রীরাধা অভ্যুত্থানপূর্বক হাসিতে হাসিতে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তৎক্ষণাৎ যে সুখোৎকর্ষরূপ সুধাবর্ষণ করিলেন, তাহাতে সমসুখ ও সমকান্তিবিশিষ্টা সখীগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন। অনন্তর শ্রীরাধা কুন্দলতাকে বলিলেন—“হে সখি ! কুন্দলতে ! তোমার অকস্মাৎ আগমনে আমার প্রতি ব্রজেশ্বরীর প্রসাদই অভিয্যক্তি করিতেছে। কেননা রজনীতে চন্দ্রোদয় ব্যতীত পূর্বদিক্ কখনই অনির্বচনীয় শোভা ধারণ করে না। হে সখি ! আমি অনুমান করি যে, ব্রজেশ্বরী আজ্ঞাচ্ছলে আমায় কোন করুণামৃতই বিতরণ করিয়াছেন, যাহার অপ্ৰাপ্তিতে আমার মন খেদখিন্ন হইয়া নিজেকেই নিজের অহিতকারী বোধ করিতেছিল। হে রসবতি ! তুমি নিশ্চয়ই রন্ধনের নিমিত্ত

আমায় লইতে আসিয়াছ, ইহাই বুঝিলাম। তাহা যদি না হইবে, তবে প্রথমে আমার স্বশ্রুকে নিবেদন করিয়া এখানে আসিয়াছ কেন?’ কুন্দলতা সুলোচনা শ্রীরাধার বাক্যামৃত পান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—‘অয়ি সখি! তুমি যখন সবই বুঝিয়াছ, তখন অনতিবিলম্বে সখীসঙ্গে নন্দালয়ে যাত্রা কর।’ জটীলাও ব্রজেশ্বরীর আদেশ পালননিমিত্ত নানাবিধ হিতোপদেশ দানে বধূকে নন্দালয়ে পাঠাইলেন।”

“জরতী যতন করি

কহে গুন সুন্দরি

সখী-সঙ্গে করহ পয়ান।

উড়নী ঘোড়নী মাথে

দেখিয়া চলিবে পথে

লখিতে না পারে যেন আন ॥

বড়ুর ঝিয়ারী বট

কুলে শীলে নহ ছোট

সব গুণে হও পরবীণ।

থাকিহ সবার মাঝে

বুঝিবা আপন-কাজে

আমি আর জীব কতদিন ॥

সদয়ে বিদায় ক’রে

জটীলা চলিলা ঘরে

উলসিত রসবতী রাখে।

রঙ্গিনী সঙ্গিনী তাঁর

লেই সব উপহার

চলি পুরইতে সাথে ॥

গজেন্দ্র-গমন জিনি

চলে রাই বিনোদিনী

সুঘড় সখীর হেলি অঙ্গ।

কহয়ে শেখর রায়

গুহিতে গুহিতে যায়

রজনী-বিলাস-রস-রঙ্গ ॥” (পদকল্পতরু)

নন্দালয়ে গমনকালে পথে সখী কুন্দলতা পরিহাসের সহিত শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—

“মূল্যানীতোপসর্ঘ্যস্তিচতুরদিবসান্ প্রোষ্য সঙ্ক্যাগতস্তে

ভক্তা গোভিঃ স্বগোষ্ঠে ঘটয়িতুমখিলাং রাত্রিমিব ন্যবাৎসীৎ ।

বক্ষঃ প্রোদ্যম্মখাঙ্কাবলিচিতমধরঃ স্পষ্টদন্তকৃতো যৎ

তৎ সাধ্ব্যাস্তে সতীত্বং সমুচিতমধুনা ব্যক্তমুল্লালসীতি ॥

অন্তর্গৃহীতমিতোৎফুল্ল-কিঞ্চিৎকুঞ্চিতলোচনাম্ ।

স্বসখীং ললিতালোক্য কুন্দবল্লীমথারবীৎ ॥

করকফলধিয়াস্যাঃ কাননে ধৃষ্টকীরঃ স্তনমনু বিনিবিষ্টঃ পঙ্কবিশ্ব-ভ্রমেণ ।

অদশদধরমুচ্চৈস্তম্বখাচোটিতং তম্ধুদয়মিদমমুখ্যাঃ কিং বৃথা শঙ্কসে ভ্রম্ ॥

সখীবচঃস্মারিত-কৃষ্ণসঙ্গ-লীলোচ্ছলকম্পতরঙ্গিতাগীম্ ।
 তাং বীক্ষ্য পদ্মাকরমীক্ষমাণা জগৌ পুনঃ কুন্দলতা সহাসম্ ॥
 আনন্দকম্পোত্তরলাসি মুণ্ডে । কিং ভো রুথা পদ্মিনি ! কুন্দবল্ল্যাঃ ।
 ন দেবরজ্জ্বাং মধুসূদনোহসৌ দ্রাম্যন্ পুনঃ পাস্যসি ভুক্তমুক্তাম্ ॥”

(গোঃ লীঃ-৩২৯-৩৩)

“হে রাধে ! তোমার পতি অভিমন্যু মূল্যদ্বারা আনীত ঋতুমতী গাভীসমূহকে গর্ভধারণার্থ স্বয়ংগণের সঙ্গ করাইবার জন্য তিন চারিদিন প্রবাস করিয়া গত সন্ধ্যায় আগমন করত স্বীয় গোষ্ঠেই রাত্রি-
 যাপন করিয়াছেন । তথাপি তোমার বক্ষঃস্থল নখচিহ্নসমূহে ব্যাপ্ত এবং অধরে দন্তক্ষত স্পষ্টই দেখা
 যাইতেছে বলিয়া সাধবী তোমার সমুচিত সতীত্বই পরিব্যক্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে ॥” ললিতা তখন
 স্বীয় সখী শ্রীরাধাকে অন্তরে গুঢ়হাস্য-সমন্বিতা উৎফুল্লা ও কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিতলোচনা দেখিয়া কুন্দলতাকে
 বলিলেন—‘কুন্দলতে ! গতকল্য বনমধ্যে একটি ধৃষ্ট শুকপক্ষী দাড়িম্বফল ভ্রমে হাঁহার স্তনযুগলে উপবিষ্ট
 হইয়া পক্ষবিষ্বভ্রমে অধরে দংশন করিয়াছে, তাহাতেই হাঁহার হৃদয়ে নখাঘাতচিহ্ন ও অধরে দন্তক্ষত দেখা
 যাইতেছে । তুমি রুথা অন্যরূপ আশঙ্কা করিও না ।’ ললিতার বাক্যে রজনী-বিলাসের স্মৃতিতে শ্রীরাধার
 অঙ্গে পুলকরাজি দর্শনে সন্মুখস্থ একটি তড়াগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতে করিতে কুন্দলতা
 পদ্মিনীকে বলিলেন—‘হে পদ্মিনি ! হে মুণ্ডে ! তুমি আর কেন রুথা আনন্দকম্পনে চঞ্চলা হইতেছ ?
 কুন্দবল্লীর দেবর (শোভাসম্পাদক বা আনন্দ-গ্রাহক) মধুসূদন (ভ্রমর) স্বচাঞ্চল্য-প্রকটনে তোমায়
 উপভোগ করিয়া তোমার মধুপান করত তোমায় ত্যাগ করিয়াছে ।’ (পক্ষান্তরে হে পদ্মিনি রাধে ! তুমি
 রুথা আনন্দে আর উন্মত্ত হইও না, এই কুন্দলতার দেবর শ্যামসুন্দর রাত্রিতে তোমার সহিত বিলাসাদি
 করিয়াছে) তাই এক্ষণে আর তোমার রসাস্বাদন করিবে না ।’ শ্রীরাধার সহিত এই প্রকার পরিহাসরসে
 নিমগ্না কুন্দলতা শ্রীরাধাকে পরম সুখে নিমজ্জিত করিয়া স্বয়ং আনন্দাস্বাদনে বিভোর হইতেছেন ! শ্রীপাদ
 বলিলেন —‘সেই কুন্দলতার আমি ভজন করি ।’

“ব্রজপতি-মহিষী যশোদার আজ্ঞাতে ।

রাধারে আনেন যিহঁ পাকের নিমিত্তে ॥

সখ্যভাবে রাধিকায় পথে কৌতুকেতে ।

পরিতৃপ্ত করেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রসঙ্গেতে ॥

কৃষ্ণকথা-রসোৎসবে ডগমগি যিনি ।

সেই কুন্দলতায় নিরন্তর ভজি আমি ॥” ৩২ ॥

ব্রজেশ্বর্য্যাতীতাং বত রসবতীকৃত্যবিধায়
মুদা কামং নন্দীশ্বরগিরিনিকুঞ্জে প্রণয়িত্বী ।
ছলৈঃ কৃষ্ণং রাধাং দয়িতমভি তাং সারয়তি য়া
ধনিষ্ঠাং তৎপ্রাণপ্রিয়তরসখীং তাং কিল ভজ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ । ব্রজেশ্বরী শ্রীযশোদা-কর্তৃক রক্তনের নিমিত্ত আনীত শ্রীরাধারাপীকে যিনি
পরমানন্দিত মনে ছলক্রমে নন্দীশ্বরগিরি-নিকুঞ্জে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করান, শ্রীরাধার প্রাণ-
প্রিয়সখী সেই ধনিষ্ঠাকে আমি ভজন করি ॥ ৩৩ ॥

টীকা । কৈতবেন নিভৃতং কৃষ্ণেন রাধাং নীলয়ন্তীং ধনিষ্ঠাং স্তোতি— ব্রজেশ্বর্য্যোতি । তৎপ্রাণ-
প্রিয়তরসখীং তস্য রাধায়াঃ প্রাণেন্ত্যোহপি প্রিয়তরা অতিপ্রিয়সী চাসৌ সখী চেতি এবমুতাং ধনিষ্ঠা-
মেতন্মাননীং সখীং কিল সানুনয়ং কাতর্য্যোণ প্রার্থ্য ভজে । কিল শব্দস্ত বাতর্জ্য্যং সম্ভাব্যানুনয়ার্থ্যো-
রিত্তি মেদিনী । যা ছলৈর্মুদা হর্ষণে নন্দীশ্বরগিরিকুঞ্জে কামং যথাসুখং তাং রাধাম্ অতি অভিলাষেণ
দয়িতং কৃষ্ণং সারয়তি অভিসারয়তি প্রধান রাসকীড়াং নিব্বাহয়িতুং প্রাপয়তি । অভীকৃত্য কথনেন
চাভিমুখ্যাভিলাষয়োরিত্তি মেদিনী । কিন্তুতাং ব্রজেশ্বর্য্য্য যশোদয়া রসবতীবিধয়ে পাকক্রিয়া সাধনায় বত
নিমন্ত্য আনীতাম্ । বতামন্ত্রণ-সন্তোষ-খেদানুক্রোশ-বিস্ময়েতিবতি মেদিনী । কিন্তুতা প্রণয়িনী প্রণয়-
মুতা ॥ ৩৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । ব্রজের মধুর রসাত্ম্য পরিকরবর্গের ভাবমাধুর্যে শ্রীপাদ রঘুনাতের
চিত্ত ভরপুর । “আদ্য এব পরো রসঃ” শৃঙ্গারই সকল রসের শ্রেষ্ঠ । শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার, “শৃঙ্গারঃ সখি !
মুতিমানিব মখৌ মুণ্ডো হরিঃ ক্রীড়তি ।” (গীতগোবিন্দম্) । ‘হে সখি’ শ্রীরাধে ! “এই মধুর বসন্তে
মুতিমান্ শৃঙ্গারের ন্যায় মনোহর শ্রীহরি ক্রীড়া করিতেছেন ।” ব্রজসুন্দরীগণের মহাভাবরস-আত্মদানেই
মূর্ত-শৃঙ্গারের সার্থকতা । সর্বোপরি রঘুভানুন্দিনীর মাদনরসাত্মদানেই অপ্ৰাকৃত নবীন-মদনের
কৃতার্থতা । এ বিষয়ে শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয়সখী ধনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ সহায় । শ্রীপাদ এই লোককে সেই ধনিষ্ঠার
স্তব করিতেছেন ।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির মতে শ্রীরাধার সখী পঞ্চবিধ—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম-
প্রেষ্ঠসখী । শ্রীধনিষ্ঠাদি সখী, “সখ্যঃ কুসুমিকা-বিক্র্যা-ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ” (উঃ নীঃ) । অর্থাৎ
‘কুসুমিকা, বিক্র্যা, ধনিষ্ঠাদি সখী । ইহারা শ্রীকৃষ্ণস্নেহাধিকা বলিয়া প্রসিদ্ধ ।’ “যাঃ পুৰ্ব্বং সখ্য ইত্যুক্তা-
স্তাস্ত স্নেহাধিকা হরৌ ॥” (উঃ নীঃ) । ধনিষ্ঠা, কুন্দলতা ইহারা নন্দালয়ে থাকিয়া যুগল-লীলারসের
পরিপূষ্টি বিধান করিয়া থাকেন । ইহারা শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-বিবধিনী বলিয়া খ্যাতা । “নমামি গুণমালাং
শ্রীধনিষ্ঠাং শুভরাপিণীম্ । শ্রীকুন্দলতিকাং কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ-বিবদ্ধিনীম্ ॥” (পদ্ধতি-প্রদীপ) ।

কুন্দলতা যখন শ্রীরাধাধারীকে নন্দালয়ে রন্ধনের নিমিত্ত আনয়ন করেন, তখন ধনিষ্ঠা অন্তঃ-
পুরের বাহিরে আসিয়া শ্রীরাধার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন এবং তিনিই শ্রীমতীকে শ্রীমশোদার নিকটে
লইয়া যান। শ্রীবিলাপকুসুমাজলি-স্তবে (৬১) শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—

“প্রাপ্তাং নিজপ্রণয়িনী-প্রকরৈঃ পরীতাং, নন্দীশ্বরং ব্রজমহেন্দ্র-মহালয়ং তম্।

দূরে নিরীক্ষ্য মুদিতা ত্বরিতং ধনিষ্ঠা, ভ্রামানয়িষ্যতি কদা প্রণয়ৈর্মমাগ্রে ?”

“হে শ্রীরাধিকে ! তুমি নন্দীশ্বরে নন্দালয়ে ললিতাদি সখীগণ পরিবৃত্ত হইয়া উপস্থিত হইলে
ধনিষ্ঠা তোমায় দূর হইতে দর্শন করিয়া পরমানন্দিত মনে প্রীতির সহিত কবে আমায় সাক্ষাতে ব্রজেশ্বরীর
নিকট আনয়ন করিবেন ?” নন্দালয়ে শ্রীরাধার রন্ধন, কৃষ্ণাধরায়ুত ভোজন ও বিশ্রামাদি সব কার্যেরই
সমাধান করেন ধনিষ্ঠা। সখীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন ও বিশ্রাম এবং সখীসঙ্গে শ্রীরাধার ভোজন ও পরে
বিশ্রামের সময় ধনিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নন্দীশ্বর-গিরিনিকুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন সম্পাদিত হইয়া থাকে।
যথা—

“কিঞ্চিদৃচে বিশাখায়াঃ কর্ণে তৎ সান্বমন্যত।

রাধাপ্যনুমিমীতে স্ম তদ্ দ্বয়োঃ স্মিতবীক্ষয়া ॥

সখ্যৌ যদ্যুবয়োঃ কর্ণাকপি সস্মিতমীক্ষ্যতে।

মুখায়াঃ কুলবধা মে তন্নান্ন প্রেমসী স্থিতিঃ ?

ইতুখ্যায় অগেহায় যান্ত্য্য বরে বিশাখয়া।

প্রোচে শঙ্কামিষেণেষ্ঠস্পৃহা কিং সখি ! সূচ্যতে ॥

হস খেলাহস্ব সবয়োব্রতেত্যাহ ব্রজেশ্বরী।

ভুক্ত্বা ক্ষণমবিশ্রম্য যান্তী তাং খেদয়িষ্যসি ॥

নিষ্ক্রম্যতাং সখি ময়া সহ সাধু পক্ষদ্বারেণ সত্বরমিমাঃ খলু কূটচর্যাঃ।

তদ্বন্ধুজীবসুমনো নগ্ননস্পৃহাপি পূর্ণা ভবিষ্যতিতরাং নিরপায়মেব ॥

ন জাস্যতে ব্রজপুরাধিপয়া বৃথা ত্বং কিং শঙ্কসে অগ্ৰহমেহানয়ৈব বীখ্যা।

ইত্যাদরাঙ্গিরিগুহাসুখসদ্য মিন্যে তাং কৃষ্ণকান্তি-রুচিরং চতুরা ধনিষ্ঠা ॥”

(কৃষ্ণভাবনামৃতম্-৬।১১১-১১৬)

‘শ্রীব্রজেশ্বরী শ্রীরাধাকে অতীব যত্নপূর্বক ভোজন করাইয়া বিবিধ রত্নালঙ্কার এবং বস্ত্রানুলেপন-
দ্বারা তাঁহার যথোচিত লালন করিয়া কাষান্তরে গমন করিলেন। এই অবসরে তুলসিবিদ্যা বিশাখার কানে
কানে কি কথা বলিলেন এবং বিশাখাও মৃদুহাস্য করিতে করিতে অপূর্ব প্রীতিভঙ্গীপূর্বক তাহা অনুমোদন
করিলেন। শ্রীরাধা তাঁহাদের হাস্য দর্শনে তাঁহাদের মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন—“ওগো সখি ! তোমাদের
দুইজনকে যখন অধর টিপিয়া হাসিতে হাসিতে কানাকানি করিতে দেখিতেছি, তখন তোমাদের অভিসন্ধি

অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবণভরতো মুক্তহৃদয়া
 প্রগাঢ়াংকষ্ঠাভিব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা ।
 মৃদা রাধাকৃষ্ণাজ্জলরস-সুখং বর্জয়তি তাং
 মুখ্যং নান্দী-পূর্বাং সততমভিবাল্লে প্রণয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ । যিনি ব্রজধামের নিরতিশয় মহিমা-শ্রবণে-মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকণ্ঠাবশতঃ অবন্তীনগর পরিত্যাগপূর্বক ব্রজধামে অবস্থান করিতেছেন এবং পরমানন্দে সতত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভাল বলিয়া মনে হইতেছে না । আমি একে মুগ্ধা, তাহাতে কুলবধু ; সুতরাং এখানে আমার না থাকাই উচিত ।”

এই কথা বলিয়া শ্রীরাধা যেমন গাছোতান করত স্বভবনে গমনোদ্যতা হইলেন, অমনি বিশাখা তাহার গমনে বাধা দিয়া হাস্যমধুর-বচনে তাহাকে বলিলেন—“প্রিয়সখি ! তুমি কি শঙ্কার ছলে ইন্ট-স্পৃহা সূচনা করিতেছ ? তাহা না হইলে আমাদের কণ্ঠকানিতে তোমার অনাগত আশঙ্কার উদয় হইবে কেন ? শ্রীব্রজেশ্বরী এইমাত্র তোমায় বলিলেন—‘রাধে ! স্ববয়স্যস্বতা হইয়া হাস্য কর, খেলা কর ও বিশ্রাম কর’ তুমি তাহার বাক্য উপেক্ষা করিয়া ভোজনান্তে বিশ্রাম না করিয়াই গৃহে ফাইতে উদ্যতা হইতেছ, ইহাতে তিনি দুঃখিতা হইবেন । অতএব সখি ! স্ববয়স্যোর (শ্রীকৃষ্ণের) সহিত খেলা করিয়া তাহার বাক্য পালন করত আমাদের আনন্দ-বিধান কর ।”

তখন চতুরা ধনিষ্ঠা শ্রীরাধাকে বলিলেন—‘সখি ! ইহারা বড়ই কুটিলা—ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর ও গোপন থিড়কীর দ্বার দিয়া অবিলম্বে আমার সহিত আইস । তোমার বন্ধুজীব-সুমন-নয়ন-স্পৃহা অর্থাৎ সূর্যপূজার বাঁধুলীপুষ্প আনয়ন-স্পৃহাও নিবিঘ্নে পূর্ণ হইবে ।’ শ্লেষার্থে—‘তোমার সঙ্গলাভে তোমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ শোভন মন ও নয়নের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ।’ হে সখি ! ব্রজেশ্বরী একথা আদৌ জানিতে পারিবেন না, সুতরাং কেন রুথা শঙ্কা করিতেছ ? গৃহ হইতে আমার সঙ্গে এই পথে আগমন কর’—এই কথা বলিয়া ধনিষ্ঠা তাহার হস্তধারণপূর্বক লইয়া গিয়া ব্রজরাজের বাটীর পশ্চাদ্বর্তী নন্দীশ্বরগিরি-নিকুঞ্জস্থিত সুখসদনে কৌশলে শ্রীরাধাকে বিদগ্ধরাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করাইলেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘শ্রীরাধার প্রাণপ্রিয়তর সখী সেই শ্রীধনিষ্ঠার ভজন করি ।’

“পাককার্য্য-অনুষ্ঠানে যশোদা রাধাকে ।

নিত্যই আনেন শ্রীনন্দীশ্বর-পর্বতে ॥

কোন ছলে শ্রীরাধায় নিকুঞ্জকাননে ।

নিত্য অতিসারে মিলায় শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥

রাধিকার প্রাণসখী সেই ত ধনিষ্ঠা ।

তাঁহারে ভজিব আমি হৃদয়ে এক নিষ্ঠা ॥” ৩৩ ॥

উজ্জ্বলরসসুখকে পরিবর্তিত করিতেছেন, সেই নান্দীমুখীকে প্রীতি সহকারে বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণলীলা-মাধুর্যাভিজ্ঞাং নান্দীমুখীং স্তোতি—অবন্তীতি । প্রণয়তঃ প্রণয়াৎ তাং নান্দীপূৰ্বা মুখীং নান্দীমুখীমিত্যর্থঃ, সততং নিরন্তরমভিবন্দে । যা কীৰ্ত্তেঃ ‘অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠা-চ্চগরীয়সীতি’ ইত্যাদিনা প্রকটিতগুণস্য শ্রবণাতিশয়াৎ মুগ্ধহৃদয়া সতী প্রগাঢ়োৎকর্ষাতিরবন্তীতঃ অবন্তী-পূরং পরিত্যজ্য ব্রজভুবমঙ্গীকৃত্য মুদা হর্ষেণ রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসসুখং বদ্ধয়তীত্যবয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । পরম রহস্যময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের লীলামাধুরী শাস্ত্রিকবেদ্য এবং ব্রজ-রস-রসিক ভাগবত-পরমহংসগণের মানসপ্রত্যক্ষগম্য । তাঁহারা উহা প্রেমময় নেত্রে দর্শন করেন, রসময়স্থভাবে আস্বাদন করেন এবং আনন্দহিল্লোলে ভাসিয়া যান । জ্ঞানিগণ নিঃশব্দ ব্রহ্মানুভূতিতে এবং যোগিগণ সাক্ষী দ্রষ্টা পরমাত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারেই নিজেকে ধন্য মনে করেন । শ্রীভগবানের লীলারস-স্বাদন তাঁহাদের পক্ষে সুদূরপর্যন্ত । ঐশ্বর্য্যভাবের তত্ত্বগণও মাধুর্যময় ব্রজরসাস্বাদনে সক্ষম নহেন । ব্রজমাধুরী মাধুর্য্যোপাসকগণেরই আস্বাদ্য-সম্পদ । একবার ইহার আস্বাদন-মাধুর্যের অনুভব হইলে ইহার নিকটে অন্য সবই তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে । যাহার আস্বাদ-মাধুর্যে প্রলুপ্ত হইয়া সান্দী-পনি মুনির কন্যা নান্দীমুখী অবন্তীনগর ত্যাগ করত ব্রজবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন । নান্দীমুখীর পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গে শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“নান্দীমুখী গৌরবর্ণা পটুবস্ত্রবিধারিণী ।

সান্দীপনিঃ পিতা তস্য মাতা চ সুমুখী সতী ॥

ভ্রাতা মধুমঙ্গলোহস্যাঃ পৌর্ণমাসী পিতামহী ।

নানারত্নভূষিতাজী কৈশোর-বয়সোজ্জ্বলা ॥

নানাসন্ধানকুশলা নানাশিল্পবিধারিণী ।

দ্বয়োম্মিলননৈপুণ্য সদা প্রেমযুতা ভবেৎ ॥” (দীপিকা)

“নান্দীমুখীর বর্ণ গৌর, পরিধানে পটুবস্ত্র, ইহার পিতা সান্দীপনি, মাতা পতিব্রতা সুমুখী, ভ্রাতার নাম মধুমঙ্গল, পিতামহীর নাম পৌর্ণমাসী, নানারত্নে বিভূষিতা এবং কৈশোর বয়সদ্বারা উজ্জ্বলা । ইনি নানা বিষয়ের সন্ধান-কুশলা, নানাবিধ শিল্পকার্যে সুনিপুণা এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমে পরিপ্লুতা ।” শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—ব্রজের মহিমা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় উৎকর্ষাবশতঃ অবন্তীনগর পরিত্যাগপূর্বক ব্রজধামে আসিয়া বসবাস করিতেছেন নান্দীমুখী । নিত্যপরিকর যুগললীলার অটটন-মটন-কার্যের সমাধানবদ্বী ভগবতী যোগমায়া পৌর্ণমাসী, তাঁহার নাতিনী কিশোরী নান্দীমুখী ও নাতি মুতিমান্ হাস্যরস শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়নর্মসখা মধুমঙ্গলের অবন্তীনগরে আবির্ভাব । যথাসময়ে তাঁহারা অবন্তীনগর ত্যাগ করত ব্রজে আসিয়া স্বীয় অভীষ্ট সেবাকার্যে যোগদান করিয়াছেন । তবু লৌকিকী নরলীলার রসসিদ্ধির জন্য

তাঁহাদের মনে হইয়া থাকে যে, তাঁহারা ব্রজধামের মহামহিমা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়াই যেন এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছেন।

অন্য কোন ভগবদ্ধামে ভগবান্ ও তাঁহার পার্শ্বদগণের এতাদৃশ তীব্র অনুরাগ প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। কারণ দ্বারকাদি ধামে শ্রীভগবান্ স্বকীয়শক্তি পরিবেষ্টিত হইয়া লীলা করেন; কিন্তু বৃন্দাবনে যদিও ব্রহ্মসংহিতাদি অনুসারে ‘শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমঃ পুরুষঃ’ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তরঙ্গা চিহ্নিত্তি পরিবেষ্টিত হইয়াই লীলাবিলাসাদি করিয়া থাকেন, তথাপি উহা শুদ্ধ পরকীয়াভাবে কৃত হয় বলিয়া শ্রীগোলোকের দেবভাবানুষ্ঠিত লীলা এবং দ্বারকাদির স্বকীয়া ভাবময়লীলা অপেক্ষা ব্রজলীলা অধিকতর মধুময়ী বা ইহাতে লীলারসের অসীম বৈদগ্ধ্য বা বৈচিত্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সী চিহ্নিত্তি যোগমায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মধুর লীলায় প্রবৃত্ত হন। এই যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যে এমন মোহন উপস্থিত করেন যে, সর্বথা তাঁহাদের নিজেকে পরকীয়া কান্তা এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদিগকে অনুরূপ পররমণী বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় শক্তিসমূহের স্বরূপাবরণপূর্বক লীলারসবিশেষ আশ্রাদনের সহায়তা করাই যোগমায়ায় কার্য। অচিন্ত্য-অতকৌশল্য যোগেশ্বরের শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোন লীলাই দুর্ঘট নহে, তবে মাধুর্যাতিশয্যে স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া কেবল বিগুহ প্রীতি-রসাস্বাদনই দুর্ঘট। যোগমায়াদ্বারা সেই কার্যটি সুনিপ্পন্ন হয় বলিয়া উহাকে অঘটন-ঘটন-সামর্থ্য বলা হয়। এই প্রকার বিগুহ প্রেমলীলা ব্রজধামেই সম্ভব। এই জন্যই ব্রজলীলা এত মধুময়ী ও সব ধাম অপেক্ষা এই ব্রজধামের উৎকর্ষ। আবার পরিকরগণের প্রেমবৈশিষ্ট্য অনুসারেও শ্রীকৃষ্ণের এই জাতীয় লীলাবৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইয়া থাকে—‘তত্রাপি রসবিশেষবিশিষ্ট-পরিকরবৈশিষ্ট্যেনাবিভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে।’ (ভঃ রঃ সিঃ)।

শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র লীলারসের পোষক বা আবির্ভাবক পার্শ্বদগণের মধ্যে নান্দীমুখী অন্যতম। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর রসময়ী লীলায় সখ্যভাবের ভূমিকা গ্রহণপূর্বক তাঁহাদের উজ্জ্বলরস-সুখ-সিন্ধুকে নিয়ত পরিবধিত বা উচ্ছ্বসিত করিয়া থাকেন এবং স্বয়ং সেই রসসিন্ধুতে সুখ-সন্তরণে আত্মহারা হইয়া থাকেন নান্দীমুখী। যেমন সখ্যরসে সব গোপ-সখাগণের মধ্যে বটু মধুমঙ্গলের সহায়তার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, তদ্রূপ সখীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-কুমারী কিশোরী নান্দীমুখীর নানা রসময়ী লীলায় সহ-যোগীতার একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাди লীলা-গ্রন্থের অনুশীলনে ইহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়। † শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই নান্দীমুখীকে প্রীতি সহকারে আমি বন্দনা করি।’

† সেই সব লীলা অতি বিস্তৃত বলিয়া গ্রন্থবিস্তার ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করা সম্ভবপর হইল না।

মুদা রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-জলকলী-রসভর-
 স্থলং-কন্তুরীতদ্যুত্ব-ঘনচর্চাচ্চিত-জলা ।
 প্রমোদান্তৌ ফেণস্মিতমুদিতমূর্ধ্বিস্ফুটকর-
 শ্রিয়া সিঞ্চন্তীব প্রথয়তু সুখং নস্তরণিজা ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ । লীলাবেশে পরমানন্দিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের রসময় প্রচুর জলবিহারে তাঁহাদের গাঙ্গ-ধৌত কন্তুরী, কুক্কুম ও চন্দনাদিদ্বারা ঘাঁহার জল পঙ্কিল ও সুবাসিত হইয়াছে, যিনি আনন্দিত মনে ফেনরূপ মৃদুহাস্য প্রকাশ করিতে করিতে খেলাচ্ছলে তরঙ্গরূপ হস্তের দ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অঙ্গে মৃদুমন্দ জলসিঞ্চন করিতেছেন, সেই তরণিতনয়া **কালিন্দী** আমার সুখসম্পদ বিস্তার করুন ॥ ৩৫ ॥

টীকা । শ্রীরাধাকৃষ্ণ-জললীলা-সাহায্যকারিণীং যমুনাং জ্যোতি—মুদেতি । তরণিঃ সূর্যাস্ত-স্মাজ্জাতা তরণিজা যমুনা নোহস্মাকং সুখং আঙ্গ-জলসেবিনাং তদঙ্গসঙ্গ-গন্ধেনানন্দং প্রথয়তু বিস্তারয়তু । কিস্তুতা সতী মুদা হর্ষণে রাধাকৃষ্ণমোর্ষা প্রচুর জলকলী তস্যায়মো রসভরো বীর্য্যাতিশয়ন্তেন স্থলন্তী শরীরাদিচ্ছিন্না যা কন্তুরী তৎ প্রসিদ্ধং মুগ্ধং কুক্কুমঞ্চ তয়োর্ষা ঘনচর্চা নিবিড়লেপনং তয়া অচ্চিতং সুগন্ধাদি প্রতিপাদকত্বেন পূজিতং জলং যস্যঃ সা । পুনঃ কিস্তুতং তৌ রাধাকৃষ্ণৌ প্রমোদাদ্রব্যাং উদিতং প্রকাশমানং ফেণরূপস্মিতং যথাস্যাভুত্যা উষ্ণিস্ফুটকরশ্রিয়া সিঞ্চন্তীব । স্ফুটাব্যাক্তকরসোব শ্রীঃ শোভা যস্যঃ সাচাসৌ উষ্ণিস্ফুটবিগ্রহঃ কুণ্ডকুণ্ডবৎ পরনিপাতঃ । স্ফুটাব্যাক্ত প্রফুল্লয়োরিত্যাদি মেদিনী । রসোগন্ধজলে রসে শৃঙ্গারাদৌ বিম্বে বীর্য্য ইত্যাদি চ ॥ ৩৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাত্হ পরম ভাগ্যবতী তরণি-তনয়া শ্রীযমুনার স্তব করিতেছেন । “অহো অভাগ্যং তস্য ন পীতং যমুনাজলম্ । গো-গোপ-গোপিকা সঙ্গো যত্র ক্রীড়তি কংসহা ॥” “যমুনাজলকল্লোলে সদা ক্রীড়তি মাধব ইতি ।” (পদ্মপুরাণ) । “অহো মানবের কি দুর্ভাগ্য, তাহারা যমুনার জল পান করে না, যেখানে গো, গোপ ও গোপিকাগণের সহিত কংসারি শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিহার করিয়া থাকেন ।” “যমুনার জলকল্লোলে মাধব নিত্যই বিহার করেন” ইত্যাদি ।

“বুজের মহিমা শুনি অবন্তী ছাড়িয়া ।

বুজে বাস করে যেই গুণে মুগ্ধ হৈল্লা ॥

নবীন-মুগলের শৃঙ্গাররস-কেলি ।

বন্ধন করেন যিনি হৈল্লা কুতূহলী ॥

বুজেতে বিখ্যাত নাম সেই ‘নান্দীমুখী’ ।

বন্দনা করিব আমি হৈল্লা বড় সুখী ॥” ৩৪ ॥

“ক্লীড়তি” ক্রিয়াপদের এই বর্তমান প্রয়োগদ্বারা যমুনা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিহার সুচিত হইতেছে। শ্রীধাম প্রপঞ্চাতীত, চিন্ময়, জড়াংশরহিত, বিভূ, সর্বগত ও মহান্। “সর্বগ অনন্ত বিভূ কৃষ্ণতনু-সম” (চৈঃ চঃ) কাজেই শ্রীযমুনা বিশ্বের পঞ্চভূতের অন্যতম যে জল, কেবল সেই জলময়ী নদীমাত্র নহেন। ইনি চিন্ময়ী, পরমামৃতবাহিনী। বৃহদ্রস্মৈতমীয় তন্ত্রে শ্রীভগবানের উক্তি দেখা যায়—“পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্। কালিন্দীয়ং সুযুশ্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ॥” অর্থাৎ “এই পঞ্চযোজন পরিমিত বৃন্দাবন আমার দেহ-স্বরূপ। পরমামৃতবাহিনী এই কালিন্দী সুযুশ্না নামে অভিহিতা।” এই পরমামৃতবাহিনী যমুনা শ্রীকৃষ্ণের সেবানন্দরসে বিভোরা হইয়া তাঁহার মহাপ্রেমপাত্রীরূপে বৃন্দাবনে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীমুখবাণী হইতে যমুনা দী নদীগণেরও মধুর জাতীয় কৃষ্ণপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

“নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীতমাবর্ত লক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।

আলিঙ্গনস্থগিতমুশ্মিতভুজৈর্মুরারেগুহন্তি পাদযুগলং কমলোপহারঃ ॥”

(ভাঃ-১০।২১।১৫)

“হে সখিগণ ! যমুনা, মানসগঙ্গা প্রভৃতি নদীসকলও শ্রীকৃষ্ণের বেগুগীত শ্রবণে মদনমোহিত হইয়া যায় এবং তাহাতে তাহারা আবর্তসমাকুল এবং বেগবিহীন হইয়া তরঙ্গরূপ বাহতে কমলোপহার লইয়া মদনমোহনকে আলিঙ্গন করত তাঁহার পাদযুগল নিজাঙ্গে ধারণ করে।” প্রেমিক মহংগণ যেমন স্বয়ং কৃষ্ণভজন করিয়া আশ্রিত বৈষ্ণব-ভক্তজনেরও ভক্তিবুদ্ধি করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যমুনা স্বয়ং কৃষ্ণ-সেবানন্দ আশ্রাদন করিয়া ভক্তবৃন্দেরও ভক্তিবর্ধন করেন। শ্রীমৎ রূপগোস্থামিপাদ লিখিয়াছেন—

“মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা প্রেমনক্কবৈষ্ণবধ্ববদ্ধনায় পণ্ডিতা।

উশ্মিদোবিলাসপদ্যনাতপাদবন্দিনী মাং পুনাতু সৰ্বদারবিন্দবন্ধুনন্দিনী ॥” (স্তবমালা)

“মনোহর মাথুরমণ্ডলদ্বারা যিনি মণ্ডিতা, প্রেমপরায়ণ বৈষ্ণবগণের যিনি রাগভক্তির বুদ্ধিকারিণী এবং স্বকীয় তরঙ্গমালারূপ বাহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দন তৎপরা—সেই ভানুদুহিতা যমুনাদেবী আমায় পবিত্র করুন।”

শ্রীবৃন্দাবন-বাহিনী শ্রীযমুনা শ্রীকৃষ্ণের পরম রমণীয় বিহারাস্পদ, তাঁহার নৈসর্গিক শোভা-সম্পদের তুলনা নাই ! শ্রীগোপালচম্পুর বর্ণনা হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পুনঃ পুনঃ অসুর, রাক্ষসাদির উৎপাত দেখিয়া যে দিন শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ গোকুল ত্যাগ করত শ্রীবৃন্দাবনে যমুনাতটে উপস্থিত হইলেন, তৎকালে যমুনাতটসন্নিহিত বৃন্দাবনের শোভা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে সমধিক আকর্ষণ করিয়াছিল। “রামকৃষ্ণে চ বদ্ধতৃষ্ণাবাসাদিততীরোপকণ্ঠাবুৎকণ্ঠয়া ভুবি শকটাদুৎপ্লুতৌ প্লুত-সংপ্লুত-হ্রবনতঃ সুখসমম্বিতং সখীনম্বিবিধায় প্রত্যপ্রমপি প্রত্যগ্রায়মাণ-বৈচিগ্রীগহনং গহনমবগাহমানৌ সব্যাপসব্যয়োঃ পশ্যন্তৌ চরণচারিতামেবাচরিতবন্তৌ। তদা কিমন্যদ্বর্ণনীয়ম্, সমস্তং বৃন্দাবনমপি কৃষ্ণেন স্পৃষ্টং হৃষ্টমেব নির্ণয় পরামৃষ্টম্।

তত্র চ—

যঙ্গানং বিপিনস্য কোকিলকলে নৃত্যং লতাবিভ্রমে

রোম্ণামুখিতমঙ্কুরে চ কবিতং যোগ্যান্নিদানাদৃতে ।

তন্নিথ্যা যদি কৃষ্ণসঙ্গতি-বশাত্তিমংস্তথা বর্ণ্যতে

সত্যং তর্হি সদাপি ততদখিলং যচ্ছমাদরীদৃশ্যতে ॥” (পূর্বচম্পূঃ-৯৬৩)

অর্থাৎ “নন্দাদি গোপগণের শকটরাজি রূন্দাবনে উপস্থিত হইলে রূন্দাবন-শোভা দর্শন-নিমিত্ত তৃষ্ণাকুল এবং উৎকণ্ঠিতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে শকট হইতে ঝাপাইয়া অবতরণ করিলেন এবং প্লুতশ্বরে সখাগণকে আহ্বান করত পরমসুখে তাহাদের অগ্রগামী হইয়া রূন্দাবনের বৈচিত্রীপূর্ণ নৈসর্গিক শোভাসিন্ধুতে অবগাহন করত দক্ষিণে ও বামে বিচ্ছিন্নানন্দপূর্ণ দৃষ্টি-সঞ্চার করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । রূন্দাবনও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-স্পর্শে পরমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল ।

কোকিলের পঞ্চমতান, লতাসমূহের নৃত্য-বিলাস ও অঙ্কুরোদ্গমছলে পুলকাবলি ইত্যাদি কবির কাব্যেই মাত্র নিবদ্ধ হইয়া সামাজিকের আশ্রাদ্য হইয়া থাকে ; বস্তুতঃ তাহাতে কোনরূপ বাস্তবতা নাই । শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া কবির কাব্যও যেন মূর্ত ও সত্যরূপে রূন্দাবন-শোভায় প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া নয়ন-গোচর হইল ॥” পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণসহ পুলিন-ভোজন-লীলায় পরম মনোহর যমুনাতটকেই নির্বাচিত করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রহিয়াছে—

“অহোহতিরম্যং পুলিনং বয়স্যঃ স্বকৈলিসম্পন্মদুলাচ্ছবালুকম্ ।

ক্ষুটৎসরোগন্ধহতালিপত্রিকধ্বনি-প্রতিধ্বানলসদ্ভ্রমাকুলম্ ॥” (ভাঃ-১০।১৩।৫)

“হে বয়স্যগণ ! এই পুলিন-ভূমি কি মনোরম ! এখানে আমাদের ক্রীড়ার উপযোগী সকলই রহিয়াছে । এ-স্থান মৃদুল ও স্বচ্ছ বালুকাময় এবং বিকসিত কমলাবলীর সৌরভে আকৃষ্ট ভূঙ্গের ঝঙ্কারে ও গন্ধিগণের কলকূজনের প্রতিধ্বনিতে পরিব্যাপ্ত শ্রেণীবদ্ধ তরুরাজি এখানে বিরাজিত ।”

কৈশোরে সর্বলীলামুকুটমণি রাসলীলারও মনোরম স্থান এই যমুনা-পুলিন ।

“তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নিব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ । বিকসৎকুন্দমন্দারসুরভ্যানিলযট্পদম্ ॥

শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষাতমঃ শিবম্ । কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥”

(ভাঃ-১০।৩২।১১, ১২)

“যেখানে শারদ-শশধরের মৃদুল-কিরণ-সম্পাতে রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল, যে স্থানের বিকসিত কুন্দ ও মন্দার-কুসুমের সুগন্ধে সুরভিত সমীরণ-প্রবাহে ভূঙ্গকুল আকৃষ্ট হইয়া কুসুমের স্তবকে স্তবকে ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতেছিল, যেখানে যমুনার তরল তরঙ্গরূপ হস্তদ্বারা সুকোমল বালুকারাশি সমভাবে আস্তৃত হইয়াছিল, সেই যমুনাপুলিনমধ্যে রাসবিহার-কামনায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনা-গণকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন ।”

সর্বাতনু-কদম্বাকেন হরিণা প্রাগ্‌যাচিতা অপ্যমুঃ
 স্বৈরং চাকু রিরংসয়া রহসি যাঃ ক্রোধাদনাদৃত্য তাম্ ।
 প্রাণপ্রেষ্টসখীং নিজামনুদিনং তৌনব সার্কং মুদা
 রাধাং সংরময়ন্তি তাঃ প্রিয়সখীমুর্দ্ধ্বা প্রপদ্যেতরাম্ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ । নিখিলানন্দের চরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক নির্জনে মিলননিমিত্ত প্রার্থিতা হইয়াও
 যাহারা প্রণয়-কোপবশতঃ তাহা অনাদরপূর্বক স্বীয় প্রাণপ্রেষ্টসখী শ্রীরাধিকাকে পরমানন্দে শ্রীকৃষ্ণের
 সহিত মিলিত করেন, শ্রীরাধার সেই প্রিয়সখীগণকে আমি মন্তকে বহন করি ॥ ৩৬ ॥

টীকা । যুথয়োস্ত তয়োঃ সন্তি কোটি সংখ্যামৃগীদৃশ ইতি বচনেন সখীনামানন্ত্যাৎ ক্রমশস্ত-
 বনাশন্ত্যা সৰ্বা এব তৎ সখীরেক পদ্যেন স্তোতি—সৰ্বৈত্যাदि । তাঃ সংখ্যাতীতাঃ সখী মূর্দ্ধ্বা প্রপদ্যে

যমুনাপুলিনে-পরম রসময়ী শ্রীশ্রীরাস-বিহারান্তে যমুনাঙ্গে গোপীগণসঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের
 জলবিহার হইয়া থাকে । প্রমত্ত গজরাজও করিণীর ন্যায় প্রচুর জলবিহারে শ্রীশ্রীরাধামাধবের গাত্রলগ্ন
 কুক্কুম, কস্তুরী ও চন্দনাদি খোঁত হইয়া যমুনার জল পঙ্কিল ও সুরভিত হইয়া থাকে । যমুনা পরমানন্দিত
 চিত্তে গোপীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের জলক्रीড়ায় যোগদান করত ফেনরূপ স্মিত অর্থাৎ মৃদুমন্দহাস্যে
 শোভিতা হইয়া তরঙ্গরূপ হস্তে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অঙ্গে জলসিঞ্চন করিতে থাকেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—
 ‘সেই তরপি-তনয়া কালিন্দী আমার সুখ-সম্পদ বিস্তার করুন অর্থাৎ প্রেমসুখ বর্ধিত করুন ।’ শ্রীপাদ
 প্রবোধানন্দ সরস্বতী লিখিয়াছেন—“কালিন্দী সলিলে চ তৎকুচতটী-কস্তুরিকা-পঙ্কিলে স্নায়ং স্নায়মহো
 কুদেহজমলং জহ্যাং কদা নির্মলঃ ।” (রাধারসসুধানিধি-৬০) । অর্থাৎ “শ্রীরাধারাগীর কুচতটলগ্ন
 কস্তুরিকায় পঙ্কিল কালিন্দীর নীরে বার বার স্নান করিয়া কবে কুদেহজমল (মাণিক দেহাভিমান) ত্যাগ
 করত নির্মল হইব অর্থাৎ সিদ্ধস্বরূপাবেশে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিরসাস্বাদনে ধন্য হইব ?”

“পরস্পর আনন্দেতে শ্রীরাধাগোবিন্দ ।

যমুনায় জলকেলি করিলে আরম্ভ ॥

কস্তুরী-কুক্কুম-চন্দন দুহু’ অঙ্গ হৈতে ।

স্থলিত হইয়া পড়ে জল-প্রবাহেতে ॥

আনন্দে ফেনারূপ মৃদুমন্দ হাস্যে ।

তরঙ্গ-রূপ হস্তদ্বারা অতীব উল্লাসে ॥

শ্রীরাধা-গোবিন্দে যিহঁ অভিষেক করে ।

তপন-তনয়া ‘শ্রীকালিন্দী’ নাম ধরে ॥

ভাগ্যবতী প্রবাহিণী সেই ত যমুনা ।

সুখ-সম্পদ রুদ্ধি কর এই ত প্রার্থনা ॥” ৩৫ ॥

মস্তকব্যাপারেনানুগচ্ছামি । যাঃ সখ্যোহনুদিনং প্রত্যহং নিজাং প্রাণপ্রের্ষসখীং রাধাং মুদা হর্ষণে তেন
শ্রীকৃষ্ণেন সাক্ষাৎ সহ সম্যক্ রসয়ন্তি ক্রীড়য়ন্তি কিং কুত্বা সৰ্বানন্দকদম্বকেন সৰ্বানন্দসমূহেন হরিণা
শ্বৈরং যথাস্যাভুত্যা চারু রিরংসয়া রমেণেচ্ছয়া রহসি নিজ্জনে দ্রাক্ষাতিতি যাচিতা প্রার্থিতাঃ অপি অমুঃ
রহসি স্বাতিঃ সহ কামক্রীড়াং ক্রোধাদনাদৃত্য ॥ ৩৬ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধার সখীগণের স্তব করিতেছেন । “যুথয়োস্ত
যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ” (উঃ নীঃ) অর্থাৎ শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী উভয়ের যুথে কোটি কোটি
সংখ্যক মৃগীনয়না গোপী আছেন । এই উজ্জ্বলনীলমণির বচনানুসারে শ্রীরাধার অসংখ্য সখীর নামোল্লেখ
পূর্বক বন্দনা করা সম্ভবপর নহে বলিয়া এই শ্লোকে সমস্ত সখীগণের স্তব করিতেছেন । গোপিকার প্রেমে
আত্মেন্দ্রিয়-সুখবাসনার অত্যন্তাভাব । “আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার । কৃষ্ণ-সুখহেতু চেষ্টা
মনোব্যবহার ॥ কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ । কৃষ্ণ-সুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥” (চৈঃ চঃ)
“যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ” (ভঃ রঃ সিঃ) ? “ইহাতে শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্তই সর্বত্র উদ্যম
দৃষ্ট হইয়া থাকে ।” শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের যেমন শ্রীকৃষ্ণ-সুখই একমাত্র কাম্য, তদ্রূপ শ্রীরাধার
সখীগণের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখই কাম্য । নাগ্নিকাতাববতী যুথেশ্বরীর ভাবমাধুর্যে অভিলাষময়ী প্রীতিকেই
সখীভাব বলা হয় । সখীগণ স্বীয় যুথেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন-সম্পাদন করিয়াই সুখী হন,
শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বতন্ত্রভাবে মিলনেচ্ছা তাহাদের জাগে না ।

“সখীর স্তবাব এক অকথ্য-কথন । কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায় । নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেম-কল্পলতা । সখীগণ হয় তার পল্লব-পুষ্প-পাতা ॥
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় । নিজসেক হৈতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয় ॥”
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ)

“সখ্যঃ শ্রীরাধিকায় ব্রজকুমুদবিধোহর্লাদিনী নামশব্দৈঃ
সারাংশ-প্রেমবল্যঃ কিসলয়দলপুষ্পাদিতুল্যঃ স্বতুল্যঃ ।
সিতায়াং কৃষ্ণলীলামৃতরসনিচয়ৈরুপসৃত্যামমুখ্যং
ভাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং সন্তি যত্ত্বং চিত্তম্ ॥” (গোঃ লীঃ-১০।১৬)

“ব্রজজনরূপ কুমুদগণের পক্ষে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী নান্দী শক্তির সারাংশ যে প্রেম, সেই
প্রেমরূপ লতার সদৃশী হইলেন শ্রীরাধা; আর তাহার সখীগণ হইলেন সেই লতার কিসলয়, পল্লব ও পুষ্পাদি
তুল্যা এবং তাহার শ্রীরাধার নিজের তুল্যাও । তাই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরূপ জলসেকে শ্রীরাধা-লতা সিতা
এবং উল্লাসিতা হইলে সখীরূপ পল্লব-পুষ্পাদির নিজসেক অপেক্ষা যে শতগুণ অধিক সুখ জন্মিবে, ইহাতে
আর বিচিন্তা কি ?”

প্রেম্ণা যে পরিবর্তনে কলিতাঃ সেবাঃ সৈবোৎসুকাঃ
কুর্বাণাঃ পরমাদরেণ সততং দাসা বয়স্যোপমাঃ ।
বংশী-দর্পণ-দূতাবারি-বিলসত্তাম্বুল-বীণাদিভিঃ
প্রাণেশং পরিতোষয়ন্তি পরিতস্তান্ পত্রিমুখ্যান্ ভজে ॥ ৩৭ ॥

“নিরুপাধিপ্ৰীতিপরা সদৃশী সুখদুঃখয়োঃ ।

বয়স্যভাবান্যোন্যাহৃদয়জ্ঞা সখী ভবেৎ ॥” (অঃ কোঃ-৫।২৭৯)

“যাঁহারা নিরুপাধি-প্ৰীতিপরায়ণা, সুখ-দুঃখে সদৃশী ও বয়স্যভাবহেতু পরস্পরের হৃদয়জ্ঞা তাঁহারাই সখী বলিয়া কথিত হন ।”

“স্বান্ননোহপ্যধিকং প্রেম কুর্বাণান্যোহন্যামচ্ছলম্ ।

বিশ্রুন্তী বয়োবেষাদিত্তিস্তল্যা সখী মতা ॥” (উঃ নীঃ-দূতী প্রঃ-৭০)

“যাঁহারা নিরুপাধি-প্ৰীতিপরা প্রতি অতিশয় প্ৰীতি করেন এবং পরস্পরের পরম বিশ্বাসভাজন হন, যাঁহাদের বয়স ও বেষাদির তুল্যতা তাঁহারাই পরস্পর সখী হইয়া থাকেন ।”

রূন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার সখী পঞ্চবিধ—সখী, নিত্যসখী, প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠ সখী ।
সখী—কুসুমিকা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠাদি ; নিত্যসখী—কস্তুরী, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি ; প্রাণসখী—শশিমুখী, বাসন্তী
প্রভৃতি, প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যাদি এবং পরম প্রেষ্ঠসখী—ললিতা, বিশাখাদি ।

শ্রীপাদ পূর্বে ললিতা, বিশাখাদির স্তব করিয়াছেন, ধনিষ্ঠারও স্তব করিয়াছেন । ইহার পরে
নিত্যসখী ও প্রাণসখী মঞ্জরীগণের বন্দনা করিবেন । সুতরাং ইহারা ব্যতীত শ্রীরূন্দাবনেশ্বরীর অন্যান্য
সখীগণকে সমষ্টিগতভাবে এই শ্লোকে স্তব করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার সুখ-বিলাসেই
ইহাদের আনন্দ-পরাকার্তা । ইহারা নিজে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ-কামনা করেন না । দৈবাৎ তাদৃশ মুহূর্ত উপস্থিত
হইলে, অর্থাৎ নির্জনেও যদি শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের সহিত মিলন-কামনা করেন ; তখন প্রণয়-কোপের সহিত
ইহারা তাহাতে অনাদর প্রকাশ করত শ্রীরাধাকেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত করিয়া আনন্দসাগরে ভাস-
মানা হন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘শ্রীরাধার সেই প্রিয়সখীগণকে আমি সতত মস্তকে বহন করি ।’

“সর্বানন্দ শ্রীগোবিন্দ একান্ত নিজ্জনে ।

স্বচ্ছন্দ-বিহার লাগি করে নিবেদনে ॥

কিন্তু যাঁরা প্রণয়কোপে করে প্রত্যাখ্যান ।

শ্রীরাধায় মিলাইয়া উল্লসিতা হন ॥

প্রাণাধিকা শ্রীরাধার সেই সখীগণে ।

মস্তকে বহন করি অতি হর্ষ মনে ॥” ৩৬ ॥

অনুবাদ । যাঁহারা বংশী, দর্পণ, দৌত্যকার্য, জল, কপূরবাসিত তাম্বুল, বীণাদি সেবোপ-
করণদ্বারা সতত শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিধান করিতেছেন, যাঁহারা প্রেমের সহিত পরস্পর ঐসমস্ত সেবা
বিভাগ করিয়া লইয়া কায়-মনো-বাক্যে পরমাদরে প্রাণের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরত ; সেই সর্বদা
সেবনোৎসুক বয়স্যতুল্য পত্নী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণদাসগণকে আমি ভজন করি ॥ ৩৭ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণসেবাকাঙ্ক্ষী তৎ সেবকবিশেষান্ স্তোতি—প্রেম্ণেতি । তান্ পত্নীমুখ্যান্ শ্রীকৃষ্ণ-
দাসান্ ভজে । পত্নী এতন্নামা গোপোমুখ্যঃ প্রধানং যেমাং তান্ । যে প্রাণেশং শ্রীকৃষ্ণং পরিতঃ সৰ্ব্বতো-
ভাবেন কায়মনোবাগ্ভিরিত্যর্থঃ । বংশ্যাদিভিঃ কৃত্বা পরিতোষয়ন্তি । বংশী চ দর্পণং মুকুরশ্চ দূত্যাং
দূতাক্রিয়া চ বারি জলঞ্চ বিলসৎ কপূরাদিভিঃ সজ্জিত তাম্বুলঞ্চ বীণাযন্ত্রবিশেষশ্চ তে তৈঃ । কিং
কুৰ্ব্বন্তঃ পরিবৰ্তনেন ভ্রাতৃত্ববেয়ং কৰ্তব্যমমেয়মিতি বিভাগেন উৎসুকাঃ সন্তঃ সদৈব পরিচর্যাঃ
কুৰ্ব্বাণাঃ কিস্তুতাঃ সততং পরমাদরেণ কৃষ্ণকৰ্তৃক সমাদরেণ বয়স্যোপমাঃ সখিসদৃশঃ ॥ ৩৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে রক্তক, পত্রকাদি ব্রজের দাস্যরসের পরিকর-
ণের স্তব করিতেছেন । ‘দাসাস্ত প্রস্রিতাস্তস্যানিদেশবশবন্তিনঃ । বিশ্বস্তাঃ প্রভুতাজ্ঞান-বিনম্রিতধিয়শ্চ তে ॥’
(ভঃ রঃ সিঃ-৩২।১৬) । “দাসগণ প্রস্রিত (অবনত দৃষ্টিতে অবস্থিত), স্ব-স্ব যোগ্যকার্যে শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞায়
স্বতঃস্ফূর্তচিশীল, বিশ্বস্ত এবং প্রভুতাজ্ঞানে বিনম্রিত বুদ্ধিবিশিষ্ট ।” শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের মতে
শ্রীকৃষ্ণের দাস চতুর্বিধ—অধিকৃত, আগ্রিত, পারিষদ ও অনুগ । “চতুর্দ্ধামী অধিকৃতাগ্রিতপারিষদানুগাঃ ।”
(ঐ-১৮) । ব্রজা, মহাদেব, ইন্দ্রাদি অধিকৃত দাস । আগ্রিত তিন প্রকার—শরণ্য, জানীচর ও সেবা-
নিষ্ঠ । কালিয়, জরাসন্ধকর্তৃক বদ্ধ নৃপাদি শরণ্য, শৌনকাদি জানীচর এবং চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহলাথ,
ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীকাদি সেবানিষ্ঠ । উদ্ধব, দারুক, জৈত্রাদি পারিষদ । অনুগ দ্বিবিধ—পুরুষ ও
ব্রজস্ব । সূচন্দ্র, মন্তনাদি পুরুষ এবং রক্তক, পত্রক, পত্নী, মধুকর্ষ, মধুরত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ,
মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পদ্মোদ, বকুল, রসদ ও সারদাদি ব্রজস্ব অনুগ দাস । ইহাদের নাম যেমনি
সুন্দর, রূপও তেমনি মনোহর ।

“মণিময়বরমণ্ডনোজ্জ্বলাঙ্গান্ পুরট জবা-মধুলিট-পটীর-ভাসঃ ।

নিজবপুরনুরূপ-দিব্যবস্ত্রান্ ব্রজপতিনন্দন-কিঙ্করান্নমামি ॥” (ঐ-৪৩)

“যাঁহাদের অঙ্গ মণিময় অত্যুত্তম অলঙ্কারে উজ্জ্বল, যাঁহারা সুবর্ণ, জবাপুষ্প, ভ্রমর, চন্দনাদির
ন্যায় মনোহর কাঙ্ক্ষিস্থত এবং নিজ নিজ দেহের উপযোগী দিব্যবস্ত্রাদিতে শোভিত, আমি সেই ব্রজেন্দ্র-
নন্দনের ভূত্যাগণকে প্রণাম করি ।” ইহাদের সেবাও অতি আতিপূর্ণ ।

“দ্রুতং কুরু পরিষ্কৃতং বকুল ! পীতপট্টাংগুকং বরৈরগুরুভিজলং রচয়-বাসিতং বারিদ ।

“রসাল ! পরিকল্পয়োরগলতাদলৈবীটিকাঃ, পরাগপটলী গবাং দিশমরুদ্ধ পৌরন্দরীম্ ॥”

(ঐ-৪৪)

“হে বকুল ! পীত-পটবস্ত্র শীঘ্র পরিষ্কার কর, হে বারিদ ! উৎকৃষ্ট অঙ্কুরদ্বারা জল সুবাসিত কর, হে রসাল ! তাম্বুলপত্রদ্বারা বীটিকা প্রস্তুত কর ; গো-গণের খুরোখিত রজসমূহ পূর্বদিক্ আচ্ছন্ন করিয়াছে ।”

ব্রজস্বদাসগণের সেবা গাঢ় আদরময় বলিয়া শ্রীপাদ দাসগোস্থামিচরণ ইহাদের “বয়স্যোপমাঃ” বা ‘সখাসদৃশ’ বলিয়াছেন । শ্রীরাগগোস্থামিপাদের মতে দাস্যরসের স্থায়িত্বাব ‘সদ্রমপ্রীতি’ । সদ্রমপ্রীতির লক্ষণে শ্রীপাদ লিখিয়াছেন—“সদ্রমঃ প্রভুতা-জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ । অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সদ্রমপ্রীতিরূচ্যতে । এষা রসেহত্র কথিতা স্থায়িত্বাবতয়া বুদ্ধিঃ ॥” (ঐ-৭৬) । “প্রভুতা জ্ঞানবশতঃ চিত্তে যে সাদর কম্প হয়, তাহাকে সদ্রম বলে, ইহার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত প্রীতিকে সদ্রমপ্রীতি বলা হয়, এই সদ্রমপ্রীতিই এই রসের স্থায়িত্বাব বলিয়া কথিত হয় ।” সুতরাং দাস্যরসে সদ্রম, গৌরবাদি যে অল্প-বিস্তর থাকিবেই, ইহা সুনিশ্চিত । কিন্তু শ্রীমৎ জীবগোস্থামিপাদ লিখিয়াছেন—“শ্রীব্রজস্থানান্ত মাধুর্যৈকময় এব । অথাপ্যেবাং প্রীতেভক্তিহং শ্রীগোপরাজকুমারপরমগুণপ্রভাবহাদিনৈবাদরসস্তাবাৎ ।” অর্থাৎ ‘ব্রজস্ব ভূত্যগণের দাস্যভক্তি নামক স্থায়িত্বাব—কেবল মাধুর্যময় । প্রশ্ন হইতে পারে, ঐশ্বর্যজ্ঞানাভাবে দাস্য-ভাবের উদ্রেক অসম্ভব । ব্রজস্ব ভূত্যগণে যদি ঐশ্বর্যজ্ঞান বা প্রভুবুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের প্রীতির দাস্যভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় কিরূপে ? এজন্য বলিলেন—তাহাদের মাধুর্যজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও শ্রীব্রজরাজ-কুমার, পরম গুণবান্, অত্যন্ত প্রভাবশালী বুদ্ধিতে আদর বিদ্যমান থাকায় প্রীতির দাস্যভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় ।’ ব্রজবাসী কাহারো শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌বুদ্ধি থাকে না । দাস্যরসে রাজপুত্র বা যুবরাজ-বুদ্ধিতেই যথাসম্ভব সদ্রমের প্রকাশ হয়, এই জন্যই শ্রীপাদ ইহাদের বয়স্যতুল্য বা সখাগণের প্রায় বলিয়াছেন ।

ইহারা পরস্পরে পরম প্রীতিভরে শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিভাগ করিয়া লইয়া বংশী, দর্পণ, দৌত্যকার্য, সুবাসিত জল, কপূরবাসিত তাম্বুল, বীণাদি সেবোপকরণদ্বারা সতত শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষবিধান করিয়া থাকেন । শ্রীপাদ বলিলেন—‘সতত সেবনোৎসুক সেই পত্নী প্রভৃতি দাসগণকে আমি ভজন করি ।’

“প্রেমাবেশে কৃষ্ণসেবা করে রাগ্রিদিনে ।

পরস্পর সেবা-কার্য করিয়া বণ্টনে ॥

বংশী, দর্পণ, দৌত্যক্রিয়া, কপূর, তাম্বুল ।

পরিচর্যা করে যারা সময়ানুকূল ॥

সুবাসিত জল ভোগ্য-উপকরণ যত ।

বীণাবাদ্য যন্ত্র যাহা কৃষ্ণ-অভিমন ॥

কৃষ্ণের মরম বুঝি পরিচর্যা করে ।

ভাগ্যবান্ কৃষ্ণদাস ব্রজাশু-ভিতরে ॥

সেই বয়স্যতুল্য পত্নী আদি দাসগণ ।

সর্বদা ভজিব আমি এই মোর মন ॥” ৩৭ ॥

তাম্বুলার্ণ-পাদমর্দন-পয়োদানাভিসারাদিভি-
বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ ।
প্রাণপ্রেষ্ট সখীকুলাদপি কিলাসকোচিতা ভূমিকাঃ
কেলীভূমিসু রূপমঞ্জরিমুখাস্তা দাসিকাঃ সংশ্রয়ে ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । তাম্বুলার্ণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাদি কার্যদ্বারা যাঁহারা শ্রীহৃন্দাবনেশ্বরী
শ্রীরাধিকাকে নিয়ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন এবং প্রাণপ্রেষ্ট শ্রীললিতাদি সখীগণ অপেক্ষাও শ্রীরাধাকৃষ্ণের
কেলিস্থানে গমনাগমনে অসঙ্কুচিত ভূমিকা রহিয়াছে, সেই রূপমঞ্জরীপ্রমুখা শ্রীরাধাদাসীগণকে
আমি আশ্রয় করি ॥ ৩৮ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণদাসবৎ শ্রীরাধিকাদাসীঃ স্তোতি— তাম্বুলেতি । তা রূপমঞ্জরিমুখাঃ প্রভৃতিঃ
কেলীভূমিসু দাসিকাদাসীঃ সংশ্রয়ে । যাঃ প্রিয়তয়া হাদেঁন সৌমনস্যনেতি যাবৎ । তাম্বুলার্ণ-পাদ-
মর্দন-পয়োদানাভিসারাদিভিঃ কৃত্বা প্রাণেশ্বরীং রাধিকাং তোষয়ন্তি প্রীণয়ন্তি । কিন্তুতাঃ প্রাণপ্রেষ্ট-সখী-
কুলাৎ ললিতাদি সখীসমূহাৎ প্রিয়াঃ । যতঃ কিলাসকোচিতা ভূমিকাঃ সম্ভাবিত নিঃশঙ্কতা স্থানানি ।
কিল শব্দস্ত বার্তায়াং সম্ভাব্যানুস্মার্ত্যয়োরিতি মেদিনী । নবনব্য-সম্বন্ধবিশেষণানাং কল্পধীনবৃত্তিত্বাৎ
কবিনা কল্পা দাসীনাং সম্বন্ধে অপযুক্ততা দোষঃ স্যাদিতি । ন চ তচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধ পরামর্শকত্বেন স্থানু-
ভূতানাং স্বসেব্য দাসীনামেব প্রতীতিরिति বাচ্যম্ । যতদোমিলিতান্বয়ে অদঃ প্রসিদ্ধ পরামর্শকত্বাভাবাৎ ।
উচ্চতে সমাধীয়তে চ । পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্তে ইত্যত্র পীনত্বানুপপত্ত্যা যথা রাগ্নিভোজিত্বমাক্শি-
প্যতে তথা রাধাদাসীনাং স্বসম্বন্ধে সেব্যত্বানুপপত্ত্যা রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধ আক্ষেপালব্ধ এবেতি ন কিঞ্চিদেতৎ ॥ ৩৮

শব্দামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাসগোষ্ঠামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীরূপমঞ্জরী-প্রমুখা শ্রীরাধার
দাসীগণের বা রাধাস্নেহাধিকা মঞ্জরীগণের স্তব করিতেছেন । পূর্বোক্ত শ্রীরাধার পঞ্চবিধ সখীর মধ্যে
ইঁহারা প্রাণসখী ও নিত্যসখী । “যাঃ পূর্বং প্রাণসখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ কীর্তিতাঃ । সখীস্নেহাধিকা
জ্যেষ্ঠাস্তা এবাত্র মনীষিভিঃ ॥” (উঃ নীঃ-সখীপ্রঃ-১৩৪) । পূর্বে যাঁহাদিগকে প্রাণসখী ও নিত্যসখী
বলিয়া কীর্তন করা হইয়াছে, রসজগৎ তাঁহাদিগকেই সখী-স্নেহাধিকা বলিয়া মনে করেন । “ভদীয়তাভি-
মানিন্যো যাঃ স্নেহং সর্বদাপ্রিতাঃ । সখ্যামল্লাধিকং কৃষ্ণাৎ সখীস্নেহাধিকাস্ত তাঃ ॥” (ঐ-১৩১) ।
‘যেসব সখী ‘আমরা তোমারই’ এই প্রকার অভিমান বহন করত শ্রীরাধাতে সর্বদা স্নেহ-প্রদর্শন করেন
এবং শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধাতে কিঞ্চিৎ অধিক স্নেহবতী হন, তাঁহাদিগকেই সখীস্নেহাধিকা
বলা হয় ।’ শ্রীমৎ রূপগোষ্ঠামিপাদ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

“বিরমতু তব বৃন্দে দৃত্যচাতুর্য্যচর্যা, সহচরি বিনিরত্য ব্রুহি গোষ্ঠেন্দ্রসুনুন্ম ।

বিষমবিষধরেয়ং শব্দরী প্রারুণেয়া, কথমিহ গিরিকুঞ্জে ভীকুরেষা প্রহেয়া ?” (উঃ নীঃ সখীপ্রঃ ১৩২)

শ্রীরাধার কোন প্রথরা প্রাণসখী শ্রীরাধার অভিসার নিষেধ করত বৃন্দাকে বলিলেন—‘হে সহচরিন্দে ! তোমার দৌত্যচাতুর্য বিরামপ্রাপ্ত হউক, তুমি এইস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গোষ্ঠেন্দ্রনন্দনকে বল যে, এ বর্ষার রাত্রি, ইহাতে বিষম বিষধরসমূহ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে, কিরূপে এই ভীক্স-স্বভাবা শ্রীরাধাকে গিরিগহ্বরে প্রেরণ করিব, তিনি তো কালিয় প্রভৃতি সর্পকে দমন করিয়াছেন, অতএব তিনিই যেন স্বয়ং সংগোপনে এখানে অভিসার করেন ।’

এই রাধাস্নেহাধিকা প্রাণসখী ও নিত্যসখীগণকেই **মঞ্জরী** আখ্যা দেওয়া হয় । পঞ্চপ্রকার সখীর মধ্যে ইহারা সখীর কক্ষায় স্থিত হইয়াও দাসী, সর্বদা শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেবায় নিরতা । তাই বলা হইয়াছে—“তাম্বুলার্ণ-পাদমর্দন-পয়োদানাভিসারাদিভির্বৃন্দারণ্যমহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যান্তোষয়ন্তি প্রিয়াঃ ।” “তাম্বুলার্ণ, পাদমর্দন, জলদান ও অভিসারাди কার্যদ্বারা যাঁহারা শ্রীবৃন্দারনেশ্বরী শ্রীরাধাকে নিয়ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন ।” শ্রীল ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন—

“চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরুণী লইয়া করে ধরি ।

কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী ॥

মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার ।

চন্দন-কুক্কুমে, তিলক বনাইব, হেরব মুখ-সুধাকর ॥

নীল-পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে দিব রতন-মঞ্জীরে ।

ভূঙ্গারের জলে রাঙ্গা-চরণ ধোয়াইব, মুছাইব আপন চিকুরে ॥

কুসুম-কোমলদলে, শেজ বিছাইব, শয়ন করাব দোঁহাকারে ।

ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, ছরমিত দুহঁক শরীরে ॥

কনক-সম্পূট করি, কপূর-তাম্বুল ভরি, যোগাইব দোঁহার বদনে ।

অধর-সুধারসে, তাম্বুল-সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে ॥” (প্রার্থনা)

মঞ্জরীগণের সেবারস দিয়া গড়া স্বরূপ । সেবাগত প্রাণা, সেবা ভিন্ন আর কিছুই কামনা করেন না । এই সেবারস-নিষ্ঠত্বহেতু সমস্নেহা পরমপ্রেষ্ঠসখী শ্রীললিতাদি অপেক্ষাও যুগলের রহস্যময় কুঞ্জবিলাসস্থানে গমনাগমনে ইহাদের অসঙ্কোচ ভূমিকা দেখা যায় । “প্রাণপ্রেষ্ঠসখীকুলাদপি কিল্লা-সঙ্কোচিতা ভূমিকাঃ কেলীভূমিষু ।” তাৎপর্য এই যে, শ্রীরাধার যে পঞ্চবিধ সখীর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধারানীকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়াই সুখী হন ; শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্নতন্ত্রভাবে মিলনে কাহারো ইচ্ছা বা প্রয়াস নাই । তবু কখনো কখনো শ্রীরাধার ইচ্ছায় বা চেষ্টায় ললিতাদি সখীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-সঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকে ।

“যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন ।

তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥

নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ।

আত্মাকৃষ্ণসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায় ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ)

কিন্তু মঞ্জরীগণের সেবৈকনিষ্ঠত্বহেতু সখীর কক্ষায় থাকিয়াও কখনই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ সংঘটিত হয় না । শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টা এবং শ্রীম্ম যুথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা কখনই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গসুখে স্পৃহাবতী হন না ।

“অনন্য শ্রীরাধাপদকমলদাস্যেকরসধীর্হরেঃ সঙ্গো রজঃ স্বপনসময়ে নাপি দধাতী ।

বলাৎ কৃষ্ণে কৃপাসকতিদি কিমপ্যচরতি কাপ্যদশ্রুমেবেতি প্রলপতি মন্যাত্মা চ হসতি ॥”

(স্তবমালা)

“যিনি শ্রীরাধা-পদকমলের দাস্যরসেই অনন্যচিত্তা, স্বপ্নেও যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ রজ স্বীকার করেন না, শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক তাঁহার কঙ্কচুক ছিন্নভিন্ন করিয়া কিছু আচরণ করিলে কোনও মঞ্জরী অশ্রুযুক্ত হইয়া ‘না—না’, এই প্রকার প্রলাপ করিতেছেন এবং আমার আত্মা অর্থাৎ প্রাণস্বরূপিণী শ্রীরাধা হাস্য করিতেছেন ।” এই হাস্যদ্বারা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণের ঐক্যে অনুমোদন ধ্বনিত হইতেছে ।

শ্রীমৎ বিশ্বনাথ-চক্রবর্তিপাদ শ্রীউজ্জলনীলমণি-নামকসহায়ভেদ প্রকরণে (১৫শ শ্লোকের) আনন্দচন্দ্রিকা-টীকায় লিখিয়াছেন—“যদ্যপি সখ্যাং হি স্বস্বযুথেশ্বরীণাং শ্রীরাধাদীনামেব শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ-সুখেন সুখিন্যঃ, ন তু স্বাসাম্, তদপি তাঃ সামান্যতো দ্বিধা ভবন্তি ।—প্রেমসৌন্দর্য-বৈদগ্ধ্যাদীনামাধিক্যেন, শ্রীকৃষ্ণস্যাতিলোভনীয়গাত্র্যন্তেষাং ন্যূনত্বেন তস্যানতিলোভনীয়গাত্র্যশ্চ । তত এব স্বযুথেশ্বরীণামপ্যগ্রহা-ধিক্যাক্ত কদাচিত্ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গস্পৃহাবত্যোহপি ভবন্তী, তাস্চ ললিতাদ্যাঃ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যাদয়ঃ । উত্তরাস্তু তদ্ব্যভাবাৎ কদাপি কৃষ্ণসঙ্গস্পৃহাবত্যো ন ভবন্তি, তাস্চ কস্তুর্যাদয়ো নিত্যসখ্যাঃ ।”

অর্থাৎ “যদ্যপি সখীগণ স্ব-স্ব যুথেশ্বরী শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গসুখেই সুখী হইয়া থাকেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-স্পৃহা করেন না, তথাপি সাধারণতঃ তাঁহাদের মধ্যে দুই প্রকার ভেদ দেখা যায় । প্রথম—প্রেম সৌন্দর্য ও বৈদগ্ধ্যাদির আধিক্যে শ্রীকৃষ্ণের অতি লোভনীয় গাত্রী, দ্বিতীয়া—প্রেম সৌন্দর্যাদিতে ন্যূনতাহেতু তাঁহার অনতিলোভনীয় গাত্রী । তন্মধ্যে প্রথম—শ্রীম্ম যুথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্যে কৃষ্ণসঙ্গে স্পৃহাবতী হইয়া থাকেন, ইহারা ললিতাদি পরমপ্রেষ্ঠ সখীগণ । দ্বিতীয়া—ইহারা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ এবং যুথেশ্বরীর আগ্রহাধিক্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গসুখে কখনই স্পৃহাবতী হন না, ইহারা কস্তুরী প্রভৃতি নিত্যসখী বা মঞ্জরীগণ । তাৎপর্য এই যে, প্রেমিকের প্রেমই স্বীয় জাতি ও পরিমাণানুরূপ শ্রীভগবানের চিত্তে প্রেমরসাস্বাদনের কামনা বা লোভ জাগাইয়া দেয় । সমগ্ৰেহা ললিতাদি সখীগণের প্রেম যুথেশ্বরী শ্রীরাধার ইচ্ছাক্রমে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে সঙ্গমত হইয়া থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত মিলন-বাসনা জাগে । কিন্তু সেবৈকনিষ্ঠত্বহেতু মঞ্জরীগণের প্রেম জাগ্রত-দশায় তো নহেই, স্বপ্নেও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে তাঁহাদের ইচ্ছা জাগায় না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহাদের সহিত

মিলনেচ্ছা কখনই জাগে না। তবে তাঁহাদের সঙ্গে যে মিলনের নিমিত্ত অনুরোধাদি করিয়া থাকেন, তাহা কেবল পরিহাস বা বাহ্যিক মাত্র—যথার্থ নহে। ইহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনের নিমিত্ত শ্রীরাধার চেষ্টাটিও তদনুরূপ বাহ্য বা পরিহাসই বুঝিতে হইবে।

মঞ্জরীগণের এই ঐকান্তিক ভাবশুদ্ধির নিমিত্ত শ্রীরাধা তাঁহাদিগকে স্বীয় আত্মার ন্যায় অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাই শ্রীযুগলের মিলনাদি স্থানে ইহাদের অবাধগতি স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীযুগল ইহাদিগকে স্বীয় শৃঙ্গাররসের খেলার আবেশের মূর্তি বলিয়াই মনে করেন। মঞ্জরীগণের এই অনন্য-সৌভাগ্যের নিমিত্ত ইহারা প্রেমের-রাজ্যে সর্বোচ্চ কক্ষায় স্থিত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের ইহাদেরই আনুগত্যময় ভজন। ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনপিতচরী করুণার অবদান।

“শ্রীরূপমঞ্জরী সার, শ্রীরতিমঞ্জরী আর, লবঙ্গ-মঞ্জরী মঞ্জুলালী।

শ্রীরসমঞ্জরী-সঙ্গে, কস্তুরিকা আদি সঙ্গে, প্রেমসেবা করে কুতুহলী ॥

এ সব-অনুগা হৈয়া, প্রেমসেবা নিব চাইয়া, ইঙ্গিতে বুঝিব সব কাজ।

রূপে গুণে ডগমগি, সদা হব অনুরাগী, বসতি করিব সখীমাঝ ॥

রন্দাবনে দুইজন, চতুর্দিকে সখীগণ, সময় বুঝিয়া রসসুখে।

সখীর ইঙ্গিত হবে, চামর ঢুলাব কবে, তাম্বুল যোগাব চাঁদমুখে ॥

যুগল-চরণ সেবি, নিরন্তর এই ভাবি, অনুরাগী থাকিব সদায়।

সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধদেহে পাব তাহা, রাগপথের এই সে উপায় ॥”

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—“সেই রূপমঞ্জরী প্রমুখা শ্রীরাধাদাসীগণকে আমি আশ্রয় করি।” শ্রীপাদের শ্রীরূপানুগত্যে ভজন ও যুগল-সেবার কথা এই স্ববাবলী গ্রন্থে বহুস্থানে বহুপ্রকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথাস্থানে আমরা তাহা অবগত হইতে পারিব।

“তাম্বুলদান, পাদমর্দন, জলদানাদিতে।

নিত্য অভিসারে রাধায় করে পরিতৃপ্তে ॥

প্রাণপ্রের্ত যত সখী ললিতা প্রধানা।

তাঁহাদের হ’তে যঁারা সেবাতে প্রবীণা ॥

নিঃসঙ্কোচ-চিত্তে তাই রহঃকেলিস্থানে।

সেবাকার্যে করে যঁারা গমনাগমনে ॥

শ্রীরূপমঞ্জরী আদি রাধাদাসীগণে।

আশ্রয় লইয়া ভজি এই মোর মনে ॥” ৩৮ ॥

তৃণীকৃত্য স্ফারং সুখজলধিসারং স্ফুটমপি
 স্বকীয়ং প্রেম্নাং যে ভর-নিকর-নম্রা মুররিপোঃ ।
 সুখাভাসং শশ্বৎ প্রথয়িতুমলং প্রৌঢ়কুতুকাদ্-
 যতাস্ত তান্ ধনান্ পরমিহ ভাজ মাধবগণান্ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ । যাঁহারা স্বীয় সুখরূপ অমৃতকে তৃণবৎ তুচ্ছ করত প্রেমনমিত-চিত্তে কৌতুকভরে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সন্ততি বিস্তারের নিমিত্ত প্রযত্ন করিতেছেন, আমি সেই পরম ধন্য শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণকে ভজন করি ॥ ৩৯ ॥

টীকা । প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ পরিবারান্ শোভি—তৃণীতি । তান্ ধন্যান্ প্রেমবতঃ কৃষ্ণ-গণানিহ ব্রজে পরং কেবলং ভজে সেবে নতু ততোষং যথাস্যান্তথা পরিচরিতুং শক্লোমীত্যর্থঃ । যে স্ফুটং প্রকটমপি স্বকীয়ং সুখজলধিসারং সুখরূপামৃতং তৃণীকৃত্য তৃণমিবাতিতুচ্ছং কৃত্বা প্রেম্নাং ভরেণ নম্রা নতাঃ সন্তঃ মুররিপোঃ সুখাভাসং সুখপ্রকাশং শশ্বন্নিরন্তরং প্রথয়িতুং প্রৌঢ়কুতুকাদলমতিশয়ং যতাস্তে যত্নং কুৰ্বন্তি ॥ ৩৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে প্রসিদ্ধাপ্রসিদ্ধ ব্রজের নিখিল শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর-গণের স্তব করিতেছেন । স্বসুখবাসনার সম্বন্ধ ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-বিধানের নিমিত্তই যাঁহাদের দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গীকৃত । “যদ্বামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্ননয়প্রাণাশয়াস্তত্বৎকৃতে ।” (ভাঃ-১০।১৪।৩৫) । যে ব্রজবাসী কৃষ্ণপরিকরগণের দেহ, গৃহ, সম্পদ, পুত্র, প্রাণাদি সবই শ্রীকৃষ্ণসুখের নিমিত্ত নিয়োজিত । ‘না গগি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য’ (চৈঃ চঃ) । ইহা ব্রজবাসিপরিকর-গণই বলিতে পারেন, অন্যে পারেন না । কারণ একে ত স্বভাবতই ভক্তি শ্রীভগবানের সুখভাবনায় ভক্তের চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দেয়—“বিষয়ানুকূল্যাঅকস্তুদানুকূল্যানুগততৎস্পৃহাতদনুভবহেতুকোল্লাসময়-জ্ঞানবিশেষঃ প্রিয়তা” (প্রীতিসন্দর্ভ-৬১ অনুঃ) । “বিষয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্য বা সুখবিধানেচ্ছাই যে প্রীতির আত্মা বা জীবন, বিষয়ের যাহাতে আনুকূল্য হয় ; অর্থাৎ কৃষ্ণ যাহাতে সুখী হন, তদনুগতভাবে তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত যাহাতে স্পৃহা জাগে এবং কৃষ্ণ সুখী হইলে সেই সুখানুভাবে ভক্ত সুখী হইয়া থাকেন, ভক্তের স্বতন্ত্র কোন সুখাভিলাষ থাকে না, আবার ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য ব্রজভক্তিতে শ্রীভগবানের সমস্ত ঐশ্বর্য বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে সম্বন্ধানুরূপ ‘মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি’ বলিয়াই মনে হয় । তখন শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ অনিষ্টচিন্তায় ব্রজপ্রেমিকের হৃদয় ব্যগ্র, শ্রীকৃষ্ণের কিরূপে সুখ সাধিত হইবে, এই ভাবনায় ভক্তচিন্ত তন্ময় । তৎকালে আপনা আপনি স্বীয় সুখানুসন্ধান তৃণতুল্য তুচ্ছ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখ-সন্ততি বিস্তারের নিমিত্ত অহরহ সাতিশয় প্রযত্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণের সুখচিন্তাতেই ক্রমশঃ তাঁহাদের নিখিল চিত্তবৃত্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া যায়, নিজের দিক্‌টা সম্পূর্ণ ভুল হইয়া যায় । তাই মহাজন বলিয়াছেন—“ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম, আত্মসুখের যাঁহা নাহি গন্ধ ।” (চৈঃ চঃ)

তস্যাঃ ক্ষণাদর্শনতো ম্রিয়ান্তে স্মৃথেন তস্যাঃ স্মৃথিনো ভবন্তি ।

স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্ ভজ্যে তান্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । যাঁহারা শ্রীরাধার ক্ষণকাল অদর্শনে মৃতপ্রায় হন, শ্রীরাধার সুখেই যাঁহারা নিজেকে পরম সুখী বলিয়া মনে করেন, সেই পরম পুণ্যবতী সুস্নিগ্ধচিত্তা প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার পরম-প্রিয়গণকে আমি ভজন করি ॥ ৪০ ॥

টীকা । শ্রীরাধিকাপ্রিয়গণান্ শ্লোতি—তস্যা ইতি । প্রাণেশ্বরী প্রেষ্ঠগণান্ শ্রীরাধিকাপ্রিয়-গণান্ তান্ ভজ্যে । যে তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ ক্ষণাদর্শনতঃ ক্ষণে স্বল্পকালেহপি যদদর্শনং তস্মাৎ ম্রিয়ন্তে মৃত্যু ইব ভবন্তি । তস্যাঃ সুথেন স্মৃথিনোহপি ভবন্তি । অতঃ স্নিগ্ধাঃ পরমস্নেহযুক্তাঃ যতঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ কৃতানাং ক্রিয়াণাং যানি পুণ্যানি শোভনানি তেষাং পুঞ্জা রাগয়ো যেষু তে শ্রেষ্ঠক্রিয়াবন্ত ইত্যর্থঃ । পুণ্যং শোভনে ত্রিষু । ক্রীবাং ধর্ম্মে চ সূকৃতে ইতি মেদিনী ॥ ৪০ ॥

জাম্বুনদম্বর্ণে যেমন কোন মালিন্য নাই, তদ্রূপ স্বসুখ-বাসনাশূন্য নিরুপাধি ব্রজপ্রেমে কোন মালিন্য থাকে না । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘আমি সেই ধন্য শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণকে ভজন করি ।’ শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী ব্রজপরিকরগণের আনুগত্যে ভজনকারীর মধ্যেও ধন্যতার একটু তারতম্য দেখাইয়াছেন—

“ধন্যো লোকে মুমুকুর্হরিভজনপরো ধন্যধন্যস্ততোহসৌ

ধন্যো যঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজরতিপরমো রুক্মিণীশপ্রিয়োহতঃ ।

যাশোদেয়-প্রিয়োহতঃ সুবলসুহৃদতো গোপীকান্তপ্রিয়োহতঃ

শ্রীমদ্বন্দ্যাবনেশ্বর্যতিরসবিবশারাধকঃ সর্বমুদ্ভিঃ ॥” (বঃ মঃ-২।৩৪)

“এই বিশ্বে যাঁহারা মুমুকু তাঁহারা ধন্য, যাঁহারা হরিভজন-পরায়ণ তাঁহারা ধন্যাতিধন্য, তাঁহাদিগের হইতে উৎকৃষ্ট যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে পরমাসক্তিশ্রুত হইয়াছেন । তাঁহাদের হইতেও আবার রুক্মিণীবল্লভের প্রিয়গণ-ধন্য, তাঁহাদের হইতে যাশোদানন্দনের প্রিয়গণ আরও প্রশংসনীয় তাহা হইতে সুবলসখার প্রিয়গণ আরও ধন্য, আবার তাহা হইতে গোপীজনবল্লভের ভজনপরায়ণগণ আরও ধন্য—কিন্তু শ্রীমদ্বন্দ্যাবনেশ্বরীর পরমরস-বিবশারাধকই অর্থাৎ রাধাদাস্যভাবের ভক্তগণই সকলের শিরোমণি ।” ব্রজপরিকরগণের ভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীপাদ তাঁহাদের ভজন কামনা করেন ।

“তুণতুল্য তুচ্ছ ভাবি নিজসুখ যত ।

প্রেমভরে হয়ে যাঁরা সদা অবনত ॥

প্রাণনাথ গোবিন্দের সুখ-পুষ্টি তরে ।

সতত আনন্দমনে কত যত্ন করে ॥

শ্রীকৃষ্ণের পরিবার ধন্য ভক্তগণে ।

ভজন করিব সদা এই মোর মনে ॥” ৩৯ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীমতী রাধারাগীর পরমপ্রিয়গণকে শুব করিতেছেন । ইতিপূর্বে শ্রীরাধার সব সখীগণের ও কিঙ্করী বা মঞ্জরীগণের স্তুতি করিয়াছেন । এই শ্লোকে “প্রাণেশ্বরী প্রেষ্ঠগগান্” বলিয়া যাঁহাদের শুব করিতেছেন, কোন বিশেষ অভিপ্রায়েই তাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় । প্রথমতঃ শ্রীরাধার সেই প্রেষ্ঠগণের লক্ষণে বলিয়াছেন—“তস্যাঃ ক্ষণাদর্শনতো ম্রিয়ন্তে” অর্থাৎ “শ্রীরাধার ক্ষণকাল অদর্শনে যাঁহারা মৃতপ্রায় হইয়া থাকেন ।” শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতে (৮।২৩-২৪) শ্রীরাধার পরিচারিকা বা মঞ্জরীগণের স্বভাব উল্লেখ করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

“ক্ষণং চরণবিচ্ছেদাচ্ছীর্ষ্যাঃ প্রাণহারিণীম্ । পদারবিন্দসংলগ্নতয়ৈবাহনিশং স্থিতাম্ ॥

বহন কিং স্বকান্তেন ক্রীড়ন্ত্যপি লতাগৃহে । পর্য্যক্কাধিষ্ঠাপিতাং বা বস্ত্রৈর্বাচ্ছাদিতাং ক্লেচিৎ ॥”

“ক্ষণকাল ঈশ্বরী শ্রীরাধার চরণ-বিচ্ছেদ যাঁহাদের প্রাণহারিণী হইয়া থাকে । এইজন্য যাঁহারা অহ্নিশি শ্রীরাধার পাদপদ্ম-সান্নিধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকেন । অধিক আর কি বলিব, লতাগৃহে নিজ কান্তের সহিত ক্রীড়াকালেও শ্রীমতী তাঁহাদের শয্যাতেই রাখেন, কখনও বা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন ।” যেহেতু তাঁহারা ক্ষণকাল ঈশ্বরীর দর্শন না পাইলেই মৃতপ্রায় হন । সেবাময় বিগ্রহ, ক্ষণ-কালের জন্য সেবা ত্যাগ তাঁহাদের প্রাণহারক হইয়া থাকে ।

“রাধা-পদাবজসেবান্যস্পৃহা-কালব্রয়োজ্জ্বিতাম্ । রাধা-প্রীতিসুখান্তোষাবপারে বুড়িতাং সদা ॥

রাধাপদাম্বুজাদন্যৎ স্বপ্নেহপি ন চ জানতীম্ । রাধা-সম্বন্ধসংধাবৎ প্রেমসিকৌম্বলিনীম্ ॥”

(ঐ-৮।৩৫-৩৬)

“শ্রীরাধাপাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত ত্রিকালেও তাঁহাদের অন্য স্পৃহা নাই । অপার রাধাপ্রীতি-সুখ-সিন্ধুতে যাঁহারা নিত্য নিমগ্ন হইয়া আছেন । শ্রীরাধার পাদপদ্ম-সেবা ব্যতীত স্বপ্নেও যাঁহারা অন্য কিছুই জানেন না । শ্রীরাধাসম্বন্ধে সংধাবিত প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গাবলিদ্বারা যাঁহারা শোভা পাইয়া থাকেন ।” সুতরাং এই শ্লোকে রাধাগত প্রাণা মঞ্জরীগণেরই বন্দনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ।

আবার বলিয়াছেন—“সুখেন তস্যাঃ সুখিনো ভবন্তি” ‘শ্রীরাধার সুখেই যাঁহারা সুখী হইয়া থাকেন ।’ লতায় জলসিঞ্জে যেমন পল্লব ও মঞ্জরীগুলি তৎকালেই উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতে শ্রীরাধালতা সিন্ধা হইলে শ্রীরাধার কিঙ্করী বা মঞ্জরীগণ পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন । শ্রীরাধার সুখ-দুঃখাদি যাঁহাদের মধ্যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত বস্তুর ন্যায় যথাবৎ প্রতিফলিত হইয়া থাকে ।

“পতত্যগ্রে সাম্রা ভবতি পুলকে জাতপুলকাঃ

স্মিতে ভাতি স্মেরা মলিমনি জাতে সুমলিনাঃ ।

অনাস্বাদ্য স্বামীমু'কুরমভিবীক্ষ্য স্ববদনং

সুখং বা দুঃখং বা কিমপি কথনীয়ং যুগদুশঃ ॥” (অলঙ্কার কৌমুদঃ-৫।১৫৮)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“অগ্নি মৃগনয়নাগণ ! তোমরা যতক্ষণ স্বকীয় সখীরন্দকে প্রাপ্ত না হও, ততক্ষণ দর্পণে স্বীয় মুখমণ্ডল অবলোকনপূর্বক সুখ বা দুঃখ জ্ঞাত হইয়া তাহা বর্ণন করিতে পার। কিন্তু সখীরন্দ সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তোমাদের দর্পণের প্রয়োজন কি ? তাহারা দর্পণের সাধর্ম ধারণ করে বলিয়া তন্দ্বারা তোমাদের সকল কার্য সম্পন্ন হয়। দেখ, তোমাদের অশ্রুবিन्दু পতিত হইলে তাহারা সাস্রমুখী হয়, তোমাদের দেহ পুলকিত হইলে তাহারা রোমাঞ্চিত হয়, তোমরা হাস্য করিলে তাহারা সহাস্য হয়, তোমাদের মালিন্যে তাহারা সুমলিনা হয়।” শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে (১১।১৩৭) বর্ণিত আছে—

“স্পৃশতি যদি মুকুন্দো রাধিকাং তৎসখীনাং ভবতি বপুষি কম্প-স্বেদ-রোমাঞ্চ-বাপ্সম্।

অধর-মধু মুদাস্যাশ্চেৎ পিবত্যেষ যত্নাভবতি বত তদাসাং মত্ততা চিত্রমেতৎ।”

“শ্রীকৃষ্ণ যদি শ্রীরাধাকে স্পর্শ করেন, তাহা হইলে আনন্দে তাঁহার সখীদিগের শরীরে কম্প, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বাষ্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইয়া থাকে, যদি শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে শ্রীরাধার অধরমধু পান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সখীদিগের যে মত্ততা উপস্থিত হয়—ইহা অতি আশ্চর্য।” আবার কুঞ্জরঞ্জন দিয়া শ্রীশ্রীরাধামাধবের কেলিমাধুরী দর্শনে ইহাদের যে সুখোদয় হয়, তাহার তুলনা কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

“রাধানাগরকেলিসাগরনিমগ্নালীদৃশাং যৎসুখং

নো তল্লেশলবায়তে ভগবতঃ সৰ্ব্বোহপি সৌখ্যোৎসবঃ ॥” (রঃ মঃ-১।৫৪)

“শ্রীরাধানাগরের কেলি-সিন্ধুতে নিমগ্ন সখীর নয়নের যে সুখ হয়, ভগবৎ-রাজ্যের নিখিল সুখোৎসব তাহার লবলেশ তুল্যও নহে।” শ্রীরাধারাণীর সুখ কিঙ্করীগণে সর্বাধিকরূপে অনুভূত হইয়া থাকে।

শেষে বলিলেন—“স্নিগ্ধাঃ পরং যে কৃতপুণ্যপূজাঃ, প্রাণেশ্বরীপ্রেষ্ঠগণান্ ভজে তান্।” “যাঁহারা সুস্নিগ্ধচিত্তা ও ভুরি ভুরি পুণ্যকারিণী, সেই প্রাণেশ্বরী শ্রীরাধার পরমপ্রিয়গণকে আমি ভজন করি।” শ্রীরাধার কিঙ্করীগণে নিষ্কামতার চরমতা বলিয়া সখীমণ্ডলীতে ইহাদের স্নিগ্ধচিত্ততার তুলনা নাই। ইহারা নামে মঞ্জরী, স্বভাবেও মঞ্জরী, ভ্রমরকে কখনই বিলসিত হইতে দেন না। মঞ্জরী প্রফুল্লিত কুসুমের চারিপাশে থাকিয়া যেন কুসুমের প্রতি ভ্রমরের লিপ্সা বঞ্চিত করে, তদ্রূপ ইহারা সতত শ্রীরাধার প্রতি মধুসূদনের লিপ্সাকে বাড়াইয়া থাকেন। ইহাদিগকে “কৃতপুণ্যপূজাঃ” বলা হইয়াছে ; কিন্তু এমন কোন পুণ্য বিশ্বে নাই, যন্দ্বারা শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই প্রকার সেবা-সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে। শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ “ইত্থং সতাং” ইত্যাদি (ভাঃ-১০।১২।১১) শ্লোকের শেষোক্ত “কৃতপুণ্যপূজাঃ” শব্দের লঘুতোষণী-টীকায় লিখিয়াছেন—“অতশ্চেভ্যঃ সৰ্ব্বোভ্যঃ কৃতপুণ্যপূজা ইতি লোকোক্তিঃ। বস্তুতস্ত কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরমপ্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যাশ্চারবঃ পূজা যেষাং তে ইত্যর্থঃ। পুণ্যন্ত

সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বলরসস্যোচ্চৈঃ সমুদ্রবৃদ্ধায়ে
সৌভাগ্যোত্তমগর্ভবিভ্রমভূতঃ শ্রীরাধিকায়াঃ স্মৃটম্ ।
গোবিন্দঃ স্মরফুল্লবল্লব-বধুবর্গেণ যেন ক্ষণং
ক্লীড়ত্যেষ তমত্র বিস্তুতমহাপুণ্যং চ বন্দামাহে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ । সৌভাগ্য, সাতিশয় গর্ব, বিভ্রমাদি নায়িকাগুণবিশিষ্ট শ্রীরাধার শৃঙ্গাররসপুষ্টির
নিমিত্ত তাঁহার সাপত্ন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল কন্দর্পরসোৎফুল্লা ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্ষণকাল ক্লীড়া
করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাপুণ্যবতী চন্দ্রাবলী প্রমুখ ব্রজসুন্দরীগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৪১ ॥

টীকা । শ্রীরাধিকায় মান বিপ্রলম্বপোষিকাত্বেন তদ্বিপক্ষরমণীং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতিং স্তোতি—
সাপত্ন্যোতি । বিস্তুতমহাপুণ্যং তম্ অত্র ব্রজে বন্দামাহে । কঃ স ইত্যাহ যেন স্মরফুল্লবল্লববধুবর্গেণ
সহ এষ গোবিন্দঃ ক্ষণমল্লকালং স্মৃটং তদীর্ষাজননায় স্পষ্টং যথাস্যাত্থা ক্লীড়তি । স্মরণেণ কামেন
ফুল্লা প্রফুল্লা যা বল্লববধুর্গোপস্বতী তস্যাঃ সমুদ্রস্তেন । ক্ষণং কথং ক্লীড়তি তত্রাহ । শ্রীরাধিকায়ঃ
সাপত্ন্যোচ্চয়রজ্যদুজ্জ্বলরসস্যোচ্চৈঃ সমুদ্রয়ে অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবায় সাপত্ন্যং সপত্নী-ধর্মস্তেনোচ্চয়মত্যন্তং
রজ্যন্ প্রকাশমানো য উজ্জ্বলরসঃ শৃঙ্গাররসস্তেন । কিন্তু তস্য রসস্য সৌভাগ্যেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসী শ্রেষ্ঠাহসা-
বেবৈতৎ প্রেমজানাতি নান্যোতি এতদ্রূপেণ য উত্তমোহিত্যন্তো গর্ভস্তেন বিভ্রমং ভাবহাবাদিকং বিভ্রতী
যস্মাত্তস্যোতি ব্যাধিকরণ বহুব্রীহিঃ । শ্রীরাধিকা বিশেষণমিতি বা তত্র গর্ভস্য বিভ্রমো বিলাসঃ ॥ ৪১ ॥

চাক্ষুর্পীত্যমরঃ ।” অর্থাৎ “শ্রীশুকমুনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার-পরায়ণ সখাগণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে
গিয়া তাঁহাদের “কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ” বা পূর্বোক্ত জানী, ঐশ্বর্যজান-পরায়ণ দাসভক্তগণ ও মায়াশ্রিত জনগণ
অপেক্ষা অধিক সুকৃতিশালী বলিয়াছেন । ইহা লোকোক্তি মাত্র । বস্তুতঃ ‘পুণ্য’ শব্দের অপর একটি
অর্থ ‘চারু’ বা মনোরম, ইহা অমরকোষে দেখা যায় । ‘কৃত’ শব্দের অর্থ ‘চরিত’, যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণের
সহিত এতাদৃশ চারু বা মনোহর চরিত বা লীলার নিমিত্তই তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ বশ্যতা
জানিতে হইবে ।” এখানেও তদ্রূপ মঞ্জরীগণের যে চারুশীলতা বা আত্মসুখ-বাসনাগন্ধশূন্য শ্রীষুগলের
সেবৈক-নিষ্ঠতা তাহাকেই ‘কৃতপুণ্যপুঞ্জঃ’ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । শ্রীপাদ বলিতেছেন—“সেই
শ্রীরাধার পরমপ্রেষ্ঠ কিস্করীগণের আমি ভজন করি ।”

“ক্ষণকাল শ্রীরাধার অদর্শন হলে ।
মৃতপ্রায় হই—যাঁরা বিরহ-অনলে ॥
শ্রীরাধার সুখে যাঁরা হই আত্মহারা ।
কি বিচিত্র পুণ্যপুঞ্জ করিয়াছে তাঁরা ॥
প্রাণেশ্বরীর স্নেহাদ্র-চিহ্ন প্রার্থগণে ।
ভজন করিব আমি এই বাঞ্ছা মনে ॥” ৪০ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীরাধার বিপক্ষা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণের বন্দনা করিতেছেন । ব্রজে সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড মহাভাববতী শ্রীরাধার সঙ্গেই অখণ্ড বিহার হইয়া থাকে । শ্রীপাদ শুকমুনি বলিয়াছেন—“রেমে তন্মা চাত্বরত আত্ম-রামোহপ্যখণ্ডিতঃ” (ভাঃ-১০।৩০।৩৪) । ‘শ্রীভগবান্ নিত্যতৃপ্ত ও আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধারানীর সহিত অখণ্ড বিহার করিলেন ।’ ‘রাত্রিদিন কুঞ্জকীড়া করে রাধাসঙ্গে’ (চৈঃ চঃ) । শ্রীরাধারানীর সহিত ক্রীড়ারসের মাধুর্যকে পরিপুষ্ট বা সমৃদ্ধ করিবার জন্যই চন্দ্রাবলী প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ বিপক্ষা নায়িকার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন (উঃ নীঃ-হরিবল্লভা প্রঃ-১ ও ২)—

“আসাং চতুর্বিধো ভেদঃ সর্ব্বাসাং ব্রজসুন্দর্যাম্ । স্যাৎ স্বপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষস্তটস্থঃ প্রতিপক্ষকঃ ॥

সুহৃৎপক্ষ-তটস্থো তু প্রাসঙ্গিকতয়োদিতৌ । দ্বৌ স্বপক্ষবিপক্ষার্থৌ ভেদাবেব রসপ্রদৌ ॥”

“এই ব্রজসুন্দরীগণের ভাবসাজাত্যাদি নিবন্ধন চারিপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে, স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থ ও প্রতিপক্ষ । ইহাদের মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষভেদই বিশেষ রসপ্রদ ।” বস্তুতঃ ব্রজে মহাভাব-স্বরূপিণী মাদনাখ্য-ভাববতী শ্রীরাধার প্রেম-মহত্বের তুলনা নাই, কিন্তু শ্রীরাধার খণ্ডিতা, মান, কলহান্তরি-তাদি রসময় দশাগুলির উদ্ভাবনজন্য সাক্ষাৎ ব্রজের শৃঙ্গাররসই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির মধ্যে শ্রীরাধার সহিত সাম্যাভিমান জাগাইয়া সাপত্যদশার সৃষ্টি করিয়াছে ।

“নাংশোহপ্যন্যত্র রাধায়াঃ প্রেমাগুণসম্পদাম্ ।

রসেনৈব বিপক্ষাদৌ মিথঃ সাম্যমিবার্পাতে ॥” (ঐ-৫১)

বিশুদ্ধ প্রেমরসে প্রবীণা গোপিকাগণ নানাবিধ ভাবোপচারে প্রেমময়বপু প্রেমাধীন শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিয়া সুখী করিয়া থাকেন । বস্তুতঃ গোপিকার ভাবচন্দ্র রাধাভাবসিন্ধুকে নানাভাবে উচ্ছ্বসিত করিয়া থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণ সেই উচ্ছলিত ভাবসিন্ধুতে অশেষ-বিশেষে সন্তরণ-সুখ ভোগ করিয়া থাকেন ।

“প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন । শুদ্ধ প্রেমরস-গুণে গোপিকা প্রবীণ ॥

গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ । অতএব কৃষ্ণের করে পরম সন্তোষ ॥

‘বামা’ এক গোপীগণ ‘দক্ষিণা’ একগণ । নানা ভাবে করায় কৃষ্ণে রস-আস্থাদন ॥

গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী । নিম্নল-উজ্জ্বলরস-প্রেমরত্ন-খনি ॥

বয়সে ‘মধ্যমা’ তেঁহো—স্বভাবেতে ‘সমা’ । গাঢ়প্রেমভাবে তেঁহো নিরন্তর ‘বামা’ ॥

বামাস্বভাবে ‘মান’ উঠে নিরন্তর । উঁহার বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ)

উজ্জ্বলরসরত্নখনি শ্রীরাধা ‘মধ্যা’ নায়িকা, “সর্ব্ব” এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে” (উঃ নীঃ-নায়িকাভেদ-৪২) অর্থাৎ মধ্যা নায়িকাতে সর্ব্বপ্রকার রসোৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়া থাকে । তিনি প্রগাঢ়প্রেমভাবে সতত ‘বামা’, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণে মদীয়তাময় ভাব । সতত তাঁহার ‘শ্রীকৃষ্ণ আমার’ বলিয়াই

অভিমান হয় । এই জন্যই তাঁহাতে সৌভাগ্য, গর্ব, বিদ্রমাদি তরঙ্গগুলি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । সৌভাগ্য, বিদ্রমাদি ভাবের নিমিত্তই ‘গর্ব’ নামক সঞ্চারীর প্রকাশ হয় । “সৌভাগ্য-রূপতারুণ্য-গুণ-সর্বোত্তমশ্রয়ৈঃ । ইষ্টলাভাদিনা চান্যহেলনং গর্ব ইর্ষ্যতে ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-২।৪।৪১) । “সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তমশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদিহেতু অন্যের প্রতি হেলাকে ‘গর্ব’ বলে ।” “বল্লভপ্রাপ্তি-বেলায়াং মদনাবেশ-সম্ভ্রমাৎ । বিদ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্যায়ঃ ॥” (উঃ নীঃ অনু প্রঃ-৩৯) । প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তিকালে প্রবল মদনাবেশ বশতঃ হার, মাল্যাদির যে বিপর্যয় বা অন্যস্থানে ধারণ, তাহার নাম ‘বিদ্রম’ ইত্যাদি নানা ভাবালঙ্কারে প্রেমময়ী শ্রীরাধার অঙ্গভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখান্বিত তরঙ্গকে উচ্ছলিত করিয়া থাকে ।

“কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচক্ষিতে । নানা-ভাব-বিভ্রমণে হয় বিভ্রমিতে ॥

অষ্টসাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আয় । সহজ-প্রেম বিংশতি ভাব অলঙ্কার ॥

কিলকিঞ্চিত, কুটুমিত, বিলাস, ললিত । বিব্রোক, মোটায়িত, আর মৌণ্য চকিত ॥

এত ভাব-ভূষায় ভূষিত রাধা-অঙ্গ । দেখিলে উছলে কৃষ্ণের সুখান্বিত-তরঙ্গ ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৪শ পরিঃ)

এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবসিন্ধুতে মাম, কলহাস্তরাদি নানাভাবের তরঙ্গ জাগাইয়া সেই ভাবসিন্ধুর মাধুরী আশ্বাদনের নিমিত্ত শ্রীরাধার একান্ত বশীভূত হইয়াও দক্ষিণা-স্বভাবা চন্দ্রাবলীর সহিত ক্ষণকাল ব্রীড়া করিয়া থাকেন । তত্বতঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মদনাবেশে সমুৎফুল্লা সমস্ত ব্রজসুন্দরীই শ্রীরাধার কায়বুহ । শ্রীরাধার রসমাধুর্যের বর্ধক ও পোষক ।

“লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসাংশরূপ । মহিষীগণ বৈভব প্রকাশ-স্বরূপ ॥

আকার স্বভাব ভেদে ব্রজদেবীগণ । কায়বুহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥

বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস । লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥” (চৈঃ চঃ)

তবু উচ্ছলিত রাধা-মাধুরী শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাদন করাইবার জন্য রসই চন্দ্রাবলী প্রভৃতির প্রতি শ্রীরাধার সাপেক্ষাভাব আনয়ন করিয়াছে । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই মহাপুণ্যবতী শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতির শ্রীরাধার বিপক্ষাগণের বন্দনা করি ।’ ইহা সাধকাবেশের উক্তি । শ্রীপাদ শ্রীরাধারানীর নিত্যকিঙ্করী, যখন সিদ্ধস্বরূপাবেশে থাকেন, তখন শ্রীমতীর বিপক্ষা চন্দ্রাবলীর প্রতি বিরোধভাবেই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । ভক্তিরত্নাকরে (৫ম তরঙ্গে) লিখিত আছে—

“দাস নামে এক ব্রজবাসী এথা রয় । দাসগোস্থামীর তাহে স্নেহ অতিশয় ॥

তৈঁহো একদিন সখীস্থলী গ্রামে গেলা । বহুৎ পলাশপত্র দেখি তুলি নিলা ॥

দাসগোস্থামীর কথা মনে মনে কহে । অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে ॥

এক দোনা তরু পিয়ে নিয়ম তাহার । ইথে কিছু অতিরিক্ত হইবে আহার ॥

ব্রজাঙাং পরমুচ্ছলংসুখভরং তৎকোটিসংখ্যাদপি
 প্রেম্ণা কৃষ্ণ-সুরক্ষিতাঃ প্রতিমুহুঃ প্রাপ্তাঃ পরং নিবৃত্তাঃ ।
 কামং তৎপাদপদ্যসুন্দরনখপ্রান্তস্থলদ্রেণুকা-
 ব্রজাব্যগ্রাধিয়ঃ স্ফুরন্তি কিল যে তান্ গোপবর্য্যান্ ভাজে ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ । যাঁহারা ব্রজাঙাতীত প্রচুরতর সুখাতিশয় প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে পরম সুখী বলিয়া মনে করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কোটি ব্রজাঙ অপেক্ষাও প্রেমদ্বারা উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্যসুন্দর নখপ্রান্ত হইতে স্থলিত রেণুকণিকার রক্ষণে সতত ব্যগ্রচিত্ত, আমি সেই গোপশ্রেষ্ঠগণকে ভজন করি ॥ ৪২ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণস্যাতিপ্রিয়ান্ গোপান্ ভোতি—ব্রজাঙেতি । তান্ গোপবর্য্যান্ গোপশ্রেষ্ঠান্ ভাজে । যে ব্রজাঙাং পরং ব্রজাঙাতীতম্ উচ্ছলদতিপ্রচরং সুখভরং সুখাতিশয়ং প্রতি মুহূর্ব্বারংবারং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ পরমতান্তং নিবৃত্তাঃ অতিসুখিনঃ সন্তঃ কামং যথেষ্টং স্ফুরন্তি প্রকাশন্তে । কিন্তুতাঃ তৎকোটিসংখ্যাদপি ব্রজাঙকোটিসংখ্যাদপি প্রেম্ণা কৃষ্ণসুরক্ষিতাঃ । সচাসৌ কোটিসংখ্যাস্চেতি কুণ্ডকুব্জ-বল্লিপাতব্যত্যয়ঃ । পুনঃ কিন্তুতাঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপদ্যস্য যৎ সুন্দরনখপ্রান্তং তস্মাৎ স্থলন্তো যে

এছে মনে করি ঘরে আসি দোনা কৈলা । তাহে তরু লৈয়া রঘুনাথ-আগে আইলা ॥
 নব্যপত্র-দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোসাঞী । এ রহৎ পত্র আজি পাইলা কোন্ তাঁত্রি ॥
 দাস কহে সখীস্থলী গেনু গোচারণে । পাইয়া উত্তমপত্র আনিবু এখানে ॥
 ‘সখীস্থলী’ নাম শুনি ক্রোধে পূর্ণ হৈলা । তরুসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা ॥
 কতক্ষণে স্থির হৈয়া কহে দাসপ্রতি । সে চন্দ্রাবলীর স্থান,—না যাইবা তথি ॥
 ইহা শুনি দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া । জানিলেন সাধকদেহেতে সিদ্ধক্রিয়া ॥”

শ্রীভগবানকে আশ্বাদন করিবার দুইটি দিক্, একটি তত্ত্ব, অপরটি রস । তত্ত্বে শ্রীরাধার কায়ব্যুহ শ্রীরাধার রসমাধুরী-পুষ্টিতর সহায় চন্দ্রাবলী প্রভৃতি বন্দনীয় হইলেও রসরাজ্যে সিদ্ধস্বরূপাবেশে ঈশ্বরীর বিগন্ধা বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ঈর্ষা, দ্বেষাদিই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং ইহাতেই রসের আশ্বাদন সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় ; প্রসঙ্গতঃ ইহাও জানিতে হইবে ।

“সৌভাগ্য, গর্ব্ব, বিভ্রম, গুণাদি বিচিত্র ।

শ্রীরাধার শৃঙ্গাররস-পুষ্টিতর নিমিত্ত ॥

শ্রীকৃষ্ণ সাপল্যভাবে যাঁদের সহিত ।

ক্ষণকাল ক্রীড়া করে সমস্ত উচিত ॥

ভাগ্যবতী চন্দ্রাবলী আদি ব্রজাঙ্গনা ।

তাঁহাদের পাদপদ্য করিয়ে বন্দনা ॥” ৪১ ॥

রেণুকা ধূলয়ন্তেষামাসম্যগ্ যা রক্ষা তত্র ব্যগ্রাশ্চঞ্চলা ধিয়ৌ বুদ্ধয়ো যেষাং তে । সৰ্বাপদোহস্মাকং
রক্ষিতা শ্রীকৃষ্ণোহন্যত্র কুত্রাপি কদাপি ন গচ্ছেৎ কেনোপায়েন সদািব্রৈব তিষ্ঠেদিতি যত্নবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

স্বভামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজের নিখিল গোপশ্রেষ্ঠগণের স্তুতি করিতেছেন ।
যাঁহারা নিত্যপরিবর, আত্মা অপেক্ষাও কোটিগুণপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণকে একান্ত আপনজনরূপে নিজ-নিকটে
পাইয়াছেন । অসুর-মারণাদি শ্রীকৃষ্ণের অসমোক্ষ ঐশ্বর্য দর্শনেও যাঁহাদের নন্দনন্দননিষ্ঠ বুদ্ধি কিছুতেই
শিথিলিত হয় না এবং শ্রীকৃষ্ণে ভাবানুরূপ দুষ্টজ্য অনুরাগও প্রতিনিয়ত বধিতই হইয়া থাকে । তাই শ্রীমৎ
জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“তদেবং পরমমাধুর্য্যাতিশয়ানুভবস্বভাবত্বেন পরমজানীত্বমেব শ্রীগোপালা-
নামঙ্গীকৃতম্ ।………তেষামপি যৎস্বভাবত্বেন সকলপ্রীতিজাতিচূড়ামণিরূপা পরা প্রীতিঃ স্বভাবত
এবোদয়তে । যৎস্বভাবত্বেনৈব চাগন্তকাদন্যজ্ঞানাৎ নাসৌ প্রীতিব্যভিচরতি । প্রত্যুত তদেব তিরস্করোতি ।
তেনান্তরায়প্রায়েণ বদ্ধং তে চ । বিষয়িণাং বিষয়প্রীতিরিব । যতো বিষয়িণাং বিষয়েষু সদোষত্বে শ্রুতে
দৃষ্টেহপি রাগপ্রাপ্তগুণবত্ববুদ্ধিঃ প্রবলা দৃশ্যতে” (প্রীতিসন্দর্ভঃ-১০০ অনুঃ) ।

অর্থাৎ ‘প্রচুররূপে পরম মাধুর্যের অনুভব করাই গোপগণের স্বভাব, এইজন্য তাঁহারা ই পরম
জানী ইহা স্বীকৃত হইতেছে । তাঁহাদের এতাদৃশ স্বভাবহেতু প্রীতিজাতির চূড়ামণিরূপা পরমা প্রীতি
স্বভাবতঃই তাঁহাদের মধ্যে উদিত হয় । আগন্তক অন্যজ্ঞান হইতে তাঁহাদের প্রীতির ব্যভিচার ঘটে না ।
প্রত্যুত সেই স্বভাব অন্যজ্ঞানকে তিরস্কৃতই করিয়া থাকে । বিষয়িগণের বিষয়প্রীতির ন্যায় অন্তরায়
সদৃশ আগন্তক অন্যজ্ঞানদ্বারাও সেই প্রীতি বুদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়া থাকে । যেমন বিষয়িগণ বিষয় সকল
দোষযুক্ত, ইহা শুনিলে এমনকি দেখিলেও অনুরাগহেতু সেই সকলে তাহাদের যে গুণযুক্ত বস্তু বলিয়া বুদ্ধি
জন্মিয়াছিল সেই বুদ্ধিই প্রবল হইয়া থাকে । সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরমমাধুর্য সর্বাধিকরূপে অনুভব করাই
গোপগণের স্বভাব, এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের মহান ঐশ্বর্যানুভবেও তাঁহাদের মাধুর্যানুভব সজ্ঞাত প্রীতির কোন
ব্যতিক্রম ঘটে না । বরং তাহা সমধিক পরিপুষ্টই হইয়া থাকে । নিজজনের অতুলনীয় প্রভাব দর্শনে
যেমন প্রীতিমানের প্রীতি পুষ্টই হয় তদ্রূপ ।’ ব্রজবাসিগণের গোলোক-দর্শনকালে শ্রীশুকমুনি বলিয়াছেন—

“নন্দাদয়স্ত তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনিব্বতাঃ ।

কৃষ্ণং তত্র চন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥” (ভাঃ-১০।২৮।১৭)

“নন্দাদি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে মূর্তিমান্ বেদসমূহ-কর্তৃক সংস্কৃত দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত এবং
পরমানন্দসাগরে ভাসমান হইলেন ।” “তদেবং মাধুর্য্যজ্ঞানসৌব বলবৎসুখময়ত্বে স্থিতে তস্মিংশ্চ
শ্রীগোপানামেব স্বাভাবিকতয়া লব্ধে ব্রহ্মত্বেশ্বরত্বানুভবমতিক্রম্য তেষামেব ভাগ্যেন শ্রীশুকদেবোহপি যুক্তমেব
চমৎকৃতিমবাপ ।” (প্রীতিসন্দর্ভঃ-১০০ অনুঃ) । ‘এইভাবে মাধুর্য্যজ্ঞানেরই বলবৎ সুখময়ত্ব স্থির হওয়ায়
এবং গোপগণের এই মাধুর্য্যজ্ঞান স্বাভাবিক হওয়ায় জানীর ব্রহ্মানুভূতি-জনিত সুখ এবং ঐশ্বর্যজানীভক্তের
ঈশ্বরানুভব-জনিত সুখকে অতিক্রম করিয়া গোপগণের মাধুর্য্যানুভবজনিত সুখাতিশয়ো শ্রীশুকমুনিও যে

প্রাণেভ্যোহ্যাপ্যধিকঃ প্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
 স্নেহাৎ পাদসারোজ-যুগ্মবিগলদম্বলস্য বিন্দাঃ কণম্ ।
 নির্মাণ্যাকুশিখণ্ড-সুন্দর-শিরশ্চ স্ফুটন্তি গোপ্যশ্চিরং
 তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্মঞ্জয়ামি স্ফুটম্ ॥ ৪৩ ॥

চমৎকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে।’ ব্রজার উক্তির অনুবাদ করিয়া শ্রীশ্রীকমুনি বলিয়াছেন—

“অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ।

যন্নিব্বং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রজ সনাতনম্ ॥” (ভাঃ-১০।১৪।৩২)

“অহো ! পূর্ণব্রজসনাতন, অবাণমনসগোচর পরমানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের মিল্ল, সেই ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই ! ভাগ্যের সীমা নাই ॥” তাই শ্রীপাদ বলিয়াছেন—‘পরমানন্দঘন-তত্ত্বকে আপনজনরূপে পাইয়া ব্রজাভ্যাতীত প্রচুরতর সুখাতিশয় লাভে যাঁহারা নিজেকে পরমসুখী বলিয়া মনে করেন।’

আবার বলিয়াছেন—‘শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে কোটি ব্রজাভ্য উপেক্ষাও সমধিক প্রেমদ্বারা উত্তমরূপে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ সুন্দর নখপ্রান্ত হইতে স্ফুলিত রেণুকণিকার রক্ষণে সতত ব্যগ্রচিত্ত হইয়াছেন।’ আমরা বলিয়াছি, ভক্তের প্রেম-শ্রীভগবানের স্বভাবের উদ্গম ঘটায়। ব্রজবাসিগণের যেমন শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ঐশ্বর্যের বিস্মৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম কোমলতা বা মৃদুলতার স্ফুটি হওয়ায় কোটি প্রাণদ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পদনখকান্তিকে নির্মঞ্জয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রক্ষায় সতত ব্যগ্র হইয়া থাকেন, “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্” (গীতা)। এই রীতি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণও কোটি ব্রজাভ্য উপেক্ষাও অধিক প্রেমদ্বারা বা কোটি ব্রজাভ্যাতীত কোন অনন্যসাধারণ একান্ত নিজজনবোধরূপ প্রেমদ্বারা ব্রজবাসি-গোপগণের রক্ষায় সতত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—‘আমি সেই গোপশ্রেষ্ঠগণের ভজন করি।’

“ব্রজাভ্যাতীত প্রচুর সুখ-আস্বাদনে ।

সুখী বলি নিজে যাঁরা ভাবে অনুক্ষণে ॥

অনন্ত ব্রজাভ্য কৃষ্ণ করিয়া উপেক্ষা ।

সমধিক প্রেমে যাঁদের করিতেছে রক্ষা ॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম সুন্দর নখমণি-কোণে ।

স্থলিত যে রেণুকণা তাহার রক্ষণে ॥

ব্যগ্রচিত্ত হইয়া যাঁরা অবস্থান করে ।

নিয়ত ভজনা করি গোপপরিবারে ॥” ৪২ ॥

অনুবাদ । যাঁহারা প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র অপেক্ষাও পরম প্রিয়জ্ঞানে শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ বিগলিত শ্বেদবিন্দুকে পরম স্নেহভরে নির্মঞ্জরী করিয়া থাকেন এবং যাঁহার সুন্দর শিখণ্ড-শোভিত মস্তক চুম্বন করেন, আমি সেই বাৎসল্যবতী গোপীগণের শ্রীচরণরজসমূহ মস্তকদ্বারা নির্মঞ্জরী করি ॥৪৩

টীকা । স্ব স্ব পুত্রাদপি কৃষ্ণস্নেহ-পরবশা গোপীঃ স্তোতি—প্রাণেতি । অহং তাসাং পাদ-রজাংসি সত্বরং যথাস্যাত্তথা স্ফুটং প্রকটং নির্মঞ্জরীয়ামি সুক্লবস্ত্রোণাপসারয়ামি । কাসাং যা গোপ্যা মুকুন্দস্য পাদসরোজ-যুগ্মবিগলদ্ব্যশ্মস্য পাদপদ্মযুগলাৎ পতিত শ্বেদস্য বিন্দোলবস্য কণং পরং কেবলং পুত্রৈঃ কৃত্বা স্নেহান্নির্মঞ্জরী উরুশিখণ্ডসুন্দর শিরোমস্তকং চুম্বন্তি । বরং পুত্রানিষ্টং ভবতু তথাপি বৎস কৃষ্ণচরণদ্ব্যশ্মকণো ন গলত্বিত্তি ভাবঃ । পুত্রৈঃ কিন্তুিতৈঃ প্রাণেভ্যোহপ্যধিক প্রিয়ৈঃ । উরুণা সুন্দরেণ শিখণ্ডেন ময়ুরপিঞ্জরেন সুন্দরঞ্চ তৎ শিরশ্চেতি তত্থা ॥ ৪৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীপাদ বাৎসল্যভাববতী পরম সৌভাগ্যশালিনী গোপীগণের স্তব করিতেছেন । যাঁহারা প্রাণাধিক প্রিয় নিজ নিজ সন্তান অপেক্ষাও শ্রীযশোদানন্দনে সমধিক বাৎসল্য-প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রেম প্রাণাধিক প্রিয় নিজপুত্র অপেক্ষাও যে অধিকতর প্রিয়রূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিনিয়া রাখিয়াছে, বৃদ্ধমোহনলীলায় এই সত্যের পরীক্ষা হইয়া গেল । যখন বৃদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের গো-বৎস, গোপবালক হরণ করিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ নিজে অসংখ্য গো-বৎস ও গোপবালকের রূপ ধারণপূর্বক গোপাবাসে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণের কষিতকাঞ্চনের ন্যায় বিস্তৃত শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠপ্রেম নিজ নিজ সন্তানরূপধারী শ্রীকৃষ্ণেই প্রকাশ পাইয়াছিল । শ্রীপাদ শুকমুনি বর্ণনা করিয়াছেন—

“তন্মাতরো বেণুরবত্বরোথিতা উথাপ্য দোভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্ ।

স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং মত্বা পরং বৃদ্ধ সুতানপায়স্বন ॥

ততো নৃপোন্নদনমজ্জলেপনা-লঙ্কাররক্ষাতিলাকাশনাদিভিঃ ।

সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্ সাগং গতৌ যামযমেন মাধবঃ ॥”

(ভাঃ-১০।১৩।২২ ও ২৩)

তাৎপর্য এই যে, “প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে যখন গোচারণ হইতে গৃহে আগমন করেন, তখন সখাগণের জননী বাৎসল্যবতী গোপীগণ শৃঙ্গাবেণুর রব শ্রবণমাত্রে গৃহকার্য পরিত্যাগপূর্বক বহিরঙ্গনে আসিয়া সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাদের পথপানে চাহিয়া থাকেন । তাঁহাদের দর্শনমাত্রে মাতৃগণ ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষে ধরিয়া তাঁহার মস্তক-আঘ্রাণ ও মুখচুম্বনাদি করেন, নয়ননীরে ও স্তনক্ষীরে তাঁহাদের বক্ষবসন সিক্ত হয় । তারপর মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহারা আপনাপন সন্তানগণকে লইয়া আনন্দমনে গৃহে গমন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় রজনী যাপন করেন । তাঁহাদের মনে হয়, কৃষ্ণ যদি তাঁহাদের সন্তান হইত ; তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে লালন-পালনাদি করিয়া কতই

না ধন্য হইতে পারিতেন। তাঁহাদের মনোবাসনা-পূতির নিমিত্ত বৃক্ষমোহন-লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যখন অসংখ্য গোপবালকের রূপ ধারণ করিয়া গৃহে আগমন করিলেন, সেদিনও বাৎসল্যবতী গোপীগণ বেণুরব শ্রবণ করিয়া প্রতিদিনের ন্যায় বহিরঙ্গনে ছুটিয়া আসিলেন, কিন্তু ব্যতিক্রম এই যে, প্রতিদিন যেমন তাঁহারা দ্রুতবেগে ছুটিয়া গিয়া বাহ প্রসারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করেন, আজ কিন্তু নিজ নিজ পুত্রকেই কোলে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং পুত্ররূপধারী সেই পরব্রহ্মকে অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও আসবের ন্যায় মাদক স্নেহক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাইলেন। অতঃপর তাহাদের গৃহে আনিয়া সুগন্ধি-তৈলাভ্যঞ্জন করাইয়া স্নান করাইলেন, অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিলেন, বিচিত্র বসন-ভূষণাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিলেন, রক্ষাতিলক ধারণ করাইয়া ভোজন করাইলেন এবং তাহাদিগকে বক্ষে লইয়া শয্যায় শয়ন করত লালন করিতে করিতে তাহাদের নিকট গোষ্ঠবার্তা-শ্রবণে পরমানন্দসাগরে ডুবিয়া গেলেন। এইভাবে নিজ নিজ প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের প্রেম চিনিয়া লইয়াছিল ও এক বৎসর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবে পাইয়াছিলেন। শ্রীপাদ বলিলেন—‘তাঁহারা শ্রীমুকুন্দের পদারবিন্দ-বিগলিত স্বৈদবিন্দুরূপ মকরন্দ-কণাকে পরম স্নেহভরে নির্মল্লেখন করিয়া থাকেন অর্থাৎ নিছিয়া-মুছিয়া নেন এবং সুন্দর শিখণ্ড-শোভিত মস্তক চুষন করেন।’ এইগুলি বৎসলরসের অনুভাব।” শ্রীকপপাদ লিখিয়াছেন—

“অনুভাবাঃ শিরোম্বাণং করোণাঙ্গাভিমাঙ্জ'নম্।

আশীর্বাদো নিদেশশ্চ লালনং প্রতিপালনম্ ॥

হিতোপদেশদানাদ্যা বৎসলে পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

.....

চুষ্মাশ্লেষো তথাহ্বানং নামগ্রহণপূর্বকম্।

উপালম্বাদয়শ্চাত্র মিত্রেঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ-৩৮৪৮১ ও ৪৪)

“মস্তকাস্রাণ, হস্তদ্বারা অঙ্গমার্জন, আশীর্বাদ, আঙ্কাকরণ, স্পর্শনাদি লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশ-দানাদি বৎসলরসের অনুভাব বলিয়া কীৰ্ত্তিত। চুষন, আলিঙ্গন, নামগ্রহণপূর্বক আহ্বান ও তিরস্কারাদি মিত্র ও বৎসলরসের সাধারণ ক্রিয়া।” শ্রীপাদ বলিলেন—‘বাৎসল্যবতী গোপীগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণের আলাই-বালাই নিছিয়া-মুছিয়া নেন, তদ্রূপ আমিও মস্তকদ্বারা সেই বাৎসল্যবতী গোপীগণের শ্রীচরণরেণুসমূহ নিছিয়া-মুছিয়া নিই।’

“প্রাণাধিক পুত্রাপেক্ষা অধিক স্নেহেতে।

প্রিয়জ্ঞান যাঁহাদের সেই মুকুন্দেরে ॥

পাদপদ্ম-বিগলিত স্বর্মবিন্দুচক্ষু।

অতি সুক্লবস্তদ্বারা মাঙ্জ'না করয় ॥

ইন্দ্রনীল-খুররাজিতাঃ পরং স্বর্ণবদ্ধবরশৃঙ্গরাজিতাঃ ।
 পাণ্ডুগণ্ড-গিরিগর্ভখণ্ডিকাঃ পাস্ত নঃ সপদি কৃষ্ণধেনবঃ ॥ ৪৪ ॥
 যাসাং পালন-দোহনোৎসবরতঃ সার্কং বয়স্যোৎকরৈঃ
 কামং রামবিরাজিতঃ প্রতিদিনং তৎপাদরেণুজ্জলম্ ।
 প্রীত্যা স্ফীতবনোরু-পর্বতনদীকচ্ছষু বদ্ধস্পৃহা
 গোষ্ঠাখণ্ডলনন্দনো বিহরতে তাঃ সৌরভেয়ীর্ভাজ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ । যাঁহাদের ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় নীলবর্ণ খুররাজি অতি সুশোভিত, যাঁহারা স্বর্ণ-
 জড়িত শৃঙ্গদ্বারা রঞ্জিত,(বর্ণ ও আকৃতিতে) যাঁহারা পাণ্ডুরবর্ণ, গণ্ড গিরি-সমূহের গর্ভকে খর্ব করিতেছেন—
 সেই শ্রীকৃষ্ণ-ধেনুগণ আমাদের শীঘ্র রক্ষা করুন ।

ব্রজেন্দ্রনন্দন, বলদেব ও শ্রীদামাদি বয়স্যগণে মিলিত হইয়া প্রতিদিন যাঁহাদের পালন ও
 দোহনোৎসবে নিরত থাকেন, যাঁহাদের খুরোখিত ধূলিপটলে বিভূষিত হইয়া প্রীতিভরে (যাঁহাদের
 চারণহেতু) নিবিড় অরণ্য, পর্বত ও নদীকক্ষে সতৃষ্ণ হইয়া বিহার করেন—সেই সুরভী-নন্দিনী
 ধেনুগণকে ভজন করি ॥ ৪৪-৪৫ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণপাল্যা ধেনুঃ স্তৌতি—ইন্দ্রেতি । কৃষ্ণধেনবঃ সপদি প্রার্থনাক্ষণাদেব নোহস্মান্
 পাস্ত রক্ষন্ত । কিন্তুতাঃ ইন্দ্রনীলেন মণিবিশেষেণ খচিতা য়ে খুরাস্তৈরাজিতাঃ দীপ্তাঃ । পুনঃ কিন্তুতাঃ
 পরং কেবলেন ধাত্তন্তুরামিশ্রিতেন শুদ্ধেনেত্যর্থঃ । স্বর্ণেন বদ্ধানি যানি বরশৃঙ্গানি তৈরাজিতাঃ শোভিতাঃ ।
 পুনঃ কিন্তুতাঃ পাণ্ডুবর্ণা য়ে গণ্ডগিরয়ঃ ক্ষুদ্রপর্বতাশ্চেষাং যো গর্ভস্তস্য খণ্ডিকাঃ ক্ষুদ্রকারিকাঃ ।

অদুগ্ধদোহাং নবপ্রসূতিকাং স্তুত্বা দোহবতীর্ণাঃ স্তৌতি—যাসামিতি । তাঃ সৌরভেয়ীঃ সুরভী-
 কন্যাঃ অতিদুগ্ধবতীরিত্যর্থঃ ভজে সেবে । তাঃ কাঃ গোষ্ঠাখণ্ডলনন্দনো ব্রজেন্দ্রনন্দনঃ যাসাং পালন-
 দোহনোৎসবরতঃ সন্ প্রতিদিনং বয়স্যোৎকরৈঃ শ্রীদামাদি বয়স্যসমূহৈঃ সহ স্ফীতবনোরু-পর্বতনদী-
 কচ্ছষু বিহরতে ইত্যন্বয়ঃ । পালনঞ্চ দোহনঞ্চ তাত্যাং য উৎসব আনন্দস্তত্র রত আসক্ত ইত্যর্থঃ,
 স্ফীতং নিবিড়ং যদ্বনং তচ্চ উরুর্মহান্ যঃ পর্বতঃ স চ নদীনাং যানি কচ্ছানি সমীপস্থানানি তেষু
 ইত্যর্থঃ । পুনঃ কিন্তুতাঃ তৎপাদরেণুজ্জলঃ তাসাং সৌরভেয়ীগাং য়ে পাদরেণবস্তৈরুজ্জলঃ । অন্যৎ
 সুগমম্ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

শিখণ্ড-শোভিত মস্তক করিয়া চুম্বন ।

আনন্দ-সমুদ্রমাঝে হ'তেছে মগন ॥

সেই সব গোপিকার পাদপদ্ম-ধূলি ।

মাজ্জনাতে করি যেন নিত্য স্নানকেলি ॥” ৪৬ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পরিকর ধেনুগণের শ্রব করিতেছেন । যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-রজকণা প্রাপ্তি নিখিল সাধনার চরম-সাধ্য বলিয়া বেদ-শাস্ত্রাদি নিরন্তর প্রতিপাদন করিতেছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন যাঁহাদের বনে বনে চারণ করিয়া বেড়ান, যাঁহাদের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া মুরলীনাদাদি করেন, সোহাগভরে যাঁহাদের অঙ্গমার্জনা দি করেন, যাঁহাদের খুরোখিত ধুলিতে ধুসরিতাঙ্গ হইয়া পরম রমণীয় শোভা ধারণ করেন—তাঁহাদের সৌভাগ্যের কথা কে বর্ণনা করিতে পারে ? গোপাল বনে না গেলে ধেনুগণ বনে যায় না, অন্য রাখালগণকে ধেনুরক্ষায় নিয়োজিত করিলে শ্রীকৃষ্ণবিহনে গাভীগণ হঙ্কার করিয়া পুনরায় গোশালায় ফিরিয়া আসে । শ্রীকৃষ্ণ বনগমনে উদ্যত হইলে মা যশোমতী বিরহ-ব্যাকুলপ্রাণে রোদন করিতে করিতে বলেন—“ওরে মোর জীবন দুলালিয়া ! কিবা ঘরে নাহি ধন, কেন বা যাইবে বন, রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ॥” (পদকল্পতরু) কৃষ্ণ বলেন—“মা ! তোমার গোধন আমি না গেলে যে বনে যায় না মা’, মা যশোমতী ইহার কোন প্রতিকার দেখিতে পান না, তাই প্রাণ-প্রতিম সন্তানকে বিদায় দেন গোচারণে । গোধনের প্রেমমাধুর্যে বশীভূত হইয়া গোকুলমণি গোধন-রক্ষার বনে গমন করেন । “সুরভীরাতিপালয়ন্তুম্” (বৃক্ষসংহিতা) “অভিসর্বতোভাবেন বননয়ন-চারণগোস্থানানয়ন সন্তালন-প্রকারেণ ‘পালয়ন্তুম্’ সম্বেহং রক্ষন্তুম্” (টীকা-শ্রীজীব) । “যিনি শ্রীহৃন্দাবনে ধেনুগণকে সর্বতোভাবে পালন করিতেছেন, অর্থাৎ বনে আনয়ন, চারণ, গোশালায় আনয়ন, সন্তালনাদি প্রকারে পালন করিতেছেন ।” বৃক্ষসংহিতা আরও বলিলেন—“স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ শ্রবতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহান্” । অর্থাৎ ‘গাভীগণের স্বতঃ প্রাবিত মহান্ স্তন্যধারায় হৃন্দাবন আগ্রাবিত হইয়া থাকে ।’ শ্রীজীব এই অংশের টীকায় লিখিয়াছেন—“সুরভীভ্যশ্চ শ্রবতীতি তদীয় বংশীধ্বন্যাদ্যাবেশাদিতি ভাবঃ” অর্থাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণাবেশে বাৎসল্যভাবে গাভীকুলের এত দুগ্ধধারা প্রাবিত হইয়া থাকে ।’ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে গাভীকুলের প্রেমাবেশ শ্রীশুকমুনিও বর্ণনা করিয়াছেন, “পাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযুষমুত্তীর্ণকর্ণপুটেঃ পিবন্ত্যঃ” (ভাঃ-১০।২১।১৩) । “গাভীগণ শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নির্গত বেণুনাদামৃত উর্ধ্বরূপে স্থাপিত কর্ণরূপ পানপাত্রদ্বারা আশ্বাদন করিয়া থাকে ।” সখাগণসহ শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠকুড়ায় মগ্ন হইলে ও গাভীকুল স্বচ্ছন্দে হৃন্দাবনের বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রে চরিতে চরিতে দূর দূরান্তরে গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীনাদেই সব একত্রিত হইয়া থাকে ।

“আজু বনে আনন্দ-বাধাই ।

পাতিয়া বিনোদ খেলা,

রাখাল হইলা ভোলা,

দূর বনে গেল সব গাই ॥

ধেনু না দেখিয়া বনে,

শুকিত রাখালগণে,

শ্রীদাম সুদাম আদি সতে ।

কানাই কহিছে-ভাই,

খেলা ভাঙ্গা যাবে নাই,

আনিব গোধন বেণু-রবে ॥

সব ধেনু-নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া,
ডাকিয়া পুরিল উচ্চ স্বরে ।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু বৎস সব,
পুচ্ছ ফেলি' পিঠের উপরে ॥
ধেনু সব সারি সারি, হাঙ্গা হাঙ্গা রব করি',
দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে ।
দুগ্ধ স্রবি' পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে,
স্নেহে গাভী শ্যাম-অঙ্গ চাটে ॥
দেখি' সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন,
কানুরে করিল আলিঙ্গন ।
প্রেমদাস কহে বাণী— কানাইর মুরলী শুনি',
পশু-পাখী পাইল চेतন ॥” (পদকল্পতরু)

“অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে,” (চৈঃ চঃ) । ইহারা সকলেই কামধেনু, সাধারণ গাভী নহেন । তাই শ্রীপাদ ইহাদের সৌন্দর্য বর্ণনা করিয়াছেন—“ইহাদের খুররাজি ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় মীলবর্ণ, শৃঙ্গ সুবর্ণ-জড়িত, বর্ণ ও আকৃতিতে ইহারা পাণ্ডুরবর্ণ ক্ষুদ্র পর্বতের শোভাকেও জয় করেন, এই শ্রীকৃষ্ণধেনুগণ আমাদের শীঘ্র রক্ষা করুন, অর্থাৎ শীঘ্র প্রেমদানে আমাদের সংসারভয় নাশ করত রক্ষা করুন ।” শ্রীপাদের সাধকাবেশের উক্তি । রাজের বাৎসল্যবতী গোপীগণের ন্যায়ই গাভীকুলের শ্রীকৃষ্ণে বাৎসল্যভাব । তাই তাঁহারা বিশ্বকে প্রেমদানে ধন্য করিতে পারেন । ব্রহ্মমোহন-লীলায় ব্রজা গোবৎস গোপবালক অপহরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন নিজেই গো-বৎস ও গোপবালকের রূপ ধারণপূর্বক গোপাবাসে প্রবেশ করিলেন, তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণের ন্যায়ই গাভীকুলের স্বীয় বৎসরূপধারী শ্রীকৃষ্ণে অতুলনীয় বাৎসল্যপ্রেমের প্রকাশ হইয়াছিল—

“গাবন্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং হঙ্কারঘোষৈঃ পরিহৃতসজতান্ ।

শ্বকান্ শ্বকান্ বৎসতরানপায়নন্ মুছলিহন্ত্যঃ শ্রবদৌধসং পয়ঃ ॥”

(ভাঃ-১০।১৩।২৪)

“অনন্তর সায়াংকালে গোগণ বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোশালায় প্রবেশ করিলে তাঁহাদের মৃদু-গভীর হাঙ্গারব শ্রবণে নিকটে সমাগত বৎসতরগণের অঙ্গলেহন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে তাঁহারা স্নেহক্লরিত দুগ্ধপান করাইতে লাগিল ।” শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজবাসি-পার্শ্বদগণের ন্যায়ই গাভীগণেরও শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমনাদি নিমিত্ত বিষয়দে প্রবেশাদি দুঃসাহসিক লীলাদর্শনে মুহ্যমান হওয়ার কথা বর্ণিত আছে । “গাবো রুশা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ । কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদত্য ইব

মণিখচিত-সুবর্ণ-শ্লিষ্ট-শৃঙ্গদ্বয়-শ্রী-
 রসিতমণি-মনোজ্জ্যোতিরুদ্যৎখুরাঢ্যঃ ।
 স্মুরদকৃণিমগুচ্ছান্দোল-বিদ্যোতিকঠঃ
 স জয়তি বকশত্রোঃ পদ্মগন্ধঃ ককুদ্বী ॥ ৪৬ ॥

মৃদুতবতৃণমল্লং সম্পৃহং বক্তৃমাধ্য
 ক্ষিপতি পরমযত্নাদল্ল-কণ্ডু গাত্রে ।
 প্রথয়তি মুরবৈবরী হস্ত যদ্বৎসকানাং
 সপদি কিল দিদৃক্ষে তত্তদাটীকনানি ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ । মণিখচিত সুবর্ণ-জড়িত বলিয়া যাঁহার শৃঙ্গদ্বয় অতি সুশোভন, নীলকান্তমণির

তস্থিরে ॥” (ভাঃ-১০।১৬।১১) । অর্থাৎ ‘কালীয়-হৃদবতি গো, বশ ও গোবৎসগণ দুঃখভরে ঘন ঘন আর্তনাদ করিতে লাগিল এবং একদৃষ্টে শ্রীকৃষ্ণের বদনপানে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল ॥’ আবার ব্রজবাসিগণের ন্যায় গাভীগণও আপদ, বিপদে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হইয়া থাকে—

“তমাপতন্তং পরিতো দাবাগ্নিং গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ ।

উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না যথা হরিং মৃত্যুভয়াদিতা জনাঃ ॥” (ভাঃ-১০।১৯।৮)

“চতুর্দিক্ হইতে দ্রুতবেগে নিকটাগত দাবানল দর্শনে গোগণ এবং গোপগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল এবং মৃত্যুভয়াকুল জীবগণ যেমন শ্রীহরিচরণে শরণাপন্ন হয়, সেইরূপ তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের শরণাপন্ন হইল ।” এইরূপ নানাবিষয়ে ব্রজের গো-গণের শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় । তাই প্রেমবশ্য শ্রীভগবান্, বলদেব ও বয়স্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের পালন ও দোহনোৎসবে নিরত থাকেন এবং তাহাদের খুরোখিত ধূলিসমূহে বিভূষিতাঙ্গ হইয়া প্রীতিভরে গভীর অরণ্যে, পর্বতে, নদীতীরে পরমানন্দে পরিভ্রমণ করেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পালিত ধেনুগণকে আমি ভজন করি ।’

“ইন্দ্রনীলমণি-তুল্য খুর কৃষ্ণবর্ণ । রঞ্জিত শৃঙ্গ যাঁদের জড়িত সুবর্ণ ॥

গুহ্রবর্ণ দেহ যাঁদের অতীব উজ্জ্বল । গন্ত-গিরি গর্বজিনি করে ঝলমল ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই সব প্রিয় ধেনুগণ । এ প্রার্থনা রক্ষা করুন মোরে সর্বক্ষণ ॥ ৪৪ ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন নিত্য বলদেব-সঙ্গে । শ্রীদামাদি বয়স্যগণ সঙ্গে অতিরঙ্গে ॥

পালন-দোহন করে যাঁহাদের নিত্য । এই ত উৎসব মনে শ্রীকৃষ্ণের কৃত্য ॥

যাঁদের পদরেণুতে উজ্জ্বল কলেবরে । বন-পর্বতে বিহরে প্রীতি-সহকারে ॥

সুরভিনন্দিনী সেই যত ধেনুগণ । নিত্য নব-স্তাবে ভজি এই মোর মন ॥” ৪৫ ॥

মনোজ্ঞদ্যুতির ন্যায় যাঁহার খুরের শোভা অতীব রমণীয়, অরুণবর্ণ উজ্জ্বল হারযষ্টি যাঁহার গলে আন্দোলিত হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই পদ্মগন্ধ বৃষভের জয় হউক ।

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিভরে যাঁহাদের মুখমধ্যে নবীন কোমল তৃণ যন্ত্রের সহিত অল্প অল্প করিয়া অর্পণ করেন ও যাঁহাদের গাত্র-কণ্ঠয়ন করেন, আমি সেই বৎসগণের উল্লক্ষণগতি দেখিতে বাসনা করি ॥ ৪৬-৪৭ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণ-বৃষভং শ্লোতি—মণীতি । বকশত্রোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদ্মগন্ধ এতন্নামা ককুদ্রী বৃষভো জয়তি সর্বোৎকর্ষণে বর্ততে । তথা চ কাব্যপ্রকাশঃ জয়তি যত্রাকর্মকঃ সর্বোৎকর্ষ-বচন ইতি অতন্তস্য সর্বোৎকর্ষত্বেন সর্বান্তঃপাতিনো মম নিকৃষ্টত্বেন তং প্রতি প্রণতিব্যাজ্যতে স্বাপকর্ষানুকূল-ব্যাপারবিশেষো নমস্কার ইতি নমস্কার-লক্ষণাৎ । স কিস্তুতঃ মণিনা খচিতং মিশ্রিতং যৎ সুবর্ণং তেন শ্লিষ্টং যুক্তং যৎ শৃঙ্গদ্বয়ং তেন শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ । পুনঃ কিস্তুতঃ অসিতমণেরিন্দ্রনীলমণের্যা মনোজ্ঞা মনোহরা জ্যোতিস্তয়া উদ্যন্তঃ প্রকাশমানা যে খুরাশ্চুরাঢ্যঃ তদ্বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ । পুনঃ কিস্তুতঃ স্ফুরন্ শোভমানো যে মণিগুচ্ছ এতদ্রূপেণ প্রসিদ্ধো যো হারবিশেষস্তস্য য আন্দোলো দোলনং তেন বিদ্যোতী প্রকাশবিশিষ্টঃ কণ্ঠো যস্য সঃ । ‘স্যাৎগুচ্ছ স্তবকে স্তম্বে হার ভেদ কলাপয়োরি’তি মেদিনী । বিষাদে বিস্ময়ে হর্ষে পুনরুক্তং ন দুশ্যতীতি দিশা । সহর্ষকবেরসো্যন্তৌ মণিমণীতি পদদ্বয়ং ন দুষ্টম্ ।

সকৌতুকং কৃষ্ণপাল্যান্ গোবৎসান্ শ্লোতি—মৃদ্বিতি । তন্তেষাং বৎসানাং ততানি অনুভূতানি আতীকনানি প্লুতগমনানি দিদ্ক্ষে দ্রষ্টুমিচ্ছামি । কেষাং হন্ত ভো মুরবৈরী শ্রীকৃষ্ণো যৎ যেষাং বৎস-কানাং বস্ত্রমধ্যে অল্পং মৃদু কোমলং নবতৃণং শস্পং সম্পৃহং যথাস্যান্তথা পরমযত্নাৎ ক্ষিপতি দদাতি এবং যেষাং গাত্রে অল্প কণ্ডুন্ অঙ্গুল্যগ্ৰেণ সুখপ্রতিপাদক-স্পর্শনং প্রথয়তি বিস্তারয়তি । অল্প যত্নাদিতি পদদ্বয়মব্যয়ং যে চ তে বৎসকাস্চেতি তে চ তে চেতি তন্তেষামাটীকনানীতি চ সমাসে কৃতে কর্মধারয় তৎপুরুষয়োরুত্তরপদার্থপ্রধানত্বেন যত্নদোরপ্রাধান্যেন সমাসগতাবিশৃষ্টবিধেয়াংশদোষত্বাপাতাৎ ॥ ৪৬-৪৭

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-পালিত পদ্মগন্ধ নামক বৃষ ও গোবৎসগণের স্তব করিতেছেন । “পদ্মগন্ধ-পিশঙ্গাক্ষৌ বলীবর্দাবতিপ্রিয়ৌ” (দীপিকা) । ‘পদ্মগন্ধ’ ও ‘পিশঙ্গাক্ষ’ এই দুইটি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয় বলীবর্দ । বৃষ ও গোবৎসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রীতি এবং তাহাদেরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি স্বাভাবিক ; যাহা শ্রীকৃষ্ণের রিঙ্গ (হামাগুড়ি) লীলাতেই শ্রীশুকমুনি বর্ণনা করিয়াছেন । “শৃঙ্গাগ্নিদংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ” (ভাঃ-১০।৮।২৫) । ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত—শ্রীরাম-কৃষ্ণ শ্রীনন্দপ্রাঙ্গণে হামাগুড়ি দিতে দিতে তথায় কোন বৃষাদি দেখিলে দ্রুতবেগে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হন । শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভুবনমোহন মূর্তি দর্শনে বৃষগুলি পরমানন্দে মস্তক অবনত করিয়া ধীতে ধীরে মস্তক-সঞ্চালন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যে যেন মগ্ন হইয়া যায় । শ্রীকৃষ্ণও দুই

হস্তে রশ্মির দুইটি শূল ধরিয়া দণ্ডায়মান হন। কখনো বা “প্রগৃহীতপুচ্ছেঃ বৎসৈরিতন্ত উত্তাবনুক্ৰম্যমাণৌ” (ভাঃ-১০।৮।২৪)। রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই গো-বৎসের পুচ্ছ দেখিয়া বলপূর্বক পুচ্ছ-ধারণ করেন। গো-বৎসগণ পুচ্ছধারণে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়; রামকৃষ্ণ তাহাতে তাহাদের পুচ্ছ পরিত্যাগ না করিয়া বলপূর্বক পুচ্ছ আকর্ষণ করেন। তাহাতে গো-বৎস পলায়ন করে, তাহারা গো-বৎসের পুচ্ছ ধরিয়া নন্দের প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি যান। তখন বাৎসল্যবতী গোপীগণ ছুটিয়া গিয়া তাহাদের হাত ছাড়াইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি তাহাদের কোলে করেন এবং অঙ্গ বাড়িয়া চুম্বন করেন। তাহারা আবার গো-বৎসের দিকে যাইতে হাত বাড়ান। শ্রীনিবাসমহারাজ তাহারা সন্তানের গো-প্রীতি দর্শনেই শীঘ্র তাহাকে গো-বৎস-চারণে নিযুক্ত করেন।

আমরা গাভীগণের শ্রীকৃষ্ণবেগুর রসাস্বাদনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, ভাগবতে সেইখানেই বৎসগণেরও কৃষ্ণের বেণুমাধুর্যে অপূর্ব ভাবাবেশ বর্ণিত রহিয়াছে—“শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থুর্গোবিন্দমাঅনি দৃশ্যশ্চকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ” (ভাঃ-১০।২৮।১৩)। বৎসগুলিকে দেখিলেই ধেনুগণের দুগ্ধধারা ঝরিয়া পড়ে, বৎসগুলি যখন সেই দুগ্ধপানে উদ্যত হয়, অমনি শ্রীকৃষ্ণের বেণু বাজে। বেণুশ্রবণে বৎসগণের মুখের দুগ্ধ মুখেই থাকিয়া যায়। না পারে গিলিয়া খাইতে, না পারে ফেলিয়া দিতে। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন বিকল হইয়া যায়। নীরব নিস্পন্দ তাহাদের মূর্তি। তাহাদের দেখিয়া মনে হয়, তাহারা যেন সেই শ্যামল সরস কান্তিটির স্পর্শ পাইয়াছে। নতুবা অবশ হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিবে কেন? নগ্ননে অশ্রুধারাই বা ঝরিবে কেন?

শ্রীপাদ পদ্মগন্ধ রশ্মির মনোহর শোভা বর্ণনা করিতেছেন—‘যাহার শূলদ্বয় সুবর্ণ জড়িত, সুবর্ণের মধ্যে মধ্যে স্নিগ্ধচিত্ত রহিয়াছে। নীলকান্তমণির ছটার ন্যায় যাহার খুরের দ্যুতি। যাহার গলে অরুণবর্ণ মনোহর হার শোভা পাইতেছে—‘সেই পদ্মগন্ধ রশ্মির জয় হউক।’ ‘জয়’ শব্দে পদ্মগন্ধ রশ্মি সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করুন, কিম্বা নমস্কারার্থে ‘জয়’ শব্দ—সেই রশ্মিকে শ্রীপাদ প্রণাম করিতেছেন।

গো-বৎসের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির কথা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীগোপাল পরম প্রীতিভরে যাহাদের মুখমধ্যে নবীন কোমল তৃণ সমস্তে ধীরে ধীরে অর্পণ করত তাহাদের তৃণ-ভক্ষণ করান এবং গাত্রকণ্ডুয়ন করেন। সেই আনন্দধনমুরতির পরশ পাইয়া গো-বৎসগুলি পরমানন্দে প্লুত-গতিতে উল্লস্কন করিতে থাকে। শ্রীপাদ তাহাদের উল্লস্কন দেখিতে অভিলাষ করেন। ইহার রসময় ব্যঞ্জনা এই যে, শ্রীরাধার সন্দেশবাহিনী দূতীরূপে শ্রীপাদ বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে গমন করিবেন। গো-বৎসদের উল্লস্কন-গতি দর্শনে তাহার মনে তথায় গোবিন্দের স্থিতির স্পষ্ট অনুভব জাগিবে। গোবিন্দের নিকট শ্রীমতীর সন্দেশবার্তা জ্ঞাপন করিয়া তাহার নিকট হইতে মিলনকুঞ্জের সংবাদ শ্রীমতীকে দিয়া কৌশলে শ্রীযুগলের মিলন-সম্পাদন করাইবেন। তৎকালে গো-বৎসগণের উল্লস্কন-গতিই যেন যুগল-মিলন-কার্যের অগ্রদূতরূপে তাহার নিকট অনুভব হইবে।

নক্তান্দিবং মুররিপোরধরামৃতং যা
 স্ফীতা পিবত্যলম্বাধমহো স্মভাগ্যা ।
 শ্রীরাধিকা-প্রথিতমানমপীহ দিব্য-
 নাদৈরোধো নয়তি তাং মুরলীং নমামি ॥ ৪৮ ॥
 দূতীভির্বহ্ণচাটুভিঃ সখিকুলেনালং বাচোভঙ্গিভিঃ
 পাদান্তে পতনৈব্রজৈস্তনয়েনাপি ক্রুধালীগণৈঃ ।
 রাধায়াঃ সখি শক্যতে দবয়িতুং যো নৈব মানো যয়া
 ফুৎকৃত্যৈব নিরস্যতে সুকৃতিনীং বংশীং সখীং তাং নুমঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ । অহো ! অহনিগি অবাধে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পান করিয়া যিনি নিরতিশয়
 পরিপুষ্ট হইতেছেন, যিনি সুমধুর ধ্বনিদ্বারা শ্রীরাধার উৎকট মানকেও অগনয়ন করিতেছেন, সেই পরম
 সৌভাগ্যশালিনী **মুরলী**কে আমি নিয়ত প্রণাম করি ।

বৃন্দাদি দূতীগণ বিবিধ চাটুবাঁক্যদ্বারা, মধুমঙ্গলাদি সখীগণ বহুবিধ বাগ্ভঙ্গীদ্বারা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও
 শ্রীচরণপ্রান্তে পতনাদিদ্বারা এমন কি সখীগণ বিবিধ বিভীষিকাময় বাক্যের দ্বারাও যাহার প্রশমনে সমর্থ
 হন না, শ্রীরাধার সেই দুর্জয়মান যাহার ফুৎকারমাত্রেই অপসারিত হইয়া থাকে, সেই পরম সৌভাগ্যবতী
 বংশী সখীকে আমি নিয়ত স্তব করি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

টীকা । তদন্তরঙ্গলীলা-সাহায্যকারিণীং মুরলীং স্তোতি—নক্তমিতি । তাং মুরলীং নমামি ।
 যা রাত্রিন্দিবং মুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাধরামৃতমলমতিশয়ম্ অবাধমন্যৈরনিবারিতং যথাস্যান্তথা পিবাতি ।
 অতএব স্ফীতা পুষ্টা । কিন্তুতা সুভাগ্যা শোভনং ভাগ্যং বস্যাঃ । অহো ইতি সজাতীয় সম্বোধনম্ ।
 সৌভাগ্যং ব্যনক্তি ইহ ব্রজে নাদৈর্ধ্বনিভি রাধিকায়ঃ প্রথিতমনিবার্যমপি মানম্ অধো নয়তি প্রণায়তি ।
 শ্রীকৃষ্ণাসাধ্যস্য নাদমাত্রেন দূরীকরণাৎ সৌভাগ্যবত্বমিতি ভাবঃ ।

মুরল্যবান্তরভেদং বংশীং স্তোতি—দূতীতি । তাং বংশীং সখীকার্যকারিণীত্বাৎ সখীং নুমন্তমঃ ।
 কিন্তুতাং সুকৃতিনীং প্রসংশিতপুণ্যবতীম্ । সুকৃতিনীত্বমেবাহ যয়া বংশ্যা রাধায়াঃ স মানঃ ফুৎকৃত্যা
 ফুৎকারেণৈব নিরস্যতে ত্যাজ্যতে । স কিং প্রকারস্তত্রাহ—দূতীভির্বৃন্দাদিভির্বহ্ণ-চাটুভিনানাপ্রকার-

“মণিখচিত স্বর্ণে যার শৃঙ্গদ্বয় । সুশোভিত হইয়াছে মহোজ্জ্বলময় ॥

নীলকান্তমণিতে যার খুর চতুষ্টয় । মনোহর কান্তিছটায় রমণীয় হয় ॥

অরুণিম উজ্জ্বল হার যার কর্ণে দোলে । পদ্মগন্ধ য্বের জয় বলি বাহ তুলে ॥ ৪৬ ॥

গোবিন্দ যাদের মুখে মৃদু নব-তৃণ । প্রীতে অল্প অল্প করি করেন অর্পণ ॥

সযত্নে যাদের গান্ন কণ্ডুয়ন করে । গো-বৎসগণের ভাগ্য কে বলিতে পারে ?

সেই সব গো-বৎসের উল্লম্ফন-গতি । দেখিতে আমার সাধ হয় নিতি নিতি ॥” ৪৭ ॥

প্রিয়োক্তিভিরেবং সখিকুলেন মধুমঙ্গলাদিনা কল্পা বচোভঙ্গীতিহাস্যকারিভিঃ করণৈরেবং ব্রজেন্দ্রতনয়েন কল্পা পাদান্তে পতনৈঃ করণৈঃ পতন-বাহুল্যেন বহুত্বম্ । এবমালিগণৈঃ সখীসমূহৈঃ কতুভিঃ ক্লুধা বিভীষিকাবাক্যেন যো দবয়িতুং দূরীকর্তুং ন শক্যত ইতি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । অতঃপর দুইটি শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণের মুরলী ও বংশীকে স্তব করিতেছেন । “হস্তদ্বয়মিতায়ামা মুখরক্লু-সমন্বিতা । চতুঃস্বরচ্ছিদ্রযুক্তা মুরলী চারুনাদিনী ॥” (ভঃ রঃ সিঃ-২।১।৩৬৭) । “বিস্তারে দুই হস্ত-পরিমিত, মুখরূপ ছিদ্রযুক্ত এবং স্বরের জন্য চারিটি ছিদ্রযুক্ত ও চারুনাদিনী হইলে তাহাকে মুরলী বলে । শ্রীকৃষ্ণের বংশী যথা—

“অর্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদিবিবরাষ্টকম্ । ততঃ সান্ধাঙ্গুলাদ্ যত্র মুখরক্লুং তথাঙ্গুলম্ ॥
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং ব্রাস্তুলং সা তু বংশিকা । নবরক্লু স্মৃতা সপ্তদশাঙ্গুলমিতা বুধৈঃ ॥
দশাঙ্গুলান্তরা স্যাচ্ছেৎ সা তারমুখরক্লুয়োঃ । মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সন্মোহিনীতি চ ॥
ভবেৎ সূর্যাস্তরা সা চেষত আকর্ষিণী মতা । আনন্দিনী তদা বংশী ভবেদিদ্রান্তরা যদি ॥
গোপানাং বল্লভা সেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা । ক্রমান্নগিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ-২।১।৩৬৮-৭২)

অর্থাৎ “ছিদ্রদ্বয়ের মধ্যভাগ এবং এক এক ছিদ্রের বিস্তার অর্ধাঙ্গুল-পরিমিত তার প্রভৃতি স্বরের নিমিত্ত অষ্টছিদ্রযুক্ত, তাহা হইতে সার্থ (দেড়) অঙ্গুলী দূরে অঙ্গুল-পরিমিত মুখছিদ্র, অগ্রভাগ চারি অঙ্গুলি এবং পশ্চাদ্ভাগ তিন অঙ্গুলি, মোটের উপর নবছিদ্রযুক্ত সপ্তদশ অঙ্গুল-পরিমিত হইলেই বংশী বলা হয় । যদি সেই বংশীর মুখছিদ্র ও স্বরচ্ছিদ্র দশ অঙ্গুলী-ব্যবধানে থাকে তবে তাহাকে ‘মহানন্দা’ ও ‘সন্মোহিনী’ বলে । দ্বাদশাঙ্গুল-ব্যবধান হইলে ‘আকর্ষিণী’ ও চৌদ্দ অঙ্গুলের ব্যবধানে ‘আনন্দিনী’ বলা হয় । আনন্দিনী বংশী গোপগণের প্রিয় ও ‘বংশুলী’ নামেও খ্যাত । সন্মোহিনী বংশী মণিময়ী, আকর্ষিণী স্বর্ণময়ী ও বংশুলী বংশ-নির্মিত ।”

শ্রীপাদ বলিতেছেন—“নক্তন্দিবং মধুরিপোরধরামৃতং যা স্ফীতা পিবত্যলমবাধমহো সুভাগ্যা” ‘যে সৌভাগ্যবতী মুরলী দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত পানে নিরতিশয় পরিপুষ্ট হইতেছেন ।’ শ্রীমৎ রূপগোষ্ঠামিপাদ লিখিয়াছেন—“কৃষ্ণবক্তেন্দুনিষ্ঠ্যতং মুরলীনিদামৃতম্ । উদ্দীপনানাং সর্বেষাং মধ্যে প্রবরমীর্যতে ॥” (উঃ নীঃ উদ্দীপন প্রঃ-৬৫) । “শ্রীকৃষ্ণবদনোদ্গীর্ণ মুরলীরবই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উদ্দীপন । শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-চতুষ্টয়ের † মধ্যে মুরলীমাধুরী অন্যতম । “ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকুজিতঃ” মুরলীর কল-কুজন ত্রিজগতের মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । ইহা শ্রীকৃষ্ণের এক অসাধারণ গুণ । এই গুণে ভুবন পাগল । পাগল করা বাঁশীর সুর শুধু বৃন্দাবনেই বাজে । শব্দব্রজময় বেণু ব্রজেন্দ্রনন্দনের মুখেই

† লীলামাধুরী, প্রেমমাধুরী, বেণুমাধুরী ও রূপমাধুরী এই মাধুর্যচতুষ্টয় ব্রজেই প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

ধ্বনিত হয় । “শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তুং মুখাম্বুজে” সে সুর, সেই ধ্বনি, সে স্বরালাপ ভগবদ্ভ্যাজ্যের এক মহাবৈভব । অক্ষুট-মধুর সে ধ্বনি সর্বাাকর্ষক মন্ত্র, কামবীজের প্রক্ষুরক ।

“সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অভূভেদি বৈকুণ্ঠে যায়,
জগতের বহল পৈশে কানে ।
সভা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি,
বিশেষত যুবতীর গণে ॥
ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাগে ব্রত,
পতিকোলে হৈতে কাঙ্ক্ষি আনে ।
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে,
তায় আগে কিবা গোপীগণে ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য-২১ পরিঃ)

মধুরভাববতী ব্রজকিশোরীগণেই বেণুর সর্বাধিক প্রভাব । শ্রীপাদ রঘুনীথ স্বরূপে ব্রজকিশোরী-গণের শিরোরত্ন শ্রীরাধারাগীর কিঙ্করী । তাই ব্রজসুন্দরীগণ যেভাবে মুরলীর মহিমা বর্ণনা করেন, সেই ভাবেই তিনিও করিয়াছেন । ব্রজসুন্দরীগণের মনে হয়, তাঁহাদের পরম দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণাধরায়ুত মুরলী সতত অবাধে পান করিতেছে, ইহা তাহার কম সৌভাগ্যের কথা নহে । কোন্ মহাপুণ্যে সেইরূপ সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের জানার বাসনা হয় ।

“গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-দ্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।

তুঙ্তে স্বয়ং শব্দবশিষ্ঠতরসং হুদিন্যো হাম্যত্বচোহশ্রু-মুমুচুস্তরবো যথার্থ্যাঃ ॥”

(ভাঃ-১০।২১।৯)

বেণুমাধুর্যে মুখা কোন ব্রজসুন্দরী বলিলেন—‘হে সখীগণ ! জানি না, এই নিরস দারুণ ময় বেণু কোন্ মহাপুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, যাহার ফলে সে একমাত্র গোপিকাগণেরই ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণাধরায়ুত যথেষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে নিঃশেষে উপভোগ করিতেছে ! তাহার এই সৌভাগ্যে কমল-বিকাশচ্ছলে হুদিনীগণ পুলকিত হইতেছে এবং স্ববংশে কোন ভক্তচুড়ামণি জন্মগ্রহণ করিলে যেমন কুলব্রজগণ আনন্দাশ্রু-মোচন করেন, সেই প্রকার ব্রজগণও মধুধারা-বর্ষণচ্ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে !’ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রলাপ-বর্ণনায় এই শ্লোকের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

“গোপীগণ ! কহ সত্তে করিয়া বিচারে ।

কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ-মন্ত্র-জপ,

এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ?

হেন কৃষ্ণাধর-সুধা, যে কৈল অমৃত মুখা,

যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ ।

এ বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ-জাতি,

সেই সুধা সদা করে পান ॥

যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে,

পিতে তারে ডাকিয়া জানায় ।

তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,

ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায় ॥

মানসগঙ্গা, কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,

কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান ।

বেণুর ঝুটাধর-রস, হঞা লোভে পরবশ,

সেইকালে হর্ষে করে পান ॥

এ ত নারী রহ দূরে, ব্রহ্মসব তার তীরে,

তপ করে পর-উপকারী ।

নদীর শেষ-রস পাঞা, মূলদ্বারে আকম্বিয়া,

কেন পিয়ে, বুঝিতে না পারি ॥

নিজাকুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্য বিকসিত,

মধু-মিশ্রে বহে অশ্রুধার ।

বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্যের যৈছে পুত্র-নাতি,

বৈষ্ণব হৈলে আনন্দ-বিকার ॥

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,

ও ত অযোগ্য, আমরা যোগ্যনারী ।

যা না পাঞা দুঃখে মরি, অযোগ্য পিয়ে সহিতে নারি,

তাহা লাগি তপস্যা বিচারি ॥” (চঃ চঃ অন্ত্য ১৬শ পরিঃ)

শ্রীপাদ মুরলীর সামর্থ্য নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলিলেন—“শ্রীরাধিকা-প্রথিতমানমপীহ দিব্য-নাদৈরধো
নয়তি তাং মুরলীং নমামি ।” “যিনি সুমধুর ধ্বনিদ্বারা শ্রীরাধার উৎকট মানকেও অপনয়ন করিতেছেন,
সেই মুরলীকে প্রণাম করি ।” “কুৎকৃতিবিধূতমানঃ, স ভবতু বিজয়ী হরের্বৈণুঃ”(উঃ নীঃ শৃঙ্গারভেদ-১৪০)
‘যাহার কুৎকারমাত্রেই শ্রীরাধিকার মান নিরসন হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণের বেণু সর্বোৎকর্ষে বিরাজ
করিতেছেন ।’ “মানস্যোপাধ্যায়ি, প্রসীদ সখি ! ক্লষ্ণি মে শ্রুতিদ্বন্দ্বম্ । অয়মুচ্চাটনমস্তং সিদ্ধো

বেণুবর্নে পঠতি ॥” (ঐ-১৪১)। ললিতা শ্রীরাধাকে মানশিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের মুরলী বাজিতেছে, মানময়ী শ্রীরাধা প্রিয়সখী ললিতাকে আক্ষেপপূর্বক বলিতেছেন—‘হে মানশিক্ষার অধ্যাপিকে ! প্রসন্না হইয়া আমার কর্ণদ্বয় রোধ কর। কারণ ঐ শোন বেণু বনমধ্যে যোগীশ্বরের ন্যায় উচ্চাটন-মন্ত্র পাঠ করিতেছে !! উহা কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে আর আমার মানরক্ষার সামর্থ্য থাকিবে না।’ বংশীর মান-নিরসনের অন্তত সামর্থ্যের স্মৃতি শ্রীপাদের চিত্তে উদিত হওয়ায় সিদ্ধস্বরূপের আবেশে একদিনের ক্ষুতি-প্রাপ্ত একটি লীলাই ৪৯ সংখ্যক শ্লোকের উক্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

একদা কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধা মানিনী। দুর্জয় মান। কুঞ্জে উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার নিকটে অন্য-নাগিকার ভোগাঙ্ক লইয়া অপরাধী নাগরের আগমনেই মানের সঞ্চার। মানিনীর দীর্ঘ-সময়ব্যাপী মানের স্থিতিতে সখীগণ ও নায়ক সকলেই থিন্ন হইতেছেন। হৃন্দাদি দূতীগণের নানাবিধ কৌশল্যে, চাটুবাণ্যেও মানের নিরসন হয় নাই। মধুমঙ্গলাদি সখাগণ নানাপ্রকার বাক্যভঙ্গী ও বিবিধ পরিহাস-বাক্যের দ্বারাও শ্রীমতীর মান অপনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। শেষে অপরাধী নায়ক মানিনীর শ্রীচরণ-মূলে নিপতিত হইয়া নয়ন-নীরে ভাসিতে ভাসিতে মানিনীকে কতই সাধিয়াছেন, মানিনীর মান ভাঙ্গে নাই। তিনি নায়কের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন। রাধা-শ্যাম উভয়েই নিদারুণ কষ্ট পাইতেছেন দেখিয়া সখীগণও মানভঞ্জনের নিমিত্ত নানাবিধ প্রযত্ন করিতে লাগিলেন—

“নয়ানের নীর, নিব্বারে ঝরয়ে,

চাঁদ নিরখয়ে তায়।

তোহারি বদন, সোঙরি তখন,

মুরছিত গড়ি যায় ॥

রামা হে ! তেজহ কতিন মান।

পুরুথ-বিরহ, দুঃসহ কতিন,

এবার রাখহ প্রাণ ॥

কুসুমলতা ধরি, আলিঙ্গয়ে হরি,

তুয়া কলেবর ভানে।

পরশে বিবশ, ভৈ গেল মাধব,

মুরুছে মদন-বাণে ॥

শিরীষ-কুসুমে, শেজ বিছাইয়া,

কাম-শরে অগেয়ান।

গরল অধিক, চন্দন-লেপন,

তেজিতে চাহে পরাণ ॥” (পদকল্পতরু)

স্মৃতিস্তাণ্ডবিকো হরেমূরলিকানাদেন নৃত্যোৎসবঃ
 ঘূর্ণচ্চারু-শিখণ্ডবন্তু সরসীতীরে নিকুঞ্জাগ্রতঃ ।
 তন্মন্ কুঞ্জবিহারিণোঃ স্মৃতিভরং সম্পাদয়েদ্যন্তোয়াঃ
 স্মৃতা তং শিখিরাজমুৎসুকতয়া বাঢ়ং দিদৃক্ষামহে ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ । যিনি মুরলীনাতে প্রফুল্ল হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতটস্থিত নিকুঞ্জের দ্বারপ্রদেশে
 মনোহর পুচ্ছঘূর্ণনপূর্বক নৃত্যোৎসববিস্তার করত কুঞ্জবিহারী শ্রীশ্রীরাধামাধবের সুখাতিশয়-সম্পাদন
 করেন, আমি সেই তাণ্ডবিক নামক শিখিরাজকে স্মরণপূর্বক উৎসুক্যভরে তাঁহাকে দেখিতে বাসনা
 করি ॥ ৫০ ॥

টীকা । মনোহরনৃত্যেন শ্রীকৃষ্ণোল্লাসপ্রদং তাণ্ডবিকনামানং ময়ূরবিশেষং স্তোতি—স্মৃতি
 ইতি । তং শিখিরাজং ময়ূরশ্রেষ্ঠং স্মৃতা সম্প্রত্যেব স্মরণানন্তরং বাঢ়মতিশয়মুৎসুকতয়া সাকাঙ্ক্ষিতয়া

সখীগণের মিনতিতেও শ্রীমতীর মান ভাঙ্গিল না । তখন তাঁহারা শ্রীমতীর প্রতি নানাবিধ
 বিভীষিকা-বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । ললিতা বলিলেন—‘চল গো বিশাখা, চল সখীগণ, আমরা
 সকলে গৃহে যাই । নায়ক তো নিরাশ হইয়া চলিয়া গিয়াছে, ও একাকী কুঞ্জে মান লইয়া বসিয়া
 থাকুক ।’ তবু মান গেল না । মানিনী দীর্ঘশ্বাস লইয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন । সকলেই
 আতি ও বেদনায় অস্থির । ইত্যবসরে কোন সখী শ্যামকে বলিলেন—‘শ্যাম ! তুমি কি তোমার বংশীর
 শব্দ বিস্মৃত হইলে ? একবার তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেখ দেখি ।’ শ্যামসুন্দর তখন অধর-
 কিশলয়ে মুরলী লইয়া ফুৎকার দিলেন । রাধা-বিরহ-কাতর শ্যামের অন্তরের বেদনা বাঁশির অস্ফুট
 মধুর স্বরে অভিভূত হইয়া শ্রীমতীর কর্ণরঞ্জে প্রবেশ করামাত্রই শ্রীমতী অধীরা হইয়া পড়িলেন ! মান
 গেল । সখীগণ যুগলের মিলনসম্পাদন করিয়া আজিকার মান-নিরসনব্যাপারে সৌভাগ্যবতী-মুরলীরই
 জয়গান করিলেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই বংশীরূপা সখীর আমি স্তব করি ।’

“কৃষ্ণের অধরাযুত দিবারাত্রি পানে । অতিশয় পরিপুষ্ট যেই ভাগ্যবানে ॥
 রাধার উৎকটমান যার দিব্যনাদে । অপনয়ন করিতেছে নিত্য পদে পদে ॥
 শ্রীকৃষ্ণের করে সেই মোহন-মুরলী । নমস্কার করি তারে হ’য়ে কুতূহলী ॥” ৪৮ ॥

“নানাবিধ চাটুবাচ্যে বৃন্দাদি দূতীগণ । অসমর্থ হয় যাহা করিতে খণ্ডন ॥
 মধুমঙ্গলাদি সখা পরিহাস-বাক্যে । শিথিল করিতে নারে যে মানপ্রস্থিকে ॥
 প্রণত হইয়া পদে ব্রজেন্দ্রনন্দন । দুর্জয়মাননিরসনে অসমর্থ হন ॥

বিভীষিকা-প্রদর্শনে যত সখীগণ । যার প্রশমনে তাঁরাও পরাজিতা হন ॥
 ফুৎকার করিবামাত্র সে দুর্জয়মান । অপসারণ করে যেই তৃণের সমান ॥
 সৌভাগ্যশালিনী সখীস্বরূপা বংশীকে । নিত্য স্তব করি আমি প্রণত সন্তকে ॥” ৪৯ ॥

শ্রীশ্রীব্রজবিলাসসম্ভবঃ

দিদৃক্ষামহে দ্রষ্টুমিচ্ছামঃ । স কস্তাণ্ডবিক এতন্নামা ময়ূরঃ । কিন্তুতঃ যো মুরলীকানাদেন ক্ষীতঃ
প্রফুল্লঃ সন্ সরসীতীরে রাধাকুণ্ড-সরোবর-নিকটে যো নিকুঞ্জস্তস্যাগ্রতো দ্বারপ্রদেশে নৃত্যোৎসবং নৃত্য-
পরিপাটীং তন্বন্ তয়োঃ কুঞ্জবিহারিণোঃ কুঞ্জে ক্রীড়ারতোঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ সুখভরমানন্দাতিশয়ং সম্পাদয়েৎ
সম্পন্নং করোতীত্যন্বয়ঃ । ‘সুখং শর্মণি নাকে চেতি’ মেদিনী ॥ ৫০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে তাণ্ডবিক নামক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ময়ূরের স্তব
করিতেছেন । ব্রজের পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতাদি সবই শ্রীরাধামাধবের লীলা-পরিকর । ইহাদের প্রতি
শ্রীযুগলের নিজত্বাভিমান । প্রত্যেকেই তাহাদের সঙ্গে এক একটি মধুর সম্পর্কে জড়িত হইয়া লীলারসের
পরিপূষ্টি বিধান করিয়া থাকে । তাণ্ডবিক শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ময়ূর । শ্রীকৃষ্ণের মুরলীনাদ শ্রবণে মত্ত
হইয়া পুচ্ছ-ঘূর্ণন করিতে করিতে কি অপূর্ব নৃত্যমাধুরী-বিস্তার করিয়া থাকে তাণ্ডবিক ।

শ্রীগোবিন্দের মুরলীনাদ শ্রবণে ময়ূরের নৃত্যমাধুরী শ্রীমঙাগবতে ব্রজবালাগণের পূর্বরাগময়
বেণুগীতি হইতে জানা যায়—“গোবিন্দবেণুমন্মত্তময়ূরনৃত্যং প্রেক্ষাদ্রিসান্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্”
(ভাঃ-১০।২১।১০) । তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের বনভূমিতে উপস্থিত হইয়া যখন বেণুবাদন
করেন, তখন ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণকে নবজলধর, পীতাম্বরকে বিদ্যুৎ এবং মুরলীধ্বনিকে মৃদুমন্দ গর্জন মনে
করিয়া প্রেমোন্মাদে পুচ্ছবিস্তার করত নৃত্য করিতে থাকে । শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের উৎসাহ-বর্ধনের জন্য
অধিকতর উল্লাস সহকারে বেণু-বাদন করেন । এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন এবং ময়ূরের নর্তনে এক
অভূতপূর্ব পরমানন্দের বিকাশ হয় । তাহাতে বনের অন্যান্য সব পশু-পাখী পরমানন্দে বিভোর হইয়া
নির্বাক ও নিষ্পন্দ হইয়া গোবর্ধনাদি পর্বতের সানুপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া সভাসন্দরূপে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন
ও ময়ূরের নৃত্যকলার রসাস্বাদন করিয়া থাকে ।

ময়ূরগণ পরমানন্দে পুচ্ছবিস্তার করিয়া নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের পুচ্ছ খসিয়া পড়িলে
শ্রীকৃষ্ণের মনে হয়, ময়ূরগণ আমার বংশীবাদ্যে সন্তুষ্ট হইয়া যেন তাহাদের সুরঞ্জিত পুচ্ছগুলি আমার
পারিতোষিকরূপে প্রদান করিতেছে । তাহারা যেন বলিতেছে—‘হে ব্রজরাজনন্দন ! আমরা পক্ষিজাতী
আমাদের তো ধন-রত্নাদি কিছুই নাই, লোকে আমাদের এই সুরঞ্জিত পুচ্ছগুলি ভালবাসে ; তোমার বংশী-
নাদে সন্তুষ্ট হইয়া আমরা এই সুরঞ্জিত পুচ্ছ তোমায় পারিতোষিকরূপে প্রদান করিতেছি ; তুমি এই তুচ্ছ
উপহার গ্রহণ করিবে কি ?’ ব্রজরাজনন্দন তাহাদের এই প্রেমোপহার সশ্রদ্ধভাবে মস্তকে ধারণ করেন ।
এই জন্যই তিনি শিখিপিচ্ছমৌলী । শ্রীকৃষ্ণ যখন ময়ূরপুচ্ছদ্বারা চুড়া বেষ্টিত করেন, তখন তাহার
শোভা-দর্শনে স্থাবর-জঙ্গম বিমুগ্ধ হইয়া যায় এবং ময়ূরগণ নিজেকে ধন্য মনে করিয়া আরও পরমোন্মাদে
নৃত্য করিতে থাকে ।

এই শ্লোকে বৃন্দাবনের ময়ূর-শ্রেষ্ঠ তাণ্ডবিকের বন্দনা । যুগল-লীলায় তাণ্ডবিকের সুন্দর সুন্দর
ভূমিকা রহিয়াছে । কুঞ্জভঙ্গ-লীলায় ‘কে-ও কে-ও’ শব্দে যুগলের হৃদয়ে বিরোধিজনের আগমনাশঙ্কা

সপ্তাহং মুরমর্দনঃ প্রণয়তো গোষ্ঠকরক্ষাংস্বকো
 বিভ্রান্তানমুদারপাণিরমণৈর্ষ্যৈশ্চ সলীলং দদৌ ।
 গান্ধার্ব্য-মুরভিঙ্গিলাসবিগলং-কাশ্মীররজ্যদৃগুহ-
 স্তংখট্টাঘিতরত্নসুন্দরশিলো গোবর্জনঃ পাতু বঃ ॥ ৫১ ॥

জাগাইয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে ত্বরান্বিত করে তাণ্ডবিক । যুগলমিলন-লীলায় নৃত্যদ্বারা তাঁহাদের বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত করে সে । পাশাক্রীড়াদিতে পগরূপে গৃহীত হইয়া তাণ্ডবিক সসখী যুগলের কতই আনন্দ বা পরিহাসের কারণ হয় । আবার বিরহ-কালে শ্রীরাধা ও সখীগণ তাণ্ডবিককে দেখিলেই সেখানে শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি অনুমান করিয়া পরমানন্দ সাগরে মগ্ন হন ।

একদিনের স্মৃতিপ্রাপ্ত একটি মধুর লীলার স্মৃতিতে এই শ্লোকের উক্তি । মধ্যাহ্ন-লীলায় কুণ্ডারণ্যে শ্রীযুগলের স্বচ্ছন্দ মধুরবিহার হইতেছে । বর্ষাহর্ষবনে শ্রীরাধামাধব প্রবেশ করিয়াছেন । আকাশমণ্ডল মেঘমালায় আচ্ছন্ন । অবিরত বারিপাত হইতেছে । অর্জুন, কদম্বাদি বৃক্ষসমূহে দিগমণ্ডল পরিব্যাপ্ত । বর্ষাসখী বিদ্যুৎ-শোভিত মেঘমালারূপ সোনার জরি দেওয়া কালোবসন পরিয়া, বকপংক্তি-রূপ মুক্তার মালা, ইন্দ্রধনুরূপ নীল, পীত, রক্তাদি বিবিধবর্ণের রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া যেন যুগলের সেবার্থে উপস্থিত হইয়াছেন । শ্রীযুগল বর্ষাহর্ষ-বিভাগের বন-শোভা দর্শন করিতে করিতে একটি কুঞ্জে রত্নাসনে বসিয়াছেন । সখী-মঞ্জরীগণ সেবায় নিরতা । ইত্যবসরে শিখিরাজ তাণ্ডবিক কুঞ্জ-প্রাঙ্গণে যুগলের শৃঙ্গার-লীলার উদ্দীপক মধুর নৃত্য আরম্ভ করিল । মেঘ-গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ নবজলধরের মদ্র-মুরলীধ্বনি মেঘের গুরু-গম্ভীর ধ্বনিকে কি অপূর্ব মধুরতায় মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিল ! আকাশে চপলা (বিদ্যুৎ) জড়িত মেঘমালা, সম্মুখে কুঞ্জাভ্যন্তরে অচপল (স্থির) কোটি বিদ্যুৎবিমর্দী কান্তিসম্পন্না শ্রীরাধা-জড়িত কৃষ্ণনবজলধর !! তাণ্ডবিকের হর্ষের অন্ত নাই । মনোহর পুষ্পরাশি ঘূর্ণন করিতে করিতে মনোহর নৃত্য করিতেছিল শিখিরাজ তাণ্ডবিক । কুঞ্জবিলাসী শ্রীরাধামাধব তাণ্ডবিকের নৃত্য দর্শনে মুগ্ধ । শ্রীপাদ সেই লীলার স্মৃতিতে বলিলেন—‘সেই তাণ্ডবিককে স্মরণ করিয়া আমি ওৎসুক্য-ভরে তাহাকে দর্শন করিতে কামনা করি ।’ তাণ্ডবিকের নৃত্যের সহিত যুগললীলা-মাধুরী দর্শনের নিমিত্ত শ্রীপাদ সমুৎসুক ।

“মোহন-মুরলী-নাদে রাধাকুণ্ডতীরে ।

পরানন্দে মাতিয়া যে নিকুঞ্জের দ্বারে ॥

পুচ্ছ পসারিয়া ঘুরি নৃত্যোৎসব-রঙ্গে ।

সুখদান করিতেছে শ্রীরাধা-গোবিন্দে ॥

সেই শিখিরাজ শ্রেষ্ঠ ‘তাণ্ডবিক’ নাম ।

নিত্য দরশন লাগি’ আকুলিত প্রাণ ॥” ৫০ ॥

অনুবাদ । মুরারী শ্রীকৃষ্ণ প্রণয়ভরে মাত্র গোকুলরক্ষা-বিষয়ে সমুৎসুক হইয়া মনোহর হস্তের পূজা-পরিপাটী-সূচক শুদ্ধ মুদ্রাদি ক্রীড়া দ্বারা যাঁহাকে সপ্তাহকাল ধারণ করত পূজ্যত্ব-সম্মান দান করিয়াছেন, শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস-বিগলিত কুক্কুমরাগে যাঁহার গুহা রঞ্জিত এবং যাঁহার শিলা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের রত্নখট্টার ন্যায় শোভিত, সেই **গোবর্ধন** তোমাদের রক্ষা করুন ॥ ৫১ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরগণং স্তবন্ তদ্গণান্তঃপাতিত্বেন গোবর্দ্ধনং পুনঃ স্তোতি—সপ্তাহমিতি । স গোবর্দ্ধনো বো যুস্মান্ পাতু রক্ষতু । পূর্বোক্ত যচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দাকাঙ্ক্ষিতয়া স ইত্যনেন সম্বন্ধঃ । তস্য রক্ষিতৃত্তে সামর্থ্যমাহ মুরমর্দনঃ প্রবলারিমারণেন সর্বং কতুং সমর্থঃ কৃষ্ণো যস্মৈ মানং সর্ব-পূজ্যত্বরূপ মর্যাদাং দদৌ । কৈরুদারপাণিরমণৈঃ উদারো মনোহরো যঃ পাণিস্তস্য রমণৈঃ পূজাপরিপাটী-সূচক তাদৃক্ শুদ্ধমুদ্রাদি ক্রীড়নৈঃ । কিং কুব্ধন্ প্রণয়তঃ প্রণয়াৎ গোষ্ঠৈক রক্ষোৎসুকঃ সন্ সলীলং যথাস্যাভুতথা সপ্তাহং সপ্তদিনং বিদ্রং দধৎ । গোবর্দ্ধনঃ কিস্তুতঃ তয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ খট্টায়িতা খট্টাবদা-চরিতা সুন্দর শিলা যত্র সঃ অতএব গাক্ষর্বা শ্রীরাধা মুরভিৎ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োর্বো বিলাসঃ ক্রীড়া তেন বিগলৎ যৎ কাশ্মীরং কুক্কুমং তেন রজ্যন্তী রাগবিশিষ্টা গুহা যস্য সঃ । পুরুষবিশেষ গোবর্দ্ধনগুহাসু স্বেশ্বর-য়োস্তাদৃগ্ লীলানুভবেন বিস্ময়াবিষ্টস্যোন্তৌ মুরমর্দন-মুরভিদিতি স্থানদ্বয়ে মুরশব্দপ্রয়োগে কথিত-পদতারূপ-দোষঃ সৌভব্যঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে গিরিরাজ-শ্রীগোবর্ধনের স্তব । ব্রজের সৌভাগ্যতিলক শ্রীগিরিরাজ, তাঁহার নিমিত্তই শ্রীহৃন্দাবনের এতাদৃশ রম্যতা । “অহো হৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ” (ক্রন্দপুরাণ) । গোপগণের পূর্বপুরুষানুক্রমে প্রচলিত ইন্দ্রযাগ খণ্ডন-করত গিরিপূজা স্থাপন-পূর্বক শ্রীভগবান্ স্বয়ং গিরিরাজের মহিমা বিস্তে খ্যাপন করেন । তিনি দ্বীয় পিতৃদেব শ্রীনন্দমহারাজের নিকট নানা যুক্তিজাল-বিস্তারপূর্বক ইন্দ্রযাগে তাঁহার অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়া গোবর্ধন-যোগে প্রবর্তিত করেন । শেষে ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্র ও রুষ্টিপাতে ব্রজের অনিষ্ট-সাধনে সমুদ্যত হইলে শ্রীভগবান্ অনায়াসে বামকরে গিরিধারণপূর্বক ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করেন । শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম ‘মুরমর্দন’, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেববিজয়ী মুর নামক অসুরকে যিনি অনায়াসে নিধন করেন, তিনি অন্য উপায়েও ব্রজরক্ষা করিতে পারিতেন । কিন্তু গিরিরাজের প্রতি একান্ত প্রণয়ভরে শ্রীকৃষ্ণ গিরিরাজের মহিমা খ্যাপনের জন্যই তাঁহাকে উত্তোলন করত তাঁহার নিশেন ইন্দ্রকর্তৃক নিপীড়িত ব্রজবাসিগণকে স্থান দিয়া ব্রজকে রক্ষা করিলেন । কেবল তাহাই নহে, স্বয়ং তিনি যেন তাঁহার হস্তকমলদ্বারা সপ্ত-অহোরাত্র নিরবচ্ছিন্নভাবে গিরিরাজ-গোবর্ধনের অর্চনা করিলেন । যেমন হস্তের দ্বারা পূজা-পরিপাটী-সূচক শুদ্ধ মুদ্রাদি প্রদর্শন-পূর্বক আরাধ্যের সেবা অর্চনার বিধান শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তেমনি শ্রীগিরিধারী তাঁহার বাম-করের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর উপরে শ্রীগিরিরাজকে ধারণ করিয়া স্বয়ং আরাধকের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে সপ্ত-অহোরাত্র

বামকরের শুদ্ধমুদ্রা প্রদর্শনপূর্বক যেন গিরিরাজগোবর্ধনের আরাধনা করিলেন। স্বয়ং হরিদাসবর্ষ শ্রীগিরিরাজের আরাধনা করিয়া বিশ্ববাসীকে ভক্তের আরাধনা শিক্ষা দিলেন।

শ্রীউদ্ধবের প্রতি স্বয়ং বলিয়াছেন—“মত্তপূজাভ্যাসিকা” (ভাঃ-১০।১৯।২১)। “আমার সন্তোষবিশেষ জানে আমার পূজা অপেক্ষাও আমার ভক্তের পূজা অধিকভাবে করা আমাতে ভক্তিলভের অন্যতম কারণ।” এই জন্যই আদিপুরাণে শ্রীভগবান্ প্রিয়পার্ষদ অর্জুনের প্রতি বলিয়াছেন—

“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ ।

মত্তকানাম্ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥”

“হে পার্থ, যাহারা কেবল আমারই ভক্ত তাহারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়, কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহাদিগকেই আমার উত্তমভক্ত বলিয়া জানিও।” শ্রীমন্মহাদেবও দেবীর নিকট বলিয়াছেন—

“আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ ।

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥” (পদ্মপুরাণ)

“হে দেবি। অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, আবার বিষ্ণু-আরাধনা অপেক্ষাও তাহার ভক্তের সমর্চন সমধিক শ্রেষ্ঠ।” কেননা—

“সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুত-সেবিনাম্ ।

নিঃসংশয়স্ত তত্তত্তপরিচর্য্যারতানাম্ ॥” (বরাহপুরাণ)

‘প্রেমসিদ্ধি হয় কি না হয়, যাহারা কেবল অচ্যুতের সেবা করেন, তাহাদেরই এই প্রকার সংশয় থাকিতে পারে, কিন্তু যাহারা ভক্তের পরিচর্যায় রত, তাহাদের সিদ্ধি-বিষয়ে কোন সংশয় নাই।’ তাই—

“কৃষ্ণসেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড়।

ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ় ॥

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায়।

ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥

সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।

অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে ॥” (চৈঃ ভাঃ)

হরিদাসবর্ষ শ্রীগিরিরাজগোবর্ধন যে সেই ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহাই দেখাইয়া বলিলেন—
“গান্ধর্ব-মুরভিদ্ধিলাসবিগলৎকামীররজ্যদগ্ধহস্তৎখটায়িতরত্নসুন্দরশিলো গোবর্ধনঃ পাতু বঃ” “শ্রীগান্ধর্ব-গিরিধারীর বিলাস-বিগলিত কুঙ্কমরাগে যাহার গুহা সুরঞ্জিত এবং যাহার শিলা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্নখটায় ন্যায় শোভিত, সেই গিরিরাজগোবর্ধন তোমাদের রক্ষা করুন।” বহু হরিদাসই এই বিশ্বে আছেন, কিন্তু গিরিরাজগোবর্ধনের ন্যায় নিজের দেহকে শ্রীভগবানের রমণীয় লীলানিকেতন করিতে কেহই পারেন নাই। শ্রীশ্রীগিরিরাজের পরম রমণীয় নির্জন-গুহা শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস-বিগলিত কুঙ্কমে

নৌপশ্চম্পক-পালিভির্নব-বরাশৌকৈ রসালোৎকরৈঃ
পুন্নাইগর্বকুলৈলবঙ্গলতিকা-বাসন্তিকাভিবৃটৈঃ ।
ভ্রুং তৎপ্রিয়কুণ্ডোয়াস্তটমিলম্মধ্যপ্রদেশং পরং
রাধামাধবোয়াঃ প্রিয়স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাস্রায়ে ॥ ৫২ ॥

ভূষিত হইয়া সেখানে যুগলের রহস্যময় নিবিড় বিলাসের পরিচয় দিতেছে । এইরূপ শ্রীশ্রীরাধামাধবের কঙ্কণ, হার, মালাদি বিলাস-ক্ৰটিত দ্রব্যে ভূষিত শত শত রমণীয় গুহা, কুঞ্জাদি গিরিরাজ নিজাঙ্গে ধারণ করিয়া ধন্য হইতেছেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“গাক্ষবর্ষাঃ কেলিকলাবান্ধব ! কুঞ্জে ক্ষুণ্ণৈশ্চস্যঃ কঙ্কণহারৈঃ প্রযতাজ !

রাসক্লীড়ামণ্ডিতয়োপত্যকস্নাত্য ! প্রত্যাশাং মে ত্বং কুরু গোবর্দ্ধন ! পূর্ণাম্ ॥” (স্তবমালা)

‘হে গোবর্ধন ! তুমি গাক্ষবর্ষা শ্রীরাধার কেলিকলার সাহায্যকারী, নিকুঞ্জে নিপতিত শ্রীরাধার কঙ্কণ, মালাদিদ্বারা তোমার অঙ্গ বিভূষিত হইয়াছে, তোমার উপত্যকা শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসক্লীড়ামণ্ডিত হইয়া পরম সমৃদ্ধ, তুমি আমার প্রত্যাশা পূর্ণ কর ।’

এইরূপ গিরিরাজের শিলাসমূহ যেন শ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্নখট্টার ন্যায় শোভিত । যাহাতে বিলাসী যুগল মহানন্দে বসিয়া বিশ্রাম-সুখাদি উপভোগ করিয়া থাকেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—
“প্রাজ্যা রাজর্ষস্য বিরাজতু্যপলানাং, কৃষ্ণেনাসৌ সন্ততমধ্যাসিতমধ্যা ।” ‘হে গোবর্ধন ! তোমার উপলমালা শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনবশতঃ নিরতিশয় মনোহররূপে শোভা পাইতেছে !’ শ্রীপাদ দাসগোস্বামী বলিলেন—‘গোবর্ধনের শিলাসমূহ যেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রত্নখট্টার ন্যায় পরিশোভিত রহিয়াছে । সেই গিরিরাজ তোমাদিগকে রক্ষা করুন ।’ আশ্রিতজনকে প্রেমদানে পালন করুন, বিশ্বের প্রতি ইহাই শ্রীপাদ গোস্বামিচরণের করুণার আশীর্বাদ ।

“মুরনাশন শ্রীগোবিন্দ, রক্ষা লাগি করি ছন্দ,

প্রাণপ্রিয় ব্রজ-বৃন্দাবন ।

যাঁর পূজা জানাইতে, নিজ মনোহর হাতে,

সপ্তদিন করিল ধারণ ॥

যুগল-বিলাস-কালে, দুহুঁ অঙ্গ স্বেদ-জলে,

বিগলিত কুঙ্কুম-চন্দনে ।

যাঁর গুহা সুরঞ্জিত, রত্নখট্টা শিলাযুত,

রক্ষা করুন সেই গোবর্দ্ধনে ॥” ৫৩ ॥

অনুবাদ । কদম্ব, চম্পকশ্রেণী, শ্রেষ্ঠ অশোকরাজি, আম্র, নাগকেশর, বকুল, লবঙ্গলতা, মাধবীলতাদি দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় যাহার শোভা অতি মনোহর, শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই প্রিয় কেলিস্থান শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের তট-মিলন-স্থলের মধ্যপ্রদেশকে (সঙ্গমস্থলকে) আমি আশ্রয় করি ॥ ৫২ ॥

টীকা । তৎপরিকর-স্তবনসময় এবাকস্মাৎ স্বমনস্যবিভবদ্রাসস্থলং স্তোতি—নীপৈরিতি । তৎপ্রসিদ্ধং শ্রীরাধামাধবয়োঃ কেল্যাঃ প্রিয়স্থলং কেলিপ্রতিপাদকং প্রিয়প্রদেশম্ ইদমাশ্রয়ে স্বস্য তদর্শন-সাধনাভ্যাং সেবে । কিন্তু তৎপ্রিয়কুণ্ডয়ো রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডয়োস্তটে মিলনং তট-সংযোগপ্রাপ্তো মধ্য-প্রদেশো যস্য তৎ । পরং শ্রেষ্ঠম্ । পুনঃ কিন্তু তৎ রতৈরাবরণরূপৈঃ নীপাদিভির্হৃদ্যং মনোহরম্ । চম্পকপালিভিঃ চম্পকশ্রেণিভিঃ নবা নূতনা বরাঃ শ্রেষ্ঠা য়ে অশোকাস্ত্রানামরুক্ষাস্তৈরসালোকৈরৈরাশ্রয়সমুদৈঃ পূর্ণাগৈর্নাগকেশরৈঃ বাসন্তিকান্তির্মাধবীলতাভিঃ ॥ ৫২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীগোবর্ধনের স্তব করিবার পর শ্রীগোবর্ধন-তটপ্রদেশে তাহার একান্ত আশ্রয়স্থল পরম রমণীয় ব্রজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডের স্তবারম্ভে প্রথমতঃ শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের সঙ্গম-স্থানের বা মিলনস্থলের বন্দনা করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণ রূষভরূপধারী অরিষ্টা-সুরকে নিধন করিয়া নিজের শুদ্ধিতার ছলে বামপদের পার্শ্বের আঘাতে শ্রীশ্যামকুণ্ডের আবির্ভাব করিয়া তাহাতে বিশ্বের নিখিল তীর্থরাজিকে আহ্বান করত যখন শ্রীরাধারাগীর নিকটে এইরূপ সর্বতীর্থময় কুণ্ড-রচনাহেতু স্পর্ধা-বিস্তার করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীমতী রাধারাগী শ্রীশ্যামকুণ্ডের সন্নিহিত পশ্চিমপাশ্বেই অরিষ্টাসুরের মৃত্যুকালীন পদাঘাতের বিশাল গর্ত দেখিতে পাইয়া তাহা হইতে সখীগণসঙ্গে নরম মৃতি-কার গোলা তুলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড-রচনা করেন । সেই শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডদ্বয়ের যে মিলনস্থলী বা সঙ্গমস্থল শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্লোকে তাহারই স্তব করিতেছেন । এই সঙ্গমস্থলের চারিদিক্ বিবিধ রুক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন থাকায় ইহার নৈসর্গিক শোভা অতি মনোরম । যাহার দর্শনমাত্রেই শ্রীশ্রীরাধামাধব বিলসী-যুগলের মনে বিপুল বিলাস-বাসনা উদ্দীপ্ত হয় । শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাহার শ্রীস্বন্দাবন-মহিমামৃতম্ গ্রন্থে (৪।১০২-১০৭) শ্রীরাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ডের সন্নিহিত স্থানের নৈসর্গিক শোভা-সম্পদ বর্ণনা করিয়াছেন—

“প্রফুল্লদিব্যমল্লিকা-লবঙ্গ-জাতি-যুথিকা,-কদম্ব-চম্পকাবলী-স্থলারবিন্দবীথিভিঃ ।

শিরীষ-কুন্দ-কেতকী-কুসুম-কিংকাদিভিঃ,-মনোজ-মাধবীলতাদ্যানন্তপুষ্পবল্লিভিঃ ॥

প্রিয়ঙ্গু নাগকেশরৈরশোক-কণিকারকৈঃ,-ক্ষুটাতিমুক্ত-সপুলা-সুবর্ণযুথিকাদিভিঃ ।

বিচিত্রভেদ-ঝাণ্টিকা-সুগন্ধবন্ধুজীবকৈঃ,-হুয়ারি-কুঞ্জকাদিভিঃ প্রফুল্লিতৈবিচিত্রিতম্ ॥

বিচিত্রপল্লবোদ্গমৈবিচিত্রপুষ্পসম্ভূতৈঃ,-বিচিত্রপত্রমঞ্জরীবিচিত্রগুচ্ছজালকৈঃ ।

বিচিত্রসৌরভোদয়েবিচিত্র-সীধুবষিভিঃ,-বিচিত্ররৌচিরুজ্জ্বলৈঃ পরৈশ্চ শাখিভিবৃতম্ ॥”

“শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে প্রফুল্লিত দিব্যমল্লিকা, লবঙ্গ, জাতি, যুথিকা, কদম্ব, চম্পকশ্রেণী ও স্থলপদ্মসমূহ, শিরীষ, কুম্ভ, কেতকী, কুসুম (কুসুম) কিংকর প্রভৃতি মনোরম মাধবীলতাাদি অনন্ত পুষ্পলতাসমূহ, প্রিয়ঙ্গু, নাগকেশর, অশোক, কণিকার এবং প্রফুল্লিত মাধবীলতা, নবমল্লিকা, সুবর্ণযুথিকা প্রভৃতি, নানাবিধ ষ্টিটিকা, সুগন্ধ বন্ধুকুসুম, হয়ারি, কুঞ্জক প্রভৃতি রক্ষসমূহদ্বারা বিচিত্রিত । বিচিত্র পল্লবোৎসবে, বিচিত্র কুসুমসমুদ্রে, বিচিত্র পত্রমঞ্জরী ও বিচিত্র পত্রস্তবকসমূহে এবং বিচিত্র সৌরভ পূর্ণ বিচিত্র মধুবর্ষণকারী, বিচিত্র জ্যোতির্ময় রক্ষরাজিদ্বারা কুণ্ডারণ্য বিমণ্ডিত ।” আবার—

“রাধাকৃষ্ণ-রহকথামুবদনাদাশ্চর্যমাধুর্যবদ-

ধ্বানৈঃ শ্রীশুকসারিকা-ব্যতিকরৈরানন্দসর্বস্বদম্ ।

কর্ণাক্ষি-কুহুঃ কুহুরিতি কলালাপৈর্ তং কোকিলৈ-

নৃত্যম্মতময়ুরমন্যবিহগৈশ্চানন্দকোলাহলম্ ॥

তন্মধ্যে নবমঞ্জুকুঞ্জবলয়ং শোভাবিত্ত্যাসমা-

নোদ্ধং দিব্যবিচিত্ররত্নলতিকাদ্যানন্দপুষ্পগ্ৰিয়া ।

অন্তস্তল্লবরং বরোপকরণৈরাত্যং সমস্তাদধদ্-

রাধামাধবভূক্তভোগ্যমখিলানন্দৈকসাম্রাজ্যভূঃ ॥

মধ্যেতাদৃশ-কুঞ্জমণ্ডলমহো কুণ্ডং মহামোহনং

সাম্রানন্দমহারসাম্বিতভরৈঃ স্বচ্ছৈঃ সদা সম্ভূতম্ ।

রত্নাবদ্ধচতুস্তীবিলাসিতং সদ্ভাসোগানব-

জীর্থং শ্রীতটসংকদম্বক-তলচ্ছায়ামণীকুট্টিমম্ ॥”

“শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রহকথার অনুবাদ (পাঠ) হেতু আশ্চর্য মাধুর্যপূর্ণ শ্রীশুক-শারিকাসমূহের উচ্চনিদানে আনন্দাতিশয়্য দানকারী—কর্ণানন্দদায়ী ‘কুহু কুহু’ এই অব্যক্তমধুর আলাপনয় কোকিলকুল মণ্ডিত—নৃত্যপরায়ণ মতময়ুরের শোভায় ভূষিত ও নানাবিধ পক্ষিকুলের আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত— তন্মধ্যে নবীন কুঞ্জসমূহ—শোভাসম্পদে ও দিব্য বিচিত্র রত্ন-লতিকাদির আনন্দময় পুষ্পশ্রীতে অসমোক্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে । তন্মধ্যেও আবার উত্তম উত্তম উপকরণ বিমণ্ডিত অত্যুৎকৃষ্ট শয্যা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চতুর্দিকেই শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভূক্ত ও ভোগ্য বস্তুরাজি শোভা পাইতেছে । এইভাবে সর্বত্রই কেবল আনন্দেরই সাম্রাজ্য প্রতিভাত হইতেছে ।

এতাদৃশ কুঞ্জসমূহের মধ্যে মহামোহন কুণ্ড—সাম্রানন্দ মহারস-স্বরূপ স্বচ্ছ অমৃত (জল) রাশিতে সদাকাল পূর্ণ । যাহার চারি তীর রত্নাদি দ্বারা বদ্ধ । ঘাটসমূহ উত্তম উত্তম রত্নসোপানদ্বারা বিমণ্ডিত । তটপ্রদেশে কদম্বতরুর ছায়ায় ছায়ায় মনোরম মণিকুট্টিম (মণিবন্ধবেদী) বিরাজ করিতেছে ।”

শ্রীবৃন্দাবিপিনং সুরম্যমপি তচ্ছ্রীমান্ স গোবর্দ্ধনঃ
সারাসস্থলিকাপ্যালং রসময়ী কিং তাবদন্যং স্থলম্ ।
যস্যাপ্যংশলবেন নারীতি মনাক্ সাম্যং মুকুন্দস্য তৎ
প্রাণেভ্যোহপ্যধিকপ্রিয়েব দয়িতং তৎকুণ্ডমেবাশ্রয়ে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ । অন্য স্থানের কথা কি বলিব, পরম সুরমা শ্রীবৃন্দাবন, সাতিশয় শোভা-সম্পদান্বিত
শ্রীগোবর্ধন এবং পরমরসময়ী শ্রীরাসস্থলী হাঁহার লবাংশ মাত্রও সমকক্ষ হইতে পারেন না, প্রাণাপেক্ষাও
প্রিয়তমা শ্রীরাধার ন্যায়ই যিনি মুকুন্দের প্রিয়—সেই **শ্রীরাধাকুণ্ড**কেই আমি আশ্রয় করি ॥ ৫৩ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণান্তঃপাতিত্বেনাপি সর্বশ্রেষ্ঠ্যেন রাধাকুণ্ডং পুনঃ স্তোতি— শ্রীবৃন্দেতি ।
তৎপ্রসিদ্ধমিতি পূর্বপদার্থঃ তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কুণ্ডমেবাশ্রয়ে নহন্যৎ । অবধারণ-প্রয়োজনমাহ—
কিন্তুতং তৎ মুকুন্দস্য প্রাণেভ্যোহপি অধিক প্রিয়া যা রাধা সা ইব দয়িতং প্রিয়ং তথা চ ‘যথা রাধা প্রিয়া
বিশেষস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভে’তি । তৎপ্রাণেভ্যোহপীতি
প্রিয়ত্বেনানুভূতাশ্চ তে প্রাণাশ্চেতীতি বিগ্রহঃ । ননু প্রিয়েব দয়িতমিত্যত্র লিঙ্গভেদেন উপমা দোষঃ স্যাৎ ।
তথা চালঙ্কারকৌস্তুভে—উপমায়ান্ত হীনতা । আধিক্যঞ্চ ভবেজ্জাতি প্রমাণাত্ম্যং তদাপি সঃ । লিঙ্গস্য
বচনস্যাপি কালস্য পুরুষস্য চ । বিখ্যাদেরপি ভেদেচাসাম্যাসম্ভাব্যোরপীতি । উচ্যতে । রসাপকর্ষকোদোষ

এই প্রকার অপূর্ব নৈসর্গীক শোভা-সমাবেশে পরিশোভিত শ্রীকুণ্ডদ্বয়ের সঙ্গমস্থল শ্রীশ্রীরাধা-
মাধবের পরম প্রিয় কেলিস্থান । এস্থলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিচিত্র মধুর বিহার হইয়া থাকে । শ্রীকুণ্ডদ্বয়
শ্রীশ্রীরাধাশ্যামেরই অভিন্ন-স্বরূপ । কুণ্ডদ্বয়ের মধুর মিলন-স্থলী যুগলের মনে তাঁহাদের মিলনরসের মধুময়
উদ্দীপন জাগাইয়া তাঁহাদের চিত্তকে বিলাস-লালসায় অধীর করিয়া তুলে । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘শ্রীযুগ-
লের অতি রহস্যময় সেই প্রিয় কেলিস্থলকে আমি আশ্রয় করি ।’ কেলিভূমি চিন্ময় ও অপার করুণার
আধার । নিষ্কপটভাবে শরণাগত হইলে আশ্রয়ীর প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে অনুষ্ঠিত
লীলা দর্শন করাইয়া ধন্য করেন, ইহাই শরণাগতির মুখ্য উদ্দেশ্য ।

“কদম্ব-চম্পকশ্রেণী, অভিনব অশোকশ্রেণী,

বকুলাদি আশ্রয় নাগেশ্বর ।

লবঙ্গ-মাধবীদ্বারা, চারিদিকে আছে ঘেরা,

যে স্থানের শোভা মনোহর ॥

রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, মধ্যে রত্ন-ভূমিখণ্ড,

যেথা নিত্য যুগল-বিহার ।

দিব্য চিন্তামণি-ধাম, সঙ্গমস্থল যার নাম,

আশ্রয় করি বাসনা আমার ॥” ৫২ ॥

ইতি দোষলক্ষণেন দোষব্যঞ্জকতা সত্ত্বেহপি যত্র রসস্য স্থগনং নাস্তি, তত্র দোষোহপি নাস্তি । অত্রতু
কুণ্ডবিষয়তাব এব ধ্বনিস্তস্য রাধিকায় উপমেয়ত্বে শ্রীকৃষ্ণস্য পরম-প্রিয়ত্বমাত্মমিতি তদ্বিষয়-ভাবস্যাৎ-
কৰ্ষতা এবৈতি সৰ্বমবদাতম্ । ননু শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়মন্যদপ্যস্তি তদপাশ্রয়স্ত তত্রাহ যস্য কুণ্ডস্যংশলবেন
প্রদেশলেশেনাপি সহ সাম্যং শ্রীবৃন্দাবিপিনাদিকং মনাগল্পমপি নাহতি, ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ প্রাপ্তুং যোগ্যং
ন ভবতি । শ্রীবৃন্দাবিপিনং কীদৃশং তৎপ্রসিদ্ধং সুরমাং সুমনোহরম্ । সা অনুভূতা চাসৌ শ্রীশ্চেতি তচ্ছ্রীঃ
সা বিদ্যতে যস্য স শ্রীমান্ স প্রসিদ্ধঃ সা প্রসিদ্ধা অলং সৰ্বভূষণরূপাপি রাসস্থলী রাসপ্রতিপাদক স্থান-
বিশেষঃ । রসময়ী রসপ্রচুরা । অন্যদেতেভ্যো ভিন্নং কিং তারং দূরতঃ পরিত্যাজ্যম্ ॥ ৫৩ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী শ্রীমৎ দাসগোস্থামিপাদ ব্রজমুকুটমণি
শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমাতিশয্য বর্ণনপূর্বক শ্রীকুণ্ডাশ্রয়ে ঐকান্তিক অনুরক্তি প্রকাশ করিতেছেন । “যথা
রাধা প্রিয়া বিশেষাস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা । সৰ্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বজ্রতা ॥” (পদ্মপুরাণ) ।
শ্রীরাধাধারী শ্রীকৃষ্ণের যেমন প্রিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডও তাঁহার তদ্রূপ প্রিয়, সমস্ত গোপীগণমধ্যে একা শ্রীরাধাই
শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া । শ্রীকুণ্ডের প্রকাশ-দিবসে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

“প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতৎ মৎকুণ্ডতোহপি মহিমাধিকমন্ত লোকে ।

অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্নানং যথা ভ্রমসি তদ্বদিদং সরো মে ॥”

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বলিলেন—‘হে প্রিয়তমে ! তোমার কুণ্ড আমার কুণ্ড অপেক্ষা মহিমাতে
অধিক হউক । তোমার এই কুণ্ডে আমি নিত্য স্নান ও জলকেলি করিব । তুমি যেমন আমার প্রিয়া,
তোমার কুণ্ডও তদ্রূপ আমার প্রিয় ।’

“সৰ্বগোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমসী ।

তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়—প্রিয়ার সরসী ॥

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ।

জলে জলকেলি করে,—তীরে রাসরঙ্গে ॥

সেই কুণ্ডে একবার যেই করে স্নান ।

তারে রাধা-সম প্রেম কৃষ্ণ করে দান ॥

কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধার মধুরিমা ।

কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা ॥” (চৈঃ চঃ মধ্য ১৮ পরিঃ)

ব্রজে সহস্র সহস্র তীর্থ বিরাজমান থাকিলেও এই প্রকার মহিমা অপর কোন স্থানেরই শোনা
যায় না । এই জন্যই শ্রীরাধাকুণ্ড ব্রজমুকুটমণি । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘ব্রজ-চৌরাশী-ক্রোশের মধ্যে
শ্রীবৃন্দাবন অতি সুরমা ।’ ঋন্দপুরাণে লিখিত আছে—

“যত্র বৃন্দাবনং নাম বনং কামদুর্ঘৈদ্রমৈঃ ।

মনোরমনিকুঞ্জাভ্যং সৰ্বত্ৰ সুখসংযুতম্ ॥

যত্র নিম্মলপানীয়া কালিন্দী সন্নিতাং বরা ।

রত্নবন্ধোভয়তটী হংসপদ্মাদিসঙ্কলা ॥”

“তথায় (ব্রজধামে) কল্পবৃক্ষপূর্ণ মনোরম নিকুঞ্জশোভায় সমৃদ্ধ সর্বঋতুতে সুখাবহী শ্রীবৃন্দাবন বিরাজ করিতেছে । যেখানে নিম্মল-সলিলা মদীশ্রেষ্ঠা কালিন্দী প্রবহমানা, যাহার উভয়তট রত্নবন্ধ, যাহাতে কমল-কহ্লারাদি প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং রাজহংসকুল বিহার করিতেছে ।” পদ্মপুরাণে দেখা যায়—

“ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্ ।

.....

পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্ ।

কালিন্দীয়াং সুষুশ্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ॥

তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্মচক্ষুষা ॥” ইতি ।

“এই রমণীয় বৃন্দাবন কেবল আমারই ধাম, এই পঞ্চ-যোজন-পরিমিত বৃন্দাবন আমার দেহ-রূপ । পরমামৃতবাহিনী কালিন্দী সুষুশ্না নামে অভিহিতা । এই রমণীয় বৃন্দাবন তেজোময়, চর্ম-চক্ষুর অদৃশ্য ।” বৃন্দাবনের রমণীয়তা-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে আরও লিখিত আছে—

“নিত্যনূতনপুষ্পাদিরঞ্জিতং সুখসঙ্কুলম্ ।

স্বাদ্বানন্দসুখোৎকর্ষশব্দাদিবিষয়াত্মকম্ ॥

মানাচিত্রবিহঙ্গাদিধ্বনিভিঃ পরিরঞ্জিতম্ ।

মানারত্নলত্যাশোভিমভালিধ্বনিমণ্ডিতম্ ॥

চিন্তামগিপরিচ্ছন্নং জ্যোৎস্নাজালসমাকুলম্ ।

সৰ্বত্ৰ ফলপুষ্পাভ্যং প্রবালৈঃ শোভিতং পরি ।

কালিন্দীজলসংসর্গিবায়ুনা কম্পিতং মুহুঃ ॥

বৃন্দাবনং কুসুমিতং নানাবিধবিহঙ্গমৈঃ ।

সংস্করেৎ সাধকো ধীমান্ বিলাসৈকনিকেতনম্ ॥”

“ধীমান্ সাধক বিলাসের একমাত্র নিকেতন কুসুমিত বৃন্দাবন সম্যক্রূপে স্মরণ করিবেন । সেই বৃন্দাবন নিত্যনূতন পুষ্পাদি রঞ্জিত, সান্তিশয় সুখ, সমাকুল, পরমাত্মানুভবজন্য যে আনন্দ, তাহা অপেক্ষাও নিরতিশয় সুখের অভিব্যক্তিস্বরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই বিষয়-পঞ্চকে বৃন্দাবন পরিপূর্ণ । নানাবিধ বিহঙ্গাদির ধ্বনিতে পরিরঞ্জিত, নানারত্নলতা-শোভিত মত্তভ্রমরগুঞ্জে মণ্ডিত,

স্ফীতে রত্নসুবর্ণ-মৌক্তিকভরঃ সন্নির্মিতে মণ্ডপে
 খুৎকারং বিনিধায় যত্র রত্নসাত্ত্বো দম্পতী নির্ভরম্।
 তন্বাতে রতিনাথ-নৰ্ম্ম-সচিবৌ তদ্রাজ্য-চৰ্চ্চাং মুদা
 তং রাধা-সরসীতটোজ্জ্বল-মহাকুঞ্জং সদাহং ভজে ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ । রত্ন, সুবর্ণ ও মৌক্তিকসমূহ-দ্বারা সুন্দররূপে নির্মিত অতি বিস্তৃত মণ্ডপেও
 খুৎকার দিয়া বা ঘণার সহিত উহা ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ পরম কৌতুকভরে যেখানে কন্দর্পকে মন্ত্রী
 করিয়া পরমানন্দিত মনে কামরাজ্যের আলোচনা করিতেছেন—শ্রীরাধাকুণ্ড-তটস্থিত সেই সমুজ্জ্বল
 মহাকুঞ্জকে আমি সর্বদা ভজন করি ॥ ৫৪ ॥

টীকা । প্রাণেশয়োঃ দ্বচ্ছন্দলীলাসাধককুঞ্জবিশেষঃ স্তোতি—স্ফীত ইতি। তং রাধা-
 সরসীতটোজ্জ্বলমহাকুঞ্জং রাধাকুণ্ডস্য তটে সমীপদেশে উজ্জ্বলং প্রকাশমানং মহাকুঞ্জং ভজে তৎসংস্কারা-
 দিনা সেবে। তৎ কুঞ্জস্য মহত্বে হেতুমাং রত্নসুবর্ণমৌক্তিকভরৈঃ প্রচুরৈঃ সন্নির্মিতে সম্যক্ পরিপাট্যা
 যটিতে স্ফীতে আয়তে মণ্ডপে খুৎকারং বিনিধায় হেয়ত্বং বিধায় তৌ দম্পতী রাধাকৃষ্ণৌ নির্ভরমতিশয়ং
 যথাস্যাত্থা যত্র কুঞ্জে রত্নসাদত্যন্ত কৌতুকাৎ তদ্রাজ্যচৰ্চ্চাং তস্য রতিনাথস্য রাজ্যে বিষয়ে যা চৰ্চ্চা তাং
 কামক্ৰীড়ামিতি যাবৎ মুদা হর্ষণে তন্বাতে বিস্তারয়ত ইত্যন্বয়ঃ। তৌ কিন্তুুতৌ রতিনাথঃ কন্দর্পঃ স
 এব নৰ্ম্মণি কৌতুক-সাধনে সচিবঃ সহায়ো যয়োস্তৌ ॥ ৫৪ ॥

স্বভামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীরাধাকুণ্ডের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে স্বপ্রকাশ
 কুণ্ডমাধুরীর স্ফুরণ হইয়াছে। তিনি এই শ্লোকে শ্রীকুণ্ডতটে অবস্থিত পরম সমুজ্জ্বল মহাকুঞ্জের স্তব
 করিতেছেন। এই সমুজ্জ্বল মহাকুঞ্জ বলিতে শ্রীকুণ্ডের উত্তরতটে অনঙ্গরঙ্গাসুজ নামক ললিতানন্দ
 কুঞ্জ বলিয়াই মনে হয়। কারণ শ্রীরাধাকুণ্ডস্থিত কুঞ্জাবলীর মধ্যে ইহাই মহা বা সুরহৎ কুঞ্জ বলিয়া
 প্রসিদ্ধ।

শ্রীরাধাকুণ্ডের উত্তরদিগ্‌বর্তি ঘাটের নিকট অষ্টদলপদ্মাকৃতি অষ্টকুঞ্জসমন্বিত এই **অনঙ্গ-
 রঙ্গাসুজ** চত্বর বিরাজ করিতেছে। উত্তম হেমরঙাবলি তাহার কেশর, সহস্রদলকমলাকৃতি হেমনির্মিত
 কুট্টিমসমূহ তাহার কণিকা, লীলানুকূল কখনো বিস্তীর্ণ এবং কখনো বা সঙ্কুচিত স্বভাববিশিষ্ট ও অতি
 উজ্জ্বল প্রভাময়। ললিতার শিষ্যা কলাবলী তাহার সংস্কারবিষয়ে সতত যত্নবতী। সর্ব ঋতুর সকল
 প্রকার সুখ তাহাতে উপলব্ধ হয়, তাহা বিবিধ কেলিবিনোদের আকর-স্বরূপ।

শ্রীরন্দাবিপিনের,

অনন্ত মহিমা যার,

লব নহে যাহার তুলনা।

রাধাকুণ্ড রাধাসম,

মুকুন্দের প্রিয়তম,

আশ্রয় করি এ মোর বাসনা ॥” ৫৩ ॥

এই ললিতানন্দকুঞ্জ বয়স্যাগণ-সহ নিকুঞ্জরাজ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অলৌকিক শোভা-সম্পদযুক্ত পট্টমন্দিররূপে বিরাজ করিতেছে। কমলাকৃতি ঐ কুঞ্জের কেশরসমূহ মাণিক্যরচিত, কণিকাগুলি সুবর্ণ-রচিত এবং এক এক বর্ণের রত্ননির্মিত সমান-পল্লবিশিষ্ট বহু মণ্ডলবিভাগে গঠিত। কণিকার বাহিরে কেশর এবং কেশরের বাহিরে পত্র থাকায় তাহাদের মান ও সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

ঐগুলি কমলসদৃশই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহ্লাদকর শৈত্যাদি গুণযুক্ত, সেই কণিকার বাহিরে বাহিরে যথাক্রমে স্বর্ণ, বৈদূর্য, ইন্দ্রনীল, স্ফটিক ও পদ্মরাগ প্রভৃতিদ্বারা খচিত পাঁচটি মণ্ডপ বিরাজিত থাকিয়া অতুলনীয় শোভা-বর্ধন করিতেছে! মণ্ডপের মধ্যদেশে বিবিধ রত্ননির্মিত মিথুনীভাবাপন্ন মৃগ, পক্ষী, দেবতা, মনুষ্য, অন্যান্য প্রাণীদের এবং গন্ধর্ব-কিন্নরাদির বিচিত্র প্রতিকৃতি বিরাজিত থাকায় ঐ মণ্ডপ অনির্বচনীয় রসের উদ্দীপন ঘটাইতেছে। শুক্ল, রক্ত, হরিৎ, পীত ও শ্যাম—এই পঞ্চবর্ণের পুষ্পদ্বারা শোভমান কেশরাদি বৃক্ষশাখাসমূহ যাহার উত্তম চন্দ্রাতপরূপে পরিশোভিত সেই মণ্ডপের মধ্যভাগে জানু-পরিমিত রত্নময় কুট্টিম কণিকার ন্যায় অগুরু শ্রী-বিস্তার করিতেছে !!

ললিতানন্দ কুঞ্জের বায়ুকোণে বসন্তসুখদ কুঞ্জ, নৈঋতকোণে পদ্মমন্দির, অগ্নিকোণে হিন্দোলকুট্টিম ও ঈশানকোণে মাধবানন্দ কুঞ্জ বিরাজ করিতেছে। আবার ইহার উত্তরদিকে সিতাম্বুজ কুঞ্জ, পূর্বদিকে অসিতাম্বুজ কুঞ্জ, দক্ষিণে অরুণাম্বুজ কুঞ্জ ও পশ্চিমে হেমাম্বুজ কুঞ্জ বিরাজিত।†

শ্রীপাদ রঘুনাত্ত বলিতেছেন—‘এই ললিতানন্দ মহাকুঞ্জের শোভাসম্পদ এতই রমণীয় বা মনোহর যে, রত্ন, সুবর্ণ ও মৌক্তিকরাজিদ্বারা সুন্দররূপে নির্মিত অতি বিস্তৃত মণ্ডপেও থুৎকার দিয়া বা ঘণার সহিত তাদৃশ মণ্ডপকেও ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ললিতানন্দ কুঞ্জের স্বাভাবিক সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হইয়া পরম কৌতুকভরে কন্দর্পকে মস্ত্রী করিয়া পরমানন্দিত মনে কামরাজ্যের বিবিধ আলোচনা করিতেছেন।’ তাৎপর্য এই যে, একে ত স্বভাবতই ব্রজের মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীরাধাশ্যামের নির্জন রহস্যময় বিলাসের অমর্য ক্লেত্র, তদুপরি ললিতানন্দ কুঞ্জ এতই শোভাসম্পদপূর্ণ এবং রহস্যময় যে, শ্রীশ্রীরাধামাধব সখীগণসঙ্গে স্বচ্ছন্দে নানাপ্রকার শৃঙ্গাররসময় স্বচ্ছন্দ-বিহার, পরিহাসরসময় ক্রীড়া-কৌতুকাদি করিয়া থাকেন। ২ শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘শ্রীরাধাকুণ্ড-তটস্থিত সমুজ্জল মহাকুঞ্জকে আমি সতত ভজন করি।’

† এই কুজাবলীর বর্ণনা গোবিন্দলীলামৃতে সপ্তমসর্গে দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, শ্রীকৃষ্ণাহংককৌমুদী প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে মধ্যাহ্নলীলাবর্ণনার এই লীলাকৌতুকাদি দ্রষ্টব্য।

কান্ত্যা হন্ত মিথঃ স্মুটং হ্রদিতটে সঞ্চিস্থিতং দ্যোততে
 প্রীত্যা তন্নিথুনং মূদা পদকবদ্রাগেণ বিভ্রদ্যযোঃ ।
 ধাত্রা ভাগ্যভরণে নিৰ্ম্মিততরে ত্রৈলোক্যলক্ষ্যাস্পাদে
 গৌর-শ্যামতমে ইমে প্রিয়তমে রূপে কদাহং ভজে ? ৫৫ ॥

অনুবাদ । প্রেমাধিক্যবশতঃ যাঁহারা উজ্জ্বলকান্তিতে পরস্পরের হৃদিতটে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনুরাগভরে যেন পরস্পরকে হৃদয়ে পদকের ন্যায় ধারণ করিতেছেন, বিধাতা সৌভাগ্যাতিশয়দ্বারা পরমোৎকৃষ্টরূপে যাঁহাদের নির্মাণ করিয়াছেন, যাঁহারা ত্রৈলোক্য-শোভার পরমাম্পদ-স্বরূপ, সেই অতি প্রিয়তম ঘনশ্যাম ও বিদ্যুৎগৌরী **শ্রীশ্রীরাধামাধব**-যুগলরূপকে আমি কবে ভজন করিব ? ৫৫ ॥

টীকা । তন্বহাকুঞ্জবর্ণন-সময় এবাকস্মাৎ হৃদ্যবিভবতদ্রূপং সাক্ষাদনুভবিতুং পরমোৎ-
 কৰ্ণয়া শৌতি—কান্ত্যেতি । ইমে গৌর-শ্যামতমে গৌরঞ্চ তৎশ্যামতমঞ্চৈতি তৎ একশেষঃ রূপে কদাহং
 ভজে ভজিষ্যামি । কিন্তুতে প্রিয়তমে অতিপ্রিয়ে । গৌরশ্যামতমত্বং রূপয়োঃ সাধয়তি যম্মোরাধারভূত-
 য়োস্তুন্নিখুনং রাধাকৃষ্ণযুগলং হন্ত ভো মিথোহন্যোন্যং মুদা হর্ষণে প্রীত্যা প্রেম্যা হৃদিতটে কান্ত্যা ছটয়া
 স্ফুটং স্পষ্টং সম্যগ্বিস্থিতং প্রতিবিস্থিতং বিদ্রং সৎ দ্যোততে প্রকাশতে ইত্যম্বয়ঃ । প্রীতির্যোগান্তরে
 প্রেমিণি স্মরপত্নীমুদোঃ স্তিয়ামিতি মেদিনী । কেন কিমিব রাগেণ পদকবৎ উরোভূষণ-বিশেষবৎ ।
 কিন্তুতে রূপে খাত্রা বিধাত্রা ভাগ্যভরেণ ভাগ্যাতিশয়েন নিশ্চিততরে । পুনঃ কিন্তুতে ত্রৈলোক্যে ত্রিলোক্যে
 যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যা আশ্পদে স্থানে ॥ ৫৫ ॥

স্ববাস্তবত্ব ব্যাখ্যা । শ্রীরাধাকৃষ্ণশ্রী শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া পূর্বশ্লোকে কুণ্ডতীরের মহাকুঞ্জ শ্রীললিতানন্দদের স্তব করিয়াছেন । কুণ্ডতীরে ভজনরত শ্রীপাদের সম্মুখে সহস্র ললিতানন্দ কুঞ্জের অভ্যন্তরে রত্নময় বেদীতে সমাসীন শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগলরূপের স্ফুরণ হইয়াছে । এই শ্লোকে সেই স্ফুতির আশ্বাদনেরই রসোদগার প্রকাশ করিতেছেন । শ্রীপাদ স্ফুতিতে দেখিলেন—রত্ন-মণ্ডপে শ্রীযুগল উপবিষ্ট । শ্যামের ঘন শ্যামল কান্তিতে ও শ্রীরাধার বিদ্যুতালোকে শ্রীকুণ্ডতট উদ্ভাসিত

“সেই রাধাকুণ্ড-তীরে, মহাকুঞ্জ নাম ধরে,
যাঁর প্রভা অতি সমুজ্জ্বল ।
মণি-মুক্তায় সুনিশ্চিত, রত্নবেদী শিক্ত,
বিহরিছে নবীন যুগল ॥
রাধাকৃষ্ণ কৌতুকভরে, মন্ত্রী করি কন্দর্পেরে,
নিমগণ হাস্য-পরিহাসে ।
কামরাজ্যের আলোচনা, যথা করে দুহঁ জনা,
“মহাকুঞ্জ” ভজি গলবাসে ॥” ৫৪ ॥

“শ্রীমুখ সুন্দর বর,
ভাবতুষণ কর শোভা ।
নীল পীত বাসধর,
গৌরী-শ্যাম মনোহর,
অঙ্করের ভাবে দুই লোভা ॥” (প্রেমভক্তিশ্চন্দ্রিকা)

শ্রীপাদ দেখিতেছেন—“কান্ত্যা হন্ত মিথঃ স্ফুটং হৃদিতটে সস্বিস্থিতং দ্যোততে প্রীত্যা তন্নিশ্বনং
মুদা পদকবদ্রাগেণ বিভ্রাম্যয়োঃ” অর্থাৎ প্রেমাধিক্যবশতঃ ‘প্রীপ্রীয়াধামাধব’ যেন উজ্জ্বলকান্তিতে পরস্পরের
হৃদিতটে প্রতিবিস্তৃত হইয়া অনুরাগভরে পরস্পরকে পদকের ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিতে রহিয়াছেন।
অনুরাগের কামনা—প্রিয়জনকে সতত অতি নিকটে পাইতে। প্রীরাধারাগী বলেন—

নেত্রোপান্ত-বিঘূর্ণনৈরলঘু তন্দ্রামূল-সঞ্চালনৈ-
রীষদ্ধাস্তরৈসঃ সুধাধরধৌষশ্চুস্বৈর্দৃঢ়ালিঙ্গনৈঃ ।
এতরিষ্ট-মহোপচার-নিচৌষশ্চলব্য যুনোযুগং
প্রীত্যা যং ভজতে তমুজ্জ্বল-মহারাজং প্রবন্দ্যামহে ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ । নেত্রপ্রান্তের সাতিশয় বিঘূর্ণন, মৃদু-মধুর হাস্য, বাহমূল-সঞ্চালন, অধরসুধা-পান, চুম্বন, দৃঢ়ালিঙ্গন এই সমস্ত (রাজ-সেবাযোগ্য) মহোপচারদ্বারা ব্রজনবীনযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব পরম প্রীতিভরে যাহাকে ভজন করিতেছেন—সেই উজ্জ্বল মহারাজকে আমি কায়মনোবাক্যে বন্দনা করি ॥ ৫৬

“হাতক দরপণ, মাথক ফুল । নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল ॥
হৃদয়ক যুগমদ, গীমক হার । দেহক সরবস, গেহক সার ॥
পাখীক পাখ, মীনক পানি । জীবক জীবন, হাম তুঁহ জানি ॥
তুহঁ কৈসে মাধব কহ তুহঁ মোয় । বিদ্যাপতি কহ—দুহঁ দোহা হোয় ॥”

(পদকল্পতরু)

শ্রীশ্রীরাধামাধব প্রেমভরে সতত উভয়েই পরস্পরের অন্তর জুড়িয়া বিরাজমান থাকিলেও বাহিরে পরকীয়ভাবে পরস্পরের দুর্লভ হইয়া থাকেন । “কতু মিলে কতু না মিলে দৈবের ঘটন ॥” (চৈঃ চঃ) । এই দুর্লভতাবশতঃ অনুরাগী শ্রীশ্রীরাধামাধব যেন তাঁহাদের অতুজ্জ্বল শ্যাম ও গৌরকান্তিতে পরস্পরের হৃদিতটে প্রতিবিম্বিত হইয়া পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পর পদকের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন ! শ্রীপাদের চিত্ত-মন যুগলরূপ-সাগরে যেন ডুবিয়া গিয়াছে । দেখিতে দেখিতে আড়াল । আর দেখিতে পান না । স্ফুরণের বিরাম হইল । হাহাকার করিয়া উঠিলেন । বিপুল দৈন্যের উদয়ে শ্রীপাদ ভাবিতেছেন—
‘আমি তো ভজন-সাধনহীন, তাঁহাদের দর্শনের অযোগ্য । কৃপা করিয়া একবার নিজগুণে দর্শন দিয়া-
ছিলেন, কিন্তু ভজনহীন বলিয়াই হারাইলাম ।’ তাই দৈন্যভরে দর্শন-কামনা না করিয়া অনুভবের
যোগ্যতা-সম্পাদক ভজন-কামনা করিয়া বলিলেন—‘অতি প্রিয়তম সেই ঘনশ্যাম ও বিদ্যুৎ গৌরী
শ্রীশ্রীরাধামাধব-যুগলরূপকে আমি কবে ভজন করিব ?’

“প্রীতে অঙ্গকান্তি-দ্বারে, হৃদিতটে পরস্পরে,
প্রতিবিম্বে করেছে উজ্জ্বল ।
বিধাতার ভাগ্য-ভারি, স্বজন-কলা বলিহারী,
গড়িয়াছে দম্পতি-যুগল ॥
শোভার আশ্রয়-রূপ, ব্রিভুবনে রসকূপ,
অভিনব গৌর-শ্যাম-তমে ।
নিত্য নব অনুরাগে, ভজিব কিশোর-যুগে,
ব্রজবাসি-সঙ্গে অনুক্ষণে ॥” ৫৫ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণান্তরঙ্গলীলাপ্রতিপাদকং শৃঙ্গাররসং স্তৌতি—নেত্রোপান্তেতি । তমুজ্জ্বলমহা-
রাজং শৃঙ্গার-রসরাজং প্রবন্দামহে কায়মনোবচোভির্নামামঃ । স কঃ যং তন্মব্যযুনোযুগং রাধাকৃষ্ণযুগলং
এতৈরিষ্ট-মহোপচারনিচয়ৈঃ রাজ-সেবন-যোগ্যাৎকৃষ্ট-সামগ্রীসমূহৈঃ প্রীত্যা অনুরাগেণ ভজতে সেবতে ।
ভজন-সাধন-পরিচারানাহ—নেত্রেত্যাদি । নেত্রোপান্তস্য নেত্রাঞ্চলস্য বিঘূর্ণনৈশ্চালনৈঃ কটাক্ষৈরিত্যিতি যাবৎ ।
পক্ষে নেত্রস্য সূক্ষ্মবস্ত্রবিশেষস্য উপ সমীপে অন্তস্য শেগভাগস্য বিঘূর্ণনৈঃ প্রথমভাগস্য হস্তদ্বয়-ধারণেন
বীজনার্থং শেষভাগ-চালনৈঃ । ‘নেত্রং মন্থগুণে বস্ত্রভেদে মূলে দ্রুমস্য চ । রথে চক্ষুষি নদ্যাঞ্জেত্যাদি’
মেদিনী । নেত্রান্ত-বিঘূর্ণনৈঃ কিস্তুতৈঃ অলঘু অত্যন্তং যথাস্যাত্তথা তে অনুভূতে যে দোমূলে স্তনপ্রান্তদেশৌ
তত্র চালনং যেমাং তৈঃ । কৃষ্ণস্য তদ্দেশে রাধাকর্তৃক লোচনচালনং তু স্বস্য তদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক
নেত্রপ্রেরণাভিপ্রায়মিতি ভাবঃ । পক্ষে অলঘু যথাস্যাত্তথা তস্য রাজশৈলমদনাদি বন্ধপ্রকারৈর্যানি দোমূল-
চালনানি তৈঃ । ঈষদ্ধাস্যরসৈরিত্যুভয়পক্ষে স্পষ্টতম্ । সুধা অমৃতং তদেবাধরন্তস্য ধন্যঃ পানং যেভ্যস্তৈ-
শ্চুস্মৈশ্চুস্মনৈঃ । পক্ষে সুধামমৃতম্ অধরয়ন্তি খক্কীকুর্কন্তি যে ধন্যাঃ পানসাধন-দ্রব্যানি তৈঃ । চুস্মৈশ্চু-
স্মনসাধনজনৈঃ । দৃঢ়ালিঙ্গনৈরিত্যিতি স্পষ্টতম্ । পক্ষে দৃঢ়মালিঙ্গনং যত্র তৈরালিঙ্গন-সাধন স্ত্রীবিশেষৈরিত্যর্থঃ ॥৫৬

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে উজ্জ্বলরসের বন্দনা করিতে-
ছেন । মধুররস, শৃঙ্গাররস বা শুচিরস—উজ্জ্বলরসেরই নামান্তর । “শৃঙ্গারঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ ।” ইহাকে
‘মহারাজ’ বলিবার তাৎপর্য এই যে, ইহা রসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা রসের রাজা । কারণ দাস্য, সখ্যাদি
সমস্ত রসের গুণই মধুররসে অবস্থান করে ।

“পূর্ব পূর্ব রসের গুণ পরে পরে হয় । দুই-তিন গগনে পঞ্চপর্যন্ত বাঢ়য় ॥

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাঢ়ে প্রতি রসে । শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥

আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে । দুই-তিন গগনে বাঢ়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিঃ)

“অন্তালম্বনঃ কান্তত্বেন স্ফুরন্ কান্তভাব-বিষয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ । তদাধারাঃ সজাতীয়ভাবাস্তদীয়-
পরমবল্লভাশ্চ ।” (প্রীতিসন্দর্ভঃ-২৭৪ অনুঃ) । এই উজ্জ্বলরসের বিষয়ালম্বন কান্তরূপে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণ
এবং সজাতীয়ভাবা তদীয় পরমবল্লভাগণ আশ্রয়ালম্বন । এই পরম বল্লভাগণের মধ্যে পরকীয়ভাববতী
ব্রজবল্লভাগণই শ্রেষ্ঠা । কারণ মহামুনি শ্রীভরত বলিয়াছেন—

“বহু বার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ ।

যা চ মিথোদুর্লভতা সা মন্থথস্য পরমারতিঃ ॥”

“যাহাতে লোকতঃ এবং ধর্মতঃ বহু বাধা, যাহাতে নায়ক-নায়িকার প্রচ্ছন্নকামুকতা প্রকাশ
পায় এবং যে রতি পরস্পর দুর্লভতাময়ী, তাহাকেই মন্থথ-সম্বন্ধীয় পরমারতি বলা হইয়া থাকে ।”

“অত্বেব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ” (উঃ নীঃ) । অত্বেবেতি শ্রীকৃষ্ণেন সহ ব্রজসুন্দরবামীদৃশ-
লীলাবিশেষ এব শৃঙ্গারস্য পরমোৎকর্ষ ইত্যর্থঃ ।” (টীকা-শ্রীজীব) । অর্থাৎ “শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজ-
সুন্দরীগণের ঔপপত্য ভাবময় লীলাতেই শৃঙ্গাররসের পরমোৎকর্ষ প্রকাশ পাইয়া থাকে ।” রাগের
পরাকার্তা নিরূপণে শ্রীউজ্জ্বলের টীকায় শ্রীজীব আরও লিখিয়াছেন—“দুঃখস্য পরমকার্তা কুলবধুনাং
স্বয়মপি পরম-মর্যাদানাং স্বজনার্য্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব, নাগ্যাদি নচ মরণম্ । ততশ্চ তৎকারিতয়া
প্রতীতোহপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ সুখায়ঃ কল্যাতে চেৎ তর্হ্যেব রাগস্য পরম ইয়তা । ততশ্চ তামাশ্রিত্যেব
প্রবোধনুরগো ভাবায় কল্যাতে ।” অর্থাৎ কুলমর্যাদাবতী ললনাগণের পরমদুঃখের কারণ হইতেছে—
স্বজন ও আর্ষপথ হইতে ভ্রংশ বা চ্যুতি । অগ্নি বা বিষপানে মরণ তাহারা সাদরে অঙ্গীকার করেন কিন্তু
তাহাদের পক্ষে পাতিব্রতধর্ম ত্যাগ সর্বথা অসম্ভব । অদম্য রাগাতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত
ব্রজদেবীগণ যে বেদমর্যাদা ও লোকমর্যাদা অতিক্রম করেন, ইহাতেই রাগের পরাকার্তা প্রকাশিত হয় ।
এবং ব্রজসুন্দরীগণের এতাদৃশ রাগাতিশয্য হইতে যে অনুরাগ প্রকাশিত হয়, তাহাই মহাভাবদশায় আরোক্ত
হইয়া থাকে ।

প্রাকৃত রসশাস্ত্রে এই ঔপপত্য ভাবটি অতিশয় নিন্দিত হইয়াছে এবং তাহা ন্যায় সঙ্গতও বটে,
কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে রতির আশ্রয় ও বিষয় সামঞ্জস্যে পরকীয় ভাবটি দূষণ না হইয়া
পরম ভূষণই হইয়াছে । তাই শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে—“নেষ্টা যদঙ্গিনি রসে কবিত্তিঃ
পরোঢ়া, তৎগোকুলাম্বুজদৃশাং কুলমন্তরেণ” অর্থাৎ “কাব্যাকারগণ যে শৃঙ্গাররসে পরোঢ়া নাগিকাকে গ্রহণ
করেন নাই, তাহা মহাভাববতী গোকুলরমণীগণ ব্যতীত অন্যান্য নাগিকাসম্বন্ধেই জানিতে হইবে ।” আরও
বলা হইয়াছে—“লঘুভূমিতি যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে । ন কৃষ্ণে রসনির্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি ॥”
(ঐ) । কবিগণ যে ঔপপত্যভাবে নিন্দিত বলিয়াছেন, তাহা প্রাকৃতনায়কপর, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক নহে ;
কারণ রসনির্যাস-আস্বাদনজন্যই সেই অবতারীর শুভ অবতরণ । ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী
শক্তি, অনাদিকাল হইতেই অঘটন-ঘটন-পটীগঙ্গী যোগমায়াদ্বারা তাহাদিগকে পরোঢ়া অভিমান প্রদান
করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গাররস-নির্যাস আস্বাদন করিয়া থাকেন । এই ব্রজসুন্দরীগণ-মধ্যেও আবার মাদনাথ্য
মহাভাববতী শ্রীরাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠা । অধিক কি, শ্রীরাধার সহিত শৃঙ্গাররস-ক্লীড়ামাধুরীর আস্বাদন
বর্ধনের জন্যই অন্যান্য গোপীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিহার হইয়া থাকে । “রাধা-সহ ক্লীড়ারস-রুদ্রির কারণ ।
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণধন । তাহা বিনা সুখহেতু নহে
গোপীগণ ॥” (চৈঃ চঃ আদি-৪র্থ পরিঃ) । অতএব শৃঙ্গাররসের আলম্বন যে নায়ক-নাগিকা, তাহার
চরমকক্ষায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকেই পাওয়া যায় । “নায়ক-নাগিকা দুই—রসের আলম্বন । সেই দুই শ্রেষ্ঠ
রাধা-ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥” (ঐ মধ্য ২৩শ পরিঃ) ।

নেত্রে দৈর্ঘ্যমপাঙ্গয়োঃ কুটিলতা বক্ষোজ-বক্ষঃস্থলে
 শ্লোচ্যং তন্মৃদু বাচি বক্রিমধুরা শ্রোণৌ পৃথুস্ফারতা ।
 সর্ব্বাঙ্গে বরমাদুরী স্ফুটমভূদ্যেনেহ লোকোত্তরা
 রাধামাধবযোরলং নববয়ঃগন্ধিং সদা তং ভজে ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ । নেত্রে দীর্ঘতা, অপাঙ্গে (নেত্রপ্রান্তে) কুটিলতা, বক্ষোজে ও বক্ষঃস্থলে স্ফুলতা, মৃদুবাক্যে অতি বক্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্ব্বাঙ্গে অলৌকিকমাদুর্য—যদ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই শ্রীশ্রীরাধামাধবের নবীন বয়ঃসন্ধিকে ভজন করি ॥ ৫৭ ॥

টীকা । রসরাজং স্তুত্বা তৎসেবোপযুক্তবয়োবিশেষং স্তৌতি—নেত্র ইতি । রাধামাধবয়োস্তং নববয়ঃসন্ধিং গমনাগমন-প্রকারেণ পৌগণ্ডকৈশোর-সংযোগং সদা সর্ব্বকালম্ অলমত্যর্থং ভজে অনু-ভবামি । যেন বয়ঃসন্ধিনা রাধামাধবয়োর্নেত্রে দৈর্ঘ্যমিত্যাदि পরিণামবিশেষঃ স্ফুটং স্পষ্টতং যথাস্যাত্ত-

সেই অপ্রাকৃত নায়ক-নায়িকার শিরোমণি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুরারতি, মুরলীনিঃশ্বনাদি উদ্দীপন-বিভাব, কটাক্ষ, মধুর হাস্যাদি অনুভাব, স্বেদ, রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিক ও হর্ষ, নির্বেদাদি ব্যাভিচারিভাবের সহিত মিলিত ও অত্যুদ্ভূত আশ্বাদ্য হইয়া ‘শৃঙ্গাররসরাজ’রূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ১

কোন মহাধনশালী প্রজা যেমন রাজসেবাযোগ্য অনর্থ ও শ্রেষ্ঠ উপচারে মহারাজের সেবা করিয়া তাঁহার সুখবিধান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীশ্রীরাধামাধব পরস্পরে নেত্রান্ত-ঘূর্ণন বা পরস্পরের প্রতি শৃঙ্গার রসোদ্দীপক কটাক্ষপাত, মৃদুমধুরহাস্য, পরস্পরের মনে বিপুল ক্ষোভজনক বাহমূল-সঞ্চালন, অধরসুধা-পান, চুম্বন, দৃঢ়ালিঙ্গন ইত্যাদি উজ্জ্বল মহারাজের সেবাযোগ্য মহোপচারদ্বারা তাঁহার ভজন বা আরাধনা করিয়া থাকেন । তাৎপর্য এই যে, শৃঙ্গাররসোপযোগী নানাবিধ ভাবমাদুরী-প্রকটনে উজ্জ্বলরসের স্রোতে যেন ব্রজনবীনযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব অসীমের দিকে ভাসিয়া যান । বহু বহু রহস্যময় ভাব, তাৎপর্য, ব্যঞ্জনাদি এই শ্লোকে নিহিত রহিয়াছে । গ্রন্থ-বাহুল্যাদিভয়ে সব অভিপ্রায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর হইল না । অনুভবী রসিকজন তাহা আশ্বাদন করিবেন ও এই দীন জনকে ক্ষমা করিবেন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই উজ্জ্বল-মহারাজকে আমি কায়-মনো-বাক্যে ভজন করি ।’

“সুবিদগ্ধ ব্রজনব-কিশোরযুগল ! সুবিশাল নেত্রাঞ্চল করিয়া চঞ্চল ॥
 মৃদুল-মধুর হাস্য প্রকাশি’ বদনে । বিলাস-ভঙ্গীতে বাহমূল-সঞ্চালনে ॥
 অধর-অমিয়া পানে মধুর-চুম্বনে । অতুলন প্রেমাবেশে গাঢ় আলিঙ্গনে ॥
 এ’ প্রকার বহুবিধ মহা-উপচারে । ভজনা করিছে নিতি সম্বতনে যাঁ’রে ॥
 উজ্জ্বলরসনামে সেই নৃপোত্তমে । কায়-মনো-বাক্যে বন্দি এই মনস্কামে ॥” ৫৬ ॥

থাইভূৎ বক্ষোজৌ শুনৌ তৌ চ বক্ষঃস্থলঞ্চ তয়োঃ সমাহারন্তস্মিন্ স্থৌল্যং স্থূলতা । বক্রিমধুরা বক্রতা
প্রাচুর্যম্ । শ্রোগৌ নিতম্বে পৃথু স্ফারতা স্থূলরূপপ্রকাশতা বরমাধুরী অতিশয়মাধুর্যম্ ॥ ৫৭ ॥

সুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ পূর্বশ্লোকে শৃঙ্গারসের বন্দনা করিয়া এই শ্লোকে
তৎসেবনোপযোগী শ্রীশ্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধির স্তব করিতেছেন । প্রকটলীলার বা ক্রমলীলার শ্রীশ্রী-
রাধামাধবের নিত্যকৈশোর-স্বরূপেরই ক্রমশঃ বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোরের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । ইহাই
ক্রমলীলার মাধুর্য । পৌগণ্ড ও কৈশোরের সংযোগকেই বয়ঃসন্ধি বলা হয় । শ্রীউজ্জ্বলে দেখা যায়—
মধুররসে বয়স চতুর্বিধ—বয়ঃসন্ধি, নব্যবয়স, ব্যক্তবয়স ও পূর্ণবয়স । “বয়ঃচতুর্বিধং ত্বন্ম কথিতং
মধুরে রসে । বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ ॥” (উদ্দীপন প্রঃ-৮) । তন্মধ্যে বয়ঃসন্ধি
যথা—“বাল্য-যৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতির্য্যতে” (ঐ-১০) । “বাল্য ও যৌবনের মিলনকেই বয়ঃসন্ধি
বলা হয় ।” “বাল্য-যৌবনয়োঃ সন্ধিরিতি কৈশোরস্য প্রথম-ভাগ-তাৎপর্য্যাকম্,—সর্বস্যাপি কৈশোরস্য
তৎসন্ধিরূপত্বাৎ । বাল্যমত্র পৌগণ্ডম্ ।” (টীকা-শ্রীজীব) । অর্থাৎ বাল্য ও যৌবনের সন্ধি বলিতে
প্রথমকৈশোরই বুঝিতে হইবে । সব কৈশোরই বাল্য ও যৌবনের সন্ধি-স্বরূপ । এখানে ‘বাল্য’ বলিতে
পৌগণ্ড । শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি যথা—

“যান্তী শ্যামলতাং বিমুক্ত কপিশচ্ছায়াং স্মরজ্জাপতে-

রদ্যাজ্জালিপি-বর্ণপঙ্ক্তিপদবীমাপ্লোতি রোমাবলী ।

বাঞ্ছত্যাচ্ছলিতুং মনাগভিনবাং তারুণ্যানীরচ্ছটাং

লবধা কিঞ্চিদধীরমক্ষিশফর-দ্বন্দ্বঞ্চ কংসদ্বিষঃ ॥” (ঐ-১১)

কোন তরুণমূলে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করিতেছিলেন, দূর হইতে লতারঙ্গু দিয়া শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ
দর্শন করাইয়া কোন দুতী বলিলেন—‘হে প্রিয়সখি ! ঐ দেখ কংসারির রোমাবলী ধূসরবর্ণ ত্যাগ করত
শ্যামত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, মনে হয় যেন রোমাবলী স্মর-ভূপতির আজ্জালিপির বর্ণ-পদবী প্রাপ্ত হইয়া
থাকিবে । আবার উহার অভিনব তারুণ্যচ্ছটা প্রাপ্ত হইয়া নৈরশফরীদ্বয় যেন উচ্ছলিত হইতে চাহিতেছে ।
অতএব হে সখি ! কংসারির ঐ মনোহর রূপ সন্দর্শন কর । সেই বয়ঃসন্ধির মাধুর্য যথা—

“দশাঙ্কশরলুবধকং চলমবেক্ষ্য লক্ষ্যেচ্ছয়া, বিশন্তমিহ সাম্প্রতং ভবদপাঙ্গশৃঙ্গোপরি ।

সদাশ্রুতিকরোক্ষিতা ব্রজমহেন্দ্র বৃন্দাবনে, কুরঙ্গনয়নাবলী দরপরিপ্লবত্বং গতা ॥” (ঐ-১২)

পূর্বরাগদশায় ব্রজসুন্দরীগণের সহিত মিলনাভিলাষী শ্রীকৃষ্ণকে নান্দীমুখী বলিলেন—‘হে ব্রজ-
মহেন্দ্র ! চিন্তা করিও না, সাম্প্রতি তোমার অপাঙ্গোপরি ঐ যে মদন-ব্যাধ চাঞ্চল্য-প্রকাশপূর্বক প্রবেশ
করিতেছে, সে সামান্য নহে ; উহার অমোঘ লক্ষ্য দর্শনে বৃন্দাবনস্থ মৃগনয়না গোপাঙ্গনাগণের নেত্রাবলী
সদা অশ্রুসিক্তা এবং ভয়ে কম্পিতা হইতেছে ! অতএব শীঘ্রই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে !’ এইভাবে
শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি ও তাহার মাধুর্যও শ্রীউজ্জ্বলে বর্ণিত হইয়াছে—

“বাদ্যং কিঙ্কিণিমাহরতু্যপচয়ং জাহ্না নিতম্বো গুণী
 দ্বস্য ধ্বংসমবেত্য বপ্টি বলিভির্ষোগং হ্রস্বাধ্যমম্ ।
 বক্ষঃ সাধুফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
 রাধায়াস্তনুরাজ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ॥” (ঐ-১৩)

দূর হইতে শ্রীরাধাকে দর্শন করত শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বলিলেন—‘হে সখে ! ঐ দেখ নব-যৌবন
 নৃপতি শ্রীরাধার তনুরাজ্য অধিকার করাতে গুণশালী নিতম্ব স্ত্রী উন্নতি জানিয়া উল্লাসপূর্বক কিঙ্কিণি-
 বাদ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বক্ষঃ যৌবনরাজকে উপহার দিবার জন্য দুইটি উত্তম ফল সঞ্চয় করিতেছে
 এবং মধ্যদেশ স্ত্রী ধ্বংস-সম্ভাবনায় ভীত হইয়া দ্বিবলীর সহায়তা গ্রহণ করিতেছে । অতএব হে সখে !
 নবযৌবনরাজের কি অদ্ভুত প্রভাব !’ বয়ঃসন্ধির মাধুর্য—

“আশান্তে পতিভুং কটাক্ষমধুগো মন্দং দৃগিন্দীবরে
 কিঙ্কিদ্রীড়বিসাকুরং মৃগয়তে চেতোমরালার্ককঃ ।
 নন্দমালাপমধুচ্ছটাদ্য বদনান্তোজে তবোদীয়তে
 শঙ্কে সুন্দরি ! মাধবোৎসবকরীং কাঙ্কিদ্দশামঞ্চসি ॥” (ঐ-১৪)

বিশাখা শ্রীরাধাকে পরিহাসপূর্বক বলিলেন—‘হে সুন্দরি ! তোমার রূপমাধুর্য অতীব চমৎকার ।
 তোমার নয়নরূপ ইন্দ্রীবরে কটাক্ষরূপ মধুকর অল্লে অল্লে পতিত হইতে অভিলাষ করিতেছে, তোমার
 চিত্তরূপ হংসশাবক ঈষৎ লজ্জারূপ মৃণালাকুর অবেষণ করিতেছে, তোমার বদন-কমলে নন্দমালাপরাপ
 মকরন্দচ্ছটা উদিত হইতেছে ! অতএব হে রাধে ! আমার মনে হয়, তুমি মাধবের উৎসবপ্রদ কোন
 দশাবিশেষকে প্রাপ্ত হইতেছ ।’

“শৈশব যৌবন দরশন ভেল । দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল ॥
 মদন কি রাজ পহিল পরচার । ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ॥
 কটিক গৌরব পাতল নিতম্ব । একক ক্ষীণ অণ্ডকে অবলম্ব ॥
 প্রকট হাস অব গোপত ভেল । উরজ প্রকট অব তহিক লেল ॥
 চরণ-চপল-গতি লোচন পাব । লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব ॥
 নব করিশেখর কি কহিতে পার । ভিন ভিন রাজ ভিন বেবহার ॥” (মহাজন)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘শ্রীশ্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধিতে তাঁহাদের নেত্রে দীর্ঘতা, অপাঙ্গে
 বা নয়নপ্রান্তে কুটিলতা, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে ও শ্রীরাধার বক্ষোজে স্খলতা, তাঁহাদের মৃদুবাক্যে সাতিলাষ-
 ময় বক্রতা, নিতম্বে বিশালতা এবং সর্বাপেক্ষ অলৌকিক মাধুর্য প্রকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই শ্রীশ্রীরাধা-
 মাধবের নবীন বয়ঃসন্ধিকে ভজন করি ।’

দুষ্টারিষ্টবধে স্বয়ং সমুদভুং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাদিদং
 স্ফীতং যম্বকরন্দ-বিস্তৃতিরিবারিষ্টাখ্যমিষ্টং সরঃ ।
 সোপানৈঃ পরিরঞ্জিতং প্রিয়তয়া শ্রীরাধয়া কারিতৈঃ
 প্রেমণালিঙ্গদিব প্রিয়া-সর ইদং তন্নীত্য নিত্যং ভজ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ । সুবিকসিত কুসুম হইতে মকরন্দধারা যেন স্বয়ংই ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ দুষ্ট
 অরিষ্টের নিধনকালে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে যিনি স্বয়ংই সমুদভূত হইয়াছেন, সাতিশয় প্রিয়তাহেতু
 শ্রীরাধিকা যাঁহাকে সোপানাবলীর দ্বারা পরিরঞ্জিত করিয়াছেন, শ্রীরাধাকুণ্ডকে অতি প্রিয়জ্ঞানে যিনি
 প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছেন—সেই অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ডকে আমি নিত্যই ভজন
 করি ॥ ৫৮ ॥

টীকা । তদ্বয়ঃসন্ধানুভবস্ত দুর্ঘটোহপ্যেতৎ কুণ্ডস্য ভগবচ্চরণোৎপন্নত্বাভংসেবন-নির্মলান্তঃ-
 করণস্য ভবেদপীতি বিবিচারিষ্টকুণ্ডং স্তৌতি—দুষ্টেতি । ইদমপ্যনুভূতং তদরিষ্টাখ্যম্ ইষ্টং সরো
 নীত্য পরমার্ভ্যা গত্বা নিত্যমহরহো ভজে সাদর স্নানাদিনা সর্বোৎকৃষ্টত্বেন সেবে । নীতোতি নিপুৰ্ণ
 ইধাতোঃ ত্বাচো যপ্ । যৎসরো দুষ্টারিষ্টবধে অরিষ্টাসুরবধনিমিত্তং কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপদ্মাৎ মকরন্দবিস্তৃতি-
 রিব ইদং স্ফীতং এতদ্রূপায়তং সৎ সমুদভুৎ প্রাদুরভূদিত্যন্বয়ঃ । ইদমনুভূত-প্রকারঞ্চ তৎস্ফীতং
 বিস্তৃতঞ্চৈতি তৎ । মকরন্দং পুষ্পরস ইত্যমরঃ । যথা পুষ্পরসঃ পরিপক্ককালে স্বয়মেব গলতি তথা ।
 কিন্তুতং সরঃ শ্রীরাধয়া প্রিয়তয়া স্বস্য স্নানাদি-সাধকতয়া প্রিয়ত্বেন কারিতৈঃ সোপানৈঃ স্নানসাধন-সজল-
 তটদেশ-প্রকাশিত রথ্যাди-বিশেষরূপৈঃ পরিরঞ্জিতং শোভিতম্ । রাধাকুণ্ড-প্রবহজ্জলৈতৎকুণ্ডমনুভূয়ান্য-
 থাত্বমুৎপ্রেক্ষতে প্রিয়াসরো রাধাকুণ্ডং প্রেমণালিঙ্গদিব আলিঙ্গনং কুৰ্বাদিব ॥ ৫৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে অরিষ্টকুণ্ডের বা শ্যামকুণ্ডের স্তব
 করিতেছেন । পূর্বশ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের বয়ঃসন্ধির ভজন-কামনা করিয়াছেন । দৈন্যভরে সহসা
 মনে হইতেছে—“শ্রীযুগলের বয়ঃসন্ধির ভজন অতীব রহস্যময়, মাদৃশ কামনা-বাসনা-বিন্ধ-চিত্ত ব্যক্তির

“নয়নে দীর্ঘতা, প্রাপ্তে কুটিলতা,

স্থূল-স্তন বক্ষঃস্থল ।

বাক্যেতে বক্রতা, নিতম্বে স্ফারতা,

দুহঁ অঙ্গ বলমল ॥

রাধাকৃষ্ণ-অঙ্গে, মাধুর্য্য-তরঙ্গে,

নব-বয়ঃসন্ধি-কালে ।

নয়নেতে হেরি, অনুভব করি,

ভজি সখীযুথে মিলে ॥” ৫৭ ॥

পক্ষে কি এত সুনির্মল ভজন সম্ভবপর ?' অরিষ্টকুণ্ডের তীরে ভজনরসমগ্ন শ্রীপাদের নিখিল অরিষ্ট-নাশকারী অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ডের কথা মনে পড়িয়াছে। তাই এই শ্লোকে ভজন-বিলম্বনাশের কামনায় শ্রীশ্যামকুণ্ডের স্তব করিতেছেন।

রূষভরূপধারী অরিষ্টাসুরের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই যেন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মগলিত মকরন্দের ন্যায় শ্যামকুণ্ডের প্রকাশ হইয়াছে। রূষভরূপধারী অরিষ্টাসুরকে নিধন করত শ্রীকৃষ্ণ রূষভহেতু শ্রীঅঙ্গের গুদ্রিকামনায় বামচরণের পাঞ্চির (গোড়ালীর) দ্বারা ধরণীতে আঘাত করিলেন। তাহাতে পাতাল হইতে ভোগবতী গঙ্গার আবির্ভাব হইল। তদদর্শনে শ্রীকৃষ্ণ 'হে তীর্থসমূহ! আগচ্ছ, আগচ্ছ।' এই কথা বলিলে, বিশ্বের নিখিল তীর্থরাজি তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রীচরণাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা নিষ্পন্ন হওয়ায় শ্রীপাদ উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মকরন্দ-ধারারূপেই যেন স্বয়ং শ্রীশ্যামকুণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীরাধারানীর অতিশয় প্রিয়, কারণ উহা তাঁহার কোটি-প্রাণজ্জতিম শ্রীশ্যামসুন্দরের সরোবর। কুণ্ডাবির্ভাবকালেই শ্রীমতী বলিয়াছেন—“রাধাপ্রবীদহমপি স্বসখীভিরেত্য স্বস্যাম্যরিষ্ট-শত-মর্দনমন্ত তস্য। যোহরিষ্ট-মর্দন-সরসুরভক্তিরত্র স্নানাস্থসেঽম স এব মহাপ্রিয়োহস্ত ॥” (সারার্থবর্ষিণী) শ্রীরাধা বলিলেন—‘আমি আমার নিখিল সখীবর্গসহ এই অরিষ্টমর্দনকুণ্ডে নিত্য স্নান করিব। যিনি ভক্তিভরে এই শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে স্নান করিবেন এবং ইহার তীরে বাস করিবেন, তাহার শত শত কলম্বু নাশ-প্রাপ্ত হইবে এবং তিনি আমার পরম প্রিয়পাত্র হইবেন।’ শ্রীরাধারানী তাঁহার অতি প্রিয় শ্রীশ্যামকুণ্ডের স্নানসপাণনঘাটে সখীবর্গসহ নিত্য স্নান করেন, তাই স্নানের নিমিত্ত মণিসোপানাবলীদ্বারা শ্রীমতী স্বয়ং শ্রীশ্যামকুণ্ডকে সুসজ্জিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীরাধাকুণ্ডকে অতি প্রিয়তানে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীকুণ্ডদ্বয় সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধব-মুগলস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রিয়াজীকে পরম প্রীতিভরে আলিঙ্গন করেন, শ্রীকৃষ্ণের অতিস্বরূপ শ্রীশ্যামকুণ্ডও শ্রীমতীরই স্বরূপ শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরম প্রীতিভরে আলিঙ্গনপূর্বক বিরাজ করিতেছেন। শ্রীরাধাকুণ্ডের শুভ আবির্ভাব-কালে শ্যামকুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমাগত নিখিল তীর্থরাজি যখন মূর্তিমন্ত হইয়া প্রিয়াজীর কুণ্ডে বসবাসের ইচ্ছায় তাঁহাকে স্তব করিয়া প্রসন্ন করেন, তখন প্রিয়াজীর আদেশ পাইবামাত্রই পরমোন্মাদভরে তীর্থরাজি কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যে যে ভিত্তি বিরাজিত ছিল, তাহাকে ভেদ করিয়া শ্যামকুণ্ড হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে আগমন করেন। ইহাকেই ‘সঙ্গম’ আখ্যা দেওয়া হয়। ফলতঃ তীর্থরাজি ভগীক্লমে উভয় কুণ্ডকে মিলিত করিয়া মুগপৎ উভয়তীর্থেই বসবাস করিতে থাকেন। এই সঙ্গমপথেই যেন শ্রীশ্যামকুণ্ড শ্রীরাধাকুণ্ডকে পরম প্রীতিভরে সমালিঙ্গন করত বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, শ্রীরাধাকুণ্ড-দর্শনে শ্যামসুন্দরের প্রিয়াজীর বিপুল

উদ্দীপন হয় এবং সঙ্গমপথে উভয় কুণ্ডের মিলন দর্শনে উভয়ের মিলনের বহু ভাবচিত্রই তাঁহার চিত্ত-মনে সমুদিত হইয়া থাকে।

“খেলচ্চক্ৰযুগোরোজং ফেণমুক্তাপ্রণ্ডজ্জলম্ ।

রসোশ্মুচ্ছলিতং মেনে প্রিয়াবক্ষঃ সমং সরঃ ॥

মধুররসতরঙ্গা বিদ্রতী পঙ্কজস্যং ভ্রমরকপরিবীতং প্রোল্লসৎখঞ্জনাঙ্কম্ ।

প্রমুদিতহরিণোচ্চৈর্হংসকারাবরম্যা প্রিয়তমসরসী সা প্রেয়সীব ব্যলোকি ॥

স্বপ্রেষ্ঠারিষ্টকুণ্ডোর্মিচঞ্চৎবাহুপগৃহিতা ।

স্বকোকনদপাগিভ্যাং ক্ষিপ্ততচ্চলতৎকরা ॥

সমীরচঞ্চদন্তোজচলাস্যোন বলাদিব ।

চুম্বিতালিকটাক্ষেষতির্য্যগম্বুজসম্মুখী ॥

ভৃঙ্গীঝঙ্কারশীৎকারা বিকলস্বরগঙ্গদা ।

প্রোদ্যৎকুটুমিতা তেন রাধিকৈব ব্যলোকি সা ॥” (৭১ঃ০৪-১০৮)

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকুণ্ড-মধ্যে ‘ক্লীড়নশীল চক্রবাক্দ্ভঙ্গ-দর্শনে প্রেয়সী শ্রীরাধার বক্ষোজদ্বয়, ফেণ দর্শনে তাঁহার মুক্তামালা এবং তরঙ্গ দর্শন করিয়া প্রিয়াজীর রস-তরঙ্গ বোধ হওয়ায় কুণ্ডকে শ্রীরাধার বক্ষঃস্থল মনে করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম সরসীকে প্রেয়সী শ্রীরাধার ন্যায়ই অবলোকন করিলেন, প্রেয়সী শ্রীরাধা যেমন মধুর রস-তরঙ্গে আকুলা, সরসীও তদ্রূপ সুমধুর জলতরঙ্গে আকুল, সরসীর স্বর্ণকমল যেন প্রেয়সীর বদন, ভ্রমরপংক্তি যেন অলকাসমূহ, খঞ্জনপক্ষী প্রেয়সীর নয়ন, হংসরব যেন পাদাভরণের মধুরধ্বনি। শ্রীকৃষ্ণ-আলিঙ্গনার্থ শ্রীরাধাধারীকে গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা যেন হস্তদ্বয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিষেধ করেন, তদ্রূপ শ্রীরাধাকুণ্ডও তরঙ্গকম্পিত হস্তদ্বয়দ্বারা আলিঙ্গনে সমুৎসুক শ্যামকুণ্ডের চঞ্চল-তরঙ্গাবলীকে যেন নিষেধ করিতেছেন। শ্যাম আরও দেখিলেন, শ্যামকুণ্ডস্থ শ্যামকমল, বায়ুবেগে চালিত হইয়া রাধাকুণ্ডস্থ ভ্রমরমণ্ডিত স্বর্ণকমলিনীর উপর নিপতিত হইতে চাহিলে কমলিনীও বায়ুচালনে চলিয়া পড়িতেছে; শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক শ্রীরাধার বদনপদ্মে চুম্বন করিতে চাহিলে শ্রীরাধা কটাক্ষনিষ্ক্ষেপপূর্বক যেমন বদনকমল বক্র করেন, তদ্রূপ মনে হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার স্তনাধরাদি গ্রহণ করিলে শ্রীরাধা যেমন হৃদয়ে প্রীতি সত্ত্বেও সস্ত্রমপ্রযুক্ত ব্যথিতার ন্যায় বাহ্যে কোপ-প্রকাশপূর্বক কুটুমিত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকে ভ্রমর-ঝঙ্কাররূপ শীৎকার এবং পক্ষিকূলের কৃজনরূপ গঙ্গদস্বরে অলীক কোপপ্রকাশ করিতে দেখিয়া সরসীকেও কুটুমিত-ভাববতী অবলোকন করিলেন।’ শ্রীপাদ বলিলেন—‘সেই শ্যামসুন্দরের অভিন্নরূপ অরিষ্টকুণ্ডকে আমি নিত্যই ভজন করি।’

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কার-ললিতৈঃ
 পরীতে যত্নৈব প্রিয়-সলিল-লীলাহ্রতিমিষৈঃ ।
 মুহূৰ্গোপেন্দ্রস্যাশ্রজমভিসরন্ত্যম্বুজ-দৃশো
 বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাং পাবনসরঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ । জলাহরণে কদম্বনাং ব্রজসুন্দরীগণ প্রীতিভরে বারম্বার যে-স্থানে যাতায়াত করত সবিনোদে গোপেন্দ্রনন্দনের নিকট অভিসার ও তাঁহার সহিত জলবিহারাদি করিয়া থাকেন, মধুপ-ঝঙ্কারে মুখরিত কদম্বতরুসমূহদ্বারা পরিবাপ্ত সেই পাবন-সরোবর আমায় রক্ষা করুন ॥ ৫৯ ॥

টীকা । স্বান্তবিমলাকাঙ্ক্ষী পাবননাম সরোবিশেষং স্তোতি—কদম্বৈতি । তদনুভূতমিদং পাবনসর এতন্নাম সরোবরবিশেষোহবতাং দ্বনিকট-বাসপ্রতিবন্ধান্নাং রক্ষতু তত্তল্লীলানুভবার্থং দ্বনিকটে মাং স্থাপয়ত্বিত্তি যাবৎ । অবন-প্রয়োজনমাহ যত্র পাবনসরসি অম্বুজদৃশো গোপ্যঃ বিনোদেন প্রীত্যা ক্রীড়া-নিমিত্তকহর্ষণে প্রিয়সলিল-লীলাহ্রতিমিষৈঃ প্রিয়ানাম্ অভীষ্টা যা সলিল-লীলা জলকেলিস্তস্য হেতোৰ্যা আহতিরাগমনং তস্য মিশৈশ্ছলৈর্গোপেন্দ্রস্যশ্রজং নন্দনন্দনং মুহূৰ্বারং বারম্ অভিসরন্তি লীলাবিশেষ-প্রতিপাদন্যাভিগচ্ছন্তি । যত্র কিম্বতে কদম্বানাং ব্রাতৈঃ সমুহৈঃ পরীতে বেষ্টিতে । তৈঃ কিম্বুতৈঃ মধুপকুলস্য ভ্রমরসমূহস্য যে ঝঙ্কারাঃ শব্দাশ্চৈল্ললিতৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৫৯ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত এই শ্লোকে পাবন-সরোবরের স্তব করিতেছেন । শ্রীনন্দীশ্বর-গিরির অপরূপ নৈসর্গীক শোভার অতুলন আশ্পদরূপে পাবন-সরোবর বিরাজিত । “পাবনাখ্যং সরঃ ক্রীড়াকুঞ্জপুঞ্জস্ফুরত্তম” (দীপিকা) । ‘শ্রীকৃষ্ণের সরোবরের নাম পাবন, ইহার তীরে মনোরম

‘অরিষ্ট-নিধন-অন্তে, কৃষ্ণপাদপদ্ম হ’তে,
 যেই সরোবর সমুদ্ভূত ।
 পুষ্প-পূর্ণ বিকাশেতে, যৈছে মধু ঝরে তা’তে,
 তৈছে অরিষ্টকুণ্ড সুবিখ্যাত ॥
 শ্রীরাধিকা-প্রিয়-জানে, স্নানকেলি জলপানে,
 সুরঞ্জিত করিল সোপানে ।
 গোবিন্দ-প্রেমসী রাধা, অতি প্রিয় কুণ্ড তথা,
 রাধাকুণ্ডে করে আলিঙ্গনে ॥
 অতি স্ফীত কলেবর, যৈছে শ্যাম মনোহর,
 সদা হোক সেই কুণ্ডে বাস ।
 স্নান, পান, আরাধনা, সঙ্গে ব্রজবাসী জনা,
 সদা ভজি এই মোর আশ ॥” ৫৮ ॥

কীড়াকুঙ্গসমূহ বিরাজ করিতেছে।’ শ্রীপাদ পাবনসরোবরের শোভার ইঙ্গিত করিতে গিয়া বলিয়াছেন—
 “কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কার-ললিতৈঃ পরীতে” অর্থাৎ ‘মধুপকুলের ঝঙ্কার-মুখরিত কদম্বতরুসমূহে
 পরিবেষ্টিত এই পাবনসর।’ ইহা শোভার দৃশ্যদর্শন মাত্র, বস্তুতঃ শ্রীগোবিন্দের বিহারভূমি বিচিত্র অপ্রাকৃত
 বা দিব্য সৌন্দর্য-সমন্বিত ; যাহা আনন্দঘনমুরতি শ্রীগোবিন্দেরও আনন্দবিধানে সমর্থ ! শ্রীশ্রীল
 প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

“দিব্যানেক-বিচিত্র-পুষ্পফলবদ্ধলীতরূপাং ততি-

দিব্যানেক-ময়ূর-কোকিল-গুকাদ্যানন্দমাদ্যেকমাঃ ।

দিব্যানেকসরঃ সরিঙ্গিরিবরঃ প্রত্যগ্রকুঞ্জাবলী

দিব্যা কাঞ্চন-রত্নভূমিরপি মাং বৃন্দাবনেহমোহয়ৎ ॥” (বৃঃ মঃ-২।২)

“বৃন্দাবনে দিব্য দিব্য বহু বিচিত্র পুষ্প-ফলশালী বৃক্ষলতাসমূহ, দিব্যাতিদিব্য বহু ময়ূর, কোকিল,
 গুকাদি পক্ষিনিচয়ের আনন্দোন্মত্ত ধ্বনি, সুদিব্য বহু সরোবর, নদী, পর্বতাদি, সুশোভিত মন মন কুঙ্গসমূহ
 এবং দিব্য কাঞ্চন-রত্নভূমি আমায় বিমোহিত করিতেছে।” সরোবরসমূহ নির্মলজলে পরিপূর্ণ, গুহ্র,
 কৃষ্ণ, রক্ত ও স্বর্ণবর্ণকমল, কহ্লারাদিতে জলরাশি সমাচ্ছন্ন, চক্রবাক, বক, সারস, কুরব, হংসাদি জলচর-
 পক্ষীর কলকূজনে মুখরিত ও কমলের সৌরভে সমাকৃষ্ট তৃপ্তকুলের মধুর ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত ! এই সকল
 সরোবরের মধ্যে পাবনসরোবর প্রধান। তটদেশে রাশি রাশি সুবিশাল কদম্বতরুসমূহে সমাচ্ছন্ন এই
 বিশাল সরোবর। ভ্রমরের ঝঙ্কারে মুখরিত সেই কদম্বরাজি। যে সরোবরে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণের স্নান ও
 জলবিহারাদি হইয়া থাকে। ভুবনমোহন মধুর মুরতিদর্শনে স্থাবর-জঙ্গম বিমোহিত হয়। ব্রজবালা-
 গণের চিত্তহারী শ্রীহরির দর্শন পাওয়া যায় বলিয়া কমলনয়নী ব্রজসুন্দরীগণ পুনঃ পুনঃ জল আহরণাদির
 ছলে পাবনসরোবরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শন করেন।

শ্রীপাদ বলিলেন—জল আহরণ-ছলে কমলাক্ষী ব্রজসুন্দরীগণের বারম্বার পাবনসরোবরে
 শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার হইয়া থাকে। অনুরাগের অনিবার্য পরিণতিতেই এই অভিসার। যেখানে
 অনুরাগ বলবান, সেখানেই অভিসার অপরিহার্য। শ্যাম-অভিসার চিত্তের বিপুল শক্তির পরিচায়ক।
 প্রাণ যাহাকে চায়, তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত আকুল-প্রাপের দৌড়। ইহাকেই অভিসার বলা হয়।
 “ঘরমাহ রহত রহই না পার। কি করব ই সব বিধিনি বিথার ॥” (মহাজন)। কুল, শীলাদি,
 গুরুজনাতির বাধা কিছুই এই অভিসারের গতিরোধ করিতে সক্ষম হয় না। অনুরাগিণীগণ প্রাণের টানে
 বার বার কৃষ্ণের দর্শন-লালসায় জল আহরণছলে পাবনসরোবরে ছুটিয়া আসেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত
 কখনো কখনো অর্থাৎ গুরুজনের অনুপস্থিতিকালে তাঁহাদের মধুর জলবিহারাদিও হইয়া থাকে। শ্রীপাদ
 বলিতেছেন—‘সেই পাবনসরসী আমায় রক্ষা করুন অর্থাৎ শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণ-সঙ্গে সেই মধুরলীলা
 দর্শন করাইয়া আমায় ধন্য করুন।’

কবে মোর হবে দরশন ?" ৫৯ ॥

স্তাবডঙ্কিস্ত্র বৈরাগ্যোপাহারস্য ত্যাগোপি যুজ্যতে ইতি তন্মুখেনৈতন্মুখেন বাহ্য ব্যবহারঃ । পুত্র এব পুত্রকঃ স্বার্থে কঃ । ন ভূতোহভূতঃ সচাসৌ পুত্রকশ্চেতি তথা যঃ কস্যাপি পুত্ররূপেণাভূৎ সোহপ্যস্য পৌত্রত্বে-
নাবিবর্ত্তবেতি ভক্তিরসস্য পোষকোহপি ভবতীতি ন দোষঃ ॥ ৬০ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে ক্ষুণ্ণাহার তড়াগের স্তব । শ্রীনন্দকে অপুত্রক দর্শনে এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ শ্রীনন্দের পিতা শ্রীপর্জন্যগোপ অনাহারে শ্রীনারায়ণের আরাধনা-মূলক তপস্যা করিয়াছিলেন । শ্রীনারায়ণের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—‘শ্রীনন্দের যেন সর্বগুণালয় অসুর-বিনাশন বিশ্বের আনন্দপ্রদাতা একটি সন্তান লাভ হয় ।’

শ্রীনন্দের যে সন্তান, তাঁহাকে তপস্যায় লাভ করা যায় না । শ্রীনন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সিদ্ধ পিতামাতা এবং শ্রীকৃষ্ণও অনাদিকাল হইতেই শ্রীনন্দের নন্দন । প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁহাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন, ইহার একমাত্র হেতু নন্দ-যশোদার নিত্যসিদ্ধ বাৎসল্যপ্রেমই কিন্তু লৌকিক রীতিতে সকলেই মনে করেন, নন্দের পিতা পর্জন্যগোপের ক্ষুণ্ণাহার তড়াগের তটে অনাহারে উগ্রতপস্যার মূর্তিমন্ত ফলই শ্রীনন্দনন্দন । ইহাই নরলীলার বা লৌকিক লীলার মাধুর্য । ব্রজবাসী সকলেই জানেন এবং শ্রীনন্দ মহারাজও মনে করেন যে, পিতার নারায়ণ-আরাধনার মূর্তফলই তাঁহার এই সর্বগুণালয়, অসুর-বিনাশন, গিরিধারী ভুবনসুন্দর নন্দন **শ্রীকৃষ্ণ** । এমন কি, ক্ষুণ্ণাহার-সরোবরে ক্রীড়াকালে শ্রীকৃষ্ণও যখন লোকমুখে শ্রবণ করেন যে, এইস্থানে তাঁহার পিতামহ তাঁহারই নিমিত্ত অনাহারে বহুকাল শ্রীনারায়ণের আরাধনা করিয়াছিলেন, এই জন্যই এই সরোবরের নাম **ক্ষুণ্ণাহার**, তখন পিতামহের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় অবনমিত হয়, তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন । ধন্য ব্রজপ্রেম এবং এই প্রেমে শ্রীভগবানের নিরতিশয় বশ্যতা ! যে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার ফলেই বিশ্ব-মানব নিখিল ফলের অধিকারী হইয়া ধন্য হইতে পারেন, সেই সমস্ত বেদশাস্ত্রের মূর্তিমান্ ফল শ্রীভগ-বানও নিজেকে পিতামহ পর্জন্যের তপস্যার ফল বলিয়া মনে করেন এবং এইজন্য গৌরবান্বিত হন । শ্রীভগবানের এতাদৃশ প্রেমবশ্যতা একমাত্র ব্রজেই সম্ভবপর হইয়া থাকে । ইহা অন্যত্র কুত্রাপি নাই । কেবল তাঁহার প্রেমবশ্যতাই নহে, ঐশ্বর্যজ্ঞান-গন্ধশূন্য এই বিশুদ্ধ প্রেমরসাস্বাদনই তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ ।

“ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত । ঐশ্বর্যশিখিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥

আমারে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন । প্রেমে বশ আমি তার না হই অধীন ॥

আমাকে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই-ভাবে । তারে সে-সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি । এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥

আপনাকে বড় মানে—আমারে সম-হীন । সর্বভাবে আমি হই—তাহার অধীন ॥”

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিঃ)

সার্কং মানসজাহ্নবী-মুখ-নদীবর্গঃ সরোজাংকরঃ
সাবিত্র্যাদি-সুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্য বিধোঃ ।
বৃন্দারণ্যবারণ্য-রাজ্যবিষয়ে শ্রীপোর্ণমাসী মূদা
রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু স্মৃথং সোম্বত্তরাধাস্থলী ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ । শ্রীপোর্ণমাসীদেবী ব্রহ্মাকৃত আকাশবাণী শ্রবণে মূর্তিমতী মানসগঙ্গা-প্রমুখ নদী-
বর্গ ও পরম কোতুকবতী সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীগণের সহিত যেখানে শ্রীরাধাকে বৃন্দাবনরাজ্যরূপে অভিষিক্ত
করিয়াছিলেন, সেই **উন্মত্ত-রাধাস্থলী** আমায় সুখাভিষিক্ত করুন ॥ ৬১ ॥

দ্বীয় নিখিল ঐশ্বর্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া ব্রজবাসির প্রেমানুরূপ বশ্যতাই তাঁহার সর্বভাবে অধীন
হইয়া যাওয়া । ব্রজবাসিগণের প্রেমই শ্রীকৃষ্ণের নিখিল ঐশ্বর্যজ্ঞানকে সমারত করিয়া তাঁহাকে প্রেমানুরূপ
ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইতে পারে । “যথা সংসারবন্ধে নিপাত্য দুঃখমেবানুভাবয়িতুং মায়াশক্তিরবিদ্যা
জীবানাং জ্ঞানমারুণোতি, যথা চ মহামধুর শ্রীকৃষ্ণলীলাসুখমনুভাবয়িতুং গুণাতীতানাং শ্রীকৃষ্ণপরিবারাণাং
ব্রজেশ্বর্যাদীনাং জ্ঞানং চিচ্ছক্তিরুত্তিযোগমায়ৈবারুণোতি, তথৈব শ্রীকৃষ্ণমানন্দস্বরূপমপ্যনন্দাতিশয়মনুভাব-
য়িতুং চিচ্ছক্তিসারুতিঃ প্রেমৈব তস্য জ্ঞানমারুণোতি । প্রেমশস্য তৎস্বরূপশক্তিত্বাৎ তেন তস্য ব্যাপ্তে ন
দোষঃ ।” (রাগবত্বেচ্ছন্দিকা-২য় প্রকাশ) । অর্থাৎ সংসারবন্ধনে নিপাতিত করিয়া জীবকে দুঃখ অনুভব
করাইবার নিমিত্ত মায়াশক্তির বলি অবিদ্যা সংসারবন্ধ জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে, যেমন মহামধুর
শ্রীকৃষ্ণের লীলাসুখ আশ্বাদন করাইবার জন্য গুণাতীত শ্রীকৃষ্ণ-পরিকর ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির জ্ঞানকে চিচ্ছক্তির
বলি যোগমায়া আবৃত করেন ; তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাকে আনন্দাতিশয় অনুভব
করাইবার নিমিত্ত চিচ্ছক্তির সারুতি ব্রজবাসিগণের প্রেমই তাঁহার জ্ঞানকে আবৃত করিয়া থাকে । প্রেম
তাঁহার স্বরূপশক্তি-বলি বলিয়া তাহার দ্বারা তাঁহার জ্ঞানের আবরণ দোষাবহ নহে, বরং ইহাই পরম
রসাবহ । শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ বলিলেন—“সেই বিশ্ব-প্রসিদ্ধ ক্ষুণ্ণাহার নামক তড়াগ আমার গতি হউন,
অর্থাৎ প্রেমসাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হউন ।”

“পঙ্কজ-ন্য শ্রীনন্দ-পিতা, অদ্ভুত তাঁহার কথা,

“ক্ষুণ্ণাহার” সরোবর-তীরে ।

স্তুত করি অনশনে, পূজা করি নারায়ণে,

পৌত্ররূপে পাইলা কৃষ্ণেরে ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহে, পদে যেন মতি রহে,

কৃপা হইলে সর্বলভ্য হয় ।

এই মোর নিবেদন, জন্মে জন্মে হয় যেন,

“ক্ষুণ্ণাহার” তড়াগ সমাশ্রয় ॥” ৬৩ ॥

টীকা। স্বপ্রাণেশ্বর্য্য মহারাজীত্বেন সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ্যং প্রতিপাদয়িত্বীং রাধাস্থলীং স্তোতি—সাক্ষ-
মিতি । সা উন্নত্তরাধাস্থলী সুখং সিঞ্চতু প্রতিপাদয়তু মমেনি শেষঃ । উন্নত্তা মমায়ং দেশোহত্র যে বর্ত্তন্তে
তে মম প্রজা ইতি সাহস্কারা রাধা যত্র সা । উন্নত্তাকারণমাহ—যত্র স্থল্যাং পৌর্ণমাসী মুদা হর্ষেণ
বিধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য । তথা চ দানকেলিকৌমুদ্যাং বৃন্দা স্বগতং মুকুন্দস্য নিদেশাদাকাশবাগপদেশেনাহ-
মার্য্যামুদয়োজয়মিতি । আকাশবাগ্যা অশরীরবাক্যেন বৃন্দারণ্যবরণ্যবিষয়ে বৃন্দাবন-শ্রেষ্ঠদেশে রাধাং
নিতরাং সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ-রাজীত্বে সিষেচাভিষিক্তাংকার । ননু গোপালেন গোপালস্যাভিষেকবৎ সৰ্ব্বজনপ্রতীতেঃ
কথমস্যা উন্নত্ততা তত্রাহ মানসজাহ্নবী-মুখ-নদীবর্গৈর্মানসগঙ্গা প্রভৃতি মূর্ত্তিমৎ সরিৎসমুহৈঃ সাবিত্রাদি
সুরীকুলৈর্দেবীসমুহৈশ্চ সহ । সাবিত্রাদি সুরীকুলৈঃ কিমুত্তৈঃ রঙ্গস্য নৃত্যস্য যে উৎকরা হস্ত-পাদ-
চালনাди বিশেষসমুহাষ্টৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ মানসজাহ্নব্যাদেঃ সাহিত্যেন মূর্ত্তিমতীত্বং ধ্বনিতং তেন সৰ্ব্বজন-
প্রতীতমিতি ভাবঃ । রজোনা রাগে নৃত্যরংগিতৌ । অস্ত্রী ব্রপুণীতি মেদিনী । সহর্ষবন্তুরুক্তৌ রাধাং
রাধেতি কথিতপদরূপদোষো গুণ এব ॥ ৬১ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে উন্নত্ত-রাধাস্থলীর বর্ণনা করিতেছেন । এইস্থানে
শ্রীরাধারাগী শ্রীবৃন্দাবনের রাজরাজেশ্বরী-পদে অভিষিক্তা হন । শ্রীল গোস্বামিপাদগণের শ্রীরাধারাগীর
বৃন্দাবনেশ্বরীরূপে অভিষেকবর্ণনায় প্রচুরতর আবেশ দেখা যায় । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার দানকেলি-
কৌমুদীতে, স্ববমালায় রাধাষ্টকে ও প্রেমেন্দুসুধাসন্ধে শ্রীমতীর বৃন্দাবনাধিপত্যের সূচনা করিয়াছেন ।
শ্রীপাদ দাসগোস্বামিচরণ এই শ্লোকে, মুক্তাচরিতে, বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে শ্রীরাধাভিষেকের বর্ণনা করিয়া-
ছেন । শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের আদেশে শ্রীল জীব-গোস্বামিপাদ “মাধব-মহোৎসব” নামক মহাকাব্যে
শ্রীরাধারাগীর অভিষেক যেরূপ সবিস্তারে ও সুনিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, কুত্ৰাপি তাহার তুলনা নাই ।
“বৃন্দাবনাধিপত্যঞ্চ দত্তং তস্যৈ প্রসীদতা” (পদ্মপুরাণ) । “রাধা বৃন্দাবনে বনে” (মৎস্যপুরাণ) ।
অর্থাৎ “শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের আধিপত্য শ্রীরাধাকে প্রদান করেন”, “বৃন্দাবনে শ্রীরাধারাগীই
অধীশ্বরী” ইত্যাদি শাস্ত্র ও পুরাণবাণীকে উপজীব্য করিয়াই শ্রীল গোস্বামিপাদগণের শ্রীমতীর অভিষেক-
বর্ণনায় এতাদৃশ আবেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

মাধব-মহোৎসব প্রস্থে বর্ণিত—শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় শ্রীবৃন্দাদেবী আকাশবাণী রূপ সুধারাশি-বর্ষণ
করিলেন । পৌর্ণমাসীদেবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—‘হে যোগীশ্বরী পৌর্ণমাসি ! বিশ্ব-বন্দিত বৃন্দাবন-
ভূমিতে সুবর্ণসমুহের মহাসৌন্দর্যমণ্ডিত মণিখচিত সিংহাসনে অতুলগুণ-সিন্ধুজাত এই চন্দ্রলক্ষ্মী শ্রীরাধাকে
শীঘ্রই অভিষিক্ত কর । শ্রীরাধার এই অভিষেক শ্রীবৃন্দাবনে, গোকুলে এবং সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয়
শোভা-সম্পদ আনয়ন করিবে । অতএব হে পৌর্ণমাসি ! যশোদা প্রভৃতি পুরন্ধীগণকর্তৃক শ্রীরাধাকে
তাঁহার মূর্ত্তিপ্রতিম সখীগণ-সম্মুখে এই গোষ্ঠরাজ বৃন্দাবনে আনিয়া অধিবাস-কার্য সমাধা কর ।

আগামীকল্য এই মধু (চৈত্র) মাসের পূর্ণিমাতিথিতে শ্রীরাধাকে অতি অবশ্যই অভিশেষ করিবে । অদ্যই নিখিল উৎকৃষ্ট-গুণরাজি-বিরাজিতা শ্রীরাধার গন্ধাদিদ্বারা অধিবাস-মঙ্গল সমাধা করা চাই ।’

ব্রজে এই আকাশবাণী সর্বত্রই প্রচারিত হইল । সকলেই মনে করিলেন, ব্রজমণ্ডলের ও বিশ্বের অভ্যুদয়ার্থে ব্রজাই এই প্রকার আকাশবাণী প্রচার করিলেন । অতঃপর সমগ্র ব্রজমণ্ডলেই অপূর্ব আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল । মহামহোৎসবে শ্রীরাধার বিচিত্র অভিশেষ-কার্য সুনিষ্পন্ন হইল এবং পৌর্ণমাসীর নিয়ন্তৃত্বে মধু-পূর্ণিমায়া শ্রীরাধার অদ্ভুত রাজ্যাভিশেষ-কার্য আরম্ভ হইল । যমুনা, মানসগঙ্গাদি মূর্তি-মতী হইয়া আগমন করিলেন । সাবিত্রী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী প্রমুখা নিখিল দেবীগণ মহাকৌতুকে নারীরূপ ধারণ করত নানা উপহার লইয়া শ্রীরাধার অভিশেষে যোগদান করিলেন । মহা-মহোৎসবে শ্রীকৃষ্ণ, নিখিল ব্রজবাসিজন ও দেবীগণের সমক্ষে মহাসমারোহে শ্রীরাধার অভিশেষ কার্য পৌর্ণমাসী দেবীকর্তৃক সুসম্পন্ন হইল । †

শ্রীরাধার সেই অভিশেষস্থলীর নামই ‘উন্নত-রাধাস্থলী’ । শ্রীজীব গোস্থামিপাদ নয়টি উল্লাসে শ্রীমাধব-মহোৎসব গ্রন্থ-রচনা করিয়াছেন । শেষ উল্লাসে বা নবম উল্লাসে সকলের সমক্ষে এবং শ্রীকৃষ্ণেরও সম্মুখে রাজসিংহাসনে শ্রীরাধার উপবেশন এবং যথাযোগ্য রাজ্যাধিকার গ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্থামিচরণ এই উল্লাসটির নাম দিয়াছেন—‘উন্নতরাধিক’ । অর্থাৎ প্রেমোন্মাদনা-তেই পরম লজ্জাবতী শ্রীরাধা এই রাজ্যাভিশেষ অঙ্গীকার করিয়াছেন । সেই অভিপ্রায়েই সেই স্থানের নাম হইয়াছে **উন্নত-রাধাস্থলী** । ব্রজমণ্ডলে ‘উমরাও’ নামক গ্রামে শ্রীরাধার রাজ্যাভিশেষ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । ‘অমীর উমরাও’ অর্থাৎ ‘রাজা রাজড়া’ এই অভিপ্রায়েই ঐ গ্রামের নাম হইয়াছে ‘উমরাও’ । ‡ শ্রীপাদ বলিলেন—‘সেই উন্নত রাধাস্থলী আমার সুখাভিষিক্ত করুন ।’

“পৌর্ণমাসী যোগীশ্বরী, বৃন্দারণ্যে অধিশ্বরী,
শ্রীরাধায় কৈলা অভিশেকে ।
ধনা সেই রাধাস্থলী, যদি আমি কুতূহলী,
অবনত করিয়া মস্তকে ॥
কৃষ্ণ-বিধু অলঙ্কিতে, আজ্ঞা করে অসাক্ষাতে,
দেববাণী বলি যারে শুনি ।
হর্ষভরে পৌর্ণমাসী, সঙ্গে সব ব্রজবাসী,
শ্রীরাধারে সর্বশ্রেষ্ঠ মানি ॥

† বিশেষ বর্ণনা শ্রীজীবের মাধবমহোৎসব গ্রন্থে এবং বিলাপকুসুমাজলি-৮৭ সংখ্যক শ্লোকের স্তবায়তকণা ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য ।

‡ ভক্তিরসাকরে উমরাও গ্রামে শ্রীরাধার রাজ্যাভিশেষ ৫ম তরঙ্গে ১২২০ পয়ার হইতে ১২৫৮ পয়ার পর্যন্ত দ্রষ্টব্য ।

প্রীত্যা নন্দীশ্বরগিরিতটে স্ফারপাষণবৃন্দে-
 চাতুক্ষোণ্যেহনুকৃতিগুরুভিনির্মিতা যা বিদৌঙ্কঃ ।
 রোমে কৃষ্ণঃ সখিপরিবৃতো যত্র নন্দ্যাণি তন্ম-
 ন্নাস্থানীং তাং হরিপদলসং-সৌরভাক্তাং প্রপদ্যে ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ । নানাকলাকুশল শিল্পাচার্যগণ নন্দীশ্বরগিরি-সমীপে বিস্তৃত পাষণসমূহদ্বারা প্রীতিসহকারে যাহাকে চতুক্ষোণাকারে নির্মাণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ বয়স্যগণসহ যেখানে বিবিধ ক্রীড়া-কৌতুক-বিস্তার করিয়া থাকেন, আমি সেই শ্রীহরিপাদপদ্মের সৌরভ-সমন্বিত **আস্থানী** নামক মণ্ডপকে আশ্রয় করি ॥ ৬২ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণক্রীড়ামণ্ডপং স্তোতি—প্রীত্যোতি । হরিপদস্য লসন্নোহরং যৎ সৌরভং তেন আক্তাং সংপৃক্তাং তাম্ আস্থানীম্ এতন্মাম মণ্ডপং প্রপদ্যে তত্র সলীলং শ্রীকৃষ্ণমালোকিতুমাশ্রয়ে । তথা চ । ‘আস্থানী-মণ্ডপঃ পাণ্ডু-গণ্ডশৈলাসনোজ্জ্বল’ ইতি দীপিকা । তদাশ্রয় প্রয়োজনমাহ চাতুক্ষোণ্যে চতুক্ষোণাকার নিৰ্ম্মাণে অনুকৃতি গুরুভিঃ শিল্পাচার্যৈঃ প্রীত্যা হর্ষণে স্ফারৈরায়তৈঃ পাষণবৃন্দৈঃ কৃত্বা নন্দীশ্বরগিরিতটে যা নিৰ্ম্মিতেত্যর্থঃ । এবং সখিপরিবৃতঃ শ্রীদামাদি সহচরযুক্তঃ কৃষ্ণো নন্দ্যাণি কৌতুকানি তন্মব্ বিস্তারয়ন্ যত্র ক্রীড়তি ॥ ৬২ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে আস্থানী নামক শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ামণ্ডপের শ্রব করিতেছেন । “আস্থানীমণ্ডপঃ পাণ্ডুগণ্ডশৈলাসনোজ্জ্বলঃ । আমোদবৰ্দ্ধনো নাম পরমামোদবাসিতঃ ॥” (দীপিকা) । ‘নন্দীশ্বর-পর্বতের পাণ্ডুরবর্ণ গণ্ডশৈল অর্থাৎ পর্বতগাত্র-সংলগ্ন রূহৎ শিলারাপিই শ্রীকৃষ্ণের আস্থানীমণ্ডপ অর্থাৎ সখাগণ-সঙ্গে বসিবার স্থান । তাহাতে উত্তম চিহ্নযুক্ত আসন সুসজ্জিত থাকায় তাহার উজ্জ্বলতা প্রকাশ পাইতেছে । ঐ আস্থানী-মণ্ডপের অপর একটি নাম ‘আমোদবৰ্দ্ধন’, ইহা সব সময় উত্তম সুগন্ধদ্বারা আমোদিত থাকে ।’

প্রেমান্ত করিবারে, উন্নত রাধাস্থলী বরে,
 দেবীগণের নৃত্যের বিভঙ্গ ।
 মানসগঙ্গার জলে, নানারসে কুতূহলে,
 সমাপিলা অভিষেক-রঙ্গ ॥
 সেই রসে মোর মন, অভিষিক্ত অনুক্ষণ,
 হইয়া রহক তাঁর বরে ।
 এই প্রার্থনা করি আমি, নহি মুই অন্য কামী,
 কৃপা কর “রাধাস্থলী” বরে ॥” ৬১ ॥

শ্রীনন্দীশ্বরগিরি শ্রীগোবিন্দের বিবিধ ক্রীড়ার আশ্রয়, ব্রজরাজনন্দনের পরম প্রিয় । “সম্রাজ্যে প্রিয়তয়া ব্রজরাজসুনো-গোবর্দ্ধনাদপি গুরুব্রজবন্দিতাদ্ যঃ” (বিলাপকুসুমাজলিঃ-৬০) । শ্রীনন্দনন্দনের পরম প্রিয় বলিয়া নন্দীশ্বরগিরি ব্রজজন-পূজ্য গোবর্ধন অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । সখাগণসঙ্গে প্রতিনিয়ত শ্রীকৃষ্ণ তথায় ক্রীড়ারসে মত্ত থাকেন । শ্রীনন্দমহারাজ নানা কলাকুশলী শিল্পাচার্যগণদ্বারা সখাসঙ্গে তাঁহার গোপালের ক্রীড়ার নিমিত্ত বিস্তৃত পাষাণসমূহে বিবিধ মণিরত্নাদি খচিত করিয়া এই চতুষ্কোণ সুবিস্তৃত আস্থানী-মণ্ডপ তৈরী করাইয়াছেন । তথায় সখাগণ-সঙ্গে হাস্য-পরিহাসরসে বিচিত্র নর্মবিস্তার-পূর্বক কতই মধুর ক্রীড়া করেন শ্রীহরি !

শ্রীপাদ রঘুনাত্ত শ্রীরাধারাগীরী শ্রীচরণাশ্রিতা কিস্করী । কখনো বা বিরহিণী শ্রীমতীর সন্দেশ-বাহিনী দূতীরূপে নন্দীশ্বরে গমন করিয়া সেই মণ্ডপে লীলায়িত শ্রীকৃষ্ণের দর্শনপ্রাপ্ত হন । শ্রীমতীর দাসীর দর্শনে মাধব উৎফুল্লিত, যেন কতই কৃতার্থ ! কি অপূর্ব শ্রীরাধার প্রেমের গৌরব !! আনন্দময়-বিগ্রহ যাঁহার কিস্করীর দর্শনে নিজেকে ধন্য মনে করেন । প্রেমবশ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিনীশক্তি শ্রীরাধার একান্ত অধীন । যিনি শ্রীরাধার চঞ্চলনয়নাঞ্চলে বারম্বার বীজিত হইয়াও স্বেদান্ত হন, কান্তিনগরীতে বসবাস করিয়াও ক্ষুব্ধ হন, স্মিতামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও তৃষিত হইয়া থাকেন, সেই শ্রীহরিই আমাদের আনন্দপ্রদাতা ! শ্রীপাদ কিস্করীরূপে অনুভব করেন—শ্রীহরির পাদপদ্ম-সৌরভে কি অপূর্ব সুরভিত আস্থানী-মণ্ডপ । সেই ‘অপূর্বসৌরভে’ চিত্ত-মন উন্মাদিত হইয়া উঠে ! সর্বোপরি ব্রজসুন্দরী-গণের প্রতি এই সৌরভের কি অপূর্ব প্রভাব !

“নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,

এই অষ্টপদ্য কৃষ্ণ-অঙ্গে ।

কপূরলিঙ্গ কমল, তার যৈছে পরিমল,

সেই গন্ধ অষ্ট-পদ্য সঙ্গে ॥

হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,

তাহে অঙ্কুর কুঙ্কুম কস্তুরী ।

কপূরসনে চর্চা অঙ্গে, পূর্বঅঙ্গের গন্ধ-সঙ্গে,

মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি ॥

হরে নারীর তনু-মন, নাসা করে ঘূর্ণন,

খসায় নীবী ছুটায় কেশবন্ধ ।

করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী,

হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ॥”

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯শ পদ্যঃ)

বৈদগ্ধ্যাজ্জলবংশবল্লব-বধুবর্গেণ নৃত্যমাসৌ
 হিত্বা তং মুরজিঙ্গসেন রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্ ।
 পুষ্পালঙ্কৃতি-সঞ্চায়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ-
 শ্চৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরী-পরিবৃত্তা সা পাতু রাসস্থলী ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ । যেখানে মুরারী শ্রীকৃষ্ণ উজ্জলরস-বিদগ্ধ্যা গোপবধুবর্গের সহিত নৃত্যরঙ্গ-বিস্তার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করত নির্জনে শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া পুষ্পালঙ্কারাদি-দ্বারা ভূষিত করিয়া অতি প্রমোদসহকারে তাঁহার সহিত বিহার করিয়াছিলেন ; সেই ত্রৈলোক্যাদ্ভুত-মাধুরী পরিবৃত্ত **শ্রীরাস-স্থলী** আমার রক্ষা করুন ॥ ৬৩ ॥

টীকা । অন্তরঙ্গলীলাসাধনীং রাসস্থলীং স্তৌতি—বৈদগ্ধ্যোতি । সা রাসস্থলী এতদ্ব্যাক্তা প্রসিদ্ধং স্থানং পাতু স্বসেবনোন্মুখম্ অন্যান্যমাৎ স্বস্থং কৃৎস্বা তৎপ্রাতিকূল্যাদ্রকৃত্ব । তত্র স্বস্যাযোগ্যত্ব সূচনায় মামিত্যস্যাভাবরূপ ন্যূনপদতাদোষোক্তং এবতি । কিন্তুতা ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরী পরিবৃত্তা ত্রৈলোক্যাৎ ত্রিলোকস্থত্বং পরিত্যজ্য যা অদ্ভুতমাধুরী মাধুর্যং তয়া পরিবৃত্তা আশ্রুতিবদ্বৈষ্টিতা । বৈল-ক্ষণ্যমাহ অসৌ মুরজিৎ শ্রীকৃষ্ণো যত্র রহসি নির্জনে পুষ্পালঙ্কৃতি-সঞ্চায়েন পুষ্পালঙ্কারসমূহেন কৃৎস্বা রসেনানুরাগেণ রাধাং মণ্ডয়ন্ ভূষয়ন্ রমতে ক্রীড়তি । ‘রসো গন্ধ রসে জলে । শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্যো তিত্তাদৌ দ্রবরাগয়োৱিত্যাদি’ মেদিনী । কিং কৃৎস্বা বৈদগ্ধ্যেন উজ্জ্বলাঃ প্রভাবন্ত্যো যা বল্লবো মনোহরা বল্লববধ্বো গোপস্ত্রিয়স্তাসাং বর্গেণ সমূহেন সহ নৃত্যন্ সন্ তং বধুবর্গং হিত্বা । বৈদগ্ধ্যোত্যাदिना त्यागान-हृत्वं नृत्यमिति बद्धमानं प्रयोगेण नर्तन-समानं कालत्यागेन राधिकान्मनुरागाधिक्यं ध्वनितम् ॥ ६३ ॥

রাধা কিঙ্করী এই গঞ্জে স্বীয় ঈশ্বরীর প্রেমোন্মাদনার স্ফূর্তি প্রাপ্ত হন । শ্রীপাদ বলিতেছেন—
 ‘শ্রীহরির পাদপদ্ম-সৌরভে সুরভিত সেই আস্থানী-মণ্ডপের শরণাগত হই ।’ এই শরণাগতির ফলে সেস্থানে অনুষ্ঠিত লীলামাধুরী অনুভবের নিমিত্ত শ্রীপাদের চিরকামনা ।

“গিরিগুটে নন্দীশ্বরে, বিদগ্ধ-কারিগরে,
 কৃষ্ণকীড়া-কৌতুকের তরে ।

বিস্তৃত পাষাণবৃন্দে, চতুষ্কোণ করি ছন্দে,
 যে “আস্থানী” সুনির্ম্মাণ করে ॥

শ্রীগোবিন্দ সখাসঙ্গে, মধুময় ক্রীড়ারঙ্গে,
 যথা নিত্য করেন বিহার ।

হরি-পাদপদ্ম-গঞ্জে, আমোদিত যে মণ্ডপে,
 আশ্রয়েতে লালসা আমার ॥” ৬২ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে পরম রসময়ী শ্রীশ্রীরাসস্থলীর বন্দনা করিতে-
ছেন । শ্রীকৃষ্ণের সর্বলীলামুকুটমণি শ্রীশ্রীরাসলীলা । শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী ‘রাস’ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন,
“রাসো নাম বহনত্বকীযুক্তনৃত্যবিশেষঃ” অর্থাৎ বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষের নাম ‘রাস’ । অলঙ্কার
শাস্ত্রেও পাওয়া যায়—“নটৈর্গৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাব্রকরপ্রিয়াম্ । নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো মণ্ডলীভূয়
নর্তনম্ ॥” অর্থাৎ নটগণ নর্তকীগণ-সঙ্গে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া নটগণ নর্তকীগণের কণ্ঠধারণ এবং
নর্তকীগণ পরস্পর বাহু-ধারণ করিয়া সকলে নৃত্য করিলে তাহাকে ‘রাস’ বলা হয় । ‘রাস’ শব্দের ইহা
রূঢ়িরূপে হইলেও শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“রাসঃ পরমরসকদম্বময় ইতি যৌগিকার্থঃ” পরম-
রসসমূহ যাহাতে আছে, সেই লীলাই রাসলীলা । ‘রস’ই রাসের মৌলিক উপাদান ; কারণ ‘রস’ শব্দের
উত্তর সমূহার্থে ‘ফ’ প্রত্যয় করিয়াই ‘রাস’ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । ‘রস’ শব্দের অর্থ আশ্বাদন এবং ‘ফ’
প্রত্যয়ের অর্থ সমূহ ; অর্থাৎ পরম আশ্বাদনসমূহ যাহাতে আছে, তাহাই রাসলীলা । তাৎপর্য এই যে,
অসমোক্ষ সৌন্দর্য-মাধুর্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের গোপীগণ-কর্তৃক মহাভাবাখ্য
প্রেমদ্বারা পূর্ণরূপে আশ্বাদনোন্মাদসময়ী এবং রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মহাভাবাখ্য প্রীতিরসবাসিত শ্রীল
ব্রজদেবীগণের অখণ্ড রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের সম্যক্ আশ্বাদনোন্মাদসময়ী লীলার নামই **রাসলীলা** ।
এই রাসলীলার নায়ক ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিকেন্দ্রমৌলি শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণসহ মাদ-
নাখ্য-মহাভাববতী স্বয়ং রাসেশ্বরী শ্রীরাধা এবং স্থান যামুনতটে পরম রসময়ী অপরূপ নৈসর্গিক শোভা
সম্পন্ন **শ্রীশ্রীরাসস্থলী** । এই শ্লোকে সেই রাসস্থলীরই স্তব ।

রাসেশ্বরী শ্রীরাধারাণীই রাসের মূলশুভ-স্বরূপা । “তাহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে ।”
(চৈঃ চঃ) । তাই শ্রীপাদ রাসস্থলীর স্তব করিতে গিয়া রাসেশ্বরীরই মহামহিমার সূচনা করিয়া
বলিলেন—“শ্রীকৃষ্ণ যেখানে উজ্জ্বলরস-বিদগ্ধা গোপবধুবর্গের সহিত নৃত্যরঙ্গ-বিস্তার করিতে করিতে সহসা
তাহাদের ত্যাগ করিয়া নির্জনে শ্রীরাধাকে লইয়া গিয়া পুষ্পালঙ্কারাদিতে ভূষিত করত প্রমোদভরে তাহার
সহিত বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন ।’ মহারাস-বর্ণনায় দেখা যায়—রাসরজনীতে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবংশী-
নাদে সমাকৃষ্টা ব্রজসুন্দরীগণকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ উপেক্ষাবাগীতে পরিহাস করেন এবং তাহাদের প্রার্থনা-
বাক্যে তাহার অবহিখা দূরীভূত হয় ও তিনি হাসিতে হাসিতে তাহাদের সহিত মিলিত হন । তাহাদের
সহিত প্রথমবিলাসের সূচনাতেই শ্রীকৃষ্ণের পরমাদর প্রাপ্ত হইয়া ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্বের এবং
সর্বত্র সমান বিহার দর্শনে শ্রীরাধার মানের সঞ্চার হয় । “তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ ।
প্রশমায় প্রসাদায় তন্ত্ৰৈবান্তরধীয়ত ॥” (ভাঃ-১০।২৯।৪৮) । ‘শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্ব এবং
শ্রীরাধার মান-দর্শনে ব্রজসুন্দরীগণের সৌভাগ্যগর্বের প্রশমন ও শ্রীরাধার মান-প্রসাদন-নিমিত্ত সেই
বিহারস্থলেই সব ব্রজসুন্দরীগণকে ত্যাগ করিয়া শ্রীরাধার সহিত অন্তর্হিত হন । আসলে তখনও রাস-
নৃত্য আরম্ভ হয় নাই, তবে উপক্রম-সভাতেই ইহা ঘটিয়াছিল বলিয়া শ্রীপাদ নৃত্যপরায়ণা গোপীগণকে

ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। সব গোপসুন্দরীই মহাভাববতী এবং উজ্জ্বলরস-বিদগ্ধা। তাহাদের সকলের সমক্ষে শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্ধান ও নির্জনে তাহার সহিত বিবিধ বিলাসই শ্রীরাধার অনন্যসাধারণ ও নিখিল গোপী-বিলক্ষণ মহামহিমার পরিচায়ক।

শ্রীপাদ শ্রীরাধার প্রিয় কিস্করী, সুতরাং শতকোটি গোপীর মিলন-মেলায় একা শ্রীরাধাকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান এবং নির্জনে তাহাকে পুষ্পাদির অলঙ্কারে ভূষিত করা ও তাহার সহিত বিবিধ বিলাস—বিচিত্র রাসলীলার মধ্যে এইটিই তাহার সর্বাধিক প্রিয়তর অংশ। এই জন্যই রাসস্থলীর বর্ণনায় শ্রীপাদ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধারাগীকে লইয়া অন্তর্হিত হন, তখন শ্রীরাধার সখীগণও তাহা জানিতে পারেন নাই। শ্রীরাধারাগীকে নিজেদের মধ্যে না দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, এইজন্য তাহারা যুগপৎ শ্রীরাধার অভ্যুদয়ে আনন্দ ও যুগল-লীলাদর্শনের অভাবে বিষাদ অনুভব করেন। কিন্তু মহারাসে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে লইয়া অন্তর্হিত হইলে তাহার অভিন্ন-প্রাণা কিস্করীগণ যে তাহাদের সঙ্গে থাকেন এবং সেই রহস্যময় যুগললীলা-মাধুরী সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া ঈশ্বরীর মহান্ অভ্যুদয়ে বিপুল আনন্দ ও গৌরবানুভব করেন, ইহা শ্রীরাপ-গোস্থামিপাদের বর্ণনা হইতে জানা যায়।

“রাসারম্ভে বিলসতি পরিত্যজ্য গোষ্ঠাম্বুজাক্ষী,-বৃন্দং বৃন্দাবনভূষি রহঃ কেশবেনোপনীয।

ত্বাং স্বাধীনপ্রিয়তমপদপ্রাপণেনাচ্চিত্তাসীং, দূরে দৃষ্ট্য হৃদি কিমচিরাদপ্নয়িম্যামি দর্পম্ ?”

(উৎকলিকাবল্লরঃ-৪২)

‘হে শ্রীমতী রাধিকে ! শ্রীবৃন্দাবনে রাসক্রীড়া আরম্ভ হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য বৃজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমায় লইয়া নির্জনে গমন করিবেন, যেখানে তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া তিনি মানাবিধ কুসুমদ্বারা তোমায় ভূষিত করিবেন, তাহা দূর হইতে দর্শন করিয়া কবে গর্বে আমার বুক ভরিয়া উঠিবে ?’

শ্রীকৃষ্ণ রাসরজনীতে শ্রীরাধার সহিত নির্জনে যে পরমানন্দে বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন তাহার কেশ-সংস্কারাদি এবং কুসুমাদির ভূষণে তাহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাহা রাসবর্ণনায় রাস বক্তা শ্রীপাদ গুরুমুনি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করিয়াছেন—

“অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ ।

প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতা সকলে পদে ॥

কেশপ্রসাধনং হ্যত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্ ।

তানি চুড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ॥

রৈমে তয়া স্বান্মরত আদ্যারামোহপ্যখণ্ডিতঃ ॥” ইত্যাদি।

(ভাঃ-১০।৩০।৩২-৩৪)

গান্ধারিকা-মুরবিমর্দন নৌবিহারলীলা-বিনোদ-রসনির্ভরভাগিনীযম্ ।

গোবর্দ্ধনোজ্জ্বল-শিলাকুলমুন্নয়ন্তী বীচীভরবতু মানসজাহ্নবী মাম্ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ । যিনি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নৌকাবিহার-লীলাবিনোদের প্রচুরতর রসমাধুরী ভোগ করিয়া থাকেন, শ্রীগোবর্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুলকে যিনি তরঙ্গোচ্ছ্বাসে উর্ধ্ব চালিত করেন—সেই মানস-গঙ্গা আমায় রক্ষা করুন ॥ ৬৪ ॥

টীকা । শ্রীরাধাকৃষ্ণযোরনির্ব্বাচ্য ক্রীড়া-প্রতিপাদিকাং মানসগঙ্গাং স্তোতি—গান্ধারিকেতি। ইয়ং পুরোবর্ত্তিনী মানসজাহ্নবী গঙ্গা মামবতু স্বাভীষ্টসেবন-প্রতিবন্ধকগণাদ্রক্ষতু । কিঙ্কতা গান্ধারিকা-মুরমর্দনয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঁ নৌকায়াং বিহরণরূপ ক্রীড়াবিনোদঃ সুখং তস্য রসেন আশ্বাদেন অনুভবে-

শ্রীরাধার প্রতিপক্ষা ব্রজসুন্দরীগণ পরস্পরের প্রতি বলিলেন—“এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমসীকে সাজাইবার জন্য কুসুমচয়ন করিয়াছেন । এই দেখ, এইস্থানে উচ্চশাখা হইতে কুসুমচয়ন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়াছেন বলিয়া! তাঁহার অর্ধমণ্ড পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে । দেখ দেখ, সেই কামুক কৃষ্ণ এইস্থানে তাঁহার প্রেমসী কামিনীর কেশ-প্রসাধন করিয়াছেন এবং পুষ্পদ্বারা তাঁহার শিরোভূষণ প্রস্তুত করিবার জন্য এইস্থানে উপবেশন করিয়াছেন । তিনি আশ্বারাম ও নিত্যতৃপ্ত হইয়াও এই রমণীর সহিত বিবিধভাবে রমণ-বিলাসাদি করিয়াছেন ।”

শ্রীপাদ বলিলেন—“যেখানে শ্রীশ্রীরাধামাধবের এই প্রকার স্বচ্ছন্দবিহার-লীলা সম্পন্ন হইয়াছিল, এই ত্রিলোকে অর্থাৎ ভূর্লোক, স্বর্গলোক ও পাতাললোকে বা চতুর্দশভুবনে অত্যাদ্ভুত মাধুরী বা সর্ববিলক্ষণ রাসরসমাধুরী পরিবৃত্ত শ্রীরাসস্থলী আমায় রক্ষা করুন ।”

“বিদগ্ধা উজ্জ্বলা গোপী, যাঁরা কৃষ্ণ-অনুরাগী,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকান্তাগণ ।

করি নানা নৃত্যরঙ্গে, গোবিন্দ যাঁদের সঙ্গে,
যাঁরে লৈয়া কৈলা অন্তর্দ্বান ॥

সেই শ্রীমতী রাধারে, নানা পুষ্প-অলঙ্কারে,
সাজাইয়া রসিক গোবিন্দ ।

দম্পতি-সুগল মিলি, শৃঙ্গার-মাধুর্য-কেলি,
করে যেথা পাইয়া আনন্দ ॥

ত্রৈলোকে অদ্ভুত-শ্রেষ্ঠ, মাধুর্য-মণ্ডিত প্রেষ্ঠ,
“রাসস্থলী” করি আরাধনা ।

সেথা বাস-বিরোধ যা'তে, রক্ষা কর তাহা হৈতে,
নিরন্তর এই সে কামনা ॥” ৬৩ ॥

নেতি যাবৎ যন্নির্ভরভোগমতিশয়সুখং তদস্যা অস্তীতি সা । 'ভোগং সুখে ধনে চাহেঃ শরীরফণয়োরপি । পালনেহত্যবহারে চ যোষিদাদি ভূতাবপী'তি মেদিনী । ননু ভগবন্তজনানুকুল শ্রীচৈতন্য-নিযুক্ত গোবর্দ্ধন-বাসং বিহায় কুত এতদাশ্রয়ং প্রার্থয়সে ইত্যাহ—কিন্তুতা গোবর্দ্ধনস্য উজ্জ্বলং প্রকাশমানং যৎ শিলাকুলং প্রস্তুতসমুদ্রস্তং বীচীভরৈস্তরঙ্গপ্রচুরৈরুন্নয়ন্তীতি এতদাশ্রয়েণাপি তদাশ্রয়ো ভবেদেবেতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

স্ববামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগোবর্ধনের অন্যতম তীর্থ মানসগঙ্গার স্তব করিতেছেন । “যত্র বৈ মানসীগঙ্গা মহাপাপৌঘনাশিনী” (গর্গসংহিতা) । ‘যে গোবর্ধনে মহাপাপসমুহ-নাশিনী শ্রীমানসীগঙ্গা বিরাজ করিতেছেন ।’ এই মানসগঙ্গাই শ্রীগিরিরাজের নেত্র । “নেত্রে বৈ মানসী-গঙ্গা” (ঐ) । মানসগঙ্গা সখা-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ও সখীগণ-সঙ্গে শ্রীশ্রীরাধামাধবের জলবিহারাদি বিবিধ ক্রীড়ার আশ্রয় । শ্রীপাদ শ্রীরাধার কিস্করী, তাই মানসগঙ্গার বন্দনায় শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরমরসময়ী নৌকাবিলাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ।

একদা স্মৃতিপ্রাপ্ত একটি লীলামধুরীর স্মৃতিতে এই শ্লোকে মানসগঙ্গার স্তুতি । শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণতটে ভজনরসমগ্ন । ইত্যবসরে সহসা স্মৃতিতে দেখিতেছেন—পৌর্ণমাসীর নেত্রে শ্রীরাধারাগী, ললিতা, বিশাখাদি সখীগণ-সঙ্গে দধি, ঘৃতাদির কলস লইয়া গোবর্ধনতটে গোবিন্দকুণ্ডে অনুষ্ঠিত যজ্ঞে ঘৃতাদি দানের ছল করিয়া শ্যাম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন । শ্রীপাদ কিস্করীরূপে স্বীয় ঈশ্বরীর অনুগমন করিতেছেন । সখীসহ শ্রীমতীর অঙ্গের স্বর্ণকান্তিতে বন উজ্জলিত । ঈশ্বরী চপলনেত্রে চারিপানে তাকাইতেছেন—‘কোথায় প্রাণনাথ !’ ভাবী শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের লালসায় হৃদয়-পারাবারে মহাভাবের তরঙ্গরাজি উচ্ছলিত হইয়া উঠিতেছে ॥ দধি, ঘৃতাদি লইয়া সখীগণ-সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাগীর গোবর্ধনের দিকে আগমনের বার্তা পাইয়া শ্যাম মানসজাহ্নবীতে একটি তরণী লইয়া অপরূপ নাবিকের বেশে বিরাজ করিতেছেন । ত্রৈলোক্য-বিমোহন নাবিকের শ্যামলকান্তিতে মানসগঙ্গার বক্ষঃ উজ্জলিত । অভিনব নাবিক-দর্শনে সখীসহ শ্রীমতী দধির পাত্র নামাইয়া গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়াছেন । বড়াইকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমতী রাধারাগী বলিতেছেন—

“বড়াই ! ঐ কি ঘাটের নেয়ে ।

কোথা হৈতে আসি দিল দরশন বিনোদ-তরণী বেয়ে ॥
রজত-কাঞ্চনে না'থানি জড়িত বাজিছে কিস্কিণী জাল ।
অপরূপ তা'তে শোভা রাগা হাতে মণি-বাঁধা কেরোয়াল ॥
হাসিতে হাসিতে গীত আলাপিছে ঢুলাইছে রাগা আঁখি ।
চাপাইয়া নায় কে জানে কি চায় চঞ্চল নয়ন দেখি ॥
রতনের ফালি শিরে ঝলমলি কদম্ব-কুসুম কানে ।
জঠর-অঞ্চলে বাঁশিটি গুঁজেছে শোভে নানা আভরণে ॥

আমরা কহিব কংসের যোগানি বুকে না হেলিহ কেহ ।
জগন্নাথ কহে শশী ষোলকলা পেলে কি ছাড়িবে রাহ ?” (পদকল্পতরু)

সখীগণ 'নাবিক নাবিক' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন । ডাক শুনিয়া মোহন নাবিক ধীরে ধীরে তরণীখানি আনিয়া তটে সংলগ্ন করিয়াছেন । ধীর পদক্ষেপে সখীগণসহ শ্রীমতী ভাববিকারযুক্ত অপাঙ্গ-বিস্তার করিতে করিতে তরণীতে আরোহণ করিতে যাইতেছেন । সহসা নাবিক শ্রীমতীকে নৌকায় আরোহণ করিতে বাধা দিয়া বলিতেছেন—

“কহিছে চিকণ-কালী ।

ধাস পরিহারি বৈসহ কিশোরী পার করি এই বৈলা ॥
নীল-বসন কটিতে পরহ দেখিয়ে কাঁপিছে গা' ।
মবীন-নীরদ ভরমে পবন ছুরায় ডুবাবে লা' ॥
কানুর ঘটন শুনিয়ে তখন কপটে কহিছে ধনি ।
তোমার অঙ্গের চিকণ-বরণ কেমনে লুকাবে তুমি ॥
শুনিয়া এ কথা কহয়ে ললিতা কেহ না করিহ গোল ।
কালিয়া-স্বরণ ছাপাব এখন ঢালি দিয়া ঘন ঘোল ॥
শুনিয়া নাগর হইয়া ফাঁফর মধুর মধুর হাসে ।
কহে গুরুদাস হৃদয়ে উল্লাস সুখের সায়রে ভাসে ॥” (ঐ)

এইরূপ হাস্য-পরিহাসরসে সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী কৌতুকভরে নৌকায় আরোহণ করিলেন । হৃদয়ে প্রগাঢ় প্রেমের তরঙ্গ খেলিতেছে ! মবীন নাবিক নৌকাখানি মধ্য জাহ্নবীতে আনিয়াছেন । যুগলের অত্যন্তুত রূপ-মাধুর্যে জাহ্নবীর বক্ষঃ আলোকিত ! ভাবাবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না জাহ্নবী । পরমাতীষ্ট শ্রীযুগলরূপকে বুকে পাইয়া মানসীগঙ্গা বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে আকুলিতা হইয়া পড়িলেন । তরঙ্গের আঘাতে আঘাতে গোবর্ধনের উজ্জ্বল শিলাকূল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল । ভাবাবিষ্টা শ্রীজাহ্নবীর উচ্ছলিত তরঙ্গের জল ঝলকে ঝলকে নৌকায় প্রবেশ করিতে লাগিল । শ্রীমতী ভীতা । সখীগণ বলিতেছেন—“ওহে অনভিজ্ঞ কর্ণধার ! মধ্যগঙ্গায় ডুবাইয়া আজ আমাদের ধনে প্রাণে মারিবে না কি ?” নাবিকের কোন দিকে লক্ষ্য নাই, তরল-নয়নে শ্রীমতীর ভাবমাধুরী আশ্রাদনেই তিনি ব্যস্ত । নৌকা ডুবু ডুবু । ভীত-চকিত-মেত্রা শ্রীমতী ভয় পাইয়া শ্যামের কর্ণ জড়াইয়া ধরিলেন । সখী-মঞ্জরীগণ আশ্রাদন করিলেন—সেই অপরূপ যুগল-মিলন-মাধুরী ! জাহ্নবীর আশা পূর্ণ হইল । ধীরে ধীরে তরঙ্গোচ্ছ্বাস কমিয়া আসিল । তরণী তটে সংলগ্ন হইল । দধি, নবনীতাদি দ্বারা শ্যামসুন্দরের সেবা করিয়া সকলেই আপনাপন স্থানে চলিয়া গেলেন ।

যেষাং ক্বাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধব্রহ্মাণ্ডকৌর-

শুদ্ধাতুদ্রব-পুঞ্জ-চিহ্নিততরৈশ্চৈশ্চঃ স্বয়ং চিহ্নিতঃ ।

খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি গবাং কুত্ৰাপি নম্ভোৎসবৈঃ

শ্রীরাধা-সহিতো গুহ্যসু রমতে তান্ শৈলবর্ষ্যান্ ভজে ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার গৈরিকাদি ধাতুদ্রবসমূহে চিহ্নিতান্ সুস্নিগ্ধ বয়স্যগণকর্তৃক ঐ ধাতুদ্রবে স্বয়ং চিহ্নিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে সখাসঙ্গে লুকোচুরি প্রভৃতি ক্রীড়া করেন এবং যাঁহার নির্জন গুহ্যে শ্রীরাধার সহিত বিলাস করেন, সেই গিরিশ্রেষ্ঠ গোবর্ধনকে আমি ভজন করি ॥৬৫॥

টীকা । অলং তৎ ক্রীড়ন-সাহায্যকারিবিশেষ-প্রার্থনেন তত্তৎ ক্রীড়াসাধনং বস্তুমাত্রং প্রার্থনীয়মিতি তৎসাধকং পৰ্ব্বতমাত্রং শ্রোতি—যেষামিতি । তান্ শৈলবর্ষ্যান্ ভজে । ভজন-কারণমাহ যেষাং শৈলানাং ক্বাপি চ প্রদেশে স্নিগ্ধঃ সুমনোভিব্রহ্মসৌকরৈঃ সখিসমূহৈর্মাধবঃ শ্রীকৃষ্ণো বিহরতে ক্রীড়তি । কত্বনিষ্ঠ-ক্রিয়াফলদ্বারা আশ্রয়েপদম্ । কিন্তু তৈশ্চেষাং শৈলানাং ধাতুদ্রবস্য মনঃশিলা

শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই স্ফুরণের স্মৃতি বুকে লইয়া বলিলেন—‘যিনি শ্রীগান্ধারী-গিরিধারীর নৌকা-বিহারের মধুময়রস উপভোগ করেন এবং আনন্দাবেগে তরঙ্গোচ্ছ্বাসদ্বারা গোবর্ধনের উজ্জ্বল শিলাকুলকে উর্ধ্বে চালিত করেন—‘সেই মানসীগঙ্গা আমায় রক্ষা করুন ।’ শ্রীগোবর্ধনের স্তুতিপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ রূপ-গোস্থামিচরণও লিখিয়াছেন—

“কংসারাতেশ্বর-বিলসিতৈরাতরানঙ্গরঙ্গৈরাভীরীণাং প্রণয়মভিতঃ পাত্রমুন্মীলয়ন্ত্যাঃ ।

ধৌতগ্রাবাবলিরমলিনৈর্মানসামর্ত্যসিক্কোবীচিব্রাতৈঃ প্রথয়তু সদা শর্ম্ম গোবর্দ্ধনো নঃ ॥”

(স্তবমালা)

অর্থাৎ “যাঁহার তরঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নাবিক হইয়া নৌকাপণ গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের অধীনতার আশ্রয়রূপ আভীরীদিগের প্রণয়-বর্ধনকারিণী সেই মানসগঙ্গার তরঙ্গমালায় যাঁহার শিলা ক্ষালিত হইতেছে, সেই গোবর্ধন আমাদের মঙ্গল বিধান করুন ।”

“রাধাকৃষ্ণের নৌ-বিহার, উজ্জ্বলরসের সার,

নিত্য ভোগ করিতেছেন যিনি ।

গোবর্দ্ধন-শিলাকুলে, অভিনব ঝলমলে,

তরঙ্গিতে উর্দ্ধেতে চালনি ॥

সেই ত মানসগঙ্গা, ভাগ্যবতী অন্তরঙ্গা,

রক্ষা করণ প্রতিকূল হৈতে ।

যুগলের লীলারস, হইবে কি সরবস,

এ লালসা জাগে মোর চিত্তে ॥” ৬৪ ॥

গৈরিকাদি দ্রববিশেষস্য পুঞ্জন চিত্রিততরৈরতিশয়চিত্রিতৈঃ । মাধবঃ কিত্ত্বতঃ তৈর্ধাতুদ্রবপুঞ্জৈঃ কৃত্বা তৈর্বয়সৈঃ কতুভিঃ স্বয়ং চিত্রিতশিচরীকৃতঃ । কৈঃ কৃত্বা বিহরতে খেলাভিলুঙ্কায়নাদি রূপাভিঃ গবাং পালনৈঃ কোমলশষ্পপ্রদেশে চারণৈরপি । এবং কুত্ৰাপি চ গুহাসু নশ্ৰমাৎসবৈঃ কুতুহলবিনোদৈঃ শ্রীরাধিকা সহিতো রমতে ক্রীড়তি ॥ ৬৫ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শৈলবর্ষ শ্রীগোবর্ধনের শুব করিতেছেন । পূর্বশ্লোকে মানসগঙ্গার শুব করিয়াছেন । সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসবর্ষ শ্রীগিরিরাজের কৃষ্ণের সখাগণ ও প্রিয়া-জীর সহিত শ্রীকৃষ্ণসেবার স্ফুরণ হইয়াছে, সেই আবেশেই শ্রীগিরিরাজের বন্দনা করিতেছেন । শ্রীগিরিরাজ বয়স্যগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ স্বচ্ছন্দ-ক্রীড়ার আশ্বাস ।

“পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ম্ । অসংখ্যব্রহ্মাণ্ডপতির্গোলকেশঃ পরাৎপরঃ ।

অস্মিন্ স্থিতঃ সদাক্রীড়ামর্ভকৈঃ সহ মৈথিল । করোতি তস্য মাহাত্ম্যং বন্তুং নালং চতুর্মুখঃ ॥”

(গর্গসংহিতা)

শ্রীনারদ বলিলেন—‘হে মিথিলাপতে ! পরিপূর্ণতম স্বয়ং ভগবান্ অখিল ব্রহ্মাণ্ডপালক গোলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ এই গোবর্ধনপর্বতে অবস্থিত হইয়া গোপবালকগণসহ সর্বদা বিবিধ ক্রীড়া করেন, সুতরাং চতুরানন ব্রহ্মাও ইহার মাহাত্ম্য-বর্ণনে সমর্থ হন না ।’ গোচারণ-প্রসঙ্গে সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ গিরিতটে উপস্থিত হইয়া খেলার পূর্বে সখাসঙ্গে গিরিরাজের গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা শ্রীঅঙ্গ চিত্রিত করিয়া থাকেন । শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“শশ্বদ্বিশ্বালঙ্করণালঙ্কৃতিমেধ্যৈঃ, প্রেম্ণা ধৌতৈর্ধাতুভিরুদ্দীপিত-সানো !” (শুবমালা) । অর্থাৎ ‘জগন্মণ্ডলের মণ্ডনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মণ্ডনব্যাপারে সুলভ, প্রেমপ্রক্ষালিত গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা ইহার সানুপ্রদেশ উদ্দীপিত রহিয়াছে ।’ গোচারণে আসিলে এই গৈরিকাদি ধাতু ও পত্র, পুষ্পাদির বেশ-ভূষা মণি, মুক্তাদির অলঙ্কার অপেক্ষাও সখাসহ শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর সমাদরণীয় হইয়া থাকে । শ্রীপাদ শুকমুনি লিখিয়াছেন—“ফলপ্রবালস্তবক-সুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ । কাচমুক্তামণিস্বর্ণ-ভূষিতা অপ্যভূষণম্ ॥” (ভাঃ-১০।১২।৪) । ‘গোপবালকগণ তাঁহাদের মাতৃদত্ত কাঁচ, মুক্তা, মণি ও স্বর্ণাদিনির্মিত অলঙ্কারে সুসজ্জিত থাকা সত্ত্বেও বনে আসিয়া তাঁহারা নানাবিধ ফল, পল্লব, পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্প, ময়ূরপুচ্ছ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা নিজ নিজ অঙ্গকে বিভূষিত করিলেন ।’ এইভাবে গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকেও বন্যবেশ ও গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা মনের মতরূপে সুসজ্জিত করিয়া গিরিরাজের সানুপ্রদেশে বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রে গাভীগুলিকে চারণে নিযুক্ত করত স্বচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত লুকোচুরী প্রভৃতি খেলা খেলিয়া থাকেন ।

এইভাবে গিরিতটে সখাগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ স্বচ্ছন্দবিহার অনুষ্ঠিত হইলেও তাঁহার মনটি শ্রীরাধাতে পড়িয়া থাকে । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হইল—“রাত্রিদিন কুঞ্জক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে ।

কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়ারঙ্গে ॥” প্রশ্ন হইতে পারে, রাত্রিদিন সব সময় শ্রীরাধার সহিত বিহার করিলে সখাগণসঙ্গে গোষ্ঠবিহার এবং পিতামাতা-সঙ্গে বাৎসর্যসময় লীলা কখন করেন ? বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য লীলাবলীর মধ্যেও সতত শ্রীরাধাধারীর কথাই চিন্তা করেন। মাদনাখ্য মহাত্মাবময়ী শ্রীরাধা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড জ্ঞানকে ব্যাপিনী রহিয়াছেন। পূর্বরাগদশায় শ্রীরাধার প্রথম দর্শনা-বধিই শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে নিরন্তর বিরাজ করেন প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধাধারী।

“নয়ান-পুতলী রাধা মোর । মন-মাঝে রাধিকা উজোর ॥

ক্ষিতিলে দেখি রাধাময় । গগনেহ রাধিকা উদয় ॥

রাধাময় ভেল ত্রিভুবন । তবে আমি করিব কেমন ॥

কোথা সেই রাধিকাসুন্দরী । না দেখি’ ধৈরজ হৈতে নারি ॥

এ যদুনন্দন-মনে জাগে । কি না করে নব-অনুরাগে ॥” (পদকল্পতরু)

গোবর্ধনে সখা-সঙ্গে খেলায় মত্ত হইলেও শ্রীরাধার বিরহ-বিধুর শ্যাম অন্তর্বেদনায় কাতর হইয়া পড়েন। ইত্যবসরে শ্রীরাধার কোন সখী বা দাসী শ্যাম-মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুলা অভিসারিকা শ্রীমতীকে শ্রীগিরিরাজের কোন নির্জন গুহায় রাখিয়া শ্যাম-অন্বেষণে আসিয়া সখাগণ-সঙ্গে খেলায় নিরত শ্যামকে অন্যের অলক্ষ্যে শ্রীরাধার অভিসার-বার্তার ইঙ্গিত করেন। শ্যামসুন্দরও সখাগণের নিকট গিরির নৈসর্গিক শোভা দর্শনের ছল করিয়া সখীসঙ্গে গোপনে গিরিরাজের নির্জন-গুহায় শ্রীরাধার সহিত মিলিত হইয়া বিবিধ বিহার করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ বলিলেন—‘শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই অনন্য-বিলাস-নিকেতন শৈলরাজ গোবর্ধনকে আমি ভজন করি। অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধবের তাদৃশ রহস্যময় লীলা সন্দর্শন এবং লীলাময় যুগলের সুবাসিত জল, তাম্বুল, বীজনাди সেবার সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত শ্রীগিরিরাজের ভজন করি।’

“যাঁর ধাতু-দ্রবপুঞ্জ, বিচিহ্নিত হৈয়া অঙ্গে,

স্নিগ্ধ যত কৃষ্ণ-সখাগণ ।

যাঁর গৈরিক দ্রব-গুণে, নিজ-সম সখাগণে,

সাজায়েছে মদন-মোহন ॥

বিচিহ্নিত কলেবরে, সখা-সঙ্গে খেলা করে,

গোচারণ করিতে করিতে ।

ভজি সেই শৈলশ্রেষ্ঠ, যাঁর গুহায় কৃষ্ণপ্রের্ত,

বিহরিছে শ্রীরাধা-সহিতে ॥” ৬৫ ॥

স্ফীতে যত্র সরিৎ-সরোবরকূলে গাঃ পালয়নির্বৃতো
 গ্রীষ্মে বারি-বিহারকেলি-নিবাহর্গোপেন্দ্রদিব্যাত্মজঃ ।
 প্রীত্যা সিঞ্চতি মুগ্ধমিত্রনিকরান্ হর্ষণে মুগ্ধস্বয়ং
 কাঙ্ক্ষন্ স্বীয়জয়ং জয়ার্থিন ইমান্নিত্যং তদেতত্ত্বজঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ । ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ গ্রীষ্মকালে যে সকল বিশাল সরোবর ও সরিৎকূলে সখা-
 সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে জলক্ৰীড়ায় জয়াভিলাষী হইয়া তাদৃশ জয়েচ্ছু মুগ্ধ সখাগণকে প্রীতিভরে
 জলসিঞ্চন করিয়া থাকেন, সেই সকল সরিৎ ও সরোবরকে আমি সর্বদা ভজন করি ॥ ৬৬ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণবিহারযোগ্যং সরিৎসরোবরবিশেষং স্তোতি—স্ফীতে ইতি । তৎ প্রকট-
 বিহারাস্পদত্বেনানুভূতমেতৎ সরিৎসরোবরকূলং যমুনা-রাধাকুণ্ডাদি সরোবরসজাতীয়াং ভজে । এতৎ
 কিমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ—স্ফীতে ইত্যাদি । যত্র স্ফীতে আয়তে সরিৎসরোবরকূলে যমুনা-রাধাকুণ্ড-
 সজাতীয়ে গোপেন্দ্রদিব্যাত্মজঃ শ্রীকৃষ্ণো গ্রীষ্মে নিদাঘে গাঃ পালয়ন্ চারয়ন্ বারিবিহারকেলি-নিবাহর্নির্বৃতঃ
 স্বস্থঃ সন্ প্রীত্যা প্রেমা হর্ষণে মুগ্ধমিত্র-নিকরান্ সুন্দর সখি শ্রীদামাদি সমূহান্ সিঞ্চতি অর্থান্তেষাং
 জলৈঃ । কূলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়ে গণেশপিচেতি মেদিনী । সরিৎসরোবরপদেনাত্র যমুনা-রাধা-
 কুণ্ডয়োগ্রহণং লক্ষণয়া যদ্বা সরিচ্চ সরোবরঞ্চ তয়োঃ কূলে সমুহে । গোপেন্দ্রেতি । দিব্যো নিশ্চিন্তগাং
 যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথেনি রীত্যা দেবশ্রেষ্ঠঃ সচাসৌ আত্মজশ্চেতি দিব্যাত্মজঃ গোপস্য দিব্যাত্মজো
 গোপদিব্যাত্মজঃ ইতি দেবপ্রধানস্য নন্দাত্মজত্বেন দেবক্ৰীড়াসাধনস্থানং পরিত্যজ্য বিহরণেনৈতৎস্থানস্য-
 সর্বোৎকর্ষত্বেনৈতত্ত্বজেনৈব স্বাভীষ্ট-প্রাপ্তোরাবশ্যকতেনৈব ধ্বনিতম্ । ননু দিব্যপদেনৈব স্থানস্য ভজন-
 যোগ্যত্বেনৈতৎপদস্যৈব বিধেয়ত্বেনোপলব্ধেঃ স্যাত্তস্যতু সমাসে গুণীভূতত্বাদবিমূঢ়বিধেয়দোষাপত্তিঃ
 স্যাदिति । উচ্যতে । দেবশ্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নন্দাত্মজরূপেণৈব ক্রীড়নাধারত্বেনৈব তত্তৎস্থানস্য সেব্যত্ব-
 মভিহিতং নতু দেবলীলাত্বেনৈতি বিশিষ্টস্যৈব প্রাধান্যমিতি ন দোষঃ । উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্নুন-
 পদতাগুণ ইতি দোষোদ্ধার-প্রমাণেন সিঞ্চতীত্যত্র তেষাং জলৈরিত্যি পদাভাবত্বেনৈব ন্যূনপদতা গুণ এব ।
 ‘দিব্যং লবণে ধাত্র্যাং স্ত্রী বস্ত্রৌ দিবিভবে ত্রিষ্টিতি’ মেদিনী । মুগ্ধমিত্র-নিকরান্ কিন্তুতান্ জয়ার্থিনঃ ।
 পুনঃ কিং কুর্ক্বান্ স্বীয়জয়ং কাঙ্ক্ষন্ ইচ্ছন্ মুগ্ধঃ সুন্দরঃ ॥ ৬৬ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । অতঃপর শ্রীপাদ ব্রজের যমুনা, মানসগঙ্গাদি নদীসমূহ ও শ্রীরাধা-
 কুণ্ড, কুসুমসরোবর প্রভৃতি সরোবরসমূহের স্তব করিতেছেন । যাহাদের তীরে তীরে সখাসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের
 মধুময় গোচারণ-লীলা হইয়া থাকে । “নিজ সম সখাসঙ্গে, গোগণ-চারণ-রঙ্গে, বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার ।
 হাঁর বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর-জঙ্গম-প্রাণী, পুলক কম্প অশ্রু বহে ধার ॥” (চৈঃ চঃ) । যদিও শ্রীকৃষ্ণের
 লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে চিরবসন্ত বিরাজিত, এখানে প্রাকৃত কালের কোন প্রভাব নাই ; তবু লীলারসপুষ্টির
 জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে । গ্রীষ্ম-ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণ গোচারণলীলা করিতে করিতে

ঐসকল সরিৎ ও সরোবরে তুষিত গাভীকুলকে জলপান করাইয়া সথাগণসঙ্গে স্বচ্ছন্দে জলক্রীড়া করিয়া থাকেন ।

“ইতস্ততঃ সঞ্চরতীর্গবালীঃ, স্ববেণুনাদৈরথ সংকলযা ।

জগাম তাঃ পায়সিতুং বয়স্যৈঃ, সঞ্চালয়ন্ মানসজাহ্নবীং সঃ ॥

পায়সিত্বা জলং গাস্তাঃ শীতং স্বাদু সুনির্মলম্ ।

স্বয়ং গোপাঃ পপুঃ সস্তুবিজহুঃ সলিলে চিরম্ ॥” (গোঃ লীঃ-৬।৩৬-৩৭)

“ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল গাভীকুলকে শ্রীকৃষ্ণ বেণুরবে একত্রিত করিয়া সঞ্চালনপূর্বক জলপান করাইবার ইচ্ছায় বয়স্যগণের সহিত মানসগঙ্গায় গমন করিলেন । তথায় গোগণকে সেই সুস্বাদু, সুশীতল ও সুনির্মল জলপান করাইয়া স্বয়ং জলপান, স্নানাদি ও সহচরসঙ্গে বহুক্ষণ যাবৎ জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।”

শ্রীমৎ সনাতন-গোস্থামিপাদ তাঁহার শ্রীহৃদ্যাগবতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের সথাগণসঙ্গে শ্রীযমুনায় পরস্পর জয়েচ্ছাময় জলবিহারলীলা অতি মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

“পরস্পরং বার্ষভিষিক্ততঃ সখীন্, কদাচিদুৎক্লিপ্য জলানি উজ্জয়েৎ ।

কদাপি তৈরেব বিনোদকোবিদো, বিলম্বিতো উত্তরং জহর্ষ সঃ ॥

কীলালবাদ্যানি শুভানি সাকং, তৈর্বাদয়ন্ শ্রীযমুনাপ্রবাহে ।

শ্রোতোহনুলোম-প্রতিলোমতোহসৌ, সন্তারলীলামকরোদ্বিচিত্রাম্ ॥

কদাপি কৃষ্ণা-জলমধ্যাতো নিজং, বপুঃ স নিহুত্য সরোজকাননে ।

মুখঞ্চ বিন্যস্য কুতুহলী স্থিতো, যথা ন কেনাপি ভবেৎ স লক্ষিতঃ ॥

ততস্তদেকেক্ষণজীবনান্তে, ন তং সমন্বিষ্য যদালভন্ত ।

তদা মহাভীঃ সুহৃদো রুদন্তো, বিচুকুর্ভব্যগ্রধিঃ সুঘোরম্ ॥

ততো হসন্ পদ্মবনাদিনিঃসৃতঃ, প্রহর্ষপূরেণ বিকাসিতেক্ষণৈঃ ।

সকৃদনন্তৈঃ পুরতোহভিসারিভিঃ, সঙ্গম্যমানো বিজহার কৌতুকী ॥

মৃগালজালেন মনোরমেণ, বিরচ্য হারান্ জলপুষ্পজাতৈঃ ।

সখীনলংকৃত্য সমুত্তার, জলাৎ সমং তৈঃ স চ ভূষিতস্তৈঃ ॥” (বৃঃ ভঃ-২।৭।৪৬-৫১)

“পরস্পর জলনিষ্ক্ষেপকারী সথাগণের প্রতি জলনিষ্ক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় সথাগণকে পরাজিত করেন, কখনো বা তাঁহারা বিনোদকোবিদকে জলনিষ্ক্ষেপে পরাজিত করিলে, তিনি আনন্দলাভ করেন । শ্রীকৃষ্ণ সথাসঙ্গে কখনো মধুর জলবাদ্য করেন, কখনো বা যমুনাস্রোতের অনুকূলে, কখনো বা প্রতিকূলে উজান-ভাটি সন্তরণ-ক্রীড়া-বিস্তার করেন । কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার নীলজলে নিজ শ্যামকলেবর ও নীলকমলবনে স্বীয় মুখপদ্ম লুক্কায়িত করিয়া কৌতুহলে অবস্থান করেন, যেন কেহ

যেথাং কচ্ছপিকা-লসম্মুরলিকা নাদেন হাৰ্ষাংকরৈঃ
 স্তম্ভাৰ্দ্ধস্তুণ্ডচ্ছ এষ নিতরাং বাক্ত্রযু সংস্তুভাত ।
 সাখ্যেনাপি তয়োঃ পরং পরিবৃতা রাধাবকদ্বৈষণো-
 স্তে হ্রদা মৃগযুথপাঃ প্রতিদিনং মাং তোষয়ন্তু ফুটম্ ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীরাধার কচ্ছপী বীণা ও শ্রীকৃষ্ণের মোহন-মুরলীর ধ্বনি শ্রবণে যে আনন্দ-বিবশ মৃগকুলের মুখের ভ্রূণশুচ্ছ অর্ধ-স্থলিত হইয়া মুখমধ্যে স্তব্ধ হইয়া থাকে, যাঁহারা সখ্যভাবের

তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে না পারেন। তাঁহার দর্শনই যাঁহাদের জীবন, সেই সখাগণ তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াও যখন প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা মহা আর্ত ও ব্যথ হইয়া ঘোর রবে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দন-শ্রবণে কৌতুকী কৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে যখন কমলবন হইতে বাহির হইলেন, তখন সুহৃদগণ তাঁহার অভিমুখে কুর্দন করিতে করিতে ধাবিত হইলেন। পরে তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ জলবিহার করিলেন। তিনি পদ্মের মৃণালজালে জলজকুসুমসমূহের মনোরম মালা রচনা করিয়া সখাগণকে অলঙ্কৃত করিলে সখাগণও তাঁহাকে তদ্রূপ অলঙ্কৃত করিলেন। অবশেষে সকলে জল হইতে উঠিয়া গুলিনে গমন করিলেন। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, পাবন-সরোবর, কুসুম-সরোবরাদি বিশাল সরসীতেও বয়স্যগণসঙ্গে শ্রীহরি ঐরূপ বিজিগীষাময় জলবিহার করিয়া থাকেন। এইরূপ অনন্ত-মধুর চিন্ময়ী-লীলামাধুরী প্রকাশ করেন বলিয়াই শ্রীপাদ দাসগোস্বামী এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে 'গোপেন্দ্র-দিব্যান্বজ' বলিয়াছেন। শ্রীপাদ বলিলেন—‘সেই সকল সরিৎ ও সরোবরগণকে আমি সর্বদা ভজন করি।’

“সরিৎ সরসী-কূলে, নিত্য গোচারণ-কালে,

রাধাকুণ্ড-কালিন্দীর জলে ।

সে গোপেন্দ্র-দিব্যাত্মজ,

মুতিমন্ত মনসিজ,

জলকেলি করে গ্রীষ্মকালে ॥

ক্বীড়ারসে প্রেমে মত্ত,

নিজপ্রিয় সখাষুথ,

নিত্য যারা জলকেলি করে।

গোবিন্দ কৌতুকভরে,

জয়াকাঙ্ক্ষী অন্তরে,

জল সিঞ্চে তাদের উপরে ॥

জন্মার্থী বয়সগণ,

সিঞ্চে জল অনুক্ষণ,

সদা সে সরিৎ-সরোবরে ।

ভজন করিব আমি,

হৈয়া তার অনুগামী.

এ বাসনা জাগিয়ে অন্তরে ॥” ৬৬ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে চারিদিকে বেষ্টন করত অবস্থান করে, সেই মনোহর মৃগশ্রেষ্ঠগণ আমার নিত্যই সম্ভ্রষ্ট করুন ॥ ৬৭ ॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপাত্রং মৃগবিশেষং স্তোতি—যেষামিতি । তে মৃগযুথপা মৃগপতয়ঃ কৃষ্ণ-সারা মুখধৃতগুচ্ছত্বেন মনোহরাঃ সন্তঃ প্রতিদিনং মাং তোষয়ন্তু স্বেষামেত-দ্রুপ-দর্শনপ্রযুক্ত্যা প্রীণয়ন্তু । তোষণ-প্রযুক্তি-প্রকারমাহ—যেষাং, বক্ত্রে মুখে এষ তৃণগুচ্ছস্তৃণস্তম্বঃ নিতরাং নিঃশেষেণ সংস্তুভতে স্তুবেধা ভবতি । কিন্তুতস্তৃণগুচ্ছঃ কচ্ছপিকা শ্রীরাধিকাবীণা সা চ লসন্মুরলিকা বংশী চ তয়োর্নাদেন শব্দেন যে হর্ষোৎকরা হর্ষ-সমূহাস্তৈঃ প্রস্তুত্বাঃ স্তুত্বং ভ্রুমৌ পতিতম্ অক্লং যস্য সং । তে কিন্তুতাস্তুয়ো রাধাবকদ্বেষিণো রাধাকৃষ্ণয়োঃ সখ্যোনাপি পরং কেবলং পরিহতা আরতা আরত্যেব বেষ্টিতাঃ । ক্রীড়াসক্তয়োঃপি তয়োস্তৎ-সখ্যস্য সদানুভূতত্বমিতি ভাবঃ । অপিকারাৎ তৎ প্রতি সর্বব্রজবাসিজনানুমোদনেন চ ॥ ৬৭ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ব্রজের কৃষ্ণসারাদি মৃগকুলের বন্দনা । শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র প্রেমধাম ব্রজের মৃগাদিও পরম ধন্য ও স্তবাহ । যেখানে ব্রজা, উদ্ধবাদি মহাজনগণও তৃণ, গুল্মাদি স্থাবর-যোনীতে জন্মগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন, সেই ধামের মৃগকুল যে পরম সৌভাগ্যবান্ তাহাতে সন্দেহ কি ? শ্রীমদ্ভাগবতে পূর্বরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণ-কর্তৃক বর্ণিত বৃন্দাবনের মৃগ, মৃগীগণের ভাগ্যের প্রশংসা দেখা যায়—

“ধন্যাঃ স্ম মৃতগতয়োহপি হরিণ্য এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেষম্ ।

আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহকৃষ্ণসারাঃ পূজাং দধুবিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥”

(ভাঃ-১০।২১।১১)

তাৎপর্য এই যে, কোন ব্রজসুন্দরী অন্যান্য ব্রজদেবীগণকে বলিলেন—‘হে সখীগণ ! এই বৃন্দাবনের মৃগী বা হরিণীগণ ধন্য । তাহাদের প্রেমের তুলনা নাই । তাহারা জাতিতে পশু, জ্ঞানবুদ্ধি নাই, ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু প্রেমে তাহাদের অন্তর পূর্ণ । তাহারা ঐ শ্যামল সুন্দর রূপটিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসে । যখন তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তাহারা ছুটিয়া আসে । বেণু বাজিলে তো আর কথাই নাই । তাহারা দূরদেশে থাকিলেও বেণুনাদ শ্রবণে ছুটিয়া আসে এবং শ্রীকৃষ্ণকে ঘিরিয়া চারিপাশ্বে দাঁড়ায় । তাহারা তাহাদের স্বামী কৃষ্ণসারগণকে সঙ্গে লইয়া আসে । স্বামী, স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া ধন্য হয় । দ্বারে অতিথি আসিলে গৃহস্থ যেমন প্রীতির সহিত তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া থাকে, তদ্রূপ হরিণীগণ তাহাদের গৃহদ্বারে সমাগত প্রিয়তম অতিথি শ্রীগোবিন্দকে প্রাপ্ত হইয়া তরল-নয়নে প্রণয়-অর্ঘ্য দিয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া থাকে । তাহাদের মুখে ভাষা নাই, কিন্তু নয়নে রাগ আছে । অন্তরের প্রেম নয়নে অভিব্যক্ত হয় । ধন্য জীবন হরিণীগণের । প্রেমের দেবতাকে কিভাবে পূজা করিতে হয়, তাহারা তাহা ভালোভাবেই জানে । আর সেই সঙ্গে ধন্য তাহাদের স্বামিগণ, যাহারা তাহাদের কৃষ্ণসেবায় বাধা না দিয়া আনুকূল্য করে । তাহাদের কৃষ্ণসার নাম সার্থক । আমরা

হতভাগিনী, বৃন্দাবনে গোপীদেহ পাইয়াও গোপীনাথের ভজন করিতে পারিলাম না। ইহা অপেক্ষা হরিনজন্ম ভালো ছিল।

শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধারাগীর কিস্করী। সুতরাং বৃন্দাবনের মৃগ, মৃগীগণের সমধিক সৌভাগ্যের কথা তাঁহার জানা আছে। একদা শ্রীকৃষ্ণতীরে শ্রীপাদ রঘুনাথ ভজনরস-মগ্ন। সহসা শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের একটি মধুময়ী লীলার স্ফুরণ জাগিল। শ্রীকৃষ্ণতীরে কল্লতরু-মূলে একটি রত্নময় বেদিকায়ে শ্রীশ্রীরাধা-গিরিধারী উপবিষ্ট। স্বর্ণ-নীলালোকে কুণ্ডল উদ্ভাসিত। সখীগণ কেহ নিকটে নাই, অন্তরঙ্গা সেবাধিকারিণী কিস্করীরূপে শ্রীপাদ শ্রীমুগলের বীজন করিতেছেন। নানা রসময় আলাপে যুগল মগ্ন। সহসা শ্রীকৃষ্ণ অধরে মোহনবেণু সংযোগ করিয়া ফুৎকার দিতেছেন। শ্রীরাধারাগীও তাঁহার কচ্ছপী বীণা লইয়া ঝঙ্কার তুলিতেছেন। বেণু ও বীণার মোহনসুরে স্থাবর-জঙ্গম বিমোহিত। শ্রীকৃষ্ণের বেণুর মাধুর্যকেও ছাপাইয়া শ্রীমতীর বীণার মাধুরী প্রকাশিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে চারগরত মৃগ, মৃগী-সমূহ মুখে তৃণকবল লইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্যাম-স্বামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইতেছে। তাহাদের মুখের তৃণকবল ঈষৎ স্থলিত, মুখমধ্যে তৃণগুচ্ছ স্তব্ধ। কি মধুময় ভাব তাহাদের নেত্রে বিকশিত। তাহারা যেন যুগলের প্রিয়নর্মসখী। বেণু-বীণার রসমাধুর্যে অন্তর পূর্ণ। হাঁহাদের মোহন-মাধুর্যে তাহারা আকৃষ্ট, নলনদ্বারেই যেন তাঁহাদের পদারবিন্দে অর্পণ করিতেছে প্রেমপুষ্পাজলী। শ্রীপাদ সেদিনের সেই স্ফুতির স্মৃতি বুকে লইয়াই বলিলেন—‘সেই মনোহর মৃগশ্রেষ্ঠগণ আমার নিত্যই সম্ভ্রষ্ট করুন। অর্থাৎ তাঁহাদের সহিত শ্যাম-স্বামিনীর মোহনমাধুরী-আশ্বাদনের সঙ্গে যেন যুগলরূপের সেবাসৌভাগ্য লাভে ধন্য হই, এই কৃপা করুন।’

“রাধা-করে শোভে যিনি, সে কচ্ছপী বীণা-ধনি,

আর কৃষ্ণ-মুরলীর তানে।

শ্রবণেতে কৃষ্ণসার, মন্ত্রমুগ্ধ ভাব যার,

প্রেমে স্তব্ধ হয় ততক্ষণে ॥

অঙ্গগুচ্ছ তৃণ মুখে, এক দিঠে চেয়ে থাকে,

অবিচল দাঁড়ানে রয়েছে।

রাধাকৃষ্ণে সখ্যভাবে, অন্তরের অনুরাগে,

চিত্রবৎ যেন বিরাজিছে ॥

কৃষ্ণ-অনুরাগী যত, সেই মৃগপতি-মুখ,

এই ভিক্ষা মাগে অকিঞ্চনে।

তাঁহাদের ভাবরাজি, কৃপায় অপিয়া আজি,

সম্ভ্রষ্ট করুন অনুক্ষণে ॥” ৬৭ ॥

গুঞ্জদৃঙ্গকুলেন জুষ্টকুম্মৈঃ সংলব্ধ-মঞ্জুশ্রিয়াং
কুঞ্জানাং নিকরেষু যেষু রমতে সৌরভ্যাবিস্তারিণাম্ ।
উদ্ব্যংকামতরঙ্গ-রক্ষিত-মনস্তন্বব্যযুনোযুগং
তেষাং বিস্তৃত-কেশপাশনিকারৈঃ কুর্য্যামহো মার্জনম্ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদ । মধুর গুঞ্জনশীল ভৃঙ্গকুলদ্বারা সেবিত কুসুমসমূহে যাহার শোভা অতীব মনোহর হইয়াছে, তাদৃশ যে সুরভিত কুঞ্জসমূহে নবকিশোরযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব সমুদিত-মদন-তরঙ্গে রঞ্জিতচিহ্ন হইয়া রমণ করেন, আমি আমার দীর্ঘ কেশপাশদ্বারা সেই কুঞ্জাবলীর মার্জন করিব ॥ ৬৮ ॥

টীকা । শ্রীরাধাকৃষ্ণ-কীড়াসাধনানি কুঞ্জানি শ্লোতি—গুঞ্জ ইতি । অহো হে কৃষ্ণভক্তাঃ তেষাং কুঞ্জ-নিকরাণাং মার্জনং বিস্তৃতকেশপাশ-নিকরৈবিস্তীর্ণ শ্রেষ্ঠকুন্তলনিচয়ৈঃ কুর্য্যাম্ মার্জন-সন্তা-বনাং করোমীত্যন্বয়ঃ । তেষাং মার্জন-প্রয়োজনমাহ—তন্বব্যযুনোযুগং কত্ হেযু কুঞ্জানাং নিকরেষু রমতে ক্রীড়তি । কিন্তুতানাং গুঞ্জন্তঃ শব্দায়মানা যে ভৃঙ্গান্তেষাং কুলেন নিবহেন জুষ্টানি সেবিতানি যানি কুসুমানি তৈঃ সংলব্ধা মঞ্জুর্মনোহরাঃ শ্রীঃ শোভা যৈশ্চেষাম্ । সৌরভ্যং সুগন্ধিতাং বিস্তারয়ন্তীতি তেষাম্ । তন্বব্যযুনোযুগং কিন্তুতম্ উদ্যন্তঃ প্রকাশমানা যে কামস্য তরঙ্গাঃ উর্ময়ন্তে রঞ্জিতং রঙ্গশব্দস্য নৃত্যবাচিত্বেন প্রাপ্তচাক্ষুঃ মনো যস্য তৎ । তরঙ্গসম্বন্ধেন কামস্য সাগরভারোপগং পরস্পরিতেন ॥৬৮॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শৃঙ্গাররসলীলার রহস্যময় নিকেতন মধুর নিকুঞ্জাবলীর স্তুতি করিতেছেন । যুগল-কিশোরের শৃঙ্গার-লীলার পরিপুষ্টি-সাধনের জন্য চিন্ময়-লীলাভূমি শ্রীরাধাবনে কুসুমিত বৃক্ষলতাদিতে পরিবেষ্টিত অতি মনোহর কুঞ্জ-গৃহাবলী নিয়ত শোভা পাইতেছে । মণিমন্দিরের শোভা-সম্পদকে তুচ্ছ করিয়া থাকে এইসব কুঞ্জের মনোহর নৈসর্গিক শোভা ! নানা কুসুমে সুশোভিত কুঞ্জ, প্রতি কুঞ্জে গুঞ্জার করিতেছে ভৃঙ্গের দল । শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিচিত্র মধুর পূর্বরাগাদির ভাবময় চিত্রাবলীতে কুঞ্জগৃহকে সুসজ্জিত করিয়াছেন বনদেবীগণ । রত্নপালকে নিরন্তর মল্লিকাদি কুসুমের শয্যা শোভা পাইতেছে প্রতিটি কুঞ্জে । কুঙ্কুমধষিত রংদ্বারা দ্বারদেশ কামচিহ্নে চিত্রিত । চিত্রগুলি উদ্দীপক, কুঙ্কুমও উদ্দীপক । ফুলের দরজা, গুঞ্জনরত ভৃঙ্গকুল প্রহরীর মত দ্বারদেশে পাহারা দিতেছে । বিরোধিজনকে আসিতে দেয় না । যুদ্ধের বাজনার মত তাদের ঝঙ্কার রসিকযুগলকে মদনসমরে উন্মত্ত করিয়া তোলে । নিরন্তর ষড়্ভুজকর্তৃক নিষেবিত কুঞ্জাবলী । কাল সতত লীলার প্রতীক্ষা করিতেছে । আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য সবই লীলার সেবক । লীলার অনুকূলেই তাহাদের কার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইভাবে নানা শোভা-সম্ভার-সম্পন্ন শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাস-কুঞ্জাবলীর মধুরতার তুলনা নাই । অনুভবীজন ভাবেন্ত্রে দর্শন করেন । এই সকল বিবিধ বিকসিত কুসুমের সৌরভে সুবাসিত কুঞ্জসমূহে নবকিশোর শ্রীশ্রীরাধামাধব সমুদিত মদনতরঙ্গে তরঙ্গান্বিতচিত্তে বিচিত্র বিহার করিয়া থাকেন ।

শ্রীশ্রীরজবিলাসস্তবঃ ।

“তৎসৌন্দর্য্যং কিমপি কলয়ৎ সন্নবাণীমরন্দ-, স্যন্দৈঃ সান্দ্রপ্রসূমর-মহাচন্দ্রিকাস্যারবিন্দে ।

সৰ্ব্বাঙ্গেষু প্রকটপুলকানঙ্গবৈবশ্যালোলদৃ, গৌরশ্যামাঙ্গকমবিরহং যত্র ভাতি দ্বিধাম্ ॥

যত্রান্যোন্মাদপ্রণয়-সরসাবেশপূর্ণান্নিত্যং, হাসং হাসং রুচিরকলয়ান্যোন্মাদ-সম্যদ্বিত্যঙ্গম্ ।

বারং বারং সুরসসমরোৎসাহসন্নদ্ধমুত্তি-, জ্যোতির্দ্বন্দ্বং বিশতি সহসা মঞ্জুকুঞ্জাজিরেষু ॥”

(শ্রীরন্দাবনমহিমাযুতম্-৬।৭২, ৭৩)

“যাঁহারা পরস্পরের গদগদ-বাণীরূপ মধুধারা-ক্ষরণশীল ও সান্দ্রবিস্তৃত মহাচন্দ্রিকারূপে মুখ-পদ্মে কোনও অনির্বচনীয় সৌন্দর্যদর্শন করিতে করিতে সর্ব্বাঙ্গে পুলকাবলী ধারণ করিতেছেন এবং অনঙ্গ-বিবশতা-বশতঃ যাঁহারা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছেন, সেই গৌর-শ্যাম-কান্তি যুগলবিগ্রহ এই রন্দাবনে নিত্য বিরাজ করিতেছেন । যেখানে তাঁহারা পরস্পরের অঙ্গ পরস্পরের প্রণয়ের রসময় আবেশদ্বারা পূর্ণ করিতেছেন, উভয়ে হাস্য করিতে করিতে মনোজ্ঞকলাবিলাসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছেন, বারংবার রসাল রতিরণোৎসাহে সজ্জিত হইয়া সহসা মঞ্জুল কুঞ্জচত্বরে প্রবিষ্ট হইতেছেন ।” এই সকল কুঞ্জে সখী-মঞ্জরীগণ মদনরসে সুরজিত শ্রীশ্রীরাধামাধবের রসময়ী লীলাদর্শনের সঙ্গে তাঁহাদের অপূর্ব সেবা-সৌভাগ্যলাভে ধন্য হন ।

“বেণীচূড়া-তিলকরচনৈর্গন্ধ-তাম্বুল-মাল্যৈ-

দিব্যৈঃ সুস্কোজ্জ্বলবরপটৈদিব্যাদিব্যান্নপানৈঃ ।

সম্যক্ সংবীজনমৃদুপদাভোজ-সম্বাহনাদ্যৈঃ

সখ্যো রাধামুরলীধরণৌ যম্বিকুঞ্জে ভজন্তি ॥

কাশিৎ কুঞ্জান্নিরবধি পরিচকুর্বতে শ্রীবিভেদৈ,-প্রত্নতান্যা বিবিধকুসুমৈদিব্যমালাদিকানি ।

কাশিচ্ছযুক্ত্যা বিদধতি মুদা দিব্যগন্ধপ্রকারান্, কাশিৎ কুঞ্চন্ত্যতিবরপটং যত্র রাধা সুদাস্যঃ ॥”

(ঐ-৭৪, ৭৫)

“সখীগণ বেণী, চূড়া ও তিলকাদি রচনা করিয়া গন্ধ, তাম্বুল, মালাদি অর্পণ করিয়া দিব্যাতিদিব্য সুস্কন্ধ উজ্জ্বল বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া দিব্য দিব্য অন্ন-পানাদি ভোজন করাইয়া সম্যক্ সংবীজন ও মৃদু পাদ-সম্বাহনাদি দ্বারা শ্রীরাধামুরলীধরের সেবা করেন ।

মঞ্জরীগণ কেহ কেহ নিরন্তর কুঞ্জগৃহ পরিষ্কার করেন, শোভাভেদে বিবিধ পুষ্পাদি দ্বারা কেহ কেহ বা দিব্য মালাদি রচনা করেন, কেহ কেহ বা আনন্দে যুক্তি-পরামর্শ করিয়া বিবিধ গন্ধদ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন, আবার কেহ কেহ বা অতি সুন্দর পটবস্ত্র কুঞ্চন করিয়া রাখেন ।” শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধা-রাণীর প্রিয় কিস্করী, আদরের দাসী, তাই প্রার্থনা করিতেছেন, ‘তাঁহার স্বামিনীর বিলাসকুঞ্জকে তিনি তাঁহার দীর্ঘ কেশপাশদ্বারা মার্জন করিবেন ।’

যেথাং চারু-তলেষু শীতনিবিড়চ্ছায়েষু রাত্রিন্দিবং
 পুষ্পাণাং বিগলং-পরাগ-বিলসন্তল্লেষু ক্৯গুস্ত্রয়ম্ ।
 প্রীত্যা স্নিগ্ধমধুরতৈর্মধুকণৈঃ সংসেবিতং তন্নবং
 যুনোযুগ্মতরং মুদা বিহরতে তে পাস্ত মাং ভুরুহাঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ । যাঁহাদের শীতল নিবিড় ছায়াযুক্ত সুচারু তলপ্রদেশে পুষ্প-বিগলিত-পরাগদ্বারা সুশোভিত কুসুমশয্যা আশ্রিত এবং মধুকণাহেতু চঞ্চল ভ্রঙ্গণকর্তৃক হর্ষভরে সংসেবিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ নবকিশোরযুগল হৃষ্টচিত্তে অহনিশি বিহার করিতেছেন, সেই বৃক্ষরাজি আমায় রক্ষা করুন ॥ ৬৯ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণশ্রমাপনোদনং রক্ষবিশেষং স্তোতি—যেষামিতি । তে ভুরুহা রক্ষা মাং পাস্ত্রমূলে তাদৃক্ ক্রীড়োপকারিণং তদ্যটক-বিলসন্তল্লেষু । তে কে তত্রাহ—যেথাং চারুতলেষু মনোহর-মূলেষু তন্নবং যুনোযুগ্মতরং যুবযুগলশ্রেষ্ঠং কর্তৃ মুদা হর্ষণে রাত্রিন্দিবং বিহরতে ক্রীড়তি । কিন্তুতং বিগলং পরাগবিলসন্তল্লেষু ক্৯গুস্ত্রয়ম্ । বিগলং পরাগেণ পুষ্পরসেন বিলসন্তি প্রকাশমানানি যানি তল্লানি শয্যাঃ তেষু ক্৯গুঃ কৃত আশ্রয়ো নিবাসো যেন তত্থা । কিন্তুতেষু শীতা স্নিগ্ধা অথচ নিবিড়া ছায়া যেষু তেষু । পুনঃ কিন্তুতং স্নিগ্ধ-মধুরতৈঃ চঞ্চলভ্রমরৈর্মধুকণৈর্হেতুভিঃ প্রীত্যা হর্ষণে সংসেবিতং সম্যভিমলিতম্ ॥ ৬৯ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । তরুলতাদ্বারা নির্মিত মধুর বিলাসকুঞ্জ-বর্ণনার পর শ্রীপাদ দুইটি শ্লোকে সেই তরু-লতাগণকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্তব করিতেছেন । এই শ্লোকে রক্ষাবলীর স্তুতি । শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিহার-কানন শ্রীরন্দাবনে যে সব রক্ষাবলী অবস্থান করিতেছেন, সবই লীলাপরিকর ও চিন্ময় । “দ্রুমাশ্চ কল্পপূৰ্ব্বা যৈ নানামোদ-বিধায়কাঃ । রন্দাবনাস্থাস্তান্ বিদ্ধি বলভদ্রাংশসম্ভবান্ ॥” (কৃষ্ণযামলতন্ত্র) । অর্থাৎ ‘রন্দাবনের কল্পরক্ষরাজি নানাজাতীয় আনন্দ-প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই বলদেবের অংশ বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় ।’ অতএব তাঁহাদের মধ্যে পাখিব-পদার্থের বিকার কিছুমান্ন নাই—

“অলিকুল গুঞ্জরিত কুসুমনিকরে ।

পরম সুরভি যে সব কুঞ্জের ভিতরে ॥

আহা ! সেই সুবিখ্যাত নবীন-যুগল ।

মদন-তরঙ্গাবেশে হ’য়ে সুবিস্মল ॥

উন্নত হৃদয়ে নিত্য করেন বিহার ।

সে সকল কুঞ্জ আমি হরষে অপার ॥

নিজ দীর্ঘ কেশপাশে করিব মাজ্জন ।

এ বাসনা মনে মোর জাগে অনুক্ষণ ॥” ৬৮ ॥

“কেচিৎ পীযুষসারোত্তম-পরিণতয়ঃ কেচন ক্ষীরসারৈ-

দিব্যৈঃ সন্নির্মিতাঃ কেহপ্যতুলমদকৃতামাসবানাং ঘনান্নাঃ ।

কেচিৎ সৈতোপলাঃ কেহপ্যতিহিমকরকাঃ কল্পরূপা ইতি শ্রী-

বৃন্দারণ্যে দ্রুমেন্দ্রা দধতি বহুবিধা রাধিকা-কৃষ্ণ-তুষ্টি ॥” (বঃ মঃ-১০।৭৭)

“শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষশ্রেষ্ঠগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তুষ্টির নিমিত্ত বহুবিধরূপে প্রকাশ পাইতেছেন—
কেহ কেহ বা সুধাসারের উত্তম পরিণতিবিশেষ, কেহ কেহ বা দিব্য ক্ষীরসারদ্বারা সুন্দরভাবে নির্মিত,
কেহ কেহ বা অতুলনীয় মত্ততাজনক সুধাঘন অঙ্গধারী, কেহ কেহ বা স্ফটিকবৎ, আবার কেহ কেহ বা
কপূর্ববৎ অতি গুহ্যবেশ ধারণ করত বিরাজ করিতেছেন । শ্রীবৃহত্তাগবতামৃতে দৃষ্ট হয় ।

“যসৌকরক্ষোহপি নিজেন কেনাচ্চিদ্রব্যোণ কামাংস্তনুতেহথিনোহথিলান্ ।

তথাপি তত্তন্ন সদা প্রকাশয়েদৈশ্বর্যমীশঃ স্ববিহারবিস্ততঃ ॥” (২।৫।১০৫)

“যদিও সেই ব্রজভূমির প্রতিটি বৃক্ষ এবং তাঁহার পত্র-পুষ্পাদিরূপ যেকোন একটি দ্রব্যও
যাচকের সকল প্রকার কামনা পূর্ণ করিতে সক্ষম, তথাপি তাঁহারা নিজ প্রভুর বিহার-বিস্ত বিচার করিয়া
মহাবৈভব-প্রকটরূপ ঐশ্বর্য সর্বদা প্রকাশ করেন না ; ক্রটিও কোন সময়ে লীলার আনুকূল্য হইলে প্রকাশ
করিয়া থাকেন ।” শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবাই বৃন্দাবনের বৃক্ষগণের পরম অভীষ্টবস্তু । ব্রজদেবীগণ
রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণান্তর্ধানের পর বৃন্দাবনের বৃক্ষকুলকে শ্রীকৃষ্ণবর্তা জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

“চুতপ্রিয়ালপনসাসন-কোবিদারজম্বকবিল্ববকুলান্নকদম্বনীপাঃ ।

যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ শংসন্ত কৃষ্ণপদবীং রহিতান্মনাং নঃ ॥”

(ভাঃ-১০।৩০।৯)

“হে চুত, পিয়াল, পনস, অসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ প্রভৃতি
যমুনাতীরবাসী পরোপকার-পরায়ণ বৃক্ষগণ এবং নারিকেল, গুবাকাদি অন্যান্য বৃক্ষগণ ! এই শূন্যহৃদয়া
ব্রজরমণীগণকে কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দাও ।” এই শ্লোকের **পরার্থভবকা** শব্দের অর্থে কেহ কেহ
বলেন—“পর চ পরশচ পরৌ শ্রীরাধাকৃষ্ণৌ, তয়োর্থো তয়োঃ সেবার্থং ভবঃ উৎপত্তির্ষেবাং তে পরার্থ-
ভবকাঃ ।” ‘পর’ অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং ‘পর’ ঠাকুরাণী শ্রীরাধা—তাঁহাদের সেবার
নিমিত্তই শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষরাজির গুণ্ত আবির্ভাব । তাই শ্রীপাদ বলিলেন—যাঁহাদের ঘন পল্লব ও পত্রা-
বলী সন্নিবিষ্ট নিবিড় ও সুশীতল ছায়াসম্বিত তলপ্রদেশস্থিত নিকুঞ্জমধ্যে ঐসব বৃক্ষরাজির পুষ্প-বিগলিত
পরাগদ্বারা সুশোভিত কুসুমশয্যায় শ্রীশ্রীরাধামাধব বিরাজ করেন এবং যে সব মকরন্দলুপ্ত চঞ্চল ভ্রূঙ্গাবলী
তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে উন্মাদিত হইয়া তাঁহাদের চারিপাশে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়, যাঁহারা সেই সব ভ্রূঙ্গ-
কর্তৃক নিষেবিত হন, এইভাবে নবকিশোর যুগল আনন্দিত মনে যে সব বৃক্ষের নিশ্চেন অহনিশি বিহার

গান্ধৰ্বা-মুরবৈরিণোঃ প্রণয়িণোঃ পুষ্পাণি সংচিহ্নতোঃ
 স্তৈরং স্তৈরসখীকুলেন বৃত্যোয়োরীষংস্মিতেন দ্বয়োঃ ।
 দৃষ্ট্য কেলিকলিং ত্যোর্বনবং হ্যাস্মৈন পুষ্পচ্ছলৈঃ
 কামং য়া বিলসন্তি তাঃ কিল লতাঃ সেব্যাঃ পরং প্রেমভিঃ ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ । মধুর হাস্যবতী সখীগণে পরিবৃত্ত হইয়া প্রণয়ীযুগল শ্রীশ্রীরাধামাধব ঈষৎ হাস্য-
 সহকারে যাঁহাদের কুসুমচয়ন করিতেছেন এবং যাঁহারা সসখী যুগলের নব নব কেলি-কলহ সন্দর্শন
 করত কুসুম-বিকাশহলে হাস্য করিতেছেন—আমি সেই শ্রীরুদ্দাবনের লতাসমূহকে প্রেমের সহিত সেবা
 করি ॥ ৭০ ॥

টীকা । শ্রীরুদ্দাবনলতাং স্তৌতি—গান্ধৰ্বৈতি । তা লতা বন্যাঃ পরং প্রেমভিনিয়োজিতঃ
 প্রেমভিঃ কিলানুনয়পূৰ্ব্বকং সেব্যাঃ সেচনারত্যাদিনা ভজনীয়া ভবন্তি শেষঃ । পূৰ্ব্বোক্তদিশা ভবন্তি
 তস্যা ভাবরূপো ন্যূনপদতা সোঢ়ব্য । পরমিতি মাস্তমবায়ম্ । তথা চ মেদিনী ‘পরং নিয়োগে তিতি-
 ক্ষায়ামিতি । কিল শব্দস্ত বার্তায়াং সম্ভাব্যানুন্নয়ার্থয়ো’রিত্যপি । তাঃ কান্তগ্রাহ যান্তয়োৰ্দ্ধয়োৰ্গান্ধৰ্বা-
 মুরবৈরিণোঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্বনবং কেলিকলিং ক্রীড়াকলহং দৃষ্ট্য পুষ্পচ্ছলেহাস্যেন কামং যথেষ্টং
 বিলসন্তি প্রফুল্লা ভবন্তি । ননু হাস্যোত্যস্য প্রয়োগে হাস্যরসস্য শব্দবাচ্যত্বেন রসদোষাপত্তিঃ স্যাৎ
 উচ্যতে । অত্র হাস্যশব্দস্যপ্রয়োগে বিভাবাদিভিস্তৎ-প্রতীতিবিষদা ন ভবেদिति ন দোষঃ । যদ্বা শৃঙ্গারঃ

করেন, সেই রুক্মরাজি আমায় রক্ষা করুন । বিরহী শ্রীপাদ ঐ রুক্মগণের কৃপায় তাঁহাদের তলে বিহার-
 পরায়ণ শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের মধুময়ী লীলা দর্শন ও তাঁহাদের সেবা কামনা করেন ।

“যে তরুর শীতল-ছায়, সুবিচিত্র শোভা পায়,

বিগলিত পরাগ-শয্যায় ।

ভুজ মধুকণা লোভে, দলে দলে অনুরাগে,

পড়িতেছে যাঁহাদের গায় ॥

পুষ্পহাস্য বিকসিত, গন্ধে দিক্ আমোদিত,

সদা করে লীলা-উদ্দীপনে ।

মবীন কিশোর দ্বয়, হাটটিতে অতিশয়,

সুখে বিহরিছে রাত্রিদিনে ॥

সেই রুক্ম-পরিবার, রক্ষা কর বার বার,

রুদ্দাবনে যাহার জনম ।

যত মনি-ঋষি-বরে, রুক্ম হৈয়া সেবা করে,

কৃষ্ণলীলা করে দর্শন ॥” ৬৯ ॥

সখি মুক্তিমানিব মধৌ মুণ্ডোহরিঃ ক্রীড়তীতি বৎ । যত্র তৎ শব্দপ্রয়োগ এব তাৎপর্যং তত্র তৎপ্রয়োগে ন দোষ ইতি । কিন্তুতয়োঃ প্রণয়িনোঃ পুনঃ কিন্তুতয়োঃ স্বৈরং স্বেচ্ছং যথা স্যাৎতথা পুষ্পাণি সংচিন্বতোঃ হেস্তেন রক্ষাৎ কুসুমানি গৃহ্ণতোঃ পুনঃ কিন্তুতয়োঃ স্মেরমীষদ্বাস্যং তদ্ব্যুত্তং যৎসখীকুলং তেনারতয়ো-
বর্ষিততয়োঃ দ্বিষৎ স্মিতেনোপলক্ষিতয়োঃ । যদ্বা দ্বয়োস্তয়োৱীষৎ স্মিতেন হেতুনা যৎ স্মের সখীকুলং তেনেতি সম্বন্ধঃ এতেন দ্বয়োরিতি । পদপ্রয়োগেণ পুনরুক্ত্যরূপার্থদোষোহপি নিরস্তঃ ॥ ৭০ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীরূপাবনের লতাবলীর স্তব করিতে-
ছেন । শ্রীরূপাবনের রক্ষের অনুরূপ লতাবলীরও মহিমা জানিতে হইবে । শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ
লিখিয়াছেন (রঃ মঃ-৫১৫৭) ।

“এতা বল্লীবিততন্ম উরুশ্লেহবিক্রিয়চিহ্নাঃ, শ্রীমদ্রূপাবনভূবি মহাত্ততয়োর্মাতৃভূতাঃ ।

আশ্রীয়ন্তে হরি হরি বহির্বস্তবুদ্ধিং বিধুয়, যৈধীমন্ডিঃ সততমিহ বাইমুল্ল বা তে কৃতার্থাঃ ॥”

“হরি ! হরি !! এই রূপাবনভূমিতে মহাবিভূতিশালী, মাতৃস্বরূপ সাতিশয় শ্লেহাদ্রুচিত্ত এই
বল্লী (লতা) শ্রেণীতে বাহ্য বস্তবুদ্ধি ত্যাগ করত যে সকল বুদ্ধিমান্ জন তাহাদের নিরন্তর আশ্রয় করেন,
তাহারা ইহজগতে বা পরজগতে কৃত-কৃতার্থ হইয়া থাকেন ।” এই লতাবলীতে শ্রীরাধার নিজত্বজ্ঞান—

“যা রাধায়া বরতনু নটেতু্যক্তিমাধ্বেন নৃত্যেদ্, গায়েতু্যত্ব মধুকররুতৈবিজ্ঞানং তনোতি ।

ক্রন্দেতু্যক্ত্যা বিসৃজতি মধুৎফুল্লিতা স্যাৎসেতি, প্রোক্তাশ্লিষ্য দ্রুমমিতি গিরা সম্বজে দৃষ্টগুচ্ছা ॥”

(ঐ-৫১৩৭)

“যে লতা ‘হে বরাজিগি, নৃত্য কর’—শ্রীরাধার এই উক্তিমাধ্বেই নৃত্য করে ; ‘গান কর’—
এই উক্তিমে ভ্রমর-বাঙ্করে মনোমদ গান করে, ‘ক্রন্দন কর’—এই বাক্যে মধু-বর্ষণ করে এবং
‘হাস্য কর’—এই কথায় উৎফুল্লিত হয়, ‘রক্ষকে আলিঙ্গন কর’—এই কথায় সংহতগুচ্ছ হইয়া
রক্ষকে আলিঙ্গন করে ।” এইভাবে ব্রজের লতা প্রেমময়ী শ্রীরাধারানীর কৃষ্ণপ্ৰীতিকে সমুচ্ছসিত করিয়া
তাহার প্রেমরসের মহাউদ্দীপক হইয়া থাকে ।

“নবীনকলিকোদগতিং কুসুমহাস-সংশোভিনীং, নবস্তবকমণ্ডিতাং নবমরন্দধারাং লতাম্ ।

তমালতরুসজতাং সমবলোক্য রূপাবনে, পতিষ্কুমতিবিহ্বলামধূত কাপি মে স্বামিনীম্ ॥”

(ঐ-২১৮৪)

“নবীন লতাতে নবীন কলিকা উদ্গত হইয়াছে, কুসুমের বিকাশহলে তাহা হাস্য-শোভায়
সুশোভিত হইয়াছে, তাহা নবস্তবকের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে এবং নব মধুধারা ক্ষরিত হইতেছে, এইরূপ
লতাটিকে তমালতরুর সহিত মিলিতা দর্শনে অতি বিহ্বলচিত্তে আমার স্বামিনী শ্রীরূপাবনে মুহুঁতা হইয়া
পড়িতেছিলেন, তখন কোন সখী তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন ।” একদিনের স্মৃতিপ্রাপ্ত একটি মধুময়ী
লীলার স্মৃতি বুকে লইয়া শ্রীপাদ এই শ্লোকে রূপাবনস্থিত লতাবলীর বন্দনা করিলেন ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ একদা শ্রীকুণ্ডতীরে ভজনরসে আবিষ্ট। স্মৃতিতে দেখিতেছেন—শ্রীকুণ্ডতীর-
বর্তি উদ্যানে সখীগণসঙ্গে শ্রীমতী কুসুমচয়ন করিতেছেন। সহসা শ্রীকৃষ্ণ মালীর বেশে তথায় উপস্থিত
হইয়াছেন।

“মাধবস্তাং তদালোকয়ন্ রাধিকাং বল্লবীবর্গতঃ সঙ্গুণেনাধিকাম্।

কেয়মুদ্রাধতে মদনং রাগতস্তূর্ণমিত্যুল্লপন্ ফুল্লধীরাগতঃ ॥” (শুবমালা)

ব্রজরমণীশিরোমণি শ্রীরাধিকা কুসুমচয়ন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—‘কে তুমি ?
স্বৈচ্ছায় আমার নিকুঞ্জবনের উপদ্রব করিতেছ’, ইহা বলিতে বলিতে শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলেন।
শ্রীমতী বস্ত্রদ্বারা সর্বাপ আবরণপূর্বক কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিয়া অন্য লতার কুসুমচয়ন করিতে করিতে
মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন—

“সদা চিনুমঃ প্রসূনমজনে, বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভিভজনে।

ন কোইপি কুরুতে নিষেধ-বচনং, কিমদ্য তনুষে প্রগল্ভবচনম্ ?

প্রসীদ কুসুমং বিচিত্র্য সরসা, প্রযামি সরসীরূহাক্ষ ! তরসা।

ক্রিয়াদ্য মহতী মমাস্তি ভবনে, বিলম্বমধিকং তনুশ্চ ন বনে ॥” (ঐ)

“আমরা প্রত্যহ দেবপূজার নিমিত্ত এই নির্জনবনে পুষ্পচয়ন করিয়া থাকি, কৈ, এতদিন কেহই
তো আমাদের নিষেধ করে না। অদ্য কেন তুমি আমাদের রাত্ৰবচন বলিতেছ ? হে কমলনয়ন !
আমার প্রতি প্রসন্ন হও, ক্ষমা কর ; তোমার মত রাত্ৰকথা আমরা বলিতে জানি না। অদ্য গৃহে আমার
একটি রহৎকার্য আছে, তজ্জন্য কুসুমচয়ন করিয়া শীঘ্রই গৃহে ফিরিতে হইবে। ছাড়িয়া দাও, বিলম্ব
করিও না।” তৎ শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

“নিযুক্তঃ ক্ষিতীভ্রুণ তেনাস্মি কামং বনং পালয়ামি ক্রমেণাভিরামম্।

জনঃ শীর্ণমপ্যুদ্ধরেদ্যো দলাদ্ধং হরাম্যম্বরং তস্য বিভিন সাদ্ধম্ ॥

পরিজাতমদ্য প্রসূনালিমেতাং লুনীষে ত্বমেবং প্রবালৈঃ সমেতাম্।

ধৃতাসৌ ময়া কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি প্রবিষ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরি ?” (ঐ)

“মহারাজ কন্দর্প-কর্তৃক বহুদিন যাবৎ নিযুক্ত হইয়া তদীয় এই রমণীয় উদ্যান আমি স্বৈচ্ছায়
পালন করিতেছি, যদি কেহ এই উদ্যানস্থ বৃক্ষের শীর্ণপত্রাধও অপহরণ করে, তাহা হইলে আমি তাহার
বস্ত্রালঙ্কারাদি সর্বস্ব কাড়িয়া লই। হে কাঞ্চনগৌরি ! হে পুষ্পচৌরি ! অদ্য জানিলাম তুমিই আমার
উদ্যানের পুষ্প ও নবপল্লব ছিন্ন করিয়া থাক, তোমায় আজ ধরিয়াছি, তুমি কিরূপে গৃহে যাইবে ?”

এইভাবে সখীসঙ্গে যুগলের কত শত হাস্য-পরিহাস। লতাগুলি সসখী যুগলের অভিনব
কেলিকলহ দর্শনে কুসুমবিকাশহলে হাস্য করিতেছে। শ্রীপাদ বলিলেন—‘এতাদৃশ শ্রীযুগলের মধুর
লীলাবলীর আশ্বাদনকারী বৃন্দাবনের লতাসমূহকে আমি প্রেমের সহিত সেবা করি।’

পরিচয়-রসমগ্নাঃ কামমারাত্তয়োৰ্যে মধুরতর-কৃতেনোল্লাসমুল্লাসয়ন্তি ।

ব্রজভূবি নবযুনোঃ স্তুপ্রিয়াঃ পক্ষিণস্তে বিদধতু মম সৌখ্যং স্ফারমালোকনেন ॥৭১॥

অনুবাদ । সর্বদা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকটে অবস্থানহেতু যে সব পক্ষিগণ তাঁহাদের পরিচয়-রসমগ্ন অর্থাৎ অতিশয় সুপরিচিত, যাঁহারা সুমধুর রবে তাঁহাদের সাতিশয় উল্লাস-বর্ধন করেন, এই ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয় সেই পক্ষিগণ আমায় রূপাবলোকনে সুখী করুন ॥ ৭১ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণকৃতবিশ্বাসস্থেন তদানন্দ-প্রচারকান্ পক্ষিবিশেষান্ স্তোতি—পরিচয়েতি । নবযুনো রাধাকৃষ্ণয়োব্রজভূবি স্তুপ্রিয়া অত্যন্তপ্রেয়াংসঃ তে—পক্ষিণঃ আলোকনেন সবিশ্বাসদর্শনেন স্ফার-মতিশয়ং সৌখ্যং সুখতাং বিদধতু কুর্বন্ত । তে কে যে তন্নোর্বযুনো-রারাম্নিকটে মধুররূপেন শব্দেন উল্লাসয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি । কিন্তুতাঃ সন্তঃ কামং যথেষ্টং পরিচয়-রসমগ্নাঃ সন্তঃ । পরিচয়ঃ সৌহর্যং ক্রুশো যোহস্মানাহারাদিনা পালয়তি ব্যাধাদিত্যো রক্ষতি চেত্যাকারঃ স এব রসোজলং তদ্ব মগ্নাঃ ॥ ৭১ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ব্রজের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অতিপ্রিয় পক্ষিকুলের স্তব করিতেছেন । শ্রীপাদ শুকদেব মুনি রূন্দাবনের পক্ষিগণকে প্রায়শঃ মুনি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি পূর্বরাগবতী ব্রজদেবীগণের উক্তি বুলিয়াছেন—

“প্রায়ো বতাস্ব বিহগা মুনয়ো বনেহস্মিন্ কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্ ।

আরুহ্য যে দ্রুমভূজান্ রুচিরপ্রবালান্ শুব্রভ্যমীলিতদূশো বিগতান্যবাচঃ ॥” (ভাঃ-১০।২১।১৪)

তাৎপর্য এই যে, কোন গোপসুন্দরী স্বীয় সখীর প্রতি বলিলেন—‘ও মা ! রূন্দাবনের পক্ষিগুলি শ্রীকৃষ্ণকে এত ভালবাসে কেন ? যাহারা বনে থাকে, গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায় ; তাহারাও প্রাণ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসে । তাঁহাকে দেখিবামাত্র বা দূর হইতে তাঁহার বেণুগান শুনিবামাত্র তাহারা দলে দলে উড়িয়া আসে, নিকটবর্তি গাছের ডালে আসিয়া বসে । সমাধিমগ্ন মুনি-ঋষির ন্যায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া বসিয়া থাকে । নিকটেই কচি কচি পাতা ও ফলাদি রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই খাইতে পারে, কিন্তু খায় না । নিরব নিষ্পন্দ তাহাদের মূর্তি । কাহারো কাহারো চক্ষু অর্ধনিমীলিত । দরদর-ধারে অশ্রুধারা ঝরিতে থাকে । কাহারো কাহারো মুখে অক্ষুটভাবে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” এই নাম উচ্চারিত হয় । সুতরাং মনে হয়, উহারা প্রায়শঃ মুনি । শুধু মুনিই নহে, ভাগবত-প্রবর মুনি । বেদকল্পতরুর শাখা

“সুপ্রণয়ী রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়ামোদ-রজে । মৃদুহাস্যমুখী প্রিয় সখীদের সঙ্গে ॥

স্বচ্ছন্দে হাসিমাখা মধুর আননে । নিরত হইলে যাদের কুসুমচয়নে ॥

প্রেমরঙ্গী যুগলের নিয়ত নূতন । কেলি-কলহ-লীলা করিয়া দর্শন ॥

পুষ্প-বিকাশের ছলে হাস্যের বিলাস । মনোহর রূপে যারা করিছে প্রকাশ ॥

সে সকল লতিকা এ ব্রজের মাঝারে । একান্ত সেবনযোগ্য প্রীতিসহকারে ॥” ৭৩ ॥

ত্যাগ করিয়া যাহা হইতে কৃষ্ণ-দর্শন হয়, সেই রুন্দাবনের তরুশাখাকে আশ্রয় করিয়াছে। উহারা কৃষ্ণানুরাগী। তাই গাছে বসিয়া কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে উহারা বিভোর হইয়া যায়।*

শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে যে সব পক্ষিকুলের শব্দ করিতেছেন—তাহারা সর্বদা শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের সান্নিধ্যে অবস্থানহেতু তাহাদের অতি সুপরিচিত ও পরম প্রিয়। এই সব পক্ষী ও শুকসারি প্রভৃতি নিশান্তকালে কলরবে ও শ্রীযুগলের মধুর প্রবোধনী-গীতি গাহিয়া তাহাদের জাগরিত করিয়া থাকে।

“রুন্দা-বিপিনহিঁ সব দ্বিজকুল। কৃজয়ে চৌদিশে হোই আকুল ॥
সারী শুক তহিঁ কোকিল মেলি। কপোত ফুকারত অলিকুল কেলি ॥
ময়ূর-ময়ূরী-ধ্বনি শুনিতে রসাল। বানরী-রব তহিঁ অতি সুবিশাল ॥
ঐছন শব্দ ভেল বন মাহ। জাগল দুহুঁ জন নাগরী নাহ ॥
আলসে দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে। শুতি রহল পুন কিশলয়-শেজে ॥
পুনহিঁ ফুকারই শারী সুকীর। ঐছন যৈছে সুধারস গির ॥
কব বলরাম শুনব তহিঁ শ্রবণে। রাধামাধব হেরব নয়নে ॥”
“রুন্দা-বচনহিঁ, উঠই ফুকারই, শুক পিক শারীক পাঁতি।
শুন তহিঁ জাগি, পুন দুহুঁ ঘুমল, নায়রী কোরহিঁ যাতি ॥

হরি হরি জাগহ নাগর কান।

বর পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল, রজনী হোয়ল অবসান ॥
আওল বাউরী, বরজ-মহেশ্বরী, বোলত পুন দধিলোল।
শুনইতে কাতর, বিদগধ নাগর, থোর নয়ন-যুগ খোল ॥
নাগরী হেরি, পুনহিঁ দিষ্টি মুদল, পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে।
বলরাম হেরি, কবছ সুখ-সায়রে, নিমজব রঙ্গ-তরঙ্গে ॥” (পদকল্পতরু)

এইসব পক্ষিকুল নানা দৌত্যকার্যে, শ্রীশ্রীরাধামাধবের গুণ-বর্ণনে সসখী যুগলের অপার আনন্দ বিধান করিয়া থাকে। কখনো বা শুকসারি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার পঙ্কাবলম্বনে অপূর্ব কলহবিস্তার করিয়া সখীগণসহ যুগলের অতীব উল্লাস-বর্ধন করিয়া থাকে।† শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই শ্রীযুগলের অতি প্রিয় পক্ষিগণ আমায় কৃপাবলোকনে সুখী করুন।’

“রুন্দাবনে পক্ষিগণে, যুগলের সন্নিধানে,
নিরন্তর করে অবস্থান।
রসমগ্ন সুচতুর, ধ্বনি করি সুমধুর,
করে দৌহার আনন্দ-বর্দ্ধন ॥

† শ্রীশ্রীগোবিন্দলীলামৃত, শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতাদি গ্রন্থে পক্ষিকুলের এইসব যুগলসেবা দ্রষ্টব্য।

চুতেষু কদম্বকেষু বকুলেষু বৃক্ষেষু
প্রীত্যা মাধবিকাদি-বল্লিষু তথা ভাস্করনাদৈর্দ্বয়োঃ ।
যে ভৃঙ্গাঃ পরিতস্তয়োঃ স্মখভরং বিস্তারয়ন্তি স্মুটং
গুঞ্জস্তা বত বিভ্রমেণ নিতরাং তানৈব বন্দামহে ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ । আম্র, বকুল ও কদম্বাদি বৃক্ষে এবং মাধবী প্রভৃতি লতাতে যে **ভৃঙ্গকুল** অব্যক্ত-
মধুর নাদে গতাগতি করত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে গুঞ্জন করিতে করিতে তাঁহাদের সুখাতিশয় বিস্তার
করিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদিগকে সম্বন্ধে বন্দনা করি ॥ ৭২ ॥

টীকা । ভাবোদ্দীপকত্বেন তয়োঃ সুখকরান্ ভৃঙ্গান্ শোভিতী—চুতেষু। নিতরাং কায়ো-
মনোবচোভিস্তান্ ভৃঙ্গানৈব বন্দামহে স্তমঃ । তে কে যে ভৃঙ্গা ভ্রমরা বিভ্রমেণ গতায়াতক্রমেণ গুঞ্জন্তঃ শব্দং
কুর্বন্তঃ সন্তঃ তথা অনুভূত ভাস্করনাদৈস্তজ্জাতিশব্দৈস্তয়োর্দ্বয়োঃ পরিতশ্চতুর্দিক্ সুখভরং সুখাতিশয়ং
স্মুটং স্পষ্টং বিস্তারয়ন্তি । চুতাদিশ্চিবত্যাদি সুগমম্ । ননু তথা ভাস্করনাদৈরিত্যনেনৈব বিবক্ষিতার্থস্য
প্রতীতত্বে গুঞ্জন্ত ইতি । পুনরুক্তরূপার্থদোষে কা গতিরिति । উচ্যতে । বিভ্রমেণ গুঞ্জন্ত ইত্যনেন
যাদৃক্ প্রতীতি—স্তাদৃক্ কেবল ভাস্করনাদৈরিত্যনেন ন প্রতীয়তে । তথাচৈকব্রহ্মস্থিতানাংপি ভ্রমরাণাং
ভাস্করনাদাঃ সম্ভবন্তি তে ব্রহ্ম নেষ্টা ইতি ন দোষঃ । বৈয়াকরণাদৌ বক্তরি প্রতিপাদ্যে বা রৌদ্রাদৌ চ
রসে ব্যস্যে কষ্টত্বং গুণ ইত্যত্র বৈয়াকরণাদাবিত্যাদিপদেন প্রেমোন্মত্তস্য গ্রহণাত্তস্যোক্তৌ চুতেষু।
পূর্ব্বাঙ্গস্য শ্রুতিকটুত্বং পরাহতম্ ॥ ৭২ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ দাসগোষামিচরণ এই শ্লোকে বন্দাবনের বৃক্ষ-লতার
প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহে গুঞ্জনরত ব্রজবনের ভৃঙ্গাবলীর বন্দনা করিতেছেন । কোন মহাজন ভৃঙ্গরূপে
ব্রজের বৃক্ষবল্লরীর কুসুমরাজির মকরন্দরস-পানে উন্মত্ত হইয়া গুঞ্জনহলে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রসগান
করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে ? যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণেরও দুর্লভ শ্রীশ্রীরাধামাধবের পদাঙ্কমূলে নিপতিত
হইয়া নিবিড় চুম্বনে শ্রীচরণকমলের মকরন্দরসপানে কৃতার্থ হইয়া থাকে যে ভৃঙ্গকুল । যাহারা শ্রীরাধা-
কৃষ্ণের অলৌকিক শ্রীঅঙ্গগন্ধে উন্মাদিত হইয়া তাঁহাদের চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ-
সৌরভ-সুধারস আশ্বাদন করিয়া বিমত্ত হইয়া থাকে, সেই সব ভ্রমরকুল যে যথার্থতই ধন্য, ইহাতে
সন্দেহ কি ? শ্রীপাদ রঘুনাত্ত সেই ভৃঙ্গসমূহের বন্দনা করিতে গিয়া বলিলেন—‘আম্র, বকুল, কদম্বাদি
বৃক্ষ ও মাধবী প্রভৃতি লতাসমূহে অব্যক্ত মধুর নাদপূর্বক গতাগতি করিতে করিতে যে সব ভৃঙ্গকুল

সেই সব পক্ষিগণে, করুণ-নয়ান-কোণে,

আমা' পানে বারেক তাকাও ।

প্রেমে কণ্ঠ ফুলাইয়া, রসে ডগমগি হৈয়া,

গুণ গাব এই মতি দাও ॥” ৭১ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের চারিদিকে গুঞ্জন করত তাঁহাদের সুখাতিশয় বিস্তার করিয়া থাকে ।’ শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিলাসরসের বিশেষ উদ্দীপক ভূঙ্গের ঝঙ্কার । যেন মদনরাজের জয়তচ্কা । বিষম কুসুমবাণের ন্যায় যুগলকে বিলাস-বাসনায় অধীর করিয়া তুলে ভূঙ্গের মধুর গুঞ্জন । অভিনব বৃন্দাবন-কন্দর্প শ্রীশ্যাম-সুন্দরের এবং কোটিরিতি নির্মলচ্ছিত-চরণা মহাভাবময়ী শ্রীরুশভানুন্দিনীরই লীলাগানে তারা উন্মত্ত । বৃন্দাবনের চিন্ময় বৃক্ষলতার অপ্ৰাকৃত কুসুমের মকরন্দরসপানে ভূঙ্গকুলের মন-প্রাণ অনুরূপ উপাদানেই গঠিত । এইজন্যই তাহাদের গুঞ্জন শ্রবণে যুগলের মনে প্রাণে সেই জাতীয় সুখাতিশয়ের বিস্তার হইয়া থাকে ।

ভূঙ্গের ঝঙ্কার শ্রীশ্রীরাধামাধবের নানাবিধ লীলামাধুরীর উদ্দীপন ঘটাইয়া তাঁহাদের সুখাতিশয় বিস্তার করিয়া থাকে । শ্রীশ্রীরাধামাধব মাধবীকুঞ্জে রত্নাসনে উপবিষ্ট আছেন । সখীগণ-সঙ্গে হাস্য-পরিহাসরসে সকলে নিমগ্ন । অলিকুল শ্রীযুগলের শ্রীঅঙ্গসৌরভে সমাকৃষ্ট হইয়া ফুলবন ত্যাগ করত নিকুঞ্জে যুগলের চারিদিকে ঝঙ্কার করিয়া বেড়াইতেছে ।

“তরু সব পলকিত ভ্রমরের গণ । সৌরভে ধায়ল ছাড়ি ফুলবন ॥

শ্রম-ভরে বৈঠল মাধবী কুঞ্জ । রাই মুখ-কমলে পড়য়ে অলিপুঞ্জ ॥

লীলাকমলহি কানু তাহা বারি । ‘মধুসুদন গেও’ কহত উচারি ॥

এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর । কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর ॥”

শ্রীকৃষ্ণের লীলাকমল-চালনায় ভূঙ্গটি চলিয়া গেলে শ্রীকৃষ্ণ ও সখীগণ যেমনি বলিলেন—
‘মধুসুদন চলিয়া গেল’, তেমনি শ্রীরাধার মহাভাবসিন্ধুতে প্রেমবৈচিত্র্য-রসের তরঙ্গ জাগিল ।

“প্রিয়স্য সন্নির্কর্ষেহপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ ।

যা বিশ্লেষাধিয়াত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্র্যমুচ্যতে ॥” (উঃ নীঃ)

“প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে থাকিয়াও তাঁহার বিচ্ছেদভয়ে যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহাকেই ‘প্রেমবৈচিত্র্য’ বলা হয় ।” অর্থাৎ অনুরাগের আতিশয়্য-বশতঃ তৎকালে বুদ্ধি-বৃত্তি এত সূক্ষ্ম হইয়া যায় যে, অতি সূক্ষ্মসূচির ছিদ্রে যেমন একগাছি সুতাই গলিতে পারে, দুইগাছি বা তিনগাছি গলে না ; তদ্রূপ অনুরাগিণীর বুদ্ধিবৃত্তি তখন শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলা যুগপৎ দুইটি বস্তু গ্রহণে সক্ষম হয় না । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের লীলাতে বুদ্ধি প্রবিষ্ট হইলে তাঁহাকে আর অনুরাগিণী দেখিতে পান না । তখন বিরহব্যাকুল প্রাণে বিলাপ করিতে থাকেন—

“রসবতী বৈঠি রসিকবর-পাশ । রোই কহই ধনী বিরহ-হতাশ ।

আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম । বিরহ-জলধি কব গওরব হাম ॥

নিকটহি নাহ না হেরই রাই । সহচরী কত পরবোধই তাই ॥

কানু চমকি তবু রাই করু কোর । গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর ॥” (মহাজন)

পুষ্পৈর্ষশ্চ মুদা স্বয়ং গিরিধরঃ সৈশ্বরং নিকুঞ্জেশ্বরঃ

ফুল্লাং ফুল্লতরৈরমণ্ডদলং ফুল্লো নিকুঞ্জেশ্বরঃ ।

ঈষনেত্র-বিঘূর্ণনেন কলিতস্বাধীন উচ্চশুভা

শ্রীমান্ স প্রথয়ত্ত্বাহো মম দৃশোঃ সৌখ্যং কদম্বেশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদ । প্রেমসী শ্রীরাধার ঈষৎ নয়ন-ঘূর্ণনে সাতিশয় বশীভূত হইয়া নিকুঞ্জেশ্বর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লিতচিত্তে যাহার সুবিকশিত কুসুমদ্বারা হর্ষভরে প্রফুল্লিত-চিত্তা নিকুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, সেই সুশোভন কদম্বেশ্বর (বিশাল কদম্বরক্ষ) আমার নেত্রসুখ বিস্তার করুন ॥৭৩॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণেন শ্রীরাধিকাভূষণসাধনং কদম্বশ্রেষ্ঠং স্তোতি—পুষ্পৈরিতি । স কদম্বেশ্বরো মম দৃশোলোচনয়োঃ সৌখ্যমানন্দমহোষুগপৎ তদ্বৃষণ-সমকালমেব প্রথয়তু বিস্তারয়তু । অহো প্রপ্তে বিতর্কে চ সহসা কল্যা ইষ্যতে । বিদ্যমানে চ সাদৃশ্য যৌগপদ্যোত্যাতি মেদিনী । সুখপ্রথন-প্রয়োজনমাহ গিরিধরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং যস্য পুষ্পমুদা হর্ষণে সৈশ্বরং স্বেচ্ছং যথাস্যাভুতখা নিকুঞ্জেশ্বরীং রাধামলমতিশয়মমণ্ডদলভুষয়ৎ । কিন্তুতাং ফুল্লাং প্রফুল্লাং সানন্দামিতি যাবৎ । পুষ্পৈঃ কিন্তুিতৈঃ ফুল্লতরৈরত্যন্তবিকাশিতৈঃ । স কিন্তুিতঃ ফুল্ল সানন্দঃ নিকুঞ্জেশ্বরশ্চ । পুনঃ কিন্তুিতঃ স তয়া রাধয়া ইষনেত্র-বিঘূর্ণনেন কলিতঃ স্বাধীনঃ কৃতস্বায়তঃ ॥ ৭৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে কদম্বেশ্বরের বা বন্দাবনীয় বিশাল কদম্বরক্ষের বন্দনা । বন্দনার মাধুর্যে বুঝা যায়, একটি লীলাবিশেষের অনুভব লইয়াই এই শ্লোকের উক্তি । অতীত লীলার স্মৃতি জাগিয়াছে । শ্রীপাদের অনির্বচনীয় ভাবশুদ্ধি । চিত্ত-মন সর্বদা লীলারসে ডুবিয়া আছে । ভজনের অনুভব কেহই প্রকাশ করেন না । আচার্যপাদগণ কৃপা করিয়া স্থায় অনুভব লিপিবদ্ধ করিয়া

শ্রীশ্রীরাধামাধবের এইসব অপূর্ব রসমাধুরী প্রকাশের হেতু হয় শ্রীবন্দাবনের ভূগাবলী । আরও নানা লীলার উদ্দীপন ঘটাইয়া তাহারা যুগলের নিরতিশয় সুখাস্বাদনের হেতু হইয়া থাকে । শ্রীপাদ বলিলেন—‘আমি সেই ভূগকুলকে সযত্নে অর্থাৎ কায়-মনো-বাক্যে বন্দনা করি ।’

“আম্র-কদম্ব-বকুলে, মাধবী আদি লতাকুলে,

মধু পিয়ে যেবা ভূগগণ ।

মধুর অব্যক্ত নাদে, রক্ষে রক্ষে গত্যাতে,

পুঞ্জে পুঞ্জে করয়ে গুঞ্জন ॥

রাধাগোবিন্দের যারা, মধুর বাক্যের দ্বারা,

বিস্তারিছে অতিশয় সুখ ।

তাদের বন্দনা করি, মাধুকরী ব্রত করি,

গুণ গাব হেরি চন্দ্রমুখ ॥” ৭২ ॥

রাখিয়াছেন। ত্রিতাপদগ্ধ মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া শ্রীপাদ গোস্থামিগণ যে জড়জগতের অতীত রম্যভাবলোকের বার্তা শুনাইয়াছেন, তাহা আনন্দময়-ধামের সন্ধান দিয়া জীবকুলকে ধন্য করিয়াছে।

একদা ক্ষুরগে শ্রীপাদ রঘুনাথ দেখিতেছেন—তিনি কিষ্করীকূপে শ্রীমতী রাধারানীকে অভিসার করাইয়া নিকুঞ্জে শ্যামসুন্দরের সহিত মিলিত করিয়াছেন। পরস্পরের সান্নিধ্য উভয়কেই উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। কিষ্করী কুঞ্জদ্বার রুদ্ধ করত লতারক্লে নয়ন দিয়া যুগলের নিভৃত বিসাস-মাধুরী আশ্বাদন করিতেছেন। কি বিচিত্র বিলাসপরিপাটী! রসসিন্ধু ও ভাবসিন্ধুর উচ্ছ্বসিত বিলাসতরঙ্গসমূহে কিষ্করীর নয়নশফরী মহাসুখে সন্তরণ করিতেছে।

বিলাসের অবসান হইয়াছে। শান্ত, ক্লান্ত শ্রীযুগল বিলাস-শয্যোপরি পরস্পরের অঙ্গে হেলান দিয়া বসিয়াছেন। যেন উভয়েই উভয়ের তাকিয়া। বিলাসান্তে স্বামিনীর মুখকমল দর্শনে শ্যামসুন্দর আত্মহারা। “লীলা-অন্তে সুখে হঁহার যে অঙ্গমাধুরী; তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি ॥” (চৈঃ চঃ)। শ্যামস্বামিনীর বদনপানে তাকাইয়া তাহার অদ্ভুত অঙ্গমাধুরী নয়নচমকে আশ্বাদন করিতেছেন। স্বামিনীর অঙ্গ হইতে যেন মাধুরীধারা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে! তৃষিত চকোরের ন্যায় মাধুরীসুধা পানে শ্যাম যেন সংজ্ঞাহারা! শ্রীমতী স্বাধীনভর্তৃকা-দণা প্রাপ্ত। “স্বায়তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা” (উঃ নীঃ)। ‘কান্ত যাঁহার অধীন হইয়া সর্বদা সমীপে অবস্থান করেন, তাঁহাকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা হয়।’ ঈষৎ নয়ন-ঘূর্ণনে শ্যামসুন্দরের বদনে ভাবময় কটাক্ষপাত করিয়া স্বামিনী বলিতেছেন—‘শ্যাম! আমার বেশভূষাদি বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছ, পূর্বের মত সাজাইয়া দাও, সখীগণ দেখিলে হাস্য করিবে।’

“রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্রং কুরুষ্ব কপলগ্নোঘটয় জঘনে কাঞ্চীমঞ্চ প্রজ্ঞা কবরীভরম্।

কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নুপুরাবিতি নিগদিতঃ প্রীতঃ পীতাম্বরোহপি-তথাকরোৎ ॥”

(গীতগোবিন্দম্)

‘হে প্রিয়! আমার কুচযুগলে মকরীপত্র রচনা কর, কপোলে চিত্ররচনা করিয়া দাও, জঘনে কাঞ্চী পরাইয়া দাও, কবরীভারে মালা অর্পণ কর, হস্তে বলয়শ্রেণী ও চরণে নুপুর পরাইয়া দাও।’ শ্রীমতীর আদেশানুরূপ শ্যামও তাহার রূপসজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন। তাহার বেশ বিন্যাস করিতে করিতে শ্যামের অঙ্গে অপূর্ব সাত্ত্বিক-বিকার! অবহেলায় যিনি সপ্ত অহোরাত্র গিরিধারণ করিয়াছিলেন, তিনিও সামলাইতে পারিতেছেন না। পুলক, কম্প, শ্বেদাদি প্রকাশ পাইতেছে! স্বামিনীও শ্যামসুন্দরের করস্পর্শে উৎফুল্লিতা, শ্বেদান্ত কলেবরা। কিষ্করী মধুর বীজনদ্বারা যুগলের ঘর্ষবিন্দু লুপ্ত করিতেছেন। কি পরিপাটীর রূপসজ্জা! দেখিতে দেখিতে দাসী আত্মহারা! সাধক চিন্তাগ্ন এই রসমাধুর্যের আশ্বাদন

নৌচঃ প্রৌঢ়ভ্যাং স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ বিধূতোহ যৈঃ

স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্ধারাভিষেকোৎসবম্ ।

গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতা রাজ্যে স্ফুটং কৌতুকা-

তৈর্যং প্রাহুরভূং সদা স্ফুরতু তদগোবিন্দকুণ্ডং দৃশোঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণের নিকট অপরাধ করত সাতিশয় ভয়ে কাতর হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং দীনভাবে যাঁহার পাদগ্রহণপূর্বক সুরভিদ্ধারা মন্দাকিনীর জলে কৌতুকভরে গাভীগণের আধিপত্য-রাজ্যে প্রাপ্ত হন । ভাবনার আশ্বাদন অতি মধুর । সামাজিক সাধক ভাষনার সহায়তায় অলৌকিক রসরাজ্যে পৌঁছিয়া প্রত্যক্ষের ন্যায়ই লীলার মধুরী আশ্বাদন করেন ।

শ্রীমতীর বেশ-ভূষার নিমিত্ত শ্যাম কুসুম-চয়ন করিতেছেন । বিশাল কদম্বতরু হইতে ধ্রুৱ-ফুল-নিষেবিত কদম্বকুসুম-চয়ন করিয়া আনিলেন । কদম্ব-কুসুমদ্বারা গর্ভকহার রচনা করিয়া কেশ-বিন্যাস করিলেন । কদম্বকুসুমের পত্রপুষ্পাদিময়ী অপূর্ব মালায়রচনা করিয়া গলদেশে পরাইয়া দিলেন । কর্ণদ্বয়ে সপল্ল কদম্বফুল পরাইলেন । শ্রীমতীর কি অপূর্ব শোভা ! যেন নিকুঞ্জেশ্বরী । ঈশ্বরীকে কি পূজা করিতে হয় না ? প্রেমের পূজারী শ্যাম সাক্ষিনেত্রী কদম্ব-কুসুমরাজি শ্রীমতীর শ্রীচরণে দিয়া দেহ-মন-প্রাণ সবই তাঁহার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলেন । কিস্করী তুলসী যুগললীলা-দর্শনে আত্মহারা ! স্বামিনীর অভ্যুদয়ে মন-প্রাণ অজানা আনন্দের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল । সেই মধুময়ী লীলার স্মৃতি বৃকে লইয়াই শ্রীপাদ সেই কদম্বেশ্বরের বন্দনা করিলেন এই শ্লোকে ।

“বিশাল কদম্ব-ডালে,

প্রফুল্ল কদম্বফুলে,

যার শোভা কহনে না যায় ।

কুঞ্জেশ্বর গিরিধরে,

পুষ্প হেরি হর্ষভরে,

সানন্দে চয়ন করি তার ॥

কুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধিকা,

রূপে গুণে সর্বাধিকা,

প্রফুল্লিতা না ধরে আনন্দ ।

কদম্বের ফুলসাজে,

নিজ হাতে রসরাজে,

সাজাইছে রচিয়া প্রবন্ধ ॥

স্বাধীন-ভক্ত-কা রাধা,

পুরাইছে মন-সাধা,

যে কদম্বের পরি ফুলহার ।

সে শ্রীমান্ কদম্বেশ্বর,

যার তলে বিলাসস্বর,

নেত্রোৎসব করুন আমার ॥” ৭৬ ॥

গোবিন্দের অভিষেক সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই অভিষেক-জলে যাঁহার আবির্ভাব, সেই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭৪ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণাভিষেক-জলজনিতং গোবিন্দকুণ্ডং স্তোতি—নীচৈরিতি । তদগোবিন্দকুণ্ডং দশোলোচনয়োঃ সদা স্ফুরতু গোচরো ভবতু । কিং তৎ তৈর্জলৈর্ষৎ প্রাদুর্ভূতং প্রকটং বভূব । কৈঃ সুরপতিরিন্দ্রঃ স্বয়ং পাদৌ বিধৃত্য যৈঃ স্বর্গলাসলিলৈঃ সুরভিদ্ধারা গোবিন্দস্য গবামধিপতা-রাজ্যে গোপাল-কত্রে অভিষেকোৎসবং কৌতুকাৎ স্ফুটং চকার । তৈঃ কথং নীচৈঃ প্রৌঢ়য়াৎ নীচৈস্তদপেক্ষয়া নিকৃষ্টস্য অর্থাদাঅন্যো যৎ প্রৌঢ়ং গবীভ্যুত্মাৎ যদুয়ং তস্মাৎ । নীচৈরিতি সান্তমব্যয়ম্ । তথা চ মেদিনী নীচৈঃ স্বৈরান্নস্মার্মতমিতি ॥ ৭৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ গোস্বামিচরণ এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের তটে বিরাজিত শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের স্তব করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিশেষের মধ্য দিয়া অনাদিসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দকুণ্ডের আবির্ভাব । স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনেরও পূজ্য মিত্যসিদ্ধ পার্শদ শ্রীনন্দাদি গোপগণের পূজা গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র অজ্ঞতাবশতঃ যে মহা অপরাধপক্ষে নিমজ্জিত হইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি করুণা করিয়াই নন্দাদি গোপগণকে ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করাইয়া গোবর্ধন-যোগে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । কিন্তু ইন্দ্র ঐশ্বর্যমন্দের নীচতা বা অজ্ঞতাবশতঃ স্বীয় পূজালোপে ক্ষুব্ধ হইয়া প্রলয়কালীন মেঘগণকে ব্রজধাম ধ্বংসের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং সপ্ত অহোরাত্র প্রবল বারিপাত ও বজ্রপাতাদিদ্বারা ব্রজধামের অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিয়া মহা অপরাধ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন । শেষে ব্রহ্মার পরামর্শে সুরভি-মাতার সহিত ব্রজধামে আসিয়া গোবর্ধন-পর্বতে সুখাসীন শ্রীকৃষ্ণের দীনভাবে স্তুতি ও সুরভি-মাতার সহিত মন্দাকিনী-নীরে অভিষেক করিয়াছিলেন । ১ এ-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা হইতে জানা যায়—

“গোবর্ধনে ধূতে শৈল আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে । গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্ৰ এব চ ॥

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ । পস্পর্শে পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবচ্চসা ॥

দৃষ্টশ্রুতানুভাবোহস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ । নষ্টব্রিলোকেশমদ ইন্দ্র আহ কৃতাজলিঃ ॥” (১০।২৭।১-৩)

“শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন-ধারণ করত প্রবল বৃষ্টিপাত হইতে ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিলে গো-লোক (গাভীগণের লোক) হইতে সুরভি ও ইন্দ্র আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণাগত হইলেন । সামান্য নরবালক-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র অতিশয় লজ্জিত হইয়া নির্জনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে সূর্যতুল্য দীপ্তিশালী কিরীটস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন । অসীম প্রভাবশালী নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণাদি মহাপ্রভাব দর্শন এবং ব্রহ্মাদির নিকট তাঁহার নানাবিধ মহাপ্রভাবের কথা শ্রবণ করিয়া ইন্দের ‘আমিই ত্রিভুবনের ঈশ্বর’ এই অভিমান চূর্ণ

১ গোবর্ধনান্ধয়-দশকের দ্বিতীয় শ্লোকের স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

হইয়াছিল, তিনি করজোড়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন।” শ্রীহৃদ্র শ্রীকৃষ্ণের নানা ঐশ্বর্যময়
স্তব করিলে পরম রূপাময় শ্রীরজরাজনন্দন হাসিতে হাসিতে মেঘ-গম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন—

"ময়া তেহকারি মঘবন্ মখভঞ্জোহনুগৃহু তা । মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তসৌন্দ্রপ্রিয়া ভুশম্ ॥

আমৈশ্বর্য্যশ্রীমদাক্কো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি । তং ব্রংশয়ামি সম্পদ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্ ॥

গম্যতাং শত্রু ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেইনুশাসনম্ ।

স্থায়তাং স্বাধিকারেণ যত্তৈবঃ স্তম্ভবিজ্জিতৈঃ ॥” (ঐ)

“হে দেবরাজ ! তুমি ইন্দ্রপদের মোহে সাতিশল্প মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলে, আমি তোমার চিত্তে নিরন্তর আমার স্মৃতি জাগরুক রাখিবার জন্য অনুগ্রহপূর্বক তোমার যজ্ঞ লোপ করিয়াছি। যাহারা প্রভুত্ব ও ধনমদে মত্ত হইয়া যায়, তাহারা আমাকে সকলের শাসনকর্তা বলিয়া ধারণা করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সম্পদ হইতে চ্যুত করিয়া থাকি। হে ইন্দ্র ! তুমি স্বস্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তোমরা আমার শাসন অঙ্গীকার-পূর্বক সাবধান ও নিরহঙ্কার হইয়া স্ব-স্ব অধিকারে অবস্থান কর।” অতঃপর সুরভিমাতা তাঁহার সন্তানগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ বন্দনা করত তাঁহার মনোহর শব্দ করিলেন এবং স্বীয় দুগ্ধধারা-প্রবাহে এবং দেবগণসহ স্বর্গজা মন্দাকিনীর জলে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়া তাঁহাকে গোগণের ইন্দ্র বা গোবিন্দ অথবা প্রদান করিলেন। তৎকালে তুষ্ণুরু, নারদ প্রভৃতি এবং গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণাদি শ্রীকৃষ্ণের নির্মল যশোগান করিতে লাগিলেন এবং অঙ্গসরাগণ পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। দেবগণ আকাশ হইতে প্রচুর পুষ্পরশ্মি করিলেন। পৃথিবী গোগণের দুগ্ধধারায় কদমাক্ত হইল, নদীসমূহে স্নাত, ক্ষীরাদি প্রবাহিত হইতে লাগিল, বৃক্ষ-লতা হইতে মধুধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল, ভূমি কর্ষণাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই ব্রীহি, যবাদি শস্যসমূহ উৎপন্ন ও সুপক্ক হইতে লাগিল, পর্বতরাজির খনি হইতে অসংখ্য মণিরত্নাদি প্রকাশিত হইয়া ধরণী এক অভিনব সাজে সুসজ্জিতা হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের সেই অভিষেক-নীরে শ্রীগোবর্ধনতটে স্বপ্রকাশ শ্রীগোবিন্দকুণ্ড প্রকটিত হইলেন। শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই গোবিন্দকুণ্ড আমার নম্বন-গোচর হউন।’

“স্বদেশীশ্রম্য যান্ন পদে, সে গোবিন্দ-গোচরেতে,

গৰ্ব অতিশয় তুচ্ছ হয় ।

ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্রে, গোবিন্দ-পদারবিন্দে,

শরৎতে পড়িয়া লোটার ॥

কত মা মিনতি করি, স্তুতি করে বল্লযোড়ি,

সুরভি-দুগ্ধ-মন্দাকিনী নীরে ।

সেই সুরপতি ইন্দ্রে, কুপাময় শ্রীগোবিন্দে,

অভিষেক করে ভক্তিভরে ॥

ব্রজেন্দ্রবর্ষ্যাপিত-ভোগমুচ্ছর্জিতা বৃহৎকাষ্মঘারিকৃৎকঃ ।

বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্তে যত্রান্নকূটং তদহং প্রপত্তে ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ । যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অতি সুবহুৎ কায় ধারণপূর্বক বরদানে শ্রীরাধায় ছলনা করিয়া ব্রজেন্দ্র শ্রীনন্দমহারাজকর্তৃক সমপিত অন্নকূট-ভোজন করিয়াছিলেন, আমি সেই স্থানের আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৭৫ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃক্ লীলাসহায়ত্বেন জনিতানন্দমন্নকূটং স্তোতি—ব্রজেন্দ্রেতি । অহং তদন্নকূটং এতন্নাশ্না প্রসিদ্ধং স্থানং প্রপদ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য তত্তলীলামনুভবিতুমাশ্রয়ে । যত্রান্নকূটে অঘারিঃ শ্রীকৃষ্ণো বৃহৎকাষ্মং পর্বত-শরীরং ধৃত্বা উৎক উৎসুকঃ সন্ বরেণ পর্বতোহস্মি মত্তো যুয়ং বরং বর্ণু-শ্বেতাকারকেণ রাধাং ছলয়ন্ আত্মানং পর্বতরাপেণ নিষ্কপটং সংগ্রাহয়ন্ ব্রজেন্দ্রবর্ষ্যাপিত ভোগং বিভুঙ্তে বিশেষণাভ্যবহরতি । ব্রজেন্দ্রবর্ষ্যেণ শ্রীনন্দেন অপিতঃ সমপিতো ভোগোহভ্যবহারযোগ্যং নৈবেদ্যাদিকং যস্মৈ তৎ ॥ ৭৫ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে অন্নকূট-ভোজন-স্থানের স্তব করিতেছেন । ইন্দ্রযাগ খণ্ডন করিয়া গোবর্ধন-যাগের প্রবর্তনকালে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ অতি বিশাল কলেবর ধারণ করত নিজেকে গোবর্ধন-পর্বত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া শ্রীনন্দমহারাজের প্রদত্ত বিপুল অন্নকূট-ভোগ ভোজন করিয়াছিলেন । “কৃষ্ণত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রুতং গতঃ । শৈলোহস্মীতি ব্রুবন্ ভুরি বলিমাঙ্গদ্বন্দ্বপুঃ ॥” (ভাঃ-১০।২৪।৩৫) । “শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাস-উৎপাদনের জন্য অন্য একটি বিশাল মূর্তি প্রকাশ করিলেন এবং ‘আমিই গোবর্ধন’ এই কথা বলিয়া সেই প্রকাশ-মূর্তিতে গোপগণের প্রদত্ত ভুরি ভোজ্যাদি ভোজন করিলেন ।”

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগোপালচম্পু গ্রন্থে (পূর্ব-১৮শ পুরণ) সেই বৃহত্তর মূর্তিতে অন্নকূটভোজন-প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন—

“অন্নান্যাতৃককোটিতুলাকৃতান্যাদায় তদ্ব্যজ্ঞান্যাপ্যেষ প্রতিকূটমেককবলপ্রাপ্তান্নমাদত্তথা ।

মধ্যং মধ্যমনুপ্রকৃষ্য তু যথা নীরং পিবন্ পল্বলান্ কুণ্ডান্যশ্চ সরাংসি কিঞ্চ সরিতো নিন্যে ক্ষয়ং সর্বতঃ ॥

যদা গ্রাসায় স করং প্রসারয়তি চাপ্রতঃ । তদা সর্বো দ্রবন্তি স্ম সর্বতশ্চটকা ইব ॥

মধ্যেকৃত্য ব্যাজ্ঞান্যন্নকূটং, গ্রাসং গ্রাসং পাণিনা দক্ষিণেন ।

তজ্জান্যাসাবুদ্ভিশ্চ বাময়া তং, শক্রং লোলংপ্রান্তগত্যা জহাস ॥

সেই অভিষেক-নীরে,

প্রাদুর্ভূত সরোবরে,

‘শ্রীগোবিন্দকুণ্ড’ যাঁর নাম ।

হেন ভাগ্য হবে কবে,

নগ্নন-গোচর হবে,

ধন্য হব নীরে করি স্নান ॥” ৭৪ ॥

দোক্ষস্তস্যাপ্রতিপরিমিতি গ্রাসহেতোঃ প্রসারে চাকুক্ষে চ স্থগিতহরিতঃ প্রাপ্ততত্ত্বগতীনাম্ ।

অক্ষামাসীদ্রজকুলভুবাং চিত্রবন্দেহপি চিত্রং যৎ ক্রাপ্যেকং ন কিল গণিতং সিক্খমেকং স্থিতং ন ॥

অতরীতৃণ্যত গ্রাসান্ ভূভৃভূতৃম্যথা যথা ।

অচলীৰূপাতাপ্যুচ্চৈর্মাংসলায় তথা তথা ॥”

অর্থাৎ “সেই বিশালমুতি কোটি আড়ক-পরিমিত তণ্ডুলের অন্নরাশি এবং সমস্ত ব্যঞ্জন প্রতি অন্নকুট হইতে গ্রাস গ্রাস লইয়া ভোজন করিতে লাগিলেন । মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরোবর, কুণ্ড তথা নদীর জল নিজের দিকে আকর্ষণপূর্বক পান করিতে লাগিলেন । তাহাতে সরোবরাদির জল নিঃশেষে শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল । শ্রীগোবর্ধন-রূপধারী কৃষ্ণ গ্রাস-গ্রহণের নিমিত্ত যেখানে যেখানে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিলেন, সমস্ত ব্রজবাসী সেই সেই স্থানেই চটকপক্ষীর ন্যায় শীঘ্র ধাবিত হইতে লাগিলেন ।

শ্রীগোবর্ধনমুতি অন্নরাশির মধ্যে সমস্ত ব্যঞ্জন স্থাপনপূর্বক দক্ষিণহস্তে সেই অন্নকুটের এক একটি বিশাল গ্রাস লইতে লইতে স্বীয় বামহস্তের তর্জনী অঙ্গুলী উর্ধ্বে উৎক্লিপ্ত করিয়া যেন ইন্দ্রকে পরিহাস করিতে লাগিলেন । তিনি অতি শীঘ্র অধিক পরিমাণ অন্ন গ্রহণহেতু এমনভাবে হস্তপ্রসারণ ও সঙ্কোচন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে চারিদিক্ আরূত হইতেছিল । ব্রজবাসিগণের নয়ন তদর্শনে সাতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইতেছিল, কারণ শ্রীগিরির ভোজনে সেখানে আর একটিমাত্র অন্নও অবশিষ্ট ছিল না । তিনি যেমন যেমন ভোজন করিতেছিলেন, তেমন তেমন তাঁহার দেহ অতিশয় পরিপুষ্ট ও রুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল । এইভাবে গিরিরাজ স্বল্প সময়েই ভোজন সমাপ্ত করিলেন ।”

“বাল্য ভীতিং যৌবনোন্মত্তচিন্তা, হাসং রুদ্ধাশ্চিত্রমহাস্ত ভক্তিম্ ।

যাতা যে যে তেষু সর্বেষু দেবঃ, শুদ্ধাং তৃষ্টিং কৌতুকিত্বাদ্ভাজ ॥

দুরান্দুরাং পুরমাদায় বারাং, বভ্রুং শশ্বৎ ক্লেয়ন্নদ্রিদেবঃ ।

শতীবিন্দুচৈঃ পৃষ্ঠদেশে সমস্তাদ্-বৃষ্টিং কুর্বন্ শম্পসৃষ্টিং চকার ॥

গণ্ডুষাণামন্তরে বংশদণ্ডে,-দন্তান্তর্গান্যন্নপিণ্ডানি কুঞ্চন্ ।

উদ্যম্মুত্তিস্তত্র শৈলাধিদেবঃ, পুত্তিং কুর্বন্ প্রাণভাজাং সসর্জ ॥

তাম্বুলানাং বীটিকাঃ কোটিখর্বং, কৃটীকুর্বং শচর্বয়ন্ গর্বফুল্লঃ ।

প্রান্তচ্ছায়ামণ্ডলশ্চন্ডুরশ্মিঃ, প্রাতর্যদ্বত্তদ্বদাস্যং চকার ॥” (ঐ)

“শ্রীগিরিরাজের এই অত্যাশ্চর্য ভোজনপ্রকার দর্শনে বালকগণ ভীত হইতেছিল, যুবকেরা হাস্য করিতেছিলেন এবং রুদ্ধগণ আশ্চর্যান্বিত হইতেছিলেন । যে যে সেবাযোগ্য ব্যক্তিগণ ভক্তিপ্রাপ্ত হইতেছিলেন, তাঁহাদের সকলের প্রতি কৌতুকী গিরিরাজ প্রসন্ন হইতেছিলেন । অতঃপর তিনি দূর দূরান্ত হইতে জল লইয়া বার বার মুখ-প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন এবং বার বার কুল্লোলজল নিষ্ক্ষেপ করিতে লাগিলেন । সেই কুল্লোলজলে বিপুল তৃণরাজির উদ্ভব হইয়াছিল । পরে গিরিরাজ বড় বড় বংশদণ্ড

গিরীন্দ্রবর্ষ্যাপরি হাররূপী হরিঃ স্বয়ং যত্র বিহারকারী ।

সদা মৃদা রাজতি রাজভাগৈর্গিরিশূলং তত্তু ভাজহনুরাগৈঃ ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদ । শ্রীগিরিরাজের উপরিভাগে যেখানে মনোহারী হরি অতি হর্ষভরে মহারাজোচিত ভোগসুখে সতত বিহার করেন, সেই হরিশূল নামক স্থানকে আমি অনুরাগের সহিত ভজন করি ॥৭৬॥

টীকা । গোবর্দ্ধনোচ্চপ্রদেশস্থঃ শ্রীকৃষ্ণবিহারাম্পদং স্তৌতি—গিরীন্দ্রেতি । গিরীন্দ্রবর্ষ্যাপরি গোবর্দ্ধনস্যোচ্চপ্রদেশে তদ্ধরিশূলং কৃষ্ণবিহারস্থানম্ অনুরাগৈঃ প্রেমভিত্তজে তৎ সংস্কার-ক্লিয়য়া সেবে ।

লইয়া দন্তশোধন ও মুখ-প্রক্ষালনপূর্বক সেই অতুলনীয় বিগ্রহ প্রকাশদ্বারা সকলের মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন । অতঃপর তিনি কোটি কোটি সংখ্যক তাম্বুলবীটিকা লইয়া চর্বন করিতে লাগিলেন এবং গর্ভোৎফুল্ল হইয়া প্রাতঃকালীন সূর্যের ন্যায় মুখশোভা বিস্তার করিলেন ।”

শ্রীল গোস্থামিপাদ বলিলেন—বরদানে শ্রীরাধায় ছলনা করার নিমিত্তই যেন শ্রীকৃষ্ণ গিরিপূজা-ব্যপদেশে এই বিশালমূর্তি প্রকাশ করিলেন । গুরুজনাতির সমক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণ পরস্পরকে লজ্জায় ভাল-রূপে দর্শন করিতে সক্ষম হন নাই । সেই সুচিত্রকালের হৃদয়ভরা জমাটবাঁধা আশাই যেন আজ বনবান্ হইয়া গিরির আশ্রয়প্রকাশ ভোজনহলে শ্রীকৃষ্ণকে এই রহস্যময় মূর্তি ধারণ করাইয়াছিল । শ্রীরাধাধারী গুরুজন-সমক্ষে নিঃসঙ্কোচে তাঁহার অভীষ্টমূর্তি দর্শন ও সকলের গিরির নিকট বরগ্রহণ কালে স্বাভীষ্ট বরগ্রহণে আনন্দসাগরে ভাসিয়াছিলেন । শ্রীল জীবগোস্থামিপাদ লিখিয়াছেন—

“পরং গিরিরেব সত্ত্বং হরিণা ন প্রকাশিতম্ ।

কিন্তু শ্রীরাধিকাদীনা মানেন্দুরূচেরপি ॥” (ঐ)

“এই লীলায় শ্রীকৃষ্ণ কেবল গিরিরাজের মতই প্রকাশ করেন নাই, পরন্তু শ্রীরাধিকাদি ব্রজ-সুন্দরীগণের বদনেন্দুর শোভারশী বর্ধন করিয়া তাহা আশ্বাদন করিয়াছিলেন ।” শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—“যেখানে শ্রীকৃষ্ণের এই অম্বকূট ভোজনলীলা হইয়াছিল, গিরিরাজতটে সেই স্থানকে আমি আশ্রয় করি ।”

“শ্রীনন্দ ব্রজেন্দ্রবর্ষ্য,

মনেতে করিয়া ধার্ষ্য,

কৃষ্ণ-যুক্তি করিয়া শ্রবণ ।

অম্বকূট-অর্পণ করে,

গোবর্দ্ধন-গিরিবরে,

ব্রজে যত গোপ-গোপীগণ ॥

শ্রীগোবিন্দ-অগোচরে,

প্রকাশ মুরতি ধরে,

অম্বকূট করিয়া ভোজন ।

ধরাদি প্রদানহলে,

রাধাকে ছলনা করে,

সে স্থানের লইনু শরণ ॥” ৭৫ ॥

কথং যত্র স্থলে হাররূপী মনোহররূপো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং রাজভোগে রাজযোগ্যাভ্যবহার সামগ্রীভিমুদা
হর্ষণে বিহারকারী সন্ সদা রাজতি প্রকাশতে ইত্যম্বয়ঃ ॥ ৭৬ ॥

স্বভামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে হরিশ্রুতীর স্তুতি । মনোহররূপে এই স্থানে শ্রীহরি
মহারাজোচিত ভোগসুখে বিহার করেন, তাই নাম ‘হরিশ্রুতী’ । সকলের মনহরণ করেন বলিয়াই
তাহার একটি নাম ‘হরি’ । শ্রীহরির আরও অনেক মূর্তি আছেন, সব মূর্তিই মনোহর, কিন্তু ব্রজেন্দ্র-
নন্দনের ন্যায় এতখানি মনহরণ করা স্বভাব আর কোন হরির নাই । ইনি অন্যের মনকেত হরণ
করেনই, কিন্তু নিজেও নিজের মনহরণ করা স্বভাবে বিমোহিত হন । “বিস্মাপনং স্বস্য চ” (ভাগবত) ।
“রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার” (চৈঃ চঃ) । কৃষ্ণ-ব্যতীত এই স্বভাব অন্যত্র নাই ।
ব্রজবিহারী মদনমোহনের সৌন্দর্য-মাধুর্যের তুলনা নাই । অনুরাগের নৈবেদ্য হাঁহারা সেই রূপের অনুভব
পাইয়াছেন তাহাদের বাণীর আশ্রয়ে অন্যেও এই মদনমোহন-স্বরূপের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন ।
শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের রূপানুরাগের তুলনা নাই । অনুরাগ-রঞ্জিত নয়নে তিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনকে যেমনটি
দেখিয়াছেন, তেমনি বলিয়াছেন ।

“মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু মাধুর্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু ।

বেণীমূজো নু মম জীবিতবল্লভো নু, কৃষ্ণোহয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥”

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্)

‘ইনি কি স্বয়ং কন্দর্প, তাহা না হইলে ইহার আবির্ভাবে আমার হৃদয় এমন কামময় (প্রেমময়)
হইয়া উঠিল কেন ? না না, তাহা নহে, কারণ কামদেবের মনকে মথন করা স্বভাব আছে বটে, কিন্তু
তাহার তো এত জ্যোতি বা কান্তি নাই । ইহাতে যে অফুরন্ত কান্তির তরঙ্গ বিদ্যমান । তবে কি ইহা
কোন দ্যুতিমণ্ডল ? কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হয় ? দ্যুতিমণ্ডলে আলোকরাশি থাকে বটে, কিন্তু এত
মাধুরী তো থাকে না । তবে কি ইহা সাক্ষাৎ মাধুর্যই । কিন্তু তাহাতেও তো এতখানি মন-নয়নের
আশ্রাদ্য অমৃত থাকে না । তবে কি ইহা মনোনয়নামৃত কোন অভিনব-বস্তু । না না, তাহা ব্যতীতও
ইহা আরও কোন অনির্বচনীয় আশ্রাদনের সিন্ধু । তবে কি ইনি আমার সেই বেণীমাধব ? আমার
প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কি আমার নয়নানন্দবিধানের নিমিত্ত উদ্ভূত হইলেন ?’ কলিযুগপাবনাবতার শ্রীমন্
মহাপ্রভু এই শ্লোকের আশ্রাদনে বলিয়াছেন—

“কিবা এই সাক্ষাৎ-কাম, দ্যুতিবিশ্ব মূর্তিমান্,

কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্তিমন্ত ।

কিবা মনোনেত্রোৎসব,

কিবা প্রাণবল্লভ,

সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ ॥” (চৈঃ চঃ)

ঘটক্রীড়াকুতুকিতমনা নাগরেজ্ঞো নবীনো

দাবী ভূত্বা মদননৃপতেৰ্গব্যদানচ্ছলেন ।

যত্র প্রাতঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিতঃ সংকুরোধ

শ্রীগান্ধৰ্বাং নিজগণবৃত্তাং নোমি তাং কৃষ্ণবেদীম্ ॥ ৭৭ ॥

অনুভবীজন একবার বুঝিয়া দেখিবেন—অপর কোন ভগবৎস্বরূপের মনপ্রাণ উন্মাদনাকারী এই প্রকার সৌন্দর্য বা স্বভাব এই প্রকার আবেশময়ী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে কি ?

কেবল তাহাই নহে, এই মদনমোহন-স্বরূপের অনুভবীর মনকে উন্মাদিত করিবার অন্য একটি অনন্যসাধারণ স্বভাব রহিয়াছে । এই রূপের অনুভব যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা কখনো মনে করেন, সুখের সীমা নাই, আবার কখনো মনে করেন, দুঃখের সীমা নাই । কখনো মনে হয়, দাবানলের মধ্যে দগ্ধ হইতেছেন, কখনো মনে হয়, সুশীতল যমুনানীরে মথ্যে স্বাস করিতেছেন । এইরূপে বিষমুতে একত্র মিলিত আনন্দ-বেদনার ভোগে অনুভবীর চিত্ত-মন কেবল হতই হয় না, পরন্তু কায়-মনো-বাক্যের অগোচর কোন অদ্ভুতদশা প্রাপ্ত হইয়া সর্বতোভাবে আত্মহারা হইয়া যায় । এই প্রকার অনুভূতির ছটা লীলাঙ্কুর বর্ণনাতেও পাওয়া যায়—

“অধীরবিশ্বাধরবিল্লম্বেণ-হর্ষাদ্রবেণেশ্বর-সম্পদা চ ।

অনেন কেনাপি মনোহরেণ হা হন্ত হা হন্ত মনো দুনোষি ॥”

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্-৩৬)

“হায় ! তুমি তোমার অনির্বচনীয় বিশ্বাধর-বিল্লম্বদ্বারা এবং তোমার ঐ আনন্দ-পরিপূরিত বেণুনিদাদদ্বারা আমার মনকে সন্তুষ্ট করিয়া তুলিতেছ ।” “অতো মনোহরেণ মনোমাত্রং হরতি, কার্য্যং ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবন্দ্যন্তেন ।” (সারঙ্গরসদা-টীকা) । “তিনি রূপ-গুণাদি দ্বারা মনই হরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি করেন না, অতএব ঐ আকর্ষণ বা মনহরণ-কার্য্য ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়াময় ।” সেই মনোহারী হরি শ্রীগিরিরাজের উপরিভাগে হরিশ্চল নামক স্থানে সাতিশয় হর্ষভরে মহারাজোচিত ভোগসুখে সতত বিহার করেন, শ্রীপাদ স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত অনুরাগের সহিত সেই হরিশ্চলীর ভজন কামনা করেন ।

“গিরীন্দ্র-গোবর্দ্ধনের শিখর-প্রদেশে ।

হরি যথা ঐ তহারী দিব্যরূপ বেশে ॥

বিবিধ বিহার-সুখে, প্রীতি অনুরাগে ।

বিরাজ করেন মহারাজোচিত ভোগে ॥

সেই ‘হরিশ্চল’ আমি ভজি অমুরাগে ।

সতত রহিবপড়ি গিরি-তটভাগে ॥” ৭৬ ॥

অম্বুবাদ । ঘটক্রীড়ায় কুতুকিতমনা নবীন নাগরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ যেখানে প্রাতঃকালে বয়স্যগণ পরিহৃত হইয়া মদন-নৃপতির গব্যদানছলে দানীরূপে সখীবেষ্টিতা শ্রীরাধাকে অবরোধ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণবেদীকে প্রণাম করি ॥ ৭৭ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণদানলীলা-প্রকাশনীং প্রসিদ্ধাং বেদীং স্তৌতি—ঘট্টেতি । তাং কৃষ্ণবেদীং কৃষ্ণোপবেশযোগ্যাং পরিচক্লুতা ভূমীং নৌমি স্তৌমি । তস্যাঃ কৃষ্ণসম্বন্ধং দ্যোতয়তি নাগরেন্দ্রো রসিক-শেখরঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্র বেদ্যাং প্রাতঃ সখিভিঃ সুবলাদিভিরভিতঃ সৰ্ব্বতো বেষ্টিতঃ সন্ নিজগণহতাং গান্ধৰ্বাং রাধাং সংরুরোধ আবৃতবান্ । কেন কিং প্রকারকৌতুহ্লা মদননৃপতেঃ কন্দর্পরাজস্য গব্য-দানচ্ছলে নবীনোদানী দানসাধনকৌতুহ্লা । কিন্তুতঃ ঘটক্রীড়ান্নাং দানসাধনলীলান্নাং কুতুকিতং কৌতুক-বিশিষ্টং মনো यस্য স তথা ॥ ৭৭ ॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে গোবর্ধন-দানঘাটীতে কৃষ্ণবেদীর বন্দনা করিতেছেন । যেখানে নাগর-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব দানীর বেশে দানছলে সখীগণসহ শ্রীরাধা-রাণীকে অবরোধ করিয়া অপূর্ব লীলাকৌতুক-বিস্তার করিয়াছিলেন । বসুদেব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অভ্যুদয়-নিমিত্ত শ্রীগোবর্ধনতটে শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে ভাণ্ডারীমুনির দ্বারা একটি মহতী যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন । যে সকল গোপনারী পুণ্য মন্তকে বহন করিয়া ঐ যজ্ঞে দ্ব্যুতদান করিবেন, তাহাদের স্বাভীষ্টলাভ সুনিশ্চিত । ব্রজে একথা সর্বত্রই প্রচারিত হইয়াছে । শ্রীরাধা রাণী সখীগণসঙ্গে স্বর্ণকুণ্ডে সুগন্ধিত নব্য-দ্ব্যুত মন্তকে বহন করিয়া গোবর্ধনের দিকে চলিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ শুকমুখে এই সংবাদ পাইয়া প্রিয়নর্ম সখীগণ-সঙ্গে গিরিরাজের উপর বিরাজমান প্রচণ্ড শ্যামবেদীতে দাঁড়াইয়া অনুপম দানঘাটী রচনা করত অবস্থান করিতেছেন ।

“জাত্বা তাসাং গমনমচিরং কীরবর্ষস্য বস্ত্রাৎ স্মিত্বা-নশ্ম-প্রিয়-সখগণৈরারূত সাবধানঃ ।

শৈলেন্দ্রসোপরি-পরিণসন্মুদ্র-শ্যামবেদ্যাং ঘটপটং বিদধদতুলং বল্লভাধীশ-সুনাঃ ॥”

(দানকেলিচিন্তামণি-১৫)

বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিতা, শিরোদেশে দ্ব্যুতপূর্ণ হেমকলসধারিণী শ্রীরাধা সখীগণে বেষ্টিতা হইয়া সুচারু মরালগতিতে যাইতেছেন দেখিয়া শ্যামসুন্দর বিমোহিত হইয়া ভাবিতেছেন—

“ফুল্লচম্পক-বল্লিকাবলিরিয়ং কিং নো ন সা জন্মমা

কিং বিদ্যুল্লতিকাততি নহি যনে সা থে ক্ষণদ্যোতিনী ।

কিং জ্যোতির্লহরী-সরিমহি ন সা মৃতিং বহেত্তদ্বৎ

জাতং জাতমসৌ সখীকুলরতা রাধা স্ফুটং প্রাকৃতি ॥” (ঐ-১৯)

“ইনি কি প্রফুল্লিতা চম্পকলতাবলী ? না, তাহা ত জঙ্গম নহে (চলিয়া বেড়ায় না), তবে কি ইনি বিদ্যুৎরাশি ? না, তাহা নয়, তাহা ত ক্ষণপ্রভা, তবে কি ইনি জ্যোতি-তরঙ্গের প্রবাহ ? কিন্তু তাহার তো কোন মূর্তি নাই। হ্যাঁ, এক্ষণে বুঝিয়াছি—সখীগণ বেষ্টিত শ্রীরাধাই এদিকে আসিতেছেন।” শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে প্রেমময়ী শ্রীরাধাও চমৎকৃত হইয়া সখীগণকে বলিতেছেন—

“কিং নবাস্থদ এষ ভব্যবদনাঃ ! কিং নীল-রত্নাকুরঃ

কিং নীলোৎপল-নব্যমুত্তিরপি কিং কস্তুরিকা-বিভ্রমঃ ।

আস্তেষ্ঠেষষ ন কোহপি হন্ত যদয়ং ন স্তাপয়েন্নির্ভরং

তস্মাদ্ গোকুলচন্দ্র এব ভবিতা শ্যামোহদ্ভুতঃ স্মাধরে ॥” (ঐ-২৫)

“হে পরমাসুন্দরী সখীগণ ! ইনি কি নবীন মেঘ ? অথবা ইন্দ্রনীলমণির অঙ্কুর ? কিম্বা নীলোৎপলের অভিনব মূর্তি ? অথবা কস্তুরিকার বিভ্রম ? হায় ! এইগুলির মধ্যে ইনি কোনটিই নহেন, যেহেতু আমাদেরকে যথেষ্ট তাপ দিতেছেন। অতএব আমার মনে হয়—শ্রীগিরিরাজের উপর অদ্ভুত শ্যামল গোকুলচন্দ্রমাই উদিত হইয়াছেন।”

শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে মনোহর ভাববিবশা শ্রীরাধা সখীসঙ্গে মত্তর গমনে চলিয়াছেন। ঘাটী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে যে, ও গোয়ালিনি ! আরে দান দিয়া যাও,—উচ্চৈঃস্বরে এইকথা বলিতে বলিতে ছুটিয়া গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন সুবল। রাস্তায় গরবিনীগণ বাহনাড়া দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, সেদিকে জ্রঞ্জেপ নাই। শ্রীমতীর প্রতিটি পদবিন্যাস শ্যামনাগরের মনের উপর অদ্ভুত প্রভাবজাল-বিস্তার করিতেছে ! ভূষণের ধ্বনিতে নাগর মুগ্ধ !! মস্ত-মুগ্ধের ন্যায় ছুটিয়া আসিতেছেন—মোহনিয়া দানী, হাতে বাঁশি, বদনে হাসি, নয়নে কটাক্ষ। ‘আমায় দান দিয়া যাও’ শ্রীমতীর সম্মুখে আসিয়া পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন নাগর। স্বামিনীর কি শোভা ! অপূর্ব কিলকিঞ্চিত ভাবের প্রকাশ !!

“অন্তঃ স্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণব্যাকীর্ণপক্ষ্মাকুরা

কিঞ্চিপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎসিন্তা পুরঃ কুঞ্চতি ।

রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুরব্যাভুগ্নতারোত্তরা

রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥”

(দানকলিকৌমুদী-১)

“দানঘাটীর পথে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধার যে দৃষ্টি অন্তরের আনন্দজনিত ঈষৎহাস্যে উজ্জ্বলতাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, নয়নের পক্ষসকল অশ্রুতকণদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, নয়নের প্রান্তভাগ অরুণ-বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, রসিকতায় যে দৃষ্টি উৎসিন্তা হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের আগ্রে যে দৃষ্টি কুঞ্চিত হইয়াছিল, নয়নের তারকাদ্বয় মধুরভাবে বক্স হইয়া অতি অপূর্ব শ্রী-ধারণ করিয়াছিল—কিলকিঞ্চিত-ভাবরূপ পুষ্পগুচ্ছে শোভিতা শ্রীরাধার সেই দৃষ্টি তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন।”

“কিলকিঞ্চিত ভাব-ভূষার গুণ বিবরণ । যে ভূষায়-ভূষিত রাধা হইবে কৃষ্ণ-মন ॥
 রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন । দানঘাটিপথে যবে বজ্জেন গমন ॥
 যবে আসি মানা করে পুষ্প-উঠাইতে । সখী-আগে চাহে যদি অঙ্গে হস্ত দিতে ॥
 এইসব স্থানে ‘কিলকিঞ্চিত’ উদ্গম । প্রথমেই হর্ষ সঞ্চারী মূল-কারণ ॥
 আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয় । অষ্টভাব-সন্নিমিলনে ‘মহাভাব’ হয় ॥
 গর্ব, অভিলাষ, ভয়, গুঞ্চ-রুদিত । ক্রোধ-অসুয়া-সহ আর মন্দমিত ॥
 নানা স্বাদু অষ্টভাবে একত্র মিলন । যাহার আশ্রমে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণ-মন ॥
 দধি-খণ্ড-ঘৃত-মধু-মরিচ-কপূর । এলাচি-মিলনে যৈছে ‘রসালী’ মধুর ॥
 এই ভাবষুভ দেখি রাধাস্য-নয়ন । সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ ॥” (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধারাগীর কিলকিঞ্চিতাদি অনির্বচনীয় ভাবমাধুরী আশ্রাদনের লোভেই শ্রীকৃষ্ণের দান-
 লীলাদি কোতুকের আবিষ্কার । সখীদের সঙ্গে শ্যামসুন্দরের কথা হইতেছে । স্বামিনী মৌনী । সখীগণ
 বলিতেছেন—‘গোবর্ধনে দানঘাটীর কথা ত কোনদিন শুনি নাই ।’ শ্যাম বলিতেছেন—‘কি আশ্চর্য !
 মদন মহাদানীন্দ্রের কথা আজ পর্যন্ত ইহারা শোনে নাই । এই কথা পুনরায় বলিও না, যদি মদনরাজ
 ইহা শুনিতে পান, তাহা হইলে কিন্তু গুরুতর রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইবে ।’ এই প্রকার মোহনিয়া
 দানীর শ্রীগান্ধারী এবং তাঁহার সখীগণ-সঙ্গে বিচিত্র শৃঙ্গারসময় পরিহাসরসের কত শত স্মৃতি যে কৃষ্ণ-
 বেদী-দর্শনে উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে । শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘সেই কৃষ্ণবেদীকে প্রণাম করি ।’

“রসিকেন্দ্র-চুড়ামণি, হৈয়া যেথা মহাদানী,
 দানলীলায় কুতুকিত-মনা ।
 প্রাতঃকালে সখাসঙ্গে, দান মাগে মহারঙ্গে,
 যথা রাধা-সঙ্গে ব্রজাঙ্গনা ॥
 মদনরাজের আজ্ঞাতে, দান দাও এ ঘাটেতে,
 লৈয়া যাও দধি, ঘৃত যত ।
 এত বলি নাগরেন্দ্র, হাস্য করি মৃদুমন্দ,
 অবরোধ কৈল গোপী-পথ ॥
 বন্দি ‘কৃষ্ণবেদী’ সেহ, যথা কৃষ্ণ সখাসহ,
 নিত্য রঙ্গে করেন বিহার ।
 শ্রীরাধিকা সখীসঙ্গে, কবে সেথা যা’ব রঙ্গে,
 হেন দিন কি হইবে আমার ?” ৭৭ ॥

নিভৃতমজনি যস্মাদাননিবৃতিরস্মিন্নত ইদমভিধানং প্রাপয়ন্তং সভায়াম্ ।
রসবিমুখ-নিগূঢ়ে তত্র তজ্জৈজ্ঞকবোদ্ধে সরসি ভবতু বাসো দাননিবর্তনেন ॥ ৭৮ ॥

অনুবাদ । যে সরোবর-তীরে অতি নির্জনে দানলীলা সমাপন হইয়াছিল, দানলীলার সভায় যিনি ‘দান-সরোবর’ নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, রস-বিমুখজনের নিগূঢ় ও একমাত্র রসিকজনের বেদ্য সেই দাননিবর্তনকুণ্ডতীরে আমার বাস হউক ॥ ৭৮ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণদানমিবাণ্ড তত্তৎ ক্রীড়া-সমাপকং দানসরোবরং স্তোতি—নিভূতেতি । তত্র সরসি সরোবরবিশেষে দাননিবর্তনেন দানলীলা-প্রবর্তনেন সহ বাসো ভবতু দানলীলা-সমকালীন ইত্যর্থঃ । হেতুমাং যস্মাদ্ভেতোরস্মিন্ সরসি নিভূতং সৰ্ব্বজনাগোচরং যথাস্যাভুত্থা দাননিবৃতির্দানলীলা-প্রবর্তনম-জনি জাতা । তস্মাৎ যৎ সর ইদম্ অনুভূতমভিধানং দানসর ইতি নাম তৎ সভায়াম্ তেষামনুভূতানাং তজ্জ্ঞানাং সদসি প্রাপ প্রাপ্তবৎ তস্মিন্ কিন্তুিতে রসবিমুখেষু তদ্ভদ্রসানভিজ্ঞেষু নিগূঢ়ে গুপ্তে । অথচ তজ্জ্ঞানাং সামান্যতো দানলীলাভিজ্ঞানাং মধ্যে যে একে কেবলান্তঃ সাহায্যকারিণশ্চৈবেদ্যে জ্ঞেয়ে । ‘একঃ সংখ্যান্তরে শ্রেষ্ঠে কেবলেতরয়োস্তি’তি মেদিনী ॥ ৭৮ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্নোকে দাননিবর্তনকুণ্ডের স্তব করিতেছেন । যে কুণ্ডের তীরে পরমরসময়ী দানলীলার সমাপ্তি হইয়াছিল । শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলার মাধুর্যের তুলনা নাই । শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিরহের মূর্তি শ্রীরঘুনাথের বিপুল বিরহ-পীড়া দর্শনে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির অগ্নিতাপে চিকিৎসার ন্যায় মাথুর-বিরহ-কাতরা শ্রীরাধার মহাবিপ্লবস্তরসপ্রচুর ললিতমাধব-নাটকখানি তাঁহাকে পাঠ করিতে দিয়াছিলেন । বিপ্লবস্তরসের প্রকটমূর্তি শ্রীল রঘুনাথ নাটকের মহা-বিপ্লবস্তাবক কাহিনীর পাঠে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এমনকি তাঁহার প্রাণান্তকর দশা উপস্থিত হইয়াছিল । তখন শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ সন্তোগরসময় দানকেলি-কৌমুদী রচনা করিয়া উহা রঘুনাথকে পড়িতে দিয়া শোধন-ব্যপদেশে ললিতমাধব নাটকখানি ফিরাইয়া আনেন । পরম মাধুর্যময় শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিহাসরস-নিধান দানলীলা-পাঠে শ্রীল রঘুনাথ এতই আশ্বাদন প্রাপ্ত হন যে, তিনি রসান্তরে মনো-নিবেশ করত দানকেলিকৌমুদীরই রসোদগার-স্বরূপ ‘দানকেলি-চিন্তামণি’ ও ‘মুক্তাচরিত’ নামক শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরিহাসরসময় সন্তোগাঙ্গক দুইটি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন । ইহাতেই দানলীলার রসাতিশয্যের অনুমান করা যাইতে পারে ।

দানলীলায় ঘাটীদানহলে শ্রীশ্রীরাধামাধবের পারস্পরিক প্রীতিরসের অপূর্ব আশ্বাদন । সসখী যুগলের শৃঙ্গাররসময় কত শত ভাবমাধুরীর উচ্ছলন ! শ্রীমতীর রূপমুগ্ধ দানী মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে যাইতেছেন । বলিতেছেন—‘যৌবন দান দাও’ । সখীগণ বলিতেছেন—‘যৌবনেরও কর আছে নাকি ?’ ‘আমার ঘাটীতে তাহাই দিতে হয়’—বলিতেছেন দানী । শ্রীমতী বলিতেছেন—

“দূরেষু তিষ্ঠ ন হি মাং স্পৃশ ধৃষ্ট ধৃত ! যান্তী সুযাগভবনং ব্রতিনীং পবিত্রাম্ ।
স্পৃষ্টং তবাদ্য মরুতাইপি মদীয়গব্যং শ্যামীভবন ভবিতা শুভযজ্ঞ-যোগ্যম্ ॥”

(দানকেলিচিন্তামণি-৪১)

‘হে ধৃষ্ট ! ধৃত ! দূরে থাকো । ব্রতচারিণী পবিত্রা সুযজ্ঞভবনে গমনকারিণী আমায় স্পর্শ করিও না । তোমার গায়ের বাতাস লাগিলেও আমার এই পবিত্র গব্য অশুদ্ধ হইয়া যাইবে । তাহা আর শুভযজ্ঞকার্যে ব্যবহৃত হইবে না ।’ শ্যাম বলিতেছেন—

“নিত্যং গব্বিণি ! বন্যবর্জনি মিশ্রাৎ সঙ্গোপ্য গব্যাদিক-

বিক্রীণাসি শর্তে ! ত্বমত্র পতিতা ভাগ্যেন হস্তেহদ্য মে ।

ত্বাং বন্ধোরুমনোজরাজ-পুরতো নেম্যাম্যবশ্যং তথা

প্রীত্যা যচ্ছতি মহ্যমেব স যথা তারুণ্যরত্নানিবঃ ॥” (ঐ-৩৭)

“হে গব্বিণি ! বনপথে ছলক্রমে গব্যাদি গোপন করিয়া নিত্যই বিক্রয় করিয়া থাক । হে শর্তে ! অদ্য ভাগ্যক্রমে তুমি এখানে আমার হস্তে পতিতা হইয়াছ । অতএব তোমায় বন্ধন করিয়া মন্থথরাজের গোচরে অবশ্যই আমি সেইভাবে উপস্থাপিত করিব, যাহাতে তিনি তোমাদের তারুণ্য-রত্নসমূহ আমাকেই প্রীতিভরে সমর্পণ করেন ।” এইকথা বলিয়া তাহাদের ধরিতে যাইতেছেন । ললিতা সম্মুখে আসিয়া আটোপভরে বলিতেছেন—‘আমি ভৈরবী—আমায় স্পর্শ কর দেখি ।’ দানীর আর অগ্রসর হইবার শক্তি নাই । সখীগণের দিকে চাহিয়া শ্রীরাধাকে দেখাইয়া বলিতেছেন—‘এখন যদি সঙ্গে অর্থ না থাকে, ইহাকে আমার কাছে বন্ধক রাখিয়া যাও, গব্যাদি বিক্রয় করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া যাইও ।’ সখীগণ বলিতেছেন—‘তাহা পারিব না ।’ ‘তবে কেমন করিয়া যাইবে যাও দেখি’—বলিয়া শ্যাম উদ্ধত-ভাব প্রকাশ করত পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলে সখীগণ সতয়ে অপসারিত হইলেন । শ্রীশ্রীরাধামাধব নিকটবর্তি কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিলাসরসসিন্ধুতে নিমগ্ন হইলেন ।

“দুহুঁ অবলোকনে, দুহুঁ পুলকায়িত,

লোচনে আনন্দ-লোর ।

রসের আবেশে দুহুঁ, যামে ভেল গদ গদ,

স্তবধ ভেল পুন ভোর ॥

অতসি-কুসুম-সম, শ্যাম-সুনায়ের,

নায়রি চম্পক-গোরী ।

নব-জলধরে জু, চাঁদ আগোরল,

ঐছে রহল শ্যামকোরি ॥

বিগলিত কেশ, কুসুম শিখিচন্দ্রক,

বিগলিত নীল-নিচোল ।” ইত্যাদি । (মহাজন)

সীরি-ব্রহ্মকদম্বখণ্ড-সুমারোবর-গৌরিকা-

জ্যোৎস্নামোক্ষণ-মাল্যহার-বিবুধারীক্ষধ্বজাত্যাখ্যা ।

যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি ভাস্তি পরিতো গোবর্দ্ধনাজ্জেরমু-
নৌড়ে চক্রকতীর্থ-দৈবতগিরি-শ্রীরত্নপীঠান্যপি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ । বলদেবকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, কদম্বখণ্ড, কুসুমসরোবর, রুদ্রকুণ্ড, অম্বরাকুণ্ড, গৌরী-
তীর্থ, চন্দ্রসরোবর, খণ-পাপমোচনকুণ্ড, মাল্যহারকুণ্ড, বিবুধারিকুণ্ড, ইন্দ্রধ্বজবেদি যে শ্রীগোবর্ধনের
চারিদিকে শোভা পাইতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং চক্রতীর্থ, দৈবগিরি, শ্রীরত্নপীঠসমূহকে আমি স্তব করি ॥ ৭৯

টীকা । কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণ-ক্ৰীড়াম্পদত্বে সরোবর-বিশেষান্ রত্নপীঠান্যপি স্তোতি—সীরীতি ।
গোবর্দ্ধনস্য পরিত্যক্ততুদিক্ক্ষু সীরীত্যাदि প্রসিদ্ধনাম্ণা যানি শ্রেষ্ঠসরাংসি সরোবরাণি ভাস্তি প্রকাশন্তে
অমুনি ঈড়ে স্তোমি । এবং চক্রকতীর্থে এতন্মাম্ণা প্রসিদ্ধে যো দৈবত-গিরিরেতন্মামা পব্বতস্তত্র যানি
শ্রীরত্নপীঠানি তান্যপীড়ে ইত্যম্বয়ঃ । তত্র সরোবর-নামানি সীরিসরঃ ব্রহ্মসরঃ কদম্বখণ্ডসরঃ রুদ্রসরঃ
অম্বরঃসরঃ গৌরিকাসরঃ জ্যোৎস্নামোক্ষণসরঃ মাল্যহারসরঃ বিবুধারিসরঃ ইন্দ্রধ্বজসরঃ ইত্যেতানি
জ্ঞেয়ানি ॥ ৭৯ ॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীগিরিরাজের চতুর্দিক্-স্থিত সরোবরাদি
তীর্থের স্তব করিতেছেন । শ্রীগোবিন্দের অতি বিচিত্র লীলাম্পদতীর্থ শ্রীগোবর্ধন । গো-চারণে গিয়া

এইভাবে সখীগণসহ যে সরোবর-তীরে নির্জনে দানকেলি-সম্পন্ন হইয়াছিল, শ্রীশ্রীরাধামাধব
ও সখীগণ-কর্তৃক তাহাই **দাননিবর্তন-কুণ্ড** নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন । রহস্যময় দানলীলা
রসবিমুখজনের নিগূঢ় ও একমাত্র মধুর-ভাবাশ্রয়ী লীলারস-রসিকজনেরই বেদ্য । যেখানে সেই মহা-
রহস্যময় সখা ও সখীগণসহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের দানলীলা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সেই রহস্যময় লীলার
অনুভবের নিমিত্ত শ্রীপাদ দাননিবর্তনকুণ্ডতীরে বসবাস কামনা করিতেছেন ।

“যেই সরোবর-তীরে,

গুঢ় দানলীলা করে,

নাম ধরে ‘দানসরোবর’ ।

দানলীলা অনভিজ্ঞ-,

জনের কণ্ঠ নহে গম্য,

সুরসিক-জনেরই গোচর ॥

এ বড় লালসা মনে,

দানলীলা-প্রবর্তনে,

থাকি যেন যুথেশ্বরী-সঙ্গে ।

দুহু লীলা-রঙ্গরস,

হবে মোর সরবস,

(সংক্ষেপ) । দানহলে ভেটিব গোবিন্দে ॥” ৭৮ ॥

সখাগণ-সঙ্গে এবং শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণ-সঙ্গে সেখানে নানাবিধ লীলারসাস্বাদন করেন লীলাময় । প্রতিটি লীলাস্থলীই তীর্থরূপে বিরাজিত ।

(৬) গোবর্ধনের প্রান্তবর্তি পরাসলি গ্রামের নৈখাতকোণে মহাতেজোময় বলদেবকুণ্ড বিরাজিত । যেখানে স্নান করিলে মানবের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে । ব্রহ্মকুণ্ডের বর্ণনা পুরাণে দৃষ্ট হয়—

“অত্র যাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মণা তোষিতো হরিঃ ।

ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানি চ সরাংসি চ ॥” (মথুরাখণ্ড)

অর্থাৎ ‘যেখানে ব্রহ্মাদ্বারা তোষিত হইয়া শ্রীহরি ক্রীড়া করেন, তথায় ব্রহ্মকুণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে । ইহার পাশ্বে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের সরোবরও বিরাজিত ।’ যথা—

“হৃদং তত্র মহাভাগে দ্রুমশূলমলতায়ুতম্ ।

চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ ॥

ইন্দ্রং পূর্ববর্গ পার্শ্ববর্গ যমতীর্থন্ত দক্ষিণে ।

বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু ॥

তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া ॥” (আদিবারাহ)

অর্থাৎ “হে মহাভাগে ! সেই গোবর্ধনে ব্রহ্ম-লতা-শূলম-শোভিত ব্রহ্মকুণ্ড নামক একটি হ্রদ আছে । সেই হ্রদে মহাপুণ্যময় ও শুভদ চারিটি তীর্থ বিরাজিত । হ্রদের পূর্বপাশ্বে ইন্দ্রতীর্থ, দক্ষিণে যমতীর্থ, পশ্চিমে বারুণতীর্থ এবং উত্তরে কুবেরতীর্থ অবস্থিত । আমিও সেই হ্রদমধ্যে অবস্থানপূর্বক ইচ্ছানুরূপ ক্রীড়া করিব ।” কদম্বখণ্ডিতে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আগমন-পথপানে চাহিয়া থাকেন । “এই যে কদম্বখণ্ডি—কৃষ্ণ এইখানে । চাহি রহে রাধিকাগমনপথ-পানে ॥” (ভক্তিরত্নাকর)

কুসুমসরোবরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুসুমচয়ন-লীলাকৌতুক হইয়া থাকে । “দেখহ কুসুম-সরোবর এই বনে । দোঁহার অদ্ভুতরস কুসুমচয়নে ॥” (৭) শ্রীরাধাকুণ্ডে মধ্যাহ্নলীলায় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের পূর্বে শ্রীরাধারানীকে শ্রীকৃষ্ণে আনয়নজন্য শ্রীকৃষ্ণ—বৃন্দাদেবী ও ধনিষ্ঠার সঙ্গে এখানে যুক্তি করিয়া থাকেন এবং শ্রীরাধারানীর প্রেরিতা তুলসী এখানেই শ্রীরাধার বার্তা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাসিত করেন ।

বৃন্দকুণ্ডে মহাদেব নির্জনবনে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াছিলেন । “দেখ বৃন্দকুণ্ড-শোভা নির্জন-কাননে । এথা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে ॥” (ভক্তিরত্নাকর-৫ম তরঙ্গ) অপ্সরাকুণ্ড গিরিরাজের অন্তে পুছরীর নিকট বিরাজিত । পরমভাগ্যবানগণই এইকুণ্ডে স্নানের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন । “দেখহ অপ্সরাকুণ্ড গোবর্ধন অন্তে । এথা স্নান করয়ে পরম ভাগ্যবন্তে ॥” (৮) গৌরীতীর্থে শ্রীশ্রীরাধামাধবের অদ্ভুত বিলাস হইয়া থাকে । এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ গৌরীবেশে জটীলা ও অভিমন্যুকে

বঞ্চনা করিয়া শ্রীরাধার সহিত বিলাস করিয়াছিলেন। গৌরীতীর্থেই অতিবিশাল ও মনোহর কদম্বরূক্ষ শ্রীযুগলের কেলিসদন, তথায় নীপকুণ্ড বিরাজিত। “পণ্ডিত উল্লাসে কহে—দেখ শ্রীনিবাস। এই গৌরী-তীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস ॥ গৌরীতীর্থে নীপরূক্ষরাজ মনোহর। নীপকুণ্ড দেখ এই পরম সুন্দর ॥” (৫)

চন্দ্রসরোবর পরাসলি গ্রামের নিকটবর্তি, পরাসলিতে বসন্তরাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এখানে বিশ্রাম করেন। “এই দেখ চন্দ্রসরোবর অনুপম। এথা রাসাবেশে কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥” (৫) এখানে শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণে শ্রীরাধার বেশ-রচনা করেন। সরোবরের নৈঋতকোণে শিঙ্গারমন্দির এবং অগ্নিকোণে শ্রীরাসমণ্ডল। ‘মোক্ষণকুণ্ড’ অর্থে ভক্তিরঙ্গাকরে এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় ‘ঋণপাপমোচনকুণ্ড’ বলা হইয়াছে। ঋণপাপমোচনকুণ্ডে স্নান করিলে ঋণজনিত পাপ মোচন হইয়া থাকে। “এ ঋণ মোচন পাপমোচন আখ্যান। ঋণপাপ মুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান ॥” (৫)

শ্রীরাধাকুণ্ডে **মাল্যহারকুণ্ড** বিরাজিত। একদা দীপান্বিতা তিথিতে এখানে শ্রীরাধা ললিতাদি সখীগণসহ মূক্তার মালা গুচ্ছন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আসিয়া তাঁহার গাভীকে সাজাইবার জন্য তাঁহাদের নিকট মুক্তা চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মুক্তা না দিলে শ্রীকৃষ্ণ মূক্তার চাম করিয়া অপূর্ব মূক্তাফল ফলান। তদর্শনে শ্রীরাধাদি গোপীগণও মূক্তার চাম করিলে তাহা হইতে কণ্টকরূক্ষ জন্মান্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট মূক্তার ক্রয়-বিক্রয়হলে শ্রীরাধামাধবের অদ্ভুত বিলাস-মাধুর্যের প্রকাশ হয়। শ্রীমৎ রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ ‘মুক্তাচরিত’ গ্রন্থে এই রহস্যময় লীলা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। “এই মাল্যহারি কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস। মূক্তা-মালা-হলে এথা অদ্ভুত বিলাস ॥ শ্রীমুক্তাচরিত গ্রন্থে এসব বিচারি। বণিলা শ্রীরঘুনাথদাস কৃপা করি ॥” (৫) **বিবুধারিকুণ্ড** অর্থে শ্রীভক্তিরঙ্গাকরে অরিষ্টকুণ্ড বা শ্যামকুণ্ড বলা হইয়াছে। **ইন্দ্রধ্বজবেদীতে** শ্রীনন্দমহারাজ ইন্দ্রপূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ সপ্তমবর্ষ বয়সে এখানে আসিয়া শ্রীনন্দমহারাজের ইন্দ্রপূজার উদ্যম দর্শন করত ইন্দ্রপূজার বিনিময়ে গোবর্ধনযাগ-প্রবর্তন করেন। “ইন্দ্রধ্বজবেদী এই—এথা নন্দরায়। করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্বলোকে গায় ॥” (৫)

চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ স্থান, এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের হিন্দোলালীলা হইয়া থাকে। চক্রতীর্থ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামিপাদকে এখানে বসবাস করিবার আজ্ঞা দান করেন। শ্রীল সনাতন তথায় বসবাস করিয়া প্রত্যহ গিরিরাজ পরিক্রমার নিয়ম করিলে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার পরিশ্রম দর্শনে গোপ-বালকের বেশে স্থায় পদচিহ্নযুক্ত শিলা দিয়া তাহা পরিক্রমা করিলেই গিরিরাজ-পরিক্রমা হইবে বলিয়া অন্তর্হিত হন। শ্রীভক্তিরঙ্গাকরে বর্ণিত আছে—

“এই চক্রতীর্থ দেখ ওহে শ্রীনিবাস। ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥

চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্ধনে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলা-ক্রীড়া হয় এইখানে ॥

ওহে শ্রীনিবাস শ্রীগোস্বামী সনাতনে । চক্রতীর্থ আজ্ঞা কৈল রহিতে এখানে ॥
 এথা বাস কৈল অতি উল্লাস অন্তরে । এই দেখ তাঁর কুটী বনের ভিতরে ॥
 প্রতিদিন গোবর্ধন পরিক্রমা তাঁর । ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ ঐছে শক্তি কার ॥
 রুদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি' গোপীনাথ । গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥
 সনাতন তনু-ঘর্ম্ম 'নিবারি' যতনে । অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে ॥
 'রুদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা । ওহে স্বামি, যে কহি তা' অবশ্য মানিবা ॥'
 সনাতন কহে—কহ, মানিব জানিয়া । শুনি' গোপ গোবর্দ্ধনে চড়িলেন গিয়া ॥
 নিজ পদচিহ্ন গোবর্দ্ধন-শিলা আনি' । সনাতনে কহে পুনঃ সুমধুর বাণী ॥
 "ওহে স্বামি, এই লহ কৃষ্ণপদচিহ্ন । আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিণ ॥
 সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইবে ইহাতে । এত কহি শিলা আনি' দিলেন কুটীতে ॥
 শিলা সমপিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন । বালকে না দেখি' ব্যগ্র হৈল সনাতন ॥
 সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে । নিজ পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥
 সনাতন নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈলা । করি' কত খেদ চিত্তে ধৈর্য্যাবলম্বিলা ॥"

শ্রীসুন্দাবনে শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নযুক্ত শিলা বিরাজমান থাকিয়া এই চক্রতীর্থের
 অহিমা ঘোষণা করিতেছেন ।

দৈবতগিরি অর্থে ভক্তিরত্নাকরে গোবর্ধনগিরির কথাই উল্লেখ রহিয়াছে । **রত্নপীঠ** বলিতে
 শঙ্খচূড়বধের পূর্বে যে রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধাধারী আসীন ছিলেন এবং শঙ্খচূড় সিংহাসনসহ শ্রীরাধাকে
 লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে নিধন করেন । "এই রত্নসিংহাসন ইথে বহু কথা ।
 রত্নসিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিল এথা ॥ শঙ্খচূড়-বধের কারণ এথা হৈতে । যৈছে কৃষ্ণ বধে তা' বিদিত
 ভাগবতে ॥" (এ) শ্রীল রঘুনাথ বলিতেছেন—"গিরিরাজের চারিপাশ্বে ঐসকল তীর্থগণের আমি স্তব করি ।"

"গোবর্দ্ধন-চারিধারে, যেই সব সরোবরে,
 সীরিকুণ্ড কদম্বখণ্ড আদি ।

অপ্সরা রুদ্ধ গৌরী, মাল্যহার বিবুধারি,
 জ্যোৎস্না-মোক্ষণ ইন্দ্রধ্বজবেদী ॥

যেই চক্রতীর্থ, শ্রীদৈবত পর্বত
 রত্নপীঠাদি যত শোভে ।

নিত্য মুণ্ডি স্তব করি, সেই লীলা মনোহারী,
 দর্শন করিব এই লোভে ॥"৭৯॥

অহো দোলাক্রীড়া-রসবরভরোংফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগাঙ্কর্বাগিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।
সখীরন্দং যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধং গোবিন্দস্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥৮০॥

অনুবাদ। হিন্দোলালীলার রসভরে উৎফুল্ল-বদন শ্রীশ্রীগাঙ্কর্বা-গিরিধারীকে যেখানে সখীগণ প্রতি বসন্তে মহাহর্ষভরে বারম্বার আন্দোলিত করেন, সেই প্রসিদ্ধ ও মহৎ গোবিন্দস্থলকে আমি ভজন করি ॥৮০॥

টীকা। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-দোললীলাস্পদং স্থানবিশেষং স্তোতি-অহো ইতি। ইদং দৃগ্গোচরং তৎ প্রসিদ্ধং সর্বজন-প্রতীতম্ উদারং মহৎ গোবিন্দস্থানং বত সন্তুষ্ট্যা ভজে সেবে। ‘বতা মন্ত্রণ সন্তোষ খেদানুক্ৰোশ-বিস্ময়ে’ ইতি মেদিনী। তৎ সেবনপ্রয়োজনমাহ—যত্র গোবিন্দস্থলে সখীরন্দং ললিতাদি সখীসমূহঃ প্রতিমধু সকলবসন্তে গাঙ্কর্বাগিরিবরধরৌ রাধাগোবিন্দৌ কর্মভূতৌ মুহুর্বারং বারমান্দোলয়তি নিশ্চয়ং দোলয়তি। কিম্ভূতং সখীরন্দং প্রকটিতমুৎপ্রকটিতা তৎ-ক্রিয়াসু প্রচারিতা-মুৎপ্রীতির্যেন তৎ। প্রকটিত মুদা দোলয়তীতি পাঠে মুদেতি তৃতীয়ান্তম্। আঙ্ জ্ঞান নিশ্চয় স্মৃত্যোরিতি মেদিনী। কিম্ভূতৌ অহো প্রশস্তা যা দোলায়াং ক্রীড়া তত্র যো রসবরস্য মধুররসস্য ভরোহতিশয়ন্তেন প্রফুল্লবদনে মুখে যয়োস্তৌ ॥৮০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ এইশ্লোকে শ্রীরন্দাবনের শ্রেষ্ঠস্থান শ্রীগোবিন্দস্থলীর বন্দনা করিতেছে। যাহার উত্তরে যমুনা প্রবাহিতা হইয়া পূর্বে ও পশ্চিমে দুইটি নির্বাররূপ বাহুদ্বারা গোবিন্দ-স্থলীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উহা ক্রমোন্নত। মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাযোগপীঠ মণিমন্দির বিরাজিত। উহা চারিকোণে চারিটি কল্পরক্ষদ্বারা বেষ্টিত। তাহার অভ্যন্তরে চারিদিকে চারিটি কুঞ্জ ও চারিকোণে চারিটি মণ্ডপ বিরাজিত। উত্তরে শ্বেতাম্বুজকুঞ্জ, এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পাণা-ক্রীড়া হয়, পূর্বে নীলাম্বুজকুঞ্জে তাঁহাদের বেশভূষা হয়, দক্ষিণে অরুণাম্বুজকুঞ্জে ভোজন হয় ও পশ্চিমে হেমাম্বুজকুঞ্জে শয়নলীলা হইয়া থাকে। ঈশানকোণে মাধবীমণ্ডপ, অগ্নিকোণে মালতীমণ্ডপ, নৈঋতে নবমল্লিকা ও বায়ুকোণে স্বর্ণযুথী-মণ্ডপ বিরাজিত। তাহার বাহিরে মণ্ডলাকারে অষ্টসখীর কুঞ্জ। তাহার বহির্মণ্ডলে ঘোড়শ, বক্ৰিশ, চৌষটি ইত্যাদি ক্রমে সহস্রসখীর কুঞ্জ বিরাজমান। তাহার বহির্ভাগে মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ হেমস্থলী, কদলীবন, ফুলবন, ফলবন, ষড়্ খাতুবন, গুবাকবন, নারিকেলবন। তাহার বহির্ভাগে যমুনা বা যমুনানির্ব্বার দ্বারা বেষ্টিত মনোরম শোভাময় গোবিন্দস্থল।

প্রতি বসন্ত ঋতুতে এখানে শ্রীরাধামাধবের হিন্দোলালীলা হইয়া থাকে। সখীগণ যুগলমাধুরী গান করিতে করিতে পুষ্পাবলীর আরাব্লিকদ্বারা রসিক-মিথুনের বদনকমল নির্মল করত রত্নমণিময় হিন্দোলায় তাঁহাদের আরোহণ করান। আরোহণকালীন বিপর্যস্ত তাঁহাদের হার, উষ্মীষাদি সুস্থির

করিয়া প্রথমতঃ তাহুল ও মালা-চন্দনাদির চর্চাদ্বারা পরিচর্যা করেন। দুই প্রাণসখী কাঞ্চিসহ শাটীর অঞ্চল ধরিয়া ঈষৎ নমিতা হইয়া দোলা গ্রহণপূর্বক আন্দোলিত করিতে থাকেন। উভয়ে উভয়ের বাহুর দ্বারা আলিসিত। শ্রীকৃষ্ণের আজানুলব্ধিত বাহু শ্রীমতীর বামকন্ধের উপর বক্ষঃ পর্ষত্ত বিন্যস্ত। শ্রীমতী দক্ষিণবাহুদ্বারা শ্যামের কটিদেশ অবলম্বন করিয়া আছেন। উভয়েই পরস্পরের বদনমাধুরী দর্শনে রসভরে উৎফুল্লিত। পরমহর্ষভরে সখীগণ বারম্বার যুগলকে আন্দোলিত করিতেছেন।

“ঝুলত শ্যাম গোরী বাম
আনন্দ-রঙ্গে মাতিয়া।
ঈষত হাসিত রতস-কেলি ঝুলায়ত সব সখিনী মেলি
গাওত কত ভাতিয়া ॥
হেম মণিশ্রুত বর হি ডোর রচিত কুসুম-গন্ধে জোর
পড়ত ব্রমর পাঁতিয়া।
নবীন লতায় জড়িত ডাল বৃন্দা-বিপিন শোভিত ভাল
চাঁদ-উজোর রাতিয়া ॥
নবম্বন-তনু দোলয়ে শ্যাম রাই সঙ্গে ঝুলত বাম
তড়িত জড়িত কাঁতিয়া।
ভারামণি চন্দ্রহার ঝুলিতে দোলিত গলে দোঁহার
হিলন দুঁহক গাতিয়া ॥
ধিধিকট ধিয়া তাথেয়া বোল বাজে মৃদঙ্গ মোহন রোল
তিনিনা তিনিনা তা তিয়া।
ভেদ পবন গ্রাম-পুর ঘোর শবদ জীল সুর
বরণ নাহিক যাতিয়া ॥
মণি আভরণ কিঙ্কণী বক্ষ ঝুলনে বাজয়ে ঝানুর ঝঙ্ক
ঝন ঝন ঝাঁতিয়া।
রাধামোহন-চরণে আশ কেবল ভরসা উদ্ধব দাস
রচিত পুরিত ছাতিয়া ॥” (পদকল্পতরু)

শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকভরে দোলায় বেগ বৃদ্ধি করিতে থাকিলে শ্রীরাধা পতনশঙ্কায় ভীতা হইতে লাগিলেন। সখীগণ এতবেগে দুলাইতে শ্যামকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা না শুনিয়াও দোলায় বেগ ক্রমশই বর্ধিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীরাধার বেণীবন্ধন শিথিল হইল, অবগুণ্ঠন আর রহিল না, বসন-ভূষণাদি বিপর্যস্ত হইয়া পেল। শ্রীমতীর তাত্কালিক রূপমাধুরী দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ

প্রিয়াং প্রিয়-প্রাণবয়স্যবর্গে ধূতাপরাধং কিল কালিয়ং তন্ম্ ।
যত্রাদ্ধং পাদতলে নৃত্যন্ হরির্ভজে তং কিল কালিয়ং হৃদম্ ॥৮১॥

অনুবাদ । প্রাণাধিক প্রিয়তম স্বীয় সখাবর্গের নিকট কৃতাপরাধ কালিয়কে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে পাদপ্রহারে বিমদিত করিয়াছিলেন, সেই কালিয়হৃদকে আমি ভজন করি ॥৮১॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণস্য পরমকৌতুকবিহার-সাধনত্বেন কালিয়হৃদং ভোতি—প্রিয়েতি । তং কালিয়-হৃদং কিলানুনয়-পূর্বকং ভজে তীর্থশিলাদি সংস্কারেণ সেবে । কিল শব্দস্ত বার্ত্তায়াং সম্ভাব্যানুনয়ার্থয়ো-রিত্তি মেদিনী । ভজন-প্রয়োজনমাহ হরিনন্দনন্দনো নৃত্যন্ সন্ পাদতলে চরণাধোভাগেন তং প্রসিদ্ধং কালিয়ম্ আদয়ৎ অপীড়য়ৎ । কিন্তু তং ন প্রিয়াঃ প্রাণা যস্মাৎ সোহপ্রিয়-প্রাণঃ সচাসৌ বয়স্য বর্গশ্চেতি ততঃ প্রিয় ইত্যনেন কর্ম্মধারয়ঃ । তস্মিন্ ধূতাপরাধং কিল সম্ভাবনীয়ং কৃতাপরাধত্বেন সম্ভাব্য-মিত্যর্থঃ । প্রিয় শব্দস্য সাধারণার্থত্বেন পুনরুক্তত্বারূপোহর্থদোষো মন্তব্যঃ প্রিয়াৎ প্রিয়েত্যাদি পাঠে প্রিয়াৎ প্রেমাস্পদাদপি প্রিয়ো যঃ প্রাণঃ স ইব যো বয়স্যবর্গ-ভূত্বিমিত্তি ॥৮১॥

আরও দোলার বেগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, তাহাতে ভীতি-বিহ্বলা শ্রীরাধা বাহুবল্লীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিলেন । শ্রীকৃষ্ণ তখন দোলারজু পরিত্যাগ করত দুই বাহুদ্বারা ভীতা শ্রীমতীকে বক্ষে-জড়াইয়া ধরিয়া পদদ্বারা হিন্দোলা ঝুলাইতে লাগিলেন । এইরূপে দোলার উপর শ্রীমুতিযুগল নিবিড় আলিঙ্গনপাশবদ্ধ হইয়া উভয়ে যেন একীভূত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । মনে হয় যেন একরুত্তে বিকসিত চম্পক ও ইন্দীবর নিবিড় সংযোগপ্রাপ্ত হইয়া মলয়হিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া নিরুপম মঞ্জুসুষমা বিকাশ করিতেছে !! শ্রীযুগলের তাৎকালিক লীলামাধুরী দর্শনে সখীগণ আনন্দসায়রে নিমজ্জিতা হইলেন । দোলালীলা অন্তে সখীগণ হিন্দোলা হইতে যুগলকে নামাইয়া তাহাদের বেশভূষা এবং ফল-মলাদি ভোজন করাইয়া সেবা করিয়া থাকেন । এই প্রকার অপরূপ হিন্দোলালীলার সুপ্রসিদ্ধ ও মহা-হিমান্বিত স্থান শ্রীগোবিন্দস্থলীর ভজন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ ।

“দোলাক্রীড়া রসভরে, রতন-হিন্দোলা পরে,

রাধা-সনে শ্রীরাধারমণ ।

উৎফুল্ল বদনশোভা, দরশন মনলোভা,

মাতিয়াছে যত সখীগণ ॥

সময় বসন্তকালে, সব সখীগণ মিলে,

আন্দোলিত করিছে হিন্দোল ।

সুখময় সেইস্থানে, ভজি নিত্য শুদ্ধমনে,

সুপ্রসিদ্ধ সে গোবিন্দস্থল ॥”৮০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে শ্রীপাদ কালিয়হুদের স্তুতি করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয় তাঁহার সখাবর্গ কালিয়হুদের বিষদূষিত জলপানে প্রাণত্যাগ করত হৃদতীরে নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অমৃতবর্ষি দৃষ্টিদ্বারা পুনর্জীবিত করেন । এইজন্যই বলা হইয়াছে—কালিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রাণপ্রিয় সখাবর্গের নিকট অপরাধ করিয়াছিল । এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—

“অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ । দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্তা বিষদূষিতম্ ॥

বিষাস্তদন্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ । নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্বো সলিলান্তে কুরুদ্বহ ॥

বীক্স তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ । ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥”

(ভাঃ ১০।১৫।৪৯-৫১)

“শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন— হে রাজন্ ! গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রতাপে পীড়িত ও তৃষার্ত হইয়া গো এবং গোপবালকগণ কালিয়সর্পের বিষদূষিত যমুনার জল পান করিল । দৈবহত-বুদ্ধি গোপবালকগণ এবং গো-গণ সেই বিষজল পান করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল এবং যমুনাতীরে নিপতিত হইল । যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই অনন্যগতি গো ও গোপবালকগণকে এইভাবে মৃত ও যমুনাতীরে নিপতিত দর্শনে তৎক্ষণাৎ অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের পুনর্জীবিত করিলেন ।”

শ্রীকৃষ্ণ প্রাণপ্রিয় সখাগণ ও গো-গণের এই দশা দর্শনে পুনরায় তাঁহার প্রিয়-পার্ষদগণের এই মহাবিশ্বাস্তজলে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা করিয়া কালিয়হুদের তীরবর্তি মহাকদম্বরূক্ষ হইতে কালিয়হুদে বাষ্পপ্রদান করেন এবং নিশ্চেষ্টভাবে ক্রুদ্ধ কালিয়ের ভোগ-বেষ্টনীর মধ্যে কিয়ৎকাল অবস্থান করেন । অনন্তর তাঁহার এই অবস্থা দর্শনে মুহিতপ্রায় সখাগণ, গো-গণ এবং দৈবিক উৎপাত-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টাশঙ্কায় হৃদতীরে সমাগত মাতা-পিতা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের দুঃখ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ সহসা কালিয়ের ভোগবেষ্টনী হইতে নির্গত হইয়া কালিয়ের মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্যের দ্বারা তাহাকে বিমদিত করেন । এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৬।২৬-৩০) বর্ণিত—

“এবং পরিত্রমহতৌজসমুন্নতাংসমানম্য তৎপৃথুশিরঃ স্বধিরাক্ত আদ্যাঃ ।

তন্মুদ্রাং রত্ননিকরম্পর্শাতিতাম্র-পাদাম্বুজোহখিলকলাদিগুরুর্ননভ ॥

তং নভুঁমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়গন্ধর্বসিদ্ধসুরচারণদেববধঃ ।

প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥

যদ্যচ্ছিরো ন নমতেহঙ্গ শতৈকশীর্ষস্তত্তন্যমদং খরদশুধরোহুগ্নিপাতৈঃ ।

ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোহসৃণ্ডনস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ ॥

তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্রমতঃ শিরঃসু যদ্যৎ সমুন্নমতি নিঃস্বসতো রুষোচ্চৈঃ ।

নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভুব পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ ॥

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্ধফণাসহস্রো রক্তং মুখৈরুৰুৰমন্ নৃপ ভগ্নগাষ্ঠঃ ।

স্মৃদ্ধা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম ॥”

“কালিয় বহুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিয়া যখন হীনবল হইয়া পড়িল, শ্রীকৃষ্ণ তখন বামহস্তে তাহার উন্নত ফণা অবনত করিয়া তাহার সুবিস্তৃত মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন এবং সেই অখিল নৃত্যগীতাদির কলাগুরু শ্রীকৃষ্ণ কালিয়মস্তকোস্থিত রত্ননিকরোদ্ভাসিত অরণ্যচরণে কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়মস্তকে নৃত্য করিতে দেখিয়া তাহার গরুড়-বিশ্বক্সেনাদি পার্শ্বদগণ এবং গন্ধর্ব, সিদ্ধ, দেবতা চারণ ও দেববধুগণ পরমানন্দে মৃদঙ্গ-পগবাদি বাদ্য, গীত, কুসুমবর্ষণ এবং স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। মৃতপ্রায় অবস্থায় ভ্রাম্যমান শতফণাধারী কালিয়ের যে মস্তক নত না হয়, খলদগুধারী শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছন্দে, পদাঘাত করিয়া তাহা বিমদিত করেন। ইহাতে কালিয়ের মুখ ও নাসাবিবর হইতে রক্তবমন হইতে লাগিল এবং সে অতিশয় ব্যথিত ও মোহপ্রাপ্ত হইল। তখন সে ক্রোধে অধীর হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং তাহার চক্ষু হইতে নিরর্গল গরল-রাশি উদ্গীর্ণ হইতে লাগিল। দেবগণের পুষ্পবর্ষণাদিতে প্রসন্ন হইয়া পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেন তাহাদের হিতার্থে কালিয়ের যে মস্তক নত না হয়, নৃত্যচ্ছলে পদাঘাত করিয়া তাহার সেই সেই মস্তক নত করিয়া তাহাকে দমন করিলেন। হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র তাণ্ডবে কালিয়ের ছত্রাকৃতি সহস্রফণা ভগ্ন হইয়া গেল এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচুর্ণিতপ্রায় হইয়া গেল, তাহার মুখ হইতে প্রবলবেগে রক্তবমন হইতে লাগিল। তখন সে নিজ মস্তকস্থিত সর্বনিয়ন্তা, পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করিয়া তাহার চরণে শরণ-গ্রহণ করিল।” শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের সেই কালিয়-দমনলীলা যেখানে সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই কালিয়হৃদকে আমি অনর্থনাশ ও স্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্য ভজন করি। যেমন শ্রীমৎ রূপগোস্থামিপাদ তাহার স্তবমালা গ্রন্থে কালিয়দমন-লীলা অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া পরিশেষে লিখিয়াছেন—

“কামং দামোদর মম মনঃ পন্নগঃ পীনভোগো দুষ্টাশীর্ভিঃ কুটিলবলনৈঃ ক্ষোভয়ত্যেষ লোকম্ ।

তদ্বিক্রান্তস্তমুদিতপদদ্বন্দ্বপঙ্কেতহাক্ষং কুবর্বন্ দবীকরদমন হে তাণ্ডবৈর্দণ্ড্যামু ॥”

অর্থাৎ “হে কালিয়নিগ্রহকারিন্! আপনার কালিয়দমন-লীলায় কালিয়সর্প যথোচিতভাবে নিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেই আপনার সর্পদমনলীলা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কালিয় অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কুটিল এবং বিষময় আমার মনোরূপ মহাসর্প আমার হৃদয় মহাহৃদে অবস্থান করিতেছে এবং শত সহস্র বাসনারূপ ফণা বিস্তার করিয়া সর্বদাই আশ্ফালন করিতেছে। কালিয়ের অতি স্থূল, সুবিস্তৃত এবং প্রবল শতভোগ অপেক্ষা আমার বিষয়বাসনারূপ ফণাসমূহ কোন অংশেই ন্যূন নহে। কালিয় যেমন তাহার বিষময় দন্ত এবং স্বভাবসিদ্ধ কুটিলগমনে সকলেরই অনিষ্ট করিত, তদ্রূপ আমার মনোরূপ মহাসর্পও নানাবিধ ভোগেচ্ছারূপ বিষময় দন্তপঙ্ক্তি এবং অপরের অনিষ্ট

সূর্য্যদ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত' উগ্রাতপ-
 ভক্তিপ্রমভরুদারচরিতঃ শ্রীমাণ্মদা সেবিতঃ ।
 যত্র শ্রীপুরুষৈঃ ঋণং পশুকুলৈরাবেষ্টিতো রাজতে
 স্নেহদ্বাদশসূর্য্য-নাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে ॥৮২॥

অনুবাদ । যেখানে উদারলীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ (কালিয়হুদে প্রবেশহেতু) অতি শীতার্ত হইয়া দ্বাদশ সূর্য্যকর্তৃক প্রেমভক্তিভরে ও আনন্দে প্রথরতাপদানদ্বারা সেবিত হইয়াছিলেন এবং কলরব-সমন্বিত নরনারী ও গো-সকলদ্বারা স্নেহভরে বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন; সেই দ্বাদশসূর্য্য নামক তীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি ॥৮২॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণপ্রকটিতং দ্বাদশসূর্য্যসংজ্ঞং তীর্থবিশেষং শ্রোতি—সূর্য্যৈরিত্যি । তদিদং দৃগ্-গোচরং দ্বাদশসূর্য্য-নামতীর্থং সদা সর্বকালং সংশ্রয়ে সেবে । তস্য তীর্থত্বে প্রয়োজনমাহ—যত্র তীর্থং স্নেহৈঃ প্রেমভিঃ শ্রীপুরুষৈঃ ঋণং পশুকুলৈশ্চ আবেষ্টিতং সম্যবেষ্টিতং শীতার্তো'মুররিপুঃ শ্রীকৃষ্ণো দ্বাদশভিঃ সূর্য্যৈঃ কতৃভিঃ প্রেমভক্তিভরৈরুগ্রাতপৈঃ করণৈর্মুদা হর্ষণে পরমতিশয়ং যথাস্যাত্তথা সেবিতঃ সন্ রাজতে প্রকাশতে ইত্যম্বয়ঃ । ননু স্বেয়ং ভগবত্ত্বেন মুররিপোঃ কুতঃ শীতার্ত'ত্বঃ তত্রাহ । উদার-চরিতঃ উদারং পরমেশ্বরত্বেইপি নরলীলৌপয়িকেন মনোহরং চরিত্রং লীলা যস্য সং । ঋণন্তি শব্দায়মানানি যানি পশুকুলানি তৈঃ । উক্তাবানন্দমগ্নাদেঃ স্যান্মন্যনপদতা গুণ ইতি বচনেন ঋণং পশুকুলৈরিত্যত্র

চিত্তরূপ কুটিলগতিতে সর্বদাই অপরের অনিষ্ট-সাধন করিয়া থাকে । অতএব হে পরম পরাক্রম-শালিন্ ! আপনি যেমন বিচিত্র তাণ্ডবচ্ছলে কালিয়ের শতফণা ভগ্ন করিয়া তাহাকে দমন করিয়াছেন এবং তাহার মস্তকে শ্রীচরণচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, তদ্রূপ আমার মনোরূপ মহাসর্পের শত সহস্র বাসনা-ফণা ভগ্ন করিয়া দিন এবং ইহার মস্তকে আপনার শ্রীচরণচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া চিরতরে ইহাকে কৃতার্থ করুন ।” শ্রীপাদ রঘুনাত্হ বলিতেছেন—

“প্রিয়তম প্রেমাস্পদ,

প্রাণাধিক সখা যত,

তাঁহা-প্রতি অপরাধ হেতু ।

কৃষ্ণ যেথা নৃত্য করি,

কালিয়ের শিরোপরি,

বিমদিত কৈল ধর্ম্মসেতু ॥

সেই ত কালিয়হুদ,

সর্বকালে সুখপ্রদ,

জল যা'র অমৃত-সমান ।

কৃষ্ণে সেথা গোচারণে,

নিত্য পাব দরশনে,

ভজি নিত্য করি স্নান পান ॥’৮১॥

সমুচ্চয়বোধক চকারাভাবরূপ ন্যূনপদতা গুণঃ। যদ্বা যন্মতে অদ্রব্যবাচিনা-মব্যয়ানাং ন পদত্বং তন্মতমবলম্ব্য ন ন্যূনপদতা ॥৮২॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে দ্বাদশ আদিত্য-তীর্থের শুব করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ যাবৎ কালিয়হুদে অবস্থান ও সন্তরণাদি করিয়া কালিয়দমন করত যখন হুদ হইতে তীরে আগমন করেন, তখন অতিশয় শীতাত হইয়া কম্পিত হইতে থাকেন। তিনি উদার-চরিত বা নরলীলাপরায়ণ। কালিয়দমনে সব ব্রজবাসীর সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণের নিরতিশয় ঐশ্বর্য-প্রকাশ পাইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রজবাসিগণের নিকট সেই ঐশ্বর্য মধুর বা আশ্বাদ্য হইয়াই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাই মাধুর্যজ্ঞানের স্বভাব। “ঈশ্বরোইয়মিত্যনুসন্ধানেহপি হৃৎকম্পজনকসম্ভ্রমগন্ধস্যানুগমাৎ স্বীয়ভাব-স্যাতিস্থৈর্য্যমেব যদুৎপাদয়তি তন্মাধুর্যজ্ঞানম্” (রাগবর্তচন্দ্রিকা-২।৫) অর্থাৎ ‘ইনি ঈশ্বর’ এইরূপ অনুসন্ধান থাকিলেও যাহাতে হৃৎকম্পজনক সম্ভ্রম বা গৌরবাদির উদয় না হইয়া, “মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি” এই স্বাভাবিক বন্ধুভাবই স্থির থাকে, তাহাকেই ‘মাধুর্যজ্ঞান’ বলা হয়। জগতেও দেখা যায়, কোন মাতার সন্তান পৃথিবীপতি হইলে জননীর পুত্রভাবে শৈথিল্য হয় না বরং পুত্রভাবে অধিকতর দৃঢ়তাই জন্মে। “যথা প্রাকৃত্যা অপি মাতুঃ পুত্রস্য পৃথুীশ্বরত্বে সতি তৎপুত্রভাবঃ স্ফীত এবাবভাতি।” (ঐ)

ভক্তের প্রেম স্বীয় ভাবানুরূপ শ্রীভগবানের স্বভাবের উদ্গম ঘটায়, তাই ব্রজভক্তগণের মাধুর্য জ্ঞানানুরূপ এখানে শ্রীকৃষ্ণেরও মাধুর্যলীলার অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। “যথা পুতনাপ্রাণহারিত্বেহপি স্তনচুষণলক্ষণনরবাললীলত্বমেব। মহাকঠোরশকটক্ষেপাটনেহ্যতিসুকুমারচরণত্বেমাসিক্যোত্তানশায়িবাল-লীলত্বম্। মহাদীর্ঘদামাশক্যবন্ধত্বেহপি মাতৃভীতিবৈক্লব্যম্। ব্রহ্মবলদেবাদি-মোহনেহপি সর্বভক্তত্বেহপি বৎসচারণলীলত্বম্।” (ঐ-৩) পুতনার ন্যায় মহাবলীসী রাক্ষসীর প্রাণনাশকালেও শ্রীকৃষ্ণের স্তনচুষণ লক্ষণ নরবালকের চেষ্টামাত্র প্রকাশ পাইয়াছিল। অতি বিশাল ও মহাকঠোর শকটও জনও তিনমাস বয়স্ক উত্তানশায়ী শিশুর অতি সুকুমারচরণের আঘাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। দামবন্ধনলীলায় অতিদীর্ঘ বহু রজ্জু একত্র যোজনা করিয়াও মা যশোদা যখন দুই অঙ্গুলী ন্যূনতার পুরণ করিতে সক্ষম হন নাই, তখনও শ্রীকৃষ্ণের মাগের ভয়ে ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছিল। ব্রহ্মা, বলদেবাদের মোহনে এবং সর্বজ-তার বিকাশেও মধুর বৎসচারণ-লীলা প্রকাশ হইয়াছিল। কালিয়দমন-লীলাতেও সুকোমল বিগ্রহেই মধুর নৃত্যচ্ছন্দে মহাবিশ্বের কালিয়ের শত মস্তক, চুণীকৃত করিয়াছিলেন। কালিয়দমন অস্ত্রে যখন কালিয়হুদ হইতে উখিত হইলেন, তখন বহুক্ষণ যাবৎ হুদনীয়ে সন্তরণাদিহেতু প্রবলশীতে দেহ অতিশয় কম্পিত হইতেছিল। তৎকালে প্রেমভক্তিভরে দ্বাদশ সূর্য কালিয়হুদের নিকটে সমুদিত হইয়া পরমানন্দে প্রখরতাপদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শীত-নিবারণ করিয়াছিলেন। তাহাকেই দ্বাদশ আদিত্যতীর্থ বলা হয়। আদিবরাহপুরাণে লিখিত আছে—

অত্যন্তাপসেবনে পরিতঃ সংজাতঘোষাকৌর- গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈর্যন্তীর্থমুচ্চরভুং ।

“সূর্য্যতীর্থে নরঃ স্নাতো দৃষ্টাদিত্যান্ বসুন্ধরে ।
আদিত্যভুবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃ স মোদতে ॥
আদিত্যোহহনি সংক্রান্তাবস্মিন্ তীর্থে বসুন্ধরে ।
মনসাতীপ্সিতং কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥”

“হে বসুন্ধরে ! সূর্য্যতীর্থে স্নানকারী ব্যক্তি আদিত্য দর্শনপূর্বক সূর্যলোক প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ হইয়া থাকে । রবিবারে, সংক্রান্তি দিনে এই তীর্থে স্নানকারী জনগণ আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ধন্য হয় সন্দেহ নাই ।” সূর্যপুরাণে দেখা যায়—“দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদনুপাবনম্ । তস্য দর্শনমাগ্রেণ নৃনামভেষা বিনশ্যতি ॥” “এই দ্বাদশ আদিত্যতীর্থ পরম পাবন, যাহার দর্শনমাত্রেই নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।”

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বাদশসূর্যের তাপ সেবন করিতেছিলেন, তখন স্নেহভরে তাঁহাকে ঘিরিয়া মাতা, পিতা প্রভৃতি নিখিল ব্রজবাসিগণ কলরব করিতেছিলেন, গো-সকলের হাম্বারবেও সেই স্থান মুখরিত হইয়াছিল । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—“সেই দ্বাদশ আদিত্যতীর্থকে আমি সর্বদা আশ্রয় করি ।”

“উদার চরিত্র যাঁর, মুররিপু খ্যাতি তাঁর,
পরমেশ্বর বলি গায় যারে ।
নরলীলা অনুরূপে, শীতে তাঁর অঙ্গ কাঁপে,
লীলাভঙ্গি অতি চমৎকারে ॥
যথা স্ত্রী-পুরুষগণে, শব্দান্বমান পশুগণে,
বেষ্টনেতে আছেন গোবিন্দ ।
দ্বাদশসূর্য-আতপেরে, সেবা করে শ্রীঅঙ্গেতে,
প্রেমভরে পুলকিত অঙ্গ ॥
যার দ্বাদশাদিত্য নাম, মহাতীর্থ সেই ধাম,
মুঞি তার দরশন লোভে ।
সর্বদা আশ্রয় করি, নিত্য যেন তারে স্মরি,
পদাঙ্কিত ভূমি অনুরাগে ॥” ৮২ ॥

তত্ত্ব কোমলসান্দ্রসুন্দরতর-শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছল-

দৃগ্গাঈহাঁরি সুবারি সুদ্যুতি ভজে প্রস্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥৮৩॥

অনুবাদ । দ্বাদশাদিত্যের অত্যন্ত রৌদ্রতাপ সেবনহেতু শ্রীগোবিন্দের শরীর-হইতে চারিদিকে-
বিনির্গত ঘর্মরাশি প্রবাহিত হইয়া যে মহাতীর্থের প্রকাশ হইয়াছে, গোবিন্দের কোমল ও অতীব সুন্দর
শ্রীমৎ শুভাঙ্গ হইতে স্ফুরিত গন্ধ-রাশির দ্বারা অতি সুবাসিত, মনোহর ও নির্মল জলপূর্ণ পরমোজ্জ্বল সেই
প্রস্কন্দনতীর্থকে আমি বন্দনাপূর্বক ভজন করি ॥৮৩॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণস্নেহোদভূতং প্রস্কন্দন নাম তীর্থবিশেষং শ্রোতি—অত্যন্তেতি । তৎ প্রসিদ্ধং
প্রস্কন্দনং তীর্থং বন্দনৈঃ কায়মনোবচোভিঃ প্রণামৈর্ভজে সেবে । কথং যন্তীর্থং পরিতঃ সর্বতোহত্যন্তাতপ-
সেবনেন গোবিন্দস্য সংজাতঘর্ম্মাৎকরৈর্নিদাঘাতিশয়ৈর্গোবিন্দস্য শরীরতঃ শরীরাৎ নিপতিতৈরুচ্চৈরুৎ-
কৃষ্টমভূদিত্যম্বয়ঃ । কাকাক্ষি-ন্যায়েন গোবিন্দস্যেতস্য সংজাতেত্যাদিনা তৎ কোমলেত্যাদিনা চ সহ
সম্বন্ধঃ । কিন্তু তৎ প্রস্কন্দনং কোমলম্ অথচ সান্দ্রং নিবিড়মথ চ সুন্দরতরমতিশয়-সুন্দরং মনোহরম্
অথচ শ্রীমৎ মণ্যাদি ঘটিতালঙ্কার-সম্পত্তিমৎ যৎ সতঃ সত্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্যঙ্গং তস্মাদুচ্ছলন্ত উদ্গচ্ছন্তো যে
গন্ধাঈহাঁরি মনোহরং যৎ সুবারি শোভনজলং তেন দ্যুতিঃ কান্তির্ষস্য তত্তথা ॥৮৩॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । এই শ্লোকে দ্বাদশাদিত্যতীর্থের নিকটবর্তি প্রস্কন্দন তীর্থের বন্দনা ।
লীলাময়ের লীলাচাতুর্যের অন্ত নাই । কালিয়দমন-লীলায় কালিয়হৃদের বিষদোষ-নাশের সঙ্গে সঙ্গে
অপর দুইটি মনোহর তীর্থের প্রকাশ করিলেন লীলাপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ “সর্বতীর্থ গোবিন্দ-
চরণ ” (প্রঃ ভঃ চঃ) শ্রীগোবিন্দের-শ্রীচরণসম্পর্ক বা লীলাসম্পর্ক লইয়াই সকল তীর্থের উদয় । তীর্থ-
নীরে মানবের পাপ-তাপাদি বিনাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত্তৎস্থানের লীলাস্মৃতি অন্তরে উদিত হইয়া চিত্তের
অনাদিকালের বাসনা-বীজ নাশ করত লীলা-মাধুরীর অনুভূতি জাগায় ।

মধুর-নরলীলাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দ কালিয়হৃদ হইতে উখিত হইয়া অত্যন্ত শীতে কম্পিত হইতে
থাকিলে তাঁহার শীত-নিবারণজন্য দ্বাদশ আদিত্যের প্রকাশ হয় । দ্বাদশাদিত্যের প্রথর তাপে শীত
নিবারিত হইয়া অতি সুকোমল সান্দ্র সুন্দরতর শ্রীঅঙ্গ হইতে ঘর্মরাশি নির্গত হইতে থাকে । নীলমণি-
পুতলিকা হইতে যেন অজস্র মুক্তাবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে । এইভাবে সর্বত্র হইতে বিপুল ঘর্মরাশি নির্গত
হইয়া সেই ঘর্মের স্রোত যমুনায় মিলিত হইলে তাহার নাম হয় প্রস্কন্দনতীর্থ । শ্রীভক্তিরস্নাকরে
লিখিত আছে—

“অহে শ্রীনিবাস ! সূর্য্যগণের তাপেতে ।

দূরে গেল শীত, ঘর্ম্ম হইল দেহেতে ॥

সেই ঘর্ম্মজল সূর্যকন্যায় মিলিল ।

এই হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হৈল ॥

দেখ প্রস্কন্দন-ক্ষেত্র স্নানে পাপ যায় ।

প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায় ॥”

আদিবারাহে শ্রীবরাহদেব ধরণীর প্রতি বলিয়াছেন—

“পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি তচ্ছণু ত্বং বসুন্ধরে !

ক্ষেত্রং প্রস্কন্দনং নাম সর্বপাপহরং শুভম্ ॥

তস্মিন্ স্নাতস্ত মনুজঃ সর্বপাপৈ প্রমুচ্যতে ।

অথাত্ৰ হি মুঞ্চন্ প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥”

“হে বসুন্ধরে ! অপর একটি তীর্থের কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর । প্রস্কন্দন নামে সর্বপাপনাশক শুভক্ষেত্র আছে । তথায় স্নানকারী ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে । আবার তথায় প্রাণত্যাগ করিলে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার ধামে গমন করে ।”

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন— শ্রীকৃষ্ণের পরম সুগন্ধিত শ্রীমৎ শুভাঙ্গ হইতে স্ফুরিত গন্ধরাশির দ্বারা প্রস্কন্দনতীর্থের নীর অতি সুনির্মল ও সুবাসিত হইল । শ্রীকৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, করদ্বয়, পদদ্বয়, নাভি ও শ্রীমুখ এই অষ্ট অঙ্গে কপূরযুক্ত কমলের গন্ধ নিঃসৃত হইয়া থাকে । “কুরঙ্গমদজিহ্বপুঃ পরিমলোন্মিশ্র-কুচটাজনঃ স্বকাজনলিনাশটকে শশিযুতাশ্জগন্ধপ্রথঃ ।” (গোবিন্দলীলামৃতম্) অর্থাৎ “মৃগমদবিজয়ী শ্রীঅঙ্গের পরিমলোন্মি দ্বারা যিনি ব্রজাঙ্গনাগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি স্বীয় অঙ্গরূপ অষ্টপদ্যে কপূরযুক্ত পদ্যের গন্ধ বিস্তার করিতেছেন ।” গম্ভীরালীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরাধারাগীর ভাবে বিভাবিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গগন্ধের মাধুরী প্রকাশপূর্বক প্রলাপ করিয়াছিলেন—

“কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যৈই পরিমল,

তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ ।

ব্যাপে চৌন্দ ভুবনে, করে সর্ব আকর্ষণে,

নারীগণের আঁখি করে অন্ধ ॥

সখি হে ! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায় ।

নারীর নাসায় গৈশে, সর্বকাল তাঁহা বৈসে,

কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞা যায় ॥

নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ,

এই অষ্টপদ্য কৃষ্ণ-অঙ্গে ।

কপূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,

সেই গন্ধ অষ্টপদ্য সজে ॥” (চৈঃ চঃ)

কাত্যায়ন্যতুলাচ্চ'নার্থমমলে কৃষ্ণা-জলে মজ্জতঃ
কন্যানাং প্রকরস্য চীরনিকরং সংরক্ষিতং তীরতঃ ।
হস্তাকৃহ্য কদম্বমুজ্জ্বল-পরীহাসেন তং লজ্জয়ন্
স্মেরংস্তং প্রদদৌ স ভঙ্গিমুরজিতং চীরঘটং শ্রয়ে ॥৮৪॥

অনুবাদ । যেখানে কাত্যায়নীদেবীর নিরুপম পূজনার্থ যমুনাজল-মগ্না গোপকন্যাগণের
তীর-সংরক্ষিত বস্ত্রসমূহ অপহরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কদম্বরূক্ষে আরোহণ করত সমুজ্জ্বল পরিহাসে
তাঁহাদের সমধিক লজ্জিত করিয়া সহাস্যে সেই বসনগুলি তাঁহাদের প্রদান করিয়াছিলেন,—আমি সেই
চীরঘটকে আশ্রয় করি ॥৮৪॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণস্য বস্ত্রহরণ-লীলা-সাহায্যকারিণং চীরঘটং শ্রোতি—কাত্যায়ন্যোতি ।
অনুপাদানেহপি দ্বয়মপি সামর্থ্যাৎ ক্ৰটিংগম্যতে ইতি ন্যায়েন যন্তদোঃ সম্বন্ধেনৈবং ব্যাখ্যেয়ং যথা । মুরজিৎ
শ্রীকৃষ্ণ-স্তীরতস্তীরে যত্র সংরক্ষিতং কন্যানাং প্রকরস্য বস্ত্রনিকরং হস্তা গৃহীত্বা কদম্বমাক্রহ্য তং বস্ত্র-
নিকরং দদৌ তং প্রসিদ্ধং চীরঘটং শ্রয়ে সেবে ইত্যন্বয়ঃ । পদ্যস্থ তৎপদং প্রসিদ্ধপরামর্শং অতএব যৎ
পদাপ্রয়োগ ইতি ন ন্যূনপদতা । প্রকরস্য কিন্তুতস্য কাত্যায়ন্যা ভবান্যা যা অতুলাচ্চ'না তদর্থম্ অমলে
হেমন্ত প্রথমমাসত্বেন শরদঃ সন্নিবর্ষান্নিস্মলে কৃষ্ণা যমুনা তস্যা জলে মজ্জতো নিমজ্জতঃ । কিং কুব্বন্
দদৌ উজ্জ্বলেন শৃঙ্গারসেন যঃ পরীহাসঃ অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতামিত্যাदि
কৌতুকং তেন তং কন্যানাং প্রকরং লজ্জয়ন্ প্রাপ্তলজ্জং কুব্বন্ সন্ । স্মেরন্ ঈষদসন্ কিন্তুতঃ
বস্ত্রোপরি বস্ত্রং তদুপরি বস্ত্রমিত্যাदि প্রকারেণ কদম্বোপরি কৃতাসনে তর্কমুদ্রয়োপবিষ্টত্বেন শোভনা ভঙ্গী
বসনপরিপাটী যস্য সং । শৃঙ্গারঃ সখি মুক্তিমানিবেত্যাদিবৎ উজ্জ্বল শব্দপ্রয়োগাধীন এবাত্র
বিবক্ষিতার্থ ইত্যৌচিত্যাৎ ব্যক্তিচারি রসস্থায়ি ভাবানাং শব্দবাচ্যতেত্যাদিনা রসদোষাপত্তির্না
শঙ্কনীয়েতি ॥৮৪॥

শ্রীপাদ বলিতেছেন—‘পরমোজ্জ্বল সেই প্রস্কন্দনতীর্থকে আমি বন্দনাপূর্বক ভজন করি ।’

“উগ্রাতপ সেবনেতে, শ্রীগোবিন্দ-অঙ্গ হৈতে,

সজ্জাত যে ঘর্ম্মবিন্দুচয় ।

তাহে তীর্থ আবির্ভূত, অঙ্গগন্ধে সুরভিত,

মনোহর দ্যুতিশালী হয় ॥

পবিত্র তাহার জল, সদা করে টলমল,

প্রস্কন্দনতীর্থ যার নাম ।

আশ্রয়ে বন্দনা করি, তার তটে বাস করি,

পূর্ণ হবে মোর মনস্কাম ॥” ৮৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে কাত্যায়নীব্রত-পরায়ণা ব্রজকুমারিকা-গণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র পরিহাস-রসময় লীলাস্থল চীরঘাটের বন্দনা করিতেছেন । শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে শ্রীপাদ শুকমুনি ব্রজকুমারিকাগণের কাত্যায়নীসেবা এবং তাঁহাদের বসন-হরণ-লীলা বর্ণন করিয়াছেন । তাহাতে তাঁহাদের নিরুপম কাত্যায়নী-অর্চনা-প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে—

“হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকা । চেরুহবিষাং ভুজানা কাত্যায়ন্যর্চনব্রতম্ ॥

আপ্নুত্যাশ্চসি কালিন্দ্যা জলাস্তে চোদিতৈরুপে । কৃষ্ণা প্রতিকৃতিং দেবীমানচ্চূর্ণপসৈকতীম্ ॥

গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিতিধূপদীপকৈঃ । উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যাধীশ্বরী । নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্ৰুঃ কুমারিকাঃ ॥” (ভাঃ ১০।২১।২-৪)

শ্রীশুকমুনি বলিলেন—“নন্দব্রজবাসিনী গোপবালিকাগণ হেমন্ত ঋতুর প্রথমমাসে হবিষ্যভোজনাদি নিয়মাবলম্বনপূর্বক কাত্যায়নী-ব্রতানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন । হে রাজন্ ! তাঁহারা প্রত্যহ অরুণোদয়কালে যমুনার জলে স্নান করিয়া যমুনার জল-সম্মিহিত তীরভূমিতে বালুকানিমিত কাত্যায়নী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপূর্বক সুরভিত গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, ভূষণাদি উপহার, ধূপদীপাদি অন্যান্য উত্তম মধ্যমাদি বিবিধ উপহার, নবপল্লব, ফল, তণ্ডুলাদিদ্বারা কাত্যায়নীদেবীর অর্চনা করিয়া-ছিলেন । ‘হে দেবি কাত্যায়নি ! হে মহামায়ে ! হে দূর্ঘট-ঘটন-সমর্থ ! হে অধীশ্বরী ! হে ক্রীড়া-রসাভিঞ্জে ! আপনি নন্দগোপসুতকে আমাদের পতি করিয়া দিন, আপনার চরণে প্রণাম ।’ ব্রজকুমারী-গণ এই মন্ত্র জপ করিয়া কাত্যায়নীদেবীর অর্চনা করিলেন ।” এইভাবে একমাস যাবৎ তাঁহাদের পরম নিষ্ঠার সহিত কাত্যায়নী-সেবা চলিয়াছিল এবং ব্রতসমাপ্তির দিনে তাঁহাদের পরমাতীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের ভাবানুরূপ চেষ্টায় বসনহরণাদি পরিহাস করিয়া তাঁহাদের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন ।

“উষসুখায় গোত্রৈঃ শ্বেরন্যোন্ম্যাবদ্ধবাহবঃ । কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্ঘাত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমবহম্ ॥

নদ্যাং কদাচিদাগত্য তীরে নিঃক্ষিপ্য পূর্ববৎ । বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহুঃ সলিলে মুদা ॥

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ । বস্মসৈবাব্রতস্তত্র গতস্তৎকর্মসিদ্ধয়ে ॥

তাসাং বাসাংসুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ । হসন্তিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচহ ॥

অভ্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্ । সত্যং ব্রুবানি নো নশ্ম যশ্শৃণুং ব্রতকষিতাঃ ॥”

(ভাঃ—১০।২২।৬-১০)

“গোপকুমারিকাগণ—প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোথান করত পরস্পর পরস্পরকে আহ্বানপূর্বক একত্র মিলিতভাবে হাত ধরাধরি করিয়া যমুনায় স্নান করিতে যান এবং উচ্চৈঃশ্বরে কৃষ্ণগুণানুগান

গোপকুমারীগণ কাটিকীপূর্ণিমার পরদিন হইতে অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাসকাল কাত্যায়নীদেবীর ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ।

হৈষাভিজগতীদ্রুয়ং মদভীরুংকম্পযন্তং পৱৈঃ

ফুল্লম্নেত্রবিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ ।

তং তাবজ্ঞবদ্বিদীর্ঘ্য বকভিদ্ধিদ্বেষিণং কেশিনং

যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ সক্রোধিৰৌ তৎ কেশিতীর্থং ভজে ॥৮৫॥

অনুবাদ । মদভরে হেধারবদ্বারা ত্রিভুবন কম্পিতকারী ও জ্বলন্ত নেত্রঘূর্ণনে বিশ্বদগ্ধ-

করেন । বুতের শেষ দিনেও তাঁহারা যমুনাতীরে আসিয়া প্রতিদিনের ন্যায় নিজ নিজ পরিধেয় বসন রাখিয়া পরমানন্দে কৃষ্ণগুণানুগান করিতে করিতে যমুনাতীরে জলক্লীড়া করিতে লাগিলেন । যোগেশ্বরের শ্রীগুণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের বুতের ফলদান করিবার জন্য বহুসংগণের সহিত মিলিত হইয়া যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রীগুণ অতি সত্বর যমুনাতীরস্থ তাঁহাদের বসনগুলি আহরণ করিয়া কদম্বরক্ষে আরোহণ করিলেন এবং হাস্যপরায়ণ বালকগণের সহিত হাস্য করিতে করিতে নানাবিধ পরিহাস-বচন বলিতে লাগিলেন । তাহাতে গোপকুমারীগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে গোপকুমারীগণ ! তোমরা যথেষ্টভাবে এই কদম্বমূলে আসিয়া নিজ নিজ বসন পরিচয় করিয়া গ্রহণ কর । তোমরা সকলেই তপস্বিনী, সুতরাং আমি তোমাদের নিকট সত্যকথাই বলিতেছি; কিছু পরিহাস করিতেছি না ॥”

গোপকুমারিকাগণ শ্রীগুণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের ভাবানুরূপ চেষ্টায় তাঁহাদের বসন-হরণকারী কৃষ্ণের পরিহাসবাণী শুনিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন কিন্তু লজ্জাবশতঃ যমুনানীর হইতে সহসা উঠিতে পারিলেন না । কৃষ্ণও সমুজ্জ্বল পরিহাসে তাঁহাদের কদম্বমূলে আনিয়া তাঁহাদের সমধিক লজ্জিত করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহাদের বসনগুলি প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদের প্রিয়াকারে গ্রহণ করিবেন বলিয়া অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন । যে-স্থানে শ্রীগুণ গোপকুমারীগণের বসন-হরণ করেন, তাহাই চীরঘাট নামে প্রসিদ্ধ । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন, “আমি সেই চীরঘাটকে আশ্রয় করি ।”

“কাত্যায়নী বুত করে, কৃষ্ণকে পাবার তরে,

জলমগ্না গোপকন্যাগণ ।

রাখিল বসন-নিকর, কৃষ্ণ সব-অগোচর,

তীর হৈতে করিল হরণ ॥

কদম্ব-তরুতে বসে, সমুজ্জ্বল পরিহাসে,

লজ্জিত করিল কন্যাগণে ।

পুনরায় সহাস্যেতে, বস্ত্রদান করে যাতে,

আশ্রয় করি চীরঘাট নামে ॥”৮৪॥

কারী মহাশক্তি কেশী নামক অসুরকে তৃণবৎ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রুধির ক্লিন্ন হস্তদ্বয় যেখানে প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই কেশীতীর্থে ভজন করি ॥৮৫॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণক্ষালিতকরণং যমুনৈকপ্রদেশং কেশীতীর্থং স্তোতি—হেমাভিরিতি । তৎ কেশীতীর্থং এতন্মান্না প্রসিদ্ধং যমুনাপ্রদেশবিশেষং ভজে । যত্র কেশীতীর্থে বকভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তং প্রসিদ্ধং কেশিনং তৃণবদতিতুচ্ছং কৃত্তেত্যর্থঃ । বিদীৰ্য্য স রুধিরৌ করৌ পাণী ক্ষালিতবান্ । কেশিনং কিত্তৃতং বিদ্বেষিণং শত্রুং বিদারন্ত পঙ্ককক্কটিকা ফলবদিতি মন্তব্যম্ । যথাশ্রুত-ব্যাখ্যায়াং শ্রীমদ্ভাগবতে ন বিরোধঃ স্যাদিতি । পুনঃ কিত্তৃতং পরৈরুৎকৃষ্ট-মদভরৈরহংকারাতিশয়েয্য হেমাভিজ্জাতি শব্দা-স্তাভিজগতীভিন্নম্ উৎকম্পয়ন্তম্ । পুনঃ কিত্তৃতং পরিতঃ সৰ্ব্বেদিক্শু ফুল্লন্তী প্রকাশমানে যে নেত্রে তয়োবিঘূর্ণনেন পূর্ণং সমগ্রং জগৎ দহন্তং দগ্ধী কুৰ্ব্বন্তম্ । পূর্ণঃ শব্দে সমগ্ৰেণাপুরিতে ত্বভিধেয়বৎ । ইতি মেদিনী ॥৮৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত এই শ্লোকে কেশীতীর্থে স্তব করিতেছেন । কংসের সহায়ক বলশালী অসুরসমূহ শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট-নিমিত্ত বুজে প্রেরিত হইয়া অবলীলাক্রমে নিধন-প্রাপ্ত হইলে কংস সর্বশেষে মহাবলশালী কেশী অসুরকে বুজে প্রেরণ করেন । কংসের নির্দেশে কেশিদানব মায়াবলে একটি অতি বিশাল অশ্বের আকৃতি ধারণ করত অতি দ্রুতগতিতে বুজে উপস্থিত হইয়াছিল । কেশিদানবের অতি ভয়ানক আকৃতি ও শ্রীকৃষ্ণের অবলীলাক্রমে তাহার নিধন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

“কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং মহাহম্মো নিজ্জ'রয়ন্ মনোজবঃ ।

সটাবধুতান্ধবিমানসঙ্কুলং কুৰ্ব্বন্নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥

বিশালনেত্রো বিকটাস্যকোটরো বৃহৎগলো নীলমহামুদোপমঃ ।

দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকীৰ্ষু'বু'জং স নন্দস্য জগাম কম্পয়ন্ ॥

তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং তদ্ধেষিতৈর্বালবিচুণিতামুদম্ ।

আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণীরূপাহবয়ং স ব্যনদৎ মৃগেন্দ্রবৎ ॥

স তং নিশাম্য্যভি মুখো মুখেন খং পিবন্নিবাত্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ ।

জঘান পদ্ম্যামরবিন্দলোচনং দুরাসদশচণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ॥

তদ্বক্ষসিত্বা তমধোক্কজো রুমা প্রগৃহ্য দোৰ্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ ।

সাবজ্জমুৎসৃজ্য ধনুঃ শতান্তরে যথোরগং তাক্ক'সুতো ব্যবস্থিতঃ ॥

স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুখিতো রুমা ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্ ।

সোহপ্যস্য বক্তে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্ প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥

দন্তা নিপেতুর্ভগবদভুজস্পৃশন্তে কেশিনন্তুগুময়স্পৃশো যথা ।

বাহশ্চ তদেহগতো মহান্নো যথাময়ঃ সংবন্ধে হ্যুপেক্ষিতঃ ॥

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহনা নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্ ।

প্রস্নিন্নগাত্রঃ পরিরতলোচনঃ পপাতং লেপ্তং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ বাসুঃ ॥

তদেহতঃ কৰ্কাটিকাফলোপমাদব্যাসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ ।

অবিষ্টিমতোহযত্নহতারিকঃ সুরৈঃ প্রসুনবর্ষেদিবিস্মিতিরীড়িতঃ ॥” (ভা০ ১০।৩৭।১-৯)

“শ্রীশ্রীশ্রীদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন,—হে রাজন্ ! কংসপ্রেরিত কেশিদৈত্য মনের ন্যায় বেগগামী রহৎকায় অশ্বের আকার ধারণ করত হ্রস্বাবে নিখিল ভুবনকে ভয়-ব্যাকুল ও খুরক্ষেপে ধরাতল বিদীর্ণ করিয়া কেশর-সঞ্চালনে মেঘগুলিকে ও বিমানসমূহকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও আকাশ-মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত করিয়া নন্দবুজের দিকে গমন করিল । সেই রহৎগল-বিশিষ্ট বিকট মুখগহ্বরযুক্ত বিশাল চক্ষু দুরাত্মা কেশী কংসের অভীষ্ট-সাধনেচ্ছায় নন্দবুজকে প্রকম্পিত করিয়া প্রবেশ করিল । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, সেই কেশিদৈত্য তাহার পুচ্ছচালনে মেঘসমূহ বিঘূণিত করিয়া এবং সুকঠোর গর্জনে গোকুলভূমি ত্রাসিত করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত তাহাকে অব্বেষণ করিতেছে । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ যেমনি তাহাকে নিজ নিকটে আহ্বান করিলেন, তেমনি সেই দৈত্য সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিল ।

অনন্তর সেই দুরতিক্রমবেগশালী, দুর্দ্বর্ষ ও দুর্জয় কেশিদানব শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া অসহনীয় ক্রোধে মুখব্যাদানপূর্বক শূন্যনভোমণ্ডল যেন পান করিতেছে এইরূপে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইয়া পাদদ্বয়দ্বারা কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল । অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কেশিকৃত সেই আঘাত অতিক্রম করিয়া কোপসহকারে গরুড় যেমন সর্পকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে, সেইভাবে, নিজ ভুজযুগদ্বারা তাহার সেই পদদ্বয় গ্রহণ করিলেন ও অবজ্ঞাভরে তাহাকে ঘূর্ণায়মান করিয়া শতধনু পরিমিত দূরবর্তীস্থানে নিক্ষেপপূর্বক যথাযথভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

কেশিদৈত্য চেতনালান্ত করিয়া পুনরায় সক্রোধে মুখব্যাদানপূর্বক বেগে শ্রীহরির প্রতি ধাবিত হইলে, শ্রীহরিও তখন ঈষৎ হাস্যসহকারে মুষিক ভক্ষণহেতু সর্প যেমন মুষিক-বিলমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ নিজ বামবাহু কেশিদানবের মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন । তাহাতে কেশীর দন্তসমূহ শ্রীভগবানের ভুজস্পর্শে উত্তপ্ত লৌহস্পর্শের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সমূলে স্থলিত হইতে লাগিল । পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাহুও কেশিদানবের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অচিকিৎসিত জলোদর রোগ যেরূপ বৃদ্ধি লাভ করে, সেই প্রকার বধিত হইতে লাগিল । শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বাহুর চাপে কেশীর শ্বাসরুদ্ধ হইল এবং সে ইতস্ততঃ পদচালনা করিতে করিতে ঘর্মসিক্তদেহে লোচনযুগল বিঘূণিত করিয়া

অনৈর্যত্র চতুর্বিধঃ পৃথুগুণঃ সৈবরং সুধানিন্দিতঃ
কামং রামসামেতমচ্যুতমহো স্নৈকবর্য়স্যাবৃতম্ ।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিজ্ঞ-সুন্দরবধুবর্গঃ স্বয়ং যো যুদা
ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলং চ তদিদং তজ্জাপি বন্দ্যমহে ॥৮৬॥

অনুবাদ । যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের সুবিজ্ঞ ও পরমাসুন্দরী বধুবর্গ স্বয়ং অতি ভক্তিসহকারে
এবং পরমানন্দিত মনে স্নৈকবর্য়স্যাগণে বোচিতিত স্বতন্ত্রলীল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে সুধানিন্দিত মহাশয়শালী চর্ব,
চোষ্য, লেহ্য, পেয়াদি চতুর্বিধ অন্ন যেস্থানে ভোজন করাইয়াছিলেন—আমি সেই স্থানকে এবং
যাজ্ঞিকপত্নীগণকে বন্দনা করি ॥৮৬॥

টীকা । যাজ্ঞিকবধুবর্গ তদ্ভক্তভোজন শ্রীকৃষ্ণস্থানধ্ব জ্যোতি—অমৈরিতি । যো যাজ্ঞিক-

পুরুষ উৎসর্গ করিয়া বিগতপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল । মহাত্মজ শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে শব্দ-নিধন
করিয়া ককটিকা (কাঁকুড়) ফলের ন্যায় বিদীর্ণ তাহার মৃতদেহ হইতে স্বীয় ভুজ বাহির করিয়া অবিগ্মিত
অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । দেবগণ তৎকালে কুসুমবর্ষণসহ তাহার শ্রবণ করিতে
লাগিলেন ।”

শ্রীকৃষ্ণ মহাপরাক্রমশালী কেশীকে এইভাবে অবলীলাক্রমে নিধন করিয়া তাহার রুধির-ক্লিন্ন
হস্তদ্বয় যমুনার যেস্থানে প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই স্থানটিই কেশীতীর্থ বা কেশীঘাট নামে খ্যাতিলাভ
করিয়াছে । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—“সেই কেশীতীর্থকে আমি ভজনা করি ।”

মহা অহঙ্কার মনে, অতি অবলীলাক্রমে,
দ্বিজগৎ যে কম্পিত করে ।

ফুলনেত্র বিষুর্গনে, দগ্ধ করে দ্বিভুবনে,
কেশী-দৈত্য যেবা নাম ধরে ॥

কংসের প্রেরিত চর, অশ্বরূপী ভয়ঙ্কর,
শ্রীগোবিন্দ তুণ-তুলা মানি ।

বিদারিত করি অরি, যে স্থানেতে গিরিধারী,
ধৌত করে রুধিরাজ পাণি ॥

যমুনা-প্রদেশ স্থান, কেশীতীর্থ যার নাম,
ভজি আমি সেই কেশীঘাট ।

এ বড় লালসা মনে, তীর্থ করি দরশনে,
মুগলবিলাস প্রেমহাট ॥৮৫॥

বিজসুন্দরবধুবর্গঃ স্বয়ং যত্রস্থলে চতুর্বিধৈরনৈ রাম-সমেতমচ্যুতং শ্রীকৃষ্ণং ভক্ত্যা মুদা হর্ষণে ভোজিত-
বান্ ইদং তৎস্থলং তত্রাপি বর্গং বন্দামহে ইত্যবয়ঃ । কিন্তুতৈঃ সুধানিন্দিতিরতএব পৃথুগুণৈঃ পৃথবো
মহান্তো গুণা যত্র তৈঃ । অচ্যুতং কিন্তুতং স্নিগ্ধৈঃ স্নেহযুক্তৈর্বয়স্যৈঃ শ্রীদামাদিভিবৃতম্ । ননু চৈত্যরাপেণ
যাত্তিকবিপ্রং অবিষয়েহনিযোজ্য কথং তৎপত্নীনাং নিযুক্তিরিত্যাহ পুনঃ কিন্তুতং স্বৈরং স্বেচ্ছাবিহারিণম্ ।
ননু সৈরং সুধানিন্দিতিরিত্যনন্তরং স্বৈরমিতি পদস্যাপ্রয়োগাদস্থানপদদোষতাপত্তৌ কা গতিরিতি ।
উচ্যতে । স তু দোষো বিশেষ্যপদ-সন্নিবর্ষণ্যপদ-ব্যবধানে বিশেষণ-প্রয়োগ এব নতু বিপ্রকর্ষে । তথা
চালক্যকৌস্তভে যদি সন্নিবর্ষণ এব স্থানে বৈজাত্যং তদৈব দোষা নতু বিপ্রকর্ষে ইতি ন কিঞ্চিদেতৎ ॥৮৬॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ অনন্তর যাত্তিক ব্রাহ্মণীগণের এবং তাঁহাদের
আনীত অন্ন শ্রীকৃষ্ণ যেস্থলে শ্রীবলদেব ও সখাগণসহ ভোজন করিয়াছিলেন, সেই স্থানের বন্দনা
করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের এই পরম কারুণ্যের লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে বর্ণিত
রহিয়াছে । পরম ভক্তিমতী যাত্তিক ব্রাহ্মণপত্নীগণকে কৃপা করিবার জন্যই একদা শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও
সখাগণসহ বন্দাবন হইতে দূর-প্রদেশে গোচারণ নিমিত্ত অশোককাননে গমন করিলেন এবং গোপবালক
গণ ক্ষুধায় কাতর হইলে মথুরার উপকন্ঠে যাত্তিক ব্রাহ্মণগণ যেস্থলে যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই স্থানে
তাঁহাদের নিকট অন্নভিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন । যাত্তিক ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের
অন্নযাচঞার কথা গোপবালকগণের নিকট শুনিয়াও শ্রীকৃষ্ণে সাধারণ মানববুদ্ধিবশতঃ তাঁহাদের কথা
গ্রাহ্য করিলেন না । তাহাতে গোপবালকগণ দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহাদিগকে পুনরায় তাঁহার চরণে একান্ত অনুরক্তা যাত্তিক-পত্নীগণের নিকট ভিক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন ।
শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে গোপবালকগণ পরম ভক্তিমতী ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট গিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের
ক্ষুধার কথা বিজ্ঞাপন করত তাঁহাদের নিকট অন্নযাচঞা করিলেন । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

“অস্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ । তৎকথাক্ষিপ্তমনসোবত্ববুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥

চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ । অভিসম্প্রঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিশ্চিনতাঃ ॥

নিষিধ্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ পুত্রৈর্বন্ধুভিঃ । ভগবত্যন্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥

যমুনোপবনেহশোকনবপল্লবমভিতে । বিচরন্তং রুতং গোপৈঃ দদৃশুঃ সাগ্রজং স্ত্রিয়ঃ ॥

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমালাবর্হ-ধাতুপ্রবাল-নটবেশমনুব্রতাংসে ।

বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমবজং কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাবজহাসম্ ॥

প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈর্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরনৈধুঃ ।

অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্যতাপং প্রাক্তং যথাভিমতয়ো বিজহ্নরেন্দ্র ॥”

“দ্বিজপত্নীগণ পূর্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণকথায় আকৃষ্টচিত্তা এবং সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য উৎকণ্ঠিতা ছিলেন। সম্প্রতি গোপবালকগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বার্তা শ্রবণে তাঁহারা পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। নিরন্তর শ্রীব্রজরাজনন্দনের অসমোর্থ রূপ, গুণ, সৌন্দর্যাদি যশঃ শ্রবণে তাঁহাতে সমপিতচিত্তা দ্বিজপত্নীগণ, তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও চর্য্য, চোষ্যাদি চতুর্বিধ সুরসাল অম্মাদিপূর্ণ ভোজনপাত্র লইয়া নদী যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ সর্ববাধা অগ্রাহ্য করিয়া পরম প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা যমুনাতীরবর্তি নব-নব অশোক-পল্লব-পরিশোভিত কাননভূমিতে, বলদেব ও গোপবালকগণসহ বিচিত্র ক্রীড়াপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রনীলমণিবৎ শ্যামল বর্ণ, পরিধানে উজ্জ্বল পীতবসন, গলে বনমালা, ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া, গৈরিকধাতু ও নবগল্লাবাদি দ্বারা সুরচিত নটবস্ত্র বেশ, পার্শ্বস্থিত গোপবালককক্ষে বামবাহ-মূল ন্যস্ত করিয়া দক্ষিণহস্তে লীলাকমল-সঞ্চালনপরায়ণ, দুইকর্ণে উৎপল, দুই কপোজে জলকারাজি ও মুখকমল মধুর হাস্য-বিমণ্ডিত ছিল। দ্বিজপত্নীগণ নিরন্তর যে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা সৌন্দর্যাদির কথাই কণ্ঠের আভরণস্বরূপ করিয়াছিলেন এবং যাহাতে তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সর্বদাই নিমগ্ন থাকিত, সেই শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহারা নয়নদ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইলেন এবং অন্তরে গাত্ৰ আলিঙ্গন করিয়া অহং মমাদি অভিমানযুক্ত জীবগণ যেমন সুষুপ্তিকালে, সর্ববিধ তাপমুক্ত হয় সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত তাপ হইতে বিমুক্তি লাভ করিলেন।”

ব্রাহ্মণপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণের দাস্য কামনা করিলে শ্রীভগবান্ বলিলেন—“এই ব্রাহ্মণ-জন্মে যদি তোমরা আমার দাস্য স্বীকার কর, তাহা হইলে তাহা লোকদৃষ্টিতে সুখকর ও প্রশংসনীয় হইবে না। অতএব তোমরা মনে মনে আমার সেবা কর, জন্মান্তরে অচিরায় আমাকে প্রাপ্ত হইবে।” শ্রীকৃষ্ণের আদেশে বিপ্রপত্নীগণ পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের প্রতি কোন-প্রকার দোষদৃষ্টি না করিয়া তাঁহাদের সহিত যজ্ঞ সমাপন করিলেন। পরে তাঁহাদের সঙ্গপ্রভাবে বিপ্রগণও শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অবগত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সেই যাত্তিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের পরম শ্রদ্ধায় সমপিত চতুর্বিধ পরমোৎকৃষ্ট সুধানিন্দিত অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি বলদেব ও সখাগণ-সঙ্গে পরমাদরে ভোজন করিলেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—“শ্রীভগবানের সেই অন্ন-ভোজন-স্থলীকে এবং অন্নপ্রদাতা যাত্তিক ব্রাহ্মণ-পত্নীগণকে আমি বন্দনা করি।”

“সুস্নিগ্ধ বয়স্যগণে,

সঙ্গে কৃষ্ণ-বলরামে,

বিহরিছে স্বচ্ছন্দে যেথায়।

যাত্তিকমুনিগণে,

সুন্দরী পত্নীগণে,

ভক্তিভরে হর্ষেতে তথায় ॥

মুদা গোপেন্দ্রস্যাশ্রজ-ভুজপরিষঙ্গ-নিধায়ে
 স্ফুরদগোপীবৃক্ষৈর্মিহ ভগবন্তং প্রণয়িভিঃ ।
 ভজন্তীশ্চতুর্ভক্ত্যা স্বমভিলষিতং প্রাপ্তমচিরাৎ-
 যমীতীরে গোপীশ্বরমমুদিতং তং কিল ভজ ॥৮৭॥

অনুবাদ । শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গরূপ রত্নলাভের আশায়-কৃষ্ণ-প্রণয়িনী গোপীগণ যমুনাতীরে ভক্তিপূর্বক যে ভগবান্ সদাশিবের ভজন করত অতি শীঘ্র স্বীয় অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন, সেই গোপীশ্বর সদাশিবকে আমি সানন্দে প্রত্যহ ভজন করি ॥৮৭॥

টীকা । ব্রজাঙ্গনানাং তাদৃগভীষ্টপ্রদং স্বস্য তদ্বিশেষত্বাভিমानी গোপীশ্বর নাশনা প্রসিদ্ধং সদাশিবং স্তোতি—মুদেত্যাदि ! তং গোপীশ্বরং ভগবন্তমমুদিতং প্রতিদিনং কিল সানুনয়ং যমীতীরে যমুনাতটে ভজে ব্রজাঙ্গনানাং তত্তদভীষ্টপূরণমিব মম তাদৃগভীষ্টং পুরয়িতুং সেবে । ভজনপ্রয়োজনমাহ গোপেন্দ্রস্য নন্দস্য য আশ্রজস্তস্য ভুজাভ্যাং যঃ পরিষঙ্গ আশ্রসু আলিঙ্গনং স এব নিধী রত্নবিশেষঃ তস্মৈ । তৈঃ প্রসিদ্ধৈঃ স্ফুরন্তি যানি গোপীবৃক্ষানি তৈঃ কৰ্ত্তৃভির্যং ভগবন্তং ভক্ত্যা ভজন্তিঃ স্বং স্বীয়মভি-
 লষিতং বাঞ্ছিতম্ অচিরাৎ শীঘ্রং প্রাপ্তম্ । কিন্তুতুতৈঃ প্রণয়িভিঃ ॥৮৭॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত এক্ষণে শ্রীযমুনাতটে বিরাজমান ভগবান্ সদাশিব শ্রীগোপীশ্বরের শ্রব করিতেছেন । শ্রীসদাশিব শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার আনন্দিনী শক্তি শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরী-
 গণের উপাসনার নিমিত্ত স্বেচ্ছায় যমুনাতটে অবস্থানপূর্বক চিন্ময় শ্রীব্রজধাম আশ্রয় করেন । শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়িনী ব্রজসুন্দরীগণ কিন্তু যমুনাতীরে শ্রীমদ্রহাদেবের অবস্থান দর্শন করিয়া তাঁহার করুণায় তাঁহারা অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভ করিতে পারিবেন জানিয়া আনন্দসাগরে ভাসমানা হন এবং পরমভক্তিপূর্বক ভগবান্ সদাশিবের উপাসনা করিয়া অতি শীঘ্রই স্বীয় অভিলষিত ফল শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করেন । সেই হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়িনী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গরূপ রত্নলাভের আশায় যমুনাতটে শ্রীসদাশিবের ভজন

চৰ্চ, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, স্বাদে সুখা নিন্দনীয়,

দিব্যঅন্ন সঙ্গেতে আনিয়া ।

গোবিন্দে অর্পণ করে, যে স্থানে ভোজন করে,

সখাসঙ্গে আনন্দে মাতিয়া ॥

সে হেন পবিত্র স্থানে, তথা যাজিক-বধুগণে,

নিত্য বন্দি লুটাইয়া পায় ।

হাঁহাদের আশীর্ব্বাদে, অবিচলা ভক্তিলাভে,

ইষ্টপ্রাপ্তি হইবে নিশ্চয় ॥”৮৬॥

করেন এবং তাঁহার গোপীশ্বর নামে খ্যাতি লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভুজালিঙ্গন-প্রাপ্তি গোপীগণের রত্নলাভ। শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

“নিভৃতমরুন্মনোহঙ্কদৃযোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যযুঃ স্মরণাৎ ।

স্ত্রিয়-উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিযো বয়মপি তে সমাঃ সমদুশোহস্ত্রিসরোজসুধাঃ ॥”

(ভাঃ-১০।৮৭।২৩)

“হে ভগবন্ ! প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়গণের সংযমনপূর্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়মধ্যে তোমার যে নিবিশেষ ব্রহ্মাখ্যাত্ত্বের উপাসনা করেন, তোমার শঙ্কগণও তোমার প্রতি শঙ্কতা বা ভয়বশতঃ সর্বদা তোমার স্মরণ করিয়া সেই ব্রহ্মাখ্য তত্ত্ব পাইয়া থাকে। আর সর্পরাজের শরীরতুল্য হৃদীয় ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি শ্রীরাধা প্রভৃতি তোমার নিত্যকান্তাগণ তোমার যে চরণ-সরোজসুধা সাক্ষাৎ বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্যে আমরাও সেই চরণসরোজসুধা প্রাপ্ত হইয়াছি।” সেই শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি গোপীগণ ভুজালিঙ্গনরূপ রত্নপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় গোপীশ্বরের ভজন করেন। কারণ গোপী-শ্বরের উপাসনায় সকলেরই সর্বাভীষ্ট পূর্তি হইয়া থাকে। শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে—

“কি অপূৰ্ব শোভা এই বনের ভিতর । গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর ॥

এই সদাশিব বৃন্দাবিন পালয় । ইহাকে পূজিলে সৰ্ব্বকাৰ্য সিক্ত হয় ॥

গোপীগণ সদা কৃষ্ণসঙ্গের লাগিয়া । নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া ॥

কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর । গোপিকাপূজিত তেঁই নাম গোপীশ্বর ॥

ইন্দ্রাদি দেবতা স্তুতি করয়ে সদায় । বৃন্দাবনে প্রীতি-বৃদ্ধি ইহার কৃপায় ॥”

তথাহি—“শ্রীমদগোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্ ।

সৰ্বক্ৰেশহরং দেবং বৃন্দারণ্যরতিপ্রদম্ ॥”

অর্থাৎ “আমি করুণাময়, সৰ্বক্ৰেশহর বৃন্দাবনে রতিপ্রদানকারী শ্রীমদগোপীশ্বর নামক শিবকে বন্দনা করি।”

তথাচ স্তবামৃতলহর্যাং—

“বৃন্দাবনাবনিপতে জন্ম সোমসোমমৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেভ্য ।

গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিষুমাভিষ্টপদে প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপাধি নমো নমস্তে ॥”

“হে বৃন্দাবনক্লেদপাল ! হে সুন্দর চন্দ্রশেখর ! হে সনন্দন, সনাতন, নারদাদি পূজ্য ! হে গোপেশ্বর ! তোমার জন্ম হউক। আমায় ব্রজনবয়ুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীরাধামাধবের চরণকমলে নিরুপাধি প্রেম প্রদান কর। তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।” শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—“সেই গোপীশ্বর সদাশিবকে আমি সানন্দে সর্বদা ভজন করি। সেই সর্বাভীষ্ট-প্রদাতা শ্রীগোপীশ্বরের কৃপায় আমারও

ভয়াং কংসসারাং সদয়মচিরাচ্ছত্নপদে
 বিনিষ্কিপ্তা রাধা রহসি কিল পিত্রা প্রকৃতিতঃ ।
 ক্ষুরন্তং তং দৃষ্ট্বা কমপি ঘনপুঞ্জাকৃতিবরং
 তমেবাপ্তুং যত্নাদ্যমভজত সূর্যোহবতু স নঃ ॥৮৮॥

অনুবাদ । কংসভয়ে পিতা রঘুভানু মঙ্গলার্থে সন্নেহে যাঁহাকে নির্জনস্থানে স্থাপিত করিয়া
 ছিলেন, সেই শ্রীরাধা স্বভাবসুন্দর ঘনপুঞ্জাকৃতি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাকে লাভের নিমিত্ত অতিযত্নে যাঁহার
 অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই সূর্যদেব আমাদের রক্ষা করুন ॥৮৮॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থং শ্রীরাধিকয়া পূজিতং সূর্য্যং স্তোতি—ভয়াং দিতি । স সূর্য্যো নো-
 হস্মানবতু মদভীষ্টপূর্ত্বা তদভাবে প্রতিপাদক বিয়গগাদ্রক্ষতু । তস্যাভীষ্ট-পুরুষত্বমাহ রাধা
 কমপানিবর্চনীয়াং ঘনপুঞ্জাকৃতিবরং তং প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা তং ঘনপুঞ্জাকৃতি বরমাপ্তুং যত্নাদ্যম-
 ভজত সেবিতবতীত্যবয়ঃ । ঘনপুঞ্জস্য মেঘসমুহস্যাকৃতিরিব বরং শ্রেষ্ঠম্ । তং কিত্তুতং প্রকৃতিতঃ
 স্বভাবত এব ক্ষুরন্তং প্রকাশমানম্ । শ্রীরাধা কিত্তুতা পিত্রা রঘুভানুনা কংসস্য ভয়াং সদয়ং যথাস্যাত্তথা
 আরাং সমীপে অচিরাৎ শীঘ্রং শং কল্যাণায় তনুপদে বিরলস্থানে রহসি তত্ত্বজ্ঞানে নিষ্কিপ্তা অত্র স্থিত্বা তত্র
 নিষ্ঠা ভব তেনৈব সর্ববিঘ্নোন্মুক্ত্যতীতি স্থাপিতা । তনুঃ কায়ে হ্রস্বী স্যাৎ ক্রিষ্টবল্যে বিরলে কুশে ইতি ।
 রহন্তত্বে রতে গুহ্যে ইতি চ মেদিনী ॥৮৮॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণলাভার্থে যাঁহার অর্চনা করিয়া
 ছিলেন, সেই সূর্যদেবের স্তব করিতেছেন । কংসভয়েভীত হইয়া শ্রীরাধার পিতা রঘুভানু তাঁহাকে নির্জন-
 স্থানে রাখিতেন । কারণ দেবকীকন্যার বাক্যে ভীত কংসের অলৌকিক কুমারগণের সংহারার্থে এবং
 কুমারীগণের অপহরণের নিমিত্ত দুঃপ্রযতি জাগিয়াছিল । দেবী বলিয়াছিলেন—

শ্রীমুগলচরণ-সেবাপ্রাপ্তিরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।’

“বুজগোপী-অনুরাগে,

নন্দাআজ-ভুজযুগে,

আলিঙ্গন দিব্যরত্নলাভে ।

নিত্য যমুনার তীরে,

মহাপ্রেম সহকারে,

ভক্তি করি পূজে সদাশিবে ॥

যাঁর শুভ করুণাতে,

ইষ্টফল অচিরাতে,

লভ্য হয় সেই গোপীশ্বরে ।

সদাশিব ভগবান্,

দেহ ইষ্ট বর দান;

ভজি পদে পুলকিত ভরে ॥”৮৭॥

“যন্তুঙ্গেন পুরোত্তমাসমহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গরে
যং বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদদ্বন্দ্বারবিন্দং বিদুঃ ।
আনন্দামৃতসিন্ধুভিঃ প্রগল্বিনাং সন্দোহমানন্দয়ন্
প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেশ জগতী-কন্দোহদ্য চন্দ্রোদয়ে ॥

কিঞ্চ । মন্তঃ সত্তমমাধুরীভিরধিকাঃ শ্বো বা পরশ্বোইথবা
গন্তারঃ ক্ষিতিমণ্ডলে প্রকটতামণ্টৌ মহাশক্তয়ঃ ।
বৃন্দিষ্ঠে গুণবৃন্দমন্দিরতয়া তত্র স্বসারাবুভে
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্য চ জয়ী পানৌ গৃহীতা যম্নোঃ ॥”

(ললিতমাধবনাটক-১১৫-১৬)

“ওরে কংস ! তুমি যখন পূর্বজন্মে কালনেমী ছিলে, তখন যিনি উন্নত চক্রদ্বারা তোমার মস্তক
ছেদন করিয়াছিলেন, পণ্ডিতেরা ষাঁহার পদারবিন্দ দেবগণের আরাধ্য বলিয়া বর্ণনা করেন,—যিনি এই
বিশ্বের মূল-স্বরূপ, তিনিই আজ আনন্দামৃতসিন্ধুসমূহদ্বারা প্রগল্বিজনের আনন্দকে উচ্ছ্বসিত করত
চন্দ্রোদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন ।

দেবী আরও বলিয়াছিলেন—আমা’ অপেক্ষাও উত্তম মাধুর্যমণ্ডিতা অষ্ট মহাশক্তি অর্থাৎ রাধা,
চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশাখা, পদ্মা, শৈব্যা, শ্যামলা এবং ভদ্রা ইহারা কল্য হউক বা পরশ্ব হউক পৃথিবীতে
আবির্ভূত হইবেন । আবার এই অষ্টমহাশক্তির মধ্যে দুই ভগিনী (রাধা ও চন্দ্রাবলী) বিশেষ গুণবতী
বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন এবং তাঁহারা যুথেশ্বরী বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন । এই দুই ভগিনীকে
যিনি বিবাহ করিবেন, তিনি রাজাগণের শ্রেষ্ঠ হইবেন এবং যুদ্ধে মহাদেবকেও পরাভূত করিবেন ।”

দেবীর এই বাণী শ্রবণে কংসের শ্রীরাধার হরণে প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল । তাই মহারাজ বৃষভানু
তাঁহাকে অতি গোপনে সুরক্ষা করিতেন । শ্রীরাধা সেখানে মেঘপুঞ্জসদৃশ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ অনন্তমধুর
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ভাবমাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট প্রিয়তমরূপে লাভ
করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন । সেই বিশ্ববিমোহন শ্রীকৃষ্ণ-মাধুরীর বর্ণনায় মহাজন
গাহিয়াছেন—

“কুবলয় নীল রতন-দলিতাজন

মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুহৃন্দ ।

কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখি চন্দ্রক

অলকাবলিত ললিতানন চান্দ ॥

আওত রে নবনাগর কান ।

ভাবিনি ভাব শিভাষিত অন্তর
দিনা রজনী নাই জানত আন ॥
মধুরাধর হাস মনোহর তহি অতি
সুমধুর গুরলী বিরাজ ।
ভাস বিভঙ্গিম কুটিল নেহারই
কুলবতী উমতি দূরে রহ লাজ ॥
গজগতি ভাতি গমম অতি মস্তুর
মঞ্জীর বাজত রণুবুনিয়া ।
হেরইতে কোটি মদন মুরছায়ই
গোবিন্দদাস कह धनि धनिया ॥”

“রুমভানু-রাজা অতি, কংসভয়ে ভীতমতি,
স্নেহভরে মঙ্গলের তরে ।
শ্রীরাধায় গোপ্যস্থানে, রক্ষা কৈলা সহতনে;
যার মাধুরী খ্যাত বিশ্বভ’রে ॥
মেঘ পূজাকৃতি বর, দেখি শ্যাম মনোহর,
সে গীতবসন বনমালী ।
শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি-লোভে, ভজে নিত্য সূর্য্যদেবে;
অনুরাগে সখীগণ মিলি ॥
সেইত শ্রীসূর্য্যদেবে, এ মিনতি করি এবে;
রক্ষা করু সর্ববিশ্ব হৈতে ।
বাসি করি নন্দব্রজে, ভজি শ্রীরাধাগোবিন্দে;
সূর্য্যদেব ! কর আশীর্বাদে ॥” ৮৮ ॥

দিব্যালঙ্কৃতিরত্ন-পৰ্বত-তিল-প্রস্থাদিকঙ্কাদরা-

দ্বিপ্রভাঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎকাননম্ ॥৮৯॥

অনুবাদ । ব্রজপতি শ্রীনন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-মহোৎসবকালে অতি হর্ষভরে-
স্বর্ণ ও উত্তমমুক্তাগ্রণী ভূষিত দুই লক্ষ নবীন গাভী, দিব্য অলঙ্কার রত্নরাশি ও তিলপর্বত অতি সমাদরে
যেস্থলে ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়াছিলেন,—সেই বৃহৎকাননকে বন্দনা করি ॥৮৯॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণপ্রকটস্থানং বৃহদনং স্তোতি—আবির্ভাব ইতি । স ব্রজপতি-নন্দো মুররিপোঃ
শ্রীকৃষ্ণস্যাবির্ভাব-মহোৎসবে যত্র বিপ্রভা এতানি আদরাদদৌ তদ্বৃহৎ কাননং বন্দে । দেয় দ্রব্যগণ্য
স্বর্ণঞ্চ উৎকৃতিশয় মুক্তাঙ্কলগ্ৰণী চ তয়োবিভ্রমেণ বেষ্ঠনেন মণ্ডিতে ভূষিতে দ্বৈ নব প্রবীলক্ষেপ বা নূতনাশ
তা গাৰ্শ্বেতি নবগব্যস্তাসাং লক্ষে ইত্যর্থঃ । অপি চ দিব্যালঙ্কৃতিরত্নাকারশ্চ রত্ন-পৰ্বতশ্চ তিলপ্রস্থঃ
সানুরিবাভ্যুচ্চৈস্তিলরাশিচ তে আদরো মস্য স্বাবরাদেক্তাদিকঙ্কেতি । ‘প্রস্থোইস্তিগ্ৰাং মানভেদে
সানাবুন্নিত বস্তুনী’তি মেদিনী ॥৮৯॥

স্তবামৃতকণাব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থান শ্রীবৃহদ্বনের
স্তব করিতেছেন । ব্রজরাজ শ্রীনন্দ যেস্থানে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসবে পুস্ত্রের মঙ্গল-কামনায় ব্রাহ্মণগণকে
বিপুল দান করিয়াছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—“ধেনুনাং নিষুতে জ্ঞাদাদ্ বিপ্রভ্যঃ সমলংকৃতে ।
তিলাদ্রীন্ সপ্তরত্নৌঘ-শাতকৌস্তাঙ্করারতান্ ॥” (ভা০ ১০।৫।৩) “নিষুতে দ্বৈ লক্ষে” (স্বামীটীকা) অর্থাৎ
“শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকালে শ্রীনন্দমহারাজ স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যক্ষুদ্রাদি পরিশোভিত দুই লক্ষ ধেনু, নানাবিধ রত্ন
এবং সুবর্ণসুত্রখচিত বস্ত্রারত সাতটি তিলপর্বত ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন ।”

শ্রীব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দৃষ্ট হয়—“ততো নন্দশ্চ সানন্দং ব্রাহ্মণেভ্যো ধনং দদৌ । সপ্তত্বানি
প্রবালানি হীরকানি চ সাদরম্ ॥ তিলানাং পৰ্বতান্ সপ্ত সুবর্ণ-কাঞ্চনং মুনৈ । রৌপ্যং ধান্যচলং বস্ত্রং
গোসহস্রং মনোরমম্ ॥” অর্থাৎ “গোপরাজ শ্রীনন্দ শ্রীকৃষ্ণজন্মে পরমানন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ
রত্ন, প্রবাল, হীরকাদি বহুদান করিয়াছিলেন এবং সাতটি তিলপর্বত, ধান্যপর্বত, স্বর্ণ, রৌপ্য, বস্ত্র ও
সহস্র সহস্র গাভী দান করিয়াছিলেন ।” ভবিষ্যপুরাণে তিলপর্বতের পরিমাণাদির নিম্নম দেখা যায়—
“উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ । ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ পূর্ববচ্চাপরং
সর্বং বিষ্ণুপৰ্বতাদিকম্ ॥” দশদ্রোণ পরিমিত তিলনিমিত্ত পর্বত উত্তম, পঞ্চদ্রোণ পরিমিত মধ্যম
এবং তিনদ্রোণ পরিমিত কনিষ্ঠ । পূর্ববর্ণিত ধান্যপর্বতের চতুর্দিকে যেমন বিষ্ণু-পর্বত স্থাপন করিতে
হয়, তিলপর্বতেও তাহাই বিধেয় ।

● সুমেরু পর্বতকে সুদৃঢ়রূপে স্থাপন করিবার জন্য ব্রহ্মা তাহার চতুর্দিকে মন্দার, গন্ধমাদন, নীল ও সুপাঙ্ক

এই সকল তিলপর্বত, ধান্যপর্বত প্রভৃতি রত্ন, সুবর্ণ এবং পুষ্পমালাদি দ্বারা পরিশোভিত করিতে হয়। ভবিষ্যপুরাণে তাহারও ব্যবস্থা দেখা যায়—“ইথাং নিবেশ্যামরশৈলমগ্র-মতস্ত বিষ্কণ্ডগিরীন্ ক্রমেণ। তুরীয়ভাগেন চতুর্দিশঞ্চ সংস্থাপয়েৎ পুষ্পবিলেপনাত্ম ॥ মেরুমহান ব্রীহিময়ন্ত মধ্যে সুবর্ণরত্নত্রয়সংযুতঃ স্যাৎ। পূর্বেণ মুক্তাফলবজ্রযুক্তো যামোন গোমেদকপুষ্পরাগৈঃ ॥ পশ্চাচ্চ গারুড়াত-নীলরত্নৈঃ সৌম্যে চ বৈদূর্য্য সরোজরাগৈঃ।” অর্থাৎ এই প্রকারে দশদ্রোণাদি পরিমিত ধান্য-তিলাদি দ্বারা সুমেরু ‘পর্বত-স্থাপন করিয়া তাহার চতুর্থভাগ পরিমিত ধান্য-তিলাদি দ্বারা চতুর্দিকে চন্দন-পুষ্পাদি সমন্বিত বিষ্কণ্ড-পর্বত স্থাপন করিবে। মধ্যস্থলে স্থাপিত ধান্য তিলাদি নির্মিত পর্বতে তিনটি সুবর্ণনির্মিত রত্ন স্থাপন করিবে। তাহার পূর্বদিকস্থিত বিষ্কণ্ডপর্বত মুক্তা ও হীরকযুক্ত, দক্ষিণদিকস্থিত বিষ্কণ্ডপর্বত গোমেদ-রত্ন এবং পুষ্পরাগ মণিযুক্ত, পশ্চিমদিকস্থিত বিষ্কণ্ডপর্বত গারুড়াত মণি ও নীলরত্নযুক্ত এবং উত্তর-দিকস্থিত বিষ্কণ্ডপর্বত বৈদূর্যমণি এবং পদ্মরাগযুক্তরূপে স্থাপন করিবে।’

শ্রীমৎ জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার গোপালচম্পু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—“দশভির্দ্রোণৈঃ কৃততিলসপ্তা-চলীমদদাৎ। যম্মুত্তিমণিকনকানাং তদধিকতরভারতা দ্বিজের্মেনে ॥” “গোপরাজ নন্দ দশদ্রোণ-পরিমিত তিলনির্মিত সাতটি পর্বত ব্রাহ্মগণগকে দান করিয়াছিলেন। সেই তিলপর্বতের আবরণরূপে যে সমস্ত সুবর্ণ ও মণি-রত্নাদি ছিল, তাহার ভার তিল অপেক্ষা অধিক বলিয়া ব্রাহ্মগণগের প্রতীতি হইয়াছিল।” এতদ্বারা গোপরাজ নন্দের অপরিমিত মণিরত্নাদি দানের কিঞ্চিৎ অনুমান করা যাইতে পারে। বুজধাম চিন্ময়, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি; সুতরাং মহারাজ শ্রীনন্দের এতাদৃশ মণিরত্নাদি দান কোন অসম্ভব ব্যাপার নহে। যে-স্থলে শ্রীনন্দমহারাজের এই বিপুল দান প্রদত্ত হইয়াছিল, শ্রীপাদ সেই বৃহদ্বনকে বন্দনা করিতেছেন—

“শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে, তাঁর জন্ম-মহোৎসবে,

বুজে শ্রীল নন্দমহারাজ।

দুই লক্ষ গাভীগণে, মণি মুক্তা বিভূষণে,

করি দিব্য রত্নময় সাজ ॥

রত্নরাশি তিলগিরি, পরম আদর করি,

ব্রাহ্মণেরে করেছিল দান।

সেই বহুকাননে, বন্দি মুক্তি সাবধানে,

দিব্য চিন্তামণিময় স্থান ॥” ৮৯॥

এই চারিটি পর্বত স্থাপন করেন, এই চারিটি পর্বতকে বিষ্কণ্ডপর্বত বলে। তিলপর্বত, ধান্যপর্বত প্রভৃতি দান করিতে হইলেও তাহার চতুর্দিকে সুমেরু পর্বতের অনুকরণে চারিটি করিয়া বিষ্কণ্ডপর্বত স্থাপন করা বিধেয়।

গান্ধৰ্বায়া জনিষণিরভূদ্যত্র সঙ্কীৰ্ত্তিতায়া-
 ধ্যানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীৰ্ত্তিদাগৰ্ভখন্যাম্ ।
 গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেহত্র মুখ্যে-
 রাবল্যাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতি-পুরো মমাস্তাম্ ॥৯০॥

অনুবাদ । যেখানে আনন্দোৎসুক দেবতা, ঋষি ও নরগণ-কর্তৃক বন্দিত কীৰ্ত্তিদার গৰ্ভরূপ
 খনিতে শ্রীরাধার আবির্ভাবরূপ মণি উৎপন্ন হইয়াছিল, গো-গোপ-গোপীসমূহে পূর্ণ **রাবল** নামক প্রধান
 বৃষভানুপুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক । ৯০॥

টীকা । শ্রীরাধিকা-প্রকট-ভূমিং স্তোতি—গান্ধৰ্বায়া ইতি । অত্র বৃষরবিপুরে বৃষভানুপুরে
 মম প্রীতিপুরঃ প্রীতিপ্রচুরঃ আস্তাং ভবতু । কিন্তুতে মুখ্যঃ প্রধানম্ ইরাবলিরাখ্যা নাম যস্য তস্মিন্ ইরা
 পৃথবী তস্যাবলিঃ শ্রীরাধায়া জন্মভূত্বেন পূজা যস্মাদিতি বিগ্রহঃ । রাবল্যাখ্যে ইতি বা । এতৎ পক্ষে
 মুখ্যে ইতি সপ্তম্যন্তং পদম্ । পুনঃ কিন্তুতে গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈশ্চ সংপরীতে ব্যাণ্ডে । পুনঃ
 কিন্তুতে যত্র কীৰ্ত্তিদাগৰ্ভখন্যাং কীৰ্ত্তিদায়া গৰ্ভরূপাকরে গান্ধৰ্বায়াঃ শ্রীরাধিকায়্যা জনির্জন্মরূপোমণিরভূৎ
 প্রাদুৰ্ভূত্ব গৰ্ভখন্যাং কিন্তুতায়াম্ আনন্দেন উৎকৈরুৎসুকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীৰ্ত্তিতায়াং সদসি গীতায়াম্ ।
 ননু বৃষরবিপুরে ইত্যত্র যথা জলাধার ইত্যুক্তে ন সমুদ্রস্য প্রতীতিঃ কিন্তু জলধিরিতি প্রয়োগ এব তথা এবং
 বৃষরবিপুর ইতি প্রয়োগে বৃষভানুপুরস্য প্রতীত্যভাবাৎ লক্ষণাপত্তিঃ স্যাৎ নচ ভবতু কো বিরোধ ইতি
 বাচ্যং তত্বেনৈয়ার্থরূপপদাংশদোষ স্যাৎ । উচ্যতে । সৰ্ব্বেষামপি দোষাণামিতৌচিত্যান্মনীষিত্বিরিত্যাদিনা
 তদ্বেশীয়ানাং উচিত্যাৎ বৃষরবিপুর ইত্যেনোপি তৎপুর প্রতীতৌ ন দোষঃ ॥৯০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে রাবল নামক বৃষভানুপুরের বন্দনা
 করিতেছেন । মহাবন বা বৃহদ্বন যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-স্থান, তদ্রূপ রাবল শ্রীরাধারানীর আবির্ভাব-
 স্থলী । পরে নানা অসুর-রাক্ষসাদির উৎপাত দর্শনে শ্রীনন্দমহারাজ সপরিকরে নন্দীঘরে এবং শ্রীবৃষভানু
 রাজা বর্ষাণায় নিবাস স্থাপন করেন । সেই রাবল গ্রামে মাতা কীৰ্ত্তিদার গৰ্ভখনি হইতে শ্রীরাধারানী
 রূপ মহামণির আবির্ভাব হইয়াছিল । মাতা কীৰ্ত্তিদা যথার্থতই বিশ্বের কীৰ্ত্তিদাত্রী । শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল
 রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—“কীৰ্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীৰ্ত্তি ?” শ্রীরামরায় উত্তরে
 বলিয়াছিলেন—“কৃষ্ণ-প্রেমভক্ত বলি হার হয় খ্যাতি ॥” (চৈঃ চঃ) সেই কৃষ্ণপ্রেমের সাফাৎ অধিষ্ঠাত্রী-
 দেবী শ্রীরাধারানীকে বিশ্বে আবির্ভাব করাইয়া যিনি বিশ্বমানবকে কৃষ্ণভক্তরূপ মহাকীৰ্ত্তি প্রদান করিয়া
 ধন্য করিয়াছেন, তাহার কীৰ্ত্তিদা নামটি যথার্থই সার্থক । যাহার গৰ্ভ হইতে কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সাফাৎ
 মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধারানীরূপ মহারত্নের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার গৰ্ভ যে সত্যই রত্নখনি তাহাতে
 সন্দেহ কি ?

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদের শ্রীললিতমাধব-নাটকে কীর্তিদার গর্ভ হইতে হরিমায়া শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করিয়া বিক্র্যপর্বতের পঙ্কীর গর্ভে স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পুতনা তাঁহাকে হরণ করিয়া কংসের নিকট আনয়নকালে বিক্র্য রাজার পুরোহিতের রাক্ষসী-নাশনমন্ত্রে পুতনার হস্তস্থলিতা শ্রীরাধাকে রূষভানু ও কীর্তিদা প্রাপ্ত হন বলিয়া লিখিত আছে, ইহা কাদাচিত্তকী লীলা। অর্থাৎ কোন কল্পে এই প্রকার লীলা হইয়া থাকে। লীলাময় শ্রীভগবানের এবং তাঁহার স্বরূপশক্তিবর্গের বিচিত্র লীলাভঙ্গী বুঝিবার কাহারো সামর্থ্য নাই। লীলাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় কোন্ কল্পের লীলা কোন্ মহাজনের চিত্তে স্ফুরিত হন, তাহাও কাহারো বুঝিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ প্রতিকল্পে শ্রীরাধারানী মাতা কীর্তিদার গর্ভখনি হইতেই প্রাদুর্ভূতা হইয়া থাকেন। কেন কোন কল্পে কীর্তিদার গর্ভ হইতে আকর্ষিতা হইয়া বিক্র্যপঙ্কীর গর্ভে নিহিতা হন এবং তাঁহার গর্ভ হইতে আবির্ভূতা হন বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ স্পষ্টতঃই শ্রীকীর্তিদার গর্ভখনি হইতে শ্রীরাধারূপ মহারত্নের প্রাদুর্ভাবের কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার আবির্ভাবকালে দেব, নর ও মুনিগণ যে শ্রীমতীর আবির্ভাব-লীলা-দর্শনে পরমানন্দে মগ্ন হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত—

“অহে শ্রীনিবাস দেখ এ ‘রাবল’ গ্রাম। এথা রূষভানুর বসতি অনুপম ॥
 শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এইখানে। যাঁহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥
 আজু কি আনন্দ রূষভানুর মন্দিরে। জন্মিলা রাধিকাদেবী কৃন্তিকা উদরে ॥
 দিশা দশ আলো করে রূপের ছটায়। যে দেখে বারেক তার তাপ দূরে যায় ॥
 সুকোমল তনু জিনি কনকলবনী। আহা মরি! কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী ॥
 জননী জন্মক ধৃতি ধরিতে না পারে। কত সাধে চাঁদমুখ দেখে বারে বারে ॥
 জয় জয় কলরবে ভরিল ভুবন। গাওয়ে মঙ্গলগীত গোপনারীগণ ॥
 বাজয়ে বিবিধ বাদ্য পরম রসাল। নাচয়ে সকল লোক, বলে ভাল ভাল ॥
 দধি দুধ হল্দি অঙ্গনে ছড়াইয়া। হাসয়ে হাসায় কত ভঙ্গী প্রকাশিয়া ॥
 বিপ্র বন্দীগণে দান করে নানা ভাতি। দেখি ঘনশ্যাম ওনা রঙ্গ সুখে মাতি ॥”

শ্রীপাদ বলিতেছেন,—‘গো, গোপ ও গোপীসমূহে পরিপূর্ণ সেই রাবল নামক প্রধান রূষভানু-পুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক। শ্রীপাদ স্বরূপে শ্রীরাধার কিঙ্করী, প্রাণকোটি প্রিয় স্বীয় অধীশ্বরীর জন্ম-ভূমিতে তাই প্রচুর অনুরাগময়ী প্রীতিই তাঁহার কাম।

“আনন্দে বিভোর, সুর মুনি নর,

প্রশংসিত-কীর্তিদার।

গর্ভরূপ খনি- মাঝারে যে মণি,

‘রাধা’ নামে চমৎকার ॥

যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
 শ্রীরাধাঈর্নিজ সুখকূতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে ।
 ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্য দোষাৎ
 স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥৯১॥

অনুবাদ । যে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল ও মনোহর শ্রীচরণযুগল কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা নিজ সুখার্থে বক্ষুঃস্থলে ধারণের নিমিত্ত অনেকটা উত্তোলন করিয়াও পরে কুচযুগলের বর্কশতা বুঝিয়া ভীতা হইয়া উন্নত কুচাগ্রে ধারণ করেন নাই, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ মনোরম গোষ্ঠপ্রদেশে আমার স্থিতি বিধান করুন ॥৯১॥

টীকা । কোমলশয্যারূপানন্তশায়িনমতিকোমলাঙ্গং নন্দনন্দনং জ্যোতি—যস্যোতি । স শেষশায়ী অনন্তাসনঃ স্থিতি-কর্তৃরূপঃ শ্রীকৃষ্ণো গোষ্ঠে ব্রজে নোহু্যমাকং স্থিতিং বসতিং প্রথয়তু সর্বজন-প্রতীতি-গোচরত্বেন বিস্তারয়তু । সঃ কঃ যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কর্ম্মণী কোমলাপি রাধা কুচাগ্রে অস্য কুচাগ্রস্যা-রান্নিকটে কার্কশ্যদোষাৎ ভীতা সতী নহি দধতি ন ধারয়তি । কিন্তুতে চরণকমলে কোমলে কিং কুর্বাতি সতী নিজসুখকূতে স্বসুখনিমিত্তায় উচ্চৈঃ সন্নয়ন্তী সতী । যস্যৈকাংশরূপঃ পালয়িতা শেষশায়ী স ব্রজে বসন্ শ্রীরাধয়া সদা ক্রীড়ত্যতোহন্ন বাসঃ সর্বশ্রেষ্ঠ ইতি ধ্বনিঃ ॥৯১॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শেষশায়ীর স্তব করিতেছেন । এখানে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকবশতঃ অনন্তশয্যায় শয়ন করিলে লক্ষ্মীদেবী যেরূপ শেষশায়ী ভগবানের শ্রীচরণ-সেবন করেন, তদ্রূপ শ্রীরাধারাগী শ্রীকৃষ্ণের পদসেবা করিয়াছিলেন । “এ শেষশায়ী ক্ষীরসমুদ্র এথাতে । কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে ॥ শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন । যে আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন ॥” (ভক্তিরত্নাকর)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘শ্রীরাধারাগী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল সেবনকালে নিজ সুখার্থে

যেথা আবির্ভূত, হ'য়ে সুখাপ্লুত,
 করেছেন চরাচর ।

রাবল নামক, গোপ-গোপী-ধেনু,
 সুবেষ্টিত মনোহর ॥

রুশভানুপুর- প্রতি সুমধুর,
 পিরিতি-প্রবাহ-রাশি ।

ঐ হৃদয়-মাঝে, সদা যেন রাজে,
 রহিব সে রসে ভাসি ॥”

শ্রীচরণযুগল বক্ষে ধারণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন । এখানে নিজসুখ বলিতে এই সুখ শ্রীকৃষ্ণ-সুখের পুষ্টিকর বলিয়াই জানিতে হইবে । কারণ শ্রীকৃষ্ণসুখ ব্যতীত অপর কোন অনুসন্ধানই গোপিকার চিত্তে কখনই স্থান পায় না । “আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার । কৃষ্ণসুখ-হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার ॥ কৃষ্ণ-লাগি আর সব করি পরিত্যাগ ! কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ ॥” (চৈঃ চঃ) সুতরাং যেখানে যেখানে গোপিকার নিজসুখের কথা উল্লেখ আছে, তাহা সর্বত্রই শ্রীকৃষ্ণসুখের হেতু বলিয়াই বুঝিতে হইবে । “অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ গোষে । এই হেতু গোপীপ্রেমে নাহি কাম দোষে ॥” (ঐ) এই রহস্যটিই শ্লোকে “ভীত্যাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যাদোষাৎ” অর্থাৎ ‘স্তনমণ্ডলের কৰ্কশতার নিমিত্ত শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কোমল চরণ নিজবক্ষে ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই’ এই অংশে ব্যক্ত হইয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-সেবন-কালে তাঁহার শ্রীচরণ বক্ষে ধারণ করিবার জন্য শ্রীরাধারাগী যখন সেই অপার সৌন্দর্য-মাধুর্যমণ্ডিত পরম মৃদুল শ্রীচরণ বক্ষঃস্থলের নিকটে আনয়ন করিলেন, তখন তাঁহার কঠিন স্তনতটে ঐ সুকোমল চরণে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া আর শ্রীচরণ বক্ষে বিন্যাস করিলেন না ।

এখানের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, প্রিয়া কান্তা প্রিয় কান্তকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখে আত্মহারা হইয়া থাকে । কিন্তু শ্রীরাধারাগী প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণস্পর্শে আত্মসুখে জ্ঞান-হারা না হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় সুখের বিরোধী যে ভীতি, সেই ভীতিযুক্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণ আর বক্ষে স্থাপন করিলেন না । ইহাতে রসিকজনবেদ্য নিজসুখ-কামিতার অত্যন্তাভাব প্রকাশিত হইয়াছে ।

বস্তুতঃ গোপীগণের রূঢ়মহাভাবের একটি অনুভাব—“তৎসৌখ্যেহপি আভিশঙ্কয়া খিন্নত্বম্” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখকর বিষয়েও তাঁহার পীড়া হইতেছে ভাবিয়া খেদান্বিত হওয়া । রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজদেবীগণের বক্ষোজোপরি নিজ চরণ অর্পণ করেন, তখন তাঁহার সুখোল্লাস শ্রীমুখাদিতে সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে । কারণ কান্তার বক্ষে চরণ-অর্পণে কান্তের সুখোল্লাস ব্যতীত পীড়ার বা দুঃখের কোন সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না । তথাপি ব্রজদেবীগণের যে তৎকালেও শ্রীকৃষ্ণের দুঃখ সম্ভাবনা চিত্তে উদিত হইয়া থাকে, ইহা ব্রজদেবীগণেরই নিজস্ব ভাবসম্পত্তি, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণিণী, সত্য-ভামাদি অপর কোন কান্তারই অধিকার নাই । রাসরজনীতে গোপীগীতির শেষ শ্লোকে (ভাঃ ১০।৩১।১৯) ব্রজদেবীগণ স্বয়ংই একথা ব্যক্ত করিয়াছেন—

“যন্তে সুজাতচরণায়ুৰুহং স্তনেষু ভীতা শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কৰ্কশেষু ।

তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্থিৎ কুর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীৰ্ভবদান্মুখাং নঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিণী ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলিলেন—“হে প্রিয় ! তোমার যে পরম সুকোমল চরণকমল আমরা ভীতা হইয়া আমাদের কঠিন স্তনমণ্ডলে অতীব সতর্কতার সহিত

যত্র কামসরঃ সাক্ষাদ্গোপিকারমণং সরঃ ।
রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং তদ্বনং কাম্যকং ভাজে ॥৯২॥

অনুবাদ । যেস্থানে কামসরোবর বা সাক্ষাৎ গোপিকারমণ-সরোবর বিরাজ করিতেছে, শ্রীরাধামাধবের পরমপ্রিয় সেই কাম্যবনকে আমি ভজন করি ॥৯২॥

টীকা । শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রিয়তরং কাম্যবননাম বনবিশেষং স্তোতি—যন্ত্রেতি । রাধামাধবয়োঃ

ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, তুমি সেই শ্রীচরণকমলে তীক্ষ্ণ-কঙ্কর-কন্টক পূর্ণ এই বন্যপ্রদেশে বিচরণ করিতেছ, ইহাতে তোমার শ্রীচরণকমলে কতই না ব্যথা হইতেছে ! ইহা ভাবিয়া আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হইতেছে, যেহেতু তুমিই যে আমাদের জীবন ।” মাদনাখ্য মহাভাববতী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াশিরোমণি গোপীবরীয়সী শ্রীরাধারাগীতে এই সকল ভাবই অতি চমৎকার বা বিচিত্রভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘যে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের কোমলতার অনুভবে শ্রীরাধারাগী তাঁহার শ্রীচরণ বক্ষে বিন্যাস করিতে পারেন নাই, সেই শেষশায়ী শ্রীকৃষ্ণ এই মনোরম গোষ্ঠ-প্রদেশে আমায় নিবাস প্রদান করুন ।’

“শেষের অঙ্গ-শয্যায়, শ্রীঅঙ্গ হেলায়ে তায়,
পাদপদ্ম প্রসারিত ক’রে ।

চির-বিশ্রাম করে যাঁহা, শেষশায়ী নাম তাঁহা,
সদা লক্ষ্মী পদসেবা করে ॥

সেই ত ভাবেতে কৃষ্ণ, শ্রীরাধার সঙ্গ-তৃষ্ণ,
শেষশয্যা করিল শয়ন ।

শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-তল, কমল হৈতে সুকোমল,
রাধা করেন সে পদ-সেবন ॥

কোমলাঙ্গী ভানুসূতা, অতিশয় ভয়ে ভীতা,
শ্রীচরণ নাহি ধরে বুক ।

আমার কর্কশ হিয়া, অতি সুকোমল ইহা;
এই চিন্তি স্তব্ধ হৈয়া থাকে ॥

শেষশায়ী শ্রীগোবিন্দে, মিনতি পদারবিন্দে,
কৃপা করি গোষ্ঠে দাও বাস ।

শ্রীরাধার সঙ্গে তোমা, সদা ভজি এ বাসনা,
এ দীনের পুরাও অভিলাষ ॥”৯১॥

প্রার্থে প্রিয়ং তৎকাম্যকং বনং ভজে । যত্র কাম্যকে কামসরঃ এতন্মাম সরঃ সরসী গোপিকারমণং সরো
বভূবেতি শেষঃ । গোপিকানাং রমণায় ক্রীড়নায় সর ইতি বিগ্রহঃ ॥৯২॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজের দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীকাম্যবনের শুব
করিতেছেন । “চতুর্থং কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্ । তত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥”
(আদিবারাহ) “হে দেবি । দ্বাদশ বনের চতুর্থ কাম্যবন, ইহা বন সকলের উত্তম । লোকসকল এই
বনে গমন করিলে আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে ।” কাম্যবনে বহু বহু তীর্থের স্থিতি । এখানে
চৌরাশীকুণ্ড ও একশতবার বিষ্ণুসিংহাসন আছে । এখানে তিন শত কূপ ছিল, রাঙ্গসেরা তাহা ধ্বংস
করে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে । বিমলাকুণ্ড রুহন্তর, ইহার তীরে বিমলাদেবী, দাউজী, গঙ্গাজী, গোপালজী ও
মদনগোপালের মন্দির বিরাজিত । সেতুবন্ধকুণ্ডে রামেশ্বর মহাদেব আছেন, এখানে শ্রীকৃষ্ণ সেতুবন্ধ-লীলা
করিয়াছিলেন । ঘোষরাণীকুণ্ডতীর শ্রীযশোদার পিত্রালয় । মণিকুণ্ডতীরে শ্রীহরিশ্চন্দ্র মহারাজ তপস্যা
করিয়াছিলেন । দ্বারকাকুণ্ডতীরে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে মহিষীগণের সহিত ব্রজে আসিয়া শিবির
করিয়াছিলেন । বলভদ্রকুণ্ডতীরে শ্রীবলরাম দ্বারকা হইতে আসিয়া বুজবাসিগণকে প্রবোধ দিয়াছিলেন ।
চরণ-পাহাড়ীতে পর্বতোপরি শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন আছে । চৌরাশীখাস্তা বা কামসেন রাজার কাছারী—এই
গৃহে চৌরাশীটি খাস্তা আছে । মেধাবী মুনির কন্দর বা ব্যোমাসুরের গোফা পর্বতোপরি বিদ্যমান ।
এখানে শ্রীকৃষ্ণ ব্যোমাসুরকে নিধন করেন । নিকটেই ভোজনখালী, এখানে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে
দধিভাত ভোজন করিয়াছিলেন । কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, গোবুলচন্দ্রমা, কামেশ্বর-
মহাদেব, বিমলাকুণ্ড, শ্রীবৃন্দাজী, সিদ্ধ শ্রীল জয়কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুঠি প্রভৃতি দর্শনীয় ।

যে চৌরাশীকুণ্ডের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি কামসরোবর বা গোপিকারমণ
সরোবর তাহারই অন্তর্গত । এখানে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাগণ-সঙ্গে বিচিত্র বিহার করিয়াছিলেন । ক্ষুদ্র-
পুরাণ মথুরাখণ্ডে লিখিত আছে—“তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণং সরঃ । তত্র তীর্থসহস্রাণি
সরাংসি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥” অর্থাৎ “কাম্যবনে গোপিকারমণ-সরোবর বিরাজিত, ইহার অপর নাম কাম-
সরোবর । সেই কাম্যবনে সহস্র সহস্র তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ সরোবর সকল আছে ।” ভক্তিরত্নাকরে
বর্ণিত—“দেখ গোপিকারমণ কামসরোবর । কে বর্ণিবে এথা যে বিলাস মনোহর ॥ এই কাম-
সরোবর মহাসুখময় । কামসরোবরে কামসাগর कहन् ॥” এই কাম্যবনের কুণ্ডাদিতে স্নান করিলে
সর্ব কামনা সিদ্ধি হইয়া থাকে, তাই ইহার নাম কাম্যবন । “সর্বকাম-ফলপ্রদ কাম্যবন হয় ।
যথা তথা কৈলে স্নান সর্বদুঃখঃ ক্ষয় ॥” (ঐ) “ততঃ কাম্যবনং রাজন্ যত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্ ।
স্নানমাত্রেণ সর্বেষাং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥” (ক্ষুদ্রপুরাণে-মথুরাখণ্ড) অর্থাৎ ‘হে মহারাজ’ ! তাহার পর
কাম্যবন, যেখানে আপনি বাল্যকালে অবস্থান করিয়াছিলেন । এই বন স্নানমাত্রেই সকলের সকল

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্বেণ সস্তাবিতা
 মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লভৃগুংকঠয়া ।
 যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুধা বকভিদা রাধা নিযুদ্ধং মুদা
 কুর্বাণা মদনস্য তোষমতনোভাণ্ডীরকং তং ভজে ॥৯৩॥

অনুবাদ। যেখানে আমার অধীশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধা মল্লযুদ্ধের কৌতুকবশতঃ শ্রবণে মল্লবেশে সজ্জিতা হইয়া সখীগণকেও মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া গবিতা হইয়াছিলেন এবং মল্লবেশধারী বকারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই ভাণ্ডীরকে ভজন করি ॥৯৩॥

টীকা। শ্রীকৃষ্ণেন সহ শ্রীরাধায়া মল্লক্রীড়া-রঙ্গস্থানং ভাণ্ডীরবনং স্তৌতি—মল্লীতি । তং ভাণ্ডীরকম্ এতন্নাম বনবিশেষং ভজে রঙ্গস্থান-পরিভিক্রয়য়া সেবে । যস্মিন্ ভাণ্ডীরকে মদীশ্বরী রাধা মল্লীভূয় বকভিদা শ্রীকৃষ্ণেন সহ মুদা হর্ষণে নিযুদ্ধং কুর্বাণা সতী মদনস্য তোষমতনোঃ মল্লপ্রধানং রাস্ত ইব কন্দর্পস্য সন্তোষং বিস্তারিতবতী । রাধা কিন্তুুতা নিজাঃ প্রিয়তমাঃ সখীর্নলিতাদিমল্লীকৃত্য গর্বেণা- ইৎকারেণ সস্তাবিতা এতাদৃক্ ক্রিয়ান্যামুৎসাহং প্রাপিতা বকভিদা কিন্তুুতেন উৎকণ্ঠয়া বহ্নীর্মল্লীকৃপাঃ প্রেয়সীদৃষ্ট্যা ঔস্যেকাকিচ্ছেননাশু চাঞ্চল্যেন সম্যগ্ মল্লভৃগুং বদ্ধ দূত পরিকরত্বমুপেয়ুধা প্রাপ্তেন ॥৯৩॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা। শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ভাণ্ডীরের স্তব করিতেছেন । দ্বাদশ- বনের অন্যতম শ্রীভাণ্ডীরবন, ইহার দর্শনাদিতে মানবকুল ধন্য হইয়া থাকে । আদিবারাহে বর্ণিত আছে—

“একাদশস্ত ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্ । তস্য দর্শনমাত্রেন নরো গর্তং ন গচ্ছতি ॥

ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্ । বাসুদেবং তত্রো দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ । সর্বপাপবিনিমুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥”

অর্থাৎ “ভাণ্ডীরনামক একাদশ বন উত্তম ও যোগিগণের প্রিয় । ভাণ্ডীরের দর্শনমাত্রে লোক আর গর্তে প্রবিষ্ট হয় না । সকল বন-মধ্যে উত্তম বন ভাণ্ডীরে গমন করিয়া তথায় বাসুদেব দর্শন

কামনার ফল প্রদান করিয়া থাকে ।’ শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরমপ্রিয় সেই কাম্যবনকে আমি ভজন করি ।’

“গোপী-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সুচারু বিহার ।

হয়েছিল যথা নাম কামসরোবর ॥

সেই কামসরোবর বিরাজে যেখানে ।

ভজি যুগলের প্রিয় সেই ‘কাম্যবনে’ ॥ ৯২ ॥”

করিলে লোকের আর পুনর্জন্ম হয় না। সে ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও সংযতাহারী হইয়া সেই ভাণ্ডীরে স্নান-পূর্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে।”

এই ভাণ্ডীরবনে ভাণ্ডীরকুণ্ড, শ্রীদামচন্দ্রের মন্দির ও বেণুকূপ আছে। বংশীধ্বনিদ্বারা এই কূপ হইতে পাতালের জল আনিয়া শ্রীকৃষ্ণ সখীগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। সুবলবেশে শ্রীরাধিকা এই ভাণ্ডীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নানারূপ লীলা করিয়াছিলেন। এখানে সুপ্রসিদ্ধ ভাণ্ডীরবট বা অক্ষয়বট বিরাজিত। একদা সখীগণসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব এখানে ক্রীড়া করিতেছিলেন, ইত্যবসরে প্রলম্বাসুর শ্রীকৃষ্ণ-বলদেবের অনিষ্ট-কামনায় সখার বেশে খেলায় যোগ দিয়া বলদেবকে ক্ষণে বহন করত মথুরার দিকে লইয়া চলিলে বলদেব তাহাকে নিধন করেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ একাকী ভাণ্ডীরে মোহন-বংশীনাদ করিলে সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে শ্রীরাধারাগী অধীরা হইয়া পড়েন এবং সখীসহ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অভিসার করেন। ভাণ্ডীরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ঈশ্বরী পরমানন্দ লাভ করেন ও সখীগণসহ এখানে শ্রীযুগল নানারূপে বিহার করেন।

কৌতুকবশতঃ শ্রীরাধারাগী শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘সখীগণ-সঙ্গে এই ভাণ্ডীরে তুমি কি কি খেলা করিয়া থাক?’ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—‘প্রিয়ে! এখানে সখীগণসঙ্গে আমার অতি বিচিত্র মল্লযুদ্ধ হইয়া থাকে। আমার মত মল্লক্রীড়া এই বিশ্বে আর কেহই জানে না। আমি অনায়াসে সকলকেই মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিয়া থাকি।’ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণে শ্রীললিতাসখী বলিলেন,—‘আজ আমরা তোমার মল্লবেশে মল্লক্রীড়া দেখিতে ইচ্ছা করি।’ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—‘ললিতে মল্লক্রীড়া তো একাকী হয় না, মল্লযুদ্ধের নিমিত্ত মল্লবেশধারী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রয়োজন।’ শ্রীরাধারাগী বলিলেন,—‘আমরাই আজ তোমার মল্লযুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী।’ এই কথা বলিয়া শ্রীরাধারাগী দর্পের সহিত অপূর্ব মল্লবেশে সজ্জিত হইলেন এবং সখীগণকেও মল্লবেশে সজ্জিত করিলেন। মল্লবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মল্লবেশ দেখিয়া তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপূর্ব মাধুরী দর্শনে বিমোহিত হইলেন, দেহে কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিকবিকার প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া সখীগণ পরিহাসপূর্বক বলিলেন,—‘শ্যাম! বিশ্বে নাকি সকলেই তোমার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে পরাজিত হয়, এক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শনেই ভয়ে কম্পিত হইতেছে; যুদ্ধ করিবে কিরূপে?’ সখীগণের বাক্যে শ্যাম লজ্জিত হইয়া ধৈর্য-ধারণ করিলেন।

অতঃপর মন্দমন্দ হাস্য পরায়ণা দর্পিতা মল্লবেশধারিণী রসময়ী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শ্রীযুগলের মহাযুদ্ধ বাধিয়া গেল, কাহারো জয় পরাজয় নাই। অপূর্ব মল্লযুদ্ধ দর্শনে সখীগণ আনন্দে আত্মাহারা হইলেন। যুগলের মহামদনাবেশময় মল্লক্রীড়া দর্শনে কন্দর্পও অপার আনন্দে বিমোহিত হইলেন। এ বিষয়ে শ্রীভক্তিরসাকরে বর্ণিত আছে—

● ইদি ধাতু হইতে ‘ইন্দ্র’ পদ নিষ্পন্ন হয়। পরমৈশ্বর্যে ইদি ধাতু প্রযুক্ত হয়। সূত্রাৎ এখানে ‘ইন্দ্রলোক’ শব্দে পরমসমৃদ্ধ ভগবন্তোক বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

আকৃষ্টা যা কুপিতা-হলিনা লাঙ্গলাগ্ৰেণ কৃষ্ণা
ধীরা যান্তী লবণ-জলাধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা ।
অদ্যাপিথং সকলমল্লৌজদৃশ্যতে সৈব যস্মিন্
ভক্ত্যা বান্ধেহুতমিদমাহো রামঘটপ্রদেশম্ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ । কৃষ্ণসম্বন্ধবিরহিতা হইয়া লবণ-সমুদ্রাভিমুখে গমনকারিণী যে ধীরানারিকা
যমুনা ক্রুদ্ধ হলধরকর্তৃক লাঙ্গলাগ্ৰদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেই যমুনাকে যে-স্থানে সকললোকে
অদ্যাপি সেই রূপেই (বক্ররূপে) দেখিয়া থাকে; অহো ! সেই অদ্ভুত রামঘট-প্রদেশকে আমি ভক্তি-
পূর্বক বন্দনা করি ॥৯৪॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণদ্রাতৃত্বেপি তৎসখিত্বমবলম্বমানস্য বলদেবস্য লীলাসূচকং যমুনা-ঘটং
ভৌতি - আকৃষ্টেতি । অহো সকলমিদমদ্ভুতং রামঘটপ্রদেশং ভক্ত্যা বান্ধে । যস্মিন্ ঘট্রে সকলমল্লৌজৈ-

“একদিন কৃষ্ণ একা ভাঙীর তলায় ।
বংশীবাদ্য কৈল যাতে জগত মাতায় ॥
বংশীধ্বনি শুনি রাধা অধৈর্য হইলা ।
সখীসহ আসি শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা ॥
হইল পরমানন্দ দোহার অন্তরে ।
সখীগণসঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে ॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রতি কহে মৃদুভাষে ।
‘সখাসহ কৈছে ক্রীড়া কর এ প্রদেশে ?’
শ্রীকৃষ্ণ কহেন—‘এথা মল্লবেশ ধরি ।
সখাগণসহ সুখে মল্লযুদ্ধ করি ॥
মোর সম মল্লযুদ্ধ কেহ না জানয় ।
অনায়াসে করি অন্য মল্ল পরাজয় ॥’
হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বাস্তব বার ।
‘মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার ॥’
এত কহি সকলেই কৈলা মল্লবেশ ।
কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করয়ে অশেষ ॥
কৃষ্ণপানে চাহি রাই মন্দ মন্দ হাসে ।
মল্লযুদ্ধহেতু যুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে ॥
মহা মল্লযুদ্ধে নাহি জয় পরাজয় ।
হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥”

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিলেন—‘আমি সেই ভাঙীরকে ভজন করি । ভাঙীরের কৃপা হইলে
শ্রীশ্রীরাধামাধবের সেই অপূর্ব মল্লক্রীড়ার স্ফুরণ হইবে, আমি সেই মদীশ্বরীর মল্লবেশ মল্লযুদ্ধের
রসাস্বাদন করিয়া খল্য হইব’—ইহাই ব্যক্তিতার্থ ।

“যথা রসময়ী রাধা আমার ঈশ্বরী ।

সাজাইয়া সখীগণে মল্লরূপ করি ॥

অতিগর্বে রাখারানী মল্লবেশ কৈলা ।

কৃষ্ণ-সঙ্গে যুদ্ধ করি আনন্দিতা হৈলা ॥

কৃষ্ণ-সহ শ্রীরাধার মল্লক্রীড়া-স্থান ।

সতত ভজিব আমি ‘শ্রীভাঙীর’ নাম ॥”৯৩৭

মনুষ্যৈরদ্যাপি সৈব কৃষ্ণসম্বন্ধ-বিয়োগিনী কৃষ্ণা যমুনা ইথমাকৃষ্টরূপা দৃশ্যতে । ‘এবচৌপম্যে বিয়োগে বাক্যপুরণে । অবধারণেচেতি মেদিনী । সা কিন্তুতা কুপিতহলিনা আহুতানাগমনেনাণ্ডক্ৰোধেন হলধরেণ লাল্লাগ্ৰেণ যা কৃষ্ণা আকৃষ্টা । ননু কৃষ্ণায়াঃ স্বকনিষ্ঠভার্য্যাত্বেনাকর্ষণস্য দোষাবহত্বং স্যাদিত্যাহ কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীনা যমুনা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীত্বেন অংশিনী কৃষ্ণভার্য্যা ভিন্নরূপত্বেন কৃষ্ণসম্বন্ধ-রহিতা । কিন্তুতা কৃষ্ণা ধীরা মন্দগতিঃ সতী লবণজলধৌ লবণসমুদ্রে মিলন্তী ॥৯৪॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । অনন্তর শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরামঘাটের বন্দনা করিতেছেন । এখানে শ্রীবলদেব তাঁহার প্রেমসী গোপীগণসঙ্গে দুই মাসকাল রাসবিহার করিয়াছিলেন এবং জলবিহার নিমিত্ত যমুনাকে হলদ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন । তাই যমুনা এখানে এখনো বক্রভাবে প্রবাহিত । শ্রীমদ্ভাগবতে এই লীলা বর্ণিত আছে (১০।৬৫।১৭-২৩, ৩১)—

“দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীৎ মধুং মাধবমেব চ । রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ॥

পূর্ণচন্দ্রকলামৃশ্চেত কৌমুদীগন্ধবায়ুনা । যমুনোপবনে রেমে সেবিতো স্ত্রীগণৈবৃতঃ ॥

বরুণপ্রেমিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ । পতন্তী তদ্বনং সৰ্ব্বং সুগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥

তং গন্ধং মধুধারায়্য বায়ুনোপহতং বলঃ । আশ্রয়োপাগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥

উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ । বনেষু বাচরং ক্ষীবো মদবিহ্বললোচনঃ ॥

শ্রগ্বেব্যককুন্তলো মত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া । বিভ্রং স্তিমতমুখাভোজং শ্বেদপ্রালেয় ভূষিতম্ ॥

স আজুহাব যমুনাং জলক্লীড়ার্থমীশ্বরঃ ॥

নিজং বাক্যমনাদৃত্য মত্ত ইত্যাগগাং বলঃ । অনাগতাং হলাগ্ৰেণ কুপিতো বিচকর্ষহ ॥

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাকৃষ্টবস্ননা । বলস্যনন্তবীৰ্য্যস্য বীৰ্য্যং সুচয়তীব হি ॥”

অর্থাৎ “দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন করত শ্রীবলদেব গোপগোপীগণকে সান্ত্বনা দিয়া এখানে অবস্থান করত চৈত্র ও বৈশাখ দুই মাস রজনীতে নিজ প্রিয়া গোপীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন । তিনি পূর্ণচন্দ্রের কিরণমালায় উজ্জলিত কুমুদকুসুমের গন্ধবাহী মলয়-পবন-সেবিত যমুনার উপবনে গোপ-রমণীগণ পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের সহিত বিলাস করিতে লাগিলেন । শ্রীবলদেবের সেবার নিমিত্ত বরুণ-দেব কতক প্রেরিতা বারুণীদেবী বৃক্ষকোটর হইতে নির্গতা হইয়া সুগন্ধে সেই বন আমোদিত করিয়া তুলিল । পবন সেই মধুগন্ধ সর্বত্র বিস্তৃত করিলে বলদেব তাঁহার গন্ধ পাইয়া তথায় গিয়া প্রিয়াগণের সহিত বারুণী পান করিলেন ।

বারুণী পানে প্রমত্তা বনিতাগণ শ্রীহলায়ুধের মধুর চরিত্র গান করিতে লাগিলেন এবং তিনিও প্রমত্ত হইয়া মদবিহ্বলনেত্র তাঁহাদের সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । গলদেশে বৈজয়ন্তী-মালা, এক কর্ণে কুণ্ডল, ঈষৎ হাস্যামৃতমণ্ডিত বদন, হিমশিকরের ন্যায় শ্বেদকণা-বিভূষিত মদমত্ত শ্রীবলদেব প্রিয়াগণের সহিত রাসবিহারান্তে জলক্লীড়ার নিমিত্ত যমুনাকে আহ্বান করিলেন । বলদেবকে

প্রমত্ত ভাবিয়া ● যমুনা তাঁহার বাক্যের অনাদর করিলে বলদেব কুপিত হইয়া যমুনাকে হলাগ্রদ্বারা আকর্ষণ করিলেন । শ্রীশুকমুনি মহারাজ পরীক্ষিতের প্রতি বলিলেন,—‘হে রাজন্ ! যমুনা সেই স্থানে বক্র হইয়া অদ্যাপি অনন্তবীৰ্য শ্রীবলদেবের মহিমা ঘোষণা করিতেছেন ।’

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিয়াছেন—“ধীরা যান্তী লবণ-জলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা” অর্থাৎ “যে যমুনা কৃষ্ণসম্বন্ধ বিরহিত হইয়া ধীরা নাগিকার ন্যায় লবণ সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছেন ।” তাৎপর্য এই যে, বলদেব যাহাকে দণ্ডদান করেন, সেই যমুনা নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বদ যমুনা নহেন, ইনি দ্বারকার মহিষী কালিন্দীর ছায়া স্থানীয়া শ্রীভগবানেরই বিভূতি সমুদ্রের ভার্যাস্বরূপা যমুনার অন্যতম একটি মূর্তি বলিয়া জানিতে হইবে । কারণ এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের তোষণীটীকায় লিখিত আছে—

“দেবী চেয়ং শ্রীভগবদ্ভূতানুসারেণ লক্ষ্ম্যা বিবিধমুত্তিবৎ ভগবন্মহিষীবরায়াঃ শ্রীকালিন্দ্যা এব সংজ্ঞা ছায়া ন্যায়েন তচ্ছায়া বিভূতিরূপা ভগবত এব মহাবিভূতেঃ সমুদ্রস্য ভার্যাস্বরূপা মূর্তিরেকা জ্ঞেয়া ।” এ বিষয়ে ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে—

“অহে শ্রীনিবাস ! এই রামঘাট হয় । এথা রাসলীলা করে রোহিণীতনয় ॥

যথা কৃষ্ণ প্রিয়াসহ কৈল রাসকেলি । তথা হৈতে দূর—এ রামের রাসস্থলী ॥

কহিতে কি—তৈঁহো কোটি-সমুদ্র গভীর । কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ—পরম সুধীর ।

দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা । চৈত্র বৈশাখ দুইমাস স্থিতি কৈলা ॥

শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি প্রবোধে সবারে । সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥

নানা অনুনয়বিত্ত রোহিণীতনয় । কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানাপ্রকারে শান্তয় ॥

নিজ প্রিয় গোপীগণ-মনোহিত করে । যে সব সহিত পুঙ্খ বসন্তে বিহরে ॥

.....

অহে শ্রীনিবাস ! শ্রীরামের রাসলীলা । প্রভু-ভক্তগণ বহু প্রকারে বর্ণিলা ॥

যমুনা আকর্ষি রঙ্গে আনে এইখানে । জলক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়া-সনে ॥”

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ-পর্যটনকালে বৃন্দাবনে আসিয়া এই রামঘাটে বলদেব-আবেশে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন । শ্রীল রঘুনাথ বলিতেছেন—‘সেই অদ্ভুত রামঘাট-প্রদেশকে আমি ভক্তিপূর্বক বন্দনা করি ।’

“কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা যমুনা বিরহে ।

লবণ-সমুদ্রে যায় মন্দপ্রবাহে ॥

● অর্থাৎ ইনি এক্ষণে বারুণী পানে প্রমত্ত, তাই আমার তাঁহার নিকটে আস্থান করিতেছেন, কিন্তু আস্থান করিলেই নদী কাহারো নিকট যায় না । যদি জলবিহারের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আমার নিকট আগমন করুন । এইরূপ চিন্তা করিয়া যমুনা বলদেবের নিকট গমন করিলেন না । (শ্রীল বিশ্বনাথের টীকার মর্ম)

প্রাণপ্রেষ্ঠ-বয়স্যবর্গমুদরে পাপীয়সোহৃদাসুর-
স্মারণ্যোদ্ভটপাবকোংকট-বিষদুঃপ্ৰে প্রবিষ্টং পুরঃ ।

ব্যগ্রঃ প্রেক্ষ্য কৃষা প্রবিশ্য সহসা হৃদা খলং তং বলী
যত্ননং নিজমাররক্ষ মুরজিং সা পাতু সর্পস্থলী ॥৯৫॥

অনুবাদ । যে-স্থলে বলবান্ মুরারী সম্মুখস্থিত পাপিষ্ঠ অঘাসুরের ভীষণ-দাবানলের ন্যায়
অতি উৎকট বিষদুঃপ্ৰে উদরে প্রবিষ্ট প্রাণপ্রেষ্ঠ বয়স্য-গণকে ব্যগ্র দর্শনে রোষভরে সবেগে তাহার মুখমধ্যে
প্রবেশপূর্বক দুঃপ্ৰে বধ করিয়া নিজ প্রাণপ্রিয় সখাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সর্পস্থলী আমার
রক্ষা করুন ॥

টীকা । অঘাসুরাদ্রক্ষিত বালকং স্থানবিশেষং স্তোতি—প্রাণেতি । সা সর্পস্থলী এতন্মান্না
প্রসিদ্ধা মাং পাতু অঘমুখাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইব ভজন-প্রতিবন্ধাদ্রক্ষতু । সা কা যত্র স্থল্যাং তং প্রসিদ্ধমেনং
খলমঘাসুরং হৃদা নিজং স্বীয়ং বয়স্যবর্গং আসমাগরক্ষ রক্ষিতবান্ । কিন্তুতঃ সন্ কিং কৃষা পাপীয়সো-
হৃদাসুরস্য উদরে পুরঃ স্ব-প্রবেশাৎ পূর্বং প্রবিষ্টং প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যবর্গং প্রেক্ষ্য ব্যগ্রঃ সোংকটঃ সন্
সহসা হৃদাৎ প্রবিশ্য । উদরে কিন্তুতে অরণ্যস্য যে উদ্ভটঃ সর্বদেশ-ব্যাপকাঃ পাবকা বহুশস্ত ইব উৎ-
কটানি দাহকানি যানি বিষাগি গরলানি তৈর্দুঃপ্ৰে তীব্রে ॥৯৫॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীকৃষ্ণ যেখানে পর্বতাকৃতি অজগর-রূপধারী অঘাসুরের বদন-
বিবরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিধন করত গোবৎস ও গোপবালকগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ
রমুনাথ এই শ্লোকে সেই সর্পস্থলীর স্তব করিতেছেন ।

“অঘাসুর-বধে কৃষ্ণ—এই সর্পস্থলী ।

‘অঘবন’ নাম, লোকে कहয়ে ‘সপৌলী’ ॥

এথা পুষ্প বর্ষে দেব, জয়ধ্বনি করে ।

এ হেতু ‘জয়েত’ গ্রাম कहয়ে ইহারে ॥

সবে কহে—অঘাসুর-বধে এ ‘সিয়ান ।’

তেজ্রে এ ‘সোয়ানো’ গ্রাম—সেহোনা-আখ্যান ॥” (ভক্তিরত্নাকর)

যে যমুনার বলদেব কুপিত হইয়া ।

আকর্ষণ করেছেন লাঙ্গলাগ্ন দিয়া ॥

যারে আকৃষ্টার ন্যায় অদ্যাগিহ লোকে ।

যমুনার তীরে সেই বক্র ঘাট দেখে ॥

যমুনাতীরস্থ তীর্থ ‘রামঘাট’ নাম ।

ভক্তিভরে বন্দি করি অনন্ত প্রণাম ॥৯৪॥”

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র শ্রীল বজ্রনাভ যদুকুলের অন্তর্ধানের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির-কর্তৃক শুরসেন রাজ্যের বা মথুরামণ্ডলের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মুনিগণের আদেশে ব্রজমণ্ডলের শ্রীকৃষ্ণলীলা-ক্ষেত্রগুলির পুনরুদ্ধার করেন এবং লীলানুরূপ স্থানগুলির নাম রাখেন । অদ্যাপি সেগুলি তত্তৎ নামেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে ।

পর্বতাকৃতি অজগররূপধারী অঘাসুরকে পর্বতের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিতে করিতে গোবৎস ও গোপবালকগণ যখন দাবানল-সদৃশ বিষজ্বালাপূর্ণ অঘাসুরের বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তীব্রতাপে মোহপ্রাপ্ত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ যে-ভাবে অঘাসুরের বদনবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে বিনাশ করেন, সে বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে এইভাবে বর্ণিত আছে—

“তান্ বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্ ।

দীনাংশ্চ মৃত্যোজ্জঠরাগ্নিঘাসান্ ঘৃণাদিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ ॥

কৃত্যং কিমগ্রাস্য খলস্য জীবনং ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্ ।

দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য তজ্জাহ্নবিশতু গুমশেষদগ্ধরিঃ ॥

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়ানকাহেতি চুক্রশুঃ । জহাযুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কোণপাস্তম্ববান্ধবাঃ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্তব্যয়ঃ সার্ববৎসকম্ । চূর্ণী চিকীর্ষোরাআনং তরসা বরুধে গলে ॥

ততোহতিকায়স্য নিরুদ্ধমাগিণো হ্যদগীর্গদুৎপ্লমতস্তিত্তস্ততঃ ।

পূর্ণোহন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো মুদ্ধান্ বিনিভিদি বিনির্গতো বহিঃ ॥

তেনৈব সর্বেষু বহির্গতেষু প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্ ।

দৃষ্ট্ব্যদ্বয়োথাপ্য তদন্বিতঃ পুনর্বভ্রামুকুন্দো ভগবান্ বিনির্ঘয়ো ॥”

(শ্রীমদ্ভাগবত—১০।১২।২৭-৩২)

অর্থাৎ “সকলের অভয়প্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্যশরণ-গোপবালকগণকে স্বহস্তচ্যুত হইয়া সহসা সাক্ষাৎ মৃত্যুতুল্য অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে শুষ্কতৃণবৎ পতিত হইতে দেখিয়া এবং এজন্য তাহাদিগকে অতিশয়বিপন্ন জানিয়া ক্রূপাপরবশ হইলেন ও তাহাদের এই প্রকার প্রারব্ধ দর্শনে বিস্মিত হইলেন । যাহার নামমাত্র উচ্চারণে জ্ঞানিগণের ব্রহ্মজ্ঞানেও অখণ্ডনীয় প্রারব্ধকর্ম তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের সখ্যরসসিন্ধুতে মগ্ন হইয়া প্রিয়জন যেমন প্রিয়ব্যক্তির বিপদ দর্শনে মুহ্যমান হয়, তদ্রূপ বিস্মিত ও চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন ।

শ্রীভগবান্ চিন্তা করিলেন—‘এখন কি করা কর্তব্য ! এই খলপ্রকৃতি অঘাসুরের নিধন এবং গোবৎস ও গোপবালকগণের প্রাণরক্ষা এই দুইটি কার্য কিভাবে সম্পন্ন হইবে; এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সর্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীহরি মনে মনে উপায় নিরূপণ করিলেন এবং স্বয়ং অঘাসুরের বদনবিবরে

দ্রষ্টং সাক্ষাৎ স্বপতি-মহিমোদ্ধেকমুংকেন ধাত্রা

বৎসব্রাতে দ্রুতমপহ্নাতে বৎসপালোংকরে চ ।

তত্তদ্রূপা হরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎপ্রসূনাং

মোদং চাক্রেহশনমপি ভাজে বৎসহারস্থলীং তাম্ ॥৯৬॥

প্রবিষ্ট হইলেন । তদর্শনে মেঘান্তরালে স্থিত দেবগণ-ভীত হইয়া হায় হায়, করিতে লাগিলেন এবং অঘাসুরের বাক্যবৎস প্রভৃতি অসুরগণ এই সংবাদ পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিল ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবগণের হাহাকার ও অসুরগণের অনন্দধ্বনি শ্রবণ করিয়া গোবৎস ও গোপ-বালকগণকে রক্ষা করিবার জন্য ও অঘাসুরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে মুখসম্মুখে উদ্যত অঘাসুরের গলবিবর রুদ্ধ করিয়া বজ্রকিলকের ন্যায় অতি স্থূল ও দীর্ঘদেহ ধারণ করিলেন । তাহাতে সেই বিরাট অজগর দেহধারী অঘাসুরের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল ও নল্লনদ্বয় বহির্গত প্রায় হইয়া উঠিল । সে ইতস্ততঃ সেই প্রকাণ্ড দেহ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার দেহমধ্যস্থ নিরুদ্ধ প্রাণবায়ু ব্রহ্ম-বন্ধুভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া গেল ।

অঘাসুরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে তাহার ইন্দ্রিয়শক্তি বিলুপ্ত হইল । তখন মুক্তিপ্রদাতা শ্রীভগবান্ মোহপ্রাপ্ত গোবৎস ও গোপবালকগণকে অমৃতময়ী দৃষ্টিসংস্কারে সঞ্জীবিত করিয়া তাহাদের সহিত অঘাসুরের বদন-বিবরদ্বারা বাহিরে আসিলেন । 'যে-স্থানে শ্রীভগবান্ এই অঘাসুর বধ-লীলা নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—'সেই সর্প-স্থলী আমার রক্ষা করুন ।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন কৃপাপূর্বক গোবৎস ও গোপবালকগণকে অঘাসুরের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহার সেই লীলাস্থলী শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিরহ-অসুরের কবল হইতে আমায় রক্ষা করিয়া তাহাদের শ্রীচরণ দর্শন করান ।

“পাপিষ্ঠ অঘাসুরের উদরের মধ্যে ।

প্রাণপ্রের্ত সখাগণে শ্রীগোবিন্দ দেখে ॥

দাবাগ্নির জ্বালাময় যাহার উদর ।

কালকূট বিষদুষ্ট তাহার উপর ॥

সখাদের দুঃখ হেরি অতিশয় ক্রোধে ।

উদরে প্রবেশ করি সেই খল বধে ॥

নিমেষেতে বধ করি যে-স্থানেতে খলে ।

শ্রীগোবিন্দ রক্ষা কৈলা বয়স্য সকলে ॥

সেই 'সর্পস্থলীর' হয় মহিমা অপার ।

সখা-ভুল্য রক্ষা করু আমা-সভাকার ॥”৯৫॥

অনুবাদ । নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনার্থে কৌতুহলী ব্রজা যেখানে গোবৎস ও গোপবালকগণকে দ্রুত অপহরণ করিলে পর শ্রীহরি সেই সকল গোবৎস ও গোপবালক-রূপ ধারণ করত তাহাদের জননী গো ও গোপীগণের আনন্দবিধান ও তাহাদের প্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন, সেই বৎসহরণস্থলীর ভজন করি ॥৯৬॥

টীকা । ব্রজ-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধি বৎসবালকহরণপ্রদেশং জ্যোতি—দ্রষ্টুমিতি । তাং বৎস-হারস্থলীং ভজে । যত্র স্থল্যাং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তত্ৰাপো বৎস-বালকরূপো ভবন্ তত্বে প্রসূনাং বৎসপাল-মাতৃগাং মোদং পুত্র ইব লালনাদি সুখেন হর্ষং চক্রে কৃতবানিত্যম্বয়ঃ । কদা ইত্যপেক্ষান্নামাহ ধাত্রা ব্রজগা-দ্বপতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহিমোদ্রেকং মহিমাতিশয়ং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুং জাতুমুৎসুকেন সোৎকণ্ঠেন সতা বৎসব্রাতে বৎসসমূহে বৎসপালোৎকরে চ অপহৃতে সতি বিস্মিত-বভ্রুরুক্তৌ তৎপাল ইত্যনুজ্ঞা বৎসপাল ইতি প্রয়োগেণ কথিতপদদোষঃ । তথাচ । কথিতঞ্চ পদং পুনঃ । ‘বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিস্ময়ে দ্রুধি । দৈন্যেইথলাটানুপ্রাসেহনুকম্পায়াং প্রসাদনে । অর্থান্তরা-সংক্রমিতবাচ্যে হর্ষেইবধারণে’ ইতি-সাহিত্যদর্পণঃ । ননু বৎসব্রাতে বৎসপালোৎকরে চেতি প্রয়োগদ্বয়ে কৃতে তৎ পোষকত্বেন বৎস তৎ পালহারস্থলীমিত্যুক্ত্বা বৎসহারস্থলীমিত্যেকস্য প্রয়োগে ভগ্নক্লমদোষে কা গতিরিতি চেৎ প্রয়োজনং বিনা ক্লমস্যান্যথাহ এব দোষঃ নতু প্রয়োজনসত্ত্বে তথাচ গৃহীত নামধাতু সুপ্ তিঙুপসর্গাদীনাং কারণং বিনা বাক্যান্তরে পরিহারঃ ক্লমভঙ্গ ইতি পরমানন্দচক্রবর্ত্তি-মহাশয়াঃ প্রয়োজনত্বেন বৎসহারস্থলীমিতি সংজ্ঞা-রূপমেব তথাপ্যেকত্র স্থানে বৎসহরণমনান্ত্র তু তৎপালহারমিতি প্রয়োগদ্বয়ে স্থিতে কথং বৎসহারস্থলী-মিতি এক সম্বন্ধিত্বেন প্রয়োগ ইতি । উচ্যতে । প্রধানেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েন বৎসহরণস্যৈব প্রধানত্বাৎ তৎ সম্বন্ধেনৈব বৎসহারস্থলীমিত্যেকস্যৈব প্রয়োগ ইতি ॥৯৬॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীব্রজা যেখানে শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়াছিলেন এই শ্লোকে শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই বৎসহরণস্থলীর স্তব করিতেছেন । চতুর্মুখ ব্রজার শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনার্থে তাহার ‘গোবৎস গোপবালক হরণ, শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস’ গোপবালক-রূপ-ধারণ ও বাৎসল্যবতী গাভী ও গোপীগণের আনন্দবিধান এবং তাহাদের স্নেহপ্রদত্ত দ্রব্যাদি ভোজন প্রভৃতি লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকার বর্ণিত হইয়াছে—

“অন্তোজন্মজনিমুদন্তরগতো মায়ার্তকস্যেশিতু-

দ্রষ্টং মঞ্জুমহিষ্মন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্ ।

নীত্বান্যত্র কুরাদ্ভাহন্তরদখাৎ খেইবস্থিতো যঃ পুরা

দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্ ॥

ততো বৎসানদৃষ্টেত্য পুলিনেহপি চ বৎসপান । উভাবপি বনে কৃষ্ণ বিচিকায় সমন্ততঃ ॥

কাপ্যদৃষ্টব্রহ্মবিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ । সৰ্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥
 ততঃ কৃষ্ণো মুদং কতুং তন্মাতৃগাঞ্চ কস্য চ । উভয়ান্নিতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকুদীশ্বরঃ ॥
 যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্য়াবৎকরাংস্ত্র্যাদিকং যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ধ্যাবদ্বিত্তমাম্বরম্ ।
 যাবচ্ছীলগুণাতিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং সৰ্বং বিষ্ণুময়ং গিরোহজবদজঃ সৰ্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥
 স্বয়মাত্মাগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ । ক্রীড়নাত্মবিহারৈশ্চ সৰ্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ব্রজম্ ॥

তত্তদ্বৎসান্ পৃথগ্নীত্বা তত্তদ্গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ । তত্তদাত্মভবদ্রাজংস্তত্তৎসদ্ব প্রবিষ্টবান্ ॥

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোথিতা উথাপ্য দোভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্ ।

স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং মত্বা পরং ব্রহ্ম সূতানপায়য়ন্ ॥

ততো নৃপোন্নদনমজ্জলেপনা-লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ ।

সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্যয়ন্ সায়ং গতৌ যামযমেন মাধবঃ ॥

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেতা সত্বরং হৃদ্ধারঘোষৈঃ পরিত্যক্তসঙ্গতান্ ।

স্বকান্ স্বকান্ বৎসতয়ানপায়য়ন্ মুহুর্লিহন্ত্যঃ শ্রবদৌধসং পয়ঃ ॥”

(ভাঃ ১০।১৩।১৫-২৪)

শ্রীশুকমুনি বলিলেন—“হে কুরুকুলতিলক ! কমলযোনী ব্রহ্মা আকাশপথ হইতে শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুরমোক্ষণলীলা দর্শনে পরম বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি সর্বমোহন বাল্যলীলারত সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের আরও কিছু লীলামাধুর্য আশ্বাদনের লোভে সময় বুঝিয়া শ্রীরূপাবনে আসিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস ও গোপবালকগণকে স্থানান্তরিত করিয়া অন্তহিত হইলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসগণকে বনে বনে খুঁজিয়াও না পাইয়া যমুনা-পুলিনে আসিলেন, সেখানে গোপবালকগণকেও দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে উভয়েরই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্বজ্ঞ হইয়াও বাল্যলীলাবেশে বনে বনে অন্বেষণ করিয়া কোথাও গোবৎস ও গোপবালকগণকে দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর তিনি ব্রহ্মার কার্য সবই বুঝিতে পারিলেন।

অনন্তর বিশ্বশ্রুতি পুরুষাবতারাদিরও পরমাংশী স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন বাৎসল্য-প্রেমবতী গো ও গোপীগণের এবং স্বীয় মহিমা দর্শনেচছু ব্রহ্মার আনন্দ-বর্ধনার্থ স্বয়ং অসংখ্য গোবৎস ও গোপবালকের রূপ ধারণ করিলেন। ● গোপবালক ও গোবৎসগণের যেমন ক্ষুদ্র বপু, যেমন করচরণাদি,

● বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্যবতী গোপী ও গাভীগণের নিজ নিজ সন্তানরূপে তাঁহাদের প্রেমরসাস্বাদনের ইচ্ছাতেই ব্রহ্মার গোবৎস ও গোপবালক-হরণের প্রবৃত্তি জাগিয়াছিল। নচেৎ শ্রীকৃষ্ণপার্ষদও তাঁহার তুল্যই শক্তিশালী গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করার ক্ষমতা ব্রহ্মার কখনই হইতে পারে না। এই লীলার পূর্বাপর সর্ববিষয়ের সামঞ্জস্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ও শক্তিতেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বিশেষ জ্ঞাতব্য থাকিলে শ্রীগোপস্বামিগণের টীকা ও গোপালচম্পু প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

যেমন যষ্টি, বেণু, শিঙা, শিকা প্রভৃতি ছিল, যেমন বসন-ভূষণাদি, যেমন স্ত্রীভাব, যেমন গুণ, নাম ও আকৃতি ছিল, তাহাদের যেমন বিহারাদি, পিতা, মাতা প্রভৃতির সহিত যেমন ব্যবহার ছিল, শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই সর্বস্বরূপে যথাযথ আত্মপ্রকাশ করত “সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ” এই স্তম্ভিষ্ঠ শাস্ত্রবাণীর সত্যতা প্রদর্শন করাইলেন ।

অতঃপর গোবৎস ও গোপবালকাদি-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপ গোপবালকগণদ্বারা আত্মস্বরূপ গোবৎসগণকে বন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাইয়া নিজের সঙ্গে নিজেই বেণুবাদনাদি ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিলেন । হে রাজন্ ! শ্রীদামসুবলাদি-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ আপনাপন গোবৎসগণকে পৃথক্ পৃথক্ পথে পরিচালিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ গোষ্ঠে প্রবেশ করাইলেন এবং নিজেও পৃথক্ পৃথক্ গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন ।

শ্রীদাম-সুবলাদি গোপবালকগণের জননীন্দ বেণুরব শ্রবণে ত্বরায় গান্ধোত্থানপূর্বক ছুটিয়া গিয়া নিজপুত্ররূপে শ্রীম পাদযুগে ব্রজত পরব্রজ শ্রীকৃষ্ণকে বাহ-প্রসারণপূর্বক অঙ্গনভূমি হইতে উঠাইয়া ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং গাত আলিঙ্গন করিয়া অমৃতের ন্যায় স্বাদু ও আসবের ন্যায় মাদক স্নেহক্ষরিত স্তন-দুগ্ধ পান করাইলেন । অতঃপর জননীগণ পূর্ববৎ অসংখ্য গোপবালক-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণকে সুগন্ধি তৈলাভ্যঞ্জন করাইয়া স্নান করাইলেন, অঙ্গে চন্দনাদি মেপন করিলেন, বিচিত্র বসন ভূষণাদি দ্বারা সজ্জিত করিলেন, রক্ষাতিলক ধারণ করাইলেন, ভোজন করাইলেন, তাহাদের নিকট নানাবিধ গোষ্ঠবর্তা জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ করিতে করিতে শয়ন করাইলেন । অসংখ্য গোপবালক-রূপধারী শ্রীকৃষ্ণও জননীগণ-কর্তৃক এইভাবে সংলালিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন । অনন্তর সন্ধ্যাকালে গোপগণ বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গোশালায় প্রবেশ করিল এবং মৃদু-গম্ভীর হাস্যরবে তাহাদের নিজ নিকটে সমাগত বৎসতরুণের অঙ্গ-লেহন করিতে করিতে তাহাদিগকে স্নেহক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাইতে লাগিল ।”

যেস্থলে ব্রজা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস, গোপবালকগণকে হরণ করেন, তাহাই বৎসহরণস্থলী । ব্রজনাভ শ্রীকৃষ্ণের লীলানুরূপ সন্নিহিত স্থানগুলির মেরূপ নাম দিয়াছেন, তাহা ভক্তিরত্নাকরে এইভাবে বর্ণিত আছে—

“শ্রীনিবাসে কহে দেখে এই ‘বৎসবন ।’ এথা চতুশ্মুখ হরিলেন বৎসগণ ॥
এই যে ‘উনাই’ গ্রাম—এথা সখাসঙ্গে । বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভুজে নানারঙ্গে ॥
এই ‘বালহারী’ নাম গ্রাম—এইখানে । বালকাদি হরে চতুশ্মুখ হর্ষ মনে ॥
‘পরিখম’—নাম স্থান দেখে এখানে । চতুশ্মুখ ছিল কৃষ্ণে পরীক্ষা করিতে ॥
‘সেই’ স্থান নাম এ সকল লোক জানে । কৃষ্ণের মায়াতে ব্রজা মোহিত এখানে ॥
শিশু বৎস হরি ব্রজা রাখি সঙ্গোপনে । সেই শিশু বৎস দেখে কৃষ্ণ-সন্নিধানে ॥
‘সেই এই’ ‘এই সেই’ বলে বার বার । এই হেতু ‘সেই’ নাম হইল ইহার ॥”

বাঢ়ং বৎসক-বৎসপালক্ৰতিতো জাতাপরাধান্তৌয়-

ব্রজা সাস্রমপূৰ্বপদ্যনিবাহর্যস্মিপিপত্যাবনৌ ।

তুষ্টাবাস্তুতবৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্

স্মেরং ভীকু-চতুর্মুখাখ্যমনিশং সেশং প্রদেশং নুমঃ ॥৯৭॥

অনুবাদ । যে প্রদেশে ব্রজা গোবৎস ও বৎসপালকগণের অপহরণ-জনিত অপরাধের ভয়ে সাস্রমেন্ত্রে ধরণীতে পতিত হইয়া অপরূপ বৎসপালক, ঈষৎ হাস্যবিমণ্ডিত বদন শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে অপূর্ব পদ্যসমূহদ্বারা শুব করিয়াছিলেন, সেই সপ্রভু ভীকুচতুর্মুখ নামক প্রদেশকে প্রণাম করি ॥৯৭॥

টীকা । কৃতাপরাধো ব্রজা যত্র স্থিত্বা শ্রীনন্দনন্দনং স্তুতবান্ তং প্রদেশং স্তোতি—বাঢ়মিতি । সেশং শ্রীকৃষ্ণসহিতং ভীকু চতুর্মুখাখ্যং ভীকুশচতুর্মুখো যত্র তং প্রদেশং স্থানং নিরন্তরং নুমঃ স্তমঃ । স কঃ প্রদেশঃ যস্মিন্ প্রদেশে ব্রজা বৎস-বৎসপাল-হরণা-জাতাপরাধাক্রোভোভয়ৈর্হস্মিন্ প্রদেশে অবনৌ ভ্রমৌ নিপতাস্রমং যথাস্যাগুথা অপূর্ব-পদ্যানিবহৈঃ কৃত্বা ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং বাঢ়মতিশয়ং তুষ্টাব অস্তৌদিত্যন্বয়ঃ । কিস্তুতম্ অদভুতং স্ব-স্বরূপরূপেণাশ্চর্য্যং বৎসং পাতীতি তং ব্রজপোহতিকাতর্য্যং দৃষ্ট্বা মনাক্ স্মেরম্ ঈশঙ্কাস্যবিশিষ্টম্ ॥৯৭॥

স্ববাস্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ব্রজা যেখানে গোবৎস ও গোপ-বালকের অপহরণ-জনিত অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত ব্রজরাজনন্দনের স্তুতি করিয়াছিলেন, সেই স্থানের

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘আমি সেই বৎসহরণস্থলীর ভজন করি ।’

“নিজ পতি শ্রীকৃষ্ণের, মঞ্জুল মহিমা আরো,

দরশন অভিলাষ-তরে ।

ব্রজা যত বৎসগণ, শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ,

দ্রুত সব অপহরণ করে ॥

শ্রীগোবিন্দ কুতুহলী,

দেখি ব্রজার চতুরালী,

গোবৎস ও সখারূপ ধরে ।

যত বৎস সখাগণে, তাদের যত মাতৃগণে,

নানা ভোজ্য সমর্পণ করে ॥

গোবিন্দ ভোজন করে, সেই সেই রূপ ধরে,

মহানন্দে ভাসিছে সকলে ।

নিত্য ব্রজে করি বাস, ভজি এই অভিলাষ,

মনোহর বৎসহার-স্থলে ॥”৯৬॥

শুব করিতেছেন। “এ ‘চৌমুহা’ গ্রামে ব্রজা আসি কৃষ্ণপাশে। করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষ-বিশেষে।” (ভঃ রঃ)। চতুর্মুখ শুব করিয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নাম ‘চৌমুহা’ রাখেন বজ্রনাভ।

বুজের বাৎসল্যবতী গোপী এবং গাভীগণের আপন সন্তানের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইবার বা লালন-পালনের ইচ্ছা জাগিয়াছিল। প্রেমিকের প্রেম সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবানের চিত্তে স্থায়ী বাসনানুরূপ অভিলাষ জাগাইয়া থাকে, ইহাই প্রেমের শাস্বত স্বভাব। তাই শ্রীভগবান্ ব্রজার হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া এই লীলায় একটি বৎসর বাৎসল্যবতী গোপী ও গাভীগণের সন্তানরূপে তাঁহাদের বাৎসল্য-প্রেমরসাস্বাদন করিয়া তাঁহাদের মনের বাসনা পূর্ণ করিলেন। অতএব যদিও বস্তুতঃ এই কার্যে ব্রজার কিছু অপরাধ নাই, তবু শ্রীভগবানের নাভিকমলজাত, ব্রজসম্প্রদায়ের আদিগুরু ব্রজা শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস-গোপবালক হরণ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরক্ষণেই ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণের সমান ঐশ্বর্যশালী তাঁহার গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া তিনি বড়ই অপরাধের কার্য করিয়াছেন। এই চিন্তায় অধীর হইয়া ক্রুটি কালের মধ্যেই ব্রজা অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত ব্রজধামে ফিরিয়া আসিলেন। ব্রজার এক ক্রুটিকালে মর্তলোকের একবৎসর অতীত হইল, এই এক বৎসরকাল শ্রীভগবান্ বুজে আপনার মনের মত ভক্ত-বাৎসল্যের খেলা খেলিয়া লইলেন।

বুজে আসিয়া ব্রজা আকাশপথ হইতে শ্রীভগবানকে তাঁহার অপহৃত গোবৎস-গোপবালকসহই বিহার করিতে দেখিলেন। ব্রজা ভাবিলেন—শ্রীভগবান্ তাঁহার শক্তিতে অপহৃত গো-বৎস গোপবালকগণকে নিজ নিকটে আনিয়াই খেলা করিতেছেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অপহৃত গোবৎস ও গোপবালকগণকেও তদ্রূপ মায়াশয়ান দেখিতে পাইলেন। শ্রীভগবানের প্রতি মায়া-প্রদর্শন করিতে গিয়া ব্রজা নিজেই তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া পড়িলেন এবং কোন্‌গুলি সত্য গোবৎস ও গোপবালক এই সন্দেহে আন্দোলিতচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সহসা শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলাপরায়ণ গোবৎস-গোপবালকগণকে ব্রজা প্রত্যেককে অত্যন্তভূত ঐশ্বর্যসম্পন্ন চতুর্ভুজ ভগবান্মূর্তিতে দর্শন করিয়া বিস্ময়াস্তিত হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন। ক্ষণকাল পর তিনি শ্রীভগবানের করুণায় শ্রীরূপাবনের মাধুর্য ও একাকী রূপাবনবিহারী ঈষৎ হাস্যমণ্ডিত বদন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে আগমন করত তাঁহার শ্রীচরণোদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া সাশ্রুনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের অতি অপূর্ব ঐশ্বর্য-মাধুর্যময় শুব করিলেন।

ব্রজা যে অপরাধের ভয়ে ভীত হইয়া অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত স্তূতিকালে শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শবের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় হইতে সুস্পষ্টই জ্ঞাত হওয়া যায়—

“পশ্যেণ মেইনার্য্যমনস্ত আদ্যে পরাশ্রয়ি ত্বয়্যপি মান্নিমায়িনি।

মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাশ্রবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবাচ্চিরমৌ ॥

পুষ্পসমূহাশ্চৈব্রাজন্তঃ প্রকাশমানা য়ে কল্পলতাঃ পলাশিনিকরা বৃক্ষসমূহাশ্চ তে স্ফুটমতিশয়ং বিভ্রাজিতানি
শোভমানানি ॥৯৮॥

শুবামৃতকণা ব্যাখ্যা । স্বাভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত এই শ্লোকে মথুরামণ্ডলস্থ দ্বাদশবনের
স্ততি করিতেছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ । পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

“ভদ্র-শ্রী-লৌহ-ভাণ্ডীর-মহা-তাল-খদিরকাঃ ।

বহলা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥

দ্বাদশৈতান্যরণ্যানি কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ।

পূর্বে পঞ্চবনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমং ॥”

‘ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহাবন, তাল, খদির, বহলা, কুমুদ, কাম্য, মধুবন তথা বৃন্দাবন—
মথুরামণ্ডলস্থ এই দ্বাদশ বন । তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটি বন যমুনার পূর্বে এবং শেষোক্ত সাতটি বন
যমুনার পশ্চিমদিকে অবস্থিত । এই দ্বাদশবন **শ্রীকৃষ্ণের** পরম **রহস্যময় লীলাভূমি** ।’ ভক্তিরত্না-
করে দৃষ্ট হয়—

“দ্বাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী । পুণ্যা পাপহরা শুভা—অপূর্বমধুরী ॥”

“তেন দৃষ্টা চ সা রম্যা কেশবস্য পুরী তথা ।

বনৈর্দ্বাদশভিষুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥”

“কেশবের সেই দ্বাদশবনযুক্তা পুণ্যপ্রদা, পাপহারিণী, মঙ্গলময়ী তথা রমণীয়া পুরী তিনি দর্শন
করিলেন ।”

“দ্বাদশ বিপিন সর্বপুরাণে প্রমাণ । শুনিত্যে সে সব নাম জুড়ায় পরাণ ॥

মধু, তাল, কুমুদ, বহলা, কাম্য আর । খদিরা শ্রীবৃন্দাবন যমুনা ওপার ॥

শ্রীভদ্র, ভাণ্ডীর, বিল্ব, লৌহ, মহাবন । যমুনা ওপার এ মনোজ্ঞ কানন ॥”

পুরাণবাণীতে বনগুলির এইরূপে ক্রম করা হইয়াছে । প্রথম **মধুবন**, যথা আদি-বারাহে—

“রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমং । যদ্দৃষ্টা মনুজো দেবি ! সর্বান্ কামান্বাপ্নুয়াৎ ॥

তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপলবিভূষিতং । তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥”

“হে দেবি ! মধুবন নামে বিষ্ণুধাম রমণীয় ও সর্বোৎকৃষ্ট, যাহার দর্শনে মানব সর্বাভীষ্ট
লাভে সমর্থ হয় । সেই বনে নীলপদ্ম-শোভিত স্বচ্ছ-জলপূর্ণ কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ডে স্নান-দানের দ্বারা
লোক অবশ্য বাঞ্ছিত ফল লাভ করে ।”

দ্বিতীয় **তালবন**, যথা কান্দে মথুরাখণ্ডে—“অহো তালবনং পূর্ণং যত্র তালৈর্হতোহসুরঃ । হিতায়
ষাদবানাঞ্চ আত্মক্লীড়নকায় চ ॥” “অহো ! এই পুণ্য তালবন, যথায় ষাদবগণের (নন্দাদি গোপগণের,

কারণ যাদবরাজ দেবমীড়ের বৈশ্যা-পত্নীর পুত্র পর্যন্য, তাঁর পুত্র নন্দ) হিতের জন্য এবং নিজ ক্রীড়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তালরক্ষক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় কুমুদবন, “কুমুদবনমেতচ্চ তৃতীয়বনমুত্তমম্। যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥” (আদিবারাহ) “হে দেবি! এই কুমুদবন তৃতীয়বন ও উত্তম, যেখানে গমন করিলে লোক আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে।”

কাম্যবন চতুর্থ, “চতুর্থ কাম্যকবনং বনানাং বনমুত্তমম্। যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥” (ঐ) “হে দেবি! চতুর্থ কাম্যবন বন সকলের মধ্যে উত্তম, যেখানে গমন করিলে নর আমার ধামে পূজ্য হইয়া থাকে।”

বহলাবন পঞ্চম, “পঞ্চমং বহলং নাম বনানাং বনমুত্তমম্। তত্র গতো নরো দেবি অগ্নি-স্থানং স গচ্ছতি।” বহলা নামক পঞ্চমবন বনগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই বনে গমন করিলে লোক অগ্নিলোকে গমন করে।” বহলাবনের মহিমা ঋন্দপুরাণ-মথুরাখণ্ডেও বর্ণিত আছে—

“বহলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্বদা। তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ।

তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সাক্ষং সदैব হি। তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ ॥

যন্তত্র কুরুতে জ্ঞানং মধুমাসে নৃপোত্তম। স পশ্যতি হরিং তত্র লক্ষ্ম্যাসহ বিশাশপতে ॥”

অর্থাৎ “হে নৃপোত্তম! শ্রীহরির পত্নী বহলা সেই বহলাবনে সর্বদা বিরাজ করেন। হে রাজন্! বহলাবনের কুণ্ডস্থ সেই পদ্মবনে প্রবিষ্ট ব্যক্তি বহু পুণ্যফল লাভ করে। কেননা, শ্রীবিষ্ণু লক্ষ্মীসহ সেই বহলাবনে সর্বদা সুখে বিরাজ করেন। হে নৃপ! বহলাবনে সঙ্কর্ষণকুণ্ড ও মানসরঃ আছে। হে নরপতে! যে-জন চৈত্রমাসে সেই কুণ্ডে ও সরোবরে স্নান করে, সে তথায় লক্ষ্মীসহ শ্রীহরিকে দেখিতে পায়।”

ষষ্ঠ ভদ্রবন—“অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্। তত্র গত্বা চ বসুধে মন্তস্তো মৎপরায়ণঃ ॥” (আদিবারাহ) “হে বসুধে! ভদ্রবন নামক ষষ্ঠ উত্তমবন আছে। তথায় গমন করিলে আমার ভক্ত আমাতেই নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।” **সপ্তম খদিরবন**—“সপ্তমন্ত বনং ত্রুমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতম্। তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥” (ঐ) “লোকপ্রসিদ্ধ খদিরবন সপ্তম বন। “হে ভদ্রে! তথায় গমন করিলে সে লোক আমার ধামে গমন করিয়া থাকে।”

মহাবন অষ্টম, “মহাবনং চাষ্টমন্ত সदैব তু মম প্রিয়ম্। তস্মিন্ গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥” (ঐ) “অষ্টম মহাবন, তাহা সর্বদাই আমার প্রিয়, মনুষ্য তথায় গমন করিলে ইন্দ্রলোকে পূজ্য হইয়া থাকে।” **লৌহবন নবম**, “লৌহজংঘবনং নাম লৌহজংঘন রক্ষিতম্। নবমন্ত বনং দেবি সর্বপাতকনাশনম্ ॥” (ঐ) “হে দেবি! লৌহজংঘ-কর্তৃক রক্ষিত লৌহজংঘ নামক নবমবন সর্বপাতক নাশকারী।”

বিন্ধবন, “বনং বিন্ধবনং নাম দশমং দেবপূজিতম্ । তত্র গতা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে
অহীক্ৰতে ॥” (ঐ) “দেবপূজিত দশমবন বিন্ধবন । তথায় গমন করিলে লোক ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া
থাকে ।” একাদশ **ভাণ্ডীরবন**—“একাদশস্ত ভাণ্ডীরং যোগীনাং প্রিয়মুত্তমম্ । তস্য দর্শনমাত্রেণ
নরো গৰ্ভং ন গচ্ছতি ॥” (ঐ) “ভাণ্ডীরনামক একাদশবন উত্তম ও যোগীগণের প্রিয়, ভাণ্ডীরের দর্শনমাত্রে
আর পুনর্জন্ম হয় না ।”

শ্রীবৃন্দাবনই দ্বাদশবন, “বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দায়া পরিরক্ষিতম্ । মম চৈব প্রিয়ং ভূমে
সর্বপাতকনাশনম্ ॥ তত্রাহং ক্রীড়ন্ত্যামি গোপী-গোপালকৈঃ সহ । সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেব-দানব-
দুর্লভম্ ॥” (ঐ) “হে ধরণি ! বৃন্দাদেবি-কর্তৃক সুরক্ষিত দ্বাদশ বৃন্দাবন সর্বপাতকনাশকারী এবং
আমার অতিশয় প্রিয় । আমি গোপ-গোপীসহ তথায় লীলা করিব, ইহা অতি মনোরম, বিখ্যাত ও দেব-
দানবগণেরও দুর্লভ ।” শ্রীবৃন্দাবনের শোভাসম্পদ ও মহিমা কন্দপুরাণ মথুরাখণ্ডে বর্ণিত আছে—

“ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাপ্রিতম্ । হরিণাধিষ্ঠিতং তদ্ধি ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিতম্ ॥

বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু । মুনীনাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্যবৃন্দাসমন্বিতম্ ॥

যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা সদা ভক্তিপরায়ণা । গোবিন্দস্য প্রিয়তমং তথা বৃন্দাবনং ভুবি ॥

বৎসর্বৎসতরীতিষ্ট সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ । বৃন্দান্তরাত্তর গতঃ সরামো বালকৈবৃতঃ ॥

অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্জনো গিরিঃ । তত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানি চ ॥”

“তদনন্তর সর্বতোভাবে বৃন্দাদেবীর আশ্রিত পুণ্যময় বৃন্দাবন । যেখানে শ্রীহরি সর্বদা বিরাজমান,
তাই উহা বৃক্ষা রুদ্রাদিকর্তৃক নিষেবিত । সুগহন বা দুর্জয়ের বৃন্দাবন বিশাল ও বহু বিস্তৃত
মুনিগণের আশ্রমে পরিপূর্ণ ও তুলসী কানন সমন্বিত । সর্বদা ভক্তিপরায়ণা কমলাদেবী যেমন
শ্রীবিষ্ণুর প্রিয়তমা, তদ্রূপ বৃন্দাবন শ্রীগোবিন্দের পরম প্রিয়তম । মাধব বলদেব ও গোপবালকগণসহ
গোবৎসগণ লইয়া বৃন্দাবনে সর্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন । অহো ! বৃন্দাবনের শোভা কি রমণীয়,
যেখানে গিরিরাজ-গোবর্ধন বিরাজমান ! তথায় ভগবান্ বিষ্ণু-কর্তৃক কৃত বহু বহু তীর্থরাজি
বিরাজ করিতেছে !”

এইসব বনের তরুলতা সবই ‘কল্পতরু ও কল্পলতা’ । ব্রহ্মসংহিতা বলেন—“কল্পতরবো-
দ্ধমাঃ” কিন্তু মাধুর্যের ধাম বলিয়া ফুল ফল ছাড়া কেহই ইহাদের নিকট অন্যবস্ত চান না এবং ইহারাও
মাধুর্যভাবের হানির নিমিত্ত অন্য বস্ত দেন না । তাই সতত ইহারা কুসুমগুচ্ছে সুশোভিত হইয়া স্বীয়
সৌরভে গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং তাদৃশ ভৃঙ্গকুল-কর্তৃক ইহাদের কুসুমরাজি সতত
সংমদিত হইয়া শোভা পায় । ভৃঙ্গের উপলক্ষণে কোকিলাদি পক্ষীর কলকূজনে এবং হরিণ, শশকাদি
পশুগণের ইতস্ততঃ বিচরণে এই বনসমূহ শোভা পাইতেছে, ইহাও সুচিত হইতেছে । বহু পল্লবকর
(তড়াগ), পর্বত ও নদীসমূহে সর্বদা সুশোভিত ও মনোরম এই বনরাজী । দ্বাদশবনের নৈসর্গিক শোভার

পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোদাসঃ সখা চ প্রিয়ং
 স্বপ্রাণার্কু দতোহপি তংপদযুগং হিত্ত্ব ইহ মাসান্ দশ ।
 প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয়-কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জীবয়-
 ত্যায়াতং কিল পশ্য কৃষ্ণমিতি তং মূর্ধ্বা বহাম্যুদ্ধবম্ ॥৯৯॥

অনুবাদ । শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়দাস ও সখা প্রেমরসপূর্ণ যে শ্রীউদ্ধব মহাশয় স্বীয় অবুদপ্রাণ
 হইতেও প্রিয়তম কৃষ্ণগাদপদযুগল ত্যাগপূর্বক শ্রীরূপাবনে দীর্ঘ দশমাসকাল বসবাস করত “শ্রীকৃষ্ণ
 মথুরা হইতে আগতপ্রায়, এই আপনারা দর্শন করুন” এইপ্রকার আশ্বাসবাক্যে বুজবাসিগণকে শ্রীকৃষ্ণ-
 কথাতে সজীবিত রাখিয়াছিলেন, সেই শ্রীউদ্ধবকে আমি মস্তকে বহন করি ॥৯৯॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণ-সন্দেশহরমুদ্রবং স্তোতি—পূর্ণ ইতি । তমুদ্ধবং মূর্ধ্বা মস্তকেন বহামি ।
 য উদ্ধবঃ স্ব-প্রাণাবুদতোহপি প্রিয়ং তস্য কৃষ্ণস্য পদযুগং হিত্ত্বা ইহ বুজে দশমাসান্ নিবসন্ তদীয় কথয়া
 কৃষ্ণসম্বন্ধিন্যা বাচা আয়াতং কিল আগতপ্রায়ং কৃষ্ণং পশ্য ইতি কৃত্বা গোষ্ঠং গোষ্ঠবাসিনং সর্বং জনং
 মুহুর্জীবয়তীত্যন্বয়ঃ । কিন্তুতঃ মুররিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমরসৈঃ সদা পূর্ণঃ অত্র তদ্রূপস্যৈব বক্তব্যত্বেন
 প্রেমরসস্য শব্দেনোক্তত্বেহপি ন রসদোষতেতি মন্তব্যম্ । মুররিপোরিতি কাকাক্ষিন্যায়েন দাস ইত্যাদিনাপি
 সম্বন্ধঃ ॥৯৯॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীউদ্ধবমহাশয়ের স্তব করিতেছেন ।
 শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাবযুক্ত দাস্যভাবের ভক্ত । কেবল দাস ও সখাই নহেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের
 পরম প্রিয়-দাস ও প্রিয়সখা । কারণ তাঁহার হৃদয়টি ছিল প্রেমরসপূর্ণ । একমাত্র প্রেমই ভক্তকে
 শ্রীভগবানের প্রিয় হওয়ার যোগ্যতা দান করিয়া থাকে । উদ্ধবের চিত্ত প্রেমরসপূর্ণ বলিয়া শ্রীভগবান্
 তুলনা নাই ! শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়তম লীলাভূমি এই দ্বাদশবনকে বারম্বার বন্দনা করিতেছেন
 শ্রীপাদ রঘুনাথ ॥

“গন্ধোন্মত্ত ভৃঙ্গকুল,

সেনাগণ সুচঞ্চল,

যার পুষ্প করে সংঘর্ষণে ।

সেই সব শোভমান,

কল্পতরু লতাগণ,

(যার) শোভা বৃদ্ধি করে অনুক্ষণে ॥

ফুল পদ্ম সরোবরে,

গিরি-নদী শোভা করে,

কোকিলাদি করয়ে কুজন ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম,

সেইত দ্বাদশবন,

বারম্বার করিয়ে বন্দন ॥”৯৮॥

তাঁহাকে কিরূপ প্রিয়তার আসন দান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই শ্রীমুখবাণীতেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে—“ন তথা মে প্রিয়তম আশ্রয়োনির্ন শঙ্করঃ । ন চ সঙ্কর্যণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥” “হে উদ্ধব ! তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রজা আমার নাভিকমলজাত সন্তান হইয়াও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইয়াও, সঙ্কর্যণ আমার ভ্রাতা হইয়াও, কমলা আমার বক্ষোবিলাসিনী ভাৰ্যা হইয়াও তেমন প্রিয় নহেন, এমন কি আমার এই শ্রীমূর্তিও আমার তেমন প্রিয় নহে ।”

শ্রীকৃষ্ণসেবা গুণটি ছিল শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের সহজাত সম্পদ । শ্রীমদ্ভাগবত-তৃতীয়-স্কন্ধের দ্বিতীয়াধ্যায়ে দেখা যায়—“যঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশয় যাচিতঃ । তন্মৈচ্ছদ্রচয়ন্ হস্য সপৰ্য্যাং বাল-
লীলয়া” অর্থাৎ “শ্রীউদ্ধবমহাশয় যখন পাঁচ বৎসরের বালক, সেই সময়ে বাল্যখেলাকালে শ্রীকৃষ্ণমূর্তির সেবা-রচনায় এমনি আবিষ্ট হইতেন যে, নিজ মাতা-কর্তৃক প্রাতরাশ ভোজনের নিমিত্ত আহত হইয়াও ভোজন করিতে ইচ্ছা করিতেন না ।” ইহা হইতে বাল্যাবধি শ্রীকৃষ্ণসেবায় যে তাঁহার প্রগাঢ় আবেশ ছিল, তাহা জাত হওয়া যায় ।

শ্রীভগবান্ যেমন ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য-কর্তৃক নিয়ত নিষেবিত, তদ্রূপ কৈশোর-বয়সে শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় অসাধারণ ষড়্‌বিধগুণে অলঙ্কৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । শ্রীল শুকদেবমুনি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চল্লিশ অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন—“বৃষ্ণিণাং সম্মতো মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা । শিষ্যো বৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবো বুদ্ধিসত্তমঃ ॥” “শ্রীমান্ উদ্ধব মহাশয় যাদবগণের সম্মত বা মাননীয় ছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, দয়িত অর্থাৎ কৃপাবিশেষভাজন এবং সখা ছিলেন, তিনি সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য বা পরম মেধাবী ছিলেন এবং তিনি বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন ।” এই সমস্ত গুণে গুণবান্ বলিয়াই শ্রীনন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণের সান্ধ্বনার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন ।

শ্রীউদ্ধব মহাশয় নন্দাদি ব্রজবাসিগণের বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধাদি ব্রজসুন্দরীগণের বিশাল প্রেমরসসিন্ধুর বিপুল উচ্ছ্বাস দর্শনে বিস্মিত বা স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার অবুঁদপ্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মযুগল ত্যাগ করিয়াও সানন্দচমৎকারে দীর্ঘ দশমাসকাল ব্রজে বসবাস করিয়াছিলেন এবং ‘এই যে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগতপ্রায়, আপনারা তাঁহাকে দর্শন করুন’—বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন । আবার মধুরস্বরে শ্রীকৃষ্ণলীলাগান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজবাসিগণের নয়নে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় যেন মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥

“উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ গুচঃ । কৃষ্ণলীলাকথাং গায়ন্ রময়ামাস গোকুলম্ ॥

মাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজেহবাৎসীৎ স উদ্ধবঃ । বৃজৌকসাং ক্ষণপ্রায়্যাণ্যাসন্ কৃষ্ণস্য বাত্‌ স্মা ॥

সরিদ্ধনগিরিদ্রোণীবীক্ষন্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্ । কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো বৃজৌকসাম্ ॥”

তাৎপর্য এই যে, “শ্রীমান্ উদ্ধব ব্রজে দশমাস ছিলেন এবং ব্রজগোপীগণের বিরহশোক বিদূরিত করিয়াছিলেন। যখনই বাহ্যানুসন্ধানে ব্রজগোপীগণ বিরহ-কাতর হইতেন, তখনই শক্তিশালী মন্ত্রদ্বারা ঝাড়িয়া বিষজ্বালা প্রশমনের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণসন্দেশ সমরণ করাইয়া তাঁহাদের বিরহ-সন্তাপ বিদূরিত করিতেন। এইরূপ শ্রীনন্দ-যশোদাদি গোপ-গোপীগণের নিকটেও গিয়া শ্রীকৃষ্ণলীলাগান করত কৃষ্ণকে তাঁহার সম্মুখে মূর্ত করিয়া সকলকে সজীবিত ও আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন শ্রীমান্ উদ্ধব।

যতদিন শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজে ছিলেন, সেই দীর্ঘ দশমাস ব্রজবাসিমাত্রের শ্রীকৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে এক-ক্লণকালের মত মনে হইয়াছিল। অর্থাৎ ‘উদ্ধব যেন এইমাত্র আসিল এবং এখনি চলিয়াগেল,’—এই প্রকার মনে হইয়াছিল। শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজবাসিগণের সঙ্গে সরোবরতটে, বন্যপ্রদেশে, পর্বতে, গহ্বরে যাইয়া কুসুমিত বৃক্ষ-লতাদি দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্থানের লীলাসমূহ এমনভাবে গাহিয়াছিলেন যে ব্রজবাসিগণের নয়ন-সম্মুখে সেই লীলা ও লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের ন্যায়ই প্রতীত হইয়াছিলেন। শ্রীল শুক-মুনি আবেগভরে শ্রীউদ্ধবকে ‘হরিদাস’ আখ্যা প্রদান করত বলিলেন—‘হে রাজন্! শ্রীউদ্ধব মহাশয় হরিদাসের সমুচিত কার্যই করিয়াছিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণবিরহীজনকে কৃষ্ণকথায় আপ্যায়িত করাই শ্রীহরিদাসের মুখ্যকার্য। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম হরিদাস শ্রীউদ্ধবকে আমি মন্তকে বহন-পূর্বক সতত বন্দনা করি ॥’

“প্রেমরসে বিগলিত, নিরন্তর যার চিত্ত,

গোবিন্দের অতি প্রিয়তম।

সখ্যামিশ্র প্রিয় দাস,

খ্যাতি যার ‘হরিদাস’,

শ্রীউদ্ধব ভাগবতোক্তম ॥

প্রাণকোটি নির্মলজ্ঞান,

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ,

হেন কৃষ্ণপাদপদ্ম ছেঁড়ে।

ব্রজবাসিগণে নিত্য,

কৃষ্ণলীলা-রসামৃত,

পান করাইয়া সেবা করে ॥

দশমাস ব্রজবাসে,

সবারে সে আশ্বাসে,

শ্রীউদ্ধব এই বাক্য ব’লে।

‘শ্রীকৃষ্ণ আগতপ্রায়,

আর সে বিলম্ব নাই,

দরশন করহ সকলে ॥’

গোবিন্দ-প্রসাদী যত,

প্রসাধনে সুশোভিত,

বস্ত্র-মালা-শ্রীহরিচন্দন।

শ্রীউদ্ধব-দরশনে,

কৃষ্ণ করায় উদ্দীপনে,

শিরে বন্দি তাঁর শ্রীচরণ ॥”৯৯॥

মুদা যত্র ব্রজা তৃণনিকর-গুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন্ জন্মার্পিত-বিবিধ কৰ্ম্মাপ্যনুদিনম্ ।
ক্রমাদ্যে তত্রৈব ব্রজভূবি বসন্তি প্রিয়জনা
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াং পুণ্যখচিতাঃ ॥১০০॥

অনুবাদ । শ্রীভগবদ্-কর্তৃক অপিত বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকার্যে ব্যগ্র হইয়াও ব্রজা পরমানন্দিত মনে যে বৃজে তৃণ, গুল্মাদিতে জন্মগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা সেই ব্রজভূমে বসবাস করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় সেই পরম পুণ্যবান্ জনগণকে আমি পরম বিনয়-সহকারে প্রতিদিন ক্রমপূর্বক বন্দনা করি ॥১০০॥

টীকা । বিশেষ স্তুত্যা বৃজসম্বন্ধিন উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টাপত্তি-শঙ্কয়া তৎপ্রাদুর্ভাবিমাত্রং স্তোতি—মুদেতি । পরম-বিনয়ান্বয়া অনুদিনং প্রতিদিনং ক্রমাৎ ক্রমশস্তে তে বন্দ্যা বন্দনীয়া ভবন্তিতি শেষঃ । তে কিস্তুতাঃ পুণ্যখচিতাঃ সুকৃতবন্ধাঃ । তে কে তত্র ব্রজভূবি যে প্রিয়জনা জন্মধৰ্ম্মা বসন্তি । তত্র কুত্র যত্র ব্রজা তৃণনিকর গুল্মাদিষু জন্ম প্রাদুর্ভাবং মুদা হর্ষণে সদা সৰ্ব্বক্ষণং কাঙ্ক্ষন্ কাঙ্ক্ষিতবান্ শত-প্রত্যয়সাপি ক্ৰচিৎকাক্য-সমাপকতাস্তি । ব্রজা কিস্তুতঃ অপিতং কৃষ্ণেন স্থাপিতং বিবিধ কৰ্ম্ম সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া যত্র সঃ সৃষ্ট্যাदिষু ব্যগ্রোহপীতি । ননু বাক্যান্তরাস্তত্বত্মোরনুদিনমিতি ক্রমাদিতি চেত্যেতয়োঃ পদয়োর্বন্দ্যা ইত্যনেন সম্বন্ধে সৎকীর্ত্যদোষে কা গতিস্তথা চ কাব্যপ্রকাশঃ । সৎকীর্ত্যং যত্র বাক্যান্তর-পদানি বাক্যান্তরমনুপ্রবিশন্তীতি । অত্রোচ্যতে । যত্র বাক্যদ্বয়স্য পরস্পর সাংকীর্ণত্বেনৈকবাক্যতা প্রतीयতে তত্র ন সৎকীর্ত্যেতি চেৎ তথাপি কষ্টতারূপার্থদোষঃ স্যাদिति ন বাচ্যং বক্তৃদ্যোচিত্য-বশাদ্দোষোহপি গুণঃ ক্ৰচিৎ ক্ৰচিন্নোভাবিত্যত্র চূণিকায়াং তত্র বৈয়াকরণাদৌ বস্তুরীত্যাদাবাদিপদেন স্বাভীষ্ট রসনিমগ্নস্যোক্তোক্তস্য গুণত্বাদিতি ॥১০০॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত এই শ্লোকে ব্রজবাসিমাত্রকে সাদরে ও সবিনয়ে স্তব করিতেছেন । ব্রজা শ্রীভগবানের নাভিকমলজাত সন্তান, প্রিয়ভক্ত এবং বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্যের ভার-প্রাপ্ত । শতজন্ম নিষ্কামকৰ্ম্মাদির ফলে কোন ভাগ্যবান্ জীবই ব্রজপদের অধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এইপ্রকার ভাগ্যবান্ জীব দুর্লভ বলিয়া সেইরূপ জীবের অভাবে কোন কোন কল্পে শ্রীভগবানই ব্রজা হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য করিয়া থাকেন । সেই ব্রজাও এই বৃন্দাবনবাসিমাত্রের সৌভাগ্যের অনুভবপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—

“তদ্ভুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যং যদ্ভোগকুলেহপি কতমাশ্রিতরজোহভিষেকম্ ।

যজ্জীবিতস্ত নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্তদ্যপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥” (ভাঃ-১০।১৪।৩৪)

অর্থাৎ “শ্রুতিগণ নিম্নত যাঁহার পাদরজঃকণিকার অনুসন্ধান করিতেছে, সেই মুকুন্দ যাঁহাদের

জীবনস্বরূপ, সেই বৃজবাসিগণের মধ্যে যেকোন জনের চরণধূলি কণিকা যে জন্মে লাভ করা যাইতে পারে, সেই বৃজের তৃণ-শুল্কমাদি জন্মকে এই বৃক্ষজন্ম অপেক্ষা আমি অধিক সৌভাগ্যজনক বলিয়া মনে করি। অতএব বৃজভূমিতে তৃণ-শুল্কমাদি জন্মই আমার পরম কাম্য।” এই শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকায় লিখিত আছে—

“.....তত্রাপি কিমপি দুর্বাদি মৃদুতৃণত্বমিত্যভিপ্ৰায়ঃ। তত্রৈবাভিপ্লবরজোতিঃ সমাগভিষেক-
সিদ্ধেঃ।.....ননু কথং সাক্ষাদগোপাদিজন্মৈব ন প্রার্থ্যতাং তত্রাহ যদিতি। যস্য গোকুলস্য তদ্বাসিমান্নস্য
নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ এব। তত্র যঃ স্বয়ং ভগবান্ পরাৎপরত্বাৎ সাধয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ, সাধিতোহপি
যো মুকুন্দঃ প্রায়শো মুক্তিমেব দাতা ন তু ভক্তিযোগমাত্রমপি। তমেতৎ বিনা যজ্ঞনঃ ক্ষণমপি জীষিতুং ন
শক্নোতীত্যর্থঃ। ইতি পরমপ্রেমবিশেষবত্তুমুক্তম্। আন্তাং তাবদন্যৈর্দুঃসাধ্যত্বং দুর্লভপ্রেমত্বঞ্চ, যস্য
পাদরজঃ শ্রুতিভিরদ্যপি ত্বয়ি সাক্ষাদবতীর্ণেহপি যুগ্যত এব, কতমং রজঃ কিম্বন্মহিমেতি জ্ঞাতুমিচ্ছ্যত এব
ন তু তদন্তঃ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ। যতো বাচ ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতঃ পরমপ্রাচীনমাদৃশসর্বজ্ঞানপ্রদশ্রুতি-
দুর্লভজ্ঞানে তৎপাদরজস্যপি প্রার্থনা মেহনুপযুক্তা, কুতঃ পুনঃ প্রেমভরবশীকৃতত্বৎপাদাশ্রয়ক শ্রীগোপাদি-
জন্মপ্রার্থনেতি ভাবঃ।”

তাৎপর্য এই যে, “বৃক্ষা বৃজে যে-কোন বৃজবাসীর শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত হওয়ার জন্য যে-
কোন জন্ম কামনা করিয়াছেন। ইহাতে দুর্বাদি মৃদুল তৃণ-জন্মই সূচিত হইতেছে, কারণ তাহাতেই
বৃজবাসীর শ্রীচরণরজের দ্বারা অভিষেক সম্যকভাবে সিদ্ধ হইতে পারে। প্রসন্ন হইতে পারে, বৃক্ষা যখন
বৃজবাসীর সৌভাগ্য-দর্শনে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন, তখন বৃজে সাক্ষাৎ গোপাদি-জন্ম প্রার্থনা করিলেন না
কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—ভগবান্ মুকুন্দ যে গোকুলবাসিজনমাত্রের যথা-সর্বস্ব। যে মুকুন্দ
স্বয়ং ভগবান্ বা পরাৎপরত্ব বলিয়া তাহার সাধন-ভজনই অতি দুর্লভ এবং সাধন করিলেও তিনি
প্রায়শঃ মুক্তিদান করিয়া থাকেন, ভক্তি কাহাকেও প্রদান করেন না। সেই সুদুর্লভত্ব মুকুন্দ ব্যতীত যে
বৃজবাসিজন ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারেন না। এতদ্বারা বৃজবাসিগণের পরমপ্রেমবিশেষের
সূচনা করা হইল।

অন্যজনের দ্বারা মুকুন্দের দুঃসাধ্য বা বৃজবাসীর দুর্লভপ্রেমবত্তু দূরে থাকুক, যে শ্রীকৃষ্ণ
সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইলেও তাহার পাদরজকণিকা শ্রুতিগণ পর্যন্তও অবৈষ্ণবমাত্রই করিয়া থাকেন,
কিন্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন না। অর্থাৎ ‘সেই রজকণা কিরূপ, কিইবা তাহার মহত্ব’ ইহা অবগত হওয়ার
নিমিত্ত শ্রুতি প্রমত্তমাত্রই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার অন্ত পান না। কারণ শ্রুতিই বলিয়াছেন—‘মনের
সহিত বাণী যাহাকে ধরিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে।’ অতএব পরমপ্রাচীন ব্রহ্মারও সর্বজ্ঞানপ্রদ
শ্রুতিরও যাহা দুর্লভ, সেই শ্রীকৃষ্ণের পাদরজকণা ব্রহ্মার পক্ষে প্রার্থনা করা অতীব অনুচিত। সুতরাং
যাহাদের বিশাল প্রেমে সেই শ্রীচরণকমল একান্ত বশীভূত, সেই গোপজন্ম প্রার্থনা যে ব্রহ্মার পক্ষে

পুরা প্রেমোদ্রেকঃ প্রতিপদ-নবানন্দ-মধুরৈঃ
কৃত-শ্রীগান্ধর্বাচ্যুত-চরণবর্ষ্যার্চন-বলাৎ ।
নিকামং স্বামিন্যাঃ প্রিয়তরসরস্ভীরভুবনে
বসন্তি স্ফীতা যে ত ইহ মম জীবাতব ইমে ॥১০১॥

অনুবাদ । পুরাকালে প্রতিক্ষেণে নবানন্দপূর্ণ সুমধুর প্রেমোদ্রেকদ্বারা যাঁহারা শ্রীশ্রীরাধা-
মাধবের শ্রীচরণ অর্চন করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাবে স্বামিনী শ্রীরাধার কুণ্ডলীতে প্রেমামৃতপানে পরিপুষ্ট
হইয়া যাঁহারা বসবাস করিতেছেন, সেই শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী মহাত্মাগণ আমার জীবনোপায়-
স্বরূপ হউন ॥১০১॥

টীকা । রাধাকুণ্ডবাসিন শ্রোতি—পুরেতি । ইহ জন্মনি ইমে মম জীবাতবো জীবনোপায়ঃ ।
তে কে তন্নাহ যে পুরা প্রতিপদনবানন্দমধুরৈঃ প্রেমোদ্রেকৈঃ কৃতং যৎ শ্রীগান্ধর্বাচ্যুতচরণয়োঃ পরিচর্যা-
রূপমর্চনং তস্য বলাৎ প্রভাবাৎ স্বামিন্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ প্রিয়তর-সরস্ভীরভুবনে কামং স্ফীতাঃ প্রেমামৃতপান-
পুষ্টাঃ সন্তো বসন্তীত্যন্বয়ঃ ॥১০১॥

সর্বথাই অনুচিত, তাহা আর কি বলিতে হইবে ? সুতরাং ব্রজবাসী যেকোন জনের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত
হওয়ার নিমিত্ত ব্রজা যে তৃণ-গুল্মজন্ম প্রার্থনা করিবেন, তাহাতে আর বিচিহ্নতা কি ?

শ্রীপাদ রঘুনাত্হ বলিতেছেন—‘সেই ব্রজভূমে যাঁহারা বসবাসের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা
যে মহাসুকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? আমি তাঁহাদের পরমভক্তি ও বিনয়
সহকারে প্রতিদিন ক্রমপূর্বক বন্দনা করি ।’

‘গোবিন্দের আদেশেতে, ব্রজা ব্যাকুলিত চিতে,

বিশ্ব-সৃষ্টি আদিতে মগন ।

বুজের বৈদগ্ধী-লীলা, দরশনে মুগ্ধ হৈলা,

নিরন্তর ভাবে মনে মন ॥

অহোভাগ্য অহোভাগ্য, ব্রজবাসিজন যত,

সদা প্রেমে কৃষ্ণানুশীলন ।

তৃণ-গুল্ম-লতা হৈতে, ব্রজা অতি লালসাতে,

কৃষ্ণপদে করে নিবেদন ॥

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে, জন্ম যাঁর শুভক্ষণে,

নিত্য করে বসতি তথায় ।

পরম বিনয়-মনে, বন্দো তাঁর শ্রীচরণে,

কৃপা-যোগে বুজে বাস হয় ॥”১০০॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী মহাআগণের স্তব করিতেছেন । বৃজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীশ্রীরাধামাধবের রহস্যময় মধ্যাহ্নলীলার অনন্য নিকেতন । শ্রীযুগলের এত প্রিয়স্থান বুজেও আর অন্যত্র নাই । শ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধারাণীর ন্যায় এবং শ্রীগ্যামকুণ্ড শ্রীরাধার শ্রীগ্যামসুন্দরের ন্যায়ই প্রিয় । কারণ শ্রীকুণ্ডদ্বয় শ্রীরাধামাধবের অভিন্নস্বরূপ । বিশেষতঃ শ্রীকুণ্ডদ্বয় বিরহীযুগলের পারস্পরিক মিলনের বা বিরহজ্বালা-উপশান্তির পরমোপায় । মহাজ্ঞান গাহিয়াছেন—

“শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাদরশন-লাগি’ উৎকণ্ঠিত হয় ।

সকল উপায় ব্যর্থ হইয়া রাধাকুণ্ডাশ্রয় লয় ॥

তৎকালে রাধার পায়-দরশন এমতি কুণ্ডপ্রভাব ।

রাধারও এমতি শ্যাম-কুণ্ডাশ্রয়ে কৃষ্ণসঙ্গ হয় লাভ ॥”

সূত্রাং মহাসুকৃতিশালিজনেরই এই বৃজমুকুটমণি শ্রীরাধাকুণ্ডে বসবাস হইয়া থাকে । এই সুকৃতি বলিতেও ইহা সাধারণ সুকৃতি নহে, ইহা মহৎকৃপামূল্য শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণার্চনরূপ মহাসুকৃতিই বুঝিতে হইবে । তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে লিখিয়াছেন—“পুরা প্রেমোদ্রেকৈঃ প্রতিপদ-নবানন্দ-মধুরৈঃ কৃত শ্রীগাঙ্ঘ্রীচর্য্যচরণবর্ষ্যার্চন-বলাৎ” অর্থাৎ “পুরাকালে প্রতিক্রমে নব-নবায়মান সুমধুর প্রেমোদ্রেকদ্বারা যাঁহারা শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণ অর্চন করিয়াছিলেন” সাধকের চিত্তে সুমধুর প্রেমের উদ্রেক বা আবির্ভাবদ্বারাই তাঁহার চিত্তে নব-নবায়মান ভুজনানন্দের আশ্বাদন সম্ভবপর হইয়া থাকে । সেই প্রেমের সহিত যাঁহারা পূর্বে শ্রীশ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণার্চন করিয়াছেন, শ্রীরাধারাণী করুণা করিয়া তাঁহাদিগকেই তাঁহার শ্রীকুণ্ডতটে বসবাসের সৌভাগ্যপ্রদান করিয়া থাকেন । ঐকান্তিক শ্রীশ্রীরাধাচরণ-নিষ্ঠজনের চিত্তেই শ্রীকুণ্ডবাসের প্ররুতির উদয় হইয়া থাকে । স্বামিনী শ্রীরাধাই যাঁহাদের ধ্যান-জ্ঞান তিনিই যাঁহাদের যথাসর্বস্ব বা কোটি কোটি প্রাণতুল্য প্রিয়, তাঁহার চরণ ছাড়া জীবনে মরণে যাঁহারা আর কিছুই জানেন না । যাঁহারা তাঁহার ভুজননিষ্ঠতা অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে রতি কামনা করেন । যেমন শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

“রাধানামসুধারসং রসয়িতুং জিহ্বাস্ত মে বিহ্বলা

পাদৌ তৎপদাক্রিতাসু চরতাং বৃন্দাটবীথিষু ।

তৎ কশ্মৈব করঃ করোতু হৃদয়ং তস্যঃ পদং ধ্যানতঃ

ভদ্ ভাবোৎসবতঃ পরং ভবতু মে তৎপ্রাণনাথে রতিঃ ॥” (রাধারসসুধানিধি ১৪২)

“আমার জিহ্বা রাধানাম-সুধারস আশ্বাদনে বিহ্বলা হউক আমার পদযুগল শ্রীরাধার পদাঙ্ক-দ্বিষিত বৃন্দাবনের পথে পথে বিচরণ করুক, করদ্বয় শ্রীরাধার কর্মেই নিযুক্ত থাকুক, হৃদয় তাঁহার শ্রীচরণ-যুগল ধ্যান করুক এবং তাঁহার ভাবোৎসব হইতে তাঁহার প্রাণনাথে আমার পরমা রতি সজাত হউক ॥”

যৎকিঞ্চিৎ তৃণ-গুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্তং হি তৎ
সৰ্ব্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলাসুকুলং পরম্ ।
শাশ্ত্রৈরেব মূহুমূহুঃ স্ফুটমিদং নিষ্টেজিতং যাচ্ঞয়া
ব্রহ্মাদেৱপি সম্পূহেণ তদিদং সৰ্ব্বং ময়া বন্দ্যতে ॥১০২॥

অনুবাদ । ব্রহ্মা, উরুবাঈ ষাঁহাদের সৌভাগ্য কামনা করিয়া থাকেন, শ্রীমদ্ভাগবতাদি
শাস্ত্র সুস্পষ্টরূপে ষাঁহাদের মহিমা বারম্বার প্রতিপাদন করিয়াছেন, ষাঁহারা মুকুন্দের অতিপ্রিয় ও কৃষ্ণ-
লীলার অনুকূল বা সহায়কারী—সর্বানন্দময় ব্রজের সেই তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গকে আমি স্পৃহার
সহিত বন্দনা করি ॥১০২॥

টীকা । মুদা যন্ত্ৰেত্যাदि পদ্যেন স্তবমপি বৃজভূগাদিকং তদ্বিশেষ স্তবচরিত্ত্বেন জ্ঞাতাতিশযিকত-
মনাঃ পুন স্তৌতি—যৎকিঞ্চিদিতি । সম্পূহেণ ভূত্বা ময়া তৎ প্রসিদ্ধমিদং সৰ্ব্বং বন্দ্যতে । ইদং
কিমিত্যাহ গোষ্ঠে বৃজে তদনুভূতং যৎকিঞ্চিৎ তৃণ-গুল্ম-কীকটমুখং সমস্তং যৎ । তৃণঞ্চ গুল্মেণাবিটগী
এই প্রকার রাধানিষ্ঠচিত্ত সাধকগণকেই স্বামিনী কৃপা করিয়া তাঁহার অভিন্নধরূপ শ্রীকৃষ্ণতীরে বসবাস
প্রদান করেন এবং তাদৃশ ভাগ্যবান সাধকগণও প্রেমামৃতপানে পরিপুষ্ট হইয়া কৃষ্ণতীরে বসবাস করিয়া
থাকেন । অর্থাৎ পরস্পর শ্রীরাধার নাম, রূপ, গুণ, লীলাকথাতির শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণাদিতে মগ্নচিত্ত
মহামনোষিগণেরই আবাসভূমি স্বামিনীর কৃষ্ণতীর ।

শ্রীপাদ রঘুনাথ এই কৃষ্ণতট ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন নাই । তাঁহার সুদৃঢ় নিষ্ঠা
বা নিশ্চয় ছিল যে, অন্তিম কালাবধি তিনি বৃজজাত ফল, মূল, তরুদি সেবা করিয়া এই কৃষ্ণতীরেই বস-
বাস করিবেন এবং এখানেই দেহরক্ষা করিবেন । ‘অত্রৈব মম সংবাস ইহৈব মম সংস্থিতি’
(বিলাপকুসুমাজলি) তেমনি ইহাও শ্রীপাদের একটি নিষ্ঠাময় প্রার্থনা যে—‘শ্রীরাধাকৃষ্ণবাসী মহাভাগ
আমার জীবনের উপায়-ধরূপ হউন ।’

“প্রতিপদে নবানন্দ, সুমধুর সেবানন্দ,

ধুগলের অর্চন-প্রভাবে ।

পুরাকালে সন্তগণে, কৃষ্ণপ্রেমামৃত পানে,

বাস করে রাধাকৃষ্ণতীরে ॥

সে সব মহাস্তগণ, নাম ধরে মহাজন,

সবে মোর জীবন-উপায় ।

ব্রহ্মাও তারিতে পারে, জনে জনে শক্তি ধরে,

কতদিনে লুটাইব পায় ॥’১০৩॥

চ কীকটো নিরুদ্ধ তানি মুখ্যান্যাদ্যানি যস্য তৎ । সৈন্যভেদে রুজায়াঞ্চ গুল্মাবিটপী ঘটয়োরিতি কলিঙ্গঃ । যদ্বা গুল্মস্তৃণাদিগুচ্ছঃ তথা চামরনানার্থঃ 'গুল্মো রুক্মস্তম্বসেনা'চেতি । 'কীকটঃ কৃপণে নিম্নে ত্রিষু পুং ভূম্নিন নীহতী'তি মেদিনী । কীকট ইতি পাঠে কীকটঃ কীটঃ পতঙ্গাদিঃ । কিন্তু তং সর্বানন্দ-ময়ম্ । মুকুন্দস্য দয়িতং প্রিয়ং পরং কেবলং লীলানুকূলঞ্চ । ননু ভবতৈব তৃণাদিকং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বেন কল্পস্মিতা প্রলপ্যতে নতু কুত্ৰাপি শ্রুয়তে ইতি নহি নহীত্যাহ—ইদং ব্রহ্মাদেরপি আদিপদেন উদ্ধবস্যাপি যাচঞয়া শাস্ত্রৈরেব শ্রীভাগবতাদিভিঃ শুভ্রিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামিত্যাদিনা । আসামহো চরণরেণু-যুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনামিত্যাদিনা চ । মুহূর্বারং বারং ক্ষুণ্টং স্পষ্টং নিষ্টটিকিতং প্রতিপাদিতম্ ॥১০২॥

স্ববাস্তকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাত শ্রীশ্রীরাধামাধবের দর্শন এবং তাঁহাদের সাক্ষাৎ-সেবা কামনায় এই শ্লোকে ব্রজের তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গাদিকে বন্দনা করিতেছেন । ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণলীলার অনুকূল বা সহায়কারী এবং মুকুন্দের অতিপ্রিয় । বাহ্যচক্ষুতে ইহারা নগণ্য বা তুচ্ছ তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গাদির ন্যায় দৃষ্ট হইলেও সংসারের তৃণ, গুল্মাদি বা কীট, পতঙ্গাদি যেমন নিতান্ত দৃষ্ট এবং পাপময় কর্মফলে জীবের চৌরাশীলক্ষ ঘোনি-যাত্রায় অতি নিকৃষ্ট বা পতনের দশাপ্রাপ্ত, ইহারা তদ্রূপ নহেন । কারণ ইহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার অনুকূল বা সহায়কারী । লীলার নিমিত্ত ধাম, পার্শ্বাদির ন্যায় ইহাদেরও নিতান্ত প্রয়োজন । সুতরাং ইহারাও লীলাপরিকর । মুকুন্দ ইহাদের কতই ভালবাসেন । ইহারা প্রিয়াজী ও সখীগণের সহিত পরিহাসরসময় আলাপে বনবিহাররত মুকুন্দের কুন্দপুষ্পের ন্যায় শুভ্র হাস্যের মাধুরী আশ্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করেন এবং তাঁহার মধুরাতিমধুর রূপ, গুণ, লীলা ও শ্রীচরণস্পর্শ শ্রীকরস্পর্শাদি লাভে ধন্য বা কৃতার্থ হইয়া থাকেন ।

কেহ মনে করিতে পারেন—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রকট লীলাকালে যেসব তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গাদি ব্রজে ছিলেন, তাঁহারাই পার্শ্ব হইতে পারেন ; কিন্তু অপ্রকট-লীলারসময়ে বা অধুনা যেসব তৃণ, গুল্ম, কীট, পতঙ্গাদি ইহারা তো সব কর্মফলে সেই সেই নিকৃষ্ট-ঘোনিপ্রাপ্ত পাপময় জীব বিশেষই ! না, তাহা নহে । কারণ, এ-বিষয়ে শাস্ত্র ও মহাজনের অনুভব এই যে, অপ্রকটলীলার সময়ে ধামের যে দৃশ্যমান প্রকাশ, যাহা জীবজগতের প্রতি কৃপা করিয়া চিন্ময় হইয়াও মূন্ময় ধরার স্বরূপ এবং স্বভাবে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, নচেৎ আমরা প্রাকৃত বিশ্বের কর্মবাধ্য জীব প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা কখনই চিন্ময়-ধামের দর্শন বা ধামবাসে সমর্থ হইতে পারি না । সুতরাং বিশ্বের আকৃতি ধারণ করিয়াও শ্রীধামের স্বরূপ যেমন চিন্ময় বা অপ্রাকৃতই তদ্রূপ কোন মহাজন নিরপরাধে ব্রজবাসের নিমিত্ত এবং এই ধামের অপ্রকট বা নিত্যলীলার আশ্বাদনের জন্য যে শ্রীধামে তৃণ, গুল্মাদি বা কীট, পতঙ্গাদি হইয়া জন্ম লইয়াছেন, তাহা কে জানে ? মহাজনগণ বলেন—ইহাদের প্রতি সামান্যবুদ্ধিতে অপরাধাদির ফলেই ব্রজধামে (যেখানে একরাত্রি বাস করিলেই প্রেমলাভ হয়) দীর্ঘদিন বাস বা ভজনের দ্বারাও কোন

ফলের অনুভব পাওয়া যায় না। সুতরাং ধামবাসী তৃণ, গুল্মাদি বা কীট-পতঙ্গাদি সকলের প্রতি চিন্ময় বা অপ্রাকৃত বুদ্ধিতেই নিরপরাধ সাধকের প্রেমপ্রাপ্তি ও ধামবাস সফলিত হইয়া থাকে, ইহাই মনীষিগণের অনুভবলব্ধ সিদ্ধান্ত।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—ইহারা সেইরূপ মহিমাসম্পন্ন বলিয়াই ব্রহ্মা, উদ্ধবাদি মনীষিগণ ব্রজে তৃণ, গুল্ম বা কীট, পতঙ্গাদি হইয়া জন্মগ্রহণের বাসনা করিয়াছেন, ইহা সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মার প্রার্থনা—“মুদা যত্র ব্রহ্মা” ইত্যাদি শততম শ্লোকের ব্যাখ্যায় “তত্ত্বুরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্” ইত্যাদি শ্লোক ও তাহার তোষণী-টীকা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীউদ্ধব মহাশয়েরও অনুরূপ প্রার্থনা—

“আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং ব্রন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।

স্বা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুমু কুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্ ॥”

(ভাঃ-১০।৪৭।৬১)

“অহো! আমি অতিশয় দুর্লভ বিষয়ে লালসা করিতেছি। এই শ্রীব্রন্দাবনमध्ये যে সকল গুল্ম, লতা, ঔষধি আছে, তাহারা সকলেই পরম সৌভাগ্যবান্ ও সৌভাগ্যবতী। যেহেতু তাহারা এই সকল ব্রজসুন্দরীগণের শ্রীচরণরেণু অনায়াসে মস্তকে ধারণ করিতে পারিতেছে। আমি যদি এই গুল্ম, লতা, ঔষধিগণের মধ্যে কোন একটি জন্ম লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমিও ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীচরণরেণু লাভে ধন্য হইতে পারিব। যে সকল ব্রজাঙ্গনাগণ দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যপথ ত্যাগ করিয়া আকুল পিপাসার আবেগে মুকুন্দ-পদবীর ভজন করিয়াছেন। যে পদবী শ্রুতিগণও অব্বেষণ করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু প্রাপ্ত হইতে পারেন না।” এইভাবে শ্রীব্রহ্মা ও উদ্ধবাদি মহাজনগণ ব্রজের তৃণ, গুল্মাদি হইতে প্রার্থনা করেন এবং সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সেই সকল বাণী বার বার সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—“আমি সর্বানন্দময় ব্রজের সেই তৃণ, গুল্ম ও কীট, পতঙ্গাদিকে সঙ্গুহভাবে বন্দনা করি।”

“ব্রহ্মা উদ্ধবাদি যাঁদের সৌভাগ্য-কামনা।

নিরন্তর করে সদা করিয়া বন্দনা ॥

ব্রন্দাবনে কিমপি ‘গুল্মলতৌষধীনাম্’।

ভাগবতশাস্ত্রে আছে স্বাহার প্রমাণ ॥

ব্রজে যত তৃণ-গুল্ম, কীট-পতঙ্গাদি।

কৃষ্ণ-লীলার অনুকূল সদা লীলা-সাথী ॥

কৃষ্ণপ্রিয় হয় তারা সর্বানন্দময়।

ব্রজে যত তৃণ, গুল্ম, কীটাদি নিচর ॥

ভ্রমন্ কচ্ছ কচ্ছ ক্ষিতিধরপাতবক্রিমগতৈ-

লপন্নাধে কৃষ্ণেত্যনবরতমুন্মত্তবদহম্ ।

পতন্ ক্বাপি ক্বাপ্যচ্ছলিতনয়নদ্বন্দ্ব-সলিলৈঃ

কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ । আমি কবে অবিরত হা রাধে ! হা কৃষ্ণ ! বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতে করিতে গোবর্ধনের সানুদেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিব, প্রেমবৈবশ্য-হেতু স্থলিত-পদে ভ্রমণ করিতে করিতে বিরহ-বিকলিতচিত্তে উচ্ছলিত নয়ননীরে শ্রীরাধামাধবের লীলাস্থানসমূহকে সিঞ্জন করিব ? ১০৩ ॥

টীকা । শ্রীকৃষ্ণকলীড়ানুকূলং সৰ্ব্বং স্তুত্বা স্বস্য তৎ সঙ্গতিং প্রার্থয়তে—ভ্রমণমিতি । কদা সকলং কেলিস্থানম্ উচ্ছলিত নয়নদ্বন্দ্ব-সলিলৈবিকলঃ সন্নপি সিঞ্চামি সেচন-সম্ভাবনাং করোমি । কিং কুৰ্ব্বন্ অনবরতং নিরন্তরং হে রাধে হে কৃষ্ণেতি উন্মত্তবল্লপন্ প্রলপন্ ক্ষিতিধরপতে গোবর্দ্ধনস্য কচ্ছ কচ্ছ নিকটে বক্রিমগতৈ ভ্রমন্ এবং ক্বাপি পতন্ প্রেমবিবশতয়া স্থলন্ ॥ ১০৩ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । বিরহের মূর্তি শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ভাববৈকল্যদশায় রজবাসের কামনা ব্যক্ত করিতেছেন । বস্তুতঃ শ্রীপাদ রঘুনাথের চিত্তে শ্রীরাধারানীর যে পূজীভূত বিরহ-শোকানল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সেই বিরহানল-প্রতপ্তচিত্তে তিনি শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে পতিত হইয়া প্রাণেশ্বরীর দর্শন-লালসায় যে কাতর ক্রন্দন করিয়াছেন ; তাহারই পরিণতি এই স্তবাবলী গ্রন্থখানি । তাহার বিরহাশ্রু দিয়াই যেন গড়া এই স্তবাবলী-গ্রন্থের কলেবর । তবু তিনি প্রেমিক ভক্তগণের কাম্য ভাববিহ্বলদশায় রজবাসের একটি অতি সুন্দর ভাবচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, স্বয়ং সেইরূপ দশা প্রার্থনার ব্যপদেশে ।

ভাববিহ্বল-দশারই স্থান ব্রজধাম । এখানে ভাবুক ভক্তগণ মাদৃশ জীবের ন্যায় কখনই আহার নিদ্রার বা দেহ-দৈহিকাদির সুখে মগ্ন হইয়া যন্ত্রবৎ ভজনে কাল যাপন করিতে পারেন না । বিরহানু-ভূতির স্থান এই ব্রজ, এখানের ভজন কেবলি অশ্রুজল !! রহস্তাগবতামৃতে শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীনারদ ও গোপকুমারের নিকট ব্রজভাবের অনুভব ব্যক্ত করিয়াছিলেন—

“তত্রৈবোৎপদ্যতে দৈন্যং তৎপ্রেমাপি সদা সতাম্ ।

তত্তচ্ছূন্যমিবারণ্যসরিদিগ্যাদি পশ্যতাম্ ॥

সদা হাহা রবাক্রান্ত-বদনানাং তথা হৃদি ।

মহাসত্তাপদগ্ধানাং স্ব-প্রিয়ং পরিমুগ্যতাম্ ॥” (রং ভাঃ-২।৫।২৪২-২৪৩)

“ব্রজধামে শূন্যময় অরণ্য, সরিৎ, গিরি আদি দর্শনে সাধুগণের চিত্তে স্বতঃই দৈন্য ও প্রেম

সঙ্গৃহে বন্দনা করি তাঁদের সকলে ।

বাঞ্ছাপূতি হয় যাহাদের কৃপাবলে ॥” ১০২ ॥

যুগপৎ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । তথায় মহৎগুণ সর্বদা হাহা রবাক্রান্তবদনে এবং মহাসন্তাপদগ্ধ হৃদয়ে ব্যাকুলিত হইয়া নিজ ইষ্টদেবকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন ।” তাৎপর্য এই যে, যেসব মহৎগুণ ব্রজধাম আশ্রয় করত ভজন করেন, তাঁহারা সর্বদা লীলাভূমি দর্শন করেন, অথচ লীলাময় শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের দর্শন পান না । তাহাতে স্বভাবতঃই তাঁহাদের চিত্তে ব্যাকুলতার উদ্রেক হইয়া থাকে । এই ব্যাকুলতার ফলেই ক্রমে তাঁহাদের চিত্তে দৈন্য ও প্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে । একদিকে দৈন্যের উদয়ে সততই নিজেকে যেমন অতিশয় অযোগ্য ও অধম বলিয়া মনে হয় অপরদিকে তেমনি প্রেমের উদয়ে ইষ্টের সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্ত চিত্তে বিপুল উৎকর্ষার উদ্রেক হয় । তখন প্রেমিক মহাবিরহসন্তাপদগ্ধ হৃদয়ে হাহাকার করিতে করিতে ব্রজের সর্বত্রই স্বীয় অভীষ্টকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন । এই উচ্চকোটির ভাবদশা সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি অপেক্ষাও শ্লাঘনীয় । কারণ প্রেমিকের চিত্তে এই জাতীয় দশার উদয়ের নিমিত্ত প্রেমবশ ভগবান্ ভক্তের বিরহ সহ্য করিয়াও আড়ালে থাকিয়া প্রেমিকের তাদৃশ দশার মাধুর্য আশ্বাদন করিয়া থাকেন ! “ভক্তের প্রেমচেষ্টা দেখি কৃষ্ণের চমৎকার ।” (চৈঃ চঃ) ।

শ্রীগোপকুমার শ্রীউদ্ধব ও নারদকর্তৃক উদ্ঘর্ষদ্বারকা হইতে এই ভৌমব্রজে প্রেরিত হইয়া এই জাতীয় ভাবদশাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যথা—

“তাং নারদীয়ামনুসৃত্য শিক্ষাং, শ্রীকৃষ্ণ-নামানি নিজ-প্রিয়ানি ।

সংকীৰ্ত্তয়ন্ সুপ্তরমত্র লীলা, স্তস্য প্রগায়ন্নুচিন্তয়ংশ্চ ॥

তদীয়লীলাস্থল-জাতমেত,-দ্বিলোকয়ন্ ভাবদশে গতৌ য়ে ।

তয়োঃ স্ব-চিত্তে করণেন লজ্জে, কথং পরস্মিন্ কথয়ান্যহং তে ॥

সদা মহাত্ম্য কৰুণস্বরৈ রুদ,-ন্নয়ামি রাত্রীদিবসাস্চ কাতরঃ ।

ন বেদ্বি যদ্যৎ সুচিরাদনুষ্ঠিতং, সুখায় বা তত্তদুতাতিসিদ্ধবে ॥

কথঞ্চিদপ্যাকলয়ামি নৈতৎ, কিমেষ দাবাগ্নিশিখান্তরেহহম্ ।

বসামি কিংবা পরমামৃতাম্,-সুশীতল শ্রীযমুনা-জলান্তঃ ॥” (ঐ-২।৬।১-৪)

শ্রীগোপকুমার শ্রীজনশর্মার প্রতি বলিলেন—“হে বৃদ্ধগ্ ! শ্রীনারদের শিক্ষানুসারে আমি স্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নামসকল সংকীৰ্ত্তন এবং তাঁহার লীলাবলী গান ও স্মরণ করিতে করিতে এই শ্রীরন্দা-বনে বাস করিতে লাগিলাম । শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলসমূহ অবলোকন করত যে ভাব-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই ভাবসমূহ স্বচিত্তে ধারণা করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছি, তাহা আপনার নিকটে কিরূপে ব্যক্ত করিব ? আমি সর্বদাই মহা আতিভরে রোদন করিতাম অর্থাৎ মহাকাতর হইয়া দিবারাত্র কৰুণস্বরে ‘হা নাথ’ বলিয়া ডাকিতাম । বহুকাল ধরিয়া যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহা সুখপ্রাপ্তির জন্য বা আতিসিন্ধুতে নিমজ্জনের জন্য হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই । আমি কোনরূপেই স্থির করিতে

পারি নাই যে, আমি দাবাগিরি শিখামধ্যে বাস করিতেছি, বা সুশীতল যমুনা-নীরমধ্যে বাস করিতেছি ।”

বস্তুতঃ শ্রীমন্মদন-গোপাল-বিষয়ক প্রেমের অবস্থাটি এমনি বিষম । কখনো মনে হয়—সুখের সীমা নাই, আবার কখনো মনে হয়—দুঃখের সীমা নাই । কখনো অমৃতাপেক্ষা স্বাদু, কখনো বা কাল-কুট অপেক্ষাও জ্বালাময়ী । আবার অমৃত এবং বিষ, আশ্বাদন এবং জ্বালা, যেন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে ॥ “বহিবিষজ্বালা হয়, অন্তর আনন্দময়, কৃষ্ণপ্রেমার অশ্রুত চরিত ॥” (চৈঃ চঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—“আমি কবে অবিরত হা রাধে ! হা কৃষ্ণ ! বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করত শ্রীগোবর্ধনের সানুদেশে আমার পরমাতীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবকে অশ্বেষণ করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিব । প্রেমবৈষ্যাহেতু কোনস্থানে স্থলিতপদে পড়িয়া যাইব, আবার উঠিব, নাচিব, গাহিব, কাঁদিব—আমার নয়নাশ্রুধোরায় লীলাস্থলীসমূহ পরিসিক্ত হইবে ।”

বস্তুতঃ এই ভাব-দশার পরমাদর্শরূপেই শ্রীল রূপ-রঘুনাথাদি সম্প্রদায়চার্যগণ বুজে বাস করিয়াছেন । শ্রীল নিবাসাচার্য-কৃত ষড়্গোস্তামীর অষ্টকের শেষে লিখিত আছে—

“হে রাধে বুজদেবিকে চ ললিতে হে নন্দসুনো কুতঃ
শ্রীগোবর্ধন-কল্পপাদপতলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ ।
ঘোষজ্ঞাবিতি সৰ্ব্বতো বুজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপসনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥”

“হে রাধে ! হা বুজদেবীগণ ! হে ললিতে ! হে শ্রীনন্দনন্দন ! কোথায় আছ ? শ্রীগোবর্ধনে কল্পপতরুমূলে, কি কালিন্দীপুলিনে—কোথায় বিহার করিতেছ ? এইত সেই বুজধাম, এইখানেই তো তোমাদের লীলাপ্রবাহ নিত্য চলিতেছে ! হায় ! দুর্ভাগ্য আমি, তোমাদের সেই লীলা দেখিতে পাইতেছি না ! কোথায় গেলে দেখা পাইব, বলিয়া দাও । এই প্রকার আত্ননাদ করিতে করিতে মহাতাববিহ্বল খেদখিন্ন-দশায় যাঁহার। সারা বুজপুরে উন্মত্তের ন্যায় স্বীয় পরমাতীষ্ট শ্রীশ্রীরাধামাধবকে নিয়ত অশ্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন—সেই রূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, রঘুনাথদাস, শ্রীজীব ও গোপালভট্টকে আমি বন্দনা করি ।” শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

“হরি হরি ! আর কি এমন দশা হব ।

এ ভব সংসার তাজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে বুজভূমে যাব ॥

সুখময় রূপাবন, কবে হবে দরশন, সে-ধূলি মাখিব কবে গান ॥

প্রেমে গদ গদ হঞা, রাধাকৃষ্ণ-নাম জঞা, কাঁদিয়া বেড়াব উত্তরাঙ্গ ॥

নিভৃত নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টটঙ্গে প্রণত হঞা, ডাকিব হা রাধানাথ বলি ।

কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি ॥

ন ব্রজা ন চ নারদো নহি হরো ন প্রেমভক্তান্তমাঃ
সম্যগ্ জ্ঞাতুমিহাঙ্গসার্বতি তথা যস্যোচ্ছলন্বাধুরীম্ ।
কিস্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ সার্কং স্বমাত্রা স্মৃটং
প্রেম্যাপ্যুদ্ধব এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো বর্ণ্যতে ॥ ৯০৪ ॥

অনুবাদ । যাঁহার উচ্ছলিত মাধুরী—ব্রজা, নারদ, মহাদেব এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিক ভক্তবর্গও
সহসা সম্যক্ অবগত হইতে পারেন না, কিন্তু একমাত্র শ্রীবলদেব নিজমাতা রোহিণীদেবীর সঙ্গে
সর্বতোভাবে জানেন এবং তাদৃশ প্রেমের প্রভাবে শ্রীল উদ্ধব মহাশয় নিশ্চয়ই জানেন—আমি কিরূপে সেই
বৃন্দাবনের বর্ণনা করিব ? ৯০৪॥

টীকা । ননু সপরিকরোরজঃ সমস্তগুণং বর্ণ্যতামিত্যাহ—ন ব্রজেতি । স ব্রজো ময়া কিং
বর্ণ্যতে যস্যোচ্ছলন্বাধুরীং ব্রজাদিরঙ্গসা অনায়াসেন তথা সম্যগ্ জ্ঞাতুং নার্বতি ন যোগ্যো ভবতি । চত্বারো
নঞঃ সাধারণার্থাঃ । কিন্তু স্বমাত্রা সার্কং সহ পরিতঃ সর্বতোভাবে বলদেব এব প্রেম্যা উদ্ধবোহপি
নিতরাং বেত্তিত্যন্বয়ঃ । যদ্যেবং তর্হি জীবস্য মম সম্যগ্ বর্ণনে কা শক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৯০৪ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদের ব্রজবিলাসস্তব সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে । তাঁহার হৃদয়স্থ
প্রেমসিন্ধু দৈন্যের বিপুল ঝটিকাবর্তে উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে ! শ্রীপাদ ভাবিতেছেন—“শ্রীশ্রীরাধামাধবের

আর কবে এমন হবে, শ্রীরাসমণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায় ।

বংশীবটছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হঞা, পড়িয়া রহিব তার ছায় ॥

কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়নভরি, কবে হবে রাধাকুণ্ডে বাস ।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, কহে দীন নরোত্তম দাস ॥” (প্রার্থনা)

ব্রজবাস-বিষয়ে সকল মহৎগণের চিত্তবীণায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে একই বিরহ-বিকলতার
সর । তাই শ্রীপাদ রঘুনাথের আতিময়ী প্রার্থনা—

“নিরন্তর হা রাধে ! হে শ্রীকৃষ্ণ ! বলিয়া ।

উন্মত্তের প্রায় আমি প্রলাপ করিয়া ॥

গোবর্দ্ধনের সানুদেশে ভ্রমণ করিব ।

প্রেমেতে বিবশ অঙ্গ চলিয়া পড়িব ॥

ব্যাকুলিত-চিত্তে সদা করিব ক্রন্দন ।

যুগল-বিলাস-ভ্রমি করিব সিঞ্চন ॥

উচ্ছলিত আঁখিনীরে পঙ্কিল সে-স্থলে ॥

সুখে বিহরিবে সদা নবীন-যুগলে ॥” ৯০৩ ॥

কোটি কোটি সিন্ধু অপেক্ষাও সুগভীর, দুঃপার ও রহস্যময় ব্রজধামের বর্ণনা করিতে বসিয়াছি আমি ! হায় ! কোথায় অতি ক্ষুদ্রবাক্তি আমি, আর কোথায় সেই ব্রজধামের দূরবগাহ প্রেম, লীলা ও সপার্ষদ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অনন্ত মাধুর্যসিন্ধু !! কতশত সুরহর্য অর্ণবপোত যে সিন্ধুর বিশালতায় তাহার অতলে তলাইয়া গিয়াছে, একটি ক্ষুদ্র কাঠের ভেলা লইয়া আমি সেই মহাসিন্ধুতে পাড়ি দিয়াছি !! আমার কি অজ্ঞতা ! যে ব্রজের উচ্ছলিত-মাধুরী ব্রজা, নারদ, মহাদেব এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমিকভক্তগণও সহসা সম্যক্ অবগত হইতে পারেন না, তাহার বর্ণনা কি আমার দ্বারা সম্ভব ?”

ব্রজা ব্রজলীলার মাধুর্য আশ্বাদন করিবার ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞতাবিশতঃ শ্রীকৃষ্ণের সমান শক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণপার্ষদ গোপবালকগণ ও গোবৎসগণকে হরণ করিয়া অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ ঐশ্বর্যজানে কখনই ব্রজমাধুরী আশ্বাদনের সম্ভাবনা নাই। পরিশেষে ব্রজা স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়া বুজে যে কোন জনের শ্রীচরণরজে অভিষিক্ত হওয়ার কামনায় তৃণ, গুল্মাদি জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

শ্রীনারদ ব্রজমাধুরী আশ্বাদনের নিমিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াও যথাবস্থিত স্বরূপে বা নারদরূপে তাহা পারেন নাই। শেষে শ্রীমন্মহাদেব ও ব্রজার সহায়তায় শ্রীভগবানের আজ্ঞাক্রমে নারদকুণ্ডে স্নান করিয়া গোপীরূপ ধারণ করেন, তবেই তাহার শ্রীরাধামাধব মাধুরী আশ্বাদনের যোগ্যতা লাভ হয়।

শ্রীমন্মহাদেব ব্রজমাধুরী আশ্বাদনের আশায় রূদ্দাবনে আসিলেন, কিন্তু ব্রজগোপীগণ বুজে শ্রীমন্মহাদেবকে দেখিতে পাইয়া তাহার কৃপায় তাহাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ হইবে জানিয়া শ্রীমন্মহাদেবেরই উপাসনা করিতে লাগিলেন এবং তাহার আরাধনার ফলে তাহারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভ করিলেন, তাই তাহার নাম রাখিলেন **গোপীশ্বর**। শ্রীমন্মহাদেব গোপীসহ গোপীনাথের আরাধনার নিমিত্ত বুজে আসিয়া শেষে নিজেই গোপীগণের আরাধ্য হইয়া পড়িলেন। মাধুর্যের দ্বারে এইভাবেই ঐশ্বর্যের পরাভব হইয়া থাকে।

এই প্রকার ঐশ্বর্যভাবগ্রাহী বড় বড় প্রেমিক ভক্তগণের পক্ষেও ব্রজমাধুরীর অনুভব সম্ভবপর হয় নাই। “বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাই শক্তি। ঐশ্বর্যজানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠেতে যায়, চতুর্বিধ মুক্তি পায়্যা ॥” “রাগভক্ত্যে বুজে শ্রবণ ভগবান্ পায়। বিধিভক্ত্যে পার্শ্বদেহে বৈকুণ্ঠেতে যায় ॥” ইত্যাদি (চৈঃ চঃ)।

শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—ব্রজমাধুরী শ্রীবলদেব নিজমাতা রৌহিণীর সহিত পরিপূর্ণরূপে আশ্বাদন করিয়াছেন এবং তাহার পূর্ণ অনুভবও প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাৎপর্য এই যে, ব্রজমাধুরী গোপীজাতির বা ব্রজের গোপ-গোপীগণেরই বৈদ্য। শ্রীবলদেব বসুদেবনন্দন বা ঋগ্নিয়জাতি হইলেও বুজে গোপ অভিমান লইয়াই ব্রজমাধুরী আশ্বাদন করিয়াছেন এবং ব্রজরসের পূর্ণ অনুভবপ্রাপ্ত হইয়াছেন। মাতা রৌহিণী বসুদেব-গৃহিণী বা ঋগ্নিয়গাণী হইলেও মাতা শশোদার সঙ্গে বিশাল বাৎসল্যরসসিন্ধুতে অবগাহন

অন্যত্র ক্ষণমাত্রমচ্যুতপুৰে প্রেমামৃতাস্তোনিধি
স্নাতোহপ্যচ্যুতসজ্জনৈরপি সমং নাতং বসামি কচিৎ ।
কি/ন্তু ব্রজবাসিনামপি সমং যেতাপি কেনাপ্যলং
সংলাপৈর্মমনির্ভরঃ প্রতিমুহূর্বাসোহস্ত নিত্যং মম ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ । প্রেমসিন্ধুতে স্নাত হইয়াও, ভগবজ্জনের সঙ্গেও, অন্য কোন ভগবদ্ধামে আমি ক্ষণকালও বাস করিব না, কিন্তু ব্রজবাসিগণের মধ্যে প্রেমশূন্য ব্যক্তির সহিতও যদি রথালোপে কালযাপন করিতে হয়, তবুও অত্যাশক্তির সহিত আমার নিত্যই ব্রজে বাস হউক ॥১০৫॥

টীকা । অন্য ভগবল্লোকবাস-প্রার্থনাত্যাগপূর্বকং ব্রজবাস এব প্রার্থতে—অন্যত্রৈতি । প্রেমামৃতাস্তোনিধিস্নাতোহপি অচ্যুতসজ্জনৈঃ কৃষ্ণভক্তৈরপি সহ অন্যত্রাচ্যুতপুৰে কচিৎ ক্ষণমাত্রমহং বসামি । কিন্তু ব্রজবাসিনাং মধ্যে যেন কেনাপি প্রেমশূন্যোনাগি সমং সহ মমালং সংলাপৈর্মম রথা কথাভিঃ প্রতিমুহুঃ প্রতিক্ষণং মম নির্ভর আসক্তিপূর্বোবাসো নিত্যমস্তিত্যম্বলঃ । বক্তৃদৈন্যেনোক্তৌ অচ্যুতচ্যুত ইতি ন কথিতপদতঃ ॥১০৫॥

করিয়া যশোদার অভিন্নভাব লইয়াই ব্রজমাধুরী আশ্বাদন করিয়াছেন বা ব্রজরসের 'সামগ্রিক অনুভূতিও প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

শ্রীউদ্ধব মহাশয় গোপ-গোপীগণের সান্ধ্বনার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রজে আসিয়া-ছিলেন এবং ব্রজমাধুরীর যথেষ্ট অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কারণ ক্ষণকালও যিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ বা সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে পারিতেন না, তিনি ব্রজমাধুর্যে মগ্ন হইয়া দশমাসকাল ব্রজে বাস করিয়াছিলেন এবং সানন্দ-চমৎকারে ব্রজপ্রেমের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন । শেষে গোপীচরণে মস্তক বিক্রম করিয়া গোপীগণের সর্বাধিক মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের এককণা শ্রীচরণরজ মস্তকে ধারণ করিবার অভিলাষে ব্রজে ভ্রম, গুহ্ম জন্মের প্রার্থনা করিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । শ্রীপাদ রঘুনাথ বলিতেছেন—‘সেই মহামহিম ব্রজমাধুরী আমি কিরূপে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইব ?’

“ব্রজা নারদ মহাদেব ও প্রেম-ভক্তোত্তম ।

উচ্ছলিত মাধুরী যার অনন্ত অসীম ॥

সম্যক্ জানিতে যাহা হয় অসমর্থ ।

বলদেব রোহিণীমাতা জানিতে সমর্থ ॥

প্রেমবলে শ্রীউদ্ধব নিশ্চয়ই কিছু জানে ।

কিরূপে বর্ণনা করি সেই বৃন্দাবনে ?’ ১০৪ ॥

স্বামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ রঘুনাথ এই শ্লোকে ব্রজবাসে নিষ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন । বিশ্বজগৎ মায়াশক্তির বা প্রকৃতির পরিণাম; ধাম কিন্তু অন্তরঙ্গা চিৎশক্তির বিকার । সন্ধিনীশক্তিতে ধামের প্রতিষ্ঠা । শ্রুতিও বলেন—“স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি শ্বে মহিম্নিন” (ছা, উ, ৭।২৪) অর্থাৎ সেই ভগবান্ কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন ? উত্তর—তিনি স্বীয় মহিমায় বা অচিন্ত্য বিভূতিতে প্রতিষ্ঠিত । শ্রীধাম যে প্রপঞ্চাতীত, নিত্য, অলৌকিক, শ্রীভগবানের নিত্যবিহারস্থান এবং চর্মচক্ষুর অদৃশ্য, ইহার শত শত শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে । “আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদ্র যুগে যুগে । তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্মচক্ষুযা ॥” শ্রীধাম নিত্য, শাস্ত, মহাতেজোময়, চর্মচক্ষুর অদৃশ্য । কল্পে কল্পে শ্রীধামে শ্রীভগবানের আবির্ভাব তিরোভাবাদি হইয়া থাকে । চেতন পরমাঙ্গা জড় পাঞ্চভৌতিকদেহে অবস্থান করিয়াও যেমন উহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে বিরাজিত, তদ্রূপ চিন্ময়ধাম জড়জগতে অবস্থান করিয়াও সর্বথা জড়াংশ নিলিঙ্গ । দেহনাশে যেমন পরমাঙ্গার নাশ হয় না, তদ্রূপ মহাপ্রলয়ে বিশ্বধ্বংস হইলেও শ্রীধাম স্বরূপেই অবস্থান করেন । সুতরাং ধামবাসে যে চিন্ময় ভগবল্লোকেই বসবাস সুসিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা সুনিশ্চিত । বিশেষতঃ ধামবাসে সাধকের শরণাগতির সিদ্ধি, অনুকূল সংসঙ্গ ও ভজনসাধনের চরম আনুকূল্য সাধিত হইয়া থাকে ।

কেহ বলিতে পারেন—‘শ্রীপাদ ! সব ভগবদ্ধামই তো নিত্য ও চিন্ময় । অপর কোন ভগবদ্ধামেও তো আপনি বসবাস করিতে পারেন ? অন্যান্য ভগবদ্ধামে যদি অধিকতর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও প্রেম-সাধনার সুযোগ, সৌভাগ্য লাভ হয় এবং ব্রজধামে যদি ইতর জনসঙ্গে গ্রাম্যবার্তায় কালযাপন করিতে হয়, তাহা হইলে ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া দ্বারকাদি অন্যান্য ভগবদ্ধামে বসবাস করাই যুক্তিসিদ্ধ ?’

তদুত্তরে বলিলেন—‘প্রেমসাধনার সুযোগ, সৌভাগ্যের কথা কি, যদি অন্যধামে প্রেমসিন্ধুতে নিয়ত অবগাহনের সৌভাগ্য লাভ হয় এবং তাদৃশ প্রচুর ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভও হয়, তবু আমি অন্য ভগবদ্ধামে ক্ষণমাত্র বসবাসের ইচ্ছা করি না । ব্রজে বাস করিয়া প্রেমশূন্য ব্যক্তির সহিত যদি বৃথালাপেও কালযাপন করিতে হয়, তবু আমি অত্যাশঙ্কিপূর্বক প্রতিনিয়ত ব্রজবাসই কামনা করি ।’ এতদ্বারা বহির্জগতের কথা তো দূরে, শ্রীপাদ রঘুনাথ ব্রজ ছাড়িয়া অন্য কোন ভগবদ্ধামেও সাধুসঙ্গ ও প্রেমরসা-স্বাদনের সুযোগ পাইলেও ক্ষণকালও যে বাস করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহা জানা গেল । কারণ ব্রজরস-নিষ্ঠ সাধকের ব্রজবাসে যেরূপ মাধুর্যময় ব্রজরসসাধনার আনুকূল্য-বিধান হইয়া থাকে, তাহা অন্য ধামে হয় না । বিশেষতঃ এতাদৃশ ধামনিষ্ঠা অভীষ্টদেবও কামনা করিয়া থাকেন । কারণ ইষ্ট-নিষ্ঠার ন্যায় স্বীয় অভীষ্টদেবের লীলাভূমিতে নিষ্ঠাটিও পরমৈকান্তিকতার পরিচায়ক । গোড়ীয় বৈষ্ণব-গণ প্রায় সকলেই অবগত আছেন,—রণবাড়ীর সিদ্ধ বাবা শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ব্রজ ছাড়িয়া চারিধাম দর্শনে গমনের ইচ্ছা করিলে ধামেশ্বরী শ্রীরাধারানী তাহাকে ব্রজ ছাড়িয়া অন্যধামে যাইতে নিষেধ করেন । কিন্তু শ্রীল বাবা তাহাকে স্বপ্নমাত্র মনে করিয়া দ্বারকায় গিয়া তপ্তমুদ্রা ধারণ করত

রাগেণ রূপমঞ্জর্য্যারঙ্গীকৃত মুরদ্বিষঃ ।

গুণারাধিত রাধায়াঃ পাদযুগ্মেরতির্মম ॥ ১০৬ ॥

যুজে আগমন করিলে শ্রীরাধারাগী দ্বারকায় গিয়া বাবা শ্রীসত্যভামার গণ হইয়া গিয়াছেন এজন্য তাহাকে ব্রজ ছাড়িয়া দ্বারকাতেই চলিয়া যাইতে স্বপ্নাদেশ করেন । পরিশেষে বাবার শ্রীঅঙ্গখানি শ্রীরাধার বিরহানলে জ্বলিয়া ধীরে ধীরে ভস্মীভূত হইয়া যায় । এতদ্বারা শ্রীরাধারাগী ও তাহার একনিষ্ঠ ভক্তের আচরণে উল্লিখিত সিদ্ধান্তটিই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে । তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—

“কিং নো ভূপৈঃ কিং নু দেবাদিভির্বা, স্বাপ্নৈশ্চর্য্যোৎফুল্লিতৈঃ কিঞ্চমুভৈঃ ।

শূন্যালস্মৈবৈষ্ণবৈর্বাপি কিং নঃ, শ্রীমদ্ভূতাকামনৈকান্তভাজাম্ ॥

শং সর্ব্বেষামপ্রয়াসেনদাস্তী, দ্বি ত্রৈকান্তি-প্রেমমাত্রৈকপাত্রী ।

আনন্দাত্মা-শেষসত্ত্বা-নিধাত্রী, শ্রীমদ্ভূতাব্যস্ত মেইক্ষস্যাধাত্রী ॥” (বৃঃ মঃ ১।২৫-২৬)

“একান্তভাবে বৃন্দাবনাশ্রয়ী আমাদের মূপতিগণেরই বা কি প্রয়োজন ? দেবগণেরই বা কি আবশ্যক ? আর স্বপ্নৈশ্চর্যতুল্য ঐশ্বর্যদ্বারা উৎফুল্লিত মুক্তগণেরই বা আমাদের কি প্রয়োজন ? অপর পরব্যোম, বৈকুণ্ঠাদি প্রাপ্তি যাহাদের লক্ষ্য, সেই সকল বৈষ্ণবগণেরই বা আমাদের কি আবশ্যক ?

অন্যাস্তে সকলের সুখবিধানকারী, দুই তিনটি অর্থাৎ অতিবিরল একান্তিজনেরই কেবল প্রেমের পাত্র, নিখিল জীবের আনন্দপ্রদানকারী সেই বৃন্দাটী মাদৃশ অক্সজনের ধাত্রী বা পালয়িত্রী হউন ।” আরও বলিয়াছেন—

“সোঢ়াহপি দুঃখানি সুদুঃসহানি, ত্যক্ত্বাহপ্যহো জাতিকুলাদিকানি ।

ভুক্ত্বা স্বপাকৈরপি খুৎকৃতানি, বৃন্দাটীবাসমহং করিষ্যে ॥”

অর্থাৎ সুদুঃসহ দুঃখরাশি সহ্য করিয়াও, জাতি-কুলাদি ত্যাগ করিয়াও এবং চণ্ডালের খুৎকৃত আহার করিয়াও আমি শ্রীবৃন্দাবনে নিত্য বাস করিব ।”

“অন্য হরিধামে যদি প্রেমভক্ত-সঙ্গে ।

স্থান করি নিত্য প্রেমসমুদ্রতরঙ্গে ॥

তবু এ বাসনা নাহি ছাড়ি বৃন্দাবন ।

অন্য ধামে বসবাস করি একক্ষণ ॥

কিন্তু ব্রজবাসিমধ্যে কোনও প্রেমশূন্য ।

তার সঙ্গে বৃথাপ্রাপ্ত নিজে মানি ধন্য ॥

অতীব আসক্তি সহ এই বৃন্দাবনে ।

চিরবাস হোক মোর চাহি প্রতিক্ষণে ॥” ১০৫ ॥

অনুবাদ । শ্রীরূপমঞ্জরী অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই বৈদগ্ধ্যাদি গুণসমূহের দ্বারা আরাধিতা **শ্রীরাধার পাদপদ্মযুগলে আমার রতি হউক ॥১০৬॥**

টীকা । সপরিকরং শ্রীকৃষ্ণং স্তুত্বা স্বাভীষ্টং প্রার্থয়তে—রাগেণেতি । গুণৈর্বৈদগ্ধ্যাদিভী-
রাধিতায়া আরাধিতায়া রাধিকায়ঃ পাদযুগে মম রতিরাস্তামিতি শেষঃ । কিন্তুতান্না রূপমঞ্জর্যা কল্প্যা
রাগেণ কৃত্বা রক্তীকৃতো মুরদ্বিটকৃষ্ণো যন্তেতি তস্যাঃ ॥১০৬॥

শ্রবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীধাম পার্শ্বাদি সহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের স্তব করিয়া শ্রীপাদ এক্ষণে
দ্রীয় অভীষ্টপ্রার্থনা করিতেছেন—“শ্রীরাধায়াঃ পাদযুগে মম রতিরস্ত ।” ‘শ্রীরাধার শ্রীচরণযুগলে আমার
রতি হউক ।’ **ইহাই সাধ্য, ইহাই সাধনা ।** রাধাস্নেহাধিকা রতিসম্পন্ন গোড়ীয়বৈষ্ণবের ইহাই
চরম কামনার সম্পদ । শ্রীরাধার চরণে ঐকান্তিকী রতির ফলেই বৃন্দাবনীয় রসসাধকের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ
হইয়া থাকে । প্রশ্ন হইতে পারে; যুগল-উপাসক গোড়ীয়বৈষ্ণব, তাঁহার শ্রীরাধামাধব যুগলেরই ধ্যান,
ধারণা, সেবা, আরাধনাদি করিয়া থাকেন, একা শ্রীরাধার চরণে রতিই কিরূপে গোড়ীয়বৈষ্ণবের সাধ্য
বা কাম্য হইতে পারে ? যুগলচরণে রতিই তো তাঁহাদের কাম্য বা সাধ্য হওয়া উচিত ? এই জাতীয়
প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়াছে—যুগলচরণে রতি আর রাধাচরণে রতি কিছু একটা ভিন্নবস্তু নয় । বরং
রাধাচরণে রতি হইতেই যুগলচরণে রতি ও যুগলসেবাদি অধিকাধিকরূপে স্বয়ংই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ।
রাধাচরণনিষ্ঠ সাধক শ্রীকৃষ্ণকে না চাহিলেও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া একান্ত
নিজের করিয়া আত্মসাৎ করেন । শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী, “কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার অন্তরে বাহিরে ।” (চৈঃ চঃ)
শ্রীকৃষ্ণ দিয়াই তো শ্রীরাধার আরাধনা করিতে হয় । সুতরাং কৃষ্ণ বিনা রাধার আরাধনা বা রাধাচরণে
রতিই বা কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে ? তাই যুগল-উপাসনা করিলেও আমি যে রাধারই, একান্তভাবে
তাঁহারই শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ, এই অভিমান সর্বক্ষণই রাধাকিঙ্করী গোড়ীয়-বৈষ্ণব সাধকের চিত্তে
বিরাজ করে । তাই শ্রীপাদ রঘুনাথ শ্রীরাধাচরণে রতিই কামনা করিয়াছেন ।

সেই শ্রীরাধা কিরূপ, তাহাই শ্লোকে বলা হইতেছে বৈদগ্ধ্যাদি গুণসমূহের দ্বারা আরাধিতা
শ্রীরাধা । নিখিল সদৃগুণরাজি সতত যাঁহার আরাধনা করিতেছে তিনিই শ্রীরাধা । “বস্যাস্তি ভক্তি-
ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈবগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।” (ভাঃ-৫।১৮।১২) অর্থাৎ “শ্রীভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা
ভক্তি আছে, নিখিল সদৃগুণরাজির সহিত দেবগণ তাঁহাতে বসবাস করিয়া থাকেন ।” “সর্বমহা গুণগণ
বৈষ্ণবশরীরে । কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে ॥” (চৈঃ চঃ) ক্ষুদ্র জীবশক্তির মধ্যে ভাগবতীভক্তির
অধিষ্ঠান হইলে যদি কৃষ্ণের নিখিল গুণ তাঁহাতে সঞ্চারিত হইতে পারে, তাহা হইলে হলাদিনীর সারাৎসার
সাক্ষাৎ মাদনাখ্য মহাভাব স্বরূপিণী-প্রেমলক্ষ্মী শ্রীরাধাকে যে নিখিল গুণরাজি স্বয়ংই আরাধনা করিবে,
তাঁহাতে আর বিচিত্রতা কি ? বস্তুতঃ শ্রীরাধার গুণাবলীর গণনা করিতে যাওয়া জীবের পক্ষে হাস্যাস্পদ

চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। “যাঁর সদগুণগণের স্বয়ং কৃষ্ণ না পান পার। তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব হার ॥” (চৈঃ চঃ)। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ শ্রীরাধার মধুররসোপযোগী মধুরাতিমধুর পঁচিশটি গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

“অথ বৃন্দাবনেশ্বর্যা কীর্ত্ত্তে প্রবরা গুণাঃ ।

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাজ্জ্বলস্মিতা ॥

চারুসৌভাগ্যরেখাত্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা ।

সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্ নন্দমপণ্ডিতা ।

বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্ধিতা ॥

লজ্জাশীলা সুমর্যাদা ধৈর্য্যগান্তীর্য্যশালিনী ।

সুবীলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ॥

গোকুলপ্রেমবসতিজগচ্ছুণীলসম্ভাষাঃ ।

গুণবর্ষিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা ॥

কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাপ্রবকেশবা ।

বহনা কিং গুণান্তস্যাঃ সংখ্যাতেতা হররিব ॥” (উজ্জ্বলনীলমণি)

শ্রীমৎ রূপগোস্বামিপাদ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে রাধাপ্রকরণে প্রতিটি গুণের দৃষ্টান্ত দিয়া গুণাবলীর বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সবিশেষ জানিতে হইলে মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

শ্রীল রঘুনাথ বলিলেন—শ্রীরূপমঞ্জরী অনুরাগের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিয়া দিয়াছেন। শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরস্পরের রূপ, গুণাদি পরস্পরের নিকট বর্ণনা করিয়া সখী-মঞ্জরীগণ উভয়কেই উভয়ের প্রতি অনুরক্ত করিয়া থাকেন। সখী-মঞ্জরীগণের সহায়তা ব্যতীত তাঁহারা স্বয়ং এই অনুরক্তি-বিস্তার করিতে গেলে রসের পরিপুষ্টি সাধিত হয় না। এই জন্যই বলা হইয়াছে, রাধামাধবের ভাব বিভূ হইলেও পরিপুষ্টির নিমিত্ত সখী-মঞ্জরীগণের সহায়তার অপেক্ষা করিয়া থাকে। শ্রীপাদ রঘুনাথ সেই কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, বৈদগ্ধ্যাদি অশেষ গুণখনি শ্রীরাধারাগীর শ্রীপাদপদ্যে রতি কামনা করিতেছেন।

অথবা শ্লোকটির এইরূপও অর্থ হইতে পারে যে, যে রূপমঞ্জরী হৃদয়ের অতুলনীয় অনুরাগরসে শ্রীকৃষ্ণকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন এবং স্বীয় নিরুপম গুণাবলীর দ্বারা শ্রীরাধারাগীর আরাধনা করিয়াছেন, সেই রূপমঞ্জরীর পাদপদ্মদ্বয়ে আমার রতি হউক। অর্থাৎ যে শ্রীরূপমঞ্জরীর অতুলনীয় অনুরাগে এবং প্রেমোখ গুণাবলীতে শ্রীশ্রীরাধামাধব সতত তাঁহার অধীন হইয়া আছেন, সেই রূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে

ইদং নিয়তমাদরাদ্ ব্রজবিলাস-নাম-স্তবঃ

সদা ব্রজজনোন্মসম্মধুর-মাধুরী-বন্ধুরম্ ।

মুহুঃ কুতুকসম্ভূতাঃ পরিপঠন্তি যে বন্তু তং

সমং পরিকরদৃঢ়ং মিথুনমত্র পশ্যন্তি তে ॥ ১০৭ ॥

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ সমাপ্তঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । ব্রজজনের প্রকাশশীল মাধুরীদ্বারা নিরতিশয় সুন্দর ও মনোহর এই ব্রজবিলাস নামক স্তব যাঁহারা কৌতুকের সহিত নিয়ত পরমাদরে পাঠ করেন, তাঁহারা মনোজ-মিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে সপরিবারে এই শ্রীবল্লাবনে সুনিশ্চিতরূপে দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ১০৭ ॥

টীকা । এতৎ পঠনফলমাহ—ইদমিতি । ইদং ব্রজবিলাসনাম-স্তবম্ আদিরাগ্নিতৎ নিরন্তরং মুহূর্বরং বারং কুতুকেন সংভূতাঃ পরিপূর্ণাঃ সন্তোষে পঠন্তি তে পরিকরগণৈঃ সমং সহ

রতি হইলে আমার সর্বাভীষ্ট অচিরায় সুসিদ্ধ হইবে । বস্তুতঃ শ্রীপাদ রঘুনাথ এই ব্রজবিলাসস্তবের উপসংহারে একই শ্লোকে যুগপৎ তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীরাধারানী এবং শ্রীরূপমঞ্জরীর শ্রীচরণে রতি-কামনা করিয়া গোড়ীয়বৈষ্ণবের হৃদ্যবস্তুর সূচনা করিয়াছেন । শ্রীপাদের অপূর্বকাব্যকলাকৌশলের জন্ম হউক ।

“শ্রীরূপমঞ্জরী কৃষ্ণে অনুরাগরসে ।

রঞ্জিত করিয়া যাঁর করিয়াছে বশে ॥

বৈদগ্ধ্যাদি গুণদ্বারা যিনি আরাধিতা ।

সেই রাধাপদদ্বন্দ্বের রতি হোক সদা ॥”

অথবা

“হৃদয়ের অতুলন অনুরাগ-রসে,

রাধানাথে যিনি সুখে করি সুরঞ্জিত ।

অপূর্ব মধুর গুণাবলীর পরশে,

শ্রীরাধারে অতিশয় কৈলা আনিঙ্গিত ॥

সেই শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণকমল ।

প্রকমল গতি মোর একান্ত সম্বল ॥” ১০৮ ॥

শ্রীশ্রীব্রজবিলাসস্তবঃ]

তন্মিথুনং রাধাকৃষ্ণযুগলম্ অত্র ব্রজে দৃঢ়ং নিতান্তম্ । 'দৃঢ়ে স্থুলে নিতান্তে চ প্রগাঢ়ে বলবত্যা'পিতি মেদিনী ।
কিন্তুতং স্তবং সদা সর্বক্ষণং ব্রজজনেষু উল্লসন্তী প্রকাশমানা য়া মধুরমাধুরী তয়া বন্ধুরং সুন্দরং মিথুনং
কিন্তুতং বস্ত্র মনোহরম্ ॥১০৭॥

॥ ইতি শ্রীব্রজবিলাসস্তব বিবৃতিঃ ॥

স্তবামৃতকণা ব্যাখ্যা । শ্রীপাদ এই শ্লোকে ব্রজবিলাসস্তবের ফলশ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন ।
এই ব্রজবিলাসস্তবে পরমমাধুর্যময়-ব্রজধাম ও ব্রজপার্ষদগণের স্তুতি করা হইয়াছে । ব্রজপার্ষদগণের মধু-
রাতিমধুর ভাবপরিপাটীতে এবং ব্রজধামের লীলামাধুর্যসে এই ব্রজবিলাসস্তব শরতের তটিনীর ন্যায় কানায়
কানায় ভরপুর । সুতরাং শ্রীপাদ রঘুনাথ এই স্তুতির সার্থকনাম রাখিয়াছেন—**ব্রজবিলাসস্তব** । ইহার
শ্রবণ-কীর্তনে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ব্রজবিলাসটি শ্রবণ-কীর্তনকারীর সম্মুখে যেন মূর্তিমান হইয়া উঠে । তাই
বলা হইয়াছে, প্রকাশশীল মাধুরীদ্বারা এই ব্রজবিলাসস্তবটি নিরতিশয় সুন্দর ও মনোহর । যাঁহারা
কৌতুকভরে পরম আদরের সহিত এই ব্রজবিলাসস্তব নিয়ত পাঠ করিবেন, তাঁহারা সপরিবারে মনোজ্ঞ-
মিথুন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে এই ব্রজধামে সুনিশ্চিতরূপে দর্শন করিবেন । মনোজ্ঞ-মিথুন শ্রীশ্রীরাধামাধব,
অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের কল্লোলিতসিন্ধু ! ভগবদ্ভাজ্যের নিখিল মাধুর্যের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই পরাকাষ্ঠা ।
শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মাধুর্যেরই মূর্তি; “মাধুর্যামেব নু” (কর্ণামৃত) । শ্রীরাধারাগীর মিলনে সেই অনন্ত মাধুর্যসিন্ধুর
যে কল-কল্লোল, তাহা দর্শনকারীর চিত্তে যে অফুরন্ত আনন্দ বিস্ময় জাগায়, তাহা মাত্র অনুভবৈকগম্য,
কাহারো ভাষায় বর্ণনযোগ্য বস্তু নহে । **বস্ত্র** শব্দের দ্বারা শ্রীযুগলের অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের ইঙ্গিতমাত্র
করিয়াছেন শ্রীপাদ রঘুনাথ ।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভজন-সাধনের পরিপাকে প্রেমলাভ হইলেই সাধকের ভগবৎ সাক্ষাৎকার
হইয়া থাকে, ইহাই সাধু-শাস্ত্রের বিধান । স্তবস্তোত্রাদি শ্রবণ-কীর্তনের ফলে সাধকের ভজনের পরিপূর্তি
সাধিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রেমের চরম ফল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার কিরূপে সম্ভব ? সত্যকথা,
কিন্তু কোন কোন ভজনাত্ম এতই প্রবল শক্তিশালী যে মন্ত্রশক্তির ন্যায় শ্রীভগবানকে আকর্ষণ করিয়া তৎ-
ক্ষণে নিরপরাধ সাধকের নয়ন-গোচর করাইয়া দেয় । এই ব্রজধাম এবং ব্রজপার্ষদগণের মাধুর্যসে
ভরপুর ব্রজবিলাসস্তবও তদ্রূপ মহাশক্তিশালী মন্ত্রের ন্যায় আদরের সহিত পাঠকারী ভক্তের নিকট
শ্রীশ্রীরাধামাধবকে আকর্ষণ করিয়া নয়ন-গোচর করাইয়া থাকে । ব্রজসের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শ্রীপাদ
রঘুনাথের ইহা বিশ্বসাধকগণের প্রতি করুণার আশীর্বাদ । এই স্তব পাঠকারীর শ্রীযুগলকিশোরের দর্শন
লাভের ইহাও অন্যতম কারণ । যেহেতু—“কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করে মাগে যেই ভৃত্য । ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্তি
বিনা কৃষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য ॥” (চৈঃ চঃ) ।

